

ঔষধ নির্দেশিকা



স্কয়ার

ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিমিটেড
বাংলাদেশ

স্যামসন এইচ চৌধুরী
সেন্টার অফ এক্সিলেন্স

কালিয়াকৈর, গাজীপুর



২০১৩ সালের সেপ্টেম্বরে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন নব নির্মিত এই ওষুধ
গবেষণা কেন্দ্র যাত্রা শুরু করে।

A

এইস®

Ace®

উপাদান : প্যারাসিটামল। ৫০০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট, ৬৬৫ মি.গ্রা. এক্সটেন্ডেড রিলিজ ট্যাবলেট ১২০ মি.গ্রা./৫ মি.লি. সিরাপ, ১২০ মি.গ্রা./৫ মি.লি. সাসপেনশন, ৮০ মি.গ্রা./মি.লি. পেডিয়াট্রিক ড্রপস্ এবং ৬০, ১২৫, ২৫০ ও ৫০০ মি.গ্রা. সাপোজিটরি।
নির্দেশনা : জ্বর, সর্দিজ্বর এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা। মাথাব্যথা, দাঁত ব্যথা, কানের ব্যথা, শরীর ব্যথা, স্নায়ু প্রদাহ জনিত ব্যথা, ঋতুস্রাব জনিত ব্যথা এবং মচকে যাওয়ার ব্যথা। অস্ত্র ব্যথা, কোমরে ব্যথা, অস্ত্রোপচার পরবর্তী ব্যথা, প্রসব-পরবর্তী ব্যথা, ক্যান্সার জনিত দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা, প্রদাহ জনিত ব্যথা ও শিশুদের টিকা দেবার পরের জ্বর ও ব্যথা। বাত ও অস্টিওআর্থ্রাইটিস- এর দরুণ সৃষ্ট ব্যথা ও অস্থিসংযোগ সমূহের অনমনীয়তা।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : ট্যাবলেট : প্রাপ্ত বয়স্ক : ১-২ টি ট্যাবলেট ৪-৬ ঘন্টা পর পর দিনে সর্বোচ্চ ৮ টি ট্যাবলেট। শিশু (৬-১২ বছর) : আধা থেকে ১টি দিনে ৩-৪ বার। সিরাপ এবং সাসপেনশন : শিশু (৩ মাসের নীচে) : ১০ মি.গ্রা. হিসাবে (জন্ডিস থাকলে ৫ মি.গ্রা. হিসাবে) দিনে ৩-৪ বার। ৩ মাস - ১ বছরের নীচে : ১/২ থেকে ১ চা চামচ দিনে ৩-৪ বার। ১-৫ বছর : ১-২ চা চামচ দিনে ৩-৪ বার। ৬-১২ বছর : ২-৪ চা চামচ দিনে ৩-৪ বার। প্রাপ্তবয়স্ক : ৪-৮ চা চামচ দিনে ৩-৪ বার। এক্স আর ট্যাবলেট : ২ টি করে ট্যাবলেট দিনে ৩ বার। সাপোজিটরি : ৩ মাস- ১ বছরের নীচে : ৬০-১২০ মি.গ্রা. দিনে ৪ বার। ১-৫ বছর : ১২৫-২৫০ মি.গ্রা. দিনে ৪ বার। ৬-১২ বছর বয়সের শিশুদের জন্য : ২৫০-৫০০ মি.গ্রা. দিনে ৪ বার। প্রাপ্ত বয়স্ক ও ১২ বছরের বেশী বয়সের শিশুদের জন্য : ০.৫-১ গ্রাম দিনে ৪ বার। পেডিয়াট্রিক ড্রপস্ : শিশু : ৩ মাস বয়স পর্যন্ত : ০.৫ মি.লি. (৪০ মি.গ্রা.), দিনে ৪ বার। ৪-১১ মাস বয়স পর্যন্ত : ১ মি.লি. (৮০ মি.গ্রা.), দিনে ৪ বার। ১-২ বছর বয়স পর্যন্ত : ১.৫ মি.লি. (১২০ মি.গ্রা.), দিনে ৪ বার।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : প্যারাসিটামলের প্রতি অতি সংবেদনশীলতা।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : সর্বস্তরে ব্যবহার করা নিরাপদ।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই বললেই চলে।

তবে কোন কোন ক্ষেত্রে হিমাতোলজিক্যাল প্রতিক্রিয়া, অগ্নাশয়ের প্রদাহ, চামড়ায় ফুসকুড়ি ও অন্যান্য এলার্জি দেখা দিতে পারে।

সরবরাহ : এইস® ট্যাবলেট : ৫০ X ১০ টি। এইস® এক্স আর ট্যাবলেট : ১০ X ১০ টি। এইস® সিরাপ : ৬০ মি.লি. এবং ১০০ মি.লি.। এইস® সাসপেনশন : ৬০ মি.লি.। এইস® পেডিয়াট্রিক ড্রপ : ১৫ মি.লি ও ৩০ মি.লি। এইস® ৬০ সাপোজিটরি : ২ X ৫ টি। এইস® ১২৫ সাপোজিটরি : ৪ X ৫ টি। এইস® ২৫০ সাপোজিটরি : ৪ X ৫ টি। এইস® ৫০০ সাপোজিটরি : ৪ X ৫ টি।

এইস® গ্লাস

Ace® Plus

উপাদান : প্যারাসিটামল ৫০০ মি.গ্রা. এবং ক্যাফেইন ৬৫ মি.গ্রা./ ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : জ্বর, মাথা ব্যথা, মাইগ্রেইন, মাংসপেশীর ব্যথা, পিঠে ব্যথা, দাঁত ব্যথা এবং ঋতুস্রাব জনিত ব্যথা।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : ১-২ টি ট্যাবলেট ৬ ঘন্টা পর পর। দিনে সর্বোচ্চ ৮ টি ট্যাবলেট। ১২ বছরের নীচে শিশুদের ক্ষেত্রে অনুমোদিত নয়।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : নিউট্রোপেনিয়া, গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টাইনাল সমস্যা ইত্যাদি।

অন্য গুণুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : এটা ক্লোরামফেনিকল এবং কুমারিনের রক্ত জমাট বিরোধী গুণ বাড়িয়ে দেয়। অ্যালকোহল সেবনকারী অথবা যে সমস্ত রোগী খিঁচুনির গুণুধ সেবন করছেন তাদের ক্ষেত্রে প্যারাসিটামলের মাধ্যমে যুক্তত বিধক্রিয়া তৈরীর ঝুঁকি বাড়তে পারে।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : প্যারাসিটামল গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে নিরাপদ সত্ত্বেও ব্যবহারের পূর্বে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত।

সরবরাহ : এইস® গ্লাস ট্যাবলেট : ২০ X ১০ টি।

এসিট্রাম™

Acetram™

উপাদান : এসিট্রাম™ ট্যাবলেট: প্যারাসিটামল বি.পি. ৩২৫ মি.গ্রা. এবং ট্রামাডল হাইড্রোক্লোরাইড বি.পি.

৩৭.৫ মি.গ্রা.।

নির্দেশনা: এসিট্রামTM ট্যাবলেট মাঝারী এবং মাঝারী থেকে তীব্র ব্যথায় প্রাণ্ড বয়স্কদের ক্ষেত্রে নির্দেশিত। এসিট্রামTM ট্যাবলেট তীব্র ব্যথার স্বল্প মেয়াদী (৫ দিন অথবা এর কম) চিকিৎসায়ও নির্দেশিত।

মাত্রা এবং সেবনবিধি: এসিট্রামTM খাবারের আগে বা পরে যেকোন সময় সেবন করা যেতে পারে।

মাঝারী অথবা মাঝারী থেকে তীব্র ব্যথায় ১-২টি ট্যাবলেট প্রতি ৪ অথবা ৬ ঘন্টা পর পর এবং দিনে সর্বোচ্চ ৮টি ট্যাবলেট সেবন করা যায়।

তীব্র ব্যথায় স্বল্প মেয়াদী (৫ দিন অথবা এর কম) চিকিৎসায় ২টি ট্যাবলেট প্রতি ৪ অথবা ৬ ঘন্টা পর পর (দিনে সর্বোচ্চ ৮টি ট্যাবলেট) সেবন করা যায়।

প্রতিনির্দেশনা: ট্রামাডল, প্যারাসিটামল অথবা এ ওষুধের অন্য যে কোন উপাদান বা অপিয়ড -এর প্রতি সংবেদনশীল রোগীকে এ ওষুধটি দেয়া উচিত নয়। যে সকল ক্ষেত্রে অপিয়ড প্রতিনির্দেশিত, সেসব ক্ষেত্রে এ ওষুধটিও প্রতিনির্দেশিত।

সতর্কতা: এটি গাড়ী চালানো অথবা মেশিন পরিচালনার মত জটিল কাজ করতে যে পরিমাণ মানসিক ও শারীরিক দক্ষতার প্রয়োজন হয় তার ব্যঘাত ঘটতে পারে।

এই ওষুধটি অ্যালকোহলযুক্ত কোমল পানীয়ের সাথে সেবন করা উচিত নয়।

অন্যান্য ট্রামাডল অথবা প্যারাসিটামল যুক্ত ওষুধের সাথে এবং OTC ওষুধের সাথে একত্রে এই ওষুধটি সেবন করা উচিত নয়।

ট্রানকুলাইজার, হিপনোটিকস অথবা অন্যান্য অপিয়ড এনালজেসিক এর সাথে সেবন করার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

শিশু এবং বয়স্কদের ক্ষেত্রে ব্যবহার: শিশুদের ক্ষেত্রে এ ওষুধটির নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা এখনো নিরীক্ষা করা হয়নি।

সাধারণত বয়স্কদের ক্ষেত্রে মাত্রা নির্ধারণে সতর্ক হওয়া উচিত। সমসাময়িক অন্য রোগ এবং এ সকল রোগের বিবিধ চিকিৎসার কারণে যত্ন, কিডনি অথবা হৃদপিণ্ডের কার্যকারিতা হঠাৎ করে কমে যাওয়ার সম্ভাবনার উপর পর্যালোচনা করে মাত্রা নির্ধারণ করা উচিত।

বৃদ্ধ সংক্রান্ত রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার: এসিট্রামTM বৃদ্ধের সমস্যাজনিত রোগীদের ক্ষেত্রে নিরীক্ষিত নয়। যে সকল রোগীদের ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স ৩০ মি.লি./মিনিট এর কম তাদের ক্ষেত্রে দুটি মাত্রার মধ্যবর্তী

সময় বাড়াতে হবে এবং খেয়াল রাখতে হবে যেন প্রতি ১২ ঘন্টায় ২টি ট্যাবলেটের বেশি না হয়।

যকৃতের সমস্যায় আক্রান্ত রোগীদের ক্ষেত্রে: এসিট্রামTM যকৃতের সমস্যাগ্রস্থ রোগীদের উপর নিরীক্ষিত নয়। তাই এর ব্যবহার এ ধরনের রোগীদের ক্ষেত্রে নির্দেশিত নয়।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: এসিট্রামTM সেবনে নিম্নলিখিত পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে: এসথেনিয়া, অবসন্নতা, হটফ্লাস, বমি, মাথাব্যথা, কাঁপুনি, পেটব্যথা, কোষ্ঠকাঠিন্য, ডায়রিয়া, পেট ফাঁপা, মুখগহ্বরের শুষ্কতা, বমি, এনোরেক্সিয়া, উৎকর্ষা, দ্বিধা, ইউফোরিয়া, নিঃশ্বাস, বিচলতা, সোমনোলেন্স, প্রুরাইটিস, র্যাশ, অতিরিক্ত ঘাম ইত্যাদি।

গর্ভবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: প্রেগনেসি ক্যাটাগরি-সি।

গর্ভবতী মহিলাদের উপর এখনো কোন পর্যাপ্ত এবং সুনিয়ন্ত্রিত তথ্য পাওয়া যায়নি। কেবল জন্মের ক্ষতির ঝুঁকির তুলনায় চিকিৎসায় মায়ের উপকারের পরিমাণ অতিমাত্রায় বিবেচিত হলে, কেবলমাত্র সে ক্ষেত্রেই গর্ভবস্থায় এ ওষুধটি ব্যবহার করা যেতে পারে। যেহেতু নবজাতক এবং ইনফেন্টদের উপর এ ওষুধটির নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত নয়, তাই অবসট্রেটিক্যাল প্রি-অপারেটিভ মেডিকেশন এবং ডেলিভারী পরবর্তী এনালজেসিক হিসেবে নার্সিং মায়েদের ক্ষেত্রে এ ওষুধটি নির্দেশিত নয়।

সরবরাহ: প্রতি বাক্সে আছে ৩০টি ট্যাবলেট ব্লিস্টার প্যাক -এ।

এড্রিল®

Adryl®

উপাদান : ডাইফেনহাইড্রামিন হাইড্রোক্লোরাইড ১০ মি.গ্রা./৫ মি.লি. সিরাপ।

নির্দেশনা : নাকে প্রদাহ, নাক-চোখে সর্দি বরা, চোখ লাল হয়ে প্রদাহ সৃষ্টি প্রভৃতিতে কার্যকরী। কোন কিছু খাওয়া বা ছোঁয়া লাগায় আটিকেরিয়া দেখা দিলে সফলতার সঙ্গে ব্যবহার করা হয়। বমি বমি ভাব, ভ্রমজনিত পীড়া, ঠাণ্ডা কাশিতে এটা ব্যবহার করা যায়।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : বয়স্ক ও ১২ বসরের বেশী বয়সের শিশুদের জন্য: ২-৩ চা চামচ (১২.৫-২৫ মি.লি.) দিনে ৩-৪ বার। ৬ থেকে ১২ বছর বয়সের

শিশুদের জন্য: ১-২ চা চামচ দিনে ৩ থেকে ৪ বার।
১ থেকে ৬ বছর বয়সের শিশুদের ক্ষেত্রে: ১/২-১ চা চামচ দিনে ৩ থেকে ৪ বার।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: গাড়া ও ভারী মেশিন চালানোর ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। হাইফেনহাইড্রামিন হাইড্রোক্লোরাইড এর প্রতি যাদের অতিমাত্রায় সংবেদনশীলতা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে নির্দেশিত নয়। নবজাতকের ক্ষেত্রে নির্দেশিত নয়।

পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া: কারও কারও ক্ষেত্রে মাথা বিমবিম করা, মুখ শুকিয়ে যাওয়া, বমি বমি ভাব ইত্যাদি হতে পারে।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: গর্ভবতী মায়েরদের ক্ষেত্রে অতীত প্রয়োজনীয়তা থাকলে গ্রহণ করা যেতে পারে। স্তন্যদানকারী মায়েরদের ক্ষেত্রে নির্দেশিত নয়।

সরবরাহ: এড্রিল® সিরাপ : ১০০ মি.লি.।

এ্যালাকট™ ডিএস চোখের ড্রপস Alacot™ DS Eye Drops

উপাদান: এ্যালাকট™ ডিএস চোখের ড্রপস: প্রতি মি.লি. এ আছে ওলোপ্যাটাডিন ২ মি.গ্রা. এর সমতুল্য ওলোপ্যাটাডিন হাইড্রোক্লোরাইড ইউএসপি।

নির্দেশনা: এলার্জিক কনজাংটিভাইটিস এর লক্ষণ উপশমে নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি: এ্যালাকট™ ডিএস চোখের ড্রপস: আক্রান্ত চোখে এক ফোঁটা করে দিনে ১ বার প্রয়োগ করতে হবে।

যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: ওলোপ্যাটাডিন হাইড্রোক্লোরাইড এর প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে এই ওষুধ ব্যবহার করা যাবে না।

সতর্কতা: কন্টাক্ট লেন্সের কারণে সৃষ্ট জ্বালাপোড়ায় ওলোপ্যাটাডিন হাইড্রোক্লোরাইড চোখের ড্রপস ব্যবহার করা উচিত নয়। যেসব রোগী কন্টাক্ট লেন্স ব্যবহার করছে তাদের এই ওষুধ প্রয়োগের পর কমপক্ষে ১০ মিনিট পরে কন্টাক্ট লেন্স ব্যবহার করা উচিত।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: এই ওষুধ গর্ভাবস্থায় ব্যবহারের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত তথ্য পাওয়া যায়নি। প্রাণীদের উপর গবেষণার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে সব সময় মানুষের উপর প্রয়োগের ফলাফল বিবেচনা করা যায়

না। তাই ঙ্গণের ঝুঁকি ও রোগীর উপকারের কথা বিবেচনা করে এই ওষুধ প্রয়োগ করা উচিত।

চোখে এই ওষুধ প্রয়োগের পর মানুষের দুধে এই ওষুধ পাওয়া যায় কিনা তা জানা যায়নি। তথাপি স্তন্যদানকালে ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া: ৭% ক্ষেত্রে মাথা ব্যথা হতে দেখা গেছে। যেসব পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ৫% এর কম রোগীদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে সেগুলো হল-দুর্বলতা, চোখে ঝাপসা দেখা, চোখে জ্বালাপোড়া, কোন্ড সিন্ড্রোম, চোখের শুষ্কতা, বাহ্যিক বস্তুর প্রতি সংবেদনশীলতা, হাইপারিমিয়া, অতিসংবেদনশীলতা, কেরাটাইটিস, চোখের পাতায় ইডিমা, বমি বমি ভাব, ফ্যারিংস্ এর প্রদাহ, চুলকানি, রাইনাইটিস, সাইনাস এর প্রদাহ এবং মুখের স্বাদ নষ্ট হওয়া।

সরবরাহ: এ্যালাকট™ ডিএস চোখের ড্রপস: ৫ মি.লি.।

এফান®

Afun®

উপাদান: প্রতি গ্রাম ক্রীমে আছে ক্লোট্রিমা জল ১০ মি.গ্রা.।

নির্দেশনা: ট্রাইকোফাইটন প্রজাতি দ্বারা সৃষ্ট সব ডার্মাটোমাইকোসিস, মোন্ডস ও অন্যান্য ছত্রাক দ্বারা সৃষ্ট ডার্মাটোমাইকোসিস এবং ত্বকের রোগসমূহ যেগুলোতে ছত্রাকজনিত সংক্রমণ সমূহ দেখা যায়। উপরে উল্লিখিত ডার্মাটোমাইকোসিসগুলোর মধ্যে আছে ইন্টারডিজিটাল মাইকোসিস প্যারোনাইকিয়াস, ক্যানডিডা ভালভাইটিস, ক্যানডিডা ব্যালানিটিস, পিটাইরিয়াসি ভারসিকালার।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি: দৈনিক ২ থেকে ৩ বার আক্রান্ত স্থানে।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: ক্লোট্রিমা জলের প্রতি অতিসংবেদনশীলতার ক্ষেত্রে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: খুবই কম ক্ষেত্রে প্রয়োগস্থানে চুলকানি বা জ্বালা পোড়া হতে পারে।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: এখন পর্যন্ত কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: চিকিৎসক প্রয়োজন মনে করলে গর্ভকালীন সময়ে ব্যবহারের জন্য নির্দেশনা দিতে পারেন।

সরবরাহ : এফান® ক্রীম : ১০ গ্রাম ।

এফান® ভিটি

Afun® VT

উপাদান: এফান® ভিটি ১০০: প্রতিটি ভ্যাজাইনাল ট্যাবলেটে আছে ক্রোট্রিমাঞ্জল বিপি ১০০ মি.গ্রা.।

এফান® ভিটি ২০০: প্রতিটি ভ্যাজাইনাল ট্যাবলেটে আছে ক্রোট্রিমাঞ্জল বিপি ২০০ মি.গ্রা.।

এফান® ভিটি ৫০০: প্রতিটি ভ্যাজাইনাল ট্যাবলেটে আছে ক্রোট্রিমাঞ্জল বিপি ৫০০ মি.গ্রা.।

নির্দেশনা: ভ্যাজাইনাল চুলকানি, পুনঃসংক্রমণ মূলক ভ্যাজাইনাল সংক্রমণ (মূলত ভ্যাজাইনাল ক্যানডিডা), ছত্রাক দ্বারা ভ্যাজাইনাইটিস, ক্রোট্রিমাঞ্জল এর প্রতি সংবেদনশীল এমন যেকোন ছত্রাক দ্বারা তৈরী ভ্যাজাইনাল প্রদাহে এফান® ভিটি কার্যকর।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি: এফান® ভিটি ১০০ ও ২০০: প্রথম সংক্রমণ: ক্যানডিডা ভ্যাজাইনাইটিস-এর জন্য সাধারণত তিন দিনের চিকিৎসা যথেষ্ট। পরপর তিন রাতে ২টি করে এফান® ভিটি ১০০ অথবা ১টি করে এফান® ভিটি ২০০ যোনির যতটা ভিতরে সম্ভব প্রয়োগ করতে হবে (এ্যাপ্লিকেটর ব্যবহারের জন্য নির্দেশাবলী দেখুন)। চিৎ হয়ে শুয়ে হাঁটু সামান্য ভাঁজ করা অবস্থায় সবচেয়ে ভালভাবে প্রয়োগ করা যায়।

পুনঃসংক্রমণ: সাধারণত ৬ দিনের চিকিৎসা যথেষ্ট। উপরে উল্লেখিত জীবাণুগুলো দ্বারা সংঘটিত সংক্রমণের ক্ষেত্রেও ৬ দিনের চিকিৎসা যথেষ্ট। পরপর ৬ রাতে একটি করে এফান ভিটি ১০০ যোনির যতটা ভেতরে সম্ভব প্রয়োগ করতে হবে। প্রয়োজন হলে ২টি করে এফান ভিটি ১০০ (১টি সকালে এবং অপরটি বিকালে) অথবা ১টি এফান ভিটি ২০০ ৬ থেকে ১২ দিনের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

এফান® ভিটি ৫০০: একক মাত্রা, সম্পূর্ণ চিকিৎসায় একটি ভ্যাজাইনাল ট্যাবলেট। এফান® ভ্যাজাইনাল ট্যাবলেট যোনির যতটা ভিতরে সম্ভব প্রয়োগ করতে হবে। চিৎ হয়ে শুয়ে হাঁটু সামান্য ভাঁজ করা অবস্থায় সবচেয়ে ভালভাবে প্রয়োগ করা যায়। চিকিৎসার সময় সীমা এমনভাবে করতে হবে যেন ঋতুচক্র এড়িয়ে যাওয়া যায় এবং ঋতুচক্র গুরুর পূর্বে চিকিৎসা শেষ করা যায়। পুনঃসংক্রমণ পরিহার করার জন্য, সঙ্গীকেও এফান® ক্রীম ব্যবহার করা উচিত।

এফান® ভ্যাজাইনাল ট্যাবলেট বর্ণহীন যা অন্তর্বাসকে রঞ্জিত করে না।

যে সকল ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: ক্রোট্রিমাঞ্জল এর প্রতি অতি সংবেদনশীলতার ক্ষেত্রে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: ভ্যাজাইনা দ্বারা ক্রোট্রিমাঞ্জল ট্যাবলেট এর তেমন কোন শোষণ হয় না বলে সিস্টেমিক কার্যকারিতা ঘটান সুযোগ কম। ক্রোট্রিমাঞ্জল ভ্যাজাইনাল ট্যাবলেট স্থানীয়ভাবে খুব ভাল সহনশীল। স্থানীয় চুলকানি বা জ্বালাপোড়া খুব কম ক্ষেত্রে দেখা যায় কিন্তু এটি ক্ষতিকর বলে বিবেচিত হয় না।

অন্য গুরুত্বপূর্ণ সাথে প্রতিক্রিয়া:কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

প্রয়োগবিধি

১। না বেখে যাওয়া পর্যন্ত চাপদন্ড A টানুন। অ্যাপ্লিকেটর র মধ্যে ভ্যাজাইনাল ট্যাবলেটটি স্থাপন করুন

২। ট্যাবলেট সহ অ্যাপ্লিকেটরটি সাবধানে ভ্যাজাইনার যত ভিতরে সম্ভব প্রবেশ করান

৩। না খেমে যাওয়া পর্যন্ত চাপদন্ড তে চাপ দিন যাতে ট্যাবলেটটি ভ্যাজাইনার মধ্যে স্থাপিত হয়

৪। ব্যবহার শেষে অ্যাপ্লিকেটর থেকে চাপদন্ড কে পুরোপুরি টেনে বের করুন। তারপর ইহা হালকা গরম এবং সাবানযুক্ত পানিতে ভালভাবে ধুয়ে শুকিয়ে রাখুন

গর্ভকালীন সময়ে ব্যবহার: কেবল মাত্র ডাক্তার কর্তৃক প্রয়োজনীয়তা নির্ধারিত হলেই ক্রোট্রিমাঞ্জল গর্ভকালীন সময়ে ব্যবহার করা যাবে।

সরবরাহ:এফান® ভিটি ১০০: প্রতি বাস্কে আছে অ্যাপ্লিকেটরসহ ৬ টি ভ্যাজাইনাল ট্যাবলেট।

এফান® ভিটি ২০০: প্রতি বাস্কে আছে অ্যাপ্লিকেটরসহ ৩ টি ভ্যাজাইনাল ট্যাবলেট।

এফান® ভিটি ৫০০: প্রতি বাস্কে আছে অ্যাপ্লিকেটরসহ ১ টি ভ্যাজাইনাল ট্যাবলেট।

অ্যাট্রিওন™

Atreon™

উপাদান: অ্যাট্রিওন™ ৫০০: অ্যাজট্রিওনাম ৫০০ মি.গ্রা. এর সমতুল্য ইঞ্জেকশনের উপযোগী অ্যাজট্রিওনাম ইউএসপি (বাফার হিসেবে আরজিনিন যুক্ত)।

অ্যাট্রিওন™ ১ গ্রাম: অ্যাজট্রিওনাম ১ গ্রাম এর সমতুল্য ইঞ্জেকশনের উপযোগী অ্যাজট্রিওনাম ইউএসপি (বাফার হিসেবে আরজিনিন যুক্ত)।

অ্যাট্রিওন™ ২ গ্রাম: অ্যাজট্রিওনাম ২ গ্রাম এর সমতুল্য

ইঞ্জেকশনের উপযোগী অ্যাজট্রিওনাম ইউএসপি (বাফার হিসেবে আরজিনিন যুক্ত)। সুস্থ ব্যক্তিদের উপর ৩ মিনিট ধরে ৫০০ মি.গ্রা., ১ গ্রাম এবং ২ গ্রাম আইডি ইঞ্জেকশন দেয়ার পরে সর্বোচ্চ প্লাজমা লেভেল যথাক্রমে ৫৮, ১২৫ এবং ২৪২ মি.গ্রা./লিটার পাওয়া যায়। আইএম ইঞ্জেকশনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ প্লাজমা লেভেল ১ ঘন্টার মধ্যে অর্জিত হয়। আইএম/আইডি উভয় ক্ষেত্রেই স্বাভাবিক বৃদ্ধায় কার্যক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে অ্যাজট্রিওনাম এর গড় অর্ধায়ু ১.৭ ঘন্টা।

সুস্থ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে আইএম/আইডি ইঞ্জেকশনের ৬০-৭০%, ৮ ঘন্টার মধ্যে মূত্রে নিষ্কাশিত হয় এবং এ নিষ্কাশন ১২ ঘন্টার মধ্যে সম্পন্ন হয়।

নির্দেশনা: নিম্নোক্ত এ্যারোবিক, গ্রাম নেগেটিভ জীবাণু দ্বারা সংঘটিত সংক্রমণ সমূহে অ্যাজট্রিওনামTM নির্দেশিত-মূত্রনালীর সংক্রমণ: পাইলোনোফ্লাইটিস, সিসটাইটিস (একিউট ও ক্রনিক) এবং এসিমটোমেটিক ব্যাকটেরিউইরিয়া (এমাইনোগ্লাইকোসাইড, সেফালোস্পোরিন অথবা পেনিসিলিন প্রতিরোধক জীবাণুর ক্ষেত্রে)।

গনোরিয়া: তীব্র, অজটিল ইউরোজেনিটাল অথবা এনোরেকটাল সংক্রমণ এর ক্ষেত্রে।

নিম্ন শ্বসনতন্ত্রের সংক্রমণ: নিউমোনিয়া, ব্রংকাইটিস, সিস্টিক ফিব্রোসিস সহ নিম্ন শ্বসনতন্ত্রের সংক্রমণ সমূহে।

ত্বক এবং ত্বকীয় কলার সংক্রমণ: অস্ত্রোপচারজনিত ক্ষত, আলসার এবং আগুনে পোড়ার ফলে সৃষ্ট ক্ষত এর ক্ষেত্রে।

গাইনোকোলজিকাল সংক্রমণ: পেলভিক ইনফ্ল্যামেটরি ডিজিজ (পিআইডি), এন্ডোমেট্রাইটিস এবং পেলভিক সেলুলাইটিস।

ইন্ট্রা-এবডোমিনাল সংক্রমণ: পেরিটোনাইটিস।

ব্যাকটেরিমিয়া/সেপটিসেমিয়া: ই-কোলি, ক্রেবসিয়েলা নিউমোনিয়া, সিউডোমোনাস ওরিজিনোসা, প্রোটিয়াস মিরাবিলিস, সিরামিয়া মারসিনেনস এবং এন্টেরোব্যাক্টার প্রভৃতি প্রজাতি দ্বারা সংক্রমিত সেপটিসেমিয়ার ক্ষেত্রে।

অস্থি এবং অস্থিসন্ধির সংক্রমণ: অস্টিওমাইলাইটিস, সেপটিক আর্থ্রাইটিস।

অ্যাজট্রিওনাম অস্ত্রোপচারের ফলে সংক্রমিত জীবাণু

দ্বারা গঠিত সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে সহযোগী ওষুধ হিসেবে কার্যকর।

সিউডোমোনাস সংক্রমণ এ আক্রান্ত জটিল রোগীদের ক্ষেত্রে অ্যাজট্রিওনাম এবং এমাইনোগ্লাইকোসাইড একত্রে ব্যবহার করলে সিনারজিস্টিক ফল পাওয়া যায়।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি: প্রাপ্তবয়স্ক: অ্যাজট্রিওনাম এর সাধারণ মাত্রা দৈনিক ৩-৪ গ্রাম (সর্বোচ্চ নির্দেশিত মাত্রা দৈনিক ৮ গ্রাম)।

জীবানু সংক্রমণের তীব্রতা এবং রোগীর অবস্থা অনুযায়ী সঠিক মাত্রা ও ব্যবহারবিধি নির্বাচন করতে হবে।

সিউডোমোনাস এরোজিনোসা সংক্রমণের জন্য ২ গ্রাম প্রতি ৬/৮ ঘন্টা হারে ব্যবহার করতে হবে।

শিশু: ১ সপ্তাহের বেশি বয়সী রোগীদের ক্ষেত্রে ৩০ মি.গ্রা./কেজি/প্রতিবার প্রতি ৬/৮ ঘন্টা পরপর প্রয়োগ করতে হবে।

তীব্র সংক্রমণে আক্রান্ত ২ বছর ও তার বেশি বয়সী রোগীদের ক্ষেত্রে ৫০ মি.গ্রা./কেজি প্রতিবার প্রতি ৬/৮ ঘন্টা পরপর প্রয়োগ করতে হবে।

১ সপ্তাহের কম বয়সী নবজাতকদের ক্ষেত্রে অ্যাজট্রিওনামের মাত্রা ও সেবনবিধির কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

প্রতিনির্দেশনা: অ্যাজট্রিওনাম অথবা এর কোন উপাদান এর প্রতি অতিসংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে এটি প্রতিনির্দেশিত।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: অ্যাজট্রিওনাম সাধারণত সুসহনীয়। ক্লিনিক্যাল স্টাডি সমূহে নিম্নোক্ত পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সমূহ পাওয়া গিয়েছে-

অতিসংবেদনশীলঃ এনাফাইলেক্সিস, এনজিওইডেমা, ব্রঙ্কোস্পাজম।

ডারমাটোলজিঃ র্যাশ, প্রুরিটাস, প্যাটেচি, পুরপুরা, ডায়াফোরেসিস, ফ্লাশিং, আর্টিকারিয়া, ইরাইথ্রোমা মাল্টিফোর্মি, টেন্ডনক এপিডর্মাল ন্যাক্রোলাইসিস, এক্সফোলিয়েটিভ ডার্মটাইটিস।

হেমাটোলজিকঃ ইসিনোফিলিয়া, প্রোথ্রম্বিন এবং পারশিয়াল প্রথোপ্লাসটিনের সময় বৃদ্ধি, থ্রম্বোসাইটোসিস, থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া,

লিউকোসাইটোসিস, নিউট্রোপেনিয়া, অ্যানিমিয়া, পেনসাইটোপেনিয়া।

হেপাটোবিলিয়ারিঃ হেপাটিক ট্রান্স-এমাইনেজ এবং অ্যালকালাইন ফসফেটেস্‌ এর মাত্রার সাময়িক বৃদ্ধি। গ্যান্ডোইনটেস্টিনালঃ ডায়রিয়া, বমি-বমিভাব, বমি, পেটের মাংসপেশীতে টান, মুখের আলসার এবং স্বাদের পরিবর্তন। শিশুদের ক্ষেত্রে পাকস্থলীর সমস্যা দেখা দিতে পারে। খুবই কম ক্ষেত্রে সি. ডিফিসিলি জনিত ডায়রিয়া, সিউডোমোমব্রেনাস কোলাইটিস অথবা পরিপাকতন্ত্রের রক্তপাতের তথ্য পাওয়া গিয়েছে।

বৃক্কীয়ঃ সুস্থ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে অ্যাজট্রিওনাম বৃক্কের কার্যকারিতার পরিবর্তন ঘটায় না। স্থানীয় প্রতিক্রিয়াঃ আইভি ইঞ্জেকশন প্রয়োগের স্থানে অস্বস্তিভাব এবং ফ্লেবাইটিস হতে পারে। আইএম ইঞ্জেকশন প্রয়োগের স্থানে কিছুটা অস্বস্তিভাব হতে পারে।

মিশ্রঃ নিম্নোক্ত প্রতিক্রিয়াসমূহ খুবই কম দেখা যায়- ভ্যাজাইনাইটিস, ক্যান্ডিডিয়াসিস, হাইপোটেনশন, মৃগী, দুর্বলতা, পেরাসথেসিয়া, দ্বিধা, বিমুনি, মাথাঘোরা, নিৰ্ধূমতা, টিনিটাস্‌, মাথাব্যথা, ব্রেস্ট টেন্ডারনেস্‌, স্বাদের পরিবর্তন, মাংস পেশীতে টান, জ্বর, অস্বস্তি, হাঁচি এবং নাসারন্ধ্র বন্ধ হওয়া।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়াঃ প্রবেনিসিড অথবা ফিউরোসেমাইড।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার

গর্ভাবস্থায়

প্রোগনেপি ক্যাটাগরি-বি। অ্যাজট্রিওনাম প্রাসেস্টা অতিক্রম করে স্তনের রক্ত সঞ্চালনে প্রবেশ করে। তাই ফিটাসের ক্ষতির তুলনায় মায়ের সুস্থতার অধিক নিশ্চয়তা যুক্তিসংগত হলেই কেবল অ্যাজট্রিওনাম ব্যবহার করা যেতে পারে।

স্তন্যদানকালে

মায়ের সেরামে প্রাপ্ত অ্যাজট্রিওনাম এর ঘণমাত্রার ১% এর ও কম মাত্রায় মাতৃদুগ্ধে নিঃসৃত হয়। তাই অ্যাজট্রিওনাম ব্যবহারের সময় স্তন্যদান করা থেকে সাময়িক বিরতি নিতে হতে পারে।

শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহারঃ ১ সপ্তাহ বা তার চেয়ে বেশি বয়সীদের ক্ষেত্রে অ্যাজট্রিওনাম নির্দেশিত। স্বাভাবিক বৃক্কীয় ক্ষমতা সম্পন্ন শিশুদের ক্ষেত্রে অ্যাজট্রিওনাম আইভি ইঞ্জেকশন প্রয়োগ করতে হবে। শিশুদের মাংসপেশীতে প্রয়োগের ব্যাপারে অথবা বৃক্কের সমস্যাজনিত শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহারের পর্যাণ্ড তথ্য

পাওয়া যায়।

বয়স্ক রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবহারঃ বয়স্কদের ক্ষেত্রে বৃক্কীয় কার্যক্ষমতার উপর নির্ভর করে মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। ক্রিয়াটিনিন ক্লিয়ারেন্স এর মাত্রার উপর নির্ভর করে অ্যাজট্রিওনাম এর মাত্রা নির্ণয় করা যেতে পারে।

সরবরাহঃ অ্যাজট্রিওনাম[™] ৫০০ঃ প্রতিটি বাক্সে রয়েছে অ্যাজট্রিওনাম ৫০০ মি.গ্রা. এর সমতুল্য ইঞ্জেকশনের উপযোগী অ্যাজট্রিওনাম ইউএসপি (আরজিনিন যুক্ত) এর একটি ভায়াল এবং একটি অ্যাম্পুল ৫ মি.লি. ইঞ্জেকশনের উপযোগী পানি।

অ্যাজট্রিওনাম[™] ১ গ্রামঃ প্রতিটি বাক্সে রয়েছে অ্যাজট্রিওনাম ১ গ্রাম এর সমতুল্য ইঞ্জেকশনের উপযোগী অ্যাজট্রিওনাম ইউএসপি (আরজিনিন যুক্ত) এর একটি ভায়াল এবং একটি অ্যাম্পুল ৫ মি.লি. ইঞ্জেকশনের উপযোগী পানি।

অ্যাজট্রিওনাম[™] ২ গ্রামঃ প্রতিটি বাক্সে রয়েছে অ্যাজট্রিওনাম ২ গ্রাম এর সমতুল্য ইঞ্জেকশনের উপযোগী অ্যাজট্রিওনাম ইউএসপি (আরজিনিন যুক্ত) এর একটি ভায়াল এবং একটি অ্যাম্পুল ১০ মি.লি. ইঞ্জেকশনের উপযোগী পানি।

এ্যালাকট[®] চোখের ড্রপস্‌

Alacot[®] Eye Drops

উপাদান : ওলোপ্যাটাডিন ০.১% চোখের ড্রপস্‌।

নির্দেশনা : এলাজিক কনজাংকটিভাইটিস।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : এক ফোঁটা করে আক্রান্ত চোখে দিনে দু'বার (৬-৮ ঘন্টা ব্যবধানে)।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : ওলোপ্যাটাডিন হাইড্রোক্লোরাইডের প্রতি অতি সংবেদনশীলতা।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : মাথা ব্যথা, দুর্বলতা, বাঁপসা দৃষ্টি, চোখে জ্বালা পোড়া, কাঁটা বেঁধার মত যন্ত্রনা, কোন্ড সিনড্রোম, চোখের শুষ্কতা, হাইপারিমিয়া, অতিসংবেদনশীলতা।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভস্থ শিশুর যুঁকির মাত্রার উপর বিবেচনা করে গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে। স্তন্যদানকারী মায়ীদের ক্ষেত্রে ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

সরবরাহ : এ্যালাকট[®] চোখের ড্রপস্‌ : ৫ মি.লি.।

এ্যালারিড®

Alarid®

উপাদান : কিটোট্রিফেন ১ মি.গ্রা. ট্যাবলেট এবং ১ মি.গ্রা./৫ মি.লি. সিরাপ।

নির্দেশনা : ব্রংকিয়াল এয়াজমার প্রতিরোধক চিকিৎসায় এবং এলার্জিক রাইনাইটিস ও কনজাংকটিভাইটিসের উপসর্গ প্রশমনে নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : পূর্ববয়স্ক : সাধারণভাবে ১ মি.গ্রা. করে দিনে ২ বার খাবারের সাথে খেতে হবে। বিশেষ ক্ষেত্রে এক সাথে ২ মি.গ্রা. দিনে ২ বার খাওয়া যাবে। ৩ বছরের অধিক বয়স্ক : ১ মি.গ্রা. করে দিনে ২ বার আহারের সাথে সেব্য। খুব বেশি ঘুম পেলে চিকিৎসা শুরুর প্রথম ক'দিন রাতের বেলা খাবারের সাথে ০.৫ থেকে ১ মি.গ্রা. এ্যালারিড অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী খেতে হবে। ৬ মাস-৩ বছরের শিশু : প্রতি কেজি ওজনের জন্য, ০.০৫ মি.গ্রা. (০.২৫ মি.গ্রা. সিরাপ) করে দিনে দুইবার (সকালে এবং বিকালে একবার) সেব্য। বার্ষিক্য : পূর্ববয়স্কদের অনুরূপ মাত্রা অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : মুখে খাওয়ার এন্টিডায়াবেটিক এজেন্টের সাথে সেবনে রক্তে অনুচক্রিকার মাত্রা হ্রাস পেতে পারে। গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে গ্রহণ অনুমোদিত নয়।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : তন্দ্রাচ্ছন্নতা, মুখে শুষ্কতা এবং মৃদু মাথা ঝিম্ ঝিম্ ভাব দেখা দিতে পারে।

সরবরাহ : এ্যালারিড® ট্যাবলেট : ১০ X ১০টি। এ্যালারিড® সিরাপ : ১০০ মি.লি.।

এ্যালারিড® চোখের ড্রপস্

Alarid® Eye Drops

উপাদান : কিটোট্রিফেন ০.০২৫% চোখের ড্রপস্।

নির্দেশনা : সিজোনাল অ্যালার্জিক কন্জাংকটিভাইটিস জনিত লক্ষণ ও উপসর্গের চিকিৎসা ও প্রতিরোধে ব্যবহৃত হয়।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : প্রাপ্তবয়স্ক এবং তিন বছরের অধিক বয়স্ক শিশুদের ক্ষেত্রে: আক্রান্ত চোখের কন্জাংকটিভাল স্যাকে ১ ফোঁটা ওষুধ দিনে ২ বার অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুসারে দিতে হবে। তিন বছরের কম বয়স্ক শিশুদের ক্ষেত্রে: চিকিৎসকের

পরামর্শ অনুযায়ী।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : এ্যালারিড ০.০২৫% চোখের ড্রপে বেনজালকোনিয়াম ক্লোরাইড আছে, যা নমনীয় কন্ট্যাক্ট লেন্সে জমতে পারে। তাই কন্ট্যাক্ট লেন্স ব্যবহারকারীদের এ্যালারিড চোখের ড্রপস্ দেওয়া উচিত নয়। ব্যবহারের পূর্বে লেন্স খুলে ফেলতে হবে এবং ১৫ মিনিটের মধ্যে পুনরায় দেয়া যাবে না।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : স্থানীয় পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া এবং অতিসংবেদনশীলতা যেমন চোখের জ্বালাপোড়া, চোখের শুষ্কতা, চোখের পাতার অস্বাভাবিকতা, আলোর প্রতি অসহনীয়তা, কর্ণিয়ার প্রদাহ, চোখ দিয়ে পানি পড়া ইত্যাদি।

প্রতিনির্দেশনা : কিটোট্রিফেন অথবা এর যেকোন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীলতা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে এই ওষুধটি প্রতি নির্দেশিত।

অন্যান্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : যদি অন্য চোখের ওষুধের সাথে ব্যবহার করতে হয় তবে দুটি ওষুধ ব্যবহারে কমপক্ষে ৫ মিনিটের ব্যবধান অবশ্যই রাখতে হবে।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভবতী মায়েদের উপর এ্যালারিড চোখের ড্রপের কোন সুনির্দিষ্ট ও সুনিয়ন্ত্রিত গবেষণা নাই। তাই গর্ভবতী মায়েদের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। মানুষের ক্ষেত্রে স্থানীয় ব্যবহারে নির্ণয়যোগ্য মাত্রা মাতৃদুগ্ধে পাওয়া যায় নাই।

সরবরাহ : এ্যালারিড® চোখের ড্রপস্ : ৫ মি.লি.।

এ্যালাত্রোল®

Alatrol®

উপাদান : সেটিরিজিন হাইড্রোক্লোরাইড। ১০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট, ৫ মি.গ্রা./৫ মি.লি. সিরাপ এবং ২.৫ মি.গ্রা./মি.লি. পেডিয়াট্রিক ড্রপস্।

নির্দেশনা : সিজোনাল এলার্জিক রাইনাইটিস, পেরিনিয়াল এলার্জিক রাইনাইটিস এবং ক্রনিক ইডিওপ্যাথিক আর্টিকেরিয়ায় নির্দেশিত। এটি এ্যালার্জেন-এর ফলে সৃষ্ট এয়াজমাকে দূর করে।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : ৬ বছর বা এর বেশী বয়সের শিশুদের এবং বয়স্কদের ক্ষেত্রে: ট্যাবলেট: দৈনিক ১টি ট্যাবলেট। সিরাপ: ২ চা চামচ প্রতিদিন একবার

অথবা ১ চা চামচ প্রতিদিন দুই বার। ২-৬ বৎসরের বাচ্চাদের : সিরাপ: এক চা চামচ প্রতিদিন। অথবা ১/২ চা চামচ প্রতিদিন দুই বার। ৬ মাস-২ বছরের নীচে বাচ্চাদের : সিরাপ: ১/২ চা চামচ প্রতিদিন। ১২-২৩ মাসের শিশুদের জন্য সর্বোচ্চ মাত্রা ১/২ চা চামচ করে প্রতি ১২ ঘন্টা অন্তর দেয়া যেতে পারে। পেডিয়াট্রিক ড্রপস: ১ মি.লি. করে দিনে একবার। ১২-২৩ মাসের শিশুদের জন্য সর্বোচ্চ মাত্রা ১ মি.লি. করে প্রতি ১২ ঘন্টা অন্তর দেয়া যেতে পারে।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : গাড়ী ও ভারী মেশিন চালানোর ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। সেটিরিজিন গ্রহন এর পর অতিরিক্ত অ্যালকোহল বা অন্যান্য সিএনএস ডিপ্রেসেন্ট ওষুধ গ্রহন থেকে বিরত থাকা উচিত।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : সামান্য পরিমাণ ঘুম ঘুম ভাব পরিলক্ষিত হতে পারে।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে অতীব প্রয়োজনীয়তা না থাকলে সেটিরিজিন গ্রহণ করা উচিত নয়। সেটিরিজিন মায়েদের দুধের সাথে নিঃসৃত হয়। তাই স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে ইহা নির্দেশিত নয়।

সরবরাহ : এ্যালাট্রোল® ট্যাবলেট : ১০ X ১০ টি। এ্যালাট্রোল® সিরাপ : ৬০ মি.লি.। এ্যালাট্রোল® পেডিয়াট্রিক ড্রপস : ১৫ মি.লি.।

এ্যালমেক্স®

Almex®

উপাদান : এ্যালবেনডাজল। ৪০০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট এবং ২০০ মি.গ্রা./৫ মি.লি. সাসপেনশন।

নির্দেশনা : কৃমি দ্বারা সংক্রমিত অন্ত্রের একক বা মিশ্র সংক্রমণের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : ১-২ বছর বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে: অর্ধেক এ্যালমেক্স® ৪০০ ট্যাবলেট বা ১ চা চামচ এ্যালমেক্স® সাসপেনশন একক মাত্রায় সেব্য। প্রাপ্ত বয়স্ক এবং ২ বছর বা অধিক বয়সের শিশুদের ক্ষেত্রে এসকারিয়াসিস, এন্টারোবিয়াসিস, বক্র কৃমি সংক্রমণ, ট্রাইচুরিয়াসিস-এর চিকিৎসায় সাধারণ মাত্রা ৪০০ মি.গ্রা.। স্ট্রংগাইলিডিয়াসিস এবং টিনিয়াসিস এর ক্ষেত্রে ৪০০ মি.গ্রা. করে পর পর তিনদিন। বয়স্কদের ক্ষেত্রে হাইডাটিভ রোগের চিকিৎসায় ৪০০

মি.গ্রা. দিনে দুই বার করে ২৮ দিন সেব্য। সুস্থ না হলে ১৪ দিন ব্যবধানে পুনরায় ২৮ দিন সেব্য।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : তলপেটে অস্থায়ী ব্যথা, ডায়রিয়া, এলার্জিক প্রতিক্রিয়া, লিভার এনজাইমের বৃদ্ধি এবং লিউকোপেনিয়া।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভাবস্থায় সেবন করা উচিত নয়।

সরবরাহ : এ্যালমেক্স® ৪০০ ট্যাবলেট : ২৫ X ২ টি। এ্যালমেক্স® সাসপেনশন : ১০ মি.লি.।

এমব্রোক্স®

Ambrox®

উপাদান : এমব্রোক্সল হাইড্রোক্লোরাইড। ৬ মি.গ্রা./মি.লি পেডিয়াট্রিক ড্রপস, ১৫ মি.গ্রা./৫ মি.লি. সিরাপ এবং ৭৫ মি.গ্রা. এসআর ক্যাপসুল।

নির্দেশনা : শ্লেষ্মায়ুক্ত কাশি, শ্বাসতন্ত্রের শ্লেষ্মায়ুক্ত তীব্র ও দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ, রাইনো ফেরিঞ্জিয়াল ট্রাঙ্ক-এর শ্লেষ্মায়ুক্ত প্রদাহ (ল্যারিন্জাইটিস, ফ্যারিন্জাইটিস, সাইনুসাইটিস এবং রাইনাইটিস), শ্লেষ্মায়ুক্ত অ্যাজমাটিক ব্রঙ্কাইটিস, ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা, ব্রঙ্কিয়েকটেনসিস, দীর্ঘস্থায়ী নিউমোনিয়া।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : দৈনিক সেবন মাত্রা (খাবার পর গ্রহণ করা উত্তম):

পেডিয়াট্রিক ড্রপস : ০-৬ মাস বয়স : ০.৫ মি.লি. দিনে ২ বার। ৬-১২ মাস বয়স : ১.০ মি.লি. দিনে ২ বার। ১-২ বছর বয়স : ১.২৫ মি.লি. দিনে ২ বার।

সিরাপ : ২-৫ বছর বয়স : ২.৫ মি.লি. (১/২ চা চামচ) দিনে ২-৩ বার। ৫-১০ বছর বয়স : ৫ মি.লি. (১ চা চামচ) দিনে ২-৩ বার। ১০ বছরের বেশি বয়সের শিশু ও বয়স্ক : ১০ মি.লি. (২ চা চামচ) দিনে ২-৩ বার।

ক্যাপসুল : ১২ বছরের বেশি বয়সের শিশু ও বয়স্ক : ১টি ক্যাপসুল দিনে ১ বার।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : অতিসংবেদনশীলতা থাকলে। গ্যাস্ট্রিক ও ডিওডেনাল আলসারের রোগীদের এবং ষ্টিচুনারী রোগীদের সাবধানতার সাথে দেয়া উচিত।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : কিছু কিছু ক্ষেত্রে পাকস্থলীর প্রদাহ, ভার ভার ভাব দেখা দিতে পারে।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : এন্টিস্টাভিও (যেমন কোডেইন) এর সাথে গ্রহণ করা উচিত নয়।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভকালীন সময়ে,

বিশেষ করে প্রথম ৩ মাস ব্যবহার করা উচিত নয়।
সরবরাহ : এমব্রোক্স® পেডিয়াট্রিক ড্রপস : ১৫ মি.লি.।
এমব্রোক্স® সিরাপ : ১০০ মি.লি.। এমব্রোক্স® ৭৫
এস আর ক্যাপসুল : ৩ X ১০ টি।

এমিস্টার™

Amistar™

উপাদান: এমিস্টার™ ১০০ আইএম/আইডি
ইঞ্জেকশন: প্রতিটি ২ মি.লি. এ্যাম্পুল-এ রয়েছে
এমিক্যাসিন ১০০ মি.গ্রা. এমিক্যাসিন সালফেট
ইউএসপি হিসাবে।

এমিস্টার™ ৫০০ আইএম/আইডি ইঞ্জেকশন: প্রতিটি
২ মি.লি. এ্যাম্পুল-এ রয়েছে এমিক্যাসিন ৫০০ মি.গ্রা.
এমিক্যাসিন সালফেট ইউএসপি হিসাবে।

নির্দেশনা: এমিক্যাসিনের প্রতি সংবেদনশীল গ্রাম-
নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সৃষ্ট তীব্র সংক্রমণের
চিকিৎসায় এমিক্যাসিন নির্দেশিত যেমন সপ্টিসেমিয়া
(নবজাতকের সেপসিস সহ), শ্বসনতন্ত্রের তীব্র
সংক্রমণ, অস্থি ও অস্থি সন্ধির সংক্রমণ, কেন্দ্রীয়
স্নায়ুতন্ত্রের সংক্রমণ, (মেনিনজাইটিস সহ), ত্বক ও
কোমল কলার সংক্রমণ, উদরের অভ্যন্তরীণ সংক্রমণ
এবং আঙুনে পোড়াজনিত বা পোস্ট-অপারেটিভ
সংক্রমণের (রক্তনালীর শল্যাচিকিৎসা পরবর্তী
সংক্রমণসহ) চিকিৎসায়।

জেন্টামাইসিন বা টোব্রামাইসিন রেজিসট্যান্ট গ্রাম-
নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া যেমন থোটিয়াস রিটগেরি,
প্রভিডেন্সিয়া স্ট্রয়ার্টি, সেরেসিয়া মারসিসেস এবং
সিউডোমোনাস এরোজিনোসা সৃষ্ট সংক্রমণেও
এমিক্যাসিন নির্দেশিত।

এছাড়াও এমিক্যাসিন স্ট্যাফাইলোকক্কি সংক্রমণেও
কার্যকর দেখা গিয়েছে। ইহা স্ট্যাফাইলোকক্কাল
রোগসমূহে অথবা গ্রাম-নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সৃষ্ট
সংক্রমণের প্রাথমিক চিকিৎসা হিসাবে বিবেচিত।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি: প্রাপ্ত বয়স্ক ও শিশুদের জন্য:
১৫ মি.গ্রা./কেজি/দিন হিসাবে ২ টি সমবিভক্ত মাত্রায়
(৫০০ মি.গ্রা. করে দিনে ২ বার এর সমতুল্য)।
শিশুদের ক্ষেত্রে সঠিক মাত্রার জন্য ১০০ মি.গ্রা./২
মি.লি. মাত্রাটি নির্দেশিত।

নবজাতক ও অপরিণত নবজাতকের জন্য: প্রথমে

১০ মি.গ্রা./কেজি/দিন হিসাবে লোডিং ডোজ দিয়ে
পরবর্তীতে ১৫ মি.গ্রা./কেজি/দিন হিসাবে ২ টি
সমবিভক্ত মাত্রায়।

বয়স্কদের জন্য: ক্ষতিগ্রস্ত রোচনক্রিয়াগত রোগীদের
ক্ষেত্রে মাত্রা সমন্বয় করা উচিত।

প্রাণঘাতী সংক্রমণ এবং/ অথবা সিউডোমোনাস
ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ:

প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য মাত্রা প্রতি ৮ ঘণ্টা পরপর ৫০০
মি.গ্রা. করে বৃদ্ধি করা যেতে পারে তবে দিনে ১.৫
গ্রাম এর অতিরিক্ত নয় এবং ১০ দিনের বেশী নয়।
পূর্ণমাত্রা সম্পন্ন করতে সর্বোচ্চ ১৫ গ্রাম এর বেশী
অতিক্রম করা যাবেনা।

মূত্রতন্ত্রের সংক্রমণ (সিউডোমোনাল ব্যতীত অন্য
সংক্রমণে):

৭.৫ মি.গ্রা./কেজি/দিন হিসাবে ২ টি সমবিভক্ত মাত্রায়
(২৫০ মি.গ্রা. করে দিনে ২ বার এর সমতুল্য)। ক্ষতিগ্রস্ত
রোচনক্রিয়া: ক্ষতিগ্রস্ত রোচনক্রিয়াগত রোগীদের ক্ষেত্রে
দৈনিক মাত্রা সমন্বয় করা উচিত এবং ২ টি মাত্রায়
মধ্যবর্তী সময়ের ব্যবধান বেশী হওয়া উচিত যাতে
ওষুধের জমে যাওয়া এড়ানো যায়।

প্রয়োগবিধি

বেশীরভাগ সংক্রমণের ক্ষেত্রে ইন্ট্রামাসকুলার পথে
প্রয়োগই নির্দেশিত তবে প্রাণঘাতী সংক্রমণে বা যে
সকল রোগী ইন্ট্রামাসকুলার পথে গ্রহণ করতে সক্ষম
নয় সেক্ষেত্রে ইন্ট্রাভেনাস পথে দেয়া যেতে পারে।

ইন্ট্রাপেরিটোনিয়াল ব্যবহার

চেতনানাশকের কার্যকারিতা থেকে পুনরুদ্ধার হওয়ার
পর এমিক্যাসিন ০.২৫% ইরিগেন্ট হিসাবে ব্যবহার
করা যেতে পারে।

শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার

১৬ বছরের নিচে শিশুদের ক্ষেত্রে এমিক্যাসিনের
নিরাপত্তা এবং কার্যকারিতা এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: এমিক্যাসিন ব্যবহারের ফলে যে
ধরনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা যায় সেগুলো হচ্ছে-
টিনিটাস, মাথা ঘোরা, বধির হওয়া, স্কিন র্যাশ, মাথা
ব্যথা, প্যারাসথেসিয়া, বমিভাব এবং বমি।

প্রতিনির্দেশনা: এমিক্যাসিন অথবা এ ওষুধের যে কোন
উপাদানের প্রতি অতি সংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে
ইহা প্রতিনির্দেশিত।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: এমিক্যাসিন অতি
দ্রুত প্লাসেন্টা অতিক্রম করে ভ্রূণের রক্তসংবহনতন্ত্র ও
এমনিওটিক ফ্লুইডে প্রবেশ করে ভ্রূণের শ্রবণ শক্তির

মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে। স্তন্যদানকালে ব্যবহার সুপ্রতিষ্ঠিত নয়।

সরবরাহ: এমিস্টার™ ১০০ আইএম/আইভি ইঞ্জেকশন: প্রতিটি বাক্সে আছে ১০ টি এ্যাম্পুল অ্যান্ড-পিভিসি ব্লিস্টার প্যাক-এ।

এমিস্টার™ ৫০০ আইএম/আইভি ইঞ্জেকশন: প্রতিটি বাক্সে আছে ১০ টি এ্যাম্পুল অ্যান্ড-পিভিসি ব্লিস্টার প্যাক-এ

এ্যামোডিস®

Amodis®

উপাদান : মেট্রোনিডাজল। ৪০০ মি.গ্রা. ও ৫০০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট, ২০০ মি.গ্রা./৫ মি.লি. সাসপেনশন এবং ১০০ মি.লি. আইভি ইনফিউশন।

নির্দেশনা : এ্যামিবিয়াসিস, ট্রাইকোমোনিয়াসিস, জিয়ারডিয়াসিস, ব্যাকটেরিয়াল ভেজাইনোসিস, তীব্র আলসারোটিক জিনজিভাইটিস, এ্যারোবিক সংক্রমণ যেমন সেপটিসেমিয়া, ব্যাকটেরিমিয়া, পেরিটোনাইটিস, ব্রেইন এ্যাবসেসেস, নেক্রোটাইজিং নিউমোনিয়া, অস্টিওমাইয়েলাইটিস, পিউরেপেরাল সেপসিস, পেলভিক এ্যাবসেসেস, পেলভিক সেলুলাইটিস ইত্যাদি, পায়ের আলসার এবং থ্রেসার সোর, দাঁতের তীব্র সংক্রমণ, সার্জিকাল প্রোফাইল্যাকসিস এবং লক্ষণযুক্ত তীব্র পেপটিক আলসার।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : ৪০০ মি.গ্রা. দিনে ৩ বার অথবা ৫০০ মি.গ্রা. দিনে ৩ বার।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : অতিসংবেদনশীলতা, গর্ভকালীন সময়ে গ্রহণ করা উচিত নয় অথবা অন্য কোন বিকল্প না থাকলে তবেই গ্রহণ করা উচিত। মেট্রোনিডাজল গ্রহণকালীন অথবা গ্রহণের দু'দিন পর্যন্ত বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়ানো উচিত নয়।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : বমি বমি ভাব, ধাতব স্বাদ, জিহ্বার উপরে আবরণ, ঘুম ঘুম ভাব এবং মুত্রনালীতে অস্বস্তি অনুভূত হতে পারে।

অন্য গুণধর সাথে প্রতিক্রিয়া : এলকোহল, ডাইকোমারল, ওয়ারফারিন, ফেনিটয়েন, ফেনোবারবিটোন, ফুরোইউরাসিল, ডাইসালফিরাম, লিথিয়াম ও সিমিটিডিনের সঙ্গে গ্রহণ করা উচিত নয়।

সরবরাহ : এ্যামোডিস® ৪০০ ট্যাবলেট : ২০ X ১০

টি। এ্যামোডিস® ৫০০ ট্যাবলেট : ১০ X ১০ টি। এ্যামোডিস® সাসপেনশন : ৬০ মি.লি.। এ্যামোডিস® আইভি ইনফিউশন: ১০০ মি.লি.।

এ্যানাডল®

Anadol®

উপাদান: ট্রামাডল হাইড্রোক্লোরাইড বিপি। ৫০ মি.গ্রা. ক্যাপসুল, ১০০ মি.গ্রা. এস আর ক্যাপসুল, ১০০ মি.গ্রা./২ মি.লি. ইঞ্জেকশন, ৫০ মি.গ্রা./মি.লি. ইঞ্জেকশন এবং ১০০ মি.গ্রা. সাপোজিটরি

নির্দেশনা: মাঝারি থেকে তীব্র ব্যথাজনিত উপসর্গসমূহে এ্যানাডল কার্যকরভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

উপসর্গসমূহ নিম্নরূপঃ

অস্ত্রপচার পরবর্তী ব্যথা।

কলিক ও স্পাসটিক ব্যথা।

ক্যাসারের ব্যথা।

সন্নিহিত সংযুক্তি সংক্রান্ত ব্যথা।

ঘাড় ও পিঠের ব্যথা উপসর্গজনিত ব্যথা।

অস্টিওপোরোসিস এর উপসর্গজনিত ব্যথা।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি: এ্যানাডল ক্যাপসুল: স্বাভাবিক সেবনমাত্রা ৫০-১০০ মি.গ্রা. প্রতি চার থেকে ছয় ঘন্টা অন্তর। তীব্র ব্যথার (Acute) ক্ষেত্রে প্রারম্ভিক মাত্রা ১০০ মি.গ্রা. প্রয়োজন। ক্রমিক ব্যথার (Chronic pain) ক্ষেত্রে ৫০ মি.গ্রা. প্রারম্ভিক মাত্রা নির্দেশিত। পরবর্তী মাত্রাসমূহ ৫০-১০০ মি.গ্রা. প্রতি চার থেকে ছয় ঘন্টা অন্তর। ব্যথার তীব্রতার উপর ভিত্তি করে কি মাত্রার ও কতবার প্রয়োগ করতে হবে তা নির্ধারিত হয়ে থাকে। মুখে ব্যবহারের ক্ষেত্রে দৈনিক সর্বোচ্চ মাত্রা ৪০০ মি.গ্রা. এর বেশী হওয়া উচিত নয়।

এ্যানাডল® এসআর ক্যাপসুলঃ একটি এস আর ক্যাপসুল ১২ ঘন্টা অন্তর। ব্যথার তীব্রতার উপর ভিত্তি করে কি মাত্রার প্রয়োগ করতে হবে তা নির্ধারিত হয়ে থাকে। তবে তা ১২ ঘন্টার কম ব্যবধানে ব্যবহার করা উচিত নয়। দৈনিক সর্বোচ্চ মাত্রা ৪০০ মি.গ্রা. এর বেশী হওয়া উচিত নয়।

এ্যানাডল® ইঞ্জেকশনঃ প্রতি চার থেকে ছয় ঘন্টা পরপর ৫০-১০০ মি.গ্রা. মাত্রায় আইএম ও আইভি ২-৩ মিনিট ব্যাপী অথবা ইনফিউশনের মাধ্যমে দেয়া যেতে পারে। অস্ত্রোপচারোত্তর ব্যথার চিকিৎসায় প্রারম্ভিক মাত্রা হিসেবে ১০০ মি.গ্রা. ব্যবহার করতে হবে যা ১০-২০ মিনিট অন্তর অন্তর ৫০ মি.গ্রা. মাত্রার

ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে প্রথম ঘটায় সর্বোচ্চ ২৫০ মি.গ্রা. পর্যন্ত দেয়া যেতে পারে। দৈনিক সর্বোচ্চ মাত্রা ৫০-১০০ মি.গ্রা. প্রতি চার থেকে ছয় ঘণ্টা হিসেবে ৬০০ মি.গ্রা. পর্যন্ত।

এ্যানাডল সাপোজিটরিঃ এ্যানাডল সাপোজিটরি পায়ুপথে ব্যবহার্য।

প্রাণু বয়স্কদের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক মাত্রা হচ্ছে ১০০ মি.গ্রা. ট্রামাডল হাইড্রোক্লোরাইড ছয় ঘণ্টা অন্তর। সাধারণভাবে দৈনিক ৪০০ মি.গ্রা. ট্রামাডল হাইড্রোক্লোরাইড (৪টি এ্যানাডল সাপোজিটরি) যথেষ্ট। তবে ক্যান্সার এর ব্যথায় এবং অস্ত্রোপচারে পরবর্তী ব্যথায় আরও অধিক মাত্রায় ব্যবহার করা যেতে পারে।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: ট্রামাডলের প্রতি অতি সংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করা যাবে না। এ ছাড়াও এলকোহল জনিত বিষক্রিয়া, হিপনোটিক, কেন্দ্রীয়ভাবে কার্যম ব্যথানাশক ওষুধ, অপয়েড অথবা সাইকোট্রোপিক ওষুধ সমূহের সাথেও ট্রামাডল ব্যবহার করা যাবে না।

শ্বাস-প্রশ্বাসের হার কমে যাওয়াঃ যখন কোন অবশকারী ওষুধ অথবা এলকোহলের সাথে ট্রামাডল অধিক মাত্রায় ব্যবহার করা হয় তখন শ্বাস-প্রশ্বাসের হার কমে যেতে পারে।

অপয়েড নির্ভরশীলতাঃ অপয়েড ওষুধ সমূহের উপর নির্ভরশীল রোগীদের ক্ষেত্রে ট্রামাডল নির্দেশিত নয়। স্নায়ুতন্ত্রীয় নিস্তেজকারক এর সাথে ব্যবহারঃ স্নায়ুতন্ত্রীয় ডিপ্রেসেন্ট যেমন এলকোহল, অপয়েড, এনেসথেটিক, ফেনোথায়াজিন, ট্রাক্লোইজার ও সিডেটিভ হিপনোটিক এর সাথে ব্যবহারের ক্ষেত্রে ট্রামাডল সতর্কতার সাথে ব্যবহার করা উচিত।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: সাধারণ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে মাথা ঘোরা, বমি বমি ভাব, কোষ্ঠ্যকাঠিন্য, মাথা ব্যথা, একাকিত্ব, বমি হওয়া, ফুসকুড়ি, স্নায়ুবিধ উত্তেজনা, দুর্বলতা ইত্যাদি। কদাচিত্ সংঘটিত প্রতিক্রিয়াগুলো হচ্ছে- অসুস্থ বোধ হওয়া, এলার্জি বিক্রিয়া, ওজনহীনতা, রক্তনালীর প্রসারণ, পেটে ব্যথা, ক্ষুধামন্দা ইত্যাদি।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: সাধারণভাবে ট্রামাডলের সাথে অন্য ওষুধের পারস্পরিক বিক্রিয়া নিয়ে সতর্কতা অবলম্বন করার তেমন প্রয়োজন নেই। মনোএমাইন অক্সিডেজ ইনহিবিটরস-ই একমাত্র ওষুধ

যা ট্রামাডলের সাথে ব্যবহারের জন্য নির্দেশিত নয়। কার্বামাজেপিন ও ট্রামাডল একত্রে ব্যবহার করলে ট্রামাডলের বিপাকক্রিয়া উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে পারে যার ফলে ট্রামাডলের মাত্রা বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হতে পারে।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: গর্ভাবস্থায় ট্রামাডলের ব্যবহারের নিরাপত্তা এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ট্রামাডল পাসেণ্টা ভেদ করতে পারে। সুতরাং একান্ত অপরিহার্য না হলে গর্ভাবস্থায় ট্রামাডল ব্যবহার না করাই শ্রেয়। মাতৃদুগ্ধে নিঃসৃত হয় বলে দুগ্ধদানকারী মায়ের ট্রামাডল হাইড্রোক্লোরাইড গ্রহণ করা উচিত নয়।

সরবরাহ: এ্যানাডল® ৫০ ক্যাপসুল: প্রতি বাস্কে আছে ৪০ টি ক্যাপসুল। এ্যানাডল® ১০০ এস আর ক্যাপসুল: প্রতি বাস্কে আছে ৩০টি ক্যাপসুল। এ্যানাডল® ১০০ ইঞ্জেকশন: প্রতি বাস্কে আছে ১০ টি এ্যাম্পুল। এ্যানাডল® ১০০ সাপোজিটরি: প্রতি বাস্কে ২০ টি সাপোজিটরি।

এনক্লগ®

Anclog®

উপাদান : ক্লোপিডোগ্রেল ৭৫ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : এ্যাথেরোস্কেলোসিস (ইসকেমিক স্ট্রোক, মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন অথবা স্থায়ী প্রাণ্ডীয় ধমনীর রোগ) এর ইতিহাস আছে, সেসব রোগীদের এ্যাথেরোস্কেলোটিক ইভেন্ট এর প্রতিরোধে নির্দেশিত। এটি প্রতিরোধক হিসাবে মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন এবং স্ট্রোকের মত থ্রোম্বো-এমবোলিক অস্বাভাবিকতায় ব্যবহৃত হয়।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : ৭৫ মি.গ্রা. করে দিনে একবার।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : অতিসংবেদনশীলতা এবং পাকস্থলী বা অন্ত্রে ঘা অথবা ইন্ট্রাক্রেনিয়াল হেমোরাজজনিত রক্তক্ষরণে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : রক্তক্ষরণ (পরিপাকতন্ত্র ও ইন্ট্রাক্রেনিয়াল), পেটে অস্বস্তিবোধ, বমি বমি ভাব, বমি, ডায়রিয়া, মাথা ব্যথা, মাথা বিম্বিম্ব করা, মাথাঘোরা, প্যারেসথেসিয়া, র্যাস, চুলকানী, কিডনী এবং যকৃত সংক্রান্ত জটিলতা, নিউট্রোপেনিয়া ইত্যাদি হতে পারে।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: এ্যাসপিরিন,

এনএসএআইডি।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : অতীব প্রয়োজন হলে ব্যবহার করা যেতে পারে।

সরবরাহ :

এনক্লগ® ট্যাবলেট : ৩ X ১০ টি।

এনক্লগ® প্লাস Anclog® Plus

উপাদান : ক্লোপিডোগ্রেল ৭৫ মি.গ্রা. এবং এ্যাসপিরিন ৭৫ মি.গ্রা./ ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : যে সকল রোগীদের লক্ষণসহ এথেরোক্লোরোসিস রোগ (যেমন- ইসকেমিক স্ট্রোক, মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন বা তীব্র করোনারী সিনড্রম) রয়েছে, তাদের এথেরোক্লোরোসিস প্রতিরোধ ও চিকিৎসায় নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : প্রতিদিন ১ টি করে ট্যাবলেট।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : এনএসএআইডি অথবা এই ওষুধের যে কোন উপাদানে অতিসংবেদনশীলতা, যে কোন ধরনের রক্তক্ষরণে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : পেটে ব্যথা, বমি বমি ভাব, ফুসকুঁড়ি, বমি, নিউরালজিয়া, প্যারেসথেসিয়া, চুলকানি।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভাবস্থার শেষ ৩ মাস ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার করা উচিত নয়।

সরবরাহ : এনক্লগ® প্লাস ট্যাবলেট : ৩ X ১০ টি।

এনজিলক® Angilock®

উপাদান : লোসারটেন পটাসিয়াম ২৫, ৫০ ও ১০০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : সব ধরনের উচ্চরক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : নিয়মিত মাত্রা ৫০ মি.গ্রা. দিনে একবার। তবে ২৫-১০০ মি.গ্রা. প্রতিদিন রোগীর অবস্থা বুঝে ব্যবহার করা যায়। বয়োবৃদ্ধ রোগীদের মাত্রা নিম্নমাত্রায় অর্থাৎ ২৫ মি.গ্রা. দিনে একবার ব্যবহার করতে বলা হয়ে থাকে। বৃদ্ধের অকার্যকারিতার ক্ষেত্রে অথবা ডায়ালাইসিস করা হচ্ছে এরকম রোগীর মাত্রা শুরুতে নিম্ন মাত্রায় অর্থাৎ ২৫

মি.গ্রা. ব্যবহার করতে বলা হয়ে থাকে।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : অতি সংবেদনশীলতা, উচ্চমাত্রায় মূত্র বর্ধক ব্যবহারের ফলে যাদের শিরাপথে রক্ত প্রবাহ কমে যায় সেসব রোগীদের মাত্রা নিম্নরক্তচাপ দেখা দিতে পারে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : মাথা বিমবিম করা, ফুসকুঁড়ি এবং এনজিওইডিমা, যেমন মুখ, ঠোঁট, জিহ্বা ফুলে যাওয়া কদাচিৎ দেখা দিতে পারে। বৃদ্ধীয় সমস্যা আছে এ ধরনের রোগীদের মাত্রা মারাত্মক নিম্নরক্তচাপ দেখা দিতে পারে।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : ক্লিনিক্যালি গুরুত্বপূর্ণ কোন প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়নি। হাইড্রোক্লোরোথায়াজাইড, ডিগোস্ট্রিন, ফেনোবারবিটোন, ওয়ারফেরিন, কিটোকোনাজল এবং সিমিটিডিনের উপর এ ক্ষেত্রে ফার্মাকোকাইনেটিক পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানো হয়েছে।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : ব্যবহার করা উচিত নয়।

সরবরাহ : এনজিলক® ২৫ ট্যাবলেট : ৫ X ১০ টি।

এনজিলক® ৫০ ট্যাবলেট : ৫ X ১০ টি। এনজিলক® ১০০ ট্যাবলেট : ৩ X ১০ টি।

এনজিলক® প্লাস Angilock® Plus

উপাদান : (লোসারটেন পটাসিয়াম ৫০ মি.গ্রা. ও হাইড্রোক্লোরোথায়াজাইড ১২.৫ মি.গ্রা.)/ ট্যাবলেট, (লোসারটেন পটাসিয়াম ১০০ মি.গ্রা. ও হাইড্রোক্লোরোথায়াজাইড ১২.৫ মি.গ্রা.)/ট্যাবলেট এবং (লোসারটেন পটাসিয়াম ১০০ মি.গ্রা. ও হাইড্রোক্লোরোথায়াজাইড ২৫ মি.গ্রা.)/ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : উচ্চ রক্তচাপ চিকিৎসায় নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : ১টি ট্যাবলেট দিনে একবার। সর্বোচ্চ মাত্রা হল লোসারটেন ১০০ মি.গ্রা. ও হাইড্রোক্লোরোথায়াজাইড ২৫ মি.গ্রা. দিনে ১ বার।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : এই ওষুধের যে কোন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীলতা, বৃদ্ধের অকার্যকারিতায় কিংবা সালফোনামাইডে অতিসংবেদনশীলতার ক্ষেত্রে ব্যবহারে প্রতিনির্দেশ আছে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : পেটে ব্যথা, ইডিমা (ফুলে যাওয়া), পিঠে ব্যথা, বুক ধড়ফড় করা, মাথা ঘুরানো, কাশি,

সাইনাসের প্রদাহ, শ্বাসতন্ত্রের প্রদাহ এবং চামড়ায় ফুসকুঁড়ি।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : মাতৃদুগ্ধে নিঃসরিত হয় কিনা তা এখনও জানা যায়নি। গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে শুধুমাত্র চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

সরবরাহ : এনজিলক® প্লাস ৫০/১২.৫ ট্যাবলেট : ৫ X ১০ টি। এনজিলক® প্লাস ১০০/২৫ ট্যাবলেট : ৩ X ১০ টি। এনজিলক® প্লাস ১০০/১২.৫ ট্যাবলেট : ৩ X ১০ টি।

এনজিভেন্ট® এম আর Angivent® MR

উপাদান : ট্রাইমেটাজিডিন হাইড্রোক্লোরাইড ৩৫ মি.গ্রা. এম আর (মডিফাইড রিলিজ) ট্যাবলেট।
নির্দেশনা : এ্যানজাইনা পেকটোরিস এর দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসা।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : একটি করে ট্যাবলেট দিনে ২ বার (সকাল ও রাতে খাবার সময়)।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : তীব্র বিষণ্ণতা, তীব্র রেনাল ফেইলিওর (ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স < ১৫ মি.লি./মিনিট)।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : পরিপাকতন্ত্রের সমস্যা দেখা দিতে পারে যা অত্যন্ত বিরল।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: এড়িয়ে চলা উচিত।

সরবরাহ : এনজিভেন্ট® এম আর ট্যাবলেট : ৩ X ১০টি।

এনলেপটিক®

Anleptic®

উপাদান: কার্বামাজেপিন বিপি। ২০০ মি.গ্রা. ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেট, ২০০ মি.গ্রা. সিআর ট্যাবলেট এবং ১০০ মি.গ্রা./৫ মি.লি. সাসপেনশন।

নির্দেশনা: নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে এনলেপটিক® (কার্বামাজেপিন) নির্দেশিত-
পান্থিয়াল এবং সেকেন্ডারী জেনারাইলজড টনিক ক্লনিক সিজার (মৃগীরোগ)।

প্রাইমারী জেনারাইলজড টনিক ক্লনিক সিজার।

ট্রাইজেমিনাল নিউরালজিয়া।

বাইপলার ডিজঅর্ডার প্রতিরোধ

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি: ইপিলেপসি: প্রারম্ভিক- ২০০ মি.গ্রা. দিনে ২ বার ট্যাবলেট অথবা সিআর ট্যাবলেট অথবা ১ চা চামচ দিনে ৪ বার (দৈনিক ৪০০ মি.গ্রা.)।
কাজিত ফলাফল না পাওয়া পর্যন্ত সপ্তাহান্তে প্রতিদিন ২০০ মি.গ্রা. করে দৈনিক ২ বার অথবা ৪ বার করে সেবন বৃদ্ধি করা যেতে পারে। ১২-১৫ বছরের শিশুদের ক্ষেত্রে সেবন মাত্রা দৈনিক ১০০০ মি.গ্রা. এর বেশি বৃদ্ধি করা উচিত নয় এবং ১৫ বছরের উর্দে এ সেবন মাত্রা ১২০০ মি.গ্রা. বেশি বৃদ্ধি করা উচিত নয়।
প্রাপ্ত বয়স্কদের ক্ষেত্রে এ সেবন মাত্রা ১৬০০ মি.গ্রা. পর্যন্ত হতে পারে।

অব্যাহত মাত্রা-সাধারণত দৈনিক ৮০০-১২০০ মি.গ্রা.

।
৬-১২ বছর শিশুদের ক্ষেত্রে: প্রারম্ভিক- ১০০ মি.গ্রা. দিনে ২ বার ট্যাবলেট অথবা সিআর ট্যাবলেট অথবা ১-২ চা চামচ দিনে ৪ বার (দৈনিক ২০০ মি.গ্রা.)।
কাজিত ফলাফল না পাওয়া পর্যন্ত সপ্তাহান্তে প্রতিদিন ১০০ মি.গ্রা. করে দৈনিক ২ বার অথবা ৪ বার করে সেবন বৃদ্ধি করা যেতে পারে। সেবন মাত্রা দৈনিক ১০০০ মি.গ্রা. এর বেশি বৃদ্ধি করা উচিত নয়।

অব্যাহত মাত্রা- সাধারণত দৈনিক ৪০০-৮০০ মি.গ্রা.।
৬ বছরের নিচের শিশুদের ক্ষেত্রে: প্রতি কেজিতে ১০-২০ মি.গ্রা. হারে ট্যাবলেট অথবা সিআর ট্যাবলেট দিনে ২বার অথবা ৩ বার অথবা সাসপেনশন দিনে ৪ বার। কাজিত ক্রিয়া না পাওয়া পর্যন্ত সপ্তাহান্তে সেবন বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

অব্যাহত মাত্রা- সাধারণত দৈনিক প্রতি কেজিতে ৩৫ মি.গ্রা. এর নিচের মাত্রাতে কাজিত ক্রিয়া পাওয়া যায়।
যদি কাজিত ক্রিয়া লক্ষিত না হয় তাহলে প্লাজমা মাত্রা পরিমাপ করে দেখতে হবে যে তা খেরাপিউটিক মাত্রার ভেতর রয়েছে কিনা। প্রতিদিন প্রতি কেজিতে ৩৫ মি.গ্রা. এর বেশি সেবনের ক্ষেত্রে কার্বামাজেপিন এর নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত নয়।

মৌখিক চিকিৎসা: কার্বামাজেপিন একাকি অথবা অন্য খিঁচুনী প্রতিরোধক এর সাথে ব্যবহার করা যেতে পারে। যখন অন্য খিঁচুনী প্রতিরোধক এর সাথে ব্যবহার করা হয় তখন কার্বামাজেপিন এর সেবন ধীরে ধীরে বৃদ্ধি করা যেতে পারে এবং অন্য ওষুধের সেবন ধীরে ধীরে হ্রাস করতে হবে। শুধুমাত্র ফিনাইটয়েন এর

সেবন বৃদ্ধি করতে হবে।

ট্রাইজেমিনাল নিউরালজিয়া: প্রারম্ভিক-প্রথম দিন ১০০ মি.গ্রা. দিনে ২ বার ট্যাবলেট অথবা সিআর ট্যাবলেট অথবা ১-২ চা চামচ দিনে ৪ বার সাসপেনশন হিসেবে দৈনিক সর্বমোট ২০০ মি.গ্রা.। ট্যাবলেট অথবা সিআর ট্যাবলেট এর ক্ষেত্রে প্রতি ১২ ঘন্টায় ১০০ মি.গ্রা. করে অথবা সাসপেনশনের ক্ষেত্রে প্রতি ১২ ঘন্টায় ৫০ মি.গ্রা. সেবন বৃদ্ধি করা যেতে পারে। দৈনিক ১২০০ মি.গ্রা. এর বেশি সেবন বৃদ্ধি করা উচিত নয়।

অব্যাহত মাত্রা- সাধারণত দৈনিক ৪০০-৮০০ মি.গ্রা. হারে সেবন করলেই ব্যথা থেকে নিরাময় পাওয়া যায়। কিছু কিছু রোগীদের ক্ষেত্রে এ মাত্রা ২০০ মি.গ্রা. এবং কারো কারো ক্ষেত্রে ১২০০ মি.গ্রা. পর্যন্ত হতে পারে। প্রতি ৩ মাসে এক বার সেবন হ্রাস করার চেষ্টা করা উচিত অথবা সেবন বন্ধ করা উচিত।

কার্বামাজেপিন সেবনের সাথে খাবার গ্রহণের কোন সম্পর্ক নেই।

সতর্কতা ও যে সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে কার্বামাজেপিন ব্যবহার করা যাবে না

কার্বামাজেপিন অথবা এর কোন উপাদানের প্রতি সংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে

এট্রিও ভেনট্রিকুলার ব্লক

বোনমেরু ডিপ্রেসন

পোরফাইরিয়াস

ট্রাইসাইক্লিক এন্টিডিপ্রেসেন্ট।

যারা বিগত ১৪ দিনের মধ্যে কোন মনোএমাইনো অক্সিডেজ এন্টিডিপ্রেসেন্ট গ্রহণ করেছে

সাবধানতা: কার্বামাজেপিন বিঁমুনি এবং ঘুম ঘুম ভাব তৈরী করতে পারে। তাই গাড়ী অথবা মেশিন চালানোর ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা নেয়া উচিত। এলার্জি দেখা দিতে পারে। যদি কোন র্যাশ, চুলকানি অথবা অন্য কোন অনাকাঙ্ক্ষিত প্রতিক্রিয়া দেখা যায় তখন সাথে সাথে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে। কদাচিৎ ক্ষেত্রে যকৃতে অসুবিধা দেখা দিতে পারে। যদি চুলকানি, চামড়ায় হলদেটে ভাব অথবা ভিন্ন রকম গাঢ় মূত্র, বমি, পেটে ব্যথা, ক্ষুধামন্দা অথবা ফু এর লক্ষণ দেখা যায় তবে চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া উচিত। কার্বামাজেপিন ইস্ট্রেজেন, প্রজেক্ট্রেরন ইত্যাদি হরমোনাল কন্ট্রাসেপটিভ এর রক্তের মাত্রা হ্রাস করে। ফলে জন্ম বিরতি করণ ওষুধের কার্যকারিতা হ্রাস পেতে পারে। যেসব মহিলারা জন্ম বিরতিকরণ

ওষুধ সেবন করছেন তাদের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৫০ মি.গ্রা. ইস্ট্রেজেন মাত্রার জন্ম বিরতি করণ ট্যাবলেট অথবা কনডম ব্যবহার করা উচিত। কার্বামাজেপিন এর সেবন হঠাৎ বন্ধ করা উচিত নয়। যদি সেবন হ্রাস প্রয়োজন হয় তবে ধীরে ধীরে একজন বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে সেবন হ্রাস করা উচিত।

সতর্কতা: মিশ্র সিজার এবং এবসেস সিজার, বয়স্ক লোক, হার্ট, লিভার, কিডনী এবং মানসিক অসুস্থতা, গ্লুকোমা, অন্য ওষুধের দ্বারা সৃষ্ট রক্তের সমস্যা, পূর্বে কার্বামাজেপিন এর চিকিৎসা বন্ধ করা হয়েছে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া এবং এলার্জির কারণে, এ সকল ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা নিতে হবে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: বিঁমুনি, ঘুম ঘুম ভাব, শুষ্ক মুখ, এটাকশিয়া, পেটে ব্যথা, বমি বমি ভাব, ক্ষুধামন্দা, লিউকোপেনিয়া, প্রোটিন ইউরিয়া, ট্রাডিকার্ডিয়া, হাইপোটেনশন এবং হার্টফেইলর। ইরাইথোমেটাস স্কিন র্যাশ অথবা এ্যাপ্লাসটিক এনিমিয়া ও কদাচিৎ পরিলক্ষিত হয়।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: কার্বামাজেপিন সেবনের প্রথম ২ মাসের মধ্যে জন্মবিরতিকরণ ওষুধ নিচ্ছেন এমন মহিলাদের ক্ষেত্রে গ্যালাকটোরিয়া দেখা দিতে পারে। ফিনাইটয়েন কার্বামাজেপিন এর মেটাবলিজম বৃদ্ধি করে। তাই সেবন মাত্রা বৃদ্ধি করতে হবে।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: প্রেগনেসি ক্যাটাগরি-ডি। কার্বামাজেপিন এবং এর ইপোব্লাইড মেটাবোলাইট মাতৃদুগ্ধে নিঃসৃত হয়। সম্ভাব্য ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়ারোধে মাতৃদুগ্ধ সেবন অথবা ওষুধ সেবন বন্ধ করতে হবে।

সরবরাহ:

এনলেপটিক® ২০০ মি.গ্রা.: প্রতিটি বাক্সে আছে ৩০ টি ট্যাবলেট। এনলেপটিক® ২০০ মি.গ্রা. সিআর: প্রতিটি বাক্সে আছে ৩০ টি ট্যাবলেট। এনলেপটিক® ১০০ মি.লি. সাসপেনশন: প্রতি বোতলে আছে ১০০ মি.লি. সাসপেনশন।

এনেসপাইন®

Anespine®

উপাদান: এনেসপাইন ইন্ট্রাস্পাইনাল ইঞ্জেকশন: প্রত্যেক মি.লি. ধারণ করে বুপিভাকৈইন হাইড্রোক্লোরাইড ইউএসপি ৫ মি.গ্রা. এবং ডেক্সট্রোজ ইউএসপি ৮০ মি.গ্রা.।

নির্দেশনা: এনেসপাইন ইঞ্জেকশন স্পাইনাল এনেসথেসিয়াতে নির্দেশিত নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলোয়-
ইউরোলোজিক্যাল সার্জারী (২-৩ ঘণ্টা থাকে)

লোয়ার লিম্ব সার্জারী লিম্ব সার্জারী (২-৩ ঘণ্টা থাকে)
এবডোমিনাল সার্জারী (৪৫-৬০ মি. থাকে)

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি: নিম্নের দেয়া মাত্রাগুলো এভারেজ/সাধারণ প্রাণ্ড বয়স্কদের জন্য গাইড হিসেবে ধরে নিতে হবে।

স্পাইনাল এনেসথেসিয়া সার্জারীর জন্য: (২-৪) মি.লি.
(১০-২০ মি.গ্রা. বুপিভাকেইন হাইড্রোক্লোরাইড)
এনেসথেসিয়া বিস্তৃতি যাতে এনেসপাইন আছে কিছু ফ্যাঙ্করের উপর নির্ভর করে এবং এটি দ্রবণের পরিমাণ এবং রোগীর অবস্থান ইঞ্জেকশন নেয়ার সময় ও পরে এর উপরও নির্ভর করে। বসা অবস্থায় কোনো রোগীকে এল ৩ - এল ৪ ইন্টারভার্টিব্রাল স্পেস এ ইঞ্জেকশন দেয়া হলে, ৩ মি.লি. এনেসপাইন টি৭-টি১০ স্পাইনাল সেগমেন্টে বিস্তৃত হয়। রোগীর শোয়া অবস্থায় এবং তারপর সুপাইনে পরিণত হলে একরূপ অবস্থায় ইঞ্জেকশন নেয়া হলে ব্লকেড টি৪-টি৭ স্পাইনাল সেগমেন্টে ছড়িয়ে পড়ে। এটা বোঝা উচিত যে স্পাইনাল এনেসথেসিয়ার মাত্রা যা যেকোন লোকাল এনেসথেটিকের সাথে গ্রহণ করা হতে না কেন তা পরিমাপ করা যেকোন রোগীর ক্ষেত্রে সম্ভব নয়।

৪ মি.লি. এর অতিরিক্ত বুপিভাকেইনের প্রভাব এখনও পর্যন্ত গবেষণা করা হয়নি এবং এজন্য একরূপ মাত্রা নির্দেশিত হয় না।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: স্পাইনাল এনেসথেসিয়াতে ব্যবহৃত অন্যান্য লোকাল এনেসথেটিকের সাথে বুপিভাকেইনের নিরাপদ অবস্থান তুলনা করা যায়। কিন্তু দুর্লভ ক্ষেত্রে বুপিভাকেইন এলার্জিক রিএকশন এবং এনানফাইল্যাকটিক শক এর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। স্পাইনাল এনেসথেসিয়া নিজেই হাইপোটেনশন এবং ব্রাডিকার্ডিয়ার কারণ সিমপ্যাথেটিক ব্লকেড এবং ভ্যাসোভ্যাগাল ফেইন্টিং এর কারণে।

কিছু ক্ষেত্রে কার্ডিয়াক এরস্টেও ঘটতে পারে। সকল রেসপাইরেটরী মাসলের প্যারালাইসিস হতে পারে উচ্চ মাত্রার এনেসথেসিয়ার প্রয়োগে। পোস্টোপারেটিভলি পোস্ট লাম্বার পাংচার হেডেক/মাথাব্যথা ঘটতে পারে। নিউরোলোজিক্যাল ডিজিস দুর্লভ কিন্তু রিজিওনাল এবং প্রকৃতপক্ষে স্পাইনাল এনেসথেসিয়া একটার পরে আরেকটা ঘটতে।

সিস্টেমিক টক্সিসিটি: স্পাইনাল এনেসথেসিয়ায় সাধারণত ঘটে না এবং এক্সিডেন্টাল ইন্ট্রাভাসকুলার ইঞ্জেকশন এর পরে ঘটতে পারে।

সিস্টেমিক পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া এর বৈশিষ্ট্যগুলো হল জিহ্বার জড়তা, লাইথেডেনেস, তন্দ্রা এবং ট্রেমর যা কনভাসশন এবং কার্ডিওভাসকুলার ডিসঅরডারে হয়।

প্রতি নির্দেশনা: যেকোন প্রকার লোকাল এনেসথেটিক অ্যামাইড টাইপের এজেন্টের প্রতি অথবা বুপিভাকেইন এর প্রতি হাইপারসেনসিটিভিটি আছে একরূপ ক্ষেত্রে প্রতিনির্দেশিত। এই শর্তাবলী বিবিধ ব্যবহার প্রতিরোধ করে স্পাইনাল এনেসথেসিয়ার ক্ষেত্রে যেমন- সিভিয়ার হেমোরিজ, সিভিয়ার হাইপারটেনশন অথবা শক এবং এরিথমিয়াস যেমন- পুরোপুরি হার্ট ব্লক যা তীব্রভাবে কার্ডিয়াক আউটপুটকে প্রতিরোধ করে, লোকাল ইঞ্জেকশন প্রস্তাবিত লাম্বার পাংচার এর স্থানে, সেপটিসেমিয়া।

অন্যান্য গুণুধের প্রতি এর প্রতিক্রিয়া: বুপিভাকেইন সেসব ক্ষেত্রে সাবধানতার সাথে ব্যবহার করা উচিত যারা এন্টিএরিদমিক ড্রাগ লোকাল এনেসথেটিক এক্সিভিটির সাথে নেয়, এতে তাদের বিষ ক্রিয়ার প্রভাব যোগ হতে পারে।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: বুপিভাকেইন মাতৃদুগ্ধে প্রবেশ করে কিন্তু এতেই অল্প পরিমাণে যে সাধারণত সেখানে কোন বুঁকি নেই বাচ্চার ক্ষেত্রে খেরাপিউটিক ডোজ লেভেলে। গর্ভকালীন সময়ে কোন অপ্রত্যাশিত, অপ্রীতিকর ঘটনার কোন নজির নেই। গর্ভাবস্থার প্রাথমিক পর্যায়ে ইঞ্জেকশন দেয়া ঠিক নয় যদি না এর বুঁকি নেয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়।

শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার: ১৮ বছরের নিচের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার অভিজ্ঞতা বেশি নেই বিধায় এই বয়সের শিশুদের ক্ষেত্রে এনেসপাইন গুণুধ প্রতিনির্দেশিত।

সরবরাহ: এনেসপাইন ইন্ট্রাস্পাইনাল ইঞ্জেকশন: প্রতি বাস্তবে ১০টি এ্যাম্পুল রিস্টার প্যাকে রয়েছে।

এনক্সা®

Anoxa®

উপাদান : অক্সিজিপাম বিপি ১০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : অক্সিজিপাম দুশ্চিন্তার সাথে সম্পর্কযুক্ত এমন উদ্বেগজনিত সমস্যাসমূহের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। এই গুণুধটি নির্দিষ্টভাবে দুশ্চিন্তা, অস্থিরতা এবং

বয়স্কদের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর চিন্তার চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। তীব্র মদ্যপান পরিত্যাগের চিকিৎসায় ও এটা ব্যবহার করা হয়।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি : প্রাপ্ত বয়স্ক : স্নগ্ন থেকে মধ্যম মাত্রার উদেগ, দুশ্চিন্তা, বিরক্তি এবং অস্থিরতা : স্বাভাবিক মাত্রা ১০-১৫ মি.গ্রা. দৈনিক ৩-৪ বার।

মারাত্মক উদেগ, দুশ্চিন্তা সহ উদেগ অথবা মদ্যপান পরিত্যাগে : স্বাভাবিক মাত্রা ১৫-৩০ মি.গ্রা. দৈনিক ৩-৪ বার।

শিশুদের ক্ষেত্রে : ৬ বছরের নিচের বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে নিরাপদ ব্যবহার এবং কার্যকারিতা এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি কিংবা ৬-১২ বছর বয়সীদের জন্য মাত্রাও এখন পর্যন্ত সুনির্দেশিত নয়।

চিকিৎসকই শিশুর প্রয়োজনের উপর নির্ভর করে মাত্রা সমন্বয় করবেন।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া : পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াগুলো আগে থেকে ধারণা করা যায় না। তবে যদি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দেয় অথবা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার তীব্রতার পরিবর্তন ঘটে তবে চিকিৎসককে অনতিবিলম্বে জানানো উচিত। চিকিৎসকই নির্বাচন করবেন অক্সাজিপাম গ্রহণ ঐ রোগীর জন্য নিরাপদ কিনা। বেশি লক্ষণীয় পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার হচ্ছে বিমূর্নিভাব। কম লক্ষণীয় পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াগুলো হচ্ছে- রক্তের সমস্যা, যৌনকর্মে আগ্রহের পরিবর্তন, উত্তেজনা, উজ্জ্বলতা হ্রাস পাওয়া, মাথাব্যথা, যকৃতের সমস্যা, মাংসকুড়ি ফেটে যাওয়া, ধীরে সাড়া দেওয়া, অথবা একেবারেই সাড়া না দেওয়া, কথাবার্তায় অসংলগ্নতা অথবা পানি জমা হওয়ার কারণে মাংসপেশী ফুলে উঠা, কাঁপুনি, মাথাঘোরা এবং চোখ বা চামড়া হলুদ হয়ে যাওয়া।

অক্সাজিপাম হঠাৎ পরিবর্ত্যগে সমস্যা হতে পারে : যেমন- পেট মোচড় দেয়া বা মাংসপেশীর খিঁচুনি, কাঁপুনি, অবসন্ন মন, ঘুমের সমস্যা, অতিরিক্ত ঘাম বা বমি হতে পারে।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : অক্সাজিপাম এ্যালকোহলের কার্যকারিতা বাড়িয়ে দিতে পারে : এই ওষুধ গ্রহণ কালে এ্যালকোহল পরিত্যাগ করা উচিত। যদি অক্সাজিপাম অন্য ওষুধের সাথে গ্রহণ করা হয় যেকোনটির কার্যকারিতা বাড়তে, কমতে অথবা পরিবর্তিত হতে পারে।

নিচের ওষুধগুলির সাথে একসঙ্গে অক্সাজিপাম ব্যবহার করলে ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত : এন্টিহিস্টামিন যেমন- ডাইফিনহাইড্রামিন,

মাদকগোত্রীয় ব্যথানাশক যেমন- অক্সিকোডন এবং পেথিডিন, ঘুমের ওষুধ যেমন- সেকোবারবিটাল, ট্রায়াজোলাম, ডায়াজিপাম বা এলপ্রাজোলাম।

সরবরাহ : এনরিল[®] ১০ ট্যাবলেট : ৩ X ১০ টি।

এনরিল[™]

Anril[™]

উপাদান : নাইট্রোগ্লিসারিন ইউএসপি ০.৫ মি.গ্রা. সাব-লিঙ্গুয়েল ট্যাবলেট এবং নাইট্রোগ্লিসারিন ইউএসপি ২.৬ মি.গ্রা. সাসটেইনড রিলিজ ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : এনরিল[™] ০.৫ ট্যাবলেট : এটি এনজিনা জনিত ব্যথা উপশম অথবা করোনারী আর্টারী ডিজিজ জনিত এনজিনা পেকটোরিস এর প্রতিষেধকমূলক চিকিৎসায় নির্দেশিত।

এনরিল[™] এস আর ট্যাবলেট : এটি ত্রুণিক স্ট্যাবল এনজিনা পেকটোরিস এর প্রতিষেধকমূলক চিকিৎসায় নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি : এনরিল[™] ০.৫ ট্যাবলেট : এনজিনা অ্যাটাকের প্রথম লক্ষণের সাথে সাথে ১টি ট্যাবলেট জিহ্বার নীচে দিতে হবে। ব্যথা উপশম না হওয়া পর্যন্ত প্রতি ৫ মিনিট অন্তর একই মাত্রায় পুনরাবৃত্তি করা যেতে পারে। যদি ১৫ মিনিট ধরে ৩টি ট্যাবলেট গ্রহণ করার পরেও ব্যথা বজায় থাকে তাহলে তাৎক্ষণিক হাসপাতালে ভর্তির জন্য পরামর্শ দেয়া যেতে পারে।

এনরিল[™] এস আর ট্যাবলেট :

প্রত্যেক রোগীর প্রয়োজনীয়তা অনুসারে ওষুধের মাত্রা নির্ধারণ যোগ্য কিন্তু সাধারণত ১-২টি ট্যাবলেট দিনে ৩ বার দেয়া যেতে পারে।

প্রতিনির্দেশনা ও সতর্কতা : মায়োকার্ডিয়াল ইনফারকশন, তীব্র রক্তস্রাবতা, বর্ধিত ইস্ট্রাক্রেনিয়াল চাপ এবং যাদের নাইট্রোগ্লিসারিন এর প্রতি অতি সংবেদনশীলতা আছে তাদের জন্য প্রতিনির্দেশিত।

যেসব রোগীদের রক্তস্রাবতা, স্নায়ুরোগ, সেরেব্রাল হেমোরিজ, স্ক্লোজড এঙ্গেল গ্লুকোমা, নাইট্রেটস এর প্রতি সংবেদনশীলতা, নিম্ন রক্তচাপ, হাইপো-ভলেমিয়া, হাইপারট্রপিক অবসট্রোকটিভ কার্ডিওমায়োপেথি, অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস, কার্ডিয়াক টেম্পোনেড, কনস্ট্রিকটিভ পেরিকার্ডাইটিস এবং অর্থেস্টিয়াটিক ডিসফাংশন আছে তাদের নাইট্রোগ্লিসারিন ব্যবহার করা উচিত নয়।

যেসব রোগী সিলডেনাফিল সাইট্রেট গ্রহণ করছে তাদের ক্ষেত্রে এটি প্রতিনির্দেশিত।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: মুখমন্ডলে রক্তিমামাভাব, মাথাব্যথা, মাথাখোরানো এবং অবস্থানগত নিম্ন রক্তচাপ যা রিফ্লেক্স ট্যাকিকার্ডিয়া অথবা প্যারাডক্সিকাল ব্র্যাডিকার্ডিয়ার কারণে সংঘটিত হয়।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: এন্টি-হাইপারটেনসিভ, বিটা-ব্লকার অথবা ফেনোথায়াজিনস এবং নাইট্রেটস গ্রহণকারী রোগীদের ক্ষেত্রে সংযোজিত নিম্ন রক্তচাপ দেখা দিতে পারে। ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার ও নাইট্রেটস এক সাথে ব্যবহার করা হলে অর্থোস্ট্যাটিক নিম্ন রক্তচাপ হতে পারে। নাইট্রেটস এবং এলকোহল একসাথে গ্রহণ করলেও নিম্ন রক্তচাপ দেখা দিতে পারে। নাইট্রোগ্লিসেরিন এর ভ্যাসোডায়ালটরী এবং হেমোডায়নামিক প্রভাব এসপির্ন গ্রহণের সাথে বৃদ্ধি পেতে পারে। যে সব রোগী সাব-লিঙ্গুয়েল নাইট্রোগ্লিসেরিন গ্রহণ করছে তাদেরকে আর্গোটামিন এবং আর্গোটামিন জাতীয় ওষুধ গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে হবে অথবা আর্গোটামিন এর লক্ষণগুলো পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে নাইট্রোগ্লিসেরিন এর নিরাপত্তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকারী মায়ের নাইট্রোগ্লিসেরিন দেয়া উচিত হবে না। মাতৃদুগ্ধে নাইট্রোগ্লিসেরিন নিঃসৃত হয় কিনা তা জানা যায়নি।

শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার: শিশুদের জন্য নির্দেশিত নয়।

সরবরাহ: এনরিল™ ০.৫ ট্যাবলেট: প্রতিটি বাক্সে আছে ৩০ টি সাব-লিঙ্গুয়েল ট্যাবলেট। এনরিল™ এস আর ট্যাবলেট: প্রতিটি বাক্সে আছে ৫০ টি সাসটেইনড রিলিজড ট্যাবলেট।

এনরিল™ স্প্রে Anril™ Spray

উপাদান : নাইট্রোগ্লিসেরিন ইউএসপি ৪০০ মাইক্রোগ্রাম/মিটার্ড ডোজ সাবলিঙ্গুয়েল স্প্রে।

নির্দেশনা : তীব্র এনজাইনা পেকটোরিস এর চিকিৎসা এবং এনজিনাল আক্রমণ প্রতিরোধে নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : ১ অথবা ২ স্প্রে জিহ্বার নীচে প্রয়োগ করতে হবে অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ

অনুযায়ী ব্যবহার্য।

প্রতি নির্দেশনা : নাইট্রেট এর প্রতি অতিসংবেদনশীলতা, তীব্র নিম্ন রক্তচাপ, হাইপোভোলেমিয়া, ন্যারো অ্যাংগেল গ্লুকোমা, তীব্র রক্তশূন্যতা, অন্তঃমস্তিষ্কে রক্তরণ, মস্তিষ্কে আঘাত, মাইট্রাল স্টেনোসিস, হাইপারট্রফিক অবস্ট্রাকটিভ কার্ডিওমায়েপ্যাথিজনিট এনজাইনা। ইরেকটাইল ডিসফাংশনে ব্যবহৃত ফসফোডাইএস্টারেজ ইনহিবিটর এর সঙ্গে একসাথে ব্যবহার করা যাবে না।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : মাথা ব্যথা, মুখের রক্তিমামাভাব, মাথা বিম্বিম্বি করা, বমি বমি ভাব, বমি, দুর্বলতা অনুভব, অবস্থানজনিত নিম্ন রক্তচাপ, রিফ্লেক্স ট্যাকিকার্ডিয়া।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : শুধুমাত্র একান্ত প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা যেতে পারে।

সরবরাহ : এনরিল™ স্প্রে : ২০০টি মিটার্ড ডোজ স্প্রে।

এনরিল™ ইঞ্জেকশন Anril™ Injection

উপাদান: নাইট্রোগ্লিসেরিন ইউএসপি ৫ মি.গ্রা./মি.লি. ইঞ্জেকশন।

নির্দেশনা: Peri-operative উচ্চ রক্তচাপ এর চিকিৎসায়, একিউট মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন সেটিং এ কনজেসটিভ হার্ট ফেইলিউর নিয়ন্ত্রণে, যে সকল এনজিনা রোগী সাবলিঙ্গুয়েল নাইট্রোগ্লিসেরিন ও বিটা-ব্লকার দ্বারা চিকিৎসায় সফল পায়নি, Intra-operative নিম্ন রক্তচাপ সৃষ্টি করতে।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি: সরাসরি Intravenous প্রয়োগের জন্য নয়।

নাইট্রোগ্লিসেরিন ইঞ্জেকশন প্রয়োগের পূর্বে ডেব্রট্রোজ (৫%) অথবা সোডিয়াম ক্লোরাইড (০.৯%) ইঞ্জেকশনে দ্রবীভূত করতে হবে। নাইট্রোগ্লিসেরিন ইঞ্জেকশন অন্যান্য ওষুধের সাথে মিশানো যাবে না।

প্রাথমিক লঘুকরণ

নাইট্রোগ্লিসেরিন গ্যাম্পুলের সম্পূর্ণ ওষুধ (যেখানে ৫০ মি.গ্রা. নাইট্রোগ্লিসেরিন আছে) একটি ৫০০ মি.লি. কাঁচের বোতলে ডেব্রট্রোজ (৫%) অথবা সোডিয়াম ক্লোরাইড (০.৯%) ইঞ্জেকশনে দ্রবীভূত করতে হবে। এতে ১০০ মাইক্রোগ্রাম/মি.লি. ঘনত্বের দ্রবণ পাওয়া যাবে। তারপর প্রয়োগ করতে হবে।

মেইনটেনেন্স লঘুকরণ

ডোজ টাইট্রেশন এর মাধ্যমে দ্রবণের ঘনত্ব বাড়ানো যেতে পারে। এতে রোগীর প্রয়োগকৃত তরলের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। নাইট্রোগ্লিসারিন এর ঘনত্ব ৪০০ মাইক্রোগ্রাম/মি.লি. এর বেশি হওয়া উচিত নয়।

সতর্কতা ও যে সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: নাইট্রোগ্লিসারিন এর প্রতি অ্যালার্জিক রোগী, যে সকল রোগীর pericardial tamponade, restrictive cardiomyopathy A_ev constrictive pericarditis আছে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: মাথা ব্যথা, মাথা হালকা হয়ে যাওয়া অনুভূতি, নিম্ন রক্তচাপ, সিনকোপ, ঝংঝংপবহফড় এনজিনা, Methemoglobinemia হতে পারে, তবে খুবই কম।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: নাইট্রোগ্লিসারিন এর ডেব্রড্রোজ (৫%) অথবা সোডিয়াম ক্লোরাইড (০.৯%) দ্রবণ অন্য কোন ওষুধের সঙ্গেই মিশানো যাবে না।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: প্রেগনেন্সী ক্যাটাগরী সি।

নাইট্রোগ্লিসারিন মাতৃদুগ্ধে নিঃসৃত হয় কিনা তা জানা যায়নি। স্তন্যদানকারী মায়েরদের নাইট্রোগ্লিসারিন ইঞ্জেকশন প্রয়োগ করার সময় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে কারণ মাতৃদুগ্ধের সাথে অনেক ওষুধই নিঃসৃত হয়।

শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার: নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

সরবরাহ: এনরিলTM ইঞ্জেকশন : প্রতি বাক্সে আছে ৪ টি এম্পুল ব্লিস্টার প্যাকে।

এ্যানসুলিনTM পেন কার্ট্রিজ AnsulinTM Pen Cartridge

উপাদান: এ্যানসুলিনTM আর পেন কার্ট্রিজ: প্রতি মি.লি. সলিউশনে রয়েছে ইনসুলিন হিউম্যান (আরডিএনএ) ইউএসপি ১০০ আই ইউ (৩.৪৭ মি.গ্রা. সমতুল্য) সলিউবল ইনসুলিন হিউম্যান (রেগুলার) হিসেবে।

এ্যানসুলিনTM এন পেন কার্ট্রিজ.: প্রতি মি.লি. সাসপেনশনে রয়েছে ইনসুলিন হিউম্যান (আরডিএনএ) ইউএসপি ১০০ আই ইউ (৩.৪৭ মি.গ্রা. সমতুল্য)

আইসোফেন ইনসুলিন হিউম্যান হিসেবে।

এ্যানসুলিনTM ৩০/৭০ পেন কার্ট্রিজ: প্রতি মি.লি. সাসপেনশনে রয়েছে ইনসুলিন হিউম্যান (আরডিএনএ) ইউএসপি ১০০ আই ইউ (৩.৪৭ মি.গ্রা. সমতুল্য) ৩০% সলিউবল ইনসুলিন হিউম্যান (রেগুলার) এবং ৭০% আইসোফেন ইনসুলিন হিউম্যান হিসেবে।

এ্যানসুলিনTM ৫০/৫০ পেন কার্ট্রিজ: প্রতি মি.লি. সাসপেনশনে রয়েছে ইনসুলিন হিউম্যান (আরডিএনএ) ইউএসপি ১০০ আই ইউ (৩.৪৭ মি.গ্রা. সমতুল্য) ৫০% সলিউবল ইনসুলিন হিউম্যান (রেগুলার) এবং ৫০% আইসোফেন ইনসুলিন হিউম্যান হিসেবে।

নির্দেশনা: টাইপ ১ এবং টাইপ ২ ডায়াবেটিস মেলিটাস।

ব্যবহার

১. এ্যানসুলিনTM পেন কার্ট্রিজ খাবার গ্রহণের ১৫ মিনিট থেকে ১ ঘণ্টা পূর্বে সার্বিকউটেনিয়াস পথে ব্যবহার করা উচিত। প্রত্যেক রোগীর ক্ষেত্রেই ডাক্তারের পরামর্শে ইনসুলিন গ্রহণের সঠিক সময় নির্ধারণ করা উচিত।

২. ডাক্তারের নির্দেশনা অনুযায়ী কার্ট্রিজটি সঠিক কিনা তা পরীক্ষা করে নিন। প্রয়োগকারী যন্ত্র এ্যানসুলিপেনTM এর সাহায্যে কার্ট্রিজ ব্যবহার করতে হবে। এজন্য প্রয়োগকারী যন্ত্রের সাথে সরবরাহকৃত পূর্ণাঙ্গ নিয়মাবলী অনুসরণ করুন।

৩. ব্যবহারের পূর্বে করণীয়

এ্যানসুলিপেনTM এর ব্যবহারের নিয়মাবলী অনুযায়ী এ্যানসুলিনTM কার্ট্রিজটি সঠিকভাবে পেনে প্রবেশ করিয়ে নিডলটি সংযুক্ত করুন। এ্যানসুলিনTM এন পেন কার্ট্রিজ এন অথবা এ্যানসুলিনTM পেন কার্ট্রিজ ৩০/৭০ অথবা এ্যানসুলিনTM পেন কার্ট্রিজ এর ক্ষেত্রে কার্ট্রিজের সাসপেনশন সমভাবে মিশ্রণের জন্য ৮-১০ বার উপর থেকে নিচে মৃদু গতিতে ঝাঁকিয়ে নিন।

সঠিক মাত্রা নির্ধারণে ডোজেজ বাটনটি ঘুরিয়ে নিন। নিডলের সুরক্ষা কাপ সরিয়ে এবং কার্ট্রিজের ভিতরের বুদবুদ বের করে দিয়ে পেনটিকে প্রয়োগের জন্য প্রস্তুত করে নিন। বহুবিধ দৃষণ প্রতিরোধে পেন প্রস্তুতকালে নিডলটি কোন কিছু সংস্পর্শে আনবেন না।

৪. ইঞ্জেকশন প্রয়োগের স্থান

ইঞ্জেকশন প্রয়োগের জন্য বাহুর উপরিভাগ, উরু, নিতম্ব বা উদর বেছে নেয়া উচিত। কোষ যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেজন্য পূর্ববর্তী স্থান হতে ১ সে.মি. দূরে ইঞ্জেকশন প্রয়োগ করা উচিত।

৫. ইঞ্জেকশন প্রয়োগবিধি

ইঞ্জেকশন প্রয়োগের স্থান পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করণ। একহাত দিয়ে প্রয়োগের স্থান টেনে ধরুন এবং সূচটি কোনকুনিভাবে প্রবেশ করিয়ে দিন। ইনসুলিন প্রয়োগ করুন এবং সূচটি বের করে প্রয়োগের স্থান না ঘষে আলতোভাবে চাপ দিয়ে ধরুন।

প্রয়োগমাত্রা: প্রত্যেক রোগীর ক্ষেত্রেই ইনসুলিনের ধরন, মাত্রা এবং প্রয়োগের সময় ভিন্ন হতে পারে। এছাড়াও খাদ্যতালিকা, কাজের ধরন এবং ব্যায়ামের তীব্রতার উপর ইনসুলিনের মাত্রা ভিন্ন হতে পারে। এ কারণে ডাক্তারের নির্দেশে ইনসুলিন ব্যবহার করা উচিত। টাইপ-১ ডায়াবেটিস রোগীদের দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসার ক্ষেত্রে ইনসুলিনের দৈনিক গড়মাত্রা ০.৫ থেকে ১ আই ইউ/কেজি। বয়ঃসন্ধি পূর্ববর্তী শিশুদের ক্ষেত্রে এই মাত্রা ০.৭ হতে ১ আই ইউ/কেজি হতে পারে। বয়ঃসন্ধিকাল বা অতিরিক্ত ওজনজনিত ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স এর ক্ষেত্রে দৈনিক ইনসুলিনের চাহিদা অনেক বৃদ্ধি পায়। টাইপ-২ ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষেত্রে প্রারম্ভিক মাত্রা হিসেবে দৈনিক ০.৩ থেকে ০.৬ আই ইউ/কেজি দেয়া উচিত।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: ইনসুলিন দ্বারা চিকিৎসার ক্ষেত্রে যেকোন সময় হাইপোগ্লাইসেমিয়া দেখা দিতে পারে এবং এটি একটি সাধারণ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া। কিছু ক্ষেত্রে এলার্জি দেখা দিতে পারে যেমন- চুলকানি, লাল ও ফুলে যাওয়া। এগুলো সাধারণত কিছুদিনের মধ্যেই ভালো হয়ে যায়। ইনসুলিন ছাড়া অন্যান্য কারণ যেমন- দুর্বল ইঞ্জেকশন প্রয়োগ পদ্ধতি এবং জীবাণুনাশক দ্রবণ এর ফলেও এলার্জি দেখা দিতে পারে।

প্রতিনির্দেশনা: হাইপোগ্লাইসেমিয়া অথবা ইনসুলিন বা এর কোন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীলতা।

সতর্কতা

টাইপ-১ ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে ইনসুলিনের ব্যবহার বন্ধ বা অপরিষ্কৃত মাত্রার কারণে হাইপারগ্লাইসেমিয়া হতে পারে। প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত মাত্রায় ইনসুলিন গ্রহণের ফলে হাইপোগ্লাইসেমিয়া দেখা দিতে পারে। খাবার পরিহার বা অপরিষ্কৃত ব্যায়ামের ফলে হাইপোগ্লাইসেমিয়া হতে পারে।

গর্ভবস্থায় ও স্তন্যদানকালে: ইনসুলিন পাসেন্টাল ব্যারিয়ার অতিক্রম করে না বলে গর্ভবস্থায় ডায়াবেটিস চিকিৎসায় এর ব্যবহারে কোন বাধা নেই। স্তন্যদানকালীন মায়ের চিকিৎসায় ইনসুলিন শিশুদের কোন ক্ষতি করে না।

অন্য ঔষুধের সাথে বিক্রিয়া

জন্ম নিয়ন্ত্রণকারী ঔষুধ, এড্রিনাল কর্টিক্যাল হরমোন, থাইরয়েড হরমোন ইত্যাদি ঔষুধগুলো রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। এক্ষেত্রে ইনসুলিনের মাত্রা বাড়াতে হবে। অন্যদিকে, গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণকারী ঔষুধ, স্যালিসাইলেট, সালফানিলামাইড এবং এন্টিডিপ্রেস্যান্ট ঔষুধগুলো রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ কমায়। এক্ষেত্রে ইনসুলিনের মাত্রা কমানো উচিত।

সংরক্ষণ: রেফ্রিজারেটরে ২°সে.- ৮°সে. তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করুন। হিমায়িত করবেন না। ব্যবহৃত হচ্ছে এমন কার্ট্রিজ রেফ্রিজারেটরের পরিবর্তে ঠাণ্ডা স্থানে, আলো ও তাপ থেকে দূরে সংরক্ষণ করুন। ব্যবহৃত ইনসুলিন স্বাভাবিক তাপমাত্রায় একমাস সংরক্ষণ করা যায়।

সরবরাহ: এ্যানসুলিন™ আর পেন কার্ট্রিজ: প্রতিটি কার্ট্রিজে আছে ৩ মি.লি. (৩০০ আই ইউ) সলিউশন।

এ্যানসুলিন™ পেন কার্ট্রিজ: প্রতিটি কার্ট্রিজে আছে ৩ মি.লি. (৩০০ আই ইউ) সাসপেনশন।

এ্যানসুলিন™ ৩০/৭০ পেন কার্ট্রিজ: প্রতিটি কার্ট্রিজে আছে ৩ মি.লি. (৩০০ আই ইউ) সাসপেনশন।

এ্যানসুলিন™ ৫০/৫০ পেন কার্ট্রিজ: প্রতিটি কার্ট্রিজে আছে ৩ মি.লি. (৩০০ আই ইউ) সাসপেনশন।

এ্যানসুলিন™

Ansulin™

উপাদান: এ্যানসুলিন™ R ইঞ্জেকশন ৪০ আই ইউ/মি.লি.: প্রতি মি.লি. সলিউশনে রয়েছে ইনসুলিন হিউম্যান (আরডিএনএ) ইউএসপি ৪০ আই ইউ (১.৩৮৮ মি.গ্রা. সমতুল্য) সলিউবল ইনসুলিন হিউম্যান (রেগুলার) হিসেবে।

এ্যানসুলিন™ R ইঞ্জেকশন ১০০ আই ইউ/মি.লি.: প্রতি মি.লি. সলিউশনে রয়েছে ইনসুলিন হিউম্যান (আরডিএনএ) ইউএসপি ১০০ আই ইউ (৩.৪৭ মি.গ্রা. সমতুল্য) সলিউবল ইনসুলিন হিউম্যান (রেগুলার) হিসেবে।

এ্যানসুলিন™ N ইঞ্জেকশন ৪০ আই ইউ/মি.লি.: প্রতি মি.লি. সাসপেনশনে রয়েছে ইনসুলিন হিউম্যান (আরডিএনএ) ইউএসপি ৪০ আই ইউ (১.৩৮৮ মি.গ্রা. সমতুল্য) আইসোফেন ইনসুলিন হিউম্যান হিসেবে।

এ্যানসুলিন™ N ইঞ্জেকশন ১০০ আই ইউ/মি.লি.:

প্রতি মি.লি. সাসপেনশনে রয়েছে ইনসুলিন হিউম্যান (আরডিএনএ) ইউএসপি ১০০ আই ইউ (৩.৪৭ মি.গ্রা. সমতুল্য) আইসোফেন ইনসুলিন হিউম্যান হিসেবে।

এ্যানসুলিনTM ৩০/৭০ ইঞ্জেকশন ৪০ আই ইউ/মি.লি.: প্রতি মি.লি. সাসপেনশনে রয়েছে ইনসুলিন হিউম্যান (আরডিএনএ) ইউএসপি ৪০ আই ইউ (১.৩৮ মি.গ্রা. সমতুল্য) ৩০% সলিউবল ইনসুলিন হিউম্যান (রেগুলার) এবং ৭০% আইসোফেন ইনসুলিন হিউম্যান হিসেবে।

এ্যানসুলিনTM ৩০/৭০ ইঞ্জেকশন ১০০ আই ইউ/মি.লি.: প্রতি মি.লি. সাসপেনশনে রয়েছে ইনসুলিন হিউম্যান (আরডিএনএ) ইউএসপি ১০০ আই ইউ (৩.৪৭ মি.গ্রা. সমতুল্য) ৩০% সলিউবল ইনসুলিন হিউম্যান (রেগুলার) এবং ৭০% আইসোফেন ইনসুলিন হিউম্যান হিসেবে।

এ্যানসুলিনTM ৫০/৫০ ইঞ্জেকশন ১০০ আই ইউ/মি.লি.: প্রতি মি.লি. সাসপেনশনে রয়েছে ইনসুলিন হিউম্যান (আরডিএনএ) ইউএসপি ১০০ আই ইউ (৩.৪৭ মি.গ্রা. সমতুল্য) ৫০% সলিউবল ইনসুলিন হিউম্যান (রেগুলার) এবং ৫০% আইসোফেন ইনসুলিন হিউম্যান হিসেবে।

নির্দেশনা: টাইপ ১ এবং টাইপ ২ ডায়াবেটিস মেলিটাস।

ব্যবহার

১. এ্যানসুলিনTM খাবার গ্রহণের ১৫ মিনিট থেকে ১ ঘণ্টা পূর্বে সাবকিউটেনিয়াস পথে ব্যবহার করা উচিত। প্রত্যেক রোগীর ক্ষেত্রেই ডাক্তারের পরামর্শে ইনসুলিন গ্রহণের সঠিক সময় নির্ধারণ করা উচিত।

২. ব্যবহারের পূর্বে করণীয়

সমভাবে মিশ্রনের জন্য ইনসুলিন ভায়ালটি পরিস্কার হাতে আলতোভাবে ঝাঁকিয়ে নিন এবং এটি স্বাভাবিক অবস্থায় আছে কিনা লক্ষ্য করুন। নতুন বোতলের ক্ষেত্রে প্লাস্টিক ক্যাপ সরিয়ে রাবার স্টপার জীবাণুমুক্ত করে নিন।

প্রয়োজনীয় ইনসুলিনের সমপরিমাণ বাতাস সিরিঞ্জে টেনে নিন এবং ভায়ালে টেনে নেয়া বাতাস প্রয়োগ করুন। সিরিঞ্জসহ ভায়ালটি উপর করে ধরুন এবং সিরিঞ্জে সঠিকমাত্রার ইনসুলিন টেনে নিন। সিরিঞ্জে বাতাস আছে কিনা তা লক্ষ্য করুন এবং থাকলে তা বের করে নিন।

৩. ইঞ্জেকশন প্রয়োগের স্থান

ইঞ্জেকশন প্রয়োগের জন্য বাহুর উপরিভাগ, উরু, নিতম্ব বা উদর বেছে নেয়া উচিত। কোষ যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেজন্য পূর্ববর্তী স্থান হতে ১ সে.মি. দূরে ইঞ্জেকশন প্রয়োগ করা উচিত।

৪. ইঞ্জেকশন প্রয়োগবিধি

ইঞ্জেকশন প্রয়োগের স্থান পরিস্কার ও জীবাণুমুক্ত করুন। একহাত দিয়ে প্রয়োগের স্থান টেনে ধরুন এবং সূচটি কোনকুনিভাবে প্রবেশ করিয়ে দিন। ইনসুলিন প্রয়োগ করুন এবং সূচটি বের করে প্রয়োগের স্থান না ঘষে আলতোভাবে চাপ দিয়ে ধরুন।

প্রয়োগমাত্রা: প্রত্যেক রোগীর ক্ষেত্রেই ইনসুলিনের ধরন, মাত্রা এবং প্রয়োগের সময় ভিন্ন হতে পারে। এছাড়াও খাদ্যতালিকা, কাজের ধরন এবং ব্যায়ামের তীব্রতার উপর ইনসুলিনের মাত্রা ভিন্ন হতে পারে। এ কারণে ডাক্তারের নির্দেশে ইনসুলিন ব্যবহার করা উচিত। টাইপ-১ ডায়াবেটিস রোগীদের দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসার ক্ষেত্রে ইনসুলিনের দৈনিক গড়মাত্রা ০.৫ থেকে ১ আই ইউ/কেজি। বয়ঃসন্ধি পূর্ববর্তী শিশুদের ক্ষেত্রে এই মাত্রা ০.৭ হতে ১ আই ইউ/কেজি হতে পারে। বয়ঃসন্ধিকাল বা অতিরিক্ত ওজনজনিত ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স এর ক্ষেত্রে দৈনিক ইনসুলিনের চাহিদা অনেক বৃদ্ধি পায়। টাইপ-২ ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষেত্রে প্রারম্ভিক মাত্রা হিসেবে দৈনিক ০.৩ থেকে ০.৬ আই ইউ/কেজি দেয়া উচিত।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: ইনসুলিন দ্বারা চিকিৎসার ক্ষেত্রে যেকোন সময় হাইপোগ্লাইসেমিয়া দেখা দিতে পারে এবং এটি একটি সাধারণ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া। কিছু ক্ষেত্রে এলার্জি দেখা দিতে পারে যেমন- চুলকানি, লাল ও ফুলে যাওয়া। এগুলো সাধারণত কিছুদিনের মধ্যেই ভালো হয়ে যায়। ইনসুলিন ছাড়া অন্যান্য কারণ যেমন- দুর্বল ইঞ্জেকশন প্রয়োগ পদ্ধতি এবং জীবাণুনাশক দ্রবণ এর ফলেও এলার্জি দেখা দিতে পারে।

প্রতিনির্দেশনা: হাইপোগ্লাইসেমিয়া অথবা ইনসুলিন বা এর কোন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীলতা।

সতর্কতা: টাইপ-১ ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে ইনসুলিনের ব্যবহার বন্ধ বা অপর্খণ্ড মাত্রার কারণে হাইপারগ্লাইসেমিয়া হতে পারে। প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত মাত্রায় ইনসুলিন গ্রহণের ফলে হাইপোগ্লাইসেমিয়া দেখা দিতে পারে। খাবার পরিহার বা অপরিষ্কৃত ব্যায়ামের ফলে হাইপোগ্লাইসেমিয়া হতে পারে।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে: ইনসুলিন পাসেস্টাল ব্যারিয়ার অতিক্রম করে না বলে গর্ভাবস্থায়

ডায়াবেটিস চিকিৎসায় এর ব্যবহারে কোন বাধা নেই। স্তন্যদানকালীন মায়েদের চিকিৎসায় ইনসুলিন শিশুদের কোন ক্ষতি করে না।

অন্য ওষুধের সাথে বিক্রিয়া: জন্ম নিয়ন্ত্রণকারী ওষুধ, এন্ড্রিনাল কর্টিক্যাল হরমোন, থাইরয়েড হরমোন ইত্যাদি ওষুধগুলো রক্তে গ্লুকোজর মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। এক্ষেত্রে ইনসুলিনের মাত্রা বাড়াতে হবে। অন্যদিকে, গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণকারী ওষুধ, স্যালিসাইলেট, সালফানিলামাইড এবং এন্টিডিপ্রেস্যান্ট ওষুধগুলো রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ কমায়। এক্ষেত্রে ইনসুলিনের মাত্রা কমানো উচিত।

সরবরাহ:

এ্যানসুলিনTM R ইঞ্জেকশন ৪০ আই ইউ/মি.লি.: প্রতিটি গাস ভায়ালে রয়েছে ১০ মি.লি. সলিউশন।
এ্যানসুলিনTM R ইঞ্জেকশন ১০০ আই ইউ/মি.লি.: প্রতিটি গাস ভায়ালে রয়েছে ১০ মি.লি. সলিউশন।
এ্যানসুলিনTM N ইঞ্জেকশন ৪০ আই ইউ/মি.লি.: প্রতিটি গাস ভায়ালে রয়েছে ১০ মি.লি. সাসপেনশন।
এ্যানসুলিনTM N ইঞ্জেকশন ১০০ আই ইউ/মি.লি.: প্রতিটি গাস ভায়ালে রয়েছে ১০ মি.লি. সাসপেনশন।
এ্যানসুলিনTM ৩০/৭০ ইঞ্জেকশন ৪০ আই ইউ/মি.লি.: প্রতিটি গাস ভায়ালে রয়েছে ১০ মি.লি. সাসপেনশন।
এ্যানসুলিনTM ৩০/৭০ ইঞ্জেকশন ১০০ আই ইউ/মি.লি.: প্রতিটি গাস ভায়ালে রয়েছে ১০ মি.লি. সাসপেনশন।
এ্যানসুলিনTM ৫০/৫০ ইঞ্জেকশন ১০০ আই ইউ/মি.লি.: প্রতিটি গাস ভায়ালে রয়েছে ১০ মি.লি. সাসপেনশন।

এ্যান্টাজোল[®] নাকের ড্রপস Antazol[®] Nasal Drops

উপাদান: জাইলোমেটাজলিন ০.০৫% ও ০.১% নাকের ড্রপস।

নির্দেশনা: নাকের কনজেশন, সারা বছর ব্যাপী এলার্জিক রাইনাইটিস, সাইনাসের প্রদাহ থেকে মুক্তি পেতে ব্যবহৃত হয়।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি: প্রাণ্ডবয়স্কদের ক্ষেত্রে: প্রাণ্ডবয়স্কদের জন্য ফর্মুলা (০.১%) ২ অথবা ৩ ড্রপস দিনে দুই থেকে তিন বার।

১২ বৎসর বয়সের নীচে শিশুদের জন্য: শিশুদের জন্য ফর্মুলা (০.০৫%) ১-২ ড্রপস দিনে এক অথবা দুইবার

প্রত্যেক নাসারন্ধ্রে দিতে হবে। ৩ মাসের কম বয়সের শিশুদের জন্য ব্যবহার করা যাবে না।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: নাক ও গলায় জ্বালাপোড়া ভাব, স্থানীয় জ্বালাপোড়া, বমি বমি ভাব, মাথা ব্যথা এবং নাসিকা ঝিলির গুরুতা দেখা দিতে পারে। রক্ত সংবহনতন্ত্রের উপর প্রভাব পড়তে দেখা যায় এবং হৃদরোগীদের দেয়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই তা মনে রাখতে হবে।

সরবরাহ: এ্যান্টাজোল[®] ০.১% নাকের ড্রপস (প্রাণ্ডবয়স্কদের জন্য): ১৫ মি.লি.। এ্যান্টাজোল[®] ০.০৫% নাকের ড্রপস (শিশুদের জন্য): ১৫ মি.লি.।

এ্যান্টাজোল[®] গ্লাস Antazol[®] Plus

উপাদান: সোডিয়াম ক্রোমোগ্লাইকেট ২% ও জাইলোমেটাজলিন হাইড্রোক্লোরাইড ০.০২৫% নাকের স্প্রে।

নির্দেশনা: এটা নাসারন্ধ্র বন্ধ সহ এলার্জিক রাইনাইটিস (যেমন: হে ফিভার, বর্ষব্যাপী রাইনাইটিস) প্রতিরোধ ও চিকিৎসায় নির্দেশিত হয়।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি: প্রাণ্ড বয়স্ক (বৃদ্ধসহ) ও শিশু: প্রত্যেক নাসারন্ধ্রে ১টি স্প্রে দিনে চারবার।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: সাধারণত নাসারন্ধ্র পরিস্কারক দীর্ঘদিন ব্যবহারে অথবা অপব্যবহারে পুনরায় নাসারন্ধ্র বন্ধ বা ওষুধ প্রভাবিত রাইনাইটিস হতে পারে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: কোন বড় রকমের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়নি। মাঝে মাঝে ব্যবহারের ১ম দিনে নাকের মিউকোসায় জ্বালাপোড়া দেখা দিতে পারে। অতি কম সংখ্যায় শ্বাস-প্রশ্বাসে শব্দ বা বুক চাপবোধ হতে পারে। এতে কম পরিমাণ জাইলোমেটাজলিন থাকায় কিছুটা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় যেমন - নাসারন্ধ্র জ্বালাপোড়া, নাসারন্ধ্র গুরুতা, হাঁচি, মাথা ব্যথা, ঘুমের স্বল্পতা, ঘুম ঘুম ভাব এবং বুক ধড়ফড় করা।

সরবরাহ: এ্যান্টাজোল[®] গ্লাস নাকের স্প্রে: ১২০ টি স্প্রে।

এনটিস্টা®

Antista®

উপাদান : ক্লোরফেনিরামিন মেলিয়েট ২ মি.গ্রা./৫ মি.লি. সিরাপ।

নির্দেশনা : নাকে প্রদাহ, নাকে সর্দি ঝরা, চোখ লাল হয়ে প্রদাহ সৃষ্টি প্রভৃতিতে কার্যকরী। কোন কিছু খাওয়া বা ছোঁয়া লাগায় আর্টিকেরিয়া দেখা দিলে সফলতার সঙ্গে ব্যবহার করা হয়। কীট-পতঙ্গের কামড়ে বা কোন ওষুধের প্রতিক্রিয়ায় ব্যথা বা চুলকানিতে এটা কার্যকরী। ভ্রমণজনিত পীড়া, ঠাণ্ডা কাশিতেও এটা ব্যবহার করা হয়।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : প্রাপ্ত বয়স্ক : ৪ মি.গ্রা. দিনে ৩-৪ বার সেব্য (দিনে সর্বোচ্চ ২৪ মি.গ্রা. পর্যন্ত)। শিশু ১-২ বছর পর্যন্ত : ১ মি.গ্রা. দিনে ২ বার সেব্য। ২-৫ বছর : ১ মি.গ্রা. দিনে ৩-৪ বার সেব্য (দিনে সর্বোচ্চ ৬ মি.গ্রা. পর্যন্ত)। ৬-১২ বছর : ২ মি.গ্রা. দিনে ৩-৪ বার সেব্য (দিনে সর্বোচ্চ ১২ মি.গ্রা. পর্যন্ত)। অথবা চিকিৎসকের পরামর্শে ব্যবহার্য।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : বিশেষ কোন অনুপযোগিতা নাই, তবে মৃগীরোগ, থ্রোস্টেটিক হাইপারট্রফি, গ্লুকোমা, যকৃতের অসুস্থতায় সাবধানতার সাথে ব্যবহার করা উচিত।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : ঝাঁমুনি, ঘুম ঘুম ভাব, মাথা ব্যথা, মানসিক অস্থিতি, ইউরিনারী রিটেনশন, মুখ শুষ্কতা, ঝাঁপসা দৃষ্টি, পেটের গন্ডগোল ইত্যাদি দেখা দিতে পারে।

সরবরাহ : এনটিস্টা® সিরাপ : ১০০ মি.লি.।

এন্টিভা™

Antiva™

উপাদান : এডেফোভির ডিপিবলক্সিল ১০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : প্রাপ্তবয়স্কদের ক্রনিক হেপাটাইটিস বি-এর চিকিৎসায়।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : ১০ মি.গ্রা. দিনে একবার মুখে সেব্য।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : এর যে কোন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীলতা আছে এমন রোগীদের ক্ষেত্রে প্রতিনির্দেশিত।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : দুর্বলতা, মাথা ব্যথা, পেটে ব্যথা, বমি বমি ভাব, নেফ্রোটাঙ্ক্সিসিটি ইত্যাদি। নিওক্লিওসাইড

এনালগ বা অন্যান্য এন্টি-রেট্রোভাইরালের সাথে ব্যবহারে ল্যাকটিক এসিডোসিস এবং স্টিয়াটোসিস সহ যকৃতের আকার বৃদ্ধি হতে পারে।

অন্যান্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : আইবুপ্রোফেন এর সাথে ব্যবহার করলে রক্তে ওষুধটির পরিমাণ বেড়ে যেতে পারে।

গর্ভবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : প্রেগন্যান্সি ক্যাটাগরি সি। এডিফোভির মাতৃদুগ্ধে নিঃসৃত হয় কিনা তা জানা যায় নি। এডিফোভির গ্রহণকারী মায়েদের স্তন্যদান থেকে বিরত থাকতে হবে।

সরবরাহ :

এ্যান্টিভা™ ট্যাবলেট : ১ X ১০ টি।

এনজিটর®

Anzitor®

উপাদান: প্রতিটি ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেটে আছে এটোরভাস্টেটিন ক্যালসিয়াম আইএনএন যা ১০ মি.গ্রা., ২০ মি.গ্রা., ৪০ মি.গ্রা. এটোরভাস্টেটিন এর সমতুল্য।

নির্দেশনা: এনজিটর® নির্দেশনার আগে রোগীকে কোলেস্টেরল কমানোর খাদ্য তালিকা দিতে হবে। সাধারণ নির্দেশনামাত্রা অনুযায়ী সকল ক্ষেত্রে প্রারম্ভিক মাত্রা ১০ মি.গ্রা. দিনে একবার। নির্দেশনামাত্রা এলডিএল এর প্রারম্ভিক মাত্রা, লক্ষ্যমাত্রা এবং রোগীর উপর কার্যকারিতার উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করতে হবে। মাত্রা পুনঃনির্ধারণ এর ক্ষেত্রে চার সপ্তাহ বা তার বেশি ব্যবধান রাখতে হবে। ওষুধ দিনের যে কোন সময় খাবারের সাথে অথবা খাবার সময় ছাড়া সেবন করা যাবে। সর্বোচ্চ মাত্রা হল দৈনিক ৮০ মি.গ্রা.। শিশুদের ক্ষেত্রে: শিশুদের ক্ষেত্রে এটোরভাস্টেটিন ৮০ মি.গ্রা./দিন সম্পর্কিত কোন তথ্য নেই।

বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে: (>৭০ বছর)

৭০ বছরের বেশী বয়স্ক রোগীর দেহে এনজিটর® (৮০ মি.গ্রা./দিন পর্যন্ত) ৭০ বছরের কম বয়স্ক রোগীদের মতই কার্যকর ও নিরাপদ।

বৃদ্ধের অকার্যকারিতা:

মাত্রা পুনঃ নির্ধারণের প্রয়োজন নেই।

প্রতিনির্দেশনা: এটোরভাস্টেটিনের অথবা এর যে কোন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীলতা, একটিভ লিভার ডিজিজ অথবা অবিশেষ্য বিদ্যমান সেরাম ট্রান্সএমাইনেজের বৃদ্ধি, গর্ভধারণ, মাতৃদুগ্ধ দানকালে

এবং সন্তানধারণে সম বয়সের নারী যারা পর্যাণ্ড জন্মবিরোধীকরণ ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি তাদের ক্ষেত্রে প্রতিনির্দেশিত।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: এটোরভাস্টেটিন সাধারণত সহনশীল। পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সমূহ সাময়িক ও মৃদু। রিভারসিবল মায়োসাইটিস স্ট্যাটিন সমূহের প্রধান পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া যা বিরল ক্ষেত্রে দেখা যায়। এছাড়াও স্ট্যাটিন সমূহে মাথাব্যথা, পেট ফাপা, ডাইরিয়া, বমিবমিভাব এবং বমি হতে পারে। প্রমোসাইটোপেনিয়া, র্যাশ এবং অতিসংবেদনশীলতা খুব বিরল ক্ষেত্রে দেখা যায়। এটোরভাস্টেটিন খে রাপির অন্যান্য পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সমূহের মধ্যে হল- অনিদ্রা, এনজিওএডিমা, ক্ষুধামন্দা, এসথেনিয়া, পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি, টাকপড়া, প্রুইটিস, র্যাশ, ইমপোটেন্স, বুকব্যথা, হাইপোগ্লাইসেমিয়া এবং হাইপারগ্লাইসেমিয়া।

অন্যান্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: এই শ্রেণীর অন্যান্য ওষুধের সাথে সাইকোসপেরিন, ফাইব্রিক এসিড ডেরিভেটিভ, এরিত্রোমাইসিন, এজেল এক্টিফাংগাল এবং নিয়াসিন প্রদান করলে মায়োপ্যাথি হবার ঝুঁকি বেড়ে যায়। এটোরভাস্টেটিনের সাথে উক্ত ওষুধ সমূহ যোগ করলেও একই ধরনের ঝুঁকি বাড়তে পারে। উচ্চ রক্তচাপ বিরোধী অথবা হাইপোগ্লাইসেমিক ওষুধের সাথে এটোরভাস্টেটিন প্রভাব জানা যায়নি। এটোরভাস্টেটিনের এর সাথে ডিগক্সিন, এরিত্রোমাইসিন, ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ, কলেস্ট্রিপল, এক্টাসিড এবং ওয়ারফারিনের সাথে এটোরভাস্টেটিন দেয়া হলে রোগীকে নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে। সিমিটিডিনের সাথে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

গর্ভধারণ ও মাতৃদুগ্ধদানকালে ব্যবহার: গর্ভধারণ ও মাতৃদুগ্ধদানকালে এটোরভাস্টেটিন প্রতিনির্দেশিত। সন্তান ধারণে সক্ষম নারীদেরকে এটোরভাস্টেটিন খে রাপি দেবার সময় পর্যাণ্ড জন্মবিরতিকরণ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এটোরভাস্টেটিন খেরাপি চলাকালে কেউ গর্ভধারণ করলে এটোরভাস্টেটিন খেরাপি বন্ধ করতে হবে।

সরবরাহ: এনজিটর® ১০: প্রতি বাক্সে আছে ৫০ টি ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেট। এনজিটর® ২০: প্রতি বাক্সে আছে ৩০ টি ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেট। এনজিটর® ৪০: প্রতি বাক্সে আছে ১০ টি ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেট।

এ্যাপ্সল™

Apsol™

উপাদান : প্রতি গ্রাম পেস্ট এ আছে ৫০ মি. গ্রা. এ্যামলেক্সানক্স আই. এন. এন.।

নির্দেশনা : মুখ গহ্বর এর ক্ষত, আলজিহ্বা সহ গলার উপরের অংশের ক্ষত চিকিৎসায় ব্যবহার যোগ্য।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি : ক্ষত দেখা দেবার পর যত দ্রুত সম্ভব ব্যবহার করতে হবে। দিনে ৪ বার অথবা প্রতিবার খাবার পর মুখ পরিষ্কার করে ব্যবহার করতে হবে।

প্রথমে মুখ ভালো করে পরিষ্কার করে ক্ষতস্থান গুলো শুকিয়ে নিন। এরপর হাত ভালোভাবে ধুয়ে পেস্ট আঙ্গুলে নিয়ে ক্ষত স্থানের উপর লাগিয়ে নিন। ব্যবহারের পর হাত ভাল করে ধুয়ে ফেলুন। চোখের সংস্পর্শে পেস্ট আসলে চোখ প্রচুর পানি দিয়ে ধুয়ে নিন। ক্ষত সম্পূর্ণ রূপে ভাল না হওয়া পর্যন্ত ব্যবহার করুন। ১০ দিন ব্যবহারে উন্নতি দেখা না গেলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

সতর্কতা ও যে সকল ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : গর্ভবতী মায়েরদের জন্য এ্যাপ্সল ব্যবহার করা নিরাপদ তবে ব্যবহার করার পূর্বে তা আসলে প্রয়োজন কিনা তা নির্ধারন করতে হবে। শিশুদের বুকের দুধ খাওয়ান এমন মায়েরদের ক্ষেত্রে এ্যাপ্সল ব্যবহারে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

শিশুদের ক্ষেত্রে এ্যাপ্সল এর ব্যবহার উপযোগিতা পরীক্ষা করা হয়নি।

এ্যাপ্সল বা এর উপাদান সমূহের প্রতি অতি সংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করা যাবে না।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া : এ্যাপ্সল ব্যবহারে ক্ষত স্থানে সামান্য জ্বালাপোড়া ও ব্যথার অনুভূতি হতে পারে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে মুখ গহ্বরের ভিতরের আবরণে প্রদাহ, বমিভাব ও ডায়রিয়া হতে পারে।

সরবরাহ : এ্যাপ্সল™ ওরাল পেস্ট : ৫ গ্রাম।

এআরবি®

ARB®

উপাদান : ক্যান্ডেসারটান। ৮ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : এটি উচ্চরক্তচাপ কমানোর ওষুধ। এটি একক অথবা অন্য উচ্চরক্তচাপ কমানোর ওষুধের

সাথে ব্যবহার করা যাবে।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : ২ মি.গ্রা. থেকে ৩২ মি.গ্রা. দিনে একবার বা ২ বার।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : অতিসংবেদনশীলতা।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : মাথা ঘোরানো, ডিস্‌পেপসিয়া, গ্যাস্ট্রোএন্টেরাইটিস, ট্যাকিকার্ডিয়া, বুক ধড় ফড় করা, ক্রিয়েটিনিন ফসফোকাইনেজ বৃদ্ধি যাওয়া, হাইপারগ্লুকোসেমিয়া, হাইপার ট্রাইগ্লিসারাইডেমিয়া, হাইপার ইউরিসেমিয়া, মাংসপেশীর ব্যথা, নাক দিয়ে রক্ত ঝরা, উদেগ, হতাশা, ঘুম ঘুম ভাব, র্যাশ, অতিরিক্ত ঘাম হওয়া এবং মূত্রে রক্তক্ষরণ।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : নির্দেশিত নয়।

সরবরাহ : এআরবি® ৮ ট্যাবলেট : ৩ X ১০ টি।

এসিন্টা™ সাসপেনশন

Asynta™ Suspension

উপাদান : প্রতি ৫ মি.লি. সাসপেনশনে আছে সোডিয়াম এলজিনেট ইউএসপি ৫০০ মি.গ্রা. এবং পটাশিয়াম বাইকার্বনেট ইউএসপি ১০০ মি.গ্রা.।

নির্দেশনা : এটি গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স জনিত সমস্যা, যেমন- এসিড রিগার্ডনেশন, হার্টবার্ন এবং বদহজমে নির্দেশিত। এটি খাবার পরবর্তী এসিডিটি, গর্ভকালীন অথবা যে সকল রোগীর রিফ্লাক্স ইসোফেজাইটিস আছে তাদের প্রতি নির্দেশিত।

সেবন মাত্রা ও প্রয়োগবিধি : খাবারের পরে এবং ঘুমানোর আগে দৈনিক ৪ বার

প্রাণ্ড বয়স্ক এবং ১২ বছরের উপরে শিশুদের ক্ষেত্রে: ১-২ চা চামচ (৫-১০ মি.লি.) সাসপেনশন।

২- ১২ বছরের শিশুদের ক্ষেত্রে: ১/২-২ চা চামচ (২.৫-৫ মি.লি.) সাসপেনশন।

প্রতিনির্দেশনা : সোডিয়াম অ্যালজিনেট এবং পটাশিয়াম বাইকার্বনেট এর উপর সংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে প্রতিনির্দেশিত।

গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে ব্যবহার : অ্যাসিন্টা™ সাসপেনশন গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : খুব কম সংখ্যক রোগীদের ক্ষেত্রে অ্যালার্জিক মেনিফেস্টেশন যেমন- ইউটিকারিয়া, ব্রোকোস্পাজম, এনাফাইলেক্টিক অথবা

এনাফাইলেক্টিকয়েড প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে।

মাত্রাধিক্যতা : সিম্পটোমেটিক চিকিৎসা রোগীকে দিতে হবে। রোগীর তলপেটে ব্যথা হতে পারে।

সরবরাহ : প্রতি বোতলে আছে ২০০ মি.লি. সাসপেনশন।

B

বি-৫০® ফোর্ট

B-50® Forte

উপাদান : (থায়ামিন হাইড্রোক্লোরাইড ৫ মি.গ্রা., রিবোফ্ল্যাভিন ২ মি.গ্রা., পাইরিডক্সিন হাইড্রোক্লোরাইড ২ মি.গ্রা. এবং নিকোটিনামাইড ২০ মি.গ্রা.)/ট্যাবলেট, ক্যাপসুল ও প্রতি ৫ মি.লি. সিরাপ।

(থায়ামিন হাইড্রোক্লোরাইড ৫০ মি.গ্রা., রিবোফ্ল্যাভিন ৪ মি.গ্রা., পাইরিডক্সিন হাইড্রোক্লোরাইড ১০ মি.গ্রা., নিকোটিনামাইড ১০০ মি.গ্রা., ডি-প্যানথেনল ৫ মি.গ্রা.)/ইঞ্জেকশন।

নির্দেশনা : মুখে, ঠোঁটে অথবা জিহবায় ঘা, বেরিবেরি, এবং স্নায়ু প্রদাহ, শিশুদের প্রারম্ভিক জীবনের স্বাস্থ্য এবং বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ, বয়স্কদেরক্ষুধামন্দা, বি ভিটামিনের অভাব পূরণে, বিশেষতঃ গর্ভাবস্থায়, স্তন্যদানকালে অথবা নির্দিষ্ট খাবার গ্রহণকারী রোগীদের ক্ষেত্রে ঘাটতি দেখা দিলে ব্যবহার্য।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : ট্যাবলেট/ক্যাপসুল : ১-২টি দিনে তিনবার অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী। সিরাপ : দিনে ২-৩ চা চামচ। ইঞ্জেকশন : কেবলমাত্র মাংসপেশীতে বা শিরায় ব্যবহারের জন্য, ২ মি.লি. দিনে অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : এর যে কোন উপাদানের প্রতি অতি সংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : কিছু ক্ষেত্রে এলার্জিক বিক্রিয়া দেখা দিতে পারে।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভাবস্থায় এবং স্তন্যদানকালে নিরাপদে ব্যবহার করা যেতে পারে।

সরবরাহ :

বি-৫০® ফোর্ট ট্যাবলেট : ৪৫ টি। বি-৫০® ফোর্ট

ক্যাপসুল : ২৫ X ১০ টি। বি-৫০[®] ফোর্ট সিরাপ : ১০০ মি.লি ও ২০০ মি.লি। বি-৫০[®] ফোর্ট ইঞ্জেকশন : ২ X ৫ টি।

ব্যাকট্রোসিন[®] Bactrocin[®]

উপাদান : প্রতি গ্রাম অয়েন্টমেন্টে আছে মিউপিরোসিন ২০ মি.গ্রা.।

নির্দেশনা : ব্যাকট্রোসিন অয়েন্টমেন্ট ইমপেটিগোর ত্বকীয় চিকিৎসায় নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : আক্রান্ত স্থানে দিনে ৩ বার করে ১০ দিন।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : মিউপিরোসিন অথবা এই প্রিপারেশনের অন্যান্য উপাদানের প্রতি অতি সংবেদনশীলতা আছে এমন ক্ষেত্রে প্রতিনির্দেশিত।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : স্থানীয় পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সমূহ নিম্নরূপঃ জ্বালা-পোড়া, স্টিংগিং অথবা ব্যথা, চুলকানি, বমি বমি ভাব, ইরাইথেমা, শুষ্ক ত্বক, টেভারনেস, সোয়েলিং, কন্টাক্ট ডার্মাটাইটিস এবং এন্ডোডেট-এর বৃদ্ধি।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : অন্যান্য ওষুধের সাথে মিউপিরোসিন-এর ব্যবহারের ফলাফল পরীক্ষা করা হয়নি।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : প্রেগন্যান্সি ক্যাটাগরী 'বি'। স্তন্যদানরত মায়েদের ক্ষেত্রে ব্যবহারের সময় সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

সরবরাহ : ব্যাকট্রোসিন[®] অয়েন্টমেন্ট : ১০ গ্রাম।

বেকোস্প্রে[®] Becospray[®]

উপাদান : বেকোমিথাসন ডাইপ্রোপায়োনটে ৫০ মাইক্রোগ্রাম/স্প্রে।

নির্দেশনা : এটি বর্ষব্যাপী এবং মৌসুমী এলার্জি জনিত নাসাপ্রদাহ, ভেসোসমটার নাসাপ্রদাহের প্রতিরোধ ও চিকিৎসার জন্য নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : প্রাণ্ড বয়স্ক : প্রতি নাসারন্ধ্রে দুইটি করে স্প্রে দিনে দুইবার। শিশু (৬-১২ বছর) : প্রতি নাসারন্ধ্রে একটি করে স্প্রে দিনে দুইবার। শিশুদের বয়স ৬ বছরের নীচে হলে ব্যবহার করা যাবে না।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : এ ওষুধের কোন উপাদানের প্রতি অতি সংবেদনশীলতা হলে ব্যবহার করা যাবে না।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : দুর্লভ ক্ষেত্রে নাকের পর্দা ছিদ্র হয়ে যেতে পারে। অন্যান্য ন্যাজাল স্প্রে মতই নাক ও গলায় শুষ্কভাব, জ্বালাপোড়া, অস্বস্তিকর স্বাদ ও গন্ধ এবং নাক দিয়ে রক্তক্ষরণ দেখা যেতে পারে।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : এরকম কোন প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : কোন পর্যাপ্ত ও সুপ্রতিষ্ঠিত তথ্য প্রমাণাদি পাওয়া যায়নি। কেবলমাত্র গর্ভবতী মায়েদের ঙ্গণের সম্ভাব্য ক্ষতির চেয়ে উপকারিতা অপেক্ষাকৃত বেশী বিবেচিত হলেই ব্যবহার করা যেতে পারে।

সরবরাহ :

বেকোস্প্রে[®] : ২০০ টি মিটারড্ ডোজ স্প্রে।

বিব্লোমিন[®] ইনহেলার

Beclomin[®] Inhaler

উপাদান : বিব্লোমিথাসন ডাইপ্রোপায়োনটে ১০০ মাইক্রোগ্রাম/পাফ এবং ২৫০ মাইক্রোগ্রাম/পাফ।

নির্দেশনা : হাঁপানির প্রতিরোধক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : বিব্লোমিন[®] ১০০ ইনহেলার : ২০০ মাইক্রোগ্রাম (২ পাফ) দিনে ২ বার। সর্বোচ্চ প্রতিদিনের মাত্রা ৬০০-৮০০ মাইক্রোগ্রাম পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যায়। বিব্লোমিন[®] ২৫০ ইনহেলার : ২ পাফ (৫০০ মাইক্রোগ্রাম) দিনে ২ বার অথবা ১ পাফ (২৫০ মাইক্রোগ্রাম) ৪ বার করে দেয়া যেতে পারে।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : এর যে কোন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীল রোগীর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : কিছু রোগীর ক্ষেত্রে মুখগহ্বর এবং গলায় ক্যান্ডিডার সংক্রমণ ঘটে।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : জানামতে অন্য ওষুধের সাথে কোন প্রতিক্রিয়া নেই।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গবেষণায় দেখা গেছে যে ঙ্গণের বৃদ্ধির উপর এর কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই। স্তন্যপানকারী শিশুরা মায়ের বুকের দুধ পান করার ফলে যে পরিমাণ বিব্লোমিথাসন সেবন করে

তা উপেক্ষণীয়।

সরবরাহ : বিক্লোমিন® ১০০ ইনহেলার : ২০০
পাফস। বিক্লোমিন® ২৫০ ইনহেলার : ২০০ পাফস।

বেনজাপেন® Benzapen®

উপাদান : বেনজাথিন পেনিসিলিন ১২,০০,০০০
ইউনিট/ভায়াল।

নির্দেশনা : পেনিসিলিন সংবেদনশীল সংক্রমণে,
মধ্যকর্ণের তীব্র প্রদাহে, সিফিলিস, ডিপথেরিয়া
বাহকের চিকিৎসায় এবং বাত জ্বর ও স্ট্রেপটোকক্কাল
সংক্রমণের বিরুদ্ধে নিয়মিত সতর্কতামূলক পূর্ব ব্যবস্থা
হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : সংক্রমণের চিকিৎসায় : ০.৩
থেকে ১.২ মিলিয়ন ইউনিট সর্বোচ্চ ২.৪ মিলিয়ন
ইউনিট, প্রত্যেক ৫ থেকে ৭ দিন পর পর। বাতজ্বর
এর প্রতিরোধে : ১.২ মিলিয়ন ইউনিট প্রত্যেক ৩
সপ্তাহ পর পর।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :
পেনিসিলিনের প্রতি অতি সংবেদনশীলতার ইতিহাস
থাকলে। ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যাদের মায়েদের
পেনিসিলিনের প্রতি অতি সংবেদনশীলতা আছে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : পেনিসিলিনের বিযক্রিয়ার মাত্রা খুবই
কম। কিন্তু কিছু রোগীর ক্ষেত্রে এলার্জিক বিক্রিয়া
ঘটতে দেখা যায়। তীব্র হুমকি হতে পারে এরূপ
বিক্রিয়া খুব কম কিন্তু মাঝে মাঝে ঘটে।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : অন্য ওষুধের সাথে
কোন বড় রকমের প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় না।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : চিকিৎসকের
যৌক্তিক পরামর্শ ছাড়া গর্ভকালীন অবস্থায় দেয়া
যায় না। স্তন্যদানকারী মায়েদের স্তন্যদান বন্ধ রাখা
উচিত।

সরবরাহ : বেনজাপেন® ইঞ্জেকশন : ৫ টি (একটি
ভায়াল + ৫ মি.লি. ওয়াটার ফর ইঞ্জেকশন বিপি)।

বিগভিট® Beovit®

উপাদান : থায়ামিন হাইড্রোক্লোরাইড ১০০ মি.গ্রা.
ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : থায়ামিনের স্বল্পতায় উৎপন্ন রোগের
সফল ওষুধ। বেরিবেরি, ভারনিক এনসেফালোপ্যাথি,
নিউরাইটিস, পেলাগ্রা জনিত স্নায়ুর প্রদাহ অথবা
যেখানে খাদ্যদ্রব্যে থায়ামিন এর অভাব দেখা দেয়,
যেখানে প্রয়োজনের মাত্রা বেড়ে যায় যেমন- গর্ভাবস্থা,
উচ্চ শর্করা জনিত খাবার ইত্যাদি, সেখানে বিগভিট
অতিরিক্ত প্রতিরোধক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : প্রতিদিন ২০০-৩০০ মি.গ্রা।
সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :
তেমন কোন উল্লেখযোগ্য অনুপযোগিতা নেই।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : মুখে খেলে ভিটামিন বি১ এর কোন
পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : অন্য ওষুধের সহিত
কোন বড় রকমের বিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় না।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : ওষুধটিকে
নিরাপদে নবজাতক শিশু, গর্ভবতী মহিলা এবং
স্তন্যদানকারী মহিলার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়।

সরবরাহ :

বিগভিট® ট্যাবলেট : ২৫ X ১০ টি।

বেটামেসন-এন® Betameson-N®

উপাদান : বেটামিথাসন ডাইপ্রোপিওনেট (১ মি.গ্রা.
বেটামিথাসন বেস) এবং নিওমাইসিন সালফেট ৫
মি.গ্রা./গ্রাম ক্রীম।

নির্দেশনা : ব্যাকটেরিয়া জনিত সেকেন্ডারী সংক্রমণ,
একজিমা, প্লেগিগো নড্যুলারিস, সোরিয়াসিস,
সেবোরিক ডার্মাটাইটিস, স্পর্শজনিত চর্মরোগ। এটা
সাধারণ ইরাইথ্রোডার্মাতে স্টেরয়েড চিকিৎসায়ও
সহচিকিৎসা হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এটা
পোকাকামড়ের জন্য সেকেন্ডারী সংক্রমণ এবং
মলদ্বার অথবা প্রজননতন্ত্রের মুখের সংক্রমণে ব্যবহার
করা হয়ে থাকে।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি : প্রতিদিন ২ অথবা ৩ বার
আক্রান্তস্থানে মৃদুভাবে লাগাতে হবে।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না
: রোজেসিয়া, একনি ভালগারিস ও পেরিওরাল
ডার্মাটাইটিস, হার্পিস সিমপ্লেক্স, চিকেন পক্স ইত্যাদি
ক্ষেত্রে ব্যবহার অনুপযোগী। এটার কোন উপাদানের
প্রতি সংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রেও ব্যবহার

অনুযোগী। কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে যেমন, গর্ভাবস্থায়, বয়স্কদের ক্ষেত্রে এবং যাদের বৃক্কের কার্যক্রম ত্রুটিযুক্ত তাদের ক্ষেত্রে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ঝুঁকির জন্য ব্যবহার না করা ভাল। ক্যানডিডিয়াসিস, টিনিয়া, ইমপেটিগো, সিউডোমোনাস অথবা প্রোটিয়াস শ্রেণীর জন্য প্রাইমারী এবং সেকেন্ডারী সংক্রমণ, পেরিয়োনাল এবং জননাস্রের প্রফাইটিস, এক বৎসর বয়সের নীচে শিশুদের চর্মরোগে, ডারমাটাইটিস এবং কাপড়ের ঘষায় সৃষ্ট ক্ষতে এটা ব্যবহার করা যাবে না। বহিঃকর্ণের প্রদাহে ব্যবহার করা উচিত নয়।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসা চামড়ায় কোষের গঠনগত পরিবর্তন করতে পারে যেমন- চামড়ার উপরিভাগের রক্তনালীর প্রসারণ হতে পারে। দীর্ঘমেয়াদী ও প্রচুর পরিমাণে ব্যাপক এলাকায় ব্যবহারের ফলে হাইপারকর্টিসিজম এর লক্ষণ দেখা যেতে পারে এবং হাইপোথ্যালামাস-পিটুইটারী-এড্রেনাল সাপ্রেসন ঘটতে পারে।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভবতী প্রাণীদের বাহ্যিকভাবে কর্টিকোস্টেরয়েড ব্যবহার ঞ্ণের বৃদ্ধির অসামঞ্জস্যতা যেমন ঞ্ণের ত্বক এবং মূত্র নালীর বৃদ্ধি ব্যাহত করে। মানুষের ঞ্ণের খুবই অল্প পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা যেতে পারে। নিওমাইসিনের ব্যবহারে ঞ্ণের কানের বিরূপ প্রতিক্রিয়ারও ঝুঁকি থাকতে পারে।

সরবরাহ : বেটামেসন® এন ক্রীম : ১০ গ্রাম।

বিকোজিন®

Bicozin®

উপাদান : থায়ামিন ৫ মি.গ্রা., রিবোফ্লাভিন ২ মি.গ্রা., পাইরিডক্সিন ২ মি.গ্রা., নিকোটিনামাইড ২০ মি.গ্রা. এবং জিংক ১০ মি.গ্রা./ট্যাবলেট। থায়ামিন ৫ মি.গ্রা., রিবোফ্লাভিন ২ মি.গ্রা., পাইরিডক্সিন ২ মি.গ্রা., নিকোটিনামাইড ২০ মি.গ্রা. এবং জিংক ১০ মি.গ্রা.)/৫ মি.লি. সিরাপ।

নির্দেশনা : ভিটামিন বি ও জিংক এর অভাবজনিত রোগের চিকিৎসায় এবং প্রতিরোধে নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : সিরাপ : ১ বছরের কম : ১ চা চামচ, দিনে ১ থেকে ২ বার। ১-১৬ বছর : ২ চা চামচ, দিনে ১ থেকে ৩ বার। ১৬ বছরের বেশী : ২ চা চামচ, দিনে ২ থেকে ৩ বার। ট্যাবলেট : প্রাপ্ত বয়স্ক ও ৩০ কেজি ওজনের শিশুদের ক্ষেত্রে ১-২ ট্যাবলেট

দিনে ২-৩ বার।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : এর যে কোন উপাদানের প্রতি অতি সংবেদনশীলতা।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : সাধারণত সুসহনীয়।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : নির্দেশিত।

সরবরাহ :

বিকোজিন® সিরাপ : ১০০ এবং ২০০ মি.লি.।

বিকোজিন® ট্যাবলেট : ৩০ টি।

বারিফ™

Barif™

উপাদান

বারিফ™ ৪০ ট্যাবলেট: প্রতিটি ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেটে রয়েছে ফেরুলোস্ট্যাট আইএনএন ৪০ মি.গ্রা.।

বারিফ™ ৮০ ট্যাবলেট: প্রতিটি ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেটে রয়েছে ফেরুলোস্ট্যাট আইএনএন ৮০ মি.গ্রা.।

নির্দেশনা: বারিফ™ বাত রোগে পরিলক্ষিত হাইপারইউরিসেমিয়ার চিকিৎসায় নির্দেশিত। যেখানে হাইপারইউরিসেমিয়ার কোন লক্ষণ নেই সেখানে ইহা নির্দেশিত নয়।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি: বারিফ™ ৪০ মি.গ্রা. অথবা ৮০ মি.গ্রা. দিনে একবার ব্যবহার করতে হবে। যেসব রোগীদের সিরামে ইউরিক এসিডের মাত্রা ২ সপ্তাহ পরে ৬ মি.গ্রা. / ডেসিলিটার এর নীচে নামে না তাদের ক্ষেত্রে বারিফ™ ৮০ মি.গ্রা. নির্দেশিত।

খাদ্য বা এন্টাসিডের সাথে বারিফ™ সেবনের ক্ষেত্রে কোন সম্পর্ক নেই। যে সব রোগীর কিডনী ও লিভারে সমস্যা আছে তাদের ক্ষেত্রে ফেরুলোস্ট্যাট-এর মাত্রা সংশোধনের কোন প্রয়োজন নেই।

সাধনাত:

• কিছু কিছু রোগীর ক্ষেত্রে ফেরুলোস্ট্যাট শুরু প্রথমে বাতের ব্যথা বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তখন ফেরুলোস্ট্যাট বন্ধ না করে এর সাথে ব্যথার ওষুধ বা কোলচিচিন ৬ মাস পর্যন্ত ব্যবহার করতে হবে।

• হার্টের এবং স্ট্রোকের রোগীদের ক্ষেত্রে ডাক্তারের পরামর্শানুযায়ী ব্যবহার করতে হবে।

• লিভার সঠিকভাবে কাজ করছে কিনা তা লক্ষ্য রাখতে হবে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: লিভারে সমস্যা, বমি বমি ভাব, অস্থিসন্ধিতে ব্যথা ও চামড়াতে লাল দাগ হওয়া।

প্রতিনির্দেশনা: যে সকল রোগী অ্যাজাথিওপ্রিন, মারক্যাপটোপিউরিন বা থিওফাইলিন ব্যবহার করছে তাদের ক্ষেত্রে ফেব্রুস্টোস্টাট ব্যবহার করা যাবে না।

অন্য ঔষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া

ফেব্রুস্টোস্টাট এর সাথে এযাথিওপ্রিন, মারক্যাপটোপিউরিন বা থিওফাইলিনের ব্যবহারে বিষক্রিয়ার সম্ভাবনা থাকে।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: গর্ভাবস্থার জন্য ক্যাটাগরি 'সি' ঔষুধ। গর্ভাবস্থায় ব্যবহারের পর্যাপ্ত তথ্য পাওয়া যায়নি তবে যখন ঙ্গণের ক্ষতির তুলনায় সুস্থতার অধিক নিশ্চয়তা যুক্তিসঙ্গত প্রমাণিত হবে তখনই ফেব্রুস্টোস্টাট দেয়া যেতে পারে। স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার: শিশু রোগীদের ক্ষেত্রে ফেব্রুস্টোস্টাট এর নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

সরবরাহ:

বারিফTM ৪০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট : প্রতি বাক্সে আছে ৩০টি ট্যাবলেট।

বারিফTM ৮০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট : প্রতি বাক্সে আছে ১০ ট্যাবলেট।

বিকোজিন আই® Bicozin I®

উপাদান : (মৌলিক আয়রণ ৫০ মি.গ্রা., থায়ামিন ৫ মি.গ্রা., রিবোফ্লাভিন ২ মি.গ্রা., পাইরিডক্সিন ২ মি.গ্রা., নিকোটিনামাইড ২০ মি.গ্রা. এবং জিংক ১০ মি.গ্রা.)/৫ মি.লি. সিরাপ।

নির্দেশনা : আয়রণ, ভিটামিন বি-কমপেক্স এবং জিংকের অভাবজনিত রোগের চিকিৎসায় ও প্রতিরোধে নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি: নবজাতক : ০.৩৩ মি.লি./কেজি দৈনিক ওজন হিসাবে দৈনিক অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য। শিশু : ৫ মি.লি. দিনে ৩ বার। প্রাপ্ত বয়স্ক : ৫-১০ মি.লি. দিনে ৩ বার।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : এর যে কোন উপাদানের প্রতি সংবেদনশীল রোগীর ক্ষেত্রে দেয়া যাবে না।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : সাধারণত সুসহণীয়। আয়রণের

कारणे কিছু পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া যেমন: বমি বমি ভাব, বমি, কোষ্ঠ-কাঠিন্য অথবা ডায়রিয়া হতে পারে। অন্য ঔষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : নির্দেশিত।

সরবরাহ :

বিকোজিন-আই® : ১০০ মি.লি. এবং ২০০ মি.লি. সিরাপ।

বিসোকর®

Bisacor®

উপাদান: বিসোপ্রলল ফিউমারেট ইউএসপি। ২.৫ মি.গ্রা., ৫ মি.গ্রা. এবং ১০ মি.গ্রা. ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেট।

নির্দেশনা: বিসোকর উচ্চরক্তচাপ ও এনজাইনা প্রতিরোধে ব্যবহার্য। ইহা একক অথবা কম্বিনেশন হিসেবে অন্য উচ্চরক্তচাপ বিরোধী ঔষুধের সাথে ব্যবহার করা যায়।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি: রোগীর প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী বিসোপ্রলল (বিসোকর®) এর মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। সাধারণত শুরুতে বিসোপ্রলল ৫ মি.গ্রা. (বিসোকর® ৫) দিনে একবার ব্যবহার্য। কিছু রোগীদের ক্ষেত্রে বিসোপ্রলল ২.৫ মি.গ্রা. (বিসোকর® ২.৫) দিয়ে শুরু করা যথাযথ। যাদের ক্ষেত্রে বিসোপ্রলল ৫ মি.গ্রা. (বিসোকর® ৫) দিয়ে যথাযথ ফল পাওয়া যায় না, তাদেরকে মাত্রা বাড়িয়ে দিনে বিসোপ্রলল ১০ মি.গ্রা. (বিসোকর® ১০) অথবা প্রয়োজনে ২০ মি.গ্রা. পর্যন্ত প্রয়োগ করা যেতে পারে।

বৃদ্ধ ও যকৃতের অকার্যকারিতা আছে এমন রোগীর ক্ষেত্রে ব্যবহার: যাদের যকৃত ও বৃক্কের (ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স ৪০ মি.লি./মিনিট এর চেয়ে কম) অকার্যকারিতা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে শুরুতে ২.৫ মি.গ্রা. দিয়ে শুরু করা উচিত এবং সতর্কতার সাথে মাত্রা নির্ধারণ করা উচিত। ডায়ালাইসিস এর ক্ষেত্রে এই ঔষুধের পরিবর্তনের দরকার নেই, কারণ বিসোপ্রলল ডায়ালাইজিবল নয়।

বয়স্ক রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার:

বয়স্কদের ক্ষেত্রে মাত্রা পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই, যদি না বৃদ্ধ অথবা যকৃতের কোন অকার্যকারিতা থাকে।

শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার:

শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহারের পর্যাপ্ত তথ্য নেই।

সতর্কতা ও যে সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: বৃদ্ধ ও যকৃতের অকার্যকারিতার ক্ষেত্রে: যাদের বৃদ্ধ অথবা যকৃতের অকার্যকারিতা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে সতর্কতার সাথে মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে।

এনাফাইলেকটিক শক: যাদের এনাফাইলেকটিক শক এর ইতিহাস রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে বিটা ব্লকার ব্যবহারে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। এ ধরনের রোগীদের ক্ষেত্রে এপিনেফ্রিন এর ব্যবহারে প্রত্যাশিত ফল নাও আসতে পারে।

বিসোপ্রলল কার্ডিওজেনিক শক, ওভার্ট কার্ডিয়াক ফেইলিউর, ২য় ও ৩য় ডিগ্রীর এ-ভি ব্লক ও সাইনাস ব্র্যাডিকার্ডিয়ার রোগীদের ক্ষেত্রে প্রতিনির্দেশিত।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: কান্তি, ঘুমঘুম ভাব, মাথা ব্যথা, অস্ত্রের গোলযোগ যথা: বমি, বমি বমি ভাব, ডায়রিয়া, কোষ্ঠকাঠিন্য, পেটে ব্যথা, হাত ও পা অবশ হয়ে যাওয়া, হৃদস্পন্দন কমে যাওয়া, হার্ট ফেইলিউর এর অবনতি, ঘুমে ব্যাঘাত, হতাশা, অ্যাজমা অথবা ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজের ক্ষেত্রে বায়ুনালী সংকোচনজনিত শ্বাসকষ্ট।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: গর্ভাবস্থায়:

বিসোপ্রলল শুধুমাত্র অতি প্রয়োজনীয়তা ছাড়া গর্ভাবস্থায় ব্যবহার করা উচিত নয়। গর্ভাবস্থায় ব্যবহারের সময় অবশ্যই ইউটেরো-প্লাসেন্টাল রক্ত প্রবাহ ও স্রুণের বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করতে হবে। গর্ভাবস্থায় স্রুণের কোন ক্ষতিকর প্রভাবের ক্ষেত্রে অন্য ওষুধ ব্যবহার করতে হবে। সদ্য ভূমিষ্ট শিশুকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। জন্মের তিন দিনের মধ্যে হাইপোগ্লাইসেমিয়া এবং ব্র্যাডিকার্ডিয়া দেখা দিতে পারে।

স্তন্যদানকালে:

ইহার মাতৃদুগ্ধ নিঃসরণ এর কোন তথ্য জানা নেই। অতএব, ইহা ব্যবহারের সময় দুগ্ধদান থেকে বিরত থাকতে হবে।

সরবরাহ:

বিসোকর® ২.৫ ট্যাবলেট: প্রতিটি বাক্সে আছে ৩০ টি ট্যাবলেট। বিসোকর® ৫ ট্যাবলেট: প্রতিটি বাক্সে আছে ৩০ টি ট্যাবলেট। বিসোকর® ১০ ট্যাবলেট: প্রতিটি বাক্সে আছে ৩০ টি ট্যাবলেট।

উপাদান: (বিসোপ্রলল ফিউমারেট ইউএসপি ২.৫ মি.গ্রা. এবং হাইড্রোক্লোরোথায়াজাইড বিপি ৬.২৫ মি.গ্রা.) ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেট এবং (বিসোপ্রলল ফিউমারেট ইউএসপি ৫ মি.গ্রা. এবং হাইড্রোক্লোরোথায়াজাইড বিপি ৬.২৫ মি.গ্রা.) ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেট।

নির্দেশনা: উচ্চ রক্তচাপ।

মাত্রা ও সেবনবিধি: উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর মাত্রা হলো বিসোপ্রলল এর ২.৫-৪০ মি.গ্রা. দিনে ১ বার এবং হাইড্রোক্লোরোথায়াজাইড এর ১২.৫-৫০ মি.গ্রা. দিনে ১ বার। বিসোপ্রলল ফিউমারেট এবং হাইড্রোক্লোরোথায়াজাইড কম্বিনেশন এর ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে দেখা গেছে এর যে কোন উপাদানের মাত্রা বৃদ্ধিতে উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়। প্রারম্ভিক চিকিৎসায় মাত্রা: বিসোকর® প্রাস (২.৫/৬.২৫ মি.গ্রা.) ১টি ট্যাবলেট দিনে ১ বার দিয়ে চিকিৎসা শুরু করতে হবে। রক্তচাপ যথাযথ নিয়ন্ত্রণের জন্য ২ সপ্তাহ অন্তর মাত্রা বৃদ্ধি করা যেতে পারে (সর্বোচ্চ মাত্রা হলো বিসোপ্রলল ফিউমারেট/হাইড্রোক্লোরোথায়াজাইড ২০/১২.৫ মি.গ্রা. দিনে ১ বার)।

পরিবর্তিত চিকিৎসায় মাত্রা: বিসোকর® প্রাস ওষুধ বিসোপ্রলল বা হাইড্রোক্লোরোথায়াজাইড এর একক ব্যবহারের পরিবর্তে কম্বিনেশন হিসাবে ব্যবহার করা যাবে।

ক্লিনিক্যাল কার্যকারিতা প্রভাবিত মাত্রা: যাদের রক্তচাপ দৈনিক ২.৫-২০ মি.গ্রা. বিসোপ্রলল দ্বারা যথাযথ নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে না, তাদেরকে বিসোকর® প্রাস দেয়া যেতে পারে। যাদের রক্তচাপ দৈনিক ৫০ মি.গ্রা. হাইড্রোক্লোরোথায়াজাইড দ্বারা যথাযথ নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে কিন্তু পটাশিয়াম ঘাটতি দেখা দেয়, তাদের ক্ষেত্রে বিসোকর® প্রাস দ্বারা চিকিৎসায় ইলেকট্রোলাইটের অসমতা ছাড়াই সমপরিমাণ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ কার্যকারিতা পাওয়া যায়।

প্রতিনির্দেশনা: কার্ডিওজেনিক শক, ওভার্ট কার্ডিয়াক ফেইলিউর, ২য় বা ৩য় ডিগ্রীর এ-ভি ব্লক, সাইনাস ব্র্যাডিকার্ডিয়া, অ্যানুরিয়া এবং এই ওষুধের যে কোন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে এই কম্বিনেশন ওষুধটি প্রতিনির্দেশিত।

পূর্ব সতর্কতা: থায়াজাইড সেবনকারী কিছু কিছু রোগীদের হাইপারইউরিসেমিয়া বা বাত হতে পারে। ফ্লুইড বা ইলেকট্রোলাইট অসমতার উপসর্গগুলো হলোঃ মুখ শুকিয়ে যাওয়া, তৃষ্ণা, দুর্বলতা, অবসাদ, বিমুনি, বিশ্রামহীনতা, মাংসপেশীর ব্যথা ও দুর্বলতা,

বিসোকর™ প্রাস
Bisocor™ Plus

নিম্ন রক্তচাপ, অলিগুরিয়া, ট্যাকিকার্ডিয়া, বমি বমি ভাব, বমি ইত্যাদি। হাইপোক্যালেমিয়া হতে পারে। এই ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা প্রত্যাহার করতে হলে ধীরে ধীরে ২ সপ্তাহের বেশী সময় ধরে ওষুধের মাত্রা কমাতে হবে এবং রোগীকে পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: সাধারণতঃ সুসহনীয়। বেশীরভাগ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াই মৃদু ও কদাচিৎ। কিছু সাধারণ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হলোঃ অবসাদ, ঝিমুনি, মাথা ব্যথা, ব্র্যাডিকার্ডিয়া, অ্যারিদমিয়া, পেরিফেরাল ইস্কিমিয়া, বুক ব্যথা, বুক ধড়ফড় করা, ঠাণ্ডার ভাব, কডিকেশন, অর্থোস্ট্যাটিক হাইপোটেনশন, ডায়রিয়া, কোষ্ঠকাঠিন্য, বমি বমি ভাব, ডিসপেপসিয়া, রাইনাইটিস, ফেরিয়নজাইটিস ইত্যাদি।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালীন সময়ে ব্যবহার: গর্ভাবস্থায়: প্রেগনেসি ক্যাটাগরি-সি। গর্ভাবস্থায় মা ও শিশুর উপর বিসোপ্রলল ফিউমারেট এবং হাইড্রোক্লোরোথায়াজাইড এর প্রয়োজনীয়তা পর্যালোচনা করে এই কমিনেশন ওষুধ ব্যবহার করা উচিত।

স্তন্যদানকালে: একক বা কমিনেশন হিসাবে বিসোপ্রলল স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে পরীক্ষিত নয়। থায়াজাইড মাতৃদুগ্ধে নিঃসৃত হয়।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: এই কমিনেশন ওষুধটি অন্যান্য উচ্চরক্তচাপ নিয়ন্ত্রণকারী ওষুধের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করতে পারে। এটি অন্যান্য বিটা বকারের সাথে ব্যবহার করা উচিত নয়। যে সকল রোগী ক্যাটেকোলামিন ডিপিটিং ওষুধ, যেমন - রিসারপিন বা গুয়ানেথিডিন গ্রহণ করছেন, তাদেরকে পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে। যে সকল রোগী এই কমিনেশন ওষুধের সাথে কোনিডিন গ্রহণ করছেন এবং চিকিৎসা প্রত্যাহার করা প্রয়োজন, তাদের ক্ষেত্রে কোনিডিন প্রত্যাহারের বেশ কয়েক দিন পূর্বেই এই কমিনেশন ওষুধটি প্রত্যাহার করতে হবে।

সরবরাহ: বিসোকর® প্রাস ২.৫/৬, ২৫ ট্যাবলেটঃ প্রতিটি বাক্সে আছে ৩০ টি ট্যাবলেট। বিসোকর® প্রাস ৫/৬, ২৫ ট্যাবলেটঃ প্রতিটি বাক্সে আছে ৩০ টি ট্যাবলেট।

ব্রোমোল্যাক™ Bromolac™

উপাদান: ব্রোমোল্যাক™ ট্যাবলেটঃ প্রতিটি ট্যাবলেটে আছে ব্রোমোক্রিপটিন ২.৫ মি.গ্রা. মিসাইলেট

হিসেবে।

নির্দেশনা: হাইপার থ্রোল্যাকটিনেমিয়া এবং এ সংক্রান্ত সমস্যায়: এমোনোরিয়া সহ কিন্তু গ্যালাকটোরিয়া সহ বা ছাড়া, বন্ধাত্ম বা হাইপোগোনোজিভম। থ্রোল্যাকটিন নিঃসরণকারী এডেনোমাস: যখন এডেনেকটোমি করা হয় তখন ব্রোমোক্রিপটিন মিসাইলেট খেরাপি দেয়া হয়। ব্রোমোক্রিপটিন শল্য চিকিৎসার আগে টিউমারের ওজনহ্রাস করার কাজে ব্যবহার করা হয়।

এক্রোমেগালি

পারকিনসন রোগী: ইডিওপ্যাথিক অথবা পোস্ট এনসেফালাইটিক পারকিনসনস রোগে: লিভোডোপার সাথে একত্রে (পেরিফেরাল ডিকার্বোমিলেজ সহ বা ছাড়া)।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি: সাধারণ: ব্রোমোক্রিপটিন খাবারের সাথে গ্রহণ করা উচিত। শরীরের খে রাপিউটিক সাড়া দেওয়ার মত সর্ব নিম্ন মাত্রা নির্ধারণ করতে রোগীকে মাত্রা বাড়ানোর সময় নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা উচিত।

হাইপারথ্রোল্যাকটিনেমিক নির্দেশনা সমূহে: প্রাথমিক মাত্রা ০.৫ মি.গ্রা. থেকে ২.৫ মি.গ্রা.। ওষুধের আশাব্যঞ্জক সাড়া পেতে অতিরিক্ত ২.৫ মি.গ্রা. প্রতি ২-৭ দিনে চিকিৎসায় আন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে যদি রোগীর শরীরে সহনীয় হয়।

১১-১৫ বছরের ক্ষেত্রে খুব কম উপাণ্ড রয়েছে তবে তাদের ক্ষেত্রে প্রাথমিক মাত্রা দৈনিক ০.৫ মি.গ্রা. থেকে ২.৫ মি.গ্রা.। ওষুধের আশাব্যঞ্জক সাড়া পেতে মাত্রা বাড়ানো যেতে পারে। থ্রোল্যাকটিন নিঃসরণকারী পিটুইটারী এডেনোমাসের শিশু রোগীদের ক্ষেত্রে মাত্রা ২.৫ মি.গ্রা. থেকে ১০ মি.গ্রা.।

এক্রোমেগালি: প্রাথমিক অনুসরণীয় মাত্রা ০.৫ মি.গ্রা. থেকে ২.৫ মি.গ্রা. যা ৩ দিন খাবারের সাথে খেতে হবে। অতিরিক্ত ০.৫ মি.গ্রা. থেকে ২.৫ মি.গ্রা. প্রতি ৩ থেকে ৭ দিন পর পর যোগ করা যেতে পারে যতক্ষণ পর্যন্ত রোগী পর্যাপ্ত এবং সর্বোচ্চ খেরাপিউটিক উপকারিতা পাচ্ছে। রোগীদের প্রতি মাসে পরীক্ষা করতে হবে এবং হোথ হরমোনের নিম্নগামীতা ও ক্লিনিক্যাল রেসপন্সের প্রেক্ষিতে মাত্রা পরিবর্তন করতে হবে। বেশীরভাগ রোগীর ক্ষেত্রে ব্রোমোক্রিপটিন

মিসাইলেটের পর্যাপ্ত খেরাপিউটিক মাত্রা সাধারণত দৈনিক ২০-৩০ মি.গ্রা. এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। সর্বোচ্চ মাত্রা দৈনিক ১০০ মি.গ্রা. এর বেশি অতিক্রম করতে পারবে না।

পারকিনসস ডিজিজ মিসাইলেট খেরাপির প্রাথমিক মূলমন্ত্র হচ্ছে কম মাত্রা দিয়ে চিকিৎসা শুরু করা এবং প্রতি রোগীর ক্ষেত্রে আলাদা আলাদাভাবে দৈনিক মাত্রা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি করতে হবে যতদিন না পর্যাপ্ত সর্বোচ্চ খেরাপিউটিক রেসপন্স পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ খেরাপির শুরুর সময় সম্ভব হলে লিভোডোপার মাত্রা পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে। ব্রোমোক্রিপটিন মিসাইলেটের প্রাথমিক মাত্রা ২.৫ মি.গ্রা.। দুই সপ্তাহ অন্তর অন্তর মাত্রা সমন্বয় করা উচিত। প্রতি ১৪-২৮ দিন অন্তর দৈনিক ২.৫ মি.গ্রা. মাত্রা বাড়ানো যেতে পারে। দৈনিক সর্বোচ্চ ১০০ মি.গ্রা. এর বেশি মাত্রার নিরাপদ ব্যবহার প্রতিষ্ঠিত নয়।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার প্রবণতা একটু বেশি। তবে এগুলো সাধারণত মাঝারি মাত্রার হয়ে থাকে। এগুলো হচ্ছে (নিম্নগামী প্রবণতার ক্রমানুসারে): বমি বমি ভাব, মাথা ব্যথা, মাথা ঘোরানো, মাথা হালকা হয়ে যাওয়া, বমি, পেট মোচড়ানো, নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া, ডায়রিয়া এবং বিমুনি। পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার প্রবণতা অস্থায়ীভাবে কমানো সম্ভব যদি মাত্রা ০.৫ মি.গ্রা. নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।

পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করলে রক্তে ইউরিয়াম, নাইট্রোজেন, এস জি ও টি, এস জি ও টি, জি জি পি টি সি পিকে, অ্যালকালাইন ফসফেটেজ এবং ইউরিক এসিডের বাড়তি স্তিত্ব পাওয়া যায়। তবে এগুলো সাধারণত সুপ্ত অবস্থায় থাকে যার ক্লিনিক্যাল গুরুত্ব নেই বললেই চলে।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: গর্ভাবস্থায় ক্যাটাগরি-বি। প্রসব পরবর্তী সময়ে ব্রোমোক্রিপটিন মিসাইলেট ব্যবহার করা উচিত নয়।

শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহারবিধি: ১৬ বছর থেকে প্রাপ্ত বয়স্ক পর্যন্ত প্রোল্যাকটিন নিঃসরণকারী পিটুইটারী এডেনোমাস এর চিকিৎসার জন্য ব্রোমোক্রিপটিন এর নিরাপদ ব্যবহার ও কার্যকারিতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ৮ বছরের কম বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে ব্রোমোক্রিপটিন এর ব্যবহার সংক্রান্ত কোন উপাত্ত এখনো পাওয়া যায়নি।
প্রতি নির্দেশনা: অনিয়ন্ত্রিত উচ্চ রক্তচাপ এবং

“আরগট অ্যালকালয়েডস”-এর প্রতি সংবেদনশীলতা থাকলে, যেসব রোগী হাইপারপ্রোল্যাকটিনেমিয়া এর জন্য চিকিৎসারত তাদের গর্ভধারণ নিশ্চিত হলে ব্রোমোক্রিপটিন ব্যবহার বন্ধ করে দিতে হবে।

প্রসব পরবর্তী সময় যাদের করোনারী আর্টারী ডিজিজ এবং অন্যান্য মাত্রাতিরিক্ত হৃদরোগজনিত জটিলতার ইতিহাস আছে।

অন্যান্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: ডোপামিন এন্টাগোনিষ্ট, বিউটাইরোফেনোল এবং অন্য কিছু উপাদান: ফিনোথায়াজিন, হ্যালাপেরিডল, মেটোক্লোপ্রামাইড, পিমোজাইড ব্রোমোক্রিপটিন এর কার্যকারিতা কমিয়ে দিতে পারে। ব্রোমোক্রিপটিন এবং “আরগট অ্যালকালয়েডস” এক সাথে ব্যবহার করা উচিত নয়।

সরবরাহ: ব্রোমোল্যাকTM ট্যাবলেট: প্রতি বাক্সে আছে ৩০টি ট্যাবলেট ব্লিস্টার প্যাকে।

ব্রোফেক্সTM

BrofexTM

উপাদান : ডেব্রড্রোমেথরফ্যান ১০ মি.গ্রা./৫ মি.লি. সিরাপ।

নির্দেশনা : শুকনো কাশি, এবং তীব্র কাশি যা স্বাভাবিক কার্যাবলী অথবা ঘুমের বিঘ্ন ঘটায়।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে: দিনে ১৫-৩০ মি.গ্রা. ৩ থেকে ৪ বার। ৬-১২ বছরের শিশুদের ক্ষেত্রে: ৬.৭৫ মি.গ্রা. দিনে ৪ বার পর্যাপ্ত। ৬ বছরের নিচের শিশুদের ক্ষেত্রে: ২.৫-৫ মি.গ্রা. দিনে ৪ বার পর্যাপ্ত।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : মনোঅ্যামাইন অক্সিডেজ ইনহিবিটর-এর সাথে ব্যবহার করা যাবে না।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : কদাচিৎ দেখা যায়। কিন্তু মাঝে মাঝে বমি বমি ভাব এবং মাথা বিমম বিমম করতে পারে। মাত্রাতিরিক্ত ওষুধ গ্রহণের ফলে উত্তেজনা, বিভ্রান্তি এবং স্বাস্থ্যসত্ত্বের কার্যকারিতার অবনমন দেখা দিতে পারে।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : ফিন্যালজিন এবং ডেব্রড্রোমেথরফ্যান একই সঙ্গে গ্রহণকারীদের মারাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভকালীন প্রথম

তিন মাস এ ওষুধ ব্যবহার করা অনুচিত। স্তন্যদানকারী মায়েদের এ ওষুধ ব্যবহার না করার পরামর্শ দেয়া যেতে পারে।

সরবরাহ :

ব্রোফেক্সTM সিরাপ : ১০০ মি.লি.।

বুফোকর্টTM

BufocortTM

উপাদান: বুডেসোনাইড বিপি + ফরমোটেরল ফিউমারেট ডাইহাইড্রেট বিপি। (১০০ মাইক্রোগ্রাম + ৬ মাইক্রোগ্রাম) কোজিক্যাপ, (২০০ মাইক্রোগ্রাম + ৬ মাইক্রোগ্রাম) কোজিক্যাপ এবং (৪০০ মাইক্রোগ্রাম + ১২ মাইক্রোগ্রাম) কোজিক্যাপ।

নির্দেশনা: বুফোকর্ট কোজিক্যাপ অ্যাজমার নিয়মিত চিকিৎসায় নির্দেশিত যেখানে দীর্ঘক্ষণ কার্যকরী বিটা-২ এগোনিস্ট এবং কর্টিকোস্টেরয়েড এর মিশ্রণ যথাযথ বলে বিবেচিত হয়। এটি দীর্ঘক্ষণ কার্যকরী ব্রঙ্কোডাইলেটর এর নিয়মিত চিকিৎসা সত্ত্বেও পুনরায় মাত্রা বেড়ে গেলে এটি তীব্র ক্রমিক অবস্ট্রাক্টিভ পালমোনারি ডিজিজ (সিওপিডি) এর সিস্টেমটিক ট্রিটমেন্টে নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি:

অ্যাজমা:

মাত্রা প্রত্যেকের জন্য আলাদা এবং রোগের তীব্রতার উপর নির্ভর করে ঠিক করা উচিত। নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হলে সর্বনিম্ন কার্যকরী মাত্রায় টাইট্রেশন করা উচিত। বুফোকর্টTM - এর দুই ধরণের চিকিৎসা প্রস্তাব করা হয়।

ক) মেইনটেনেন্স চিকিৎসা : রোগীদের সর্বক্ষণ আলাদা স্বাস্থ্যনালীর প্রসারক রাখা সুপারিশকৃত।

পূর্ণবয়স্ক (১৮ বছর এবং তদুর্ধ্ব)

বুফোকর্টTM ১০০/২০০ কোজিক্যাপ : ১-২ কোজিক্যাপ, দিনে দুইবার।

বুফোকর্টTM ৪০০ কোজিক্যাপ : ১ কোজিক্যাপ, দিনে দুইবার। সর্বোচ্চ মাত্রা ২ কোজিক্যাপ, দিনে দুইবার।

কিশোর (১২-১৭ বছর)

বুফোকর্টTM ১০০ কোজিক্যাপ : ১-২ কোজিক্যাপ, দিনে দুইবার।

বুফোকর্টTM ২০০ কোজিক্যাপ : ১-২ কোজিক্যাপ, দিনে দুইবার।

বুফোকর্টTM ৪০০ কোজিক্যাপ : ১ কোজিক্যাপ, দিনে দুইবার।

শিশু (৬-১১ বছর) :

বুফোকর্টTM ২০০ কোজিক্যাপ : ১ কোজিক্যাপ, দিনে দুইবার।

খ) একক মেইনটেনেন্স এবং রক্ষাকারী চিকিৎসা (ঔধুমাত্র বুফোকর্টTM ১০০ এবং ২০০ কোজিক্যাপ)

রোগীরা প্রতিদিন বুফোকর্টTM মেইনটেনেন্স মাত্রা হিসেবে গ্রহণ করবে এবং উপসর্গ দেখা দিলে এর সাথে বুফোকর্টTM গ্রহণ করবে। রোগীদের সব সময় ব্যবহারের জন্য বুফোকর্টTM কাছে রাখতে হবে।

পূর্ণবয়স্ক (১৮ বছর এবং তদুর্ধ্ব) : রক্ষাকারী চিকিৎসা হিসেবে সুপারিশকৃত মাত্রা হল দিনে ২ বার গ্রহণ করতে হবে (হয় ১টি কোজিক্যাপ দিনে দুইবার অথবা ২টি কোজিক্যাপ সকালে বা রাতে)। একবারে ৬টির বেশী কোজিক্যাপ গ্রহণ করা উচিত নয়। দিনে স্বাভাবিকভাবে ৮টি কোজিক্যাপ এর বেশি মাত্রার প্রয়োজন নেই, একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ১২টি পর্যন্ত কোজিক্যাপ ব্যবহার করা যেতে পারে।

সিওপিডি (ক্রমিক অবস্ট্রাক্টিভ পালমোনারি ডিজিজ): বুফোকর্টTM ২০০ কোজিক্যাপ : ২ কোজিক্যাপ, দিনে দুইবার।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: খিঁচুনি, হৃদ স্পন্দনে অস্বাভাবিকতা দেখা যায়। কার্ডিয়াক এরিথিমিয়াস, মাসল, ক্রামস্ এবং অতি সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া যেমন- র্যাশ, ওইডিমা এবং এনজিওইডিমা কোন কোন রোগীর হতে পারে।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে: গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী মহিলাদের বুফোকর্টTM দেয়া যেতে পারে, যদি ঙ্গণের ঝুঁকির চেয়ে মায়ের উপকার বেশি হয়।

সরবরাহ: বুফোকর্টTM ১০০ : প্রতি প্যাকে ৩০টি ক্যাপসুল আছে। বুফোকর্টTM ২০০ : প্রতি প্যাকে ৩০টি ক্যাপসুল আছে। বুফোকর্টTM ৪০০ : প্রতি প্যাকে ৩০টি ক্যাপসুল আছে।

বার্ণা®

Burna®

উপাদান: প্রতি গ্রাম ক্রীমে আছে সিলভার সালফাডায়াজিন ইউএসপি ১০ মি.গ্রা.।

নির্দেশনা: ১। পোড়ার ক্ষতে ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণে প্রতিরোধক হিসেবে দেহের বহিরাংশে ব্যবহৃত হয়।

২। পোড়ার ক্ষত ব্যতীত অন্য নির্দিষ্ট ধরনের ক্ষতে যেখানে সংক্রমণ হতে পারে সে ক্ষেত্রে জীবাণুরোধী হিসেবে দেহের বহিরাংশ ব্যবহৃত হয়।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি: অগ্নিদগ্ধ ক্ষতটি ভালভাবে পরিষ্কার করে দিনে এক থেকে দুবার প্রায় ১/১৬ ইঞ্চি বা ১.৫ মি.মি. পুরুত্বের প্রলেপ দিতে হবে। ত্বকটিতে সব সময় বার্ণা লাগিয়ে রাখতে হবে। যদি কোন কারণে ক্ষত স্থান হতে ক্রীম সরে যায়, তবে সেখানে পুনরায় বার্ণা প্রয়োগ করতে হবে। রোগী যদি ড্রেসিং ব্যবহার করতে চায় তবে সে ক্ষেত্রে তা ব্যবহার করা যাবে। ক্ষতের সন্তোষজনক ক্ষয়পূরণ বা গ্রাফটিং করা যাবে এমন অবস্থায় না আসা পর্যন্ত বার্ণা প্রয়োগ করতে হবে।

সতর্কতা ও যে সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: যারা সিলভার সালফাডায়াজিন বা বার্ণায় ব্যবহৃত কোন উপাদানের প্রতি অতি সংবেদনশীল তাদের ক্ষেত্রে বার্ণা নির্দেশিত নয়।

গর্ভবতী মা (যারা বিশেষ করে সন্তান প্রসবের সময়ে পৌছেছে), অকালিক ভূমিষ্ট শিশু, সদ্য ভূমিষ্ট শিশু যাদের বয়স ২ মাসের নীচে তাদের ক্ষেত্রে বার্ণা নির্দেশিত নয়।

১। সাধারণ - যকৃৎ ও বৃক্কের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যহত হলে ওষুধটির নিষ্কাশন কমে যায়, ফলে দেহে এর সংগঠন বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে চিকিৎসায় সফল বিবেচনা করে ওষুধ বন্ধ বা চালিয়ে যেতে হবে। ত্বকীয় আমিষ বিশেষকৈ এন্জাইমের সাথে ব্যবহার করলে, বার্ণা এন্জাইমের কার্যকারিতা নষ্ট করতে পারে।

২। ল্যাবরেটরী পরীক্ষা - শরীরের অনেক অংশ পুড়ে গেলে সে ক্ষেত্রে বার্ণা ব্যবহার করলে প্রাণ্ড বয়স্কদের ক্ষেত্রে সিরাম সালফা মাত্রা খেরাপিউটিক লেভেল ৪ মি.গ্রা.% হতে ১২ মি.গ্রা. % পৌছে। এ সময় রোগীর সিরাম সালফা মাত্রা নিয়মিত পরীক্ষা করতে হবে। তাছাড়া রেনাল কার্যক্রম সতর্কভাবে পর্যবেক্ষন এবং মূত্রে সালফা ক্রিস্টাল আছে কিনা দেখতে হবে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: কিছু কিছু রোগীর ক্ষেত্রে ক্ষনস্থায়ী লিউকোপেনিয়ার রিপোর্ট পাওয়া গিয়েছে। এছাড়া কিছু কিছু ক্ষেত্রে ত্বকের নেক্রোসিস, ইরাইথিমা মাল্টিফর্ম, ত্বকের অবনমনীয়তা, জ্বলার অনুভূতি, র্যাশ্ এবং আন্তঃকোষীয় নেফ্রাইটিস দেখা দিতে পারে।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: সিলভার সালফাডায়াজিনের সাথে এনজাইম্যাটিক ডেব্রিডিং এজেন্ট, ওরাল হাইপোগ্লাইসেমিক ওষুধ, ফেনিটোইন

এবং সিমিটিডিনের পারস্পরিক ক্রিয়া পাওয়া যায়।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: সিলভার সালফাডায়াজিন-এর প্রেগ্ন্যান্সি ক্যাটাগরি হচ্ছে বি। গর্ভাবস্থায় বিশেষ করে প্রসব দানের সময়কালে কেবল মাত্র বিশেষ বিবেচনায় ব্যবহার করতে হবে।

সিলভার সালফাডায়াজিন মাতৃদুগ্ধে নিঃসৃত হয় কিনা তা জানা যায় নাই। তবুও যেহেতু সালফোনামাইড সমূহ মাতৃদুগ্ধে নিঃসৃত হয় সেহেতু স্তন্যদানকালীন সময়ে ওষুধটি বিশেষ প্রয়োজন বিবেচনায় ব্যবহার করতে হবে।

সরবরাহ:

বার্ণা®: ২৫ গ্রাম।

বিউটেফিন®

Butefin®

উপাদান: প্রতি গ্রাম ক্রীমে আছে বিউটেনাফিন হাইড্রোক্লোরাইড আইএনএন ১০ মি.গ্রা.।

নির্দেশনা: বিউটেফিন® ক্রীম টিনিয়া পেডিস, টিনিয়া করপোরিস, টিনিয়া ক্রুরিস-এ নির্দেশিত। যা এপিডার্মোফাইটন ফ্লোকোসাম, ট্রাইকোফাইটন রুবরাম, ম্যালাসেজিয়া ফারফার, ট্রাইকোফাইটন টনসুরানস, ট্রাইকোফাইটন মেম্টাগ্রোফাইটস এর বিরুদ্ধে কাজ করে। ম্যালাসেজিয়া দ্বারা সংঘটিত টিনিয়া ভারসিকালার এর ক্ষেত্রেও নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি: টিনিয়া পেডিসের চিকিৎসায় বিউটেফিন® ক্রীম আক্রান্ত স্থানে প্রতিদিন দুইবার করে সাত দিন অথবা দিনে এক বার করে চার সপ্তাহ ব্যবহার করতে হবে।

টিনিয়া করপোরিস অথবা টিনিয়া ক্রুরিসের ক্ষেত্রে দিনে একবার করে দুই সপ্তাহ ব্যবহার করতে হবে। টিনিয়া ভারসিকালারের ক্ষেত্রে দিনে একবার করে দুই সপ্তাহ ব্যবহার করতে হবে।

যে সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় না: বিউটেনাফিনের প্রতি অতি সংবেদনশীলতা আছে এমন ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: কনটাক্ট ডার্মাটাইটিস, চুলকানি, জ্বলুনি, প্রদাহ কদাচিৎ দেখা যায়।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: বিউটেনাফিনের সাথে অন্য ওষুধের প্রতিক্রিয়া নিরূপিত হয়নি।

গর্ভকালীন সময় ব্যবহার: প্রেগনেসি ক্যাটাগরি সি যেহেতু এ বিষয়ে বিকল্প কোন প্রতিক্রিয়া এখনো দেখা

যায়নি। তাই প্রয়োজনে ব্যবহার করা যেতে পারে।
স্তন্যদানকালীন সময়: বিউটেনাফিন মাতৃদুগ্ধে নিঃসৃত হয় কিনা এখনো জানা যায়নি। তবে বিউটেনাফিন ক্রীম ব্যবহারে সতর্ক থাকা উচিত।

শিশুদের ক্ষেত্রে

১২ বছরের নীচের বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বিউটেনাফিন ক্রীমের কার্যকারিতা এখনো সুস্পষ্ট নয়।

সরবরাহ:

বিউটেনাফিন® ক্রীম: ১০ গ্রাম।

C

ক্যাডনিল™

Cadnyl™

উপাদান: পেরিনডোপ্রিল আরবুমিন বিপি ৪ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

নির্দেশনা: ক্যাডনিল® (পেরিনডোপ্রিল) একটি এ্যানজিওটেনসিন কনভারটিং এনজাইম ইনহিবিটর ওষুধ যা নিম্নবর্ণিত অবস্থায় নির্দেশিত:

- উচ্চ রক্তচাপ
- স্ট্রোক করোনারী আর্টারি ডিজিজ
- কনজেস্টিভ হার্ট ফেইলিওর

মাত্রা ও সেবনবিধি: উচ্চ রক্তচাপ: ১টি করে ক্যাডনিল ৪ ট্যাবলেট প্রতিদিন সকালে একবার খেতে হবে। একমাস ব্যবহার করার পর যদি প্রয়োজন হয় মাত্রা বাড়িয়ে ৮ মি.গ্রা. পর্যন্ত করা যেতে পারে। ক্যাডনিল আহ্বারের পূর্বে সেবন করতে হবে।

স্ট্রোক করোনারি আর্টারি ডিজিজ: ক্যাডনিল শুরুতে প্রতিদিন ৪ মি.গ্রা. মাত্রায় দুই সপ্তাহ সেবন করতে হবে, তারপর বৃদ্ধির কার্যকারিতা এবং ৪ মি.গ্রা. মাত্রা ভালভাবে সহ্যশক্তির উপর নির্ভর করে ৮ মি.গ্রা. (প্রতিদিন) পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে। কনজেস্টিভ হার্ট ফেইলিওর: ক্যাডনিল নিবিড় মেডিকেল পর্যবেণে সকালে ২ মি.গ্রা. মাত্রায় শুরু করা উচিত। রোগীর অবস্থানুযায়ী মাত্রা বাড়িয়ে ৪ মি.গ্রা. পর্যন্ত করা যেতে পারে।

প্রতিনির্দেশনা: পেরিনডোপ্রিল এর প্রতি অতিসংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না। শিশুদের হাইপারটেনশন নিয়ন্ত্রনে, গর্ভাবস্থায়

এবং স্তন্যদানকালে এই ওষুধের প্রতিক্রিয়া আছে।
গর্ভাবস্থায় এবং স্তন্যদানকালে ব্যবহার: পেরিনডোপ্রিল গর্ভাবস্থায় এবং স্তন্যদানকালে ব্যবহার করা উচিত নয়।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: বিরল এবং মৃদু: সাধারণত চিকিৎসার শুরুতে কফ, মোটা হয়ে যাওয়া, দুর্বলতা, মাথাব্যথা, মেজাজ খারাপ থাকা এবং ঘুম।

খুবই কম ক্ষেত্রে: রুচিহীনতা, পরিপাকতন্ত্রীয় সমস্যা, বমিভাব, আঙ্গিক ব্যথা এবং র্যাস হতে পারে। রক্তে ইউরিয়া বেড়ে যেতে পারে। কিছু রোগীর ক্ষেত্রে প্রোটিনইউরিয়া হতে পারে।

খুবই বিরল: এনজিওনিওরোটিক ইডিমা এবং লোহিত কণিকা, শ্বেত কণিকা, অনুচক্রিকা কমে যেতে পারে।

সরবরাহ: ক্যাডনিল® ৪ মি.গ্রা. ট্যাবলেট: প্রতি বাক্সে আছে ৩০টি ট্যাবলেট।

ক্যালবো® ৫০০

Calbo® 500

উপাদান: ক্যালসিয়াম ৫০০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

নির্দেশনা: ক্যালসিয়াম ঘাটতি প্রতিরোধে ও ঘাটতিজনিত চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি: ৫০০-১৫০০ মি.গ্রা. ক্যালসিয়াম প্রতিদিন। গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে নির্দেশিত মাত্রা ১২০০-১৫০০ মি.গ্রা. ক্যালসিয়াম।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: হাইপারক্যালসেমিয়া, হাইপারপ্যারাথাইরয়েডিজম হাইপারক্যালসিইউরিয়া, নেফ্রলিথিয়াসিস, জলিনজার-ইলিসন সিনড্রম এবং ডিগোক্সিন চিকিৎসা (সেরাম ক্যালসিয়ামের মাত্রা সাবধানতার সহিত পর্যবেক্ষণ করা হয়।)

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: কোষ্ঠকাঠিন্য, হাইপারক্যালসেমিয়া।
 অন্য ওষুধেরসাথে প্রতিক্রিয়া: ডিগোক্সিন, ডেট্রোসাইক্লিন, ফ্রসেমাইড, পেন্টাগ্যাস্ট্রিন এমাইনোফাইলিন, ইরাইথ্রোমাইসিন, নাইট্রোফিউরান্টইন, কনজুগেটেড ইস্ট্রোজেন, ক্লোরামফেনিকল, ভিটামিন-ডি, অক্সিটোসিন, প্রোস্টাগাভিন, আয়রণ।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: ক্যালসিয়াম পরিপূরক ও এন্টাসিড হিসাবে ক্যালসিয়াম সমন্বিত ওষুধসমূহ গর্ভাবস্থায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। স্তন্যদানকারী মায়েরদের ক্ষেত্রেও ক্যালসিয়াম কার্বনেট ব্যবহার করা যাবে।

সরবরাহ : ক্যালবো® ৫০০ ট্যাবলেট : ১০ X ১০ টি।

ক্যালবো-সি®

Calbo-C®

উপাদান : ক্যালসিয়াম ল্যাকটেট গ্লুকোনট ১০০০ মি.গ্রা., ক্যালসিয়াম কার্বনেট ৩২৭ মি.গ্রা. এবং এসকরবিক এসিড (ভিটামিন-সি) ৫০০ মি.গ্রা./এফারভেসেন্ট ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : যে সমস্ত ক্ষেত্রে ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন-সি-এর চাহিদা বৃদ্ধি পায় যেমন- গর্ভাবস্থা, স্তন্যদানকালীন সময়, দ্রুত বৃদ্ধির সময়, বৃদ্ধ বয়স, সংক্রামক ব্যাধি এবং রোগমুক্তির পর ইত্যাদি। এ ছাড়া ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন-সি-এর ঘাটতিজনিত চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : প্রাপ্তবয়স্ক ও স্কলগামী শিশুদের ক্ষেত্রে দিনে ১ টি এফারভেসেন্ট (বুদবুদায়িত) ট্যাবলেট, ৩-৭ বছর বয়সী শিশু: ১/২ ইফারভেসেন্ট (বুদবুদায়িত) ট্যাবলেট প্রতিদিন। একটি ট্যাবলেট অর্ধেক গ্লাস পানিতে গুলিয়ে পান করুন।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : হাইপারক্যালসেমিয়া, হাইপারক্যালসিইউরিয়া, বৃক্কের তীব্র অকার্যকারিতা, হাইপারক্যালসিইউরিয়া, গ্লুকোজ-৬-ফসফেট ডিহাইড্রোজিনেজ ঘাটতি, আয়রণ ওভারলোড, পরিপাকতন্ত্রের অস্বাচ্ছন্দ্যতা।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : পরিপাকতন্ত্রের অস্বাচ্ছন্দ্যতা।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : ডিগোক্সিন, টেট্রাসাইক্লিন, ফ্রসেমাইড, পেন্টাগ্যাস্ট্রিন এমাইনোফাইলিন, ইরাইপ্রোমাইসিন, নাইট্রোফিউরান্টইন, কন্জুগেটেড ইস্ট্রোজেন, ক্লোরামফেনিকল, ভিটামিন-ডি, অক্সিটোসিন, প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন, আয়রণ।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : ভিটামিন-সি গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে নিরাপদে গ্রহণ করা যায়।

সরবরাহ :

ক্যালবো-সি® এফারভেসেন্ট ট্যাবলেট : ১ X ১০ টি।

ক্যালবো-ডি®

Calbo-D®

উপাদান : ক্যালসিয়াম ৫০০ মি.গ্রা. এবং ভিটামিন ডি৩ ২০০ আইইউ/ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : অস্থি ও অস্থি মজ্জার বিভিন্ন জটিলতায়, দাঁতের সুগঠনে এবং মহিলাদের গর্ভকালীন ও স্তন্যদানকালীন সময়, বিভিন্ন প্রয়োজনে ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন ডি ব্যবহৃত হয়।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : ১টি ট্যাবলেট দিনে ২ বার। সকালে এবং রাতে অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : অতিসংবেদনশীলতা, হাইপারক্যালসেমিয়া ও হাইপার প্যারাথাইরয়েডিজম, হাইপারক্যালসিইউরিয়া এবং নেফলিথিয়াসিস, মারাত্মক ধরনের বৃক্কের অকার্যকারিতা।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : এলাজিক রিএকশন, অনিয়মিত হৃদস্পন্দন, বমি, বমি বমি ভাব, ক্ষুধামন্দা, বিমুনি ও মুখ শুকিয়ে যাওয়া।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : ডিগোক্সিন, এন্টাসিড, অন্যান্য ক্যালসিয়াম সালফেট, টেট্রাসাইক্লিন, ডক্সিসাইক্লিন।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহার করা উচিত।

সরবরাহ : ক্যালবো-ডি® ট্যাবলেট : ১৫ টি।
ক্যালবো-ডি® ট্যাবলেট : ৩০ টি।

ক্যালবো® ফোর্ট Calbo® Forte

উপাদান : ক্যালসিয়াম ল্যাকটেট গ্লুকোনট ১০০০ মি.গ্রা., ক্যালসিয়াম কার্বনেট ৩২৭ মি.গ্রা., এসকরবিক এসিড (ভিটামিন সি) ৫০০ মি.গ্রা. এবং ভিটামিন-ডি (ভিটামিন-ডি৩ হিসেবে) ৪০০ আইইউ/এফারভেসেন্ট ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : অস্টিওপোরোসিস এর সহযোগী চিকিৎসায় ক্যালসিয়াম, ভিটামিন-সি এবং ভিটামিন-ডি এর বর্ধিত চাহিদায়, যেমন- গর্ভাবস্থা, স্তন্যদানকালে, দ্রুত বর্ধনকালে (শিশুকালে, বয়োসন্ধিকালে) এবং বৃদ্ধকালে অস্টিওমেলাসিয়ায় ভিটামিন-ডি এবং ক্যালসিয়ামের ঘাটতিজনিত অবস্থায় বিশেষ করে গৃহে ও হাসপাতালে অবস্থানরত বয়োবৃদ্ধ রোগীদের ক্ষেত্রে, ঠাণ্ডা ও ইনফ্লুয়েঞ্জায় সহযোগী চিকিৎসা হিসেবে, মাসিক বৃক্কের পরের সমস্যাসমূহে

মাসিক-পূর্ব সমস্যাসমূহে

সেবন মাত্রা বিধি : প্রাপ্ত বয়স্ক ও স্কুলগামী শিশু : প্রতিদিন ১টি এফারভিসেন্ট ট্যাবলেট। ৩ হতে ৭ বছরের শিশু : প্রতিদিন ১/২ এফারভিসেন্ট ট্যাবলেট। নবজাতক : চিকিৎসকের পরামর্শ মতে। একটি ট্যাবলেট অর্ধেক গ্লাস পানিতে গুলিয়ে পান করুন।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : হাইপারক্যালসিমিয়া, তীব্র হাইপারক্যালসিউরিয়া; তীব্র রেনাল ফেইলিওর। উচ্চ ডোজ গ্যাসট্রোইনটেস্টাইনাল আপসেট ঘটতে পারে। রেনাল ইমপেয়ারমেন্ট-এর ক্ষেত্রে সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করা উচিত।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : বিরল ক্ষেত্রে কোষ্ঠ্যকাঠিন্য, পেট ফাঁপা, বমি বমি ভাব, গ্যাস্ট্রিকের ব্যথা এবং ডায়রিয়া দেখা দিতে পারে। ভিটামিন ডি সাপ্লিমেন্ট এর ক্ষেত্রে স্কিন র্যাশের তথ্য পাওয়া গেছে।

অন্যান্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : এটা বিবেচনায় নিতে হবে যে, খায়াজাইড ধরনের ডাইইউরেটিক ওষুধ ক্যালসিয়ামের বর্হিগমনের মাত্রা কমানোর মাধ্যমে হাইপারক্যালসিমিয়ার ঝুঁকি বৃদ্ধি করে। ডিজিটালিস ব্যবহারকারী রোগীদের ক্ষেত্রে হাইপারক্যালসিমিয়া অবশ্যই প্রতিরোধ করতে হবে।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ক্যালসিয়াম, ভিটামিন-সি ও ভিটামিন-ডি এর চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় অন্যান্য উৎস হতেও এগুলোর প্রাপ্তি নিশ্চিত করা উচিত। গর্ভবতী প্রাণীর উপর পরীক্ষায় ভিটামিন-ডি এর মাত্রাধিক্যজনিত টেরাটোজেনিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া গিয়েছে। ভিটামিন-ডি এবং এর মেটাবোলাইট মাতৃদুগ্ধে নিঃসৃত হয়।

সরবরাহ : ক্যালবো® ফোর্ট এফারভেসেন্ট ট্যাবলেট : ১০ টি।

ক্যালবো® জুনিয়র

Calbo® Junior

উপাদান : ক্যালসিয়াম ২৫০ মি.গ্রা. চুষে খাওয়া ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : উচ্চমাত্রায় ক্যালসিয়ামের প্রয়োজন শিশু কিশোরদের দ্রুত বৃদ্ধির সময়, অপুষ্টির খাদ্যজনিত ক্যালসিয়াম গ্রহণের স্বল্পতা, অস্টিওপোরোসিস এর প্রতিরোধ ও চিকিৎসায়, অস্টিওজেনেসিস ও দন্ত্য সৃ

ষ্টির গোলযোগে (সুনির্দিষ্ট চিকিৎসার অধিকতর), সুস্থ টিটানিতে এবং গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানে।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : শিশু : ১ টি ট্যাবলেট প্রতিদিন। কিশোর ও কিশোরী: ১-২ ট্যাবলেট প্রতিদিন। প্রাপ্ত বয়স্ক : দিনে ২ টি ট্যাবলেট।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : হাইপারক্যালসেমিয়া, হাইপারপ্যারাথাইরয়েডিজম, হাইপারক্যাল সিউরিয়া, নেফ্রোলিথিয়াসিস, এর যে কোন উপাদানের প্রতি অতি সংবেদনশীলতা, বৃক্কের তীব্র অপর্യാণ্ডতা, সমসাময়িক ডিগোপ্লিন চিকিৎসা।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : মুখে সেব্য ক্যালসিয়াম কার্বনেট পরিপাকতন্ত্রের জন্য যন্ত্রণাদায়ক হতে পারে। এছাড়া কোষ্ঠকাঠিন্য ও কদাচিৎ হাইপারক্যালসেমিয়া হতে পারে।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : ট্রেট্রোসাইক্লিন, ফ্লুরাইড প্রিপ্রেশন, ভিটামিন ডি।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : ক্যালসিয়াম পরিপূরক ও এন্টাসিড হিসেবে ক্যালসিয়াম সমন্বিত ওষুধসমূহ গর্ভাবস্থায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রেও ক্যালসিয়াম কার্বনেট ব্যবহার করা যাবে।

সরবরাহ : ক্যালবো® জুনিয়র ট্যাবলেট : ৬ X ১০ টি চুষে খাওয়ার ট্যাবলেট।

ক্যালবোপ্লেক্স® Calboplex®

উপাদান : ক্যালসিয়াম ৬০০ মি.গ্রা. + ভিটামিন ডি ২০০ আইইউ + ম্যাগনেসিয়াম ৪০ মি.গ্রা. + ম্যাগনানিজ ১.৮ মি.গ্রা. + কপার ১ মি.গ্রা. + বোরন ২৫০ মাইক্রোগ্রাম + জিংক ৭.৫ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : সুখম মাত্রার মিশ্রণ মজবুত অস্থি, দাঁত, হৃদপিণ্ড, মাংসপেশী ও স্নায়ু গঠনের সহায়তায় নির্দেশিত। এছাড়াও অস্থির বৃদ্ধি এবং গঠনে, অস্টিওপোরোসিসের প্রতিরোধ ও চিকিৎসায় নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : ১টি ট্যাবলেট দিনে ২ বার। সকালে এবং সন্ধ্যায় অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : অতিসংবেদনশীলতা হাইপারক্যালসেমিয়া, হাইপারপ্যারাথাইরয়েডিজম, হাইপারক্যালসিউরিয়া,

নেফ্রোলিথিয়াসিস, বৃক্কের অকার্যকারিতা।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : পরিপাকতন্ত্রের সমস্যা, কোষ্ঠকাঠিন্য।

অন্য গুণ্ধের সাথে প্রতিক্রিয়া : ডিগোগ্লিন, এন্টাসিড, অন্যান্য ক্যালসিয়াম পরিপূরক, ক্যালসিট্রোল বা অন্যান্য ভিটামিন ডি পরিপূরক, ট্রেট্রাসাইক্লিন, ডক্সিসাইক্লিন, এমাইনোসাইক্লিন, অক্সিট্রেট্রোসাইক্লিন ইত্যাদি।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

সরবরাহ : ক্যালবোপেক্স® ট্যাবলেট : ৩০ টি।

ক্যালসিট্রল®

Calcitrol®

উপাদান: প্রতিটি লিকুইড ফিল্ড হার্ড জিলাটিন ক্যাপসুলে আছে ক্যালসিট্রায়ল বিপি ০.২৫ মাইক্রোগ্রাম (ভিটামিন D3-এর বায়োলজিক্যালি কার্যকর রূপ)।

নির্দেশনা:

- রজঃনিবৃত্তি পরবর্তীকালীন হাড় ক্ষয়
- যাদের বৃক্ক ক্রমিক সমস্যা আছে (বিশেষতঃ যাদের হেমোডায়ালাইসিস চলছে) তাদের বৃক্কের অপারেশন পরবর্তী হাইপোপ্যারাথাইরয়ডিজম
- ইডিওপ্যাথিক হাইপোপ্যারাথাইরয়ডিজম
- সিউডো হাইপোপ্যারাথাইরয়ডিজম
- ভিটামিন ডি অভাবজনিত রিকটস

হাইপোফসফাটেমিক ভিটামিন ডি প্রতিরোধ্য রিকটস মাত্রা ও সেবনবিধি: রক্তের ক্যালসিয়াম ঘনত্বের উপর ভিত্তি করে প্রতিটি রোগীর ক্যালসিট্রল® লিক্যাপ এর দৈনিক মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। ক্যালসিট্রল® এর কার্যকারিতা পাবার পূর্বশর্ত হলো চিকিৎসার শুরুতেই পর্যাপ্ত (কিন্তু অতিরিক্ত নয়) ক্যালসিয়াম গ্রহণ করা। ক্যালসিট্রল® লিক্যাপ চিকিৎসা চলাকালীন বয়স্কদের দৈনিক ৮০০ মি.গ্রা. ক্যালসিয়াম গ্রহণ করা উচিত।

রজঃনিবৃত্তি পরবর্তীকালীন হাড়ের ক্ষয় ক্যালসিট্রল® এর উপর উপযুক্ত মাত্রা ০.২৫ মাইক্রোগ্রাম প্রতিদিন দুইবার। চিকিৎসাকালীন সেরাম ক্যালসিয়াম এবং ক্রিয়োটিনিন মাত্রা ৪ সপ্তাহ, ৩ ও ৬ মাস এবং পরবর্তীতে ৬ মাস বিরতিতে পরীক্ষা করতে হবে।

বৃক্কের অস্টিওডিজট্রফি (ডায়ালাইসিস রোগী)

প্রাথমিক দৈনিক মাত্রা ০.২৫ মাইক্রোগ্রাম। যাদের

রক্তে ক্যালসিয়াম ঘনত্ব স্বাভাবিক বা কিছুটা কম তাদের ১ দিন অন্তর ০.২৫ মাইক্রোগ্রাম মাত্রা যথেষ্ট।

হাইপোপ্যারাথাইরয়ডিজম এবং রিকটস ক্যালসিট্রল® লিক্যাপের নির্দেশিত প্রারম্ভিক মাত্রা হলো ০.২৫ মাইক্রোগ্রাম, যা প্রতিদিন সকালে সেবনের জন্য। রেনাল অস্টিওডিজট্রফি, হাইপোপ্যারাথাইরয়ডিজম এবং রিকটস্ রোগীর ক্ষেত্রে ২-৪ সপ্তাহের মধ্যে যদি উন্নতি না দেখা যায় সে ক্ষেত্রে ২-৪ সপ্তাহের ব্যবধানে ঔষধে মাত্রা বাড়ানো যেতে পারে।

বয়স্কদের ক্ষেত্রে

বয়স্কদের ক্ষেত্রে কোন প্রকার মাত্রা পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: ক্যালসিট্রায়ল এর চিকিৎসা ১৫ বছর গ্রহণ করা সত্ত্বেও পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া খুবই সামান্য। সামান্য কিছু ক্ষেত্রে যেসব পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা যায় তা হলো- ক্ষুধামন্দা, মাথাব্যথা, বমি হওয়া, কোষ্ঠকাঠিন্য। ক্রমিক পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হলো- জ্বর, পানি শূন্যতা, মূত্রনালীর সংক্রমণ, অতিরিক্ত মূত্রত্যাগ, ডিজট্রফি, উদাসীনতা ইত্যাদি।

প্রতিনির্দেশনা: ক্যালসিট্রায়ল বা এর যে কোন উপাদান এর প্রতি যদি কোন রোগীর অতি সংবেদনশীলতা থাকে তাহলে ক্যালসিট্রায়ল দেয়া উচিত নয়। হাইপারক্যালসেমিক রোগীদের এটা পরিহার করা উচিত।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: অতিরিক্ত মাত্রা প্রয়োগসত্ত্বেও ভিটামিন-ডি এর টেরাটোজেনিক প্রতিক্রিয়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। শুধুমাত্র ঋণের সম্ভাব্য ক্ষতির ঝুঁকি অপেক্ষা রোগীর সম্ভাব্য উপকারিতা বেশী হলে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী গর্ভাবস্থায় ক্যালসিট্রল দেয়া যেতে পারে।

ক্যালসিট্রল® লিক্যাপ গ্রহণকালীন সময়ে মা তার সন্তানকে দুগ্ধ পান করতে পারেন। কিন্তু মা ও শিশুর রক্তের ক্যালসিয়াম মাত্রা পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে।

অন্য গুণ্ধের সাথে প্রতিক্রিয়া

অতিরিক্ত ক্যালসিয়াম গ্রহণ বর্জন করতে হবে। ক্যালসিট্রল® লিক্যাপ ও থায়াজাইড ডাইইউরেটিক এর চিকিৎসা একই সাথে চললে হাইপারক্যালসেমিয়া হবার ঝুঁকি থাকে। যারা ডিজট্রালিস গ্রহণ করছেন তাদেরকে ক্যালসিট্রল® লিক্যাপ সাবধানতার সাথে প্রয়োগ করতে হবে কেননা হাইপারক্যালসেমিয়া হলে তাদের কার্ডিয়াক অ্যারিদমিয়া হবার আশংকা

থাকে। ম্যাগনেসিয়াম সম্বলিত ওষুধের কারণে হাইপারম্যাগনেসিমিয়া হতে পারে। ফসফেট সংযুক্তকারী ওষুধের মাত্রা রক্তের ফসফেট ঘনত্বের উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করতে হবে।

সরবরাহ:

ক্যালসিট্রল® লিক্যাপ: প্রতি বাস্কে আছে ৩ X ১০ টি লিকুইড ফিল্ড হার্ড জিলাটিন।

ক্যামলোডিন® Camlodin®

উপাদান : এমলোডিপিন। ৫ ও ১০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : উচ্চ রক্তচাপ, দীর্ঘস্থায়ী এনজিনা, ভ্যাসোস্পাস্মটিক এনজিনা।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : দিনে ৫-১০ মি.গ্রা. পর্যন্ত একক মাত্রায় ব্যবহার করা যেতে পারে।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : অতিসংবেদনশীলতা।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : মাথা ব্যথা, ইডিমা, অবসাদ, বমি বমি ভাব, মুখ লাল হওয়া, ইরাইথেমা, মাথা ঝিমঝিম করা, গামহাইপারপ্যাসিয়া দেখা দিতে পারে।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : ডিগোক্সিন, ওয়ারফেরিন, সিমিটিডিনের সাথে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : ব্যবহার করা উচিত নয়।

সরবরাহ : ক্যামলোডিন® ৫ ট্যাবলেট : ৪ X ১৫ টি।
ক্যামলোডিন® ১০ ট্যাবলেট : ২ X ১৫ টি।

ক্যামলোডিন® প্লাস Camlodin® Plus

উপাদান : (এমলোডিপিন ৫ মি.গ্রা. এবং এটিনোলল ৫০ মি.গ্রা.)/ ট্যাবলেট এবং (এমলোডিপিন ৫ মি.গ্রা. এবং এটিনোলল ২৫ মি.গ্রা.)/ ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : একই জাতীয় ওষুধে অনিয়ন্ত্রিত উচ্চ রক্তচাপ, উচ্চ রক্তচাপের সাথে এনজিনা, মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন পরবর্তী অবস্থা, রিফ্রাকটরী এনজিনা যেখানে নাইট্রেট অকার্যকর।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : ১ টি ট্যাবলেট অর্থাৎ এমলোডিপিন ৫ মি.গ্রা. এবং এটিনোলল ৫০ মি.গ্রা. একক মাত্রায় চিকিৎসা শুরু হয়। চিকিৎসার ফলাফলের উপর মাত্রার টাইট্রেশন নির্দেশিত হয়। বয়োবৃদ্ধদের ক্ষেত্রে এমলোডিপিন ৫ মি.গ্রা. ও এটিনোলল ২৫ মি.গ্রা. মাত্রায় চিকিৎসা শুরু করার উপদেশ রয়েছে।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : এর যে কোন উপাদানে অতিসংবেদীদের ক্ষেত্রে প্রতিনির্দেশিত। ব্রংকোস্পাস্মাজম-এ সতর্কতার সাথে ব্যবহারযোগ্য। ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স ৩০ মি.লি./মিনিট এর নীচে হলে ও যকৃতের অকার্যকারিতায় সাবধানতার সাথে ব্যবহার করা উচিত।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : সুসহনীয়; অবসাদ, মাথা ব্যথা, ইডিমা, বমি বমি ভাব, তন্দ্রাচ্ছন্নতা, দুশ্চিন্তা এবং বিষণ্ণতা দেখা দিতে পারে।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভাবস্থার প্রত্যাশিত উপকার ক্রমের ক্ষতির আশংকা হতে লাভজনক হলে তখনই ব্যবহার করা উচিত। স্তন্যদানকারী মায়েরদের ব্যবহার করা উচিত নয়।

সরবরাহ :

ক্যামলোডিন® প্লাস ট্যাবলেট : ৫ X ১০ টি।
ক্যামলোডিন® প্লাস ২৫ ট্যাবলেট : ৩ X ১০ টি।

ক্যামলোপ্রিল® Camlopril®

উপাদান : (এমলোডিপিন ৫ মি.গ্রা. + বেনাজেপ্রিল ১০ মি.গ্রা.)/ ক্যাপসুল, (এমলোডিপিন ৫ মি.গ্রা. + বেনাজেপ্রিল ২০ মি.গ্রা.)/ ক্যাপসুল।

নির্দেশনা : উচ্চ রক্তচাপ।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : এমলোডিপিন ২.৫-১০ মি.গ্রা. + বেনাজেপ্রিল ১০-৮০ মি.গ্রা. দিনে একবার।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : এমলোডিপিন, বেনাজেপ্রিল বা অন্যান্য এসিই ইনহিবিটরের প্রতি অতিসংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : কাঁশি, ইডিমা, দুর্বলতা, অবসাদ, অনিদ্রা, স্নায়বিক দুর্বলতা, দুশ্চিন্তা, শিহরণ, যৌনাকাংখা হ্রাস, রক্তমাভ, হট ফ্লাশ, ফুসকুড়ি, ত্বকে নডিউল, ডার্মাটাইটিস, মুখে শুষ্কতা, বমি ভাব, পেটে ব্যথা, কোষ্ঠকাঠিন্য, ডায়রিয়া, অজীর্ণ, ইসোসফ্যাগাইটিস, হাইপোক্যালিমিয়া, পশ্চাতদেশে ব্যথা, মাংসপেশীতে

ব্যথা, মাংসপেশীর যন্ত্রণাদায়ক খিল ইত্যাদি।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : মূত্রবর্ধক, পটাসিয়াম পরিপূরক ও পটাসিয়াম স্পোরিিং মূত্রবর্ধক, লিথিয়াম।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : প্রেগন্যান্সি ক্যাটাগরি 'সি' (প্রথম ট্রাইমেস্টার) এবং ডি (দ্বিতীয় ও তৃতীয় ট্রাইমেস্টার)। স্তন্যদানকারী মায়ের এই ওষুধ গ্রহণকালীন সময়ে স্তন্যদান হতে বিরত থাকা উচিত।

সরবরাহ :

ক্যামলোসার্ট® ৫/১০ ক্যাপসুল : ৫ X ৬ টি।

ক্যামলোসার্ট® ৫/২০ ক্যাপসুল : ৫ X ৬ টি।

ক্যামলোসার্ট™ Camlosart™

উপাদান: এমলোডিপিন বিসাইলেট বিপি যা এমলোডিপিন ৫ মি.গ্রা. এর সমতুল্য এবং ওলমেসারটান মেডোজোলমিল আইএনএন ২০ মি.গ্রা. ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেট এবং এমলোডিপিন বিসাইলেট বিপি যা এমলোডিপিন ৫ মি.গ্রা. এর সমতুল্য এবং ওলমেসারটান মেডোজোলমিল আইএনএন ৪০ মি.গ্রা. ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেট।

নির্দেশনা: ক্যামলোসার্ট™ উচ্চ রক্তচাপের চিকিৎসায় একক অথবা অন্যান্য উচ্চ রক্তচাপরোধী ওষুধের সাথে নির্দেশিত। যে সকল রোগীর একাধিক উচ্চ রক্তচাপরোধী ওষুধের প্রয়োজন, তাদের প্রারম্ভিক চিকিৎসায় এমলোসার্ট® ব্যবহার করা যেতে পারে।

মাত্রা ও সেবনবিধি: প্রারম্ভিক চিকিৎসায় মাত্রাঃ একটি এমলোসার্ট® ৫/২০ ট্যাবলেট দিনে একবার। রক্তচাপ যথাযথ নিয়ন্ত্রণে ১-২ সপ্তাহ পর সর্বোচ্চ দৈনিক ১০/৪০ মি.গ্রা. দিনে একবার পর্যন্ত মাত্রা বাড়ানো যেতে পারে। ৭৫ বৎসরের অধিক বা ক্ষতিগ্রস্ত যুক্ত রোগীদের ক্ষেত্রে এই কমিনেশন ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা শুরু করা উচিত নয়। এই কমিনেশন ওষুধ খাবারের সাথে অথবা খাবার ছাড়াও সেবন করা যায়। অন্যান্য উচ্চ রক্তচাপরোধী ওষুধের সাথেও এই কমিনেশন ওষুধ সেবন করা যায়।

পরিবর্তিত চিকিৎসায় মাত্রাঃ যে সকল রোগী এমলোডিপিন অথবা ওলমেসারটান সেবন করছিলেন, তাদের ক্ষেত্রে এই কমিনেশন ওষুধ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে ব্যবহার করা যাবে। এক্ষেত্রে এমলোডিপিন বা ওলমেসারটান অথবা উভয় ওষুধের মাত্রা প্রয়োজনমত বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

সংযুক্তি চিকিৎসায় মাত্রাঃ যে সকল রোগীর উচ্চ রক্তচাপ শুধুমাত্র এমলোডিপিন অথবা ওলমেসারটান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে না, তাদের ক্ষেত্রে এই কমিনেশন ওষুধটি ব্যবহার করা যাবে।

প্রতিনির্দেশনা: এই ওষুধের যে কোন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীলতা।

সতর্কতা: নিম্ন রক্তচাপ, এনজিনা বা মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন বৃদ্ধি, বৃক্কের কার্যকারিতা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

ক্ষতিকর ক্রিয়া

সাধারণত মৃদু এবং কদাচিৎ এই ওষুধ দ্বারা চিকিৎসা প্রত্যাহার করা হয়, ইডিমা হতে পারে।

গর্ভাবস্থায় ব্যবহার: এমলোডিপিনঃ ওষুধ গ্রহণ সম্ভাব্য তির তুলনায় বেশী প্রয়োজনীয় হলে ব্যবহার করা যেতে পারে।

ওলমেসারটানঃ প্রেগনেন্সী ক্যাটাগরি সি (প্রথম ট্রাইমেস্টারে) এবং ডি (২য় ও ৩য় ট্রাইমেস্টারে)। স্তন্যদানকালীন সময়ে ব্যবহার: মায়ের ক্ষেত্রে ওষুধের প্রয়োজনীয়তা এবং সম্ভাব্য তির দিক পর্যালোচনা করে ওষুধ সেবন অথবা দুগ্ধদান এর যে কোন একটি কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে।

শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার: নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা এখনও প্রতিষ্ঠিত নয়।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: এই কমিনেশন ওষুধের সাথে অন্য কোন ওষুধের প্রতিক্রিয়ার কোন তথ্য নেই, যদিও এককভাবে এমলোডিপিন অথবা ওলমেসারটান এর সাথে অন্য ওষুধের প্রতিক্রিয়ার তথ্য রয়েছে। মাত্রাধিক্য: এই কমিনেশন ওষুধের মাত্রাধিক্যের কোন তথ্য নেই।

সরবরাহ:

ক্যামলোসার্ট™ ৫/২০ ট্যাবলেট : প্রতিটি বাক্সে আছে ৩ X ১০ টি ট্যাবলেট। ক্যামলোসার্ট™ ৫/৪০ ট্যাবলেট : প্রতিটি বাক্সে আছে ৩ X ১০ টি ট্যাবলেট।

ক্যামলোটর® Camlotor®

উপাদান: এমলোডিপিন বিসাইলেট বিপি যা এমলোডিপিন ৫ মি.গ্রা. এর সমতুল্য এবং এটোরভাসটেন্টিন ক্যালসিয়াম আইএনএন যা এটোরভাসটেন্টিন ১০ মি.গ্রা. এর সমতুল্য ট্যাবলেট।

নির্দেশনা: যে সকল উচ্চ রক্তচাপের রোগীর চিকিৎসায়

এমলোডিপিন ও এটোরভাসটেটিন দুটি ওষুধই নির্দেশিত, তাদের ক্ষেত্রে এই কম্বিনেশন ওষুধটি যথাযথ কার্যকর। এমলোডিপিন যে সকল ক্ষেত্রে নির্দেশিত

১) উচ্চ রক্তচাপ ২) ক্রনিক স্ট্রোক এনজিনা ৩) ডায়ালিসিসস্যুটিক এনজিনা

এটোরভাসটেটিন যে সকল ক্ষেত্রে নির্দেশিত

১) হেটারোজাইগাস ফ্যামিলিয়াল ও নন-ফ্যামিলিয়াল হাইপার কোলেস্টেরোলেমিয়া

২) সেরামে ট্রাইগ্লিসারাইড এর পরিমাণ বৃদ্ধি

৩) প্রাথমিক ডিসবেটালাইপোপ্রোটিনেমিয়া

৪) হোমোজাইগাস ফ্যামিলিয়াল হাইপার কোলেস্টেরোলেমিয়া

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি: যে সকল রোগী এমলোডিপিন ও এটোরভাসটেটিন আলাদাভাবে সেবন করছেন, তাদের ক্ষেত্রে এই কম্বিনেশন ওষুধ ব্যবহার করা যথাযথ হবে। রোগী যে পরিমানে এমলোডিপিন ও এটোরভাসটেটিন সেবন করছেন, সেই পরিমানেই এ দুটি ওষুধের কম্বিনেশন ব্যবহার করা যাবে অথবা আরো বেশি উচ্চ রক্তচাপ/এনজিনা/লিপিড কমানোর জন্য এমলোডিপিন বা এটোরভাসটেটিন বা দুটি ওষুধই অতিরিক্ত পরিমানে কম্বিনেশন হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। যারা এই ওষুধের যে কোন একটি সেবন করছেন তাদের ক্ষেত্রে ক্যালোমিটার ব্যবহারে অতিরিক্ত সূক্ষ্ম পাওয়া যাবে।

একটি রোগের চিকিৎসা শুরু ও আরেকটি রোগের চিকিৎসা চালিয়ে এমলোডিপিন ও এটোরভাসটেটিন কম্বিনেশন ট্যাবলেটের নির্দেশিত মাত্রা: প্রারম্ভিক মাত্রা নির্ভর করবে যে ওষুধটি বর্তমানে রোগী খাচ্ছে তার পরিমাণ এবং নতুন যে ওষুধটি রোগীর চিকিৎসায় প্রয়োজন তার প্রারম্ভিক মাত্রার উপর। এই কম্বিনেশন ওষুধটি হাইপারলিপিডেমিয়া, উচ্চ রক্তচাপ বা এনজিনা চিকিৎসা শুরু করার ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা যাবে। এমলোডিপিন ও এটোরভাসটেটিন কম্বিনেশন ট্যাবলেটে এমলোডিপিন এর সর্বোচ্চ মাত্রা দৈনিক ১০ মি.গ্রা. এবং এটোরভাসটেটিন এর সর্বোচ্চ মাত্রা দৈনিক ৮০ মি.গ্রা.।

সতর্কতা ও যে সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: এই ওষুধের যে কোন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীলতা। যে সকল রোগীর যকৃতের অসুখ বা সেরাম ট্রান্সঅ্যামাইনেজ বৃদ্ধি জনিত অসুখ রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে এটোরভাসটেটিন প্রতিনির্দেশিত।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: সাধারণত মৃদু এবং এমনিতেই

চলে যায়। সাধারণ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলো হল পা বা গোড়ালি ফুলে যাওয়া (ইডিমা), মাথা ব্যথা, মাথা ঘুরানো ইত্যাদি।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: প্রেগনেসি ক্যাটাগরি 'এক্স'। এই কম্বিনেশন ট্যাবলেটে এটোরভাসটেটিন থাকার জন্য যে সকল নারী সন্তান ধারণ করতে অনিচ্ছুক বা এই ওষুধের ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জেনেও ওষুধ ব্যবহারে ইচ্ছুক, তাদের ক্ষেত্রে দেয়া যেতে পারে।

সরবরাহ:

ক্যালোমিটার® ৫/১০ ট্যাবলেট: প্রতি বাক্সে আছে ৩০ টি ট্যাবলেট।

ক্যামোভাল®

Camoval®

উপাদান: ক্যামোভাল® ৫/৮০ ট্যাবলেট: প্রতিটি ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেটে আছে এমলোডিপিন বিসাইলেট বিপি যা এমলোডিপিন ৫ মি.গ্রা. এর সমতুল্য এবং ভালসারটান ইউএসপি ৮০ মি.গ্রা.।

ক্যামোভাল® ৫/১৬০ ট্যাবলেট: প্রতিটি ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেটে আছে এমলোডিপিন বিসাইলেট বিপি যা এমলোডিপিন ৫ মি.গ্রা. এর সমতুল্য এবং ভালসারটান ইউএসপি ১৬০ মি.গ্রা.।

নির্দেশনা: উচ্চ রক্তচাপ।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি: উচ্চ রক্তচাপের চিকিৎসায় এমলোডিপিন দৈনিক ২.৫ হতে ১০ মি.গ্রা. পর্যন্ত এবং ভালসারটান ৮০ মি.গ্রা. হতে ৩২০ মি.গ্রা. পর্যন্ত কার্যকর। ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে দেখা গেছে, ওষুধের মাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে এর কার্যকারিতাও বেড়ে যায়। সেবন করার পর বা মাত্রা পরিবর্তন করার ২ সপ্তাহের মধ্যে রক্তচাপ কমে যায়। সেবন শুরু করার ১ বা ২ সপ্তাহ পর থেকে মাত্রা বাড়ানো যেতে পারে। রক্তচাপ যথাযথ নিয়ন্ত্রণ করতে সর্বোচ্চ দৈনিক ১০/৩২০ মি.গ্রা. পর্যন্ত সেবন করা যাবে।

ক্যামোভাল খাবারের সাথে অথবা খাবার ছাড়াও দেয়া যেতে পারে। ক্যামোভাল অন্যান্য এন্টিহাইপারটেনসিভ ওষুধের সাথে দেয়া যেতে পারে। যে সকল রোগীর রক্তচাপ শুধুমাত্র এমলোডিপিন বা ভালসারটান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে না, তাদেরকে এই দুই ওষুধের কম্বিনেশন দেয়া যেতে পারে।

বয়স্কদের ক্ষেত্রে মাত্রা: এমলোডিপিন ২.৫ মি.গ্রা.

দিয়ে চিকিৎসা শুরু করতে হবে, কারণ এমলোডিপিন এর ক্লিয়ারেন্স কম।

বৃক্কের অসমকার্যকারিতায় মাত্রা: বৃক্কের মৃদু থেকে মাঝারী অসমকার্যকারিতার ক্ষেত্রে প্রারম্ভিক সেবন মাত্রা পুনর্নির্ধারণের প্রয়োজন নেই। বৃক্কের তীব্র অসমকার্যকারিতায় মাত্রা ধীরে ধীরে বাড়তে হবে।

যকৃতের অসমকার্যকারিতায় মাত্রা: যকৃতের মৃদু থেকে মাঝারী অসমকার্যকারিতার ক্ষেত্রে প্রারম্ভিক সেবন মাত্রা পুনর্নির্ধারণের প্রয়োজন নেই। যকৃতের তীব্র অসমকার্যকারিতায় মাত্রা ধীরে ধীরে বাড়তে হবে।

সতর্কতা ও যে সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না:

এ ওষুধের যে কোন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীলতা।

ক্রম অথবা নবজাতককে ওষুধের সংস্পর্শে না আনা, রক্তচাপ পরীক্ষা করা, তীব্র করনারী আর্টারী ডিজিজ রোগীদেরকে মায়োকার্ভিয়াল ইনফার্কশন এর ঝুঁকি বা এনজিমা সম্পর্কে অবহিত করা, যকৃত বা বৃক্কের অসমকার্যকারিতার রোগীদের ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে মাত্রা বাড়ানো

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: সাধারণতঃ মৃদু ও গস্থায়ী। সাধারণ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলোর মধ্যে রয়েছে হাতে ও পায়ে পানি জমা, নাক দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাসে বাধা, গলা ব্যথা ও খাবার খেতে অসুবিধা, উর্ধ্ব শ্বাসনালীর সংক্রমণ, মাথা ঘুরানো ইত্যাদি।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: এই কম্বিনেশন ওষুধের সাথে অন্য ওষুধের প্রতিক্রিয়ার কোন তথ্য নেই। তবে পৃথক পৃথকভাবে এমলোডিপিন ও ভালসারটান এর সাথে অন্য ওষুধের প্রতিক্রিয়ার তথ্য আছে।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: প্রেগনেসি ক্যাটাগরি ডি।

এমলোডিপিন ও ভালসারটান মাতৃদুগ্ধে নিঃসৃত হয় কিনা জানা যায় নি। শিশুর উপর ওষুধের ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া এবং মায়ের জন্য ওষুধের প্রয়োজনীয়তা পর্যালোচনা করে স্তন্যদানকারী মায়ের ওষুধ গ্রহণ অথ বা স্তন্যদান করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

সরবরাহ:

ক্যামোভাল® ৫/৮০ ট্যাবলেট: প্রতি বাক্সে আছে ৩০টি ট্যাবলেট, ক্যামোভাল® ৫/১৬০ ট্যাবলেট: প্রতি বাক্সে আছে ২০টি ট্যাবলেট।

উপাদান: নিসট্যাটিন ১,০০,০০০ ইউনিট/মি.লি. সাসপেনশন।

নির্দেশনা: ক্যানডিডিয়াসিস

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি: ১ মি.লি. সাসপেনশন দিনে চার বার মুখে দিতে হবে।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: এর কোন উপাদানের প্রতি অতি সংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার অনুপযোগী। সিস্টেমিক মাইকোসিস চিকিৎসায় ব্যবহার করা যাবে না।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: বমি বমি ভাব, বমি এবং ডায়রিয়া হতে পারে। ত্বক লাল হওয়া সহ আর্টিকেরিয়া কম দেখা যায়।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে এখনও জানা যায়নি।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: গর্ভাবস্থায় ব্যবহারের ব্যবস্থাপত্র তখনই দেয়া হবে যখন সম্ভাবনাময় সুফল, সম্ভাব্য ঝুঁকিকে ছাড়িয়ে যাবে। দুগ্ধদানরত মহিলাদের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপত্র দেয়ায় সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

সরবরাহ:

ক্যানডেক্স® সাসপেনশন : ১২ মি.লি.।

ক্যাপসি®

Capsi®

উপাদান: ক্যাপসাইসিন ইউএসপি ০.২৫ মি.গ্রা./গ্রাম ক্রীম।

নির্দেশনা: অস্টিওআর্থ্রাইটিস এবং রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস এর কারণে উদ্ভূত ব্যথার ক্ষেত্রে নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি: প্রাণ্ডবয়স্ক: ক্ষতবিহীন ত্বকে ব্যবহারের জন্য অল্প পরিমাণ ক্রীম ব্যথাক্রান্ত স্থানে দিনে চারবার ব্যবহার করতে হবে। প্রত্যেকবার ক্রীম ব্যবহারের মাঝে অন্তত: ৪ ঘন্টা বিরতি দিতে হবে। ক্রীম ভালভাবে ঘষে লাগাতে হবে যেন ত্বকে ক্রীমের কোন অবশিষ্টাংশ না থাকে। ক্রীম ব্যবহারের সাথে সাথেই যে হাত অথবা আঙ্গুল দিয়ে ক্রীম ব্যবহার করা হয়েছে তা ভালভাবে ধুয়ে ফেলতে হবে। কোন ক্ষেত্রেই ক্যাপসাইসিন ক্রীম চোখে বা চোখের আশে পাশে লাগানো যাবে না। ক্যাপসি ক্রীম ব্যবহারের প্রথম সপ্তাহ থেকেই ব্যথা উপশম কার্যকারিতা পাওয়া যায় এবং পরবর্তী ২-৮ সপ্তাহ ব্যবহারে এই

ক্যানডেক্স®

Candex®

কার্যকারিতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে।
শিশু: শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না।
সতর্কতা ও যে সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না:
ক্যাপসাইসিন ক্রীম ব্যবহারের কিছু সময় আগে অথবা
পরে গরম পানি দিয়ে গোসল করলে জ্বালাপোড়া বোধ
বেশি অনুভূত হতে পারে। ক্যাপসি ক্রীম ব্যবহারের
পর ত্বকের উপর শক্ত ব্যান্ডেজ ব্যবহার করা যাবে
না।

ক্ষতযুক্ত ত্বকে ক্যাপসাইসিন ক্রীম ব্যবহার করা যাবে
না। ক্যাপসাইসিন এবং এই ক্রীমে ব্যবহৃত অন্যান্য
কোন উপাদানের প্রতি সংবেদনশীলতা আছে এমন
রোগীদের ক্ষেত্রে প্রতিনির্দেশিত।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: ক্যাপসাইসিন ক্রীম ব্যবহারের প্রাথমিক
পর্যায়ে ত্বকে জ্বালাপোড়ার অনুভূতি হতে পারে
যা কিছু দিন ক্রীম ব্যবহারের পরই দূর হয়ে যায়।
অতিরিক্ত ক্রীম ব্যবহার কিংবা দিনে ৩-৪ বারের চেয়ে
কম ব্যবহারের ফলে এমনটা দেখা যায়।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: বাহ্যিক ব্যবহারের
জন্য নির্দেশিত হওয়ায় অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া
প্রযোজ্য নয়।

গর্ভাবস্থায় এবং স্তন্যদানকালে ব্যবহার: গর্ভাবস্থায়
এবং স্তন্যদানকালীন সময়ে ক্যাপসাইসিন ক্রীম
ব্যবহারের নিরাপত্তার বিষয়টি এখনও প্রতিষ্ঠিত নয়।
তবে ক্যাপসাইসিন ক্রীমের ট্রান্সডার্মাল শোষণ অত্যন্ত
অল্প হওয়ায় ধারণা করা হয় ইহা মানুষের ক্ষেত্রে কোন
ক্ষতিকর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেয় না।

সরবরাহ:
ক্যাপসি® ০.০২৫% ক্রীম: প্রতি টিউবে আছে ২০
গ্রাম ক্রীম।

কার্বিজল® Carbizol®

উপাদান : কার্বিমাঞ্জল ৫ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।
নির্দেশনা : হাইপারথাইরয়েডিজম, থাইরোটক্সিকোসিস
এবং থাইরয়েড অপারেশনের পূর্বে প্রস্তুতি হিসেবে।
মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : প্রথমে ২০ মি.গ্রা. থেকে ৬০
মি.গ্রা. দিনে ২-৩টি বিভাজিত মাত্রায় শুরু করতে
হবে। পরবর্তীতে রোগীর প্রয়োজন অনুযায়ী ৫ মি.গ্রা.
থেকে ১৫ মি.গ্রা. দৈনিক হিসেবে মাত্রা সমন্বয় করতে
হবে। শিশুদের ক্ষেত্রে ২৫০ মাইক্রোগ্রাম/কেজি
প্রতিদিন বিভাজিত মাত্রায় সেব্য। চিকিৎসাকাল : ১৮-

২৪ মাস।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : ত্বকের চুলকানি, র্যাশ, পিগমেন্টেশন,
মাথাব্যথা, চুলপড়া ইত্যাদি।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : আয়োডিন, অ্যান্টি
কোয়াণ্ডলেন্ট ড্রাগ।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : প্রত্যাশিত সুফল
গর্ভস্থ জন্মের ওপর সম্ভাব্য আশংকার চেয়ে বেশী
বিবেচনায় ব্যবহার করা যেতে পারে। মাতৃদুগ্ধে এর
নিঃসরণ হওয়ায় চিকিৎসকের বিবেচনায় ব্যবহার করা
যেতে পারে।

সরবরাহ :
কার্বিজল® ট্যাবলেট : ৬ X ১০ টি ট্যাবলেট রিস্টার
প্যাকে।

কার্ডিপ্রো® Cardipro®

উপাদান : এটিনোলল। ৫০ ও ১০০ মি.গ্রা.
ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : উচ্চ রক্তচাপ, এনজিনা পেকটোরিস,
কার্ডিয়াক এরিডমিয়া, মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : ৫০ মি.গ্রা. করে দিনে
একবার। এই মাত্রা ১০০-২০০ মি.গ্রা. পর্যন্ত বাড়ানো
যেতে পারে।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :
সেকেন্ড এবং থার্ড ডিগ্রি হার্ট ব্লক, হার্ট ফেইলিওর,
কার্ডিওজেনিক শক।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : ঠাণ্ডা অনুভব, অবসাদ, প্রাণবন্ত স্বপ্ন
দেখা, অনিদ্রা, উদরাময়, কোষ্ঠকাঠিন্য, যৌন অক্ষমতা
এবং অবশতা।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : ভেরাপ্যামিল, শ্রেণী-১
এরিডমিয়ারোধী ওষুধ (যেমন- ডাইসোপাইরামাইড),
কোনিডিন, ইনডোমেথাসিন।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভকালীন উচ্চ
রক্তচাপে সফলভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এটিনোলল
স্তন্যদুগ্ধে নিঃসৃত হয়। কিন্তু শিশুদের উপর এই
ওষুধের কোনরূপ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি।

সরবরাহ :
কার্ডিপ্রো® ৫০ ট্যাবলেট : ১০ X ১০ টি। কার্ডিপ্রো®
১০০ ট্যাবলেট : ১০ X ১০ টি।

কার্ডিপ্রো® প্লাস

Cardipro® Plus

উপাদান : (এটিনোলল ৫০ মি.গ্রা. + ক্লোরথেলিডন ২৫ মি.গ্রা.)/ট্যাবলেট এবং (এটিনোলল ১০০ মি.গ্রা. + ক্লোরথেলিডন ২৫ মি.গ্রা.)/ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : উক্ত রক্তচাপ।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : প্রারম্ভিক মাত্রা একটি কার্ডিপ্রো ৫০ প্লাস ট্যাবলেট (এটিনোলল ৫০ মি.গ্রা. + ক্লোরথেলিডন ২৫ মি.গ্রা.) দৈনিক একবার। ফলাফল আশানুরূপ না হলে মাত্রা বাড়িয়ে একটি কার্ডিপ্রো(র) ১০০ প্লাস ট্যাবলেট (এটিনোলল ১০০ মি.গ্রা. + ক্লোরথেলিডন ২৫ মি.গ্রা.) দৈনিক একবার।

প্রতি নির্দেশনা : সাইনাস ব্রাডিকার্ডিয়া, ফার্স্ট ডিগ্রীর চেয়ে বেশী হার্ট বক, কার্ডিওজেনিক শক, কার্ডিয়াক ফেইলিওর, এনুরিয়া, এই ওষুধ অথবা সালফোনামাইড-ডেরাইভড ওষুধের প্রতি অতিসংবেদনশীলতা।

পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া : মূদ্র এবং ক্ষণস্থায়ী যা এটিনোলল ও ক্লোরথেলিডনে দেখা যায়।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : অন্যান্য উচ্চ রক্তচাপরোধী ওষুধসমূহ, রিসারপিন।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : প্রেগন্যান্সি ক্যাটাগরি ডি। গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

সরবরাহ :

কার্ডিপ্রো® ৫০ প্লাস : ৩ X ১০ টি। কার্ডিপ্রো® ১০০ প্লাস : ৩ X ১০ টি।

কারভা® ৭৫

Carva® 75

উপাদান : এ্যাসপিরিন ৭৫ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : এন্টিথ্রোম্বোটিক কার্যকারিতা রয়েছে, যা অণুচক্রিকাকে সক্রিয় হতে বাধা প্রদান করার মাধ্যমে কাজ করে। এটি মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন এবং তৎপরবর্তীকালীন প্রতিরোধক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এটি অস্থায়ী এনজিনা এবং সেরিব্রাল ক্ষণস্থায়ী ইসকেমিক স্ট্রোকের প্রতিরোধক হিসেবেও ব্যবহৃত হয়।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : ১৫০ মি.গ্রা. রোগ নির্ণয়ের সময় এবং এর পরে প্রতিদিন ৭৫ মি.গ্রা. করে।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : অতি সংবেদনশীলতা, হাইপোথ্রোম্বিনেমিয়া, হেমোফিলিয়া,

পেপটিক আলসার ও হাঁপানী।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : অতিসংবেদনশীলতা, হাঁপানী, ইউরেট কিডনী স্টোন, দীর্ঘমেয়াদী পরিপাকতন্ত্রীয় রক্তক্ষরণ, টিনিটাস, বমি বমি ভাব, বমি হওয়া।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : এন্টিকোয়াগুলেটস, হাইপোগ্লাইসেমিকস, ফিনাইটয়েন, প্রোবেনেসিড, সালফোনামাইড।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভকালীন শেষ তিন মাস ও দুগ্ধদানকারীদের ব্যবহার করা উচিত নয়।

সরবরাহ :

কারভা® ৭৫ ট্যাবলেট : ২০ X ১০ টি।

কাভির™

Cavir™

উপাদান

কাভির™ ০.৫ ট্যাবলেট : প্রতিটি ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেটে আছে এন্টেকাভির আইএনএন ০.৫ মি.গ্রা.।

কাভির™ ১ ট্যাবলেট : প্রতিটি ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেটে আছে এন্টেকাভির আইএনএন ১ মি.গ্রা.।

নির্দেশনা: ভাইরাল রেপিকেশন এর প্রমাণ আছে এবং সিরামে এমিনোট্রান্সফারেজ (এএলটি অথবা এএসটি) এর ক্রমাগত বৃদ্ধির প্রমাণ আছে অথবা হিস্টোলজিক্যাল সক্রিয় রোগ আছে এমন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী হেপাটাইটিস-বি এর চিকিৎসায় কাভির এগ নির্দেশিত।

মাত্রা ও সেবনবিধি: কাভির খালি পেটে গ্রহণ করা উচিত (খাওয়ার কমপক্ষে দুই ঘন্টা আগে অথবা দুই ঘন্টা পরে)।

কোন নিউক্লিওসাইড চিকিৎসা নেয়নি এমন রোগীদের ক্ষেত্রে (≥১৬ বছর): ০.৫ মি.গ্রা. দৈনিক একবার।

ল্যামিভুডিন বা টেলবিভুডিন এর অকার্যকারিতায় (≥১৬ বছর): ১ মি.গ্রা. দৈনিক একবার।

যকৃতের অকার্যকারিতায়

১ মি.গ্রা. দৈনিক একবার।

বৃক্কের অকার্যকারিতায়

বৃক্কীয় অকার্যকারী রোগীদের ক্ষেত্রে ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স ৫০ মি.লি./মিনিট এর কম হলে এবং হিমোডায়ালাইসিস

অথবা সিএপিডি রোগীদের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ভাবে এন্টেকাভির এর মাত্রার সমন্বয় করতে হবে

বৃক্ষীয় অকার্যকারী রোগীর ক্ষেত্রে এন্টেকাভির-এর মাত্রা				
ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স (মিলি/মিনিট)	≥৫০	৩০থেকে <৫০	১০থেকে <৩০	<১০, হিমোডায়ালিসিস অথবা সিএপিডি রোগীদের ক্ষেত্রে
নির্দেশিত মাত্রা	প্রতি ২৪ ঘন্টায় ০.৫ মি.গ্রা.	প্রতি ৪৮ ঘন্টায় ০.৫ মি.গ্রা.	প্রতি ৭২ ঘন্টায় ০.৫ মি.গ্রা.	প্রতি ৭ দিনে ০.৫ মি.গ্রা.

প্রতিনির্দেশনা: এন্টেকাভির অথবা এর কোন উপাদানের প্রতি অতি সংবেদনশীল রোগীর ক্ষেত্রে এটি প্রতিনির্দেশিত।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: গর্ভাবস্থায়: প্রেগন্যান্সী ক্যাটেগরি 'সি'। মা থেকে শিশুতে হেপাটাইটিস-বি ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার উপর এন্টেকাভির এর প্রভাব সম্বলিত কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। তাই গর্ভাবস্থায় সাবধানতার সাথে এন্টেকাভির দিতে হবে।

স্তন্যদানকালে: এন্টেকাভির মাতৃদুগ্ধে নিঃসৃত হয় কিনা জানা যায় নি। মায়েরা যদি এন্টেকাভির গ্রহণ করে থাকেন তাহলে তাদেরকে স্তন্যদান করানো থেকে বিরত থাকা উচিত।

শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার: ১৬ বছরের কম বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে এন্টেকাভির এর নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

বয়স্ক রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার: ৬৫ অথবা এর অধিক বয়সের রোগীদের উপর এন্টেকাভির নিয়ে যথেষ্ট ক্লিনিক্যাল স্টাডি করা হয়নি বলে অপেক্ষাকৃত কম বয়সীদের তুলনায় তাদের উপর এন্টেকাভির এর কার্যকারিতার তুলনা করা যায়নি। তবে বয়স্ক রোগীদের ক্ষেত্রে এন্টেকাভির এর মাত্রা নির্ধারণে সাবধানতা অবলম্বন করা এবং বৃক্কের কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ করা উচিত।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: সাধারণ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলো হল মাথা ব্যথা, দুর্বলতা, মাথা বিমবিম করা এবং বমি বমি ভাব।

অন্য ঔষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: যে সব ঔষুধ বৃক্কের কার্যকারিতায় প্রভাব ফেলে অথবা বৃক্ক দ্বারা অপসারিত হয়, তাদের সাথে একত্রে ব্যবহার করা হলে এন্টেকাভির অথবা সেই ঔষুধের সেরাম ঘণমাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে। ল্যামিভুডিন, এডেফোভির ডিপিভক্সিল অথবা টেনোফোভির ডিসোপ্রোপ্সিল ফিউমারেট এর

সাথে এন্টেকাভির এর তেমন কোন ঔষুধ আন্তঃক্রিয়া নেই।

সরবরাহ: কাভির ০.৫ ট্যাবলেট: প্রতিটি বাক্সে আছে ৫ টি ট্যাবলেট অ্যালু-অ্যালু গ্লিস্টার প্যাক-এ।

কাভির ১ ট্যাবলেট: প্রতি বাক্সে আছে ৫ টি ট্যাবলেট অ্যালু-অ্যালু গ্লিস্টার প্যাক-এ।

সিভিট®

Ceevit®

উপাদান : সিভিট® - ভিটামিন সি ২৫০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট। সিভিট® ফোর্ট - ভিটামিন সি ১০০০ মি.গ্রা. এফারভেসেন্ট ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : স্কার্ভি, গর্ভাবস্থা, স্তন্যদানকাল, ইনফেকশন, মারাত্মক ক্ষত, পুড়ে যাওয়া, ঠাণ্ডা লাগা, অস্ত্রোপচারের পর, জ্বর, প্রচণ্ড স্নায়ুচাপ, পেপটিক আলসার, ক্যান্সার, হেমাটুরিয়া, দাঁতের ক্ষত, মাড়ির সংক্রমণ, ব্রন, বন্ধ্যাত্ব, হাড়ের ভঙ্গুরতা, পায়ের আলসার, হে ফিভার এবং লেভোডোপা বিযাক্ততা প্রতিরোধ ও চিকিৎসায় নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : সিভিট® : ১-৩ টি ট্যাবলেট প্রতিদিন অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য। সিভিট® ফোর্ট : ১ টি ট্যাবলেট প্রতিদিন অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : হাইপার অক্সালিউরিয়া রোগীদের ক্ষেত্রে উচ্চমাত্রায় গ্রহণ নির্দেশিত নয়। গ্লুকোজ, ইউরিক এসিড এবং ক্রিয়েটিনিন পরীক্ষায় ভিটামিন সি ভুল পজিটিভ রেজাল্ট দিতে পারে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : অত্যধিক মাত্রায় ব্যবহারে ডায়রিয়া, মাথা ব্যথা, লৌহ শোষণ ক্ষমতার মাত্রাধিক্য হতে পারে।

অন্য ঔষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : এমাইনোফাইলিন, নিওমাইসিন, ইরিথ্রোমাইসিন, কোরামফেনিকল, কোরথায়াজাইড সোডিয়াম, হাইড্রোকোর্টিসোন সোডিয়াম ঔষুধের সাথে ভিটামিন সি এর কিছু ক্ষতিকারক প্রতিক্রিয়া আছে।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : স্বাভাবিক মাত্রায় সম্পূর্ণ নিরাপদ। তবে প্রতিদিন ৫ গ্রাম অথবা এর বেশী মাত্রায় গ্রহণ করলে গর্ভপাত হতে পারে।

সরবরাহ :

সিভিট® ট্যাবলেট : ২০ X ১০ টি। সিভিট® ফোর্ট

ইফারভেসেন্ট ট্যাবলেট : ১০ টি ।

সেফ-৩®

Cef-3®

উপাদান: সেফিক্সিম (সেফিক্সিম ট্রাইহাইড্রেট ইউ এসপি হিসেবে)। ২০০ মি.গ্রা. ক্যাপসুল, ৪০০ মি.গ্রা. ডিএস ক্যাপসুল, ২০০ মি.গ্রা. ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেট, ৪০০ মি.গ্রা. ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেট, ১০০ মি.গ্রা./৫ মি.লি.সাসপেনশন এবং ২০০ মি.গ্রা./৫ মি.লি. ফোর্ট সাসপেনশন ।

নির্দেশনা: উর্ধ্ব ও নিম্ন শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ, মূত্র নালীর সংক্রমণ, গনোকক্কাল ইউরেথ্রাইটিস, একিউট ওটাইটিস মিডিয়া ।

ব্যবহারবিধি ও মাত্রা: সেফ-৩® ক্যাপসুল/ট্যাবলেটঃ ২০০ মি. গ্রা. - ৪০০ মি. গ্রা., একক বা বিভক্ত মাত্রায় ৭-১৪ দিন পর্যন্ত রোগের তীব্রতা অনুযায়ী সেব্য ।

সেফ-৩® সাসপেনশন তৈরীর পাউডারঃ

শিশুদের মাত্রাঃ দৈনিক ৮ মি.গ্রা. প্রতি কেজি দৈহিক ওজন হিসাবে একক বা দুটি বিভক্ত মাত্রায় ৭-১৪ দিন পর্যন্ত সেব্য অথবা

১/২-১ বছর পর্যন্ত : ৭৫ মি.গ্রা.

১-৪ বছর পর্যন্ত : ১০০ মি.গ্রা.

৫-১০ বছর পর্যন্ত : ২০০ মি.গ্রা.

১১-১২ বছর পর্যন্ত : ৩০০ মি.গ্রা.

১২ বছরের উর্দে : পূর্ণ বয়স্ক মাত্রা

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: সাধারণতঃ সেফ-৩® সুসহনীয় । যে সব পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে দেখা গেছে তার অধিকাংশই মৃদু প্রকৃতির এবং ক্ষণস্থায়ী ।

পরিপাকতন্ত্রে (GIT) প্রতিক্রিয়া: ডায়ারিয়া (যদি মারাত্মক আকার ধারণ করে তবে সেফ-৩® সেবন বন্ধ করা উচিত), পায়খানার রং পরিবর্তন, বমিবমি ভাব, পেটে ব্যথা, অজীর্ণতা ।

কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে (CNS) প্রতিক্রিয়া: মাথা ব্যথা, বিমুনী হতে পারে ।

অন্যান্য প্রতিক্রিয়া: অতি সংবেদনশীল (Hypersensitivity) প্রতিক্রিয়া যা চিকিৎসা বন্ধ করা হলে প্রশমিত হয় । হেমাটোলজিক্যাল প্রতিক্রিয়া যা খুবই বিরল এবং সিরামে অ্যামাইলেজ এর পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া ।

অনুপযোগিতা: যাদের সেফালোস্পোরিন জাতীয় ওষুধে অতিসংবেদনশীলতা আছে ।

সাবধানতা: যাদের পরিপাকতন্ত্রে সমস্যা আছে বিশেষ করে কোলাইটিস থাকলে সেফ-৩® সাবধানতার সাথে ব্যবহার করা উচিত । যে সব রোগীর বৃক্কের কার্যক্ষমতায় মারাত্মক সমস্যা আছে শুধুমাত্র তাদের ক্ষেত্রেই মাত্রা পরিবর্তন করার প্রয়োজন হতে পারে ।

গর্ভাবস্থায় এবং স্তন্যদানকালে: গর্ভকালীন অবস্থায় এবং স্তন্যদানকালে সেফ-৩® গ্রহণে বিরত থাকাই ভাল কেননা এক্ষেত্রে তেমন কোন ক্লিনিক্যাল তথ্য নেই ।

বয়স্কদের ক্ষেত্রে: কোন বিশেষ সাবধানতার প্রয়োজন নেই ।

শিশুদের ক্ষেত্রে: ১২ বছরের কম অথবা ৫০ কেজির চেয়ে কম ওজনের শিশুদের ক্ষেত্রে দৈনিক ৮ মি.গ্রা. প্রতি কেজিতে হিসাবে সেব্য ।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : কোন তথ্য নেই ।

সরবরাহ

সেফ-৩® ক্যাপসুলঃ প্রতিটি বাক্সে আছে ১২ টি ক্যাপসুল । সেফ-৩® ডিএস ক্যাপসুলঃ প্রতিটি বাক্সে আছে ৬ টি ক্যাপসুল । সেফ-৩® ট্যাবলেট ঃ প্রতিটি বাক্সে আছে ১০ টি ট্যাবলেট । সেফ-৩® ডিএস ট্যাবলেট ঃ প্রতিটি বাক্সে আছে ৬ টি ট্যাবলেট । সেফ-৩® সাসপেনশন তৈরীর পাউডার (৩০ মি.লি) ঃ প্রতিটি বোতলে আছে ৩০ মি.লি. সাসপেনশন তৈরীর পাউডার । সেফ-৩® সাসপেনশন তৈরীর পাউডার (৪০ মি.লি) ঃ প্রতিটি বোতলে আছে ৪০ মি.লি. সাসপেনশন তৈরীর পাউডার । সেফ-৩® সাসপেনশন তৈরীর পাউডার (৫০ মি.লি) ঃ প্রতিটি বোতলে আছে ৫০ মি.লি. সাসপেনশন তৈরীর পাউডার । সেফ-৩® ফোর্ট সাসপেনশন তৈরীর পাউডার (৫০ মি.লি) ঃ প্রতিটি বোতলে আছে ৫০ মি.লি. সাসপেনশন তৈরীর পাউডার ।

সেফোটিল™

Cefotil™

উপাদান : সেফিউরিক্সিম । ১২৫, ২৫০ ও ৫০০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট, ১২৫ মি.গ্রা./৫ মি.লি. পাউডার ফর সাসপেনশন এবং ৭৫০ মি.গ্রা. ও ১.৫ গ্রাম ইঞ্জেকশন ।

নির্দেশনা : নাক, কান, গলার বিভিন্ন সংক্রমণ ও প্রদাহে, ফুরানকিউলোসিস, পায়োডারমা, ইম্পেটিগো, বৃক্ক, মূত্রনালি এবং মূত্রথলীর সংক্রমণ, গনোকক্কাল

ইউরোথাইটিস, সারভিসাইটিস এবং লাইম ডিজিজ।
মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : ২৫০-৫০০ মি.গ্রা. দিনে
২ বার ৭-১০ দিন চিকিৎসকের নির্দেশনা অনুযায়ী
সেব্য। সেফালোস্পোরিন গ্রুপের এন্টিবায়োটিক এর
প্রতি সংবেদনশীল রোগীদের সেফিউরক্সিম দেয়া
উচিত নয়।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :
দীর্ঘদিন ব্যবহারে সেফিউরক্সিমের প্রতি সংবেদনশীল
নয় এমন জীবাণু সমূহের অতিমাত্রায় বৃদ্ধি ঘটতে
পারে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : খুব কম সংখ্যক রোগীদের ক্ষেত্রে
বমি ভাব এবং বমি হতে পারে।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : কোন ক্ষতিকর
প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভাবস্থার শেষ
ভাগে মূত্রনালী এবং অন্যান্য সংক্রমণে সেফিউরক্সিমের
নিরাপদ ব্যবহার রয়েছে। স্তন্যদানকালে সতর্কতার
সাথে ব্যবহার করা উচিত।

সরবরাহ :

সেফোটিল™ ১২৫ মি.গ্রা. ট্যাবলেট : ২০ টি।
সেফোটিল™ ২৫০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট : ২০ টি।
সেফোটিল™ ৫০০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট : ১২ টি।
সেফোটিল™ পাউডার ফর সাসপেনশন : ৭০ মি.লি।
সেফোটিল™ ৭৫০ মি.গ্রা. আইএম/আইভি ইঞ্জেকশন
: একটি ভায়াল। সেফোটিল™ ১.৫ মি.গ্রা. আইভি
ইঞ্জেকশন : একটি ভায়াল।

সেফট্রোন®

Ceftron®

উপাদান : সেফট্রিয়াজোন ২৫০ মি.গ্রা. আইএম,
২৫০ মি.গ্রা. আইভি, ৫০০ মি.গ্রা. আইএম, ৫০০
মি.গ্রা. আইভি, ১ গ্রাম আইএম, ১ গ্রাম আইভি এবং
২ গ্রাম আইভি ইঞ্জেকশন।

নির্দেশনা : বৃক্ক ও মূত্রনালীর সংক্রমণে, শ্বাসনালীর
নিম্নাংশের সংক্রমণে, বিশেষত নিউমোনিয়া,
গনোকক্কাস সংক্রমণে, চর্ম ও নরম কলার সংক্রমণে,
অস্থি ও অস্থি সন্ধির সংক্রমণে, ব্যাকটেরিয়া ঘটিত
মেনিনজাইটিস, গুরুতর ব্যাকটেরিয়া ঘটিত সংক্রমণে,
যেমন- সেপটিসেমিয়া, নাক, কান ও গলার সংক্রমণে,
ক্যাসার আক্রান্ত রোগীদের সংক্রমণে, অপারেশন
পরবর্তী সংক্রমণ প্রতিরোধে, অপারেশন পূর্ব ও পরবর্তী

সংক্রমণে প্রতিরোধক হিসেবে এবং টাইফয়েড জ্বরে।
মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য : একক
মাত্রায় ১-২ গ্রাম হচ্ছে সাধারণ মাত্রা (অথবা দৈনিক
দুইবার সমভিত্তক মাত্রায়)। দৈনিক মাত্রা বাড়ানো
যেতে পারে, কিন্তু ৪ গ্রাম এর বেশী হওয়া উচিত নয়।
অপারেশন পূর্ববর্তী ব্যবহারের ক্ষেত্রে (সার্জিক্যাল
প্রোফাইলেক্সিস), সার্জারির ১/২-২ ঘণ্টা পূর্বে একক
মাত্রায় ১ গ্রাম নির্দেশিত। ১২ বছরের কম বয়সী
শিশুদের ক্ষেত্রে : দৈনিক একক মাত্রায় ৫০ থেকে ৭৫
মি.গ্রা./কেজি দেহ ওজনে প্রযোজ্য (অথবা দৈনিক
দুইবার সমভিত্তক মাত্রায়)।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : অতি
সংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে
না।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : সাধারণতঃ সুসহনীয়। কতিপয়
ক্ষেত্রে নিম্নের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলো লক্ষ্য করা যায়-
ডায়রিয়া, বমি ভাব, চুলকানি, লাল চাকাকৃতি দাগ,
জন্ডিস, অস্থিরতা, ঝিমুনি, মানসিক দুর্বলতা।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : এলকোহলের সাথে
ডিসাল্ফিরামের মত প্রতিক্রিয়া দেখা যেতে পারে।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : চরম নির্দেশনা
না থাকলে গর্ভাবস্থায় এটি ব্যবহারযোগ্য নয়।
স্তন্যদানকারী মায়ের ক্ষেত্রে সাবধানতা ও সতর্কতার
সাথে ব্যবহা করা উচিত।

সরবরাহ :

সেফট্রোন® ২৫০ মি.গ্রা. আইএম ইঞ্জেকশন: প্রতি
ভায়ালে আছে ২৫০ মি.গ্রা. সেফট্রিয়াজোন (জীবাণুমুক্ত
সেফট্রিয়াজোন সোডিয়াম ইউএসপি হিসাবে) এবং
প্রতিটি এম্পুলে আছে ২ মি.লি. ১% লিডোকেইন
ইউএসপি আইএম ব্যবহারের জন্য। সেফট্রোন® ২৫০
মি.গ্রা. আইভি ইঞ্জেকশন: প্রতি ভায়ালে আছে ২৫০
মি.গ্রা. সেফট্রিয়াজোন (জীবাণুমুক্ত সেফট্রিয়াজোন
সোডিয়াম ইউএসপি হিসাবে) এবং প্রতিটি এম্পুলে
আছে ৫ মি.লি. ওয়াটার ফর ইঞ্জেকশন বিপি আইভি
ব্যবহারের জন্য। সেফট্রোন® ৫০০ মি.গ্রা. আইএম
ইঞ্জেকশন: প্রতি ভায়ালে আছে ৫০০ মি.গ্রা.
সেফট্রিয়াজোন (জীবাণুমুক্ত সেফট্রিয়াজোন সোডিয়াম
ইউএসপি হিসাবে) এবং প্রতিটি এম্পুলে আছে ২ মি.লি.
১% লিডোকেইন ইউএসপি আইএম ব্যবহারের জন্য।
সেফট্রোন® ৫০০ মি.গ্রা. আইভি ইঞ্জেকশন: প্রতি
ভায়ালে আছে ৫০০ মি.গ্রা. সেফট্রিয়াজোন (জীবাণুমুক্ত
সেফট্রিয়াজোন সোডিয়াম ইউএসপি হিসাবে)

এবং প্রতিটি এম্পুলে আছে ৫ মি.লি. ওয়াটার ফর ইঞ্জেকশন বিপি আইডি ব্যবহারের জন্য। সেফট্রোন® ১ গ্রাম আইএম ইঞ্জেকশন: প্রতি ভায়ালে আছে ১ গ্রাম সেফট্রিয়াজোন (জীবাণুমুক্ত সেফট্রিয়াজোন সোডিয়াম ইউএসপি হিসাবে) এর সমতুল্য গুঁড়ু পাউডার এবং প্রতিটি এম্পুলে আছে ৩.৫ মি.লি. ১% লিডোকেইন ইউএসপি আইএম ব্যবহারের জন্য। সেফট্রোন® ১ গ্রাম আইডি ইঞ্জেকশন: প্রতি ভায়ালে আছে ১ গ্রাম সেফট্রিয়াজোন (জীবাণুমুক্ত সেফট্রিয়াজোন সোডিয়াম ইউএসপি হিসাবে) এর সমতুল্য গুঁড়ু পাউডার এবং প্রতিটি এম্পুলে আছে ১০ মি.লি. ওয়াটার ফর ইঞ্জেকশন বিপি আইডি ব্যবহারের জন্য। সেফট্রোন® ২ গ্রাম আইডি ইঞ্জেকশন: প্রতি ভায়ালে আছে ২ গ্রাম সেফট্রিয়াজোন (জীবাণুমুক্ত সেফট্রিয়াজোন সোডিয়াম ইউএসপি হিসাবে) এর সমতুল্য গুঁড়ু পাউডার এবং দুটি এম্পুলের প্রতিটিতে রয়েছে ১০ মি.লি. ওয়াটার ফর ইঞ্জেকশন বিপি আইডি ব্যবহারের জন্য।

সেরেভাস®

Cerevas®

উপাদান : ভিনপোসিটিন ৫ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।
নির্দেশনা : রক্তসংবহনজনিত দুর্ঘটনা: সেরেব্রাল প্রমোসিসজনিত ইসকেমিক স্ট্রোক, সেরেব্রাল এমবোলিজম, রক্তসংবহনজনিত তীব্র সমস্যা, উচ্চরক্তচাপ জনিত সমস্যা, হৃৎপিণ্ডের কঠিন সমস্যা, স্নায়ু দুর্বলতা, পূর্ণ স্ট্রোক, ডিমেনসিয়া, আর্টেরিওকেরোসিস, উচ্চ রক্তচাপের এনসেফালোপ্যাথী, অ্যাপপলেকটিক অবস্থার পরে যখন রক্তক্ষরণ হয় ইত্যাদি।
বার্ধক্য : নানা মানসিক সমস্যা, রক্তসংবহনের সমস্যা, স্মৃতিশক্তি লোপ পাওয়া, চিন্তাশক্তি শূন্য হওয়া, কোনো কাজে মনোযোগহীনতা, বিঁমুনী, মুড সমস্যা, বাকহীনতা, অনিদ্রা ও রক্তনিবৃত্তির সময় ভেসোভেজিটেটিভ লক্ষণ দূরীকরণে।
চক্ষুরোগ : আর্টেরিওস্ক্লেরোসিসের কারণে চোখের করয়েড ও রেটিনার রক্তসংবহনজনিত সমস্যা। ভ্যাসোস্পাজম ম্যাকুলার উপশিরা চিন্তা ও ধমনীর রক্ততঞ্চন ও এমবোলিজম ও গ্লুকোমা অথবা এ জাতীয় সমস্যা।
কর্ণরোগ : সংবহনজনিত সৃষ্ট সমস্যায় কানে সমস্যা, যা কিনা প্রেসবাইয়াকুসিস থেকে হতে পারে। মেনিয়ারস

ডিজিজ, ককলিয়ার সমস্যা, কানে শৌশৌ শব্দ করা ও মাথার বিঁমুনি।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : ১-২ ট্যাবলেট দিনে তিনবার। লক্ষণমাত্রায় ১টি করে ট্যাবলেট দিনে তিনবার।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : স্নায়ুজনিত চোখের এবং কানের উপরোলোখিত সমস্যার তীব্র অবস্থায় পেরোস্টেরাল চিকিৎসার পরে মুখে খাবার ট্যাবলেট চলতে থাকবে। গর্ভাবস্থায় এ ওষুধ খাওয়া নিষেধ।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : ক্ষণস্থায়ী রক্তচাপ হ্রাস ও দ্রুত হৃদস্পন্দন হতে পারে।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : অন্য কোন ওষুধের সাথে এর কোন ইন্টারাকশন আছে বলে তথ্য নেই।

সরবরাহ :

সেরেভাস® ট্যাবলেট : প্রতি বাক্সে আছে ৫০ টি ট্যাবলেট।

কোলিনর®

Cholinor®

উপাদান : ইজেটিমাইব ১০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : প্রাইমারী হাইপারকোলেস্টেরোলেমিয়া : হেটেরোজাইগাস ফ্যামিলিয়াল এবং নন-ফ্যামিলিয়াল (মনোথেরাপি অথবা এইচ এম জি কোএ রিডাক্টেজ ইনহিবিটর এর সাথে কম্বিনেশন হিসাবে)। হোমোজাইগাস সিটোস্টেরোলেমিয়া : খাদ্যের সাথে সম্পূরক হিসাবে।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : ১০ মি.গ্রা. দিনে এক বার।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : এইচ এম জি কোএ রিডাক্টেজ ইনহিবিটরের সাথে ব্যবহারের ক্ষেত্রে উক্ত ওষুধের নির্দেশনা তথ্য অনুযায়ী দিতে হবে। অতিসংবেদনশীলতা। ইজেটিমাইব ও এইচএমজি কোএ রিডাক্টেজ ইনহিবিটর এর কম্বিনেশন একটিভ লিভার ডিজিজ অথবা অবিশেষ্য বিদ্যমান সেরাম ট্রান্স এমাইনেজের বৃদ্ধি এর ক্ষেত্রে প্রতিনির্দেশিত।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : সাধারণত সহনশীল। পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া পাসিবো এর মতই।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : প্রত্যাশিত সুফল যদি ঙ্গনের উপর ঝুঁকির থেকে বেশী হয়, সেত্রে ব্যবহার করা যাবে। ইজেটিমাইব স্তন্যদানকালে ব্যবহার করা উচিত নয়, তবে প্রত্যাশিত সুফল যদি

ঝুঁকির থেকে বেশী হয় সেত্রে ব্যবহার করা যাবে।

সরবরাহ :

কোলিনর® ট্যাবলেট : ৩ X ১০ টি।

সিলোস্টা™

Cilosta™

উপাদান: সিলোস্টাজোল আই এন এন ১০০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

নির্দেশনা: সিলোস্টা ইন্টারমিটেন্ট ক্লডিকেশন এর লক্ষণসমূহ কমানোর প্রতি নির্দেশিত, যা হাঁটার দূরত্ব বৃদ্ধির মাধ্যমে নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি: সিলোস্টা ১০০ এর নির্দেশিত মাত্রা হল ১০০ মি.গ্রা. দৈনিক দুইবার, যা সকালের নাস্তা এবং রাতের খাবারের আধা-ঘন্টা আগে অথবা ২ ঘন্টা পরে গ্রহণ করতে হবে। কিটোকোনাজোল, ইট্রাকোনাজোল, ইরাইথ্রোমাইসিন এবং ডিলটিয়াজেম এর সাথে সেবনের ক্ষেত্রে দিনে দুইবার ৫০ মি.গ্রা. মাত্রায় খেতে হবে।

সতর্কতা ও যে সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: সিলোস্টাজোল যে কোন মাত্রার হার্ট ফেইলিউর এর রোগীদের ক্ষেত্রে সতর্কতার সাথে ব্যবহার করা উচিত। সিলোস্টাজোল ও ক্লোপিডোগ্রেল এক সাথে ব্যবহারের ক্ষেত্রে কার্যকারিতা অথবা নিরাপত্তা বিচারে কোন তথ্য নেই।

সিলোস্টাজোল যেকোন পর্যায়ে কনজেস্টিভ হার্ট ফেইলিউর এর রোগীদের প্রতি প্রতিনির্দেশিত। সিলোস্টাজোল অথবা এর যে কোন উপাদানের প্রতি জ্ঞাত অথবা ধারণাগত অতিসংবেদনশীলতা এর ক্ষেত্রে সিলোস্টাজোল প্রতিনির্দেশিত।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: সাধারণ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলো হল মাথাব্যথা, ডায়রিয়া, বমি, পায়ে ক্রাম্প ইত্যাদি। মাঝে মাঝে ক্ষুধামন্দা এবং ইডিমা হতে পারে।

অন্য গুণধের সাথে প্রতিক্রিয়া: ফার্মাকোকাইনেটিকস্ স্ট্যাডিজ প্রতিপাদন করে যে ওমিপ্রাজোল এবং ইরাইথ্রোমাইসিন, সিলোস্টাজোল এবং এর গুরুত্বপূর্ণ বিপাকবস্থার সিস্টেমিক এন্সপোজার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করে। পপুলেশন ফার্মাকোকাইনেটিকস্ তথ্য অনুযায়ী, একইসাথে ডিলটিয়াজেম ব্যবহার করা রোগীদের ক্ষেত্রে সিলোস্টাজোল এর প্লাজমা ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: গর্ভাবস্থায়:

গর্ভবতী মহিলাদের উপর পর্যাপ্ত ও ভালভাবে নিয়ন্ত্রিত কোন গবেষণা নেই।

স্তন্যদানকালে: প্রাণী দেহে পরীক্ষায় দেখা গেছে সিলোস্টাজোল মাতৃদুগ্ধে নিঃসরণ হয়, তাই দুগ্ধদান বন্ধ অথবা সিলোস্টাজোল বন্ধের ব্যাপারে লাভ-ঝুঁকি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

শিশুদের ক্ষেত্রে: শিশুদের ক্ষেত্রে সিলোস্টাজোল এর নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

সরবরাহ:

সিলোস্টা™ ১০০: প্রতি বাক্সে আছে ৩০ টি ট্যাবলেট।

সিনারন®

Cinaron®

উপাদান : সিনারিজিন ১৫ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : মস্তিষ্কের রক্ত সঞ্চালনের বিঘ্নতাজনিত রোগ সমূহ : যেমন- ক) মস্তিষ্কের রক্তবাহী নালিকার সংকোচন বা প্রতিবন্ধকতার জন্য সৃষ্ট উপসর্গ সমূহ; খ) মাথায় আঘাত পাওয়ার কারণে সৃষ্ট বিভিন্ন উপসর্গ সমূহ; গ) স্ট্রোক পরবর্তী উপসর্গ সমূহ; ঘ) মাইগ্রেন। পেরিফেরাল রক্ত সঞ্চালনের বিঘ্নতাজনিত অসুবিধা সমূহ : যেমন- রক্তনালীর সংকোচন ও রক্ত সরবরাহের প্রতিবন্ধকতার জন্য সৃষ্ট উপসর্গ সমূহ : যেমন- গ্যাংঘ্রিন পূর্ববর্তী অবস্থায়, রাত্ৰিকালীন খিঁচুনি, হাত ও পায়ের তালু ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া, অবসন্নতা, ডেরিকোস সৃষ্ট ক্ষত ও ভারসাম্যহীনতা সৃষ্ট উপসর্গসমূহ।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : ১৫ থেকে ৩০ মি.গ্রা. দিনে ৩ বার সেব্য।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : সিনারিজিন এর প্রতি অতি সংবেদনশীলতা।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : ঘুম ঘুম ভাব ও পরিপাকতন্ত্রের অস্বাচ্ছন্দ্যতা অত্যন্ত বিরল ক্ষেত্রে হতে পারে।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভাবস্থায় এর ব্যবহার সুপারিশকৃত নয়।

সরবরাহ :

সিনারন® ট্যাবলেট : ২০ X ১০ টি।

সিনারন® প্লাস Cinaron® Plus

উপাদান: সিনারিজিন বিপি ২০ মি.গ্রা. এবং

ডাইমেনহাইড্রিনেট ইউএসপি ৪০ মি.গ্রা.।

নির্দেশনা:

১। মস্তিষ্কের রক্ত সঞ্চালনের বিঘ্নতাজনিত অসুবিধা সমূহ, যেমন-

ক) মস্তিষ্কের রক্তহীন নালিকার সংকোচন বা প্রতিবন্ধকতার জন্য সৃষ্ট অবসন্নতা, ঝিমুনি, কানে ভেঁ ভেঁ শব্দ, মাথা ব্যথা, অনিদ্রা, স্মরণশক্তি লোপ পাওয়া, অমনোযোগিতা এবং বয়োঃবৃদ্ধিজনিত বিভিন্ন উপসর্গসমূহ।

খ) মাথায় আঘাত পাওয়ার কারণে সৃষ্ট বিভিন্ন উপসর্গসমূহ।

গ) স্ট্রোক পরবর্তী উপসর্গ সমূহ।

ঘ) মাইগ্রেন।

২। পেরিফেরাল রক্ত সঞ্চালনের বিঘ্নতাজনিত অসুবিধা সমূহ, যেমন-

ক) মাংসপেশীর তীব্র অনৈচ্ছিক আক্ষেপ এবং রক্তনালিকার বিভিন্ন কারণে সংকুচিত হওয়ার ফলে সৃষ্ট উপসর্গ সমূহ, যেমন- গ্যাংগ্রিন-এর পূর্ববর্তী অবস্থায়, রাত্ৰিকালীন ঝিঁচুনি, হাত ও পায়ের তালু ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া, অবসন্নতা, ভেরিকোস সৃষ্ট ক্ষত।

৩। ভারসাম্যহীনতা সৃষ্ট উপসর্গ, যেমন-

ক) কানের লেবিরিছ এর রক্তনালী সংকোচনের জন্য কানের অস্বস্তিবোধ, মাথাঘোরা, কানে কম শোনা, ডিজিনেস, কানে অস্বস্তিকর শব্দ শোনা, অনিচ্ছাকৃত চোখ ঘোরা, বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

খ) ভ্রমণ জনিত অসুস্থতায়।

সেবন বিধি ও মাত্রা: সাধারণ বয়স্ক মাত্রা: ১টি ট্যাবলেট দিনে ৩ বার খাবারের পর।

অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য। ১৮ বছরের নিচে শিশুদের জন্য নির্দেশিত নয়।

প্রতি নির্দেশনা ও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া: বিশেষজ্ঞদের জানা মতে কোনরূপ অনুপযোগিতা এখনো জানা যায়নি, তবে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার মধ্যে ঘুমঘুম ভাব বা ঝিমুনি এবং পরিপাকতন্ত্রের অস্বাচ্ছন্দ্য কদাচিৎ দেখা দিতে পারে। সঠিক গ্রহণমাত্রা নির্ণীত হলে এবং পরিমিত মাত্রায় নিয়মিত সেবনে এসব অসুবিধা থাকে না। অন্যসকল নির্দেশিত ঔষুধের সাথেও সিনারন® প্রাস খাওয়ানো যায়।

সরবরাহ

সিনারন® প্রাস: প্রতি বাক্সে আছে ১০০ টি ট্যাবলেট।

সিপ্ৰোসিন®

Ciprocin®

উপাদান : সিপ্রোফ্লক্সাসিন। ২৫০, ৫০০ ও ৭৫০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট, ১ গ্রাম এক্সআর ট্যাবলেট , ২৫০ মি.গ্রা./৫ মি.লি. পাউডার ফর সাসপেনশন এবং ২০০ আইডি ইনফিউশন।

নির্দেশনা : মুত্রনালীর সংক্রমণ, শ্বাসতন্ত্রের নিম্ন ভাগের সংক্রমণ, চর্ম ও নরম কলার সংক্রমণ, অস্থি ও অস্থি সন্ধির সংক্রমণ, পরিপাকতন্ত্রের সংক্রমণ, গনোরিয়া, চিকিৎসায় ব্যবহার্য। সিপ্রোসিন® ৭৫০ ট্যাবলেট শ্বাসতন্ত্রের নিম্নভাগের সিউডোমোনাল সংক্রমণ এবং সিউডোমোনাস, স্ট্যাফাইলো-কক্কাস, স্ট্রেপটোকক্কাই সৃষ্ট তীব্র সংক্রমণের চিকিৎসায় নির্দেশিত। সিপ্রোসিন® ৭৫০ সার্জিক্যাল প্রোফাইলেক্সিসেও ব্যবহৃত হয়।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : সংক্রমণের ধরণ অনুযায়ী ২৫০-৭৫০ মি.গ্রা. ১২ ঘন্টা পর পর। শিশুদের ক্ষেত্রে ১০-২০ মি.গ্রা./কেজি ১২ ঘন্টা পর পর।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : সিপ্রোফ্লক্সাসিন এবং অন্যান্য কুইনোলোন গ্রুপের ঔষুধের প্রতি অতি সংবেদনশীল হলে এ ঔষুধ ব্যবহার করা যাবে না।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : বমি বমি ভাব, অন্যান্য পরিপাকতন্ত্রীয় অসুবিধা, মাথা ব্যথা, মাথা ঝিম্ ঝিম্ ভাব, গায়ে ফুসকুড়ি, কৃষ্টালইউরিয়া ইত্যাদি।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভাবস্থায় ও দুগ্ধদানকারী মায়েরদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না।

সরবরাহ :

সিপ্ৰোসিন® ২৫০ ট্যাবলেট : ৫ X ১০ টি। সিপ্রোসিন® ৫০০ ট্যাবলেট : ৩ X ১০ টি। সিপ্রোসিন® ৭৫০ ট্যাবলেট : ২ X ১০ টি। সিপ্রোসিন® এক্স আর ১ গ্রাম ট্যাবলেট : ২ X ৬ টি। সিপ্রোসিন® ২৫০ পাউডার ফর সাসপেনশন : ৬০ মি.লি.। সিপ্রোসিন® ২০০ আইডি: ১০০ মি.লি পিভিসি ব্যাগ।

সিপ্ৰোসিন® চোখ/কানের ড্রপস্

Ciprocin® Eye/Ear Drops

উপাদান : সিপ্রোফ্লক্সাসিন ০.৩% চোখ/কানের ড্রপস্।

নির্দেশনা : কর্ণিয়ার আলসার, কনজাংটিভার প্রদাহ,

ওটাইটিস এক্সটারনা, একিউট ওটাইটিস মিডিয়া।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : ব্যাকটেরিয়া জনিত কনজাংটিভার প্রদাহ : স্বাভাবিক মাত্রা হলো প্রথম ২ দিন ১-২ ফোঁটা করে প্রতি ২ ঘণ্টা পর পর কনজাংটিভার খলিতে প্রয়োগ করতে হবে এবং পরবর্তী ৫ দিন ১-২ ফোঁটা করে প্রতি ৪ ঘণ্টা পর পর প্রয়োগ করতে হবে। কানে প্রয়োগ : সকল ব্যাকটেরিয়া জনিত কানের ক্ষত চিকিৎসায় ২-৩ ড্রপস্ ওষুধ দিনে ২-৩ ঘণ্টা পর পর আক্রান্ত কানে প্রয়োগ করতে হবে, সংক্রমণের উন্নতির সাথে সাথে মাত্রা কমাতে হবে। কমপক্ষে ৭ দিন চিকিৎসা চলবে।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : এর যে কোন উপাদানের প্রতি সংবেদনশীল রোগীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে ফানজিসহ অন্যান্য যে সমস্ত জীবাণুর বিরুদ্ধে সিপ্রোফ্লক্সাসিন কার্যকর নয় তাদের বিস্তার ঘটতে পারে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : জ্বালাগোড়া, অস্বস্তি অনুভূতি, চুলকানি, কনজাংটিভায় রক্তের আধিক্য, বহিঃস্থ কোন কিছু দ্বারা আক্রান্ত হবার অনুভূতি ইত্যাদি।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : চোখে প্রযোজ্য সিপ্রোফ্লক্সাসিনের অন্যান্য ওষুধের সাথে কোন নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া এখনও পর্যন্ত গবেষণা করে দেখা হয়নি। বাহ্যিকভাবে প্রযোজ্য সিপ্রোফ্লক্সাসিন মাতৃদুগ্ধে নিঃসৃত হয় কি না তা এখনও জানা যায়নি।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : ঝুঁকির কারণে অপরিহার্য এক্সপ মনে না হলে গর্ভাবস্থায় প্রয়োগ করা উচিত নয়।

সরবরাহ : সিপ্রোসিন® ০.৩% চোখ/কানের ড্রপস্ : ৫ মি.লি.।

ক্লিমাইসিন®

Climycin®

উপাদান: ক্লিডামাইসিন হাইড্রোক্লোরাইড ইউএসপি যা ক্লিডামাইসিন ১৫০ মি.গ্রা. এর সমতুল্য এবং ক্লিডামাইসিন হাইড্রোক্লোরাইড ইউএসপি যা ক্লিডামাইসিন ৩০০ মি.গ্রা. এর সমতুল্য।

নির্দেশনা: ক্লিডামাইসিনের প্রতি সংবেদনশীল অ্যান-অ্যারোবিক ব্যাকটেরিয়া অথবা গ্রাম-পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া যেমন- স্ট্রেপ্টোকক্কি, স্টেফাইলোকক্কি এবং নিউমোকক্কি দ্বারা সৃষ্ট সংক্রমণের চিকিৎসায় ক্লিডামাইসিন ব্যবহৃত হয়। যেমন- উর্ধ্ব শ্বসনতন্ত্রের

সংক্রমণ, নিম্ন শ্বসনতন্ত্রের সংক্রমণ, ত্বক ও কোমল কলার সংক্রমণ, অস্থি ও অস্থি সন্ধির সংক্রমণ, পেলভিক সংক্রমণ, উদরের অভ্যন্তরীণ সংক্রমণ, সেপ্টিসেমিয়া, এডোকার্ডাইটিস, দাঁড়ের সংক্রমণ এবং মাল্টি ড্রাগ রোসিসপট্যান্ট প্লাজমোডিয়ারাম ফ্যালসিপোরাম সংক্রমণে কুইনাইন ও এমোডিকুইনের সাথে বিকল্প সহযোগী চিকিৎসা হিসাবে।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি:

প্রাপ্ত বয়স্ক

তীব্র সংক্রমণ: ১৫০ মি.গ্রা. থেকে ৩০০ মি.গ্রা. প্রতি ৬ ঘণ্টা পরপর।

অতি তীব্র সংক্রমণ: ৩০০ মি.গ্রা. থেকে ৪৫০ মি.গ্রা. প্রতি ৬ ঘণ্টা পরপর।

শিশুদের জন্য

তীব্র সংক্রমণ: ৮ থেকে ১৬ মি.গ্রা./কেজি/দিন ৩-৪টি সমবিভক্ত মাত্রায়।

অতি তীব্র সংক্রমণ: ১৬ থেকে ২০ মি.গ্রা./কেজি/দিন ৩-৪টি সমবিভক্ত মাত্রায়।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: ক্লিডামাইসিন ব্যবহারের ফলে যে ধরনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা যায় সেগুলো হচ্ছে- পেট ব্যথা, অনুনালীর প্রদাহ, অনুনালীর আলসার, বমিভাব, ডায়রিয়া, ফ্রাইটিস, স্কিন রাশ ও আর্টিকারিয়া।

প্রতি-নির্দেশনা: ক্লিডামাইসিন অথবা লিক্সোমাইসিন অথবা এ ওষুধের যে কোন উপাদানের প্রতি অতি সংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে ইহা প্রতিনির্দেশিত।

সতর্কতা: যেসব রোগীদের পরিপাকতন্ত্রের রোগ বিশেষতঃ কোলাইটিস এর ইতিহাস রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে ক্লিডামাইসিন ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: ক্লিডামাইসিন নিউরোমাসকুলার বকিং ওষুধের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে। সেজন্য এ ধরণের ওষুধের সাথে ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। ল্যাবরেটরী পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, ক্লিডামাইসিন ও এরিথ্রোমাইসিন পরস্পরের কার্যকারিতা প্রতিহত করে। ক্লিনিক্যাল গুরুত্ব বিবেচনা করে এ দুটি ওষুধ এক সাথে ব্যবহার করা উচিত নয়।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: গর্ভাবস্থায়: প্রেগনেসি ক্যাটাগরি-বি: ক্লিডামাইসিন মানবদেহের পোস্টেট অতিক্রম করে। বারবার ব্যবহারের পরে এমনিওটিক ফ্লুইডে এ ওষুধের মাত্রা মায়ের মাত্রার ৩০%। সুনির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা থাকলেই কেবল মাত্র

ক্লিনডামাইসিন গর্ভাবস্থায় ব্যবহার করা উচিত।
 স্তন্যদানকালে: মাতৃদুগ্ধে ক্লিনডামাইসিন উপস্থিতির তথ্য
 পাওয়া গিয়েছে। সুতরাং স্তন্যদানকালে এ ওষুধটির
 সুনির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা না থাকলে নির্দেশিত নয়।
নবজাতক ও শিশুদের ক্ষেত্রে: নবজাতক ও শিশুদের
 ক্ষেত্রে ক্লিনডামাইসিন ব্যবহারকালে বিভিন্ন অঙ্গ ও
 তন্ত্রের স্বাভাবিক কার্যকারিতা যাচাই করা উচিত।
 মাত্রাধিক্য: মুখে সেব্য ক্লিনডামাইসিন এর ক্ষেত্রে
 মাত্রাধিক্যের ঘটনা বিরল। মাত্রাধিক্যের ফলে যেসব
 প্রতিক্রিয়া দেখা যায় তা স্বাভাবিক মাত্রার পার্শ্ব
 প্রতিক্রিয়ার অনুরূপ। এছাড়াও অপ্রত্যাশিত কিছু
 প্রতিক্রিয়াও দেখা যেতে পারে। রক্ত হতে ক্লিনডামাইসিন
 দূরীকরণে হিমোডায়ালাইসিস ও পেরিটোনিয়াল
 ডায়ালাইসিস অকার্যকর।

সরবরাহ:

ক্লিনডামাইসিন® ১৫০ ক্যাপসুল: প্রতিটি বাক্সে আছে ৩০
 টি ক্যাপসুল।
 ক্লিনডামাইসিন® ৩০০ ক্যাপসুল: প্রতিটি বাক্সে আছে ৩০
 টি ক্যাপসুল।

ক্লিনফেস® জেল Cliface® Gel

উপাদান: প্রতি গ্রাম জেল এ আছে (ক্লিনডামাইসিন
 ফসফেট ১২ মি.গ্রা. এবং ট্রেটিনইন ০.২৫ মি.গ্রা.)।
নির্দেশনা: ক্লিনফেস® জেল ব্রণের চিকিৎসায় নির্দেশিত
 এবং শুধুমাত্র ত্বকে ব্যবহার্য।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি

ঘুমানোর আগে:
 সাবান ও মৃদু গরম পানি দিয়ে মুখ পরিষ্কার করে
 শুকিয়ে নিতে হবে। হাতের আঙ্গুলের সাহায্যে জেল
 নিয়ে মুখের ত্বকে আলতো করে লাগাতে হবে।

সকালে:

মুখের ত্বকে জেল প্রয়োগের পরে সানস্ক্রীন ক্রীম
 লাগাতে হবে।

সারাদিনে ২-৩ বারের বেশী মুখ ধোয়া উচিত নয়
 এবং সানস্ক্রীন ক্রীম প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করতে
 হবে।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না:
 যাদের ক্লিনডামাইসিন ও ট্রেটিনইন অথবা জেল-এ
 উপস্থিত যে কোন উপাদানের প্রতি সংবেদনশীলতা
 রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করা যাবে না।

নাক, ঠোঁট, কান ও ক্ষত স্থানে ক্লিনফেস® জেল
 ব্যবহার করা উচিত নয়। জেল প্রয়োগের পরে সূর্যের
 আলো থেকে দূরে থাকতে হবে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: ইরাইথেমা, চুলকানি,
 ন্যাসোফরেনজাইটিস, ত্বকের শুষ্কতা, কাশি,
 সাইনোসাইটিস ও ডায়রিয়া হতে পারে।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: ত্বকের ব্যবহারে
 তীব্র শুষ্ককারক ভূমিকা রয়েছে যেমন- সাবান,
 ক্লিনজার, বিভিন্ন প্রসাধন সামগ্রী এবং অধিক ঘনত্বপূর্ণ
 অ্যালকোহলীয় সামগ্রী ইত্যাদির সাথে একত্রে ব্যবহারে
 বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

ইরাইথ্রোমাইসিন এন্টিবায়োটিকের সাথে একত্রে
 ব্যবহারে ক্লিনডামাইসিন এবং ইরাইথ্রোমাইসিন উভয়
 ওষুধের কার্যক্ষমতা হ্রাস পায়।

নিউরোমাসকুলার ওষুধের সাথে ক্লিনডামাইসিন
 একত্রে ব্যবহারে নিউরোমাসকুলার ওষুধের কার্যক্ষমতা
 বৃদ্ধি পায়। অতএব একত্রে ব্যবহারের সময়ে বিশেষ
 সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

গর্ভাবস্থা এবং স্তন্যদানকালে ব্যবহার: ত্বকীয়
 ক্লিনডামাইসিন ও ট্রেটিনইন মাতৃদুগ্ধে নিঃসৃত হওয়ার
 কোন পরীক্ষিত প্রমাণ পাওয়া যায়নি। অতএব
 স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে ক্লিনডামাইসিন ও
 ট্রেটিনইন ব্যবহারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে
 হবে।

সরবরাহ: ক্লিনফেস® জেল: প্রতি টিউবে আছে ১৫
 গ্রাম জেল।

ক্লোবাম® Clobam®

উপাদান : ক্লোবাজাম ১০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : দৃষ্টিভ্রা, উদ্বেগ, খিটখিটে মেজাজ,
 অস্থিরতা, মৃগী রোগ, ভীতি, বিষন্নতা ও ঘুমের বিভিন্ন
 অসুবিধায় ব্যবহৃত হয়।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য: ২-৩
 টি ট্যাবলেট (২০-৩০ মি.গ্রা.) বিভক্ত মাত্রায় অথবা
 একক মাত্রা ঘুমানোর সময় সেব্য। শিশুদের জন্য :
 (৩ বৎসরের উর্ধ্বে): প্রাপ্ত বয়স্ক সেবন মাত্রার অর্ধেক
 মাত্রায় সেব্য।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :
 বেনজোডায়াজেপিন-এর প্রতি অতি সংবেদনশীলতা,
 শ্বাসতন্ত্রের অবনমন, তীব্র পালমোনারী অপর্യാণ্ডতা ও

অপরিবর্তনীয় ব্রুকীয়াল অবস্ফাকশনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত নয়। যকৃত ও রেচনতন্ত্রের রোগের ক্ষেত্রে সাধারণত সাবধানতার সাথে ব্যবহার করা উচিত।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : বিমুনি, এটাস্ট্রিয়া, অবসাদ, বিভ্রান্তি ও মাথা ঘোরা। এগুলো সাধারণত চিকিৎসা চলাকালে চলে যায়, বিরল ক্ষেত্রে মুখ শুকনো থাকা, মাথা ব্যথা, অতিসংবেদনশীলতা ও শ্বাসকষ্ট দেখা দিতে পারে।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : এলকোহল সিরামে ক্লোবাজামের ঘনত্ব উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করে। ঘুমের ওষুধ ও ঘুম ঘুম ভাব তৈরী করে এমন ওষুধের সাথে ব্যবহার করলে এর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া বিশেষ করে কান্টি ও তন্দ্রাচ্ছন্নতা বৃদ্ধি পায়।

সরবরাহ :

ক্লোবাম® ট্যাবলেট : ১০ X ১০ টি।

ক্লোফেনাক®

Clofenac®

উপাদান : ডাইক্লোফেনাক সোডিয়াম ২৫০ ৫০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট। ডাইক্লোফেনাক সোডিয়াম ১০০ মি.গ্রা.এস.আর ট্যাবলেট ও টি.আর ক্যাপসুল। ডাইক্লোফেনাক ফ্লি এসিড ৪৬.৫০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট। ডাইক্লোফেনাক সোডিয়াম ৭৫ মি.গ্রা./৩ মি.লি. ইঞ্জেকশন। ডাইক্লোফেনাক সোডিয়াম ৭৫ মি.গ্রা. এবং লিডোকৈইন হাইড্রোক্লোরাইড ২০ মি.গ্রা./২ মি.লি. প্লাস ইঞ্জেকশন। ডাইক্লোফেনাক সোডিয়াম ১০ মি.গ্রা./গ্রাম জেল এবং ইমালজেল। ডাইক্লোফেনাক সোডিয়াম ১২.৫, ২৫, ৫০ এবং ১০০ মি.গ্রা. মি.গ্রা সাপোজিটরি।

নির্দেশনা : রিউম্যাটয়েড অর্থ্রাইটিস, অস্টিওঅর্থ্রাইটিস, কোমরে ব্যথা এবং অন্যান্য পেশী ও অস্থি সংশ্লিষ্ট ব্যথা যেমন টেন্ডিনাইটিস, টেনোসাইনোভাইটিস, বারসাইটিস, মোচড়, টান পড়া, অস্থিসন্ধি সরে যাওয়া, এনকাইলোসিং স্পন্ডিলাইটিস, বাতের তীব্র ব্যথা, দাঁতের ও অন্যান্য মৃদু ধরণের শৈল্য চিকিৎসার ব্যথা ও প্রদাহ নিয়ন্ত্রণে ক্লোফেনাক® নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : ক্লোফেনাক® ২৫ মি.গ্রা. ও ৫০ মি.গ্রা. এন্টারিক কোটেড ট্যাবলেট: প্রাণ্ড বয়স্কদের মাত্রা: প্রতিদিন ৭৫-১৫০ মি.গ্রা., ২-৩ টি বিভক্ত মাত্রায় সেব্য। খাবারের পর গ্রহণ করাই শ্রেয়। দীর্ঘদিন ব্যবহারের ক্ষেত্রে মাত্রা কমিয়ে দেয়া উচিত। ক্লোফেনাক® এসআর ট্যাবলেট ও ক্লোফেনাক® ১০০

টি আর ক্যাপসুল : দিনে একটি ট্যাবলেট, প্রচুর পরিমাণ তরলের সাথে খাবারের সাথে গ্রহণ করা শ্রেয়। প্রয়োজনবোধে সাধারণ ট্যাবলেটের সাহায্যে দৈনিক মাত্রা ১৫০ মি.গ্রা. পর্যন্ত ব্যবহার করা যেতে পারে। ক্লোফেনাক® ডিটি: প্রাণ্ডবয়স্কদের মাত্রা : দৈনিক ২-৩ ট্যাবলেট সেব্য এবং দৈনিক সর্বোচ্চ মাত্রা ১৫০ মি.গ্রা.। ক্লোফেনাক® ডিটি খাবারের পূর্বে ব্যবহার করাই শ্রেয়। অন্যান্য রোগের মৃদু প্রকোপে ২ টি ক্লোফেনাক® ডিটি ট্যাবলেট সেবনই যথেষ্ট। ক্লোফেনাক® ইঞ্জেকশন/ক্লোফেনাক® প্লাস ইঞ্জেকশন: প্রাণ্ড বয়স্কদের ক্ষেত্রে: দিনে একটি এ্যাম্পুল (মারাত্মক অবস্থায় দিনে ২টি) পেশিতে ব্যবহার্য। রেনাল কলিক: দিনে একটি এ্যাম্পুল পেশীতে ব্যবহার্য। ৩০ মিনিট পরে আরও একটি এ্যাম্পুল ব্যবহার করা যেতে পারে। যে কোন পথে ডাইক্লোফেনাকের দৈনিক সর্বোচ্চ মাত্রা ১৫০ মি.গ্রা.।

মাত্রা ও সেবনবিধি (শিরা পথে প্রয়োগের ক্ষেত্রে)
শিরা পথে প্রয়োগ করার পূর্বে ০.৯% সোডিয়াম ক্লোরাইড অথবা ৫% গ্লুকোজের সাথে ১০০-৫০০ মি.লি. এর লঘু দ্রবণ তৈরী করতে হবে। উভয় দ্রবণকে ৭.৫% এর ০.৫ মি.লি. বাফার দ্রবণ বানাতে হবে।

নির্দেশনা:

- মাঝারী থেকে তীব্র ব্যথায় (অস্ত্রোপাচার পরবর্তী) ৭৫ মি.গ্রা. ৩০ মিনিট থেকে ২ ঘন্টা ধরে শিরা পথে প্রয়োগ করতে হবে। ইহা ৪ থেকে ৬ ঘন্টা পর পর পুনরাবৃত্তি করা যাবে। তবে যেকোন ২৪ ঘন্টার মধ্যে মাত্রা ১৫০ মি.গ্রা. অতিক্রম করা যাবে না।
- অস্ত্রোপাচার পরবর্তী ব্যথা প্রতিরোধে: অস্ত্রোপাচার এর পরে ২৫ থেকে ৫০ মি.গ্রা. শিরাপথে প্রয়োগ করতে হবে ১৫ মিনিট থেকে ১ ঘন্টার মধ্যে। পরবর্তীতে প্রতি ঘন্টায় ৫ মি.গ্রা. করে দৈনিক সর্বোচ্চ ১৫০ মি.গ্রা. পর্যন্ত প্রয়োগ করা যেতে পারে।

ক্লোফেনাক® জেল: ক্লোফেনাক® জেল ত্বকে মৃদুভাবে ঘষে ব্যবহার করা হয়। আক্রান্ত জায়গার আয়তনানুসারে ২-৪ গ্রাম ক্লোফেনাক® জেল দিনে ৩-৪ বার ব্যবহার করা যেতে পারে। ব্যবহারের পর আক্রান্ত জায়গা ব্যতীত হাত ভালভাবে ধুয়ে ফেলা উচিত। বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে: প্রাণ্ডবয়স্ক মাত্রায় ব্যবহার্য। ক্লোফেনাক® ইমালজেল এর মাত্রা:

ক্লোফেনাক® সাপোজিটরি : প্রাণ্ডবয়স্কদের ক্ষেত্রে: ২৫ মি.গ্রা. , ৫০ মি.গ্রা. বা ১০০ মি.গ্রা. সাপোজিটরি, দিনে ৭৫-১৫০ মি.গ্রা. বিভক্ত মাত্রায় ব্যবহার্য।

শিশুদের ক্ষেত্রে: ১২.৫ মি.গ্রা. অথবা ২৫ মি.গ্রা. সাপোজিটরি দিনে প্রতি কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ১-৩ মি.গ্রা. করে বিভক্ত মাত্রায় ব্যবহার্য। দিনে ১৫০ মি.গ্রা. এর বেশী ডাইক্লোফেনাক সোডিয়াম ব্যবহার করা যাবে না।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : ডাইক্লোফেনাক-এর প্রতি সংবেদনশীলতা, সক্রিয় অথবা সম্ভাব্য পেপটিক আলসার, পরিপাকতন্ত্রের রক্তক্ষরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে দেয়া যাবে না। যে সমস্ত রোগীর এসপির্নিন অথবা যে সকল ওষুধের প্রোষ্টাগ-ান্ডিন সিনথেটেস এর বাধাদান করার কার্যক্ষমতা থাকার জন্য হাঁপানী, আর্টিকারিয়া অথবা একিউট রাইনাইটিস এর তীব্রতা বাড়ে, সে সমস্ত রোগীদের ক্ষেত্রে ক্লোফেনাক® দেয়া যাবে না।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: বিভিন্ন পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে আছে পরিপাকনালীর অস্বস্তি, পরিপাকতন্ত্রের রক্তক্ষরণ, পেপটিক আলসার, ইত্যাদি।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : লিথিয়াম, ডিগক্সিন, এন্টিকোয়াগুলেট, এন্টিভায়োবেটিক, সাইক্লোস্পোরিন, মিথোট্রেক্সেট ইত্যাদি।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভাবস্থায় সেবনযোগ্য নয়। তথাপি অন্য কোন উপায় না থাকলে কেবল মাত্র তখনই ডাইক্লোফেনাক সেব্য। ডাইক্লোফেনাক ৫০ মি.গ্রা. ৮ ঘন্টা অন্তর সেবন করলে ডাইক্লোফেনাক এর সক্রিয় উপাদান মাতৃদুগ্ধে প্রবেশ করে, কিন্তু প্রবেশ মাত্রা এতই সামান্য যে কোনরূপ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় না।

সরবরাহ :

ক্লোফেনাক® ২৫ ট্যাবলেট : ১০ X ১০ টি। ক্লোফেনাক® ৫০ ট্যাবলেট : ২০ X ১০ টি। ক্লোফেনাক® ডিটি : ৫ X ১০ টি। ক্লোফেনাক® এস আর ট্যাবলেট : ১০ X ১০ টি। ক্লোফেনাক® ১০০ টি আর ক্যাপসুল : ৫ X ১০ টি। ক্লোফেনাক® ইঞ্জেকশন : ৫ X ২ টি। ক্লোফেনাক® প্লাস ইঞ্জেকশন : ২ X ৫ টি। ক্লোফেনাক® ১% জেল : ১০ গ্রাম টিউব। ক্লোফেনাক® ইমালজেল : ২০ গ্রাম টিউব। ক্লোফেনাক® ১২.৫ সাপোজিটরি : ২ X ৫ টি। ক্লোফেনাক® ২৫ সাপোজিটরি : ৩ X ৫ টি। ক্লোফেনাক® ৫০ সাপোজিটরি : ৪ X ৫ টি।

উপাদান: প্রতি প্রি-ফিল্ড সিরিজে (০.২ মি.লি.) রয়েছে ২০০০ এ্যান্টি-এক্সএ আই ইউ যা এনোস্সাপ্যারিন সোডিয়াম বিপি ২০ মি.গ্রা. এর সমতুল্য। প্রতি প্রি-ফিল্ড সিরিজে (০.৪ মি.লি.) রয়েছে ৪০০০ এ্যান্টি-এক্সএ আই ইউ যা এনোস্সাপ্যারিন সোডিয়াম বিপি ৪০ মি.গ্রা. এর সমতুল্য। প্রতি প্রি-ফিল্ড সিরিজে (০.৬ মি.লি.) রয়েছে ৬০০০ এ্যান্টি-এক্সএ আই ইউ যা এনোস্সাপ্যারিন সোডিয়াম বিপি ৬০ মি.গ্রা. এর সমতুল্য। প্রতি প্রি-ফিল্ড সিরিজে (০.৮ মি.লি.) রয়েছে ৮০০০ এ্যান্টি-এক্সএ আই ইউ যা এনোস্সাপ্যারিন সোডিয়াম বিপি ৮০ মি.গ্রা. এর সমতুল্য।

নির্দেশনা ও ব্যবহার:

এনোস্সাপ্যারিন নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে নির্দেশিত: পালমোনারী এমবোলিজম সহ অথবা ব্যতীত গভীর শিরার থ্রোম্বোসিসের চিকিৎসায় আনস্টেবল এনজাইনা এবং ননকিউওয়েভ মায়োকর্ডিয়াল ইনফার্কশানের চিকিৎসায় এসপির্নিনের সাথে একত্রে

হেমোডায়ালাইসিস এর সময় এক্সট্রা করপোরাল সঞ্চালনে রক্ত জমাট বাধার প্রতিরোধে

শিরার থ্রোম্বোএমালিক রোগ প্রতিরোধে (শিরায় রক্ত জমাট বাধা প্রতিরোধে) বিশেষভাবে অর্থোপেডিক বা সাধারণ সার্জারীর ক্ষেত্রে

শিরার থ্রোম্বোএমালিক রোগ প্রতিরোধে বিছানায় শায়িত তীব্র অসুস্থ রোগীদের ক্ষেত্রে যেমন কার্ডিয়াক ইনফার্কশনে, শ্বসনতন্ত্রের ব্যর্থতায়, মারাত্মক সংক্রমণে, রিউমাটিক রোগে।

নির্দেশনা মাত্রা ও বিধি: পালমোনারী এমবোলিজম সহ অথবা ব্যতীত গভীর শিরার থ্রোম্বোসিসের চিকিৎসায় সাবকিউটেনিয়াস ইঞ্জেকশন ১০০ আই ইউ/কে. জি দিনে ২ বার ১০ দিন অথবা সাবকিউটেনিয়াস ইঞ্জেকশন ১৫০ আই ইউ/কে.জি. দিনে ১ বার ১০ দিন

বি:দ্র: উপযুক্ত সময়ে মুখে সেব্য এন্টিকোয়াগুলেট চিকিৎসা শুরু করতে হবে এবং একটি খে রাপিউটিক এন্টিকোয়াগুলেটে ফল না পাওয়া পর্যন্ত এনোস্সাপ্যারিন চিকিৎসা চালানো উচিত আনস্টেবল এনজাইনা এবং ননকিউওয়েভ মায়োকর্ডিয়াল ইনফার্কশানের চিকিৎসায় এসপির্নিনের সাথে একত্রে সাবকিউটেনিয়াস ইঞ্জেকশন ১০০ আই ইউ/কে. জি দিনে ২ বার ২-৮ দিন বি:দ্র: এটি মুখে সেব্য এসপির্নিনের (১০০ থেকে ৩২৫ মি.গ্রা.) সাথে একত্রে

ব্যবহার করতে হবে। এ সমস্ত রোগীদের ক্ষেত্রে এনোন্সাপ্যারিন দিয়ে চিকিৎসা সর্বনিম্ন ২ দিন দিতে হবে এবং ক্লিনিক্যালি স্থিতিবস্থা না আসা পর্যন্ত ব্যবহার চালিয়ে যেতে হবে।

হেমোডায়ালাইসিস এর সময় এক্সট্রা করপোরাল সঞ্চালনে রক্ত জমাট বাধার প্রতিরোধে এনোন্সাপ্যারিন এর নির্দেশিত মাত্রা ১০০ আই ইউ/কে.জি.

যেসব রোগীরা রক্তক্ষরণের উচ্চমাত্রায় ঝুঁকিতে রয়েছেন, তাদের ক্ষেত্রে মাত্রা কমিয়ে ৫০ আই ইউ / কে.জি. ২ বার ডাক্তারের প্রয়োগ অথবা ৭৫ আই ইউ/কে.জি. ডাক্তারের প্রয়োগ করতে হবে।

সার্জারীর ক্ষেত্রে

সাধারণ সার্জারীর (যেমন- পেটের সার্জারী) রোগীদের ক্ষেত্রে যাদের মাঝারীমানের প্রোস্টোমোথোলিজমের ঝুঁকি রয়েছে- ২০০০ আই ইউ বা ৪০০০ আই ইউ দিনে একবার সাবকিউটেনিয়াস ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে ৭-১০ দিন। প্রথম ইঞ্জেকশন সার্জারীর ২ ঘন্টা পূর্বে দিতে হবে।

অর্থোপেডিক সার্জারীর রোগীদের ক্ষেত্রে যাদের উচ্চমানের প্রোস্টোমোথোলিজমের ঝুঁকি রয়েছে- ৪০০০ আই ইউ দিনে একবার সাবকিউটেনিয়াস ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে ৭-১০ দিন। প্রথম ইঞ্জেকশন সার্জারীর ১২ ঘন্টা পূর্বে দিতে হবে।

মাঝারী (ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স ৩০-৫০ মি.লি./মি.) এবং মৃদু (ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স ৫০-৮০ মি.লি./মি.) বৃক্কের অসমকার্যকারিতায় কোন প্রকার মাত্রা সংশোধনের প্রয়োজন নাই। কিন্তু এ ধরনের রোগীদের রক্তপাতের লক্ষণ ও উপসর্গ চিহ্নিত করার জন্য সাবধানতার সাথে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

মারাত্মক (ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স ৩০ মি.লি./মি.) বৃক্কের অসমকার্যকারিতায় সংশোধিত প্রতিষেধক মাত্রা ২০০ আই ইউ দিনে এক বার এবং খেরাপিউটিক মাত্রা ১০০ আই ইউ / কে. জি. দিনে এক বার।

বয়স্কদের ক্ষেত্রে: মাত্রা সংশোধনের প্রয়োজন নেই, যদি না বৃক্কের অসমকার্যকারিতা বিদ্যমান থাকে।

শিশুদের ক্ষেত্রে: শিশুদের ক্ষেত্রে এনোন্সাপ্যারিনের সহনীয়তা এবং কার্যকারিতা সুপ্রতিষ্ঠিত নয়।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: রক্তপাত, প্রোস্টোমোথোলিজম, সেরাম এমাইনোট্রান্সফারেজ বৃদ্ধি। ব্যথা, ইঞ্জেকশনের স্থানে নীলাভ দাগ থেকে ইঞ্জেকশনের স্থানে ডুকে ফুঁসকুড়ি।

এনোন্সাপ্যারিন এবং স্পাইনাল/এপিডুরাল

এনাসথেসিয়া বা স্পাইনাল পাংচার একত্রে ব্যবহারে নিউরাস্ক্রিয়াল হেমাটোমাস এর ঘটনা পাওয়া যায় যাতে রোগীদের বিভিন্ন পর্যায়ের স্নায়ুবিধি তি হতে পারে।

প্রতি নির্দেশনা: এনোন্সাপ্যারিন, হেপারিন অথবা অন্যান্য স্বল্প আনাবিক ওজন বিশিষ্ট হেপারিনের প্রতি অতি সংবেদনশীলতা। মেজর কটিং ডিসঅর্ডার যেমন- প্রোস্টোমোথোলিজমের ইতিহাস, সক্রিয় পাকতান্ত্রিক আলসার অথবা জৈবিক সমস্যা যা রক্তপাত ঘটাতে পারে, মস্তিষ্কে রক্তরঞ্জিত স্ট্রোক। বিরল ক্ষেত্রে, কিউটেনিয়াস বা সিসটেমিক অ্যালার্জি বিক্রিয়া হতে পারে।

গর্ভাবস্থায় এবং স্তন্যদানকালে: প্রেগন্যান্সি ক্যাটেগরি বি।

স্তন্যদানকালে: মাতৃদুগ্ধে এনোন্সাপ্যারিন নিঃসৃত হয় কিনা তা জানা যায়নি।

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সাহায্য প্রতিক্রিয়া: যে সমস্ত উপাদান রক্তরঞ্জনের ঝুঁকি বৃদ্ধি করে এনোন্সাপ্যারিন ইঞ্জেকশন ব্যবহারের পূর্বে সেগুলো বন্ধ করা উচিত, যদি না সেগুলো অপরিহার্য হয়। এ সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ হলে, এন্টিকোয়াগুলেন্ট, প্যাটিলেট ইনহিবিটর যেমন- এসিসটাইল সেলিসাইলিক এসিড, সেলিসাইলেটস, এনএসআইডি সমূহ (কিটোরোলিক ট্রোমথামিনসহ), ডাইপাইরিডামল অথবা সালফিনপাইরাজোন। যদি একত্রে ব্যবহার আবশ্যিক হয় তবে রোগীদের ক্লিনিক্যাল এবং ল্যাবরেটরি অনুসন্ধানের মাঝে রাখতে হবে।

সরবরাহ: ক্লটিনেস্ক® ৪০ : প্রতিটি বাস্কে আছে একটি পি-ফিল্ড যা ৪০০০ এ্যান্টি-এক্সএ আই ইউ এনোন্সাপ্যারিন সোডিয়াম বিপি (০.৪ মি.লি.)। ক্লটিনেস্ক® ৬০ : প্রতিটি বাস্কে আছে একটি পি-ফিল্ড যা ৬০০০ এ্যান্টি-এক্সএ আই ইউ এনোন্সাপ্যারিন সোডিয়াম বিপি (০.৬ মি.লি.)। ক্লটিনেস্ক® ৮০ : প্রতিটি বাস্কে আছে একটি পি-ফিল্ড যা ৮০০০ এ্যান্টি-এক্সএ আই ইউ এনোন্সাপ্যারিন সোডিয়াম বিপি (০.৮ মি.লি.)।

কলিকন®

Colicon®

উপাদান : ডাইসাইক্লোভেরিন হাইড্রোক্লোরাইড। ১০

মি.গ্রা. ট্যাবলেট ও ১০ মি.গ্রা./৫ মি.লি. সিরাপ।
নির্দেশনা : পরিপাকতন্ত্রের স্পাজম, পেটের শূলবেদনা,
ডায়রিয়া ও ডিসেন্ট্রি।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : প্রাণ্ডবয়স্ক : ১০-২০ মি.গ্রা.
দিনে ৩-৪ টি বিভক্ত মাত্রায় সেব্য। শিশু : ৬ মাস
বয়সের উর্ধ্ব শিশুদের ক্ষেত্রে - ৫-১০ মি.গ্রা. দিনে
৩ বার।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :
অটোনোমিক নিউরোপ্যাথি, যকৃত বা বৃক্কের রোগ,
আলসারেটিভ কোলাইটিস, করোনারী হার্ট ডিজিজ,
কনজেস্টিভ হার্ট ফেইলিউর, কার্ডিয়াক ট্যাকিরিদ্মিয়া,
জ্ঞাত অথবা সম্ভাব্য প্রোস্টেটিক হাইপারট্রফি প্রভৃ
তি ক্ষেত্রে সতর্কতার সহিত ব্যবহার করা উচিত।
ডাইসাইক্লোভেরিনের প্রতি অতি সংবেদনশীল
রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবহারে প্রতিনির্দেশিত।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : অনিদ্রা, মাথা ব্যথা, দুর্বলতা,
হতবুদ্ধি, চোখের চাপ বৃদ্ধি, প্রস্রাবের দ্বিধাশ্রুতা, বুক
ধড়ফড় করা ইত্যাদি।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : প্রেগন্যান্সি
ক্যাটাগরি 'বি'। অতীব প্রয়োজনীয় বিবেচিত হলেই
গর্ভাবস্থায় ব্যবহার করা উচিত। স্তন্যদানকারী
মায়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা অনুচিত।

সরবরাহ :

কলিকন® ট্যাবলেট : ১০ X ১০ টি। কলিকন® সিরাপ
: ৫০ মি.লি.।

কোলিম্যাক্স™

Colimax™

উপাদান : কোলিম্যাক্স™ ০.৬ ট্যাবলেট: প্রতিটি ফিল্ম
কোটেড ট্যাবলেটে রয়েছে কোলচিসিন ইউএসপি ০.৬
মি.গ্রা.।

নির্দেশনা : প্রাণ্ড বয়স্ক রোগীদের তীব্র বাতের ব্যথা
চিকিৎসায় এবং বাত প্রতিরোধে।

মাত্রা ও সেবনবিধি:

বাতের ব্যথা প্রতিরোধে:

প্রাণ্ড বয়স্ক এবং যাদের বয়স ১৬ বছরের বেশি তাদের
জন্য কোলচিসিন ০.৬ মি.গ্রা. (১টি ট্যাবলেট) দিনে
১ বার অথবা ২ বার। দিনে সর্বোচ্চ মাত্রা হল ১.২
মি.গ্রা. (২টি ট্যাবলেট)।

বাতের তীব্র ব্যথা চিকিৎসায়:

● বাতের তীব্র ব্যথা শুরু হওয়ার ১২ ঘন্টার মধ্যে ১.২

মি.গ্রা. (২টি ট্যাবলেট) এবং ১ ঘন্টা পরে ০.৬ মি.গ্রা.
(১টি ট্যাবলেট) সেবন করতে হবে।

● তীব্র বাতের ব্যথার জন্য ১ ঘন্টার মধ্যে সর্বোচ্চ
মাত্রা হলো ১.৮ মি.গ্রা.। ১২ ঘন্টা পরে বাতের ব্যথার
প্রতিরোধমূলক মাত্রা শুরু করতে হবে।

কোলচিসিন ট্যাবলেট মুখে সেবন করা হয় এবং
খাবারের সাথে এর সেবনের কোন বিধি নিষেধ নেই।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : মাইলোসাপ্রোসন, লিউকোপেনিয়া,
থ্রানুলোসাইটোপেনিয়া, গ্রন্থোসাইটোপেনিয়া এবং
এপ্লাসটিক এনিমিয়া দেখা দিতে পারে। ডায়রিয়া এবং
ফেরিনগোলোরেনজিয়াল পেইন হতে পারে।

প্রতিনির্দেশনা : যে সমস্ত রোগী রেনাল অথবা
হেপাটিক ইমপেয়ারমেন্টে ভুগছে তাদের ক্ষেত্রে চ-মঢ়
অথবা শক্তিশালী CYP3A4 ইনহিবিটর (যেমন-
ক্ল্যারিথ্রোমাইসিন অথবা সাইক্লোস্পোরিন) এর সাথে
কোলচিসিন দেয়া উচিত নয়।

অন্য গুণ্ধের সাথে প্রতিক্রিয়া : P-gp এবং/অথবা
CYP3A4 ইনহিবিটরের (যেমন- ক্ল্যারিথ্রোমাইসিন
অথবা সাইক্লোস্পোরিন) সাথে কোলচিসিন সেবন
করলে রক্তে কোলচিসিন এর ঘনমাত্রার পরিবর্তন
ঘটতে পারে।

গর্ভাবস্থায় এবং স্তন্যদানকালে : গর্ভাবস্থার জন্য
ক্যাটাগরি-সি: গর্ভাবস্থায় কোলচিসিন সেবনের ক্ষেত্রে
কোন পর্যাপ্ত তথ্য পাওয়া যায়নি।

স্তন্যদানকারী মায়ের ক্ষেত্রে: কোলচিসিন মাতৃদুগ্ধে
নিঃসৃত হয়। স্তন্যদানকারী মায়ের ক্ষেত্রে সাবধানতা
অবলম্বন করতে হবে।

শিশুদের ক্ষেত্রে সেবনবিধি : শিশুদের মধ্যে বাত
খুবই কম দেখা যায়। শিশু রোগীদের মধ্যে বাতের
চিকিৎসায় কোলচিসিন এর নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা
এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

সরবরাহ : কোলিম্যাক্স™ ০.৬ মি.গ্রা. ট্যাবলেট: প্রতিটি
বাক্সে আছে ৩০টি ট্যাবলেট অ্যালু-পিভিসি রিস্টার
প্যাকে।

কমেট®

Comet®

উপাদান : মেটফরমিন। ৫০০, ৭৫০, ৮৫০ মি.গ্রা. ও
১ গ্রাম ট্যাবলেট এবং ৫০০ মি.গ্রা. ও ১ গ্রাম এক্সআর
ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : টাইপ ২ ডায়াবেটিস মেলিটাস।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : প্রাপ্ত বয়স্ক : প্রাথমিকভাবে একটি করে কমেট® ৮৫০ ট্যাবলেট দিনে এক বার অথবা কমেট® ৫০০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট দিনে দুই বার আহ্বারের সাথে। মাত্রা বাড়ানোর ক্ষেত্রে সপ্তাহে ৫০০ মি.গ্রা. অথবা প্রতি দুই সপ্তাহে ৮৫০ মি.গ্রা. করে বাড়ানো যেতে পারে। সর্বোচ্চ ২৫৫০ মি.গ্রা. প্রতিদিন, বিভক্ত মাত্রায় সেব্য। কমেট® এক্স আর ৫০০ মি.গ্রা. এর প্রারম্ভিক মাত্রা : ১ টি ট্যাবলেট রাতের খাবারের সাথে। মাত্রা বাড়ানোর ক্ষেত্রে: সপ্তাহে ৫০০ মি.গ্রা. করে বাড়ানো যেতে পারে সর্বোচ্চ ২০০০ মি.গ্রা. দিনে ১ বার পর্যন্ত।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : ডায়রিয়া, বমি বমি ভাব, পেট-ফাঁপা, দুর্বলতা, বদহজম, পেটে অস্বস্তি, মাথা ব্যথা, ইত্যাদি।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : ফ্লুসেমাইড, নিক্ফেডিপিন, ক্যাটায়নিক ওষুধসমূহ, থায়াজাইড ও অন্যান্য মূত্র বর্ধক, কার্টিকোস্টেরয়েড, ফেনোথায়াজিনস্, থাইরয়েড প্রোডাক্টস, ইন্সট্রিন, মুখে খাওয়ার জন্মনিরোধক বড়ি, ফেনাইটয়েন, নিকোটিনিক এসিড, সিমপ্যাথোমিমেটিক্‌স, ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার এবং আইসোনিয়াজাইড।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : সুস্পষ্টভাবে প্রয়োজনীয় না হলে ব্যবহার করা উচিত নয়।

সরবরাহ :

কমেট® ৫০০ ট্যাবলেট : ১০ X ১০ টি। কমেট® ৭৫০ ট্যাবলেট : ৬ X ১০ টি। কমেট® ৮৫০ ট্যাবলেট : ৫ X ১০ টি। কমেট® ১ গ্রাম ট্যাবলেট : ৫ X ৬ টি। কমেট এক্স আর® ৫০০ ট্যাবলেট : ৫ X ১০ টি। কমেট এক্স আর® ১ গ্রাম ট্যাবলেট : ৫ X ৬ টি।

কমপ্রিড®

Compid®

উপাদান : গ্লিকাজাইড ৮০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট এবং ৩০ মি.গ্রা. এক্স আর ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : টাইপ-২ ডায়াবেটিস মেলিটাস।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : দৈনিক ৪০-৮০ মি.গ্রা.। প্রয়োজনে ধীরে ধীরে মাত্রা দৈনিক ৩২০ মি.গ্রা. পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যেতে পারে যতদিন না ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে আসে।

এক্স আর ট্যাবলেটের ক্ষেত্রে গিকাজাইড ৩০-১২০ মি.গ্রা. প্রয়োজন অনুযায়ী দিনে একবার সেব্য। এক্স আর ট্যাবলেট ভেঙ্গে বা চুষে খাওয়া উচিত নয়।

সকালে নাস্তার সাথে খাওয়া উচিত।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : জুভেনাইল অনসেট ডায়াবেটিসে, কিটোসিস্ এবং এসিডোসিস্ দ্বারা জটিল ডায়াবেটিসে, অস্ত্রোপচার, মারাত্মক ক্ষত এবং সংক্রমণের রোগীদের ক্ষেত্রে, ডায়াবেটিক প্রি-কমা এবং কমার ক্ষেত্রে এবং বৃক্ক ও যকৃতের তীব্র অপর্യാণ্ডতায়।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : কিছু কিছু বিশেষ অবস্থায় হাইপোগ্লাইসেমিয়া হতে পারে। বমি বমি ভাব, ক্ষুধা মন্দা, ডায়রিয়া এবং কোষ্ঠকাঠিন্য, রাশ, ইরিথেমা, লিউকোপেনিয়া, থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া, এথানুলোসাইটোসিস, প্যানসাইটোপেনিয়া, হিমোলাইটিক এনেমিয়া, কোলেস্ট্যাটিক জন্ডিস এবং পরিপাকনালীর হেমোরাজ ইত্যাদি।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : ফিনাইলবিউটাজোন, সালফোনামাইড, কোমারিন ডেরিভেটিভ, বিটা-ব্লকার, হেট্রোসাইক্লিন, ক্লোরামফেনিকল, কোফাইব্রেট, সিমোটিডিন, মাইকোনাভাল, বারবিচুরেট, কার্টিকোস্টেরয়েড, থায়াজাইড ডাইইউরেটিক, থাইরয়েড হরমোন, ল্যাক্সাটিভ এবং মুখে সেব্য জন্মনিরোধক সমূহ।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালীন মায়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত নয়।

সরবরাহ :

কমপ্রিড® ট্যাবলেট : ২ X ২০ টি। কমপ্রিড® এক্স আর ট্যাবলেট : ৩ X ১০ টি।

কনটিফিল™

Contifil™

উপাদান : থিওফাইলিন বিপি ৩০০ মি.গ্রা. এবং ৪০০ মি.গ্রা.।

নির্দেশনা : এ্যাজমা রোগের প্রতিরোধক ও প্রতিষেধক ওষুধ হিসাবে কনটিফিল™ (থিওফাইলিন) ব্যবহৃত হয়।

সেবন মাত্রা ও বিধি : প্রাপ্ত বয়স্ক : একটি করে কনটিফিল™ ৩০০ অথবা কনটিফিল™ ৪০০ ট্যাবলেট প্রতি ১২ ঘন্টা অন্তর অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

শিশু : দৈনিক ৯ মি.গ্রা./কেজি হিসাবে ২ বার অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: রক্তে থিওফাইলিনের ঘনত্ব ২০ মাইক্রোগ্রাম/মি.লি. এর বেশি হলে পাকস্থলীর অস্বাচ্ছন্দবোধ, বমি-বমি ভাব, অধিক হৃদস্পন্দন, মাথা ব্যথা, অনিদ্রা ইত্যাদি দেখা দিতে পারে।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: এলোপুরিনল, সিমাস্টাটিন, নরফ্লক্সাসিন, সিপ্রোফ্লক্সাসিন, ইরাইথে μ -মাইসিন, ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ- এর সাথে ব্যবহারে থিওফাইলিনের নিষ্কাশন মাত্রা বেড়ে যায়। ফিনাটোইন, মিথোট্রিক্সেট, রিফামপিন- এর সাথে ব্যবহারে থিওফাইলিনের নিষ্কাশন মাত্রা কমে যায়।

গর্ভাবস্থায় ও মাতৃদুগ্ধদানকালে ব্যবহার: গর্ভাবস্থায় থিওফাইলিন এর নিরাপদ ব্যবহার সম্পর্কে নিশ্চিত জানা যায়নি। ইহা মাতৃ দুগ্ধের সাথে নিঃসৃত হয়। কাজেই মায়ের সেরাম থিওফাইলিনের মাত্রা টক্সিক পর্যায়ে হলে, নব জাতকের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে।

শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার: নবজাতকের ক্ষেত্রে থিওফাইলিনের নি:সরণ খুবই কম। তাই শিশুদের ক্ষেত্রে মাত্রা নির্ধারণ ও পর্যবেক্ষণে সতর্ক থাকা উচিত।

প্রতি নির্দেশনা: থিওফাইলিন কিংবা অন্যান্য জেনথিন গ্রুপের ওষুধের প্রতি সংবেদনশীল হলে ওষুধটি দেয়া যাবে না। পেপটিক আলসার এবং তীব্র খিচুনীতে থিওফাইলিন পরিহার করতে হবে। শিশুদের ক্ষেত্রে থিওফাইলিন এবং এফিড্রিন একই সাথে ব্যবহার অনুচিত।

সরবরাহ:

কনটিফিলTM ৩০০ : প্রতিটি বাঞ্জে আছে ১০০ টি সাসটেইনড রিলিজ ট্যাবলেট। কনটিফিলTM ৪০০ : প্রতিটি বাঞ্জে আছে ৩০ টি সাসটেইনড রিলিজ ট্যাবলেট।

কনটিলেক্স[®]

Contilex[®]

উপাদান : গ্লুকোসামিন সালফেট ২৫০ মি.গ্রা. এবং কনড্রয়টিন সালফেট ২০০ মি.গ্রা./ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : আঙ্গুল, কাঁধ এবং অন্যান্য ওজন-বহনকারী অস্থিসন্ধির অস্টিওআরথ্রাইটিসের চিকিৎসায়। খাদ্য-সম্পূরক হিসেবে, অস্টিওআরথ্রাইটিস প্রতিরোধে।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : ১-২ টি ট্যাবলেট দিনে তিন বার। ৬০ দিন পর সেবন মাত্রা প্রয়োজন অনুসারে কমিয়ে আনা যায়।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : গ্লুকোসামিন এবং কনড্রয়টিন এর কোনরূপ প্রতিনির্দেশনা জানা নেই। তবে এই উপাদানগুলির প্রতি প্রমাণিত অতিসংবেদনশীলতা থাকলে এটি তাদের প্রতি প্রতিনির্দেশিত।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : কোন উল্লেখযোগ্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়নি। অল্প ও পরিবর্তনযোগ্য আন্ত্রিক গ্যাস তৈরী করতে পারে।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : কনড্রয়টিন এন্টিকোয়াগুলেটস্ যেমন ওয়ারফেরিন, হেপারিন-এর রক্ত তরলীকরণ প্রবণতা বাড়িয়ে দিতে পারে।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে বিশেষ সতর্কতার সাথে এবং চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে গ্লুকোসামিন এবং কনড্রয়টিন গ্রহণ করা উচিত।

সরবরাহ :

কনটিলেক্স[®] ট্যাবলেট : ৫ X ৬ টি।

কোট্রিম[®]

Cotrim[®]

উপাদান : (সালফামেথোক্সাজোল ৪০০ মি.গ্রা. এবং ট্রাইমেথোপ্রিম ৮০ মি.গ্রা.)/ট্যাবলেট। (সালফামেথোক্সাজোল ৮০০ মি.গ্রা. এবং ট্রাইমেথোপ্রিম ১৬০ মি.গ্রা.)/ডিএস ট্যাবলেট। (সালফামেথোক্সাজোল ২০০ মি.গ্রা. এবং ট্রাইমেথোপ্রিম ৪০ মি.গ্রা.)/৫ মি.লি. সাসপেনশন।

নির্দেশনা : শ্বাসনালীর সংক্রমণ, জনন ও মূত্রনালীর সংক্রমণ, ত্বকের সংক্রমণ, অস্টিওমাইয়েলাইটিস, সেপটিসেমিয়া, নকার্ডিওসিস এবং অন্যান্য সংবেদনশীল জীবাণুঘটিত সংক্রমণ।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : কোট্রিম[®] ট্যাবলেট : ২ টি করে ট্যাবলেট দিনে ২ থেকে ৩ বার। দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসায় ১ টি ট্যাবলেট দিনে ২ বার (>১৪ দিন), কোট্রিম[®] ডিএস ট্যাবলেট : ১ -১১/২ টি করে ট্যাবলেট দিনে দুই বার এবং কোট্রিম[®] সাসপেনশন : ৬ থেকে ১২ বছরের কম বয়সীদের জন্য ১/২ - ২ চামচ করে দিনে দুই বার।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : যকৃত ও বৃক্ক কর্ম সম্পাদনে অসমর্থ হলে বা বাড ডিসক্রেসিয়া, সালফোনামাইড জাতীয় ওষুধের প্রতি সংবেদনশীল হলে, মেগালোস্টিক অ্যানিমিয়া হলে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : এন্সফেলিয়েটিভ ডার্মাটাইটিস, বমি বমি ভাব, ডায়রিয়া, গসাইটিস এবং স্টমাটাইটিস ইত্যাদি। এনিমিয়া, গ্রানুলোসাইটোপেনিয়া, পারপিউরা এবং এ্যাথানুলোসাইটোসিস দেখা দিতে পারে।

সরবরাহ :

কোট্রিম® ট্যাবলেট : ১০ X ১০ টি। কোট্রিম® -ডিএস ট্যাবলেট : ১০ X ১০ টি। কোট্রিম® সাসপেনশন : ৬০ মি.লি.।

D

ডেফিরন®

Defiron®

উপাদান: ডেফিরন® ইঞ্জেকশন: প্রতি মি.লি. ইঞ্জেকশনে আছে আয়রন সক্রোজ ইঞ্জেকশন ইউএসপি যা ২০ মি.গ্রা. এলিমেন্টাল আয়রন সমতুল্য।

নির্দেশনা: ডেফিরন® আয়রণের অভাবজনিত নিম্নলিখিত নির্দেশনায় ব্যবহৃত হয়-

যখন ক্লিনিক্যালি দ্রুত আয়রণ সরবরাহের প্রয়োজন হয়।

যে সমস্ত রোগীদের মুখে সেবনযোগ্য আয়রণ সহ্য হয় না।

প্রকট অস্ত্রের প্রদাহজনিত রোগে যেখানে মুখে সেবনযোগ্য আয়রণ অকার্যকর।

নন-ডায়ালাইসিস নির্ভর দীর্ঘস্থায়ী বৃক্ষ রোগে আক্রান্ত রোগী যারা ইরাইথ্রোপোয়েটিন গ্রহণ করে।

নন-ডায়ালাইসিস নির্ভর দীর্ঘস্থায়ী বৃক্ষ রোগে আক্রান্ত রোগী যারা ইরাইথ্রোপোয়েটিন গ্রহণ করে না।

হিমোডায়ালাইসিস নির্ভর দীর্ঘস্থায়ী বৃক্ষ রোগে আক্রান্ত রোগী যারা ইরাইথ্রোপোয়েটিন গ্রহণ করে।

পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস নির্ভর দীর্ঘস্থায়ী বৃক্ষ রোগে আক্রান্ত রোগী যারা ইরাইথ্রোপোয়েটিন গ্রহণ করে।

এছাড়া ইহা সার্জারীর রোগী, রক্তদানকারী এবং প্রসব পরবর্তী রোগী, যারা আয়রণের অভাবজনিত রক্তস্ফ্রাভায় আক্রান্ত তাদের ক্ষেত্রেও নির্দেশিত।

মাত্রা ও সেবন বিধি: প্রয়োগ বিধি: ডেফিরন® শিরাপথে ফোঁটায় ফোঁটায় ধীরগতিতে ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে অথ

বা ডায়ালাইজার-এর ভেনাস লিম্ব এ সরাসরি সঞ্চরণ করতে হবে এবং ইহা সরাসরি পেশী অভ্যন্তরে সঞ্চরণ করা যাবে না এবং রোগীর আয়রণ ঘাটতি হিসাব করা সাপেক্ষে, নির্ধারিত মাত্রা একটি ইনফিউসনে দেয়া যায়। প্রথম ব্যবহারের পূর্বে একটি পরীক্ষামূলক মাত্রা ব্যবহার করা উচিত। ওষুধ প্রয়োগের সময় যদি কোন এলাজিক বিক্রিয়া বা অসহিষ্ণুতা দেখা দেয়, তবে অনতিবিলম্বে এর প্রয়োগ বন্ধ করতে হবে।

শিরাপথে ইঞ্জেকশন: ডেফিরন® ধীর গতিতে শিরাপথে প্রতি মিনিটে ১ মি.লি. হারে (২০ মি.গ্রা.) ২ থেকে ৫ মিনিট সময়ে দেয়া যাবে। প্রতিবার সর্বোচ্চ ১০ মি.লি. ডেফিরন® (২০০ মি.গ্রা. আয়রণ) সঞ্চরণিত করা যাবে। প্রথম ব্যবহারের পূর্বে পরীক্ষামূলক মাত্রা হিসেবে পূর্ণবয়স্কদের ক্ষেত্রে এবং শিশু যারা ১৪ কেজি ওজনের উর্ধ্বে তাদের ক্ষেত্রে ১ মি.লি. ডেফিরন® এবং যে সকল শিশুর ওজন ১৪ কেজির নিচে তাদের ক্ষেত্রে ১.৫ মি.গ্রা. আয়রণ/কেজি, ১-২৬ মিনিট সময়ে সঞ্চরণ করা উচিত। যদি ১৫ মিনিট অপেক্ষমান সময়ে কোন প্রকার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা না যায় তবে বাকী অংশ পূর্বে উল্লিখিত মাত্রায় সঞ্চরণ করতে হবে। প্রতিবার প্রয়োগের পর রোগীর বাহু প্রসারিত রাখা উচিত।

ইনফিউশন: নিম্ন রক্তচাপ জনিত সমস্যা এবং ভুলভাবে শিরাপথে প্রয়োগের সম্ভাবনা কমানোর জন্য ডেফিরন® ফোঁটায় ফোঁটায় ইনফিউশনে প্রয়োগ করা উচিত। সেক্ষেত্রে ১ মি.লি. ডেফিরন® (২০ মি.গ্রা. আয়রণ) সর্বোচ্চ ২০ মি.লি. ০.৯% ডবিউ/ডি সোডিয়াম ক্লোরাইড [৫ মি.লি. (১০০ মি.গ্রা. আয়রণ) সর্বোচ্চ ০.৯% ডবিউ/ডি সোডিয়াম ক্লোরাইড থেকে ২৫ মি.লি. (৫০০ মি.গ্রা. আয়রণ ৫০০ মি.লি. ০.৯% ডবিউ/ডি সোডিয়াম ক্লোরাইড) সাথে দ্রবীভূত করতে হবে। সঞ্চরণের পূর্ব মুহূর্তে অবশ্যই দ্রবীভূত করতে হবে এবং বর্ণিত উপায়ে প্রয়োগ করতে হবে-১০০ মি.গ্রা. আয়রণ কমপক্ষে ১৫ মিনিটে, ২০০ মি.গ্রা. আয়রণ কমপক্ষে ৩০ মিনিটে, ৪০০ মি.গ্রা. আয়রণ কমপক্ষে ১.৫ ঘন্টাব্যাপ এবং ৫০০ মি.গ্রা. আয়রণ কমপক্ষে ৩.৫ ঘন্টাব্যাপী প্রয়োগ করতে হবে।

নতুন প্রাণ্ড বয়স্ক রোগী এবং শিশু যাদের ওজন ১৪ কেজির বেশি তাদের ক্ষেত্রে প্রথম ২০ মি.গ্রা. আয়রণ এবং শিশু যাদের ওজন ১৪ কেজির নিচে তাদের ক্ষেত্রে দৈনিক মাত্রায় অর্ধেক (১.৫ মি.গ্রা./কেজি) পরীক্ষামূলক মাত্রা হিসেবে প্রয়োগ করা উচিত। যদি

কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা না দেয়, বাকী অংশ পূর্বোলোখিত গতিতে সঞ্চালন করতে হবে।

ডায়ালাইজারের ক্ষেত্রে ইঞ্জেকশন: ডেফিরন® ডায়ালাইজারের ডেনাস লিম্ব-এ শিরাপথে ইঞ্জেকশনের মত একই শর্তে সরাসরি প্রয়োগ করা যায়।

হিমোডায়ালাইসিস নির্ভর দীর্ঘস্থায়ী বৃক্কের রোগে আক্রান্ত রোগী: ডেফিরন® দ্রবীভূত না করে ১০০ মি.গ্রা. ধীর গতিতে শিরাপথে সরাসরি ইঞ্জেকশন হিসেবে ২ থেকে ৫ মিনিট অথবা ইনফিউশন আকারে ১০০ মি.গ্রা., সর্বোচ্চ ১০০ মি.লি. ০.৯% ডবিউ/ভি সোডিয়াম ক্লোরাইড এর মধ্যে মিশ্রিত করে কমপক্ষে ১৫ মিনিট সময় ধরে প্রতি ডায়ালাইসিস-এর সময় সর্বমোট ১০০০ মি.গ্রা. মাত্রায় প্রয়োগ করা যায়।

ডায়ালাইসিস অনির্ভর দীর্ঘস্থায়ী বৃক্কের রোগে আক্রান্ত রোগী: ডেফিরন® ২০০ মি.গ্রা. শিরাপথে ধীরগতিতে ইঞ্জেকশন হিসেবে ২ থেকে ৫ মিনিট সময় নিয়ে ৫ বাবে সর্বমোট ১০০০ মি.গ্রা. ১৪ দিনের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে।

পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস নির্ভর দীর্ঘস্থায়ী বৃক্কের রোগে আক্রান্ত রোগী: ডেফিরন® সর্বমোট ১০০০ মি.গ্রা. ৩টি বিভক্ত মাত্রায় ইনফিউশন হিসেবে ২৮ দিনের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে: ৩০০ মি.গ্রা. এর ২টি ইনফিউশন (১.৫ ঘন্টার মধ্যে) ১৪ দিনের মধ্যে এবং ৪০০ মি.গ্রা. এর ইনফিউশন ২.৫ ঘন্টাব্যাপী ১৪ দিন পরে দিতে হবে। ডেফিরন®-এর মাত্রা সর্বোচ্চ ২৫০ মি.লি. ০.৯% সোডিয়াম ক্লোরাইড এর মধ্যে দ্রবীভূত করা উচিত।

বিঃদ্র: আয়রণ সুক্রোজ অন্যান্য ওষুধ অথবা শিরাপথে ব্যবহারের জন্য পুষ্টি জাতীয় ইনফিউশনের সাথে মিশ্রণীয় নয়। শিরাপথে ব্যবহারের জন্য ওষুধ প্রয়োগের পূর্বে এর রং পরিবর্তন ও ভিতরে কোন ক্ষুদ্র কণিকা আছে কিনা তা ভালভাবে দেখে নেয়া উচিত। পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: আয়রণ সুক্রোজ নির্ভর অথবা অনির্ভর ক্ষতিকর বিক্রিয়া: নিম্ন রক্তচাপ, পেশী সংকোচন, মাথা ব্যথা, বমি বমি ভাব, বমি এবং ডায়রিয়া। এসবের কোন কোন উপসর্গ দীর্ঘস্থায়ী বৃক্কের রোগে আক্রান্ত রোগী অথবা ডায়ালাইসিস রোগী যারা শিরাপথে গ্রহণ করছে না তাদের ক্ষেত্রে দেখা দিতে পারে। সমস্ত শরীরে: মাথা ব্যথা, জ্বর, ব্যাথা, দুর্বলতা, দুর্ঘটনাজনিত আঘাত। হৃদরোগ : সাধারণত নিম্ন রক্তচাপ, বুক

ব্যথা, উচ্চরক্তচাপ, রক্তের পরিমাণ বেড়ে যাওয়া। পরিপাকতন্ত্র : বমি বমি ভাব, বমি, পেটে ব্যথা, যকৃত এনজাইম বেড়ে যাওয়া। কেন্দ্রীয় ও প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র: মাথা ঘুরানো। অস্থি ও পেশীতন্ত্র: পেশী সংকোচন, অস্থি ও পেশীতে ব্যথা। শ্বসন তন্ত্র: কফ, নিউমোনিয়াজনিত শ্বাসকষ্ট। চর্ম ও চর্মগ্রন্থি: চুলকানি, প্রয়োগস্থানে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া। অতি সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া: সতর্ক পরীক্ষায় পর্যবেক্ষণ করা গেছে, কতিপয় রোগী ক্ষীণ থেকে মাঝারী সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়। যেমন- শব্দযুক্ত শ্বাস-প্রশ্বাস, শ্বাসকষ্ট, নিম্ন রক্তচাপ, র্যাশ অথবা চুলকানি ইত্যাদি। এনাফাইল্যাকটিক প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে রোগীর মৃত্যুর আশংকাও (এনাফাইল্যাকটিক শক, অবচেতনা, শ্বাসকষ্ট অথবা খিচুনি) দেখা দিতে পারে। এজন্য রোগীকে প্রথমে একটি পরীক্ষামূলক মাত্রায় ওষুধ সঞ্চারণ করা উচিত।

প্রতিনির্দেশনা: রোগী যাদের দেহে আয়রণের পরিমাণ অতিরিক্ত, আয়রণ সুক্রোজ অথবা এর অসক্রিয় উপাদানের প্রতি সংবেদনশীলতা, রক্তস্ফ্রাভা যা আয়রণের অভাবজনিত কারণে নয়। এছাড়াও ইহা এ্যাজমা, যকৃতের সমস্যা এবং কোন এনাফাইল্যাক্সিস-এর ইতিহাস রয়েছে এমন রোগীদের ক্ষেত্রে প্রতিনির্দেশিত।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: আয়রণ সুক্রোজের সাথে অন্য ওষুধের কোন প্রতিক্রিয়া রয়েছে কিনা তা এখনো পর্যবেক্ষণ করা হয়নি। তবে আয়রণ সুক্রোজ কোন সেব্য আয়রণ ওষুধের সাথে ব্যবহার করা উচিত নয়। আয়রণ ইঞ্জেকশন দেয়ার পরবর্তীতে ৫ দিনের মধ্যে সেব্য আয়রণ ব্যবহার করা উচিত নয়।

সতর্কতা: সাধারণ: যেহেতু শরীর থেকে আয়রণ নিঃসরণ সীমিতভাবে হয় এবং অতিরিক্ত আয়রণ শরীরের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ, তাই আয়রণের প্রয়োগের থেকে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। যে সকল রোগী আয়রণ চিকিৎসা গ্রহণ করছে তাদের হিমোটোলজিক ও হেমাটিনিক পরিমাপক (হিমোগো-বিন, হিমোটোক্রিট, ওসরাম ফেরিটিন এবং ট্রান্সফেরিন সম্পৃক্ত) মাত্রা নির্ণয় করে নেয়া উচিত। রোগীর শরীরে আয়রণ অতিরিক্ত মাত্রায় থাকলে আয়রণের চিকিৎসা স্থগিত করতে হবে। শিরাপথে আয়রণের ব্যবহারের ফলে শরীরে ট্রান্সফেরিন সম্পৃক্ত এর মান দ্রুতই বেড়ে যায়। এজন্য রক্তরসে আয়রণের মান শিরাপথে প্রয়োগের ৪৮ ঘন্টার মধ্যে পাওয়া যায়।

অতি সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া: আয়রণ সুক্রোজের ফলে অতি সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া দুর্লভ। তবে কিছু ক্ষেত্রে পরিমিত মাত্রার অতিসংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। নিম্ন রক্তচাপ: শিরাপথে আয়রণ গ্রহন করছে এমন হিমোডায়ালাইসিস রোগীদের ক্ষেত্রে নিম্ন রক্তচাপ প্রায়ই লক্ষ্য করা গেছে। নিম্ন রক্তচাপ সম্ভবত আয়রণ সুক্রোজ প্রয়োগ ও তার মাত্রার উপর নির্ভরশীল। নির্দেশিকা অনুযায়ী সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: অন্তসত্ত্বা শ্রেণী-বি। গর্ভবতী মহিলাদের নিয়ে এ বিষয়ে পর্যাপ্ত ও নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষা হয়নি। পরিষ্কারভাবে প্রয়োজন হলে গর্ভবতীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত। স্তন্যদানকারী: মাতৃদুগ্ধ থেকে এই ওষুধটি নিঃসরিত হয় কিনা জানা যায়নি। যেহেতু অনেক ওষুধই মাতৃ দুগ্ধ থেকে নিঃসরিত হয়। এই ওষুধটি সাবধানতার সাথে ব্যবহার করা উচিত। **শিশুদের ক্ষেত্রে:** শিশুদের ক্ষেত্রে আয়রণ সুক্রোজ ব্যবহারে নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা এখনো প্রতিষ্ঠিত নয়। বয়স্কদের ক্ষেত্রে: তরুণ এবং বয়ঃবৃদ্ধদের মাঝে নিরাপত্তাজনিত কোন পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়নি এবং প্রকাশিত ক্লিনিক্যাল অভিজ্ঞতাগুলোতেও তরুণ ও বৃদ্ধদের মাঝে এর প্রভাবের কোন পার্থক্য চিহ্নিত হয়নি। কিন্তু কিছু বৃদ্ধরোগীদের ক্ষেত্রে এর অধিক সংবেদনশীলতা ব্যাখ্যা করা যায়নি।

সরবরাহ:

ডেফিরন® ইঞ্জেকশন: প্রতিটি প্যাকেটে আছে এক অ্যাম্পুল আয়রণ সুক্রোজ ইঞ্জেকশন ইউএসপি (৫ মি.লি.), একটি জীবাণুমুক্ত ডিসপজিবল সিরিঞ্জ (৫ মি.লি.), একটি এলকোহল প্যাড এবং একটি ব্যান্ড এইড।

ডিপ্রাম®

Depram®

উপাদান

ডিপ্রাম® ট্যাবলেট : প্রতি ট্যাবলেট আছে ইমিপ্রামিন হাইড্রোক্লোরাইড বিপি ২৫ মি.গ্রা.।

নির্দেশনা

- ডিপ্রেসন
- প্যানিক ডিসঅর্ডার
- নকটারনাল এনিউরোসিস

মাত্রা ও সেবনবিধি

ডিপ্রেসন:

দিনে ৭৫ মি.গ্রা. বিভক্ত মাত্রায় শুরু করে ১৫০-২০০ মি.গ্রা. (৩০০ মি.গ্রা. পর্যন্ত) বিভক্ত মাত্রায় মাত্রা বর্ধনশীল। একক মাত্রায় ১৫০ মি.গ্রা. রাতে সেবন করা যেতে পারে। বয়স্কদের দিনে ১০ মি.গ্রা. মাত্রায় শুরু করে ৩০-৫০ মি.গ্রা. দেয়া যেতে পারে। শিশুদের জন্য প্রয়োজ্য নয়।

প্যানিক ডিসঅর্ডার: দিনে ১০-১৫ মি.গ্রা., সহনশীলতার উপর ভিত্তি করে দিতে হয়। রোগী ভেদে যা ৭৫-১৫০ মি.গ্রা. হতে পারে (সর্বোচ্চ ২০০ মি.গ্রা.)।

নকটারনাল এনিউরোসিস: শিশু: (৭ বছর পর্যন্ত) ২৫ মি.গ্রা.; (৮-১১ বছর) ২০-৫০ মি.গ্রা.; ১১ বছরের উর্দে ৫০-৭৫ মি.গ্রা. রাতে ঘুমানোর আগে দিতে হয়। যা সর্বোচ্চ ৩ মাস দেয়া যেতে পারে।

প্রতি নির্দেশনা: মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন, এ্যারিথমিয়া, ম্যানিক পর্যায় ও লিভার ডিজিজ।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: মুখের শুষ্কতা, কম ঘুম, দৃষ্টি আচ্ছন্ন, কোষ্ঠ্য কাঠিন্য, বমি বমি ভাব, মূত্র প্রণালীর সমস্যা, কার্ডিয়াক সমস্যা, ঘাম, খিঁচুনি, রামশ, হাইপারসেনসিটিবিটি, ম্যানিয়া, সেঙ্ক্যাল সমস্যা, রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা পরিবর্তন, ক্ষুধাবৃদ্ধি, ওজন বৃদ্ধি ও হ্রাস।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার করা উচিত নয়। ক্ষতির চেয়ে উপকার বেশি হলেই কেবল চিকিৎসকের পরামর্শে দেয়া যেতে পারে।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: MAOI, এ্যান্টিকোলিনার্জিক, এ্যান্টিহাইপারটেনসিভ, মিথ ইলফেনিডেট, লেবোডোপা, এ্যান্টিসাইকোটিক, সিমিটিডিন, বারবিচুরেট ও কন্ট্রাসেপটিভ এর সাথে বিক্রিয়া করতে পারে।

সরবরাহ: প্রতি বাক্সে আছে ৫০ টি ট্যাবলেট রিস্টার প্যাকে।

ডেক্সোনেক্স®

Dexonex®

উপাদান: ডেক্সোনেক্স® ট্যাবলেট: প্রতিটি ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেটে আছে ডেক্সামেথাসন মাইক্রোনাইজড বিপি

০.৫ মি.গ্রা.।

ডেব্রোনেস্ক[®] ইঞ্জেকশন: প্রতি মি.লি. ইঞ্জেকশনে আছে ডেব্রোমেথাসন সোডিয়াম ফসফেট বিপি ৫ মি.গ্রা.।

নির্দেশনা: এলার্জি: এ্যাজমা, এটপিক ডার্মাটাইটিস, ওষুধের প্রতি অতি সংবেদনশীলতা, বিভিন্ন প্রকার রাইনাইটিস এবং সেরাম সিকনেস। এসব ক্ষেত্রে প্রচলিত সাধারণ চিকিৎসা কার্যকরী না হলে বা রোগ তীব্র মাত্রায় হলে ডেব্রোনেস্ক নির্দেশিত।

কোলাজেন ডিজিজ: যেমন লুপাস ইরাইদেমাটোসাস, রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস।

চর্মরোগ: বুলাস ডার্মাটাইটিস হারপেটিফরমিস, এক্সফলিয়েটিভ ইরাইথ্রোডার্মা, মাইকোসি ফাংগয়েডস, পেমফিগংস এবং তীব্র পর্যায়ে ইরাইদেমা মাল্টিফরমি (স্টিভেন জনসন সিন্ড্রোম)।

এড্রোক্রাইন ডিজিজ: প্রাথমিক বা দ্বিতীয় পর্যায়ে এ্যাডরেনোকর্টিকাল ঘাটতি, জন্মগত এ্যাডরেনাল হাইপারপ্লাসিয়া, ক্যানসারজনিত হাইপারক্যালসিমিয়া এবং ননসাপুরেটিভ থাইরয়েডাইটিস।

পরিপাকতন্ত্র জনিত সমস্যা: রিজিওনাল এন্টারাইটিস, আলসারেটিভ কোলাইটিস।

হেমাটোলজিক্যাল ডিজিজ: একোয়ার্ড (অটোইমিউন) হেমোলাইটিক অ্যানিমিয়া, জন্মগত (ইরাইথ্রয়েড) হাইপোপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া, ইডিওপ্যাথিক থ্রম্বোসাইটোপেনিক পুরপুরা এবং সেকেন্ডারি থ্রম্বোসাইটোপেনিয়ায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটি নির্দেশিত।

নিউপ্লাস্টিক ডিজিজ: লিউকেমিয়া এবং লিম্ফোমা। স্নায়ুতন্ত্রের সমস্যা: মাল্টিপল স্কেলোসিসের তীব্র পর্যায়, মস্তিষ্কের প্রাথমিক অথবা মেটাষ্টেটিক টিউমারের সাথে ইডিমা থাকলে, ক্রেনিওটোমি বা মস্তিষ্কের আঘাতে।

চক্ষু জনিত সমস্যা: টেম্পোরাল আর্টারাইটিস, ইউভিয়াইটিসহ এবং চোখের বিভিন্ন প্রদাহজনিত রোগ যেখানে স্থানীয়ভাবে কর্টিকোস্টেরয়েড কার্যকরী নয়। কিডনী জনিত রোগ: ইডিওপ্যাথিক নেফ্রোটিক সিন্ড্রোম বা লুপাস ইরাইদেমাটোসাস এ প্রস্রাবের নির্গমন বাড়াতে অথবা প্রোটিনউরিয়া প্রতিরোধ করতে।

শ্বসনতন্ত্রের রোগ: বেরিলিওসিস, তীব্র আকারে যক্ষা হলে অন্যান্য ওষুধের পাশাপাশি, ইডিওপ্যাথিক ইউসিনোফিলিক নিউমোনিয়া, লক্ষণযুক্ত সারকয়েডোসিস।

রিউম্যাটিক ডিজিজ: তীব্র মাত্রায় বাতজনিত আর্থ্রাইটিস, তীব্র মাত্রায় রিউম্যাটিক কার্ডাইটিস, অ্যানকাইলোসিং স্পন্ডিলাইটিস, সোরিয়াটিক আর্থ্রাইটিস, রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস, ডারমাটোমায়োসাইটিস, পলিমায়োসাইটিস, সিসটেমিক লুপাস ইরাইদেমাটোসাস।

অন্যান্য: এ্যাডরেনোকর্টিক্যাল হাইপারফাংশন নির্ণয়ে, ট্রাইকিনোসিসে স্নায়ু কিংবা মায়োকার্ভিয়াম আক্রান্ত হলে, যক্ষাজনিত মেনিনজাইটিস প্রভৃতি ক্ষেত্রে নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি: সাধারণভাবে রোগের ধরণ এবং রোগীর অবস্থার ওপর গ্লুকোকর্টিকয়েডের মাত্রা নির্ভর করে। ওষুধ শুরু করার কয়েকদিনের মধ্যে আশানুরূপ ফলাফল না পেলে গ্লুকোকর্টিকয়েড চালিয়ে যাবার প্রয়োজন নেই। দীর্ঘমেয়াদী প্রয়োজনে সবচেয়ে কম মাত্রায় কার্যকরী পরিমাণ গ্লুকোকর্টিকয়েড সেব্য।

ডেব্রোনেস্ক[®] ট্যাবলেট:

১। প্রাথমিকের ক্ষেত্রে রোগীর প্রয়োজন অনুযায়ী প্রতিদিন ১ মি.গ্রা. থেকে ১০ মি.গ্রা. পর্যন্ত সেব্য। শিশুদের ক্ষেত্রে ০.০৩-০.২০ মি.গ্রা./কেজি দৈনিক ওজন হিসেবে প্রতিদিন সেব্য।

২। কোন কোন রোগীর ক্ষেত্রে অস্থায়ীভাবে উচ্চ মাত্রায় ডেব্রোমেথাসন সেব্য। পরবর্তীতে প্রয়োজন অনুযায়ী মাত্রা কমাতে হবে।

৩। ডেব্রোমেথাসন সাপ্রেসন টেস্ট: সকাল ১১টায় ১ মি.গ্রা. ডেব্রোমেথাসন দেয়া হয় এবং পরদিন সকালে প্রাজমা কর্টিসন পরিমাপ করা হয়।

যে সমস্ত রোগীর ক্ষেত্রে কর্টিসনের পরিমাণ কমে না, ০.৫ মি.গ্রা. ডেব্রোমেথাসন ৬ ঘন্টা পর পর ৪৮ ঘন্টা পর্যন্ত দেয়া হয়। পরবর্তীতে ৪৮ ঘন্টায় ২ মি.গ্রা. করে ৬ ঘন্টা পরপর দেয়া হয়। টেস্টের আগে, টেস্টের সময় এবং পরে ২৪ ঘন্টার প্রস্রাব পরীক্ষা করে ১৭ আলফা-হাইড্রোক্সিকর্টিকয়েডের পরিমাপ করা হয়।

ডেব্রোনেস্কTM ইঞ্জেকশন:

ডেব্রোমেথাসন ইঞ্জেকশন ইন্ট্রাভেনাস (আইভি), ইন্ট্রামাস্কুলার (আইএম) অথবা লোকাল ইঞ্জেকশন হিসেবে প্রয়োগ করা যায়। ডেব্রোমেথাসন ইঞ্জেকশন ইনফিউশন ফ্লুইড এর সাথে মিশ্রিত করে অথবা সরাসরি ইনফিউশন লাইনে প্রয়োগ করা যায়। অধিক মাত্রায়

শিরায় প্রয়োগ করা হলে কয়েক মিনিট ধরে প্রয়োগ করতে হবে। সার্বিকউটেনিয়াস এডিপোস টিস্যুর এ্যট্রিফি প্রতিরোধ করার জন্য ইন্ট্রামাস্কুলার ইঞ্জেকশন গভীর মাসপেশীতে প্রয়োগ করতে হবে। যেহেতু গ্লুকোকর্টিকয়েড ইনফেকশন্ এর প্রতি প্রতিরোধকে কমিয়ে দেয়, তাই ইন্ট্রা-আর্টিকুলার ইঞ্জেকশন হিসেবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে জীবাণুমুক্ত অবস্থা বজায় রাখতে হবে। ডেক্সামেথাসন বিভিন্ন ইনফিউশন ফ্লুইডের সাথে মিশ্রিত করা হলে এর কার্যকারিতা কমপক্ষে ২৪ ঘন্টা পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকে। ইনফিউশন ফ্লুইড হিসেবে সোডিয়াম ক্লোরাইড ০.৯%, এনহাইড্রাস গ্লুকোজ ৫%, ইনভার্ট সুগার ১০%, সরবিটল ৫%, রিঙ্গার'স সলিউশন, হার্টম্যান'স সলিউশন (রিঙ্গার-ল্যাকটেট) ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়। রোগের তীব্রতা এবং রোগীর ওষুধের প্রতি সংবেদনশীলতার উপর নির্ভর করে ডেক্সামেথাসন ইঞ্জেকশন এর মাত্রা নির্ধারণ করা হয়। প্রাপ্ত বয়স্কদের ক্ষেত্রে সিস্টেমিক থেরাপি হিসেবে ০.০৫-০.২০ মি.গ্রা./কেজি হারে প্রয়োগ করতে হবে। জরুরী অবস্থায় (এনাফাইলেকসিস, একিউট সিভিয়ার অ্যাজমা, সেরেব্রাল ইডিমা) অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে। প্রাথমিক মাত্রায় ১০-২০ মি.গ্রা. আইভি প্রয়োগ করতে হবে, তারপর ৬ মি.গ্রা. আইভি অথবা আইএম প্রতি ৬ ঘন্টা অন্তর প্রয়োগ করতে হবে। পর্যাপ্ত উপশমের পরপরই ব্যবহার মাত্রা ধাপে ধাপে কমিয়ে দিতে হবে।

লোকাল থেরাপি-এর ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত মাত্রা সমূহ নির্দেশিত-

ইন্ট্রা-আর্টিকুলারলিঃ ২-৪ মি.গ্রা. বড় এবং ০.৮-১

মি.গ্রা. ছোট অস্থিসন্ধিতে

ইন্ট্রা-বারশালিঃ ২-৪ মি.গ্রা. টেনডন সিথ-এঃ ০.৪-১

মি.গ্রা.

এ সকল ক্ষেত্রে ইনজেকশন ৩-৫ দিন হতে ২-৩

সপ্তাহ পর্যন্ত ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রতিনির্দেশনা

- গ্যাস্ট্রিক এবং ডিওডেনাল আলসার
 - সিস্টেমিক এবং চোখে ছত্রাকের সংক্রমণ
 - ভাইরাস সংক্রমণ, যেমন- ভেরিসেলা, হারপেস জেনিটালিস বা চোখে ভাইরাসের সংক্রমণ ইত্যাদি
 - গ্লুকোমা
 - কর্টিকোস্টেরয়েডের প্রতি অতিসংবেদনশীলতা
- অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া

• ডাই-ইউরেটিকস বা কার্ডিয়াক গ্লাইকোসাইডস এর সাথে একত্রে ব্যবহারে হাইপোক্যালামিয়া হবার ঝুঁকি থাকে।

• অ্যান্টি-ডায়াবেটিক ওষুধের সাথে একত্রে ব্যবহারের ক্ষেত্রে এটি অ্যান্টি-ডায়াবেটিক ওষুধের চহিদা বাড়িয়ে দেয়।

• নন-স্টেরয়েডাল অ্যান্টি ইনফ্লামেটরী ওষুধের সাথে একত্রে ব্যবহারে পরিপাকতন্ত্রের আলসার হবার ঝুঁকি বাড়তে পারে।

• গ্লুকোকর্টিয়েড ওরাল এ্যাক্টিকোয়াগলেন্ট জাতীয় ওষুধের প্রয়োজনীয়তার পরিবর্তন করতে পারে।

• লিভার এনজাইম জনিত ওষুধ যেমন- রিফামপিসিন, এফেড্রিন, বারবিচুরেটস, ফিনাইটোইন এবং প্রিমিডোন প্রভৃতি ওষুধের সাথে একত্রে ব্যবহারকালে এর কার্যকারিতা কমে যেতে পারে।

• স্যালিসাইলেটের সাথে দীর্ঘমেয়াদী সেবনের ক্ষেত্রে সাবধানতার সাথে গ্লুকোকর্টিয়েডের মাত্রা কমাতে হবে। কারণ এ সকল ক্ষেত্রে স্যালিসাইলেট বিষক্রিয়ার তথ্য পাওয়া গেছে।

• ম্যাগনেশিয়াম ট্রাইসিলিকেট জাতীয় এন্টাসিড পরিপাকতন্ত্রে গ্লুকোকর্টিয়েডের শোষণকে ব্যহত করে। তাই একত্রে ব্যবহারের ক্ষেত্রে দুটি ওষুধের মাত্রার মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান রাখতে হবে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া

দীর্ঘমেয়াদী সেবনে নিম্নলিখিত প্রতিক্রিয়াসমূহ দেখা দিতে পারে :

• এডোক্রাইন এবং মেটাবলিক সমস্যা: কুশিং লাইক সিন্ড্রোম, হারসুটিসম, অনিয়মিত রক্তশ্রাব, প্রিম্যচিওর এপিফিসিয়াল ক্লোসার, সেকেন্ডারী এড্রেনোকর্টিকাল এবং পিটুইটারী আনরেসপনসিভনেস, গ্লুকোজ টলারেন্স কমে যাওয়া, নেগেটিভ নাইট্রোজেন এবং ক্যালসিয়াম ব্যালেন্স।

• ফ্লুইড এবং ইলেকট্রোলাইট জনিত সমস্যা: সোডিয়াম এবং ফ্লুইড রিটেনশন, উচ্চরক্তচাপ, পটাশিয়াম ঘাটতি, হাইপোক্যালামিক অ্যালকালোসিস।

• পেশী ও কঙ্কালতন্ত্র- এর উপর প্রভাব: মায়োপ্যাথি, পেট ফুলে যাওয়া, অস্টিওপোরোসিস, ফিমোরাল এবং হিউমোরাল হেডস্ এর এসেপ্টিক নেক্রোসিস।

• পরিপাকতন্ত্র- এর উপর প্রভাব: গ্যাস্ট্রিক এবং ডিওডেনাল আলসার, পারফোরেশন, রক্তপাত।

• ত্বক - এর উপর প্রভাব: দেহীতে ঘা শুকানো, ত্বকের এ্যট্রিফি, স্ট্রায়া, পেটেচি এবং ইকাইমোসেস, ত্বকের

লালচে দাগ, অতিরিক্ত ঘাম, ব্রন।

• কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র - এর উপর প্রভাব: ইউফোরিয়া, অন্যান্য মানসিক সমস্যা, খিচুনি, শিশুদের ক্ষেত্রে সিউডোমটর সেরেব্রি এর সাথে বমি এবং পেপিলোইডিমা।

• চোখ - এর উপর প্রভাব: গ্লুকোমা, ইন্ট্রাকুলার প্রেসার বেড়ে যাওয়া, পোস্টেরিয়র সাবক্যাপসুলার ক্যাটারেক্ট।

• রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার প্রশমন - এর উপর প্রভাব: সহজেই জীবাণু সংক্রমণের প্রবণতা, ত্বকের পরীক্ষা এবং টিকার কার্যকারিতা কমে যাওয়া।

শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার

ন্যূনতম কার্যকরী মাত্রায় ব্যবহার্য।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : প্রেগনেসি ক্যাটাগরি সি। মাতৃদুগ্ধে নিঃসৃত হওয়ায় উচ্চমাত্রায় গ্লুকোকর্টিস্টেরয়েড গ্রহণকারী মায়েদের স্তন্যদান বন্ধ রাখতে হবে।

মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার: কম দেখা যায়। লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা দেয়া হয়।

সরবরাহ

ডেক্সোনেক্স[®] ট্যাবলেট: প্রতিটি বাক্সে আছে ১০০টি ট্যাবলেট ব্লিস্টার প্যাকে।

ডেক্সোনেক্স[®] ইঞ্জেকশন : প্রতিটি বাক্সে আছে ১০টি অ্যাম্পুল ব্লিস্টার প্যাকে।

ডেক্সোনেক্স-সিTM চোখ/কানের ড্রপস

Dexonex-CTM Eye/Ear Drops

উপাদান: ডেক্সোনেক্স-সিTM চোখ/কানের ড্রপস: প্রতি মি.লি. এ আছে ১ মি.গ্রা. ডেক্সামিথাসন ফসফেট এর সমতুল্য ডেক্সামিথাসন সোডিয়াম ফসফেট বিপি এবং ৫ মি.গ্রা. ক্লোরামফেনিকল বিপি।

নির্দেশনা: চোখ: স্টেরয়েড সংবেদনশীল চোখের প্রদাহে এবং যেখানে ব্যাকটেরিয়া সৃষ্ট সংক্রমণের ঝুঁকি আছে সেসব ক্ষেত্রে নির্দেশিত। এছাড়াও দীর্ঘমেয়াদী এ্যান্টিবায়োটিক ইউভিআইটিস এবং রাসায়নিক তেজস্ক্রিয়তা অথবা পুড়ে যাওয়া অথবা বাহ্যিক কণা দ্বারা সৃষ্ট কর্ণিয়ার ক্ষততে ইহা নির্দেশিত। এছাড়াও চোখের অপারেশন পরবর্তী প্রদাহ এবং অন্যান্য যেকোন ধরনের চোখের প্রদাহে এই ওষুধটি

নির্দেশিত।

কান: ওটাইটিস এক্সটার্নাল, ওটাইটিস মিডিয়া, ক্রনিক সুপারোটাইট ওটাইটিস মিডিয়া চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি:

চোখে প্রয়োগ

কর্ণিয়ার ক্ষত: প্রথমদিন প্রথম ৬ ঘন্টার জন্য আক্রান্ত চোখে ১৫ মিনিট পরপর ২ ফোঁটা করে প্রয়োগ করতে হবে এবং দিনের অবশিষ্ট সময়ে আক্রান্ত চোখে ৩০ মিনিট পর পর ২ ফোঁটা করে প্রয়োগ করতে হবে। দ্বিতীয় দিন প্রতি ঘন্টা পর পর ২ ফোঁটা করে আক্রান্ত চোখে প্রয়োগ করতে হবে। তৃতীয় দিন থেকে চৌদ্দ দিন পর্যন্ত প্রতি ৪ ঘন্টা পর পর ২ ফোঁটা করে আক্রান্ত চোখে প্রয়োগ করতে হবে। যদি কর্ণিয়ার পুনঃ এপিথেলিয়াম দেখা না দেয় তাহলে ১৪ দিনের পরেও চিকিৎসা চলতে থাকবে।

ব্যাকটেরিয়া জনিত কনজাংটিভার প্রদাহ: স্বাভাবিক মাত্রা হলো প্রথম ২ দিন জাগ্রত অবস্থায় থাকাকালীন সময়ে ১-২ ফোঁটা করে প্রতি ২ ঘন্টা পর পর কনজাংটিভার খলিতে প্রয়োগ করতে হবে এবং পরবর্তী ৫ দিন জাগ্রত অবস্থায় থাকাকালীন সময়ে ১-২ ফোঁটা করে প্রতি ৪ ঘন্টা পর পর প্রয়োগ করতে হবে।

কানে প্রয়োগ

প্রথমাবস্থায় সকল ব্যাকটেরিয়া জনিত কানের ক্ষত চিকিৎসায় ২-৩ ড্রপস ওষুধ দিনে ২-৩ ঘন্টা পর পর আক্রান্ত কানে প্রয়োগ করতে হবে, সংক্রমণের উন্নতির সাথে সাথে মাত্রা কমাতে হবে।

চিকিৎসা শুরু প্রাথমিক অবস্থায় চিকিৎসা বিরতি থেকে সতর্ক থাকতে হবে।

যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না:

এপিথেলিয়াল হারপিস কেরাটাইটিস (ডেনড্রাইটিস কেরাটাইটিস), ভ্যাকসিনিয়া, ভ্যারিসেলা এবং অন্যান্য ভাইরাসের দ্বারা কর্ণিয়া ও কনজাংটিভার সংক্রমণ দেখা দিলে ব্যবহার করা যাবে না। চোখে মাইকোব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণে ব্যবহার করা যাবে না। চোখে অথবা অরিকুলার স্ট্রাকচারে ফাংগাস এর সংক্রমণে এই ওষুধ ব্যবহার করা যাবে না।

এই ওষুধের যেকোন উপাদানের অতিসংবেদনশীলতা থাকলে এই ওষুধ ব্যবহার করা যাবে না।

শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার

শিশুদের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা এবং কার্যক্ষমতা এখনো প্রতিষ্ঠিত নয়।

পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া

স্থানীয় জ্বালাপোড়া বা অস্থি, চুলকানি, বাহিরের বস্তুর উপস্থিতির অনুভূতি, দানাদার তলানি, চোখের পাতার পাশে ফেঁটে যাওয়া, কনজাংটিভার রক্ত সঞ্চয়ণ, প্রয়োগের পর বিশ্বাদ লাগা। উপরন্তু কর্ণিয়ার দাগ পড়া, এলার্জিক ক্রিয়া, অশ্রু বারা, আলোতাক্ষ এবং বমি বমি ভাবের অভিযোগ পাওয়া যেতে পারে।

সরবরাহ

ডেক্সোনেক্স-সি™ চোখ/কানের ড্রপস্ : প্রতিটি কন্টেইনারে রয়েছে ৫ মি.লি. ডেক্সোমেথাসন সোডিয়াম ফসফেট বিপি এবং ক্লোরামফেনিকল বিপি এর জীবাণুমুক্ত দ্রবণ।

ডেক্সোনেক্স® চোখ/কানের ড্রপস

Dexonex® Eye/Ear Drops

উপাদান: ডেক্সোনেক্স® ০.১% চোখ/কানের ড্রপস্ : প্রতি মি.লি. এ আছে ১ মি.গ্রা. ডেক্সোমেথাসন ফসফেট এর সমতুল্য ডেক্সোমেথাসন সোডিয়াম ফসফেট বিপি।

নির্দেশনা:

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে এই ওষুধটি নির্দেশিত:

চোখ: পালপেব্রাল এবং বালবার কনজাংটিভার প্রদাহে, কর্ণিয়ার প্রদাহে এবং গোবের এ্যান্টিরিয়ার সিগমেন্টের স্টেরয়েড সংবেদনশীল প্রদাহে যেমন এ্যালার্জির কারণে সৃষ্ট কনজাংটিভার প্রদাহে, একনি রোজাসিয়ায়, সুপারফিশিয়াল পাংটেট কেরাটাইটিসে, হারপিস যোস্টার কেরাটাইটিসে, আইরাইটিসে, সাইকিটিসে, কিছু বিশেষ ধরনের সংক্রামক কনজাংটিভার প্রদাহতে নির্দেশিত। স্টেরয়েডের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বিবেচনা করে যদি ইডিমা ও প্রদাহ কমানো মুখ্য উদ্দেশ্য হয় তবেই উপরে উল্লেখিত ক্ষেত্রে এই ওষুধটি ব্যবহার করা যেতে পারে। কোন বাহ্যিক পদার্থ, তাপ বা রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা সৃষ্ট কর্ণিয়ার ক্ষততে ব্যবহার করা যেতে পারে।

কান: স্টেরয়েড সংবেদনশীল এক্সটারনাল অডিটরি মেটাস এর প্রদাহে যেমন- বহিকর্ণের এ্যালার্জিতে, পুঁজয়ুক্ত বা পুঁজছাড়া বহিকর্ণের সংক্রমণে ব্যবহার করা যেতে পারে। স্টেরয়েডের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বিবেচনা করে যদি ইডিমা ও প্রদাহ কমানো মুখ্য উদ্দেশ্য হয়

তবেই উপরে উল্লেখিত ক্ষেত্রে এই ওষুধটি ব্যবহার করা যেতে পারে।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি:

চিকিৎসার সময়সীমা ক্ষতের উপর নির্ভরশীল এবং কয়েকদিন থেকে কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। এই ওষুধটি প্রদাহনাশে কতটা কার্যকর তার উপর চিকিৎসার সময়সীমা নির্ভর করে। দীর্ঘদিনের সক্রিয় ক্ষততে প্রদাহ পুনরায় হতে পারে। এ ধরনের প্রদাহে ওষুধটি পুনরায় ব্যবহার করা যেতে পারে।

চোখ: প্রাথমিকভাবে কনজাংটিভাল স্যাক এ এক থেকে দুই ড্রপস্ দিনে প্রতি ঘন্টায় এবং রাতে প্রতি দুই ঘন্টা অন্তর অন্তর দেওয়া যেতে পারে। যখন ওষুধটি সক্রিয় বলে মনে হবে তখন ১ ড্রপস্ প্রতি চার ঘন্টা অন্তর অন্তর প্রয়োগ করতে হবে। পরবর্তীতে ১ ড্রপস্ দিনে ৩ থেকে ৪ বার রোগের লক্ষণ নিয়ন্ত্রণে যথেষ্ট।

কান: অরাল ক্যানলে ভালভাবে পরিষ্কার করে স্পঞ্জ করে শুকনো করে নিতে হবে। কানের ড্রপস্ সরাসরি অরাল ক্যানলে প্রয়োগ করতে হবে। প্রাথমিকভাবে ৩ অথবা ৪ ড্রপস্ দিনে দুই অথবা ৩ বার প্রয়োগ করতে বলা হয়ে থাকে। ওষুধটি কার্যকর মনে হলে পরবর্তীতে মাত্রা কমিয়ে এনে এক সময় বন্ধ করে দিতে হবে। যদি ভাল ফল পাওয়া যাবে বলে মনে করা হয় তবে কাপড়ের টুকরা দ্রবনে ভিজিয়ে নিয়ে অরাল ক্যানলে প্রবেশ করিয়ে দিতে হবে। কাপড়ের টুকরাটি ১২ থেকে ২৪ ঘন্টা পর কান থেকে অপসারণ করতে হবে। এই চিকিৎসা চিকিৎসকের পরামর্শ মত পুনরায় দেওয়া যেতে পারে।

যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না

এপিথেলিয়াল হারপিস সিমপ্লেক্স কেরাটাইটিস (ডেনড্রাইটিক কেরাটাইটিস), ভ্যাকসিনিয়া, ভ্যারিসেলা এবং অন্যান্য ভাইরাসের দ্বারা কর্ণিয়া ও কনজাংটিভার সংক্রমণ দেখা দিলে ব্যবহার করা যাবে না। চোখে মাইকোব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণে ব্যবহার করা যাবে না। চোখে অথবা অরিকুলার স্ট্রাকচারে ফাংগাস এর সংক্রমণে এই ওষুধ ব্যবহার করা যাবে না।

এই ওষুধের যেকোন উপাদানের অতিসংবেদনশীলতা থাকলে এই ওষুধ ব্যবহার করা যাবে না।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানাকালে ব্যবহার

USFDA প্রেগন্যান্সি ক্যাটাগরি:সি

গর্ভবতী মায়ের এই ওষুধ ব্যবহারের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত তথ্য নেই। ভ্রূনের ক্ষতির আশংকা ও গর্ভবতী মায়ের উপকার বিবেচনা করে এই ওষুধ প্রয়োগ করা উচিত। স্তন্যদানকালে ডেব্রামেথাসন ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার:

১৮ বৎসরের নীচে রোগীদের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা এবং কার্যক্ষমতা এখনো প্রতিষ্ঠিত নয়।

পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া

গ্লুকোমার সাথে অপটিক নার্ভ ক্ষতিগ্রহ হতে পারে। এছাড়া দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা হ্রাস পেতে পারে। ফিন্ড ডিফেক্টস এবং পোস্টেরিওর সাবক্যাপসুলার ক্যাটারাক্ট হতে পারে। হারপিস সিমপ্লেস এর মাধ্যমে সেকেন্ডারী অকুলার ইনফেকশন দেখা দিতে পারে। গোবের পারফোরেশন দেখা দিতে পারে।

অন্য ওষুধের সাথে বিক্রিয়া

অন্য ওষুধ যোগুলো ডেব্রামেথাসনের সাথে বিক্রিয়া করতে পারে সেগুলো হলো এ্যাট্রোপিন ও গ্লুকোমায় নির্দেশিত ওষুধ।

সরবরাহ:

ডেব্রামেথাসন ০.১% চোখ/কানের ড্রপস্ : প্রতিটি কন্টেইনারে রয়েছে ৫ মি.লি. ০.১% ডেব্রামেথাসন ফসফেট- এর জীবাণুমুক্ত দ্রবণ।

ডিলিপিড®

Delipid®

উপাদান : জেমফিব্রোজিল ৩০০ মি.গ্রা. ক্যাপসুল।

নির্দেশনা : খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তনের সাথে সাথে লিপিড-এর পরিমাণ কমানোর জন্য এবং ফ্লেভরিকসন টাইপ IIa, IIb, III, IV এবং হাইপারলাইপোপ্রোটিনেমিয়াতে এটি নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : দৈনিক ১.২ গ্রাম দু'টি বিভক্ত মাত্রায় সেব্য। সেবন মাত্রা দৈনিক ০.৯ থেকে ১.৫ গ্রাম পর্যন্ত হতে পারে অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : এলকোহলে আসক্ত, যকৃতের অকার্যকারিতা, পিত্তথলিতে পাথর থাকলে, গর্ভবস্থায় এবং এই ওষুধের প্রতি অতিসংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না। স্তন্যদানকারী মায়ের ক্ষেত্রে বুঁকি ও উপকারের মাত্রা নির্ধারণ করেই ব্যবহার করা হচিত।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : পেটে ব্যথা, এপিগ্যাস্ট্রিক ব্যথা অথ বা বদহজমই প্রধান। অন্যান্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার মধ্যে ঞ্ফরিটাস, ত্বকে ফুসকুঁড়ি, মাথা ব্যথা, মাথা ঝিম ঝিম করা, দৃষ্টিশক্তি ঝাপসা হয়ে যাওয়া, হাত পায়ে ব্যথা এবং কদাচিৎ পেশীতে ব্যথা অন্যতম।

সরবরাহ :

ডিলিপিড® ক্যাপসুল : ৫ X ৬ টি।

ডিপ্রেস®

Deprex®

উপাদান : ওলানজাপিন ৫ এবং ১০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : সিজোফ্রেনিয়া এবং অন্যান্য স্পষ্ট মানসিক সমস্যা (যেমন ডাঙ্কি, অলীক বিশ্বাস, এলোমেলো চিন্তা, বিরোধিতা এবং সন্দেহপ্রবণতা) বা অস্পষ্ট মানসিক সমস্যায় প্রারম্ভিক এবং রক্ষণ মাত্রায় নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : প্রারম্ভিক মাত্রা দৈনিক ১০ মি.গ্রা. একক মাত্রায়। খাবারের সাথে ওষুধ সেবনের কোন সম্পর্ক নেই।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : প্রোস্ট্যাটিক হাইপারট্রফি, প্যারালাইটিক ইলিয়াস এবং এ ধরণের সমস্যা, ন্যারো এ্যাংগেল গ্লুকোমা, নিউরোলেপটিক ম্যালিগন্যান্ট সিনড্রোম (এনএমএস)- এর কোনরূপ উপসর্গ ছাড়াই উচ্চ তাপমাত্রা থাকে তবে অন্যান্য মানসিক রোগের ওষুধের মতই অবশ্যই ওলানজাপিন সেবন বন্ধ করতে হবে। ঝিঁচুনী হয়েছে এমন এবং ঝিঁচুনী সম্পর্কিত উপসর্গ রয়েছে এমন রোগীদের ক্ষেত্রে ওলানজাপিন সতর্কতার সাথে ব্যবহার করতে হবে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : >১০% : তন্দ্রাচ্ছন্নতা এবং ওজন বৃদ্ধি। ১-১০% : মাথা ঝিম ঝিম করা, এসথেনিয়া, একাথেসিয়া, ক্ষুধা বৃদ্ধি, প্রান্তস্থ ইডিমা, অর্থোস্ট্যাটিক নিম্ন রক্তচাপ এবং মৃদু ও অস্থায়ী এন্টিকোলিনার্জিক প্রভাব; যেমন- কোষ্ঠকাঠিন্য ও মুখের শুষ্কতা হেপাটিক ট্রান্সএমাইনেজ সমূহের লক্ষণহীন বৃদ্ধি।

গর্ভবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভস্থ শিশুর ঝুঁকির মাত্রার উপর বিবেচনা করে গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে অতীব জরুরী বিবেচিত হলেই ব্যবহার করা উচিত। এই ওষুধ সেবনকালে রোগীর দুগ্ধদান করা উচিত নয়।

সরবরাহ :

ডিপ্রেক্স® ৫ ট্যাবলেট : ১০ X ১০ টি। ডিপ্রেক্স® ১০ ট্যাবলেট : ১০ X ১০ টি।

ডি-র্যাশ®

De-rash®

উপাদান : প্রতি গ্রাম অয়েন্টমেন্টে আছে জিংক অক্সাইড ৪০০ গ্রাম।

নির্দেশনা : শিশুদের ডায়পার ব্যবহার এর কারণে সৃষ্ট ফুসকুড়ির চিকিৎসা ও প্রতিরোধের জন্য ডি-র্যাশ® উপযোগী। এটি চামড়ায় চুলকানি বা জ্বালাপোড়ার হাত থেকে বাঁচার জন্য প্রতিরোধক বেস্তনি গড়ে তোলে। ডি-র্যাশ® খুব সহজে লাগানো ও মুছে ফেলা যায় এবং শিশুদের ত্বকে কোন প্রকার ক্ষতি করে না।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : ভেজা ও নোংরা ডায়পার দ্রুত খুলে ফেলুন। শিশুকে পরিষ্কার করে ডায়পার পরানোর জায়গা টুকু শুকিয়ে নিন। ডি-র্যাশ অয়েন্টমেন্ট যতবার প্রয়োজন ব্যবহার করা যায়।

প্রতিকার ডায়পার পরিবর্তনের সময়, ঘুমানোর সময় এবং লম্বা সময় ধরে ডায়পার ব্যবহার এর পূর্বে ডি-র্যাশ® ব্যবহার করা ভাল।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : ডি-র্যাশ® ব্যবহারের কোন পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া এখনো জানা যায়নি।

সতর্কতা ও যে সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : ইহা শুধুমাত্র বাইরে ব্যবহারের জন্য চোখের সংস্পর্শে যেন না আসে সে ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। ৭ দিন ওষুধটি ব্যবহারের পরও কোন উন্নতি না হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন কেননা এটি অন্য কোন রোগের লক্ষণও হতে পারে।

শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন। কোন শিশু এটি খেয়ে ফেললে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

সরবরাহ :

ডি-র্যাশ® অয়েন্টমেন্ট : ২৫ গ্রাম।

ডার্মাসল®

Dermasol®

উপাদান : ক্লোবেটাসল প্রোপিওনেট। ০.০৫% ক্রীম এবং অয়েন্টমেন্ট।

নির্দেশনা : একজিমা, সোরিয়াসিস, হাইপারট্রফিক লাইকেন প্ল্যানাস, লোকালাইজড ব্লাস ডিসঅর্ডারস, কেলয়েড স্কারিং, ভিটিলিগো এবং ক্রায়োথেরাপির পর রিঅ্যাকশন সাপ্রেসন।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি : দৈনিক একবার বা দুইবার অবস্থার উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত ব্যবহার করতে হবে। চার সপ্তাহের বেশী ব্যবহার করা উচিত নয়।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : ইমপেটিগো, টিনিয়া করপোরিস, হার্পিস সিমপ্লেক্স, স্ক্যাবিস, একনি ভালগারিস, রোজাসিয়া এবং গ্রাভিটেশনাল আলসারেসন।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : পিটুইটারী এড্রেনাল সাপ্রেসন, দীর্ঘদিন বেশী মাত্রায় শক্তিশালী কর্টিকোস্টেরয়েড দ্বারা চিকিৎসা করা হলে অস্ট্রিফিক পরিবর্তনসমূহ যেমন সুপারফিসিয়াল রক্তনালীসমূহ পাতলা ও প্রসারিত হতে পারে।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভাবস্থায় ব্যবহার নিরাপদ নয়। স্তন্যদানকালীন সময়ে টিপি কাল স্টেরয়েড সতর্কতার সাথে ব্যবহার করা উচিত।

সরবরাহ :

ডার্মাসল® ক্রীম : ১০ গ্রাম এবং ২০ গ্রাম টিউব-এ।

ডার্মাসল® অয়েন্টমেন্ট : ১০ গ্রাম এবং ২০ গ্রাম টিউব-এ।

ডার্মাসল™-এস

Dermasol™ - S

উপাদান : প্রতি গ্রাম সলিউশনে আছে ক্লোবেটাসল প্রোপিওনেট বিপি ০.৫ মি.গ্রা।

নির্দেশনা : ডার্মাসল™-এস স্ক্যাল্প সলিউশন কর্টিকোস্টেরয়েড এর প্রতি সংবেদনশীল স্ক্যাল্প এর দুরারোগ্য ত্বকীয় প্রদাহের জন্য নির্দেশিত। এছাড়াও এটি স্ক্যাল্প এর দুরারোগ্য সোরিয়াসিস এবং সেবোরিক ডার্মাটাইটিসের জন্য নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি : মাথার ত্বকের আক্রান্ত স্থানে প্রতিদিন এক হতে দুইবার ডার্মাসল™-এস স্ক্যাল্প সলিউশন প্রয়োগ করতে হবে এবং মৃদু মালিশ করতে হবে। সপ্তাহে সর্বোচ্চ ৫০ মি.লি. পর্যন্ত এই সলিউশন প্রয়োগ করা যেতে পারে।

যখনই ত্বকের প্রদাহ কমে যায় তখনই, অথবা যদি এক সপ্তাহের মধ্যে কোন উপকার না হয়, তবে এর ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। ডার্মাসল™-এস স্ক্যাল্প সলিউশন সাধারণত স্বল্প সময়ের জন্য ব্যবহার করা উচিত।

যে সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় না : যে কোন

সংক্রমণের ক্ষেত্রে। এই সলিউশনের কোন উপাদানের প্রতি অতি সংবেদনশীলতা। এক বছরের কম বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে।

সতর্কতা: চোখে যেন সলিউশন না লাগে সে দিকে নজর রাখতে হবে। দীর্ঘ দিন ধরে ক্লোবেটাসল প্রোপিওনেট দিয়ে ত্বকের চিকিৎসা করা উচিত নয়। বিশেষত ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে, কারণ এর দ্বারা এড্রিনাল গ্ল্যান্ড দমিত হতে পারে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: অন্যান্য কর্টিকোস্টেরয়েড এর মতই দীর্ঘকালীন ব্যবহার অথবা অধিক জায়গা জুড়ে ব্যবহার এর ফলে প্রচুর পরিমাণ সিস্টেমিক শোষণ হতে পারে, যা থেকে পরবর্তীতে হাইপারকর্টিসলিজম হতে পারে। এটি শিশুদের, নবজাতকদের আরো বেশি হতে পারে। দীর্ঘদিন ব্যবহারের পর স্থানীয় এট্রোপি হতে পারে। খুবই বিরল ক্ষেত্রে, কর্টিকোস্টেরয়েড এর দ্বারা সোরিয়াসিস এর চিকিৎসার ক্ষেত্রে (অথবা চিকিৎসা বন্ধ করার পর) পুঁজে ভরা ফুঁসকুড়ি উঠতে পারে। যদি এ ধরণের কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা যায়, তবে তাৎক্ষণিক চিকিৎসা বন্ধ করতে হবে।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: যদিও গর্ভকালীন সময়ে মহিলাদের উপর এমন কোন তথ্য পাওয়া যায়নি, তবুও ত্বকীয় কর্টিকোস্টেরয়েড ব্যাপকভাবে গর্ভাবস্থায় ব্যবহার করা উচিত নয় অর্থাৎ বেশি পরিমাণ, দীর্ঘকালীন সময়ব্যাপী। স্তন্যদানকালে ক্লোবেটাসল প্রোপিওনেট এর ব্যবহার নিরাপদ প্রমাণিত হয়নি।
সরবরাহ: ডার্মাসল™-এস: প্রতিটি কনটেইনারে আছে ২৫ মি.লি. স্ফাল্ল সলিউশন।

ডার্মাসল®-এন Dermasol®-N

উপাদান : (ক্লোবেটাসল প্রোপিওনেট ০.৫ মি.গ্রা., নিওমাইসিন সালফেট ৫ মি.গ্রা. এবং নিস্টিয়াটিন ১,০০,০০০ ইউনিটস)/গ্রাম ক্রীম এবং অয়েন্টমেন্টে।

নির্দেশনা : রিক্যালসিট্রান্ট একজিমার স্বল্প মেয়াদী চিকিৎসায় নির্দেশিত। এছাড়া নিউরোডার্মাটোসিস, সেকেন্ডারী ব্যাকটেরিয়া অথবা ছত্রাকজনিত সংক্রমণ বিদ্যমান এমন সোরিয়াসিস এবং অন্যান্য প্রদাহ যেখানে সক্রিয় স্টেরয়েড ব্যবহার করে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়নি, এসব ক্ষেত্রে নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : আক্রান্ত স্থানে দৈনিক একবার

বা দুইবার অবস্থার উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত ব্যবহার করতে হবে। চার সপ্তাহের অধিক ব্যবহার করা উচিত নয়।

প্রতিনির্দেশনা : রোজাসিয়া, এক্‌নি ভালগারিস, পেরিওরাল ডামটিাইটিস, ডাইরাল সংক্রমণ। এই প্রস্তুতির যে কোন উপাদানের প্রতি অতি সংবেদনশীলতা।

পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া : হাইপারকর্টিসোলিজম, সুপারফিসিয়াল রক্তনালীসমূহ পাতলা ও প্রসারিত হয়ে যাওয়া, হাইপারট্রাইকোসিস ইত্যাদি।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : নিউরোমাস্কিউলার ব্লকিং এজেন্টের সাথে নিওমাইসিনের প্রতিক্রিয়া হতে পারে। ক্লোবেটাসল প্রোপিওনেট ও নিস্টিয়াটিন-এর কোন ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়নি।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার অনুমোদিত নয়।

সরবরাহ : ডার্মাসল-এন® ক্রীম : ১৫ গ্রাম। ডার্মাসল-এন® অয়েন্টমেন্ট : ১৫ গ্রাম।

ডায়বিনল®

Dibenol®

উপাদান : গ্লিবেনকামাইড ৫ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : টাইপ-২ ডায়াবেটিস মেলিটাস।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : ১/২ টি ট্যাবলেট (২.৫ মি.গ্রা.)- ৩ টি ট্যাবলেট। দৈনিক মাত্রা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী এবং রক্তে গ্লুকোজের মাত্রার উপর নির্ভরশীল।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : যে সমস্ত রোগীদের ডায়াবেটিসের সংগে জ্বর, আঘাত, ক্ষত, টাইফয়েড, গ্যাংগ্রীন, ডায়াবেটিক সংজ্ঞাহীনতা, প্রায় সংজ্ঞাহীন অবস্থায় যাদের লিভার ও কিডনি সুস্থ্য ভাবে কাজ করে না সেই সমস্ত ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত নয়।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : বমি বমি ভাব, বমি, পেটে ব্যথা, মাথা ঘোরা, দুর্বলতা, প্যারাসথেসিয়া এবং মাথা ব্যথা ইত্যাদি দেখা যায়। এলাজিক বিক্রিয়া জনিত চর্ম রোগ এবং রক্তের বিভিন্ন রোগ যেমন লিউকোপেনিয়া, থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া মাঝে মাঝেই পরিলভিত হয়।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : এলকোহল, সাইকোফসফ্যামাইড, ডাইকোমারল, মনো অ্যামাইনো

অস্বিডেজ প্রতিবন্ধক, ফিনাইল বিউটাঞ্জন, প্রোপ্রানোলল, অন্যান্য বোটা এড্রেনারজিক বন্ধকারী। গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত নয়।

সরবরাহ :

ডায়বিনল[®] ট্যাবলেট : ২০ X ১৫ টি।

ডিলিনার[®] ডি আর Diliner[®] DR

উপাদান: ডুলোক্সেটিন আইএনএন। ৩০ মি.গ্রা. এবং ৬০ মি.গ্রা. ডিলেইড রিলিজ ক্যাপসুল।

নির্দেশনা: ডিপ্রেসন বা অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা। ডায়াবেটিসজনিত নিউরোপ্যাথিক ব্যথা।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি:

মেজর ডিপ্রেসিভ ডিজঅর্ডার: দিনে ৪০-৬০ মি.গ্রা., দ্বি-বিভক্ত মাত্রায় যা খাবারের সাথে সম্পর্কিত নয়।

ডায়াবেটিসজনিত নিউরোপ্যাথিক ব্যথা: ৬০ মি.গ্রা. দিনে একবার যা খাবারের সাথে সম্পর্কিত নয়।

যাদের সহনীয়তার সমস্যা আছে তাদের ক্ষেত্রে কম মাত্রায় শুরু করে ধীরে ধীরে মাত্রা বাড়ানো যেতে পারে যা মূত্রনালীর সমস্যার রোগীদের ক্ষেত্রে বিশেষ করে ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হয়।

দীর্ঘমেয়াদী বা রক্ষণ মাত্রার জন্য কিছু দিন পর পর পরীক্ষা করে মাত্রা পুনঃ নির্ধারণ করতে হবে।

সতর্কতা ও যে সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: ডুলোক্সেটিনের প্রতি সংবেদনশীল রোগীদের জন্য এটা প্রতি নির্দেশিত।

MAOIs বা মনো অ্যামাইনো অস্বিডেজ ইনিহিবিটর গ্রহণকারী ও ন্যারো-এ্যাসেল গ্লুকোমা রোগীদের জন্য এটা প্রতিনির্দেশিত।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: বমিবমি ভাব, মুখের শুষ্কতা, কোষ্ঠকাঠিন্য, ক্ষুধামন্দা, দুর্বলতা, ঘুমঘুম ভাব, অতিরিক্ত ঘাম, বিমুনি ও অ্যাসথেমিয়া।

অন্য ওষুধের সাথে বিক্রিয়া: ফ্লুভোক্সামাইনের সাথে ডুলোক্সেটিন গ্রহণ করলে এটার AUC ৬ গুন এবং Cmax ২.৫ গুন বেড়ে যায়। কিছু কিছু কুইনোলোনের ক্ষেত্রেও একই ধরনের ফলাফল দেখা যায়। প্যারোক্সেটিন, ফ্লুঅক্সেটিন, কুইনিডিন প্রভৃতি ডুলোক্সেটিনের প্লাজমা ঘনমাত্রা বাড়ায়। ট্রাই-সাইক্লিক

এ্যাক্টিডিপ্রেসেন্ট, ফেনোথায়াজিন প্রোপারফেনোন, ফ্লেকাইনাইড প্রভৃতি ওষুধের সাথে ডুলোক্সেটিন সতর্কতার সাথে গ্রহণ করা উচিত।

ডুলোক্সেটিন ও থাইওরাইডাজিন একসাথে খাওয়া উচিত নয়। ডুলোক্সেটিন ও অন্যান্য স্নায়ুতন্ত্রের ওষুধের মধ্যে বিক্রিয়া খুবই স্বাভাবিক।

একই ভাবে কাজ করে, স্নায়ুতন্ত্রের অন্য এমন ওষুধের সাথে ডুলোক্সেটিন সতর্কতার সাথে ব্যবহার করা উচিত।

সরবরাহ:

ডিলিনার[®] ৩০ ডি আর ক্যাপসুল: প্রতিটি বাক্সে আছে ১৮ টি ক্যাপসুল। ডিলিনার[®] ৬০ ডি আর ক্যাপসুল: প্রতিটি বাক্সে আছে ১৮ টি ক্যাপসুল।

ডিলটিজেম[®] এস আর Diltizem[®] SR

উপাদান : ডিলটিয়াজেম হাইড্রোক্লোরাইড ৯০ মি.গ্রা. এসআর ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : এনজিনার চিকিৎসায় এবং প্রতিরোধে ব্যবহৃত হয়। কিছু সিলেকটেড সুপ্রাভেডিকুলার ট্যাকিএরিদমিয়া-এর চিকিৎসা ও প্রতিরোধ হিসাবে এটা ব্যবহার করা হয়।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : ৯০-১২০ মি.গ্রা. দিনে দুইবার। বয়োবৃদ্ধদের ক্ষেত্রে প্রতিদিন সর্বোচ্চ ২৪০ মি.গ্রা. পর্যন্ত।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : অতিসংবেদনশীলতা, সিক-সাইনাস লক্ষণ, সেকেন্ড অথবা থার্ড ডিগ্রী এ-এন্ড বক, তীব্র উচ্চ রক্তচাপ অথবা একিউট মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন অথবা পালমোনারি কনজেশন আছে তাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : ব্রাডিকার্ডিয়া, সাইনো-এট্রিয়াল বক, এট্রিও-ভেনট্রিকুলার বক, উচ্চ রক্তচাপ, মাথা ব্যথা, হট ফ্লাশ, দুর্বলতা, পরিপাকতন্ত্রীয় সমস্যা, ইডিমা, যকৃৎের সমস্যা এবং বিষণ্ণতা দেখা দিতে পারে।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : যেসব ওষুধ হৃৎপিণ্ডের সংকোচন/প্রসারণ এবং সংবহন-এ ভূমিকা রাখে, সেসব ওষুধের সাথে একসঙ্গে ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভাবস্থায় তখনই ব্যবহার করা উচিত যখন ক্রমীয় ক্ষতির আশংকা থেকে এর ব্যবহার বেশী লাভজনক বলে মনে হয়। যদি স্তন্যদানকারী মায়েদের এই ওষুধ সেবন অতীব জরুরী হয় সেক্ষেত্রে স্তন্যদানের বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

সরবরাহ :

ডিলটিজেম® এস আর ট্যাবলেট : ৪ X ১০ টি।

ডাইপ্রোবেট®

Diprobet®

উপাদান : বিটামিথাসন ০.৫ মি.গ্রা. ক্রীম এবং অয়েন্টমেন্ট।

নির্দেশনা : এ্যাটোপিক একজিমা, নিউমুলার একজিমা, কন্টাক্ট ডার্মাটাইটিস, নিউরোডার্মাটাইটিস, এনোজেনিটাল ও সেনাইল ফ্রাইটিস, লাইকেন প্ল্যানাস এবং সোরিয়াসিস।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি : আক্রান্ত স্থানে দিনে একবার অথবা দুইবার পাতলা প্রলেপ দিতে হবে।

প্রতিনির্দেশনা : বিটামিথাসন বা অন্যান্য কার্টিকোস্টেরয়েড অথবা এই প্রস্তুতির যে কোন উপাদানের প্রতি অতি সংবেদনশীলতা, ত্বকের ভাইরাল সংক্রমণ, টিউবারকুলোসিস, একনি রোজাসিয়া, ছত্রাকজনিত ত্বকের সংক্রমণ, পেরিওরাল ডার্মাটাইটিস এবং আলসারেটিভ কন্ডিশনস।

পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া : মৃদু থেকে মাঝারি ধরনের জ্বলুনি, ত্বকের শুষ্কতা, চুলকানি, অস্বস্তি, ফলিকুলাইটিস ইত্যাদি। কদাচিত ত্বকে সূঁচ ফোটার মত অনুভূতি, গরমবোধ, ল্যামিনার স্কেলিং, পেরিলেসনাল স্কেলিং, ফলিকুলার র্যাশ, ত্বকের এ্যাট্রফি, ইরাইথেমা, আর্টিকারিয়া, ডেসিকুলেশন, টেলানজিয়েকটাসিয়া, একনিফর্ম প্যাপিউলস এবং হাইপারোস্বেসিয়া পরিলক্ষিত হয়।

সরবরাহ :

ডাইপ্রোবেট® ক্রীম : ১৫ গ্রাম। ডাইপ্রোবেট® অয়েন্টমেন্ট : ১৫ গ্রাম।

ডরমিটল®

Dormitol®

উপাদান : মিডাজোলাম বিপি ৭.৫ মি.গ্রা. ফিল্ম

কোটড ট্যাবলেট (মিডাজোলাম হাইড্রোক্লোরাইড হিসেবে) এবং ১৫ মি.গ্রা./৩ মি.লি. ইঞ্জেকশন।

নির্দেশনা : মিডাজোলাম ব্যবহৃত হয়: অবচেতনকারী, তাই অনিদ্রার স্বল্পকালীন চিকিৎসায়, নিদ্রা আনয়নকারী, তাই এটা উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা এবং ভয় লাঘব করে, অবশকারী এবং থিচুনিরোধী হিসেবে।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি : মিডাজোলাম একটানা দুই সপ্তাহের বেশি ব্যবহার করা উচিত নয়। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে বেশি সময় ব্যাপী চিকিৎসার প্রয়োজন হতে পারে।

অনিদ্রা : প্রাপ্ত বয়স্ক: দৈনিক ৭.৫ মি.গ্রা. থেকে ১৫ মি.গ্রা.

বয়স্ক : দৈনিক ৭.৫ মি.গ্রা.

রোগ নিরূপণ এবং শল্য চিকিৎসার ৩০-৬০ মিনিট পূর্বে মিডাজোলাম ৭.৫ মি.গ্রা- ১৫ মি.গ্রা. দিতে হবে।

সতর্কতা ও যে সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র অবদমনকারী ওষুধসমূহ, ইরাইথ্রোমাইসিন, এজোলসমূহ এবং সিমিটিডিন মিডাজোলামের বিপাকে হস্তক্ষেপ করে। সুতরাং এইসব ওষুধের সাথে মিডাজোলাম ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। দীর্ঘদিন যাবৎ মিডাজোলাম ব্যবহার করলে নির্ভরশীলতা তৈরি হতে পারে। যেহেতু মিডাজোলাম একটি শক্তিশালী নিদ্রা আনয়নকারী ওষুধ, তাই গাড়ী চালনা বা এ জাতীয় কাজের পূর্বে মিডাজোলাম ব্যবহার করা উচিত নয়।

মিডাজোলাম বা অন্যান্য বেনজোডায়াজেপিনের প্রতি অতিসংবেদনশীলতা, শ্বাসতন্ত্র বা যকৃৎের মারাত্মক কার্যহীনতা, স্লিপ এপনিয়া সিনড্রম, মায়েসথেনিয়া গ্র্যাভিস থাকলে, যে সব রোগীর এ্যালকোহল ব্যবহারের বা ওষুধের অপব্যবহারের ইতিহাস আছে তাদের এবং শিশুদের ক্ষেত্রে মিডাজোলাম প্রতি নির্দেশিত।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : সবচেয়ে পরিলক্ষিত পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হচ্ছে ঘুম ঘুম ভাব। কম পরিলক্ষিত পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলোর মধ্যে আছে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের অবদমন, এটাক্সিয়া, দ্বিধা, কান্দি, মাংসপেশীর দুর্বলতা, অবসাদ, মাথাব্যথা এবং ঝিমুনি। এ প্রতিক্রিয়াগুলো চিকিৎসা গুরুত্ব দিকে হতে পারে। তবে সাধারণত মাত্রা নির্ধারণ করে বা চিকিৎসা চালিয়ে গেলে এসব প্রতিক্রিয়া মিলিয়ে যায়।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র

অবদমনকারী ওষুধসমূহ, ইরাইপ্রোমাইসিন, এজোলসমূহ এবং সিমিটিডিন মিডাজোলামের সাথে প্রতিক্রিয়া করতে পারে।

গর্ভাবস্থায় ও দুগ্ধদানকালে ব্যবহার: গর্ভাবস্থায় মিডাজোলাম ব্যবহার নিরাপদ কিনা এ ব্যাপারে পর্যাপ্ত উপাত্ত নেই। তবে বেন্‌জোডায়াজেপিন মানব ঋণের ক্ষতি করে। সুতরাং নিরাপদ বিকল্প পাওয়া গেলে মিডাজোলামের ব্যবহার এড়ানো উচিত। মিডাজোলাম মাতৃদুগ্ধের সাথে নিঃসৃত হয়; তাই দুগ্ধদানকারী মায়েরদের মিডাজোলাম ব্যবহার করা উচিত নয়।

সরবরাহ:

ডরমিটল® ৭.৫: প্রতিটি বাক্সে আছে ৩০ টি ট্যাবলেট।
ডরমিটল® ইঞ্জেকশন: প্রতিটি বাক্সে আছে ১ টি ও মি.লি. এ্যাম্পুল।

ডক্সাসিল®

Doxacil®

উপাদান : ডক্সিসাইক্লিন ১০০ মি.গ্রা. ক্যাপসুল।

নির্দেশনা : শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ, মূত্র ও জননতন্ত্রের সংক্রমণ, ক্যামাইডিয়া সংক্রমণ, ব্যাসিলারী সংক্রমণ, কলেরা, ট্র্যাভেলার্স ডায়রিয়া, ব্রন অ্যাকটিনোমাইকোসিস, রিল্যাপসিং জ্বর, রিকিটসিয়াল পক্ষ, কিউ ফিভার এবং ফোঁড়া।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : বয়স্কদের ক্ষেত্রে: প্রথম দিন ২টি ক্যাপসুল একবারে অথবা ১২ ঘণ্টা পর পর ১টি করে ২ বার খাওয়াতে হবে। পরের দিন থেকে প্রতিদিন ১টি করে ক্যাপসুল খেতে হবে। শিশুদের ক্ষেত্রে: ৪.৪ মি.গ্রা./কেজি প্রথম দিনে; পরবর্তীতে ২.২ মি.গ্রা./কেজি প্রতিদিন।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : অতি সংবেদনশীলতা, তীব্র যকৃৎের সমস্যায়, এন্টাসিড, এলকালি, লৌহ ও অন্যান্য পেনিসিলিনের সাথে ব্যবহার করা উচিত নয়।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : এপিগ্যাস্ট্রিক ডিসট্রেস, পেটের বিভিন্ন রকমের অসুবিধা, বমি বমি ভাব অথবা বমি। বিভিন্ন রকম চর্ম রোগ বিশেষ করে ফুসকুড়ি, চুলকানি, এক্সফলিয়েটিভ ডার্মাটাইটিস হতে পারে।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : এন্টাসিড, দুধ, অন্যান্য অ্যালকালি যেমন ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, লৌহ, পেনিসিলিন, রক্তজমাটে বাধা দানকারী, এন্টি ডায়াবেটিক, খিঁচুনি বিরোধী ওষুধ, এনজাইমের সহিত

ব্যবহার করা উচিত নয়।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : স্তন্য দানকারী মায়েরদের ক্ষেত্রে এবং গর্ভকালীন ও গর্ভধারণের তিন মাসের মধ্যে ওষুধটি ব্যবহার করা অনুচিত। নবজাতকের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত নয়।

সরবরাহ :

ডক্সাসিল® ক্যাপসুল : ১০ X ১০ টি।

ডুরোল®

Durol®

উপাদান : কার্ভেডিলল। ৬.২৫, ১২.৫ এবং ২৫ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : উচ্চ রক্তচাপ, কনজেসটিভ হার্ট ফেইলিউর, এটি অন্য উচ্চরক্তচাপ বিরোধী ওষুধের সাথে দেয়া যাবে।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : উচ্চরক্তচাপ : প্রাথমিক ভাবে ১২.৫ মি.গ্রা. দিনে একবার, ২ দিন পর প্রয়োজনে বাড়তে হবে, ২৫ মি.গ্রা. দিনে একবার পর্যন্ত দেয়া যাবে। বয়স্কদের ক্ষেত্রে: ১২.৫ মি.গ্রা. প্রতিদিন। এনজাইনা : প্রাথমিকভাবে ১২.৫ মি.গ্রা. দিনে ২ বার, ২ দিন পর বাড়িয়ে ২৫ মি.গ্রা. দিনে ২ বার করা যাবে। হার্ট ফেইলিউর : প্রাথমিকভাবে ৩.১২৫ মি.গ্রা. দিনে ২ বার, ২ সপ্তাহ পরে ৬.২৫ মি.গ্রা. দিনে ২ বার, পরবর্তীতে ১২.৫ মি.গ্রা. দিনে ২ বার থেকে সর্বোচ্চ ২৫ মি.গ্রা. দিনে ২ বার পর্যন্ত দেয়া যাবে, যদি তীব্র হার্ট ফেইলিউর এবং ওজন ৮৫ কেজির কম হয়। ৮৫ কেজির বেশী ওজন হলে ৫০ মি.গ্রা. দিনে ২ বার পর্যন্ত সর্বোচ্চ মাত্রায় দেয়া যাবে।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : তীব্র ক্রনিক কার্ডিয়াক ফেইলিউর রোগীর ক্ষেত্রে, অ্যাজমার রোগী, কার্ডিওজেনিক শক, ব্র্যাডিকার্ডিয়া, যকৃৎের অকার্যকারিতায় এবং অতিসংবেদনশীল রোগীকেও দেয়া যাবে না।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : রক্তচাপ কমে যাওয়া, বিম ধরা, মাথা ব্যথা ব্র্যাডিকার্ডিয়া, ইডিমা, গুরু চোখ-মুখ, চোখ জ্বালাপোড়া।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : ডিগক্সিনের সাথে একসাথে ব্যবহারে রক্তে ডিগক্সিনের মাত্রা বাড়ে।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : নির্দেশিত নয়।

সরবরাহ :

ডুরোল® ৬.২৫ ট্যাবলেট : ৩ X ১০ টি। ডুরোল®

১২.৫ ট্যাবলেট : ৩ X ১০ টি। ডুরোল® ২৫ ট্যাবলেট : ৩ X ১০ টি।

ডুরোল™ সিআর Durol™ CR

উপাদান: ডুরোল™ সিআর ১০ ক্যাপসুল: প্রতিটি ক্যাপসুলে আছে কারভেডিলল ফসফেট আইএনএন ১০ মি.গ্রা.।

ডুরোল™ সিআর ২০ ক্যাপসুল: প্রতিটি ক্যাপসুলে আছে কারভেডিলল ফসফেট আইএনএন ২০ মি.গ্রা.।

নির্দেশনা: কনজেস্টিভ হার্ট ফেইলিউর: কারভেডিলল ইস্কেমিক ও কার্ডিওমায়োপেথিক কারণে সৃষ্ট মৃদু বা মাঝারি হার্ট ফেইলিউরের চিকিৎসায় ডিজিটালিস, ডায়ুরেটিক এবং এসিই ইনহিবিটর এর সাথে গ্রহণ করা যাবে, কারণ ইহা হৃদরোগজনিত মৃত্যু, হাসপাতালে ভর্তি হার অনেকাংশে কমায়।

যেসব রোগী এসিই ইনহিবিটর, ডিজিটালিস, হাইড্রালাজিন ও নাইট্রেট ব্যবহার সহ্য করতে পারে না তাদেরকে কারভেডিলল দেয়া যেতে পারে।

উচ্চ রক্তচাপ: কারভেডিলল উচ্চরক্তচাপের রোগীর চিকিৎসায় দেয়া যাবে। এটি অন্য উচ্চরক্তচাপ বিরোধী ঔষধের সাথে যেমন- থায়াজাইড জাতীয় ডায়ুরেটিকের সাথে দেয়া যাবে।

মায়োকর্ডিয়াল ইনফার্কশন: কারভেডিলল মায়োকর্ডিয়াল ইনফার্কশন এ আক্রান্ত রোগীদের ক্ষেত্রে নির্দেশিত, যাদের লেফট ভেন্টিকুলার ইজেকশন ফ্র্যাকশন ৪০%।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি: হার্ট ফেইলিউর: শুরুতে কারভেডিলল ফসফেট ১০ মি.গ্রা. দিনে একবার দুই সপ্তাহ পর্যন্ত সেব্য। যাদের ক্ষেত্রে ১০ মি.গ্রা. সহনীয়, তাদের ক্ষেত্রে মাত্রা দুই সপ্তাহ অন্তর ২০ মি.গ্রা., ৪০ মি.গ্রা. ও ৮০ মি.গ্রা. পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে।

মায়োকর্ডিয়াল ইনফার্কশন: শুরুতে কারভেডিলল ফসফেট ২০ মি.গ্রা. দিনে একবার সেব্য। সহনীয়তার উপর নির্ভর করে ৩-১০ দিন পর মাত্রা ৪০ মি.গ্রা. ও পরে ৮০ মি.গ্রা. পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে।

উচ্চ রক্ত চাপ: শুরুতে কারভেডিলল ফসফেট ২০ মি.গ্রা. দিনে একবার সেব্য। এ মাত্রা ৭-১৪ দিন পর্যন্ত চালাতে হবে। পরে প্রয়োজনীয়তার উপর নির্ভর করে মাত্রা ৪০ মি.গ্রা. পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে। এ মাত্রা ও ৭-১৪ দিন পর্যন্ত চালাতে হবে এবং সহনীয়তার উপর ভিত্তি করে মাত্রা ৮০ মি.গ্রা. পর্যন্ত

বাড়ানো যেতে পারে।

প্রতিনির্দেশনা: তীব্র ক্রনিক কার্ডিয়াক ফেইলিউর রোগীর ক্ষেত্রে কারভেডিলল দেয়া যাবে না। যাদের শিরায় আয়নোট্রপিক ঔষধ ব্যবহার করা হচ্ছে, অ্যাজমার রোগী, ২য় অথবা ৩য় ডিগ্রির এন্ডি হার্টব্যক, সিক্সাইনাস সিনড্রোম (যদি স্থায়ী পেস মেকার লাগানো না থাকে), কর্ডিওজেনিক শক, তীব্র ব্রাডিকার্ডিয়া (হৃদস্পন্দন হ্রাস পাওয়া) ইত্যাদি রোগীদের ক্ষেত্রে কারভেডিলল ব্যবহার করা যাবে না। যকৃতের অকার্যকারিতায় কারভেডিলল দেয়া যাবে না। কারভেডিলল অতি সংবেদনশীল রোগীকেও দেয়া যাবে না।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: বেশির ভাগ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া মৃদু অথবা মাঝারি ধরনের। এগুলো হচ্ছে রক্তচাপ কমে যাওয়া (পস্টিউরাল হাইপোটেনশন), বিম ধরা, মাথা ব্যথা, ক্লান্তি, পরিপাকতন্ত্রীয় সমস্যা, ব্রাডিকার্ডিয়া, মাঝেমাঝে হাত-পায়ে রক্তপ্রবাহ কমে যাওয়া, হাত-পায়ে পানি জমা এবং হাতে-পায়ে ব্যথা, মুখের শুষ্কতা, চোখে জ্বালাপোড়া, কম দেখা, ইমপোটেন্স, প্রস্রাবের অসুবিধা, ইনফ্লুয়েঞ্জার মত লক্ষণ এবং কখনো এনজিনা। এন্ডি ব্লক, ইন্টারমিটেন্ট ব্রুডিকেশন অথবা ব্রেনাডস্ ফেনোমেনার অবনতি, ত্বকের এলার্জি, সোরিয়ালিস, নাক বন্ধ, শ্বাস কষ্ট, হাতাশা, ঘুমের অসুবিধা, হার্ট ফেইলিউর, লিভার এনজাইমের পরিবর্তন, প্রোমবোসাইটোপেনিয়া, রক্তের শ্বেত কণিকা কমে যাওয়া ইত্যাদি হতে পারে।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: প্রেগনেসি ক্যাটাগরি-সি। প্রাণীর উপর গবেষণায় কারভেডিললের কোন ঙ্গণের উপর ক্ষতিকর প্রভাব পাওয়া যায়নি। মানুষের ক্ষেত্রে এর ফলাফল অনিশ্চিত। যেহেতু কারভেডিলল পাসেন্টাল বাধা পার হয় ও মাতৃদুগ্ধে নিঃসৃত হয় তাই গর্ভের সন্তান এবং মাতৃদুগ্ধ পান করে এমন নব জাতকের আলফা ও বিটা ব্লকিং প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। এজন্যই কারভেডিলল গর্ভাবস্থায় এবং মাতৃদুগ্ধদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না।

শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার: কারভেডিললের কার্যনিরাপত্তা এবং কার্যকারিতা শিশুদের ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত নয়।

অন্য ঔষধের সাথে প্রতিক্রিয়া: ডিগ্লিনের সাথে কারভেডিলল ব্যবহারে ডিগ্লিনের বায়োএভেইলবিলাটি (রক্তে ঔষধের মাত্রা) বাড়ে। হাইড্রোক্লোরোথায়াজাইডের সাথে কারভেডিলল কোন

প্রতিক্রিয়া নেই। তেমনি সিমেন্টিউন, টরসেমাইড এবং ওয়ারফেরিনের সাথে কার্ভেডিলাল ব্যবহারের কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় না।

সরবরাহ

ডুরোল™ সিআর ১০ ক্যাপসুল: প্রতি বাস্ত্রে আছে ৩০টি ক্যাপসুল ব্লিস্টার প্যাকে।

ডুরোল™ সিআর ২০ ক্যাপসুল: প্রতি বাস্ত্রে আছে ৩০টি ক্যাপসুল ব্লিস্টার প্যাকে।

ডাইভন™

Dyvon™

উপাদান: প্রতি গ্রাম ক্রীমে আছে ক্যালসিপোট্রিওল মনোহাইড্রেট বিপি ০.০৫২ মি.গ্রা. যা ক্যালসিপোট্রিওল বিপি ০.০৫ মি.গ্রা.এর সমতুল্য এবং প্রতি গ্রাম অয়েন্টমেন্টে আছে ক্যালসিপোট্রিওল মনোহাইড্রেট বিপি ০.০৫২ মি.গ্রা. যা ক্যালসিপোট্রিওল বিপি ০.০৫ মি.গ্রা.এর সমতুল্য।

নির্দেশনা: ডাইভন® ক্রীম এবং অয়েন্টমেন্ট পূর্ণ বয়স্কদের ত্রৈমিক এবং স্থায়ী প্রাক সোরিয়াসিস এর ক্ষেত্রে ত্বকে ব্যবহারের জন্য নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি:

পূর্ণ বয়স্কদের ক্ষেত্রে: ডাইভন® ক্রীম এবং অয়েন্টমেন্ট আক্রান্ত স্থানে দৈনিক দুবার (সকালে এবং রাতে) ব্যবহার করতে হবে। নির্দিষ্ট সময় ব্যবহারের পর ব্যবহারের মাত্রা কমানো যেতে পারে। সম্ভাষণজনক উন্মত্তির পর ব্যবহার সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিতে হবে। যদি চিকিৎসা বন্ধ করার পর রোগ আবার ফিরে আসে তাহলে পুনরায় চিকিৎসা শুরু করতে হবে। ১ বছরের অধিক ব্যবহার করার কোন নির্দেশনা নেই। ক্যালসিপোট্রিওল সর্বোচ্চ নির্দেশিত মাত্রা হচ্ছে ১০০ গ্রাম/সপ্তাহ।

শিশুদের ক্ষেত্রে: শিশুদের ক্ষেত্রে ডাইভন™ ক্রীম এবং অয়েন্টমেন্ট ব্যবহারের কোন তথ্য নেই।

যে সব ক্ষেত্রে ব্যবহার যাবে না: ক্যালসিপোট্রিওল ক্রীম এবং অয়েন্টমেন্ট এবং এই প্রস্তুতির উপাদান সমূহের প্রতি যে সকল রোগীর অতি সংবেদনশীলতা আছে তাদের ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করা যাবে না।

সতর্কতা: ক্যালসিপোট্রিওল ক্রীম এবং অয়েন্টমেন্ট জেনারেলইজড পাষ্ট্রনার সোরিয়াসিস, গ্যাটেট সোরিয়াসিস এবং ইরাইথ্রোডার্মিক এক্সফোলিয়েট সোরিয়াসিস এর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না।

গর্ভাবস্থায় এবং স্তন্যদানকালে ব্যবহার: গর্ভাবস্থায়: গর্ভাবস্থায় নিরাপদ ব্যবহার প্রতিষ্ঠিত নয়। কেবলমাত্র জ্রণের ক্ষতি অপেক্ষা মায়ের উপকৃত হবার সম্ভাবনা বেশি থাকলে ব্যবহার করা যেতে পারে।

স্তন্যদানকালীন মায়েরদের ক্ষেত্রে: ত্বকীয় ব্যবহারের ফলে মাতৃদুগ্ধে ক্যালসিপোট্রিওল নির্ণয়যোগ্য পরিমাণে উপস্থিত হয় কিনা তা এখনো জানা যায়নি। তারপরেও স্তন্যদানকারী মায়েরদের ক্ষেত্রে এর ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। সম্ভাব্য ক্ষতি এড়ানোর জন্য স্তন্যদানকালীন সময়ে বক্ষ অঞ্চলে ক্যালসিপোট্রিওল ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হবে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: ত্বকীয় ক্যালসিপোট্রিওল ব্যবহারের ফলে আলোক সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া, ত্বক বর্ণহীনতা, বুলাস ইরাপ্শন, ত্বকীয় এক্সফোলিয়েশন, কন্ট্রাস্ট ডার্মাটাইটিস এবং অ্যালার্জিক ডার্মাটাইটিস হতে পারে।

সরবরাহ:

ডাইভন® ক্রীম: ২০ গ্রাম। ডাইভন® অয়েন্টমেন্ট: ২০ গ্রাম।

ডাইভন™ প্লাস Dyvon™ Plus

উপাদান: প্রতি গ্রাম অয়েন্টমেন্টে আছে বিটামিথাসন ডাইপ্রোপিওনেট বি.পি. ০.৬৫ মি.গ্রা. যা বিটামিথাসন ০.৫০ মি.গ্রা. এর সমতুল্য এবং ক্যালসিপোট্রিওল বিপি ০.০৫ মি.গ্রা.।

নির্দেশনা: ডাইভন™ প্লাস অয়েন্টমেন্ট ত্বকীয় চিকিৎসাপোষোগী পাক সোরিয়াসিসের চিকিৎসায় দৈনিক একবার ব্যবহারের জন্য নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি: ডাইভন™ প্লাস অয়েন্টমেন্ট ত্বকীয় ব্যবহারের ক্ষেত্রে নির্দেশিত। সোরিয়াসিস রোগীদের ক্ষেত্রে ডাইভন™ প্লাস অয়েন্টমেন্টের ফটোটক্সিক প্রভাবের কোন স্টাডি পাওয়া যায়নি। যে সকল সোরিয়াটিক আক্রান্তস্থানে ডাইভন® প্লাস অয়েন্টমেন্ট ব্যবহার করা হয় সেসকল স্থান সম্ভব হলে সরাসরি সূর্যের আলো ও আন্ট্রাভায়োলেট রশ্মি থেকে রক্ষা করতে হবে।

পূর্ণ বয়স্কদের ক্ষেত্রে: ডাইভন™ প্লাস অয়েন্টমেন্ট আক্রান্তস্থানে দৈনিক একবার ব্যবহার করতে হবে। সর্বোচ্চ দৈনিক মাত্রা ১৫ গ্রামের বেশি হওয়া উচিত নয়। ডাইভন™ প্লাস অয়েন্টমেন্টের সাপ্তাহিক

নির্দেশিত সর্বোচ্চ মাত্রা ১০০ গ্রাম। শরীরের শতকরা ৩০ ভাগের বেশী অঞ্চলে ব্যবহার করা উচিত নয়। শিশুদের ক্ষেত্রে: ১৮ বছরের কম বয়সের শিশুদের ক্ষেত্রে ডাইভল™ প্লাস অয়েন্টমেন্ট ব্যবহার করা উচিত নয়।

যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: বিটামিথাসন এবং ক্যালসিপোট্রিওল অয়েন্টমেন্ট এবং এই প্রস্তুতির উপাদান সমূহের প্রতি যে সকল রোগীর অতি সংবেদনশীলতা আছে তাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না। যেসকল রোগীর বীপাকিয় সমস্যা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রেও এটি ব্যবহার করা যাবে না। যাদের তীব্র বৃক্কীয় সমস্যা অথবা যকৃতিক সমস্যা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে এর ব্যবহার নির্দেশিত নয়।

সতর্কতা: রোগীদেরকে ব্যবহার সম্পর্কে যথাযথ নির্দেশনা দিতে হবে যাতে করে মাথার ত্বক, মুখে অথবা চোখে প্রয়োগ না করে। বিটামিথাসন এবং ক্যালসিপোট্রিওল অয়েন্টমেন্ট মুখের ত্বকে ব্যবহারের জন্য নির্দেশিত নয় কারণ এতে মুখমণ্ডলে চুলকানি অথবা ইরাইথেমা হতে পারে। শরীরের শতকরা ৩০ ভাগের বেশী অঞ্চলজুরে ব্যবহারের জন্য নির্দেশিত নয়। বিটামিথাসন এবং ক্যালসিপোট্রিওল অয়েন্টমেন্ট ব্যবহারের পর হাত ধুয়ে ফেলতে হবে, যাতে করে এই প্রস্তুতিটি মুখমণ্ডল অথবা শরীরের অন্য অংশে না লাগতে পারে।

গর্ভাবস্থায় এবং স্তন্যদানকালে ব্যবহার: গর্ভাবস্থায়: গর্ভাবস্থায় নিরাপদ ব্যবহার প্রতিষ্ঠিত নয়। কেবলমাত্র জ্বরের ক্ষতি অপেক্ষা মায়ের উপকৃত হবার সম্ভাবনা বেশি থাকলে বিটামিথাসন এবং ক্যালসিপোট্রিওল অয়েন্টমেন্ট ব্যবহার করা যেতে পারে।

স্তন্যদানকালীন মায়েরদের ক্ষেত্রে: বিটামিথাসন মাতৃ দুগ্ধে নিঃসৃত হয়। বিটামিথাসন এবং ক্যালসিপোট্রিওল অয়েন্টমেন্টের ত্বকীয় ব্যবহারের ফলে পর্যাপ্ত পরিমাণ কার্টিকোস্টেরয়েড সিস্টেমিকভাবে শোষিত হয় কিনা তা জানা যায়নি। ক্যালসিপোট্রিওল মাতৃদুগ্ধে নিঃসৃত হয় কিনা এ সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। তাই স্তন্যদানকালীন মায়েরদের ক্ষেত্রে এর ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। বিটামিথাসন এবং ক্যালসিপোট্রিওল অয়েন্টমেন্টের স্তন্যদানকালীন সময়ে বন্ধ অঞ্চলে ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকা উচিত। কেবলমাত্র মায়ের উপকৃত হবার সম্ভাবনা বেশি থাকলে বিটামিথাসন এবং ক্যালসিপোট্রিওল অয়েন্টমেন্ট স্তন্যদানকালীন সময়ে ব্যবহার করা

যেতে পারে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: প্রয়োগকৃতস্থানে বিক্রিয়া, চুলকানি, ত্বকে জ্বলুনি, ত্বকে ঝোঁচাঝোঁচা ভাব, গুরু ত্বক, ইরাইথেমা, র্যাশ, ডার্মাটাইটিস, একজিমা, সোরিয়াসিসের মাত্রা বেড়ে যাওয়া, পর্যায়মধ্যবর্তী ফটোসেনসিটিভিটি, ত্বকের পিগমেন্টেশনের পর্যায়মধ্যবর্তীকালীন পরিবর্তন এবং অ্যালার্জিক ও অতিসংবেদনশীল বিক্রিয়া (যেমন- এনজিও ইডিমা এবং ত্বকীয় ইডিমা) কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা দিতে পারে। কিছু বিরল ক্ষেত্রে ত্বকীয় ব্যবহারে হাইপারক্যালসেমিয়া অথবা হাইপারক্যালসিউরিয়া হতে পারে।

বিটামিথাসনের উপস্থিতির কারণে ত্বকীয় অ্যাস্ট্রোফি, ট্যালানজিকয়েকটিসিয়া, স্ট্যারি, ফলিকুলাইটিস, হাইপারট্রাইকোসিস, পেরিওরাল ডার্মাটাইটিস, ডিপিগমেন্টেশন এবং কোলয়েড মিলিয়া হতে পারে।

সরবরাহ:

ডাইভল™ প্লাস অয়েন্টমেন্ট: ২০ গ্রাম।

E

একজিনা®

Eczena®

উপাদান: প্রতি গ্রাম ক্রীম এবং অয়েন্টমেন্টে আছে ডাইফ্লোরাসোন ডাইএসিটেট ইউএসপি ০.৫ মি.গ্রা।
নির্দেশনা: একজিনা® কার্টিকোস্টেরয়েড সংবেদনশীল ডার্মাটাইটিসের প্রদাহ নিরাময়ে এবং এর দ্বারা সৃষ্ট চুলকানি উপশমে নির্দেশিত।

মাত্রা এবং ব্যবহারবিধি: রোগের ব্যাপকতার উপর নির্ভর করে আক্রান্তস্থানে দিনে ১-৪ বার ক্রীম বা অয়েন্টমেন্টের পাতলা প্রলেপ দিতে হবে। সোরিয়াসিস এবং অপ্রতিরোধ্য প্রদাহের ক্ষেত্রে অক্লুসিভ ড্রেসিং ব্যবহার করা যেতে পারে। যদি ইনফেকশনের সৃষ্টি হয় সেক্ষেত্রে অক্লুসিভ ড্রেসিং বন্ধ করে যথার্থ এন্টি মাইক্রোবিয়াল থেরাপি দিতে হবে।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: এই ওষুধের প্রতি যেসব রোগীর অতিসংবেদনশীলতা আছে তাদের ক্ষেত্রে এটি প্রতিনির্দেশিত।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: নিম্নোক্ত পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলো

টপিক্যাল স্টেরয়েড ব্যবহারের ফলে মাঝে মাঝে দেখা দিতে পারে এবং অক্লুসিভ ড্রেসিং ব্যবহারে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলো প্রায়শই দেখা যায়। বিশেষ করে অধিকতর শক্তিশালী স্টেরয়েড ব্যবহারের প্রতিক্রিয়াগুলো নিম্নরূপ।

জ্বলুনা, চুলকানী, শুষ্কতা, ফলিকুলাইটিস, একনি বা ব্রণজনিত ইরাপশন, হাইপোপিগমেন্টেশন, পেরিওরাল ডার্মাটাইটিস, স্পর্শজনিত ত্বকের এলার্জি, চামড়ার ক্ষয়, সেকেন্ডারী ইনফেকশন, স্ট্রাই এবং মিলিয়ারিয়া ইত্যাদি।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: প্রেগনেসী ক্যাটাগরি- সি।

সরবরাহ: এক্জিনা[®] ০.০৫% ক্রীম: ১০ গ্রাম। এক্জিনা[®] ০.০৫% অয়েন্টমেন্ট: ১০ গ্রাম।

এফিগ্লেল™

Efigrel™

উপাদান: প্রতিটি ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেটে আছে ১০.৯৮ মি.গ্রা. প্রাসুগ্লেল হাইড্রোক্লোরাইড আইএনএন যা ১০ মি.গ্রা. প্রাসুগ্লেল এর সমতুল্য।

নির্দেশনা: একিউট করোনারী সিনড্রোম-এ আক্রান্ত রোগী যাদেরকে পারকিউটেনিয়াস করোনারী ইস্টারডেশন (PCI) করতে হবে, তাদের ক্ষেত্রে প্রমোটিক ইভেন্টের হার (স্টেন্ট প্রমোসিসসহ) কমানোর জন্য এফিগ্লেল™ নির্দেশিত। যেমন:

অস্থায়ী/আনস্টেবল এনজিনা অথবা bb-ST-এলিভেশন মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন (NSTEMI)-এ আক্রান্ত রোগী।

এলিভেশন মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন (STEMI)-এ আক্রান্ত রোগী যাদেরকে প্রাথমিকভাবে অথবা বিলম্বে PCI করানো হয়েছে।

মাত্রা ও সেবনবিধি: প্রাথমিকভাবে প্রাসুগ্লেলের ৬০ মি.গ্রা. লোডিং মাত্রা দিয়ে চিকিৎসা শুরু করতে হবে এবং এরপর প্রতিদিন ১০ মি.গ্রা. করে সেবন করতে হবে। যেসব রোগী প্রাসুগ্লেল গ্রহণ করছেন তাদেরকে অবশ্যই প্রতিদিন এসপিরি (৭৫-৩২৫ মি.গ্রা.) গ্রহণ করতে হবে। প্রাসুগ্লেল খাবারের সাথে অথবা খাবার ব্যতীত সেবন করা যায়।

একিউট করোনারী সিনড্রোমে আক্রান্ত রোগী যাদেরকে PCI করানো হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে প্রাসুগ্লেলসহ যে কোন এন্টিপ্লাটিলেট ওষুধ যদি আকস্মিকভাবে

বন্ধ করে দেয়া হয় সেটি প্রমোসিস, মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন অথবা মৃত্যুর হার বাড়িয়ে দিতে পারে। ক্লিনিক্যালি প্রাসুগ্লেল দ্বারা চিকিৎসা বন্ধ করা না হলে ১২ মাস পর্যন্ত এর দ্বারা চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হবে।

যেসব রোগীদের ওজন ৬০ কেজির নিচে এবং যাদের বয়স ৭৫ বছরের বেশী তাদের ক্ষেত্রে ৬০ মি.গ্রা. লোডিং মাত্রার পর প্রতিদিন ৫ মি.গ্রা. করে মেইনটেনেন্স মাত্রায় খেতে হবে।

মৃদু থেকে মাঝারি যকৃতের অকার্যকারিতা অথবা কিডনি রোগে আক্রান্ত রোগীদের ক্ষেত্রে মাত্রা পুনঃনির্ধারণের প্রয়োজন নেই।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: রক্তক্ষরণ (CABG ও Non-CABG সমন্বিত সার্জারীর ক্ষেত্রে), প্রমোটিক প্রমোসাইটোপেনিক পারপিউরা হতে পারে। এছাড়াও উচ্চরক্তচাপ, মাথা ব্যথা, কোমরে ব্যথা, মাথা ঝিমঝিম করা, কফ, ব্রাডিকার্ডিয়া, র্যাশ, প্রান্তীয় ইডেমা ইত্যাদি হতে পারে।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: ওয়ারফেরিন ও প্রাসুগ্লেল একসাথে খেলে রক্তক্ষরণের ঝুঁকি বেড়ে যায়। NSAIDs ও প্রাসুগ্লেল একসাথে খেলে রক্তক্ষরণের ঝুঁকি বেড়ে যেতে পারে। প্রাসুগ্লেল সেইসব ওষুধের সাথে ব্যবহার করা যেতে পারে যেগুলো সাইটোক্রোম পি-৪৫০ এনজাইমকে বাঁধা দান করে। এসপিরি (৭৫-৩৫০ মি.গ্রা./দৈনিক), হেপারিন, জিপি-২বি/৩এ ইনহিবিটরস, স্ট্যাটিন, ডিজিটলিন এবং যেসব ওষুধ পাকস্থলীর pH বাড়িয়ে দেয় যেমন: প্রোটন পাম্প ইনহিবিটর ও H2 ব্লকারের সাথে প্রাসুগ্লেল গ্রহণ করা যেতে পারে।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: প্রেগনেসী ক্যাটাগরি-বি। গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রাসুগ্লেল এর ব্যবহারের কোন পর্যাণ্ড তথ্য নেই। অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হলেই শুধুমাত্র গর্ভাবস্থায় এটি ব্যবহার করা উচিত। প্রাসুগ্লেল মাতৃদুগ্ধে নিঃসৃত হয় কিনা তা জানা যায়নি।

সরবরাহ:

এফিগ্লেল™ ১০: প্রতি বাক্সে আছে ২০ টি ট্যাবলেট।

এলজার®

Elzer®

উপাদান : ডোনেপেজিল ৫ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : মৃদু থেকে মাঝারি পর্যায়ের এলজাইমার ও স্মৃতিবিলোপ চিকিৎসায় নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : ৫-১০ মি.গ্রা. দিনে ১ বার সেব্য। সন্ধ্যায় বিশ্রামে যাওয়ার পূর্বে সেবন করা উচিত। মাত্রা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সাধারণত প্রতিদিন ৫ মি.গ্রা. ৪-৬ সপ্তাহ ব্যবহারের পর প্রতিদিন ১০ মি.গ্রা. মাত্রায় ব্যবহার করা যেতে পারে।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : ডোনেপেজিল বা পিপেরেডিন আহরিত উপাদানে অতিসংবেদনশীলতার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না। **পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** বমি ভাব, বমি, নিদ্রাহীনতা, ডায়রিয়া, মাংশপেশীতে খিঁচুনি, ক্ষুধামন্দা দেখা দেয়। এ সকল প্রতিক্রিয়াসমূহ সাধারণতঃ মৃদু ও ক্ষণস্থায়ী।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভাবস্থায় ঞ্চণের উপর প্রত্যাশিত সুফল সম্ভাব্য আশংকার চেয়ে বেশী বিবেচনায় ব্যবহার করা যেতে পারে। দুগ্ধদানকারী মায়েরদের ক্ষেত্রে ব্যবহারের কোন নির্দেশনা নাই।

সরবরাহ :

এলজার® ট্যাবলেট : ৫ X ৬ টি।

এমসিল®

Emcil®

উপাদান : পিভমেসিলিনাম ২০০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : মূত্রথলির তীব্র প্রদাহ, মূত্রনালীর জটিল সংক্রমণ, সালমোনেলা, সিগেলা, ই-কলাই, ডায়রিয়া, গ্রাম-নেগেটিভ সেপটিসিমিয়া এবং পিত্তনালীর সংক্রমণে নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : পূর্ণ বয়স্ক : সংক্রমণের ধরনের উপর ভিত্তি করে সাধারণতঃ ১-২ ট্যাবলেট দিনে ৩ বার সেবন করা যায়। ২০ কেজি ও এর কম ওজনের শিশু : ২০-৬০ মি.গ্রা./কেজি শরীরের ওজন, যা ৩-৪ ভাগে প্রতিদিন নির্দেশিত। ২০ কেজির বেশী ওজনের শিশু : সাধারণ পূর্ণ বয়স্কদের মাত্রা প্রযোজ্য। প্রতিটি ট্যাবলেট কমপক্ষে ৫০-১০০ মি.গ্রা. তরলের সাথে সেবন করা উচিত।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : পেনিসিলিন বা সেফালোসপোরিন গুণুধে সংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার না করাই যুক্তিযুক্ত।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : সাধারণত সুসহনীয়। খালি পেটে সেবন করলে বমি বমি ভাব, বমি, ডায়রিয়া, বদহজম দেখা দিতে পারে। চামড়ায় ফুসকুড়ি কিছু ক্ষেত্রে দেখা

গেছে।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : প্রত্যাশিত সুফলের মাত্রা সম্ভাব্য ক্ষতির চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেশী বিবেচিত হলেই শুধু মাত্র ব্যবহার করা যেতে পারে। পিভমেসিলিনাম মাতৃদুগ্ধে নিঃসৃত হয় না।

সরবরাহ :

এমসিল® ট্যাবলেট : ৫ X ৬ টি।

ইমোলেন্ট™

Emolent™

উপাদান : ইমোলেন্ট™ ক্রীম : প্রতি গ্রাম ক্রীমে আছে প্যারাফিন বিপি ৬০ মি.গ্রা. এবং হোয়াইট সফট লাইট লিকুইড প্যারাফিন বিপি ১৫০ মি.গ্রা.।

নির্দেশনা : ইমোলেন্ট™ ক্রীম শুষ্ক ত্বকের চিকিৎসায় নির্দেশিত বিভিন্ন প্রকারের ত্বকীয় প্রদাহ যেমন একজিমা ও সোরিয়াসিস এর চিকিৎসায় সহযোগী থেরাপী হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি : ইমোলেন্ট™ ক্রীম ত্বকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী ব্যবহার করা হয়। ক্ষতিহস্ত স্থানে প্রয়োগ করে ভালভাবে লাগাতে হবে। অধিক কার্যকর ফলাফল পেতে হলে শরীর ধৌত করার পর ব্যবহার করতে হবে, কারণ তখন স্ট্র্যাটাম কর্নিয়ামে সেবামের পরিমাণ কমে যায় এবং ত্বক তার স্বাভাবিক আর্দ্রতা হারায়।

গর্ভকালীন ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভকালীন ও স্তন্যদানকালে ব্যবহারে কোন বাধা নেই।

যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় না : এই ক্রীম-এর যেকোন উপাদানের প্রতি অতি সংবেদনশীলতা আছে এমন ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : তেমন কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি।

সরবরাহ : ইমোলেন্ট™ ক্রীম : প্রতিটি টিউবে আছে ২৫ গ্রাম ক্রীম।

এন্টাসিড®

Entacyd®

উপাদান : এ্যালুমিনাম হাইড্রোক্সাইড ২৫০ মি.গ্রা. এবং ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্সাইড ৪০০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট। এ্যালুমিনাম হাইড্রোক্সাইড ১৭৫ মি.গ্রা. এবং ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্সাইড ২২৫ মি.গ্রা./৫

মি.লি সাসপেনশন।

নির্দেশনা : অম্লাধিক্য (হাইপার এসিডিটি), পাকস্থলী বা অস্ত্রে ঘা (পেপটিক আলসার), পাকস্থলীর প্রদাহ (গ্যাস্ট্রাইটিস), বুক জ্বালা (হার্টবার্ন) এবং বদহজমে (ডিসপেনসিয়া) নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : ট্যাবলেট : ১-২ টি ট্যাবলেট খাবার ১-৩ ঘণ্টা পরে এবং রাতে শোবার সময়। সাসপেনশন : চা চামচের ১-২ চামচ খাবার ১-৩ ঘণ্টা পরে এবং শোবার সময়।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : যেসব রোগীদের হাইপোফসফেটেমিয়া আছে তাদের এটি দেয়া যাবে না।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহারে এলকালইউরিয়া এবং নেফ্রোলিথিয়াসিস হতে পারে।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভধারণের প্রথম তিন মাসে এন্টাসিড[®] ব্যবহার না করার পরামর্শ দেয়া হয়।

সরবরাহ :

এন্টাসিড[®] ট্যাবলেট : প্রতিটি বাক্সে আছে ২০০ টি চুষে খাওয়ার ট্যাবলেট। এন্টাসিড[®] সাসপেনশন : প্রতিটি পোট বোতলে আছে ২০০ মি.লি. সাসপেনশন।

এন্টাসিড[®] প্লাস Entacyd[®] Plus

উপাদান : এ্যালুমিনাম হাইড্রোক্সাইড ৪২৫ মি.গ্রা., ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্সাইড ৪০০ মি.গ্রা. ও সিমিথিকন ৩০ মি.গ্রা./ট্যাবলেট। এ্যালুমিনাম হাইড্রোক্সাইড ২০০ মি.গ্রা., ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্সাইড ৪০০ মি.গ্রা. ও সিমিথিকন ৩০ মি.গ্রা./৫ মি.লি. সাসপেনশন।

নির্দেশনা : পাকস্থলী বা অস্ত্রে ঘা, পাকস্থলীর প্রদাহ, পেপটিক ইসোফ্যাগাইটিস, অম্লাধিক্য, বুক জ্বালায় ব্যবহৃত হয়।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : ট্যাবলেট : ২ টি ট্যাবলেট খাবার ১-৩ ঘণ্টা পরে এবং রাতে শোবার সময়। সাসপেনশন : চা চামচের পূর্ণ দুই চামচ খাবার ১-৩ ঘণ্টা পরে এবং শোবার সময়।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : যেসব রোগীদের হাইপোফসফেটেমিয়া আছে তাদেরকে এই ওষুধ দেয়া যাবে না।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : ডায়রিয়া, কোষ্ঠকাঠিন্য কিংবা বমি

বমি ভাব দেখা দিতে পারে।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভধারণের প্রথম তিন মাস এটি ব্যবহার না করার পরামর্শ দেয়া হয়।

সরবরাহ :

এন্টাসিড[®] প্লাস ট্যাবলেট : প্রতিটি বাক্সে আছে ২০০ টি চুষে খাওয়ার ট্যাবলেট। এন্টাসিড[®] প্লাস সাসপেনশন : প্রতিটি পোট বোতলে আছে ২০০ মি.লি. সাসপেনশন।

এপিণাল[®]

Epinal[®]

উপাদান : ফেনোবারবিটাল বিপি। ৩০ মি. গ্রা., ৬০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট, ২০০ মি. গ্রা./মি.লি. ইঞ্জেকশন এবং ২০ মি.গ্রা./৫ মি.লি. এলিসির।

নির্দেশনা : ফেনোবারবিটাল ব্যবহৃত হয়:

স্নায়ুবিিক উত্তেজনা প্রশমনকারী হিসেবে, তাই এটা উদ্বেগ, মানসিক চাপ এবং ভয় লাঘব করে।

ঘুম আনয়নকারী হিসেবে, তাই নিদ্রাহীনতার স্বল্পমেয়াদী চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।

চেতনাশক্তি ওষুধ ব্যবহারের পূর্বে।

খিঁচুনীরোধী হিসেবে পার্সিয়াল সিজার সহ মৃগীরোগ, জেনারালাইজড টনিক-ক্লনিক সিজার। স্ট্যাটাস এপিলেপ্টিকাস।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি :

নিদ্রাহীনতা

প্রাণ্ডবয়স্ক: মুখে/আই এম/আই ভি ১০০-৩২০ মি.গ্রা.।

স্নায়ুবিিক প্রশমন

প্রাণ্ড বয়স্ক: মুখে দৈনিক ৩০-১২০ মি.গ্রা. ২-৩টি বিভক্ত মাত্রায়।

মৃগীরোগ

প্রাণ্ড বয়স্ক: মুখে দৈনিক ৬০-২৫০ মি.গ্রা.।

খিঁচুনী

প্রাণ্ড বয়স্ক: আই ভি ১০০-৩২০ মি.গ্রা.। প্রয়োজনে পুনরাবৃত্তি করা যেতে পারে (সর্বোচ্চ দৈনিক ৬০০ মি.গ্রা.)।

শিশু: আই এম/আই ভি দৈনিক ৪-৬ মি.গ্রা./কেজি, ১০ দিন। পরিবর্তে আইএম/আইভি দৈনিক ১৫ মি.গ্রা./কেজি। সর্বোচ্চ আই ভি-র হার ৬০ মি.গ্রা./মিনিট।

স্ট্যাটাস এপিলেপ্টিকাস

প্রাণ্ড বয়স্ক: আই ভি ১০-২০ মি.গ্রা./কেজি। প্রয়োজনে পুনরাবৃত্তি করা যেতে পারে।

শিশু: আই ভি ১৫-২০ মি.গ্রা./কেজি। ১০-১৫ মিনিটের মধ্যে।

অপারেশনের পূর্বে স্নায়বিক প্রশমন

শিশু: মুখে/আই এম/আই ভি ১-৩ মি.গ্রা./কেজি।

সতর্কতা ও যে সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: যারা বারবিচুরেটের প্রতি অতিসংবেদনশীল এবং যেসব রোগীর তীব্র কিন্তু অনিয়মিত পোরফাইরিয়া আছে তাদের ক্ষেত্রে ফেনোবারবিটাল প্রতিনির্দেশিত।

ফেনোবারবিটাল দীর্ঘকাল ব্যাপী ব্যবহার করলে নির্ভরতা তৈরি হতে পারে। নিদ্রাহীনতার জন্য দেয়া হলে দুই সপ্তাহের বেশি ব্যবহার করা উচিত নয়। যেসব রোগী মানসিকভাবে অবসাদগস্ত, যাদের হেপাটিক সিস্টেম ত্রিগ্ধ এবং যাদের আত্মহত্যা প্রবণতা বা ওষুধ অপব্যবহারে ইতিহাস আছে তাদের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: সবচেয়ে বেশি লক্ষণীয় পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হচ্ছে ঘুম ঘুম ভাব। অন্যান্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার মধ্যে প্রাণ্ড বয়স্কদের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের অবদমন, স্নায়ুদৌর্বল্য, অস্থিরতা, মানসিক অশান্তি, আলস্য, মানসিক চাপ, মাংস পেশীর দুর্বলতা, দুঃস্বপ্ন, হৃদকম্পন কমে যাওয়া, শ্বাসকষ্ট, বমি বমি ভাব, বমি, কোষ্ঠ্যকাঠিন্য, বিশ্রামহীনতা, ভ্রান্তি এবং বাচ্চাদের হাইপারকাইনেসিস হতে পারে।

অন্যান্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: এসিটামিনোফেন, জমাটরোধী ওষুধ যেমন- ওয়ারফেরিন, ক্লোরামফেনিকল, মনোএ্যামাইনো অক্সিডেজ ইনহিবিটর, বিষনুরোধী ওষুধ, এ্যাজমা, ঠাণ্ডা বা এ্যালার্জিরোধী ওষুধ, স্নায়বিক উত্তেজনা প্রশমনকারী ওষুধ, স্টেরয়েডস, নিদ্রা উদ্রেককারী ওষুধ এবং ভিটামিনের সাথে ফেনোবারবিটালের মিথক্রিয়া হতে পারে। মিথক্রিয়ার ফলে ফেনোবারবিটালের ঘুম উদ্রেককারী ক্রিয়া বেড়ে যেতে পারে।

গর্ভাবস্থায় এবং দুগ্ধদানকালে ব্যবহার: গর্ভাবস্থায় ক্যাটাগরি-ডি। ফেনোবারবিটাল গর্ভস্থ ভ্রূণের মারাত্মক তি করতে পারে। গর্ভাবস্থায় শুধুমাত্র ফেনোবারবিটাল ব্যবহার করলে কিংবা অন্য ঋিচুনীরোধী ওষুধের সাথে একত্রে ব্যবহার করলে নবজাতকের কোয়াণ্ডেশন সমস্যা তৈরি হতে পারে। সেক্ষেত্রে সন্তান জন্মানোর পূর্বেই গর্ভধারিনীকে ভিটামিন-কে' দেয়া হলে এ সমস্যা প্রতিরোধ করা যেতে পারে।

মাতৃদুগ্ধের মাধ্যমে ফেনোবারবিটাল নিঃসৃত হতে পারে তাই দুগ্ধদানকালীন সময়ে ফেনোবারবিটালের ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

সরবরাহ:

এপিট্রাল® ৩০: প্রতিটি বাক্সে আছে ১০০টি ট্যাবলেট।

এপিট্রাল® ৬০: প্রতিটি বাক্সে আছে ১০০টি ট্যাবলেট।

এপিট্রাল® ইঞ্জেকশন: প্রতিটি বাক্সে আছে ১ মি.লি. এ্যাম্পুল ৫ টি। এপিট্রাল® এলিক্সির: প্রতিটি বোতলে আছে ১০০ মি.লি. এলিক্সির।

এপিট্রাল®

Epitra®

উপাদান:

এপিট্রাল® ০.৫ মি.গ্রা. : প্রতি ট্যাবলেটে আছে ক্লোনাজিপাম ০.৫ মি.গ্রা. ইউ এস পি।

এপিট্রাল® ১ মি.গ্রা. : প্রতি ট্যাবলেটে আছে ক্লোনাজিপাম ১ মি.গ্রা. ইউ এস পি।

এপিট্রাল® ২ মি.গ্রা. : প্রতি ট্যাবলেটে আছে ক্লোনাজিপাম ২ মি.গ্রা. ইউ এস পি।

এপিট্রাল® ওরাল ড্রপস্ : প্রতি ৫ মি.লি. ড্রপে আছে ক্লোনাজিপাম ইউ এস পি ১২.৫ মি.গ্রা.।

নির্দেশনা:

- মানসিক উদ্বেগ ও আতঙ্কগ্হস্ততা, এগোরাকোবিয়া অথবা

- মৃগীরোগ বা অন্যান্য ঋিচুনীরোগ

- মায়োক্লোনিক এবং অ্যাকাইনোনোটিক সীজারসমূহ এবং পেটিট ম্যাল ডেরিয়েট (লেনক্স-গ্যাসটউট সিনড্রোম) এর একক বা সংযুক্ত চিকিৎসায়। অ্যাবসেপ স্পেল (পেটিট ম্যাল) সহ রোগী যাদের ক্ষেত্রোসাকসিনামাইড অকার্যকর, তাদের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা যেতে পারে।

সেবনবিধি ও মাত্রা : প্রত্যেক রোগীর ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া ও সহনশীলতা অনুযায়ী ওষুধের মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে।

অপ্রাণ্ড বয়স্ক :

শিশু ও অপ্রাণ্ড বয়স্কদের ক্ষেত্রে প্রারম্ভিক মাত্রা (দশ বৎসর বয়স পর্যন্ত অথবা ৩০ কেজি ওজন পর্যন্ত) ০.০১ এবং ০.০৩ মি.গ্রা./কেজি প্রতিদিন এর মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং ০.০৫ মি.গ্রা./কেজি প্রতিদিন এর উর্দে হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়, যখন দিনে দুই বা তিনটি বিভক্ত মাত্রায় দেয়া হয়।

ওষুধের মাত্রা ০.১ থেকে ০.২ মি.গ্রা. / কেজি না

পৌছা পর্যন্ত প্রতি তিন দিন অন্তর ওষুধের মাত্রা ০.২৫ থেকে ০.৫০ মি.গ্রা. এর উর্ধ্ব বাড়ানো উচিত নয়, যদি খিচুনি নিয়ন্ত্রণ না হয় অথবা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আরো বৃদ্ধি পায়।

দৈনিক ওষুধ তিনটি সমান বিভক্ত মাত্রায় দেয়া উচিত। যদি ওষুধ তিনটি সমান মাত্রায় বিভক্ত না হয়, তবে বৃহত্তর মাত্রাটি সর্বশেষে দিতে হবে।

প্রাণ্ড বয়স্ক :

প্রাণ্ড বয়স্কদের প্রারম্ভিক মাত্রা দৈনিক ১.৫ মি.গ্রা. এর উর্ধ্ব হওয়া উচিত নয়। যা তিনটি সমান বিভক্ত মাত্রায় দিতে হবে। খিচুনি পর্যাপ্তভাবে নিয়ন্ত্রণ না হওয়া পর্যন্ত ওষুধের মাত্রা প্রতি তিন দিন অন্তর ০.৫ থেকে ১ মি.গ্রা. পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে।

অব্যাহত সাধারণ চিকিৎসার মাত্রা প্রত্যেক রোগীর ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া অনুযায়ী নির্ধারণ করতে হবে।

প্রাণ্ড বয়স্কদের জন্য নির্দেশিত অব্যাহত সাধারণ চিকিৎসার মাত্রা ৮ থেকে ১০ মি.গ্রা. প্রতি দিন, তিনটি সমান বিভক্ত মাত্রায়। ২০ মি.গ্রা. প্রতিদিন এর অধিক মাত্রায় সতর্কতার সাথে ব্যবহার করতে হবে। একাধিক খিচুনিরোধী ওষুধের ব্যবহার হতাশগ্রস্থতা বৃদ্ধি করতে পারে। পূর্ব হতে চলমান কোন খিচুনিরোধী ওষুধের সাথে যখনই ক্লোনাজিপাম যোগ করা হবে তখন এরকম মনে হবে।

প্রতি নির্দেশনা: যকৃতের কোন বিশেষ অসুখ, ন্যারো অ্যাঙ্গেল গ্লুকোমা, বেনজোডায়াজেপিন সমূহের প্রতি অতি সংবেদনশীলতা।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভকালীন ক্যাটাগরি- 'সি'। গর্ভাবস্থায় খিচুনির ওষুধ ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। গর্ভাবস্থায় খিচুনির ওষুধ ব্যবহারে শিশুর জন্মগত ক্রটি দেখা দিতে পারে।

স্তন্যদানকালে

যে সব মা ক্লোনাজিপাম গ্রহণ করছেন তাদের ক্ষেত্রে বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়ানো উচিত নয়।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: ক্লোনাজিপামের ক্ষেত্রে সব চাইতে বেশি প্রতীয়মান পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াসমূহ কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের অবনমনের সাথে সম্পর্কিত। প্রায় ৫০% রোগীর ক্ষেত্রে বিমুনিভাব ও ৩০% রোগীর ক্ষেত্রে এটাক্সিয়া হয়ে থাকে। কিছু ক্ষেত্রে এই প্রতিক্রিয়া সময়ের সাথে কমে যেতে পারে। প্রায় ২৫% ক্ষেত্রে রোগীর আচরণগত সমস্যা পাওয়া গিয়েছিল এবং ৭% রোগীর লালনা নিঃসরণ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

অন্যান্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: ক্লোনাজিপাম এক বা একাধিক খিচুনিরোধী ওষুধের সাথে যুগপৎভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রতিটি ওষুধের মাত্রা পরিমিত ফলাফল পাবার জন্য নিয়ন্ত্রণ করা আবশ্যিক। বেনজোডায়াজেপিন ও খিচুনিরোধী ওষুধের সেরাম ঘনত্বের পরিবর্তন সহ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেছে। বেনজোডায়াজেপিন ও খিচুনি ওষুধ যুগপৎভাবে ব্যবহৃত হলে ওষুধের পরিবর্তিত প্রতিক্রিয়ার জন্য রোগীকে পর্যবেক্ষণ এবং অন্যান্য খিচুনিরোধী ওষুধসমূহের সেরাম ঘনত্বের মাত্রা নিয়মিত নির্ণয়ের পরামর্শ দেয়া হয়।

সরবরাহ:

এপিট্রা® ০.৫ মি.গ্রা. : প্রতি বাক্সে আছে ১০০টি ট্যাবলেট, বিস্টার প্যাকে।

এপিট্রা® ১ মি.গ্রা. : প্রতি বাক্সে আছে ৬০ টি ট্যাবলেট, বিস্টার প্যাকে।

এপিট্রা® ২ মি.গ্রা. : প্রতি বাক্সে আছে ৬০ টি ট্যাবলেট, বিস্টার প্যাকে।

এপিট্রা® ওরাল ড্রপস্ : প্রতিটি এইচডিপিই বোতলে আছে ১০ মি.লি. ওরাল ড্রপস্।

ইকিউরা®

Equra®

উপাদান : ইউরিয়া ১০০ মি.গ্রা./গ্রাম ক্রীম।

নির্দেশনা : ইকথায়েসিস এবং শুষ্ক ত্বকীয় অবস্থা, একজিমা এবং সোরিয়াসিস।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : দিনে ২ বার।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : স্থানীয় জ্বালা-পোড়া এবং ইডিমা সৃষ্টি করতে পারে। যদি অবস্থা আরও খারাপ হয় অথবা কোন উন্নতি না ঘটে, তাহলে ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে। পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : কিছুকিছু ক্ষেত্রে পোড়া, ভাঙা অথবা ত্বকীয় ততে প্রয়োগ করা হলে জ্বালা-পোড়া সৃষ্টি হতে পারে।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভাবস্থায় এবং স্তন্যদানকালীন সময়ে ব্যবহার করা যেতে পারে। শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার : সকল বয়সে ব্যবহার উপযোগী।

সরবরাহ :

ইকিউরা® ক্রীম : ১৫ গ্রাম।

এরিয়ান®

Erian®

এরিয়ান® অয়েন্টমেন্ট : ১৫ গ্রাম। এরিয়ান® সাপোজিটরি : ২ X ৫টি।

উপাদান : প্রতি গ্রাম এরিয়ান অয়েন্টমেন্টে আছে সিনকোকেইন ৫ মি.গ্রা. + হাইড্রোকোর্টিসন ৫ মি.গ্রা. + ফ্লেমাইসেটিন ১০ মি.গ্রা. + এসকুলিন ১০ মি.গ্রা. এবং প্রতিটি সাপোজিটরিতে আছে সিনকোকেইন ৫ মি.গ্রা. + হাইড্রোকোর্টিসন ৫ মি.গ্রা. + ফ্লেমাইসেটিন ১০ মি.গ্রা. + এসকুলিন ১০ মি.গ্রা.।

নির্দেশনা : মলদ্বারের ভিতর ও বাহিরের হেমরয়েড চিকিৎসায়। প্রসব পরবর্তী যে সকল হেমরয়েড হতে পারে তার চিকিৎসায়। এনাল প্রফরাইটিস, পেরিএনাল একজিমা, এনাল ফিসার এবং প্রোকটাইটিস চিকিৎসায়। হেমরয়েড অপারেশনের পর ব্যথা ও অস্বস্তি দূর করে।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : অয়েন্টমেন্ট : অল্প পরিমাণ অয়েন্টমেন্ট সকালে ও সন্ধ্যায় এবং প্রতিবার মলত্যাগের পর আঙ্গুলের সাহায্যে ব্যথায়ুক্ত বা চুলকানির জায়গায় প্রয়োগ করতে হবে। মলদ্বারের গভীরে ওষুধ প্রবেশ করানোর জন্য টিউবের অগ্রভাগে এপিকেটর (সরবরাহকৃত) যুক্ত করে এপিকেটরটি মলদ্বারের গভীরে পুরোটা ঢুকিয়ে দিতে হবে এবং ধীরে ধীরে টিউবের পশ্চাৎ ভাগে চাপ প্রয়োগ করে বের করে আনতে হবে।

সাপোজিটরি : প্রতি দিন সকালে ও বিকালে এবং মলত্যাগের পর পায়ুপথে ব্যবহার করতে হবে।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : এরিয়ানের চারটি উপাদান বা যে কোন একটির প্রতি সংবেদনশীলতার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না। হারপিস সিমপেক্স, ভেঞ্জিনিয়া বা ভেরিসেলা এবং মলদ্বারের টিউবারকিউলাস রোগের ক্ষেত্রে কার্টিকস্টেরয়েড ব্যবহার করা যাবে না।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : দীর্ঘদিন যাবৎ ওষুধটি ব্যবহার করা উচিত নয়, কারণ এর ফলে ত্বক পাতলা হয়ে যেতে পারে, ত্বকের সম্প্রসারণ ক্ষমতা হ্রাস পেতে পারে, সুপারফিসিয়াল রক্তনালী সমূহ সম্প্রসারিত হতে পারে, টেলানজিয়াকটাসিয়া এবং ইকাইমোসিস হতে পারে। ব্যাপক জায়গা জুড়ে বা প্রচুর পরিমাণে এরিয়ান অয়েন্টমেন্ট ব্যবহারের ফলে সাধারণত এই সমস্যাগুলি হয়।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভাবস্থায় ব্যবহার করা যাবে না।

সরবরাহ :

এরমক্স®

Ermox®

উপাদান : মেবেনডাজল। ১০০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট এবং ১০০ মি.গ্রা./৫ মি.লি. সাসপেনশন।

নির্দেশনা : সূঁচ কৃমি, বক্র কৃমি, কেঁচো কৃমি, ফিতা কৃমি, চাবুক কৃমি এবং সুতা কৃমি সংক্রমণে নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : সূঁচ কৃমির জন্য : ১ টি ট্যাবলেট অথবা ১ চা চামচ সাসপেনশন একবার। কেঁচো কৃমি, চাবুক কৃমি এবং চক্র কৃমির জন্য : ১ টি করে ট্যাবলেট দিনে ২ বার অথবা ১ চা চামচ সাসপেনশন সকাল ও সন্ধ্যায় পর পর তিন দিন সেব্য।

ফিতা কৃমি ও সুতাকৃমির জন্য : শিশুদের জন্য ১ টি করে ট্যাবলেট বা ১ চামচ সাসপেনশন সকাল ও সন্ধ্যায় পর পর ৩ দিন সেব্য। প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য ২ টি করে ট্যাবলেট দিনে দুইবার হিসাবে পর পর তিনদিন সেব্য।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : কদাচিত্ তলপেটে সামান্য ব্যথা ও ডায়রিয়া দেখা দিতে পারে।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভবতী মায়েদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত নয়।

সরবরাহ :

এরমক্স® ১০০ ট্যাবলেট : ২৫ X ৬ টি। এরমক্স® সাসপেনশন : ৩০ মি.লি.।

এরোমাইসিন®

Eromycin®

উপাদান : এরিথ্রোমাইসিন ২৫০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট, ৫০০ মি.গ্রা. ডিএস ট্যাবলেট, ১২৫ মি.গ্রা./৫ মি.লি. পাউডার ফর সাসপেনশন এবং ২০০ মি.গ্রা./৫ মি.লি. পেডিয়াট্রিক ড্রপস।

নির্দেশনা : পেনিসিলিনের বিকল্প হিসাবে পেনিসিলিনের সংবেদনশীলতায়, পেনিসিলিনে রেসিস্ট্যান্ট স্ট্র্যাফাইলোকক্কাল ইনফেকশনে, মাইকোপ্লাজমা নিউমোনির ট্রেট্রোসাইক্লিনের বিকল্প, পারটুসিস ডিপথে রিয়ায় বিশেষ করে জীবাণু বহনকারী সময়ে (ক্যারিয়ার

স্টেট), বাত জ্বরের প্রতিরোধে, ক্রনিক ব্রংকাইটিস, অটাইটিস মিডিয়া অথবা ক্রনিক প্রস্টেটাইটিসের চিকিৎসায়।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : প্রাপ্ত বয়স্ক : ১-২ গ্রাম প্রতিদিন বিভাজিত মাত্রায় সেব্য। শিশু : ৩০-৫০ মি.গ্রা./কেজি/দিন।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : অতিসংবেদনশীলতায় ব্যবহার নিষিদ্ধ। লিভার ফাংশন খারাপ থাকলে সতর্কতার সাথে ব্যবহার করতে হবে। **পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** বমি বমি ভাব, গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল সমস্যা অথবা এলার্জি হতে পারে (০.৫-৫%)।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : থিওফাইলিন, কার্বামাজেপিন, ডিগক্লিন, ওয়ারফেরিন এবং আরগোটামিন।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :

গর্ভাবস্থায় এরিথ্রোমাইসিন গ্রহণের কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার উদাহরণ নাই যদিও এটি প্লাসেন্টার বেরিয়ার অতিক্রম করে।

সরবরাহ :

এরোমাইসিন® ট্যাবলেট : ৫ X ১০ টি। এরোমাইসিন® ডিএস ট্যাবলেট : ৫ X ৬ টি। এরোমাইসিন® পাউডার ফর সাসপেনশন : ১০০ মি.লি. সিরাপ প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ গুঁড়ু পাউডার। এরোমাইসিন® পেডিয়াট্রিক ড্রপস্ : ৬০ মি.লি. কনসেন্ট্রেটেড সাসপেনশন ড্রপার সহ।

এরোমাইসিন® লোশন Eromycin® Lotion

উপাদান: এরিথ্রোমাইসিন ইউএসপি ৩% ডব্লিউ/ডি অর্থাৎ প্রতি মি.লি. লোশনে আছে ৩০ মি.গ্রা. এরিথ্রোমাইসিন ইউএসপি।

নির্দেশনা: এরিথ্রোমাইসিন-এ সংবেদনশীল ব্যাকটেরিয়াজনিত ত্বকের সংক্রমণ, ব্রণের চিকিৎসায় ব্যবহার্য।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি: আক্রান্তস্থানে সকাল ও সন্ধ্যায় প্রয়োগ করতে হবে। আক্রান্তস্থানে প্রয়োগের পূর্বে গরম পানি ও সাবান দিয়ে ধুয়ে শুকিয়ে নিতে হবে। আঙ্গুলের অগ্রভাগ দিয়ে অথবা সরবরাহকৃত প্রয়োগ যন্ত্র দিয়ে প্রয়োগ করতে হবে। আক্রান্তস্থানে ওষুধটি

না ঘষে, আলতোভাবে প্রয়োগ করতে হবে। ব্যবহার করার পর হাত ভাল করে ধুয়ে ফেলতে হবে। এভাবে মুখমন্ডল, কাঁধ, বুক ও পিঠের ব্রণের চিকিৎসায় ব্যবহার করতে হবে। প্রয়োজনে অতিরিক্ত কৌটা ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রতিটি কৌটা একবারই ব্যবহার করা উচিত। ব্যবহারের পরে কৌটা ফেলে দিতে হবে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: ইরাইথেমা, ডেসকোয়ামেশন, জ্বালাপোড়া, চোখ-জ্বলুনি, টেভারনেস, গুঁড়ুতা, তৈলাক্ত ত্বক উল্লেখযোগ্য।

বিপরীত নির্দেশনা: এরিথ্রোমাইসিন বা এই ওষুধের যে সকল উপাদানের প্রতি অতি সংবেদনশীলতা রয়েছে।

সতর্কতা: শুধুমাত্র বাহ্যিক ব্যবহারের জন্য। চোখ, নাক ও অন্যান্য মিউকাস পর্দা থেকে দূরে রাখতে হবে। শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: গর্ভাবস্থায় ব্যবহারের নিরাপত্তা এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি। শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় ঝুঁকির তুলনায় সুফলের মাত্রা বেশী হলে তবেই ব্যবহার করা যেতে পারে।

এরিথ্রোমাইসিন মাতৃদুগ্ধে নিঃসৃত হয়। স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে ব্যবহারের সময় সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার: ১২ বছরের নীচে শিশুদের ক্ষেত্রে এরিথ্রোমাইসিন ব্যবহারের নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

সুপারইনফেকশন: এন্টিবায়োটিকের (বিশেষত দীর্ঘ সময়ব্যাপী অথবা পুনরাবৃত্ত চিকিৎসার ক্ষেত্রে) ব্যবহারের ফলে অসংবেদনশীল ব্যাকটেরিয়া অথবা ছত্রাকের অতিবৃদ্ধি হতে পারে। এ ধরনের অতিবৃদ্ধির ফলে গৌণ প্রদাহের সূচনা হতে পারে। যদি সুপার ইনফেকশন ঘটে তাহলে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে।

অন্যান্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: ক্লিনডামাইসিনের সাথে এরিথ্রোমাইসিন এর ড্রাগ ইন্টারঅ্যাকশন হয়।

সরবরাহ:

এরোমাইসিন® লোশন: প্রতিটি বোতলে রয়েছে ২৫ মি.লি. লোশন। সঙ্গে রয়েছে একটি জালিযুক্ত ছিপি ও একটি সংরক্ষণ ছিপি।

এস্লোরিক®

Esloric®

উপাদান : এলোপুরিনল ১০০ ও ৩০০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : প্রাথমিক এবং সেকেন্ডারী গেটেবাত চিকিৎসায়।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : প্রতিদিন ২০০-৩০০ মি.গ্রা।।
মার্বারি উপাসিয়াস বাতে প্রতিদিন ৪০০-৬০০ মি.গ্রা।।
সর্বোচ্চ মাত্রা দৈনিক ৮০০ মি.গ্রা।।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : যেসব রোগীদের ক্ষেত্রে এলোপুর্নিলা ব্যবহারে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়, তাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত নয়। তুকে কোন রকম ফুসকুড়ি অথবা অতি সংবেদনশীলতা দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে ওষুধ সেবন বন্ধ করতে হবে। যক্ষ্মা অথবা বৃক্কের মারাত্মক রোগে সেবনমাত্রা কমাতে হবে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : সাধারণত তুকে ফুসকুড়ি হতে পারে। এছাড়াও জ্বর, লিউকোপেনিয়া, বমি বমি ভাব, পেটে ব্যথা, ডায়রিয়া, মাথা ব্যথা দেখা দিতে পারে। কিছু রোগীর ক্ষেত্রে জন্ডিস, ইউসিনোফিলিয়া, মৃদু লিউকোসাইটোসিস হতে পারে।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : রক্তজমাটবাধাদানকারী, ডাইউরেটিক এবং সাইটোটক্সিক ওষুধ।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভকালীন যথ যথ ও নির্দিষ্ট কারণ ছাড়া এই ওষুধ ব্যবহার ঠিক নয়। স্তন্যদানকারী মায়াদের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

সরবরাহ :

এস্‌লোরিক® ১০০ ট্যাবলেট: ১০ X ১০ টি।
এস্‌লোরিক® ৩০০ ট্যাবলেট: ৩ X ১০ টি।

ঈসমো®

Esmo®

উপাদান : আইসোসরবাইড মনোনাইট্রেট ২০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : এনজাইনা প্রতিরোধে এবং কনজেসটিভ হার্ট ফেইলিওর এ ব্যবহৃত হয়।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : ২০ মি.গ্রা. (একটি ট্যাবলেট) করে দিনে দুই বার।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : অবস্ট্রোকটিভ হাইপারট্রফিক কার্ডিওমায়োপ্যাথি, হাইপোভোলেমিয়া পরবর্তীতে কার্ডিয়াক আউটপুট কমে যাওয়া, ইনফেরিওর মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন (যেখানে ডান নিলয় জড়িত), ইন্ট্রাক্রেনিয়াল চাপ

বেড়ে যাওয়া, কার্ডিয়াক টেম্পোনেড, ধমনীর হাইপোপ্লেক্সিমিয়া এবং কোরপালমোনালি, মাইট্রাল ভালভ প্রোল্যাপ্স, গ্লুকোমা।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : বমি বমি ভাব, বমি, প্রস্রাব ও পায়খানার নিয়ন্ত্রণ হারানো, পেটে ব্যথা, মাথা ব্যথা, শঙ্কা, বিশ্রামহীনতা, দুর্বলতা, মাথা ঘোরা, মাথা বিমবিম করা ট্যাকিকার্ডিয়া, বৃক্কের ধড়ফড়ানি, নিম্ন রক্তচাপ।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : ফেনোথায়াজিন, উচ্চরক্তচাপরোধী ওষুধ, ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার, ট্রাইসাইক্লিক বিষণ্ণতারোধী ওষুধ এবং এলকোহল।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : অতীব প্রয়োজন হলে ব্যবহার করা যেতে পারে।

সরবরাহ :

ঈসমো® ট্যাবলেট : ১০ X ১০ টি।

ঈসমো® এল এ

Esmo® LA

উপাদান : আইসোসরবাইড মনোনাইট্রেট ৫০ মি.গ্রা. ক্যাপসুল।

নির্দেশনা : করোনারী ধমনীর রক্ত প্রবাহ ব্যাধির দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসায়, এনজাইনা পেক্টোরিস-এর দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসায় ও প্রতিরোধে এবং তীব্র মায়োকার্ডিয়াল অপরাণ্ডতার চিকিৎসায় নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : ১টি ক্যাপসুল দিনে একবার।
সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : তীব্র মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন যেখানে ফিলিং প্রেসার কম, একিউট সার্কুলেটরী ফেইলিওর, শক, ডাঙ্কুলার কলাপ্স, অতি নিম্ন রক্তচাপ, নাইট্রেটের প্রতি অতিসংবেদনশীলতা, লক্ষণীয় রক্তশূন্যতা, মাথায় আঘাত, মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ, হাইপোটেনশন, হাইপোভোলেমিয়া ইত্যাদি।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : মাথা ব্যথা, নিম্ন রক্তচাপ, সিন্‌কোপ, বমি বমি ভাব, বমি, রক্তিমভাব এবং এলাজিক ফুসকুড়ি।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : বিটা ব্লকার, ক্যালসিয়াম এন্টাগোনিষ্ট, ভ্যাসোডাইলেটরস্, এলকোহল, এসিই ইনহিবিটর, সিলডেনাফিল, নিউরোলিপটিকস্ এবং ট্রাইসাইক্লিক এন্টি-ডিপ্রেস্যান্টস্।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : নির্দেশিত নয়।

সরবরাহ :

ঈসমো® এল এ : ৩ X ১০টি লং এ্যাকটিং ক্যাপসুল।

এস্পা®

Espa®

উপাদান : ড্রোটাবেটরিন। ৪০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট এবং ৪০ মি.গ্রা./২ মি.লি. ইঞ্জেকশন।

নির্দেশনা : অস্ত্রের খিঁচুনি, পিঁড়নালী এবং বৃক্কীয় কোলিক, মূত্র সংবহনতন্ত্রে খিঁচুনি, পাকস্থলীর আলসার, ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভপাত, কষ্টকর রক্তশ্রাব।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : প্রাপ্তবয়স্ক : ১-২ টি ট্যাবলেট দৈনিক ৩ বার। শিশু (৬ বৎসরের) : ১/২-১ ট্যাবলেট দৈনিক ১-২ বার। শিশু (১-৬ বৎসর) : ১/৪- ১/২ - ট্যাবলেট দৈনিক ১-২ বার।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : যকৃত ও বৃক্কীয় রোগে ভুগছে এরকম রোগীদের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : খুব কম ক্ষেত্রে মুখমণ্ডল রক্তিমভ হয়ে উঠতে পারে, ঘাম হতে পারে, অস্বাভাবিক হারে শ্বাসপ্রশ্বাস বৃদ্ধি পেতে পারে এবং ঋৎস্পন্দন এর গতি বৃদ্ধি পেতে পারে।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : রক্তা জমাট রোধী, এরিডমিয়া রোধী, মৃগীরোগ প্রতিরোধী এবং এলকোহল।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : ব্যবহার থেকে বিরত থাকা উচিত।

সরবরাহ :

এস্পা® ট্যাবলেট : ১০ X ১০ টি। এস্পা® ইঞ্জেকশন : ২ X ৫ টি।

ইভিট®

Evit®

উপাদান : ভিটামিন ই ২০০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : ভিটামিন ই- এর অভাব পূরণে, ত্বক ও চুলের সুস্বাস্থ্যে ব্যবহৃত।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : সাধারণতঃ দিনে ১ থেকে ২টি একক বা বিভক্ত মাত্রায় চুষে খেতে হয়।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : অতি সংবেদনশীল রোগীর ক্ষেত্রে ভিটামিন ই দেয়া উচিত নয়।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : অতিমাত্রায় দীর্ঘদিন ব্যবহারে চোখে

ঝাপসা দেখা, ডায়রিয়া, বিঁমুনি, মাথাব্যথা, বমি বমি ভাব, পাকস্থলী মোচড়ানো দেখা দিতে পারে।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : এখন পর্যন্ত অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়ার কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। **গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** সাধারণ নির্দেশিত মাত্রায় ভিটামিন ই গর্ভাবস্থায় এবং স্তন্যদানকালে নিরাপদ। অতি মাত্রায় এর ব্যবহার এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

সরবরাহ :

ইভিট® ট্যাবলেট : ১৫ টি।

ইভিট® লিক্যাপ

Evit® Licap

উপাদান : ভিটামিন-ই (আলফা টোকোফেরাইল এসিস্টেট বিপি হিসেবে) ২০০ মি.গ্রা. ও ৪০০ মি.গ্রা. লিক্যাপ।

নির্দেশনা : খাদ্যে সম্পূরক হিসাবে:

অন্ত্র হতে ভিটামিন ই অপর্ষাও শোষণের কারণে, দেহে ভিটামিন ই এর অভাবপূরণে।

খাবারের সহিত পলিআনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি এসিড অধিক পরিমাণে গ্রহণ করার জন্য অধিক ভিটামিন ই এর প্রয়োজনীয়তা পূরণে।

ত্বক ও চুলের সৌন্দর্য বর্ধনে।

এন্টিঅক্সিডেন্ট হিসেবে।

ভিটামিন ই এর অভাজনিত হিমোলাইটিক এ্যানিমিয়ার চিকিৎসায়।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : হৃদযন্ত্রের সুস্থ্যতায় : ৪০০ মি.গ্রা. -৮০০ মি.গ্রা. প্রতিদিন।

পূর্ণবয়স্কদের ভিটামিন ই এর ঘাটতিজনিত রোগে : ২০০ মি.গ্রা. -৪০০ মি.গ্রা. প্রতিদিন।

শিশুদের ভিটামিন ই এর ঘাটতিজনিত রোগে : ২০০ মি.গ্রা. প্রতিদিন।

থ্যালাসেমিয়া : ৮০০ মি.গ্রা. প্রতিদিন।

সিকল-সেল এ্যানিমিয়া : ৪০০ মি.গ্রা. প্রতিদিন।

চুলের সমস্যায় : ২০০ মি.গ্রা. -৪০০ মি.গ্রা. প্রতিদিন (সৌন্দর্য বর্ধনে বাহ্যিক ব্যবহারও অনুমোদিত)।

বয়স্কদের ঠাণ্ডাজনিত সমস্যায় : ২০০ মি.গ্রা. প্রতিদিন।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : তেমন কোন অনুপযোগিতা নেই।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : ১ গ্রাম অপেক্ষা বেশি মাত্রায়

সেবনে সামান্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: যেমন- উচ্চরক্তচাপ, ক্লান্তিবোধ ডায়রিয়া এবং মায়েপ্যাথি দেখা দিতে পারে।

ড্রাগ ইন্টারএ্যাকশন : ভিটামিন ই ব্যবহারে ভিটামিন এ এবং ভিটামিন কে এর বিশেষণ বিঘ্নিত হয় এবং ওয়ারফেরিনের কার্যক্ষমতা তুরাশিত হয়।

শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার : ভিটামিন ই শিশুদের জন্য নিরাপদ।

গর্ভাবস্থা এবং স্তন্যদানকালে ব্যবহার : সাধারণ নির্দেশিত মাত্রায় ভিটামিন ই গর্ভাবস্থায় এবং স্তন্যদানকালে নিরাপদ। অতি মাত্রায় এর ব্যবহার এখনও প্রতিষ্ঠিত নয়।

সরবরাহ :

ইভিট[®] ২০০ লিক্যাপ : ৩ X ১০ টি। ইভিট[®] ৪০০ লিক্যাপ : ৩ X ১০ টি।

আইভি[®]

Eyevi[®]

উপাদান: প্রতিটি ক্যাপসুলে আছে ভিটামিন সি ৬০ মি.গ্রা., ভিটামিন ই ৩০ মি.গ্রা., জিংক ১৫ মি.গ্রা., লুটিন ৬ মি.গ্রা. এবং কপার ২ মি.গ্রা.।

নির্দেশনা : বয়স ভিত্তিক চোখের সমস্যায় ব্যবহৃত হয়।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : একটি ক্যাপসুল এক অথবা দুই বেলা প্রতিদিন অথবা চিকিৎসকের নির্দেশ অনুসারে।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : যে সমস্ত রোগীর হাইপোঅক্সালুরিয়া আছে তাদের ভিটামিন সি খুব সাবধানের সাথে দিতে হবে। যে সমস্ত রোগীরা মুখে খাওয়ার এন্টিকোয়াগুলেন্ট এবং ইসট্রোজেন ব্যবহার করেন তাদের ক্ষেত্রে ভিটামিন ই খুব সাবধানের সাথে দিতে হবে কারণ, দেখা যায় যে, এগুলো ভিটামিন কে এর কার্যক্ষমতাকে বিরোধিতা করে যার কারণে এই সমস্ত রোগীদের রক্তের জমাট বাধার সময় বেড়ে যায়।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : ডায়রিয়া, পেটের যন্ত্রণা এবং পাকস্থলীর অন্যান্য বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। অবসাদ এবং দুর্বলতাও দেখা দেয়।

সরবরাহ :

আইভি[®] ক্যাপসুল : ৫ X ৬ টি।

ইজেক্স[®]

Ezex[®]

উপাদান : ক্লোবেটাসন বিউটাইরেট ০.০৫% ক্রীম ও অয়েন্টমেন্ট।

নির্দেশনা : একজিমা, ফটোডার্মাটাইটিস, ওটাইটিস এক্সটর্নাল, ইরিট্যান্ট ডার্মাটাইটিস, এলাজিক ডার্মাটাইটিস (ন্যাপকিন র্যাশ সহ), ইন্টারট্রিগো, সেবোরিক ডার্মাটাইটিস।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : দিনে চারবার আক্রান্ত স্থানে প্রয়োগ করতে হবে।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : ত্বকীয় প্রদাহ, যেমনঃ ভাইরাসের দ্বারা (যেমন- হার্পিস সিমপ্লেক্স, চিকেন পক্স), ছত্রাক দ্বারা (যেমন- ক্যানডিডিয়াসিস, টিনিয়া) অথবা ব্যাকটেরিয়া দ্বারা (যেমন- ইমপিটিগো) এবং প্রস্তুতিগুলির প্রতি অতি সংবেদনশীলতার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না। চোখের পাতায় ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে যাতে ক্রীম চোখের ভিতরে প্রবেশ না করে। কারণ এতে গ্লুকোমা দেখা দিতে পারে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : অতিসংবেদনশীল রোগীর ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত স্টেরয়েডের পরিশোধন অ্যাড্রেনাল সাপ্রেসন ঘটাতে পারে। পিগমেন্টেশনের পরিবর্তন এবং হাইপারট্রাইকোসিস দেখা দেওয়ার রিপোর্ট আছে।

অন্য গুণুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : এ পর্যন্ত অন্য গুণুধের সাথে প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার কতটা নিরাপদ সে সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য পাওয়া যায়নি।

সরবরাহ :

ইজেক্স[®] ক্রীম : ২৫ গ্রাম।

ইজেক্স[®] অয়েন্টমেন্ট : ২৫ গ্রাম।

ইজোনাইড[®] ইনহেলার

Ezonide[®]Inhaler

উপাদান : সিক্লোসোনাইড। ১৬০ এবং ৮০ মাইক্রোগ্রাম/পাফ।

নির্দেশনা : প্রাপ্তবয়স্কদের বিদ্যমান হাঁপানী নিয়ন্ত্রণের চিকিৎসায় নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : ১৬০ বা ৮০ মাইক্রোগ্রাম দিনে

১ বার।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: সিক্লেসোনাইড অথবা এর যে কোন উপাদানের প্রতি অতি সংবেদনশীলতা।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : মৃদু এবং এর জন্য চিকিৎসা বন্ধ করার প্রয়োজন হয় না। দীর্ঘদিন ধরে উচ্চ মাত্রায় কার্টিকোস্টেরয়েড ইনহেলার হিসাবে গ্রহণ করলে সিস্টেমিক প্রভাব পড়তে পারে।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : কিতোকোনাজল, ইট্রাকোনাজল, রিটোনাবির।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভবতী মায়েদের ঙ্গণের সম্ভাব্য ক্ষতির চেয়ে উপকারিতা অপেক্ষিত বেশী বিবেচিত হলেই ব্যবহার করা যেতে পারে।

সরবরাহ :

ইজোনাইড® ৮০ ইনহেলার : ১২০ প্যাক্স।

ইজোনাইড® ১৬০ ইনহেলার : ১২০ প্যাক্স।

F

ফ্যাক্টিসিন™

Facticin™

উপাদান: ফ্যাক্টিসিন ট্যাবলেট: প্রতিটি ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেটে আছে জেমিফ্লক্সাসিন ৩২০ মি.গ্রা., জেমিফ্লক্সাসিন মিসাইলেট আইএনএন হিসেবে।

নির্দেশনা: জেমিফ্লক্সাসিন প্রাপ্ত বয়স্কদের নিম্নোক্ত ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রমণের চিকিৎসায় নির্দেশিত - শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ-

কমিউনিটি অ্যাকুয়ার্ড নিউমোনিয়া- যা স্ট্রেপটোকক্কাস নিউমোনি, ক্ল্যামাইডিয়া নিউমোনি, মাইকোপ্লাজমা নিউমোনি, হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা, মোরাক্সিলা ক্যাটারলিস, লেজিওনেলা নিউমোফিলা দ্বারা ঘটে।

দীর্ঘদিনের ব্রংকাইটিসের হঠাৎ বৃদ্ধি- হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা, মোরাক্সিলা ক্যাটারলিস, স্ট্রেপটোকক্কাস নিউমোনি দ্বারা ঘটে।

তীব্র ব্যাকটেরিয়াল সাইনুসাইটিস- যা স্ট্রেপটোকক্কাস নিউমোনি, হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা, মোরাক্সিলা ক্যাটারলিস, স্ট্যাফাইলোকক্কাস অরিয়াস দ্বারা ঘটে।

মূত্রতন্ত্রের সংক্রমণ

তীব্র অজটিল বৃক্কের প্রদাহ- যা ইসচেরিসিয়া কোলাই, ফ্লেবসিয়েলা নিউমোনি দ্বারা সংঘটিত হয়।

মহিলাদের অজটিল মূত্রনালীর সংক্রমণ- যা ইসচেরিসিয়া কোলাই, কেবসিয়েলা নিউমোনি দ্বারা সংঘটিত হয়।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি: ফ্যাক্টিসিন আহারের পূর্বে বা পরে খাওয়া যেতে পারে এবং খাওয়ার পর প্রচুর পরিমাণে পানি পান করতে হবে। ফ্যাক্টিসিন-এর নির্ধারিত মাত্রা হল- দৈনিক ৩২০ মি.গ্রা. যা নিচে দেয়া হল

নির্দেশনা মাত্রা সময়কাল

দীর্ঘদিনের ব্রংকাইটিসের হঠাৎ বৃদ্ধি দৈনিক ৩২০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট ৫ দিন

তীব্র ব্যাকটেরিয়াল সাইনুসাইটিস দৈনিক ৩২০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট ৫ দিন

কমিউনিটি অ্যাকুয়ার্ড নিউমোনিয়া দৈনিক ৩২০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট ৭ দিন

মহিলাদের অজটিল মূত্রনালীর সংক্রমণ দৈনিক ৩২০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট ৩ দিন

তীব্র অজটিল বৃক্কের প্রদাহ দৈনিক ৩২০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট ১০ দিন

মারাত্মক নিউমোনিয়ার ক্ষেত্রে চিকিৎসার ১৪ দিন পর্যন্ত বর্ধিত করা যেতে পারে।

বৃক্ক জটিলতার রোগীদের ক্ষেত্রে: মৃদু থেকে মধ্যম বৃক্ক জটিলতার রোগীদের ক্ষেত্রে মাত্রা পূনর্নির্ধারণ করার প্রয়োজন নেই। মারাত্মক বৃক্ক অকার্যকর রোগীদের ক্ষেত্রে মাত্রার কিছু পরিবর্তন করা যায়/নির্দেশনা আছে। যদি ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স > ৪০ মি.লি./মিনিট হয় তাহলে সাধারণ মাত্রাই যথেষ্ট। ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স যদি < ৪০ মি.লি./মিনিট হয় তাহলে দৈনিক ১৬০ মি.গ্রা. করে দিতে হবে। যে সমস্ত রোগী হিমোডায়ালাইসিস অথবা নিয়মিত পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস করিয়ে থাকেন তাদের ক্ষেত্রে দৈনিক ১৬০ মি.গ্রা. করে দিতে হবে।

যকৃতের জটিলতার রোগীদের ক্ষেত্রে: যকৃতের জটিলতার রোগীদের ক্ষেত্রে মাত্রা পূনর্নির্ধারণ না করেই ওষুধটি দেয়া যেতে পারে।

বয়স্ক রোগীদের ক্ষেত্রে: মাত্রা পূনর্নির্ধারণের দরকার নেই।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: সাধারণ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে পেটে ব্যথা, ডায়রিয়া, মাথা ব্যথা, বমি বমি ভাব, বমি এবং ফুঁসকুড়ি। কিছু বিরল পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার মধ্যে

রয়েছে ছত্রাকের মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি, মাথা ঘোরা, অনিদ্রা, চুলকানি এবং ম্যাকুলোপ্যাপুলার ইরাইদেমেটোস স্কিন র্যাশ। জেমিফ্লক্সাসিন ব্যবহারে যদি ফুঁসকুড়ি দেখা দেয় তাহলে চিকিৎসা বন্ধ করে দিতে হবে।

বিশেষ সতর্কতা: যে সমস্ত রোগীদের মারাত্মক বৃক্কের অকার্যকারিতা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে দৈনিক ১৬০ মি.গ্রা. করে মাত্রা পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে। অত্যধিক মূত্র ঘনত্ব এবং কৃস্টালুরিয়া প্রতিরোধের জন্য জেমিফ্লক্সাসিন দ্বারা চিকিৎসার সময় রোগীদের পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান করা উচিত। জেমিফ্লক্সাসিন বিঁমুনি আনতে পারে। সে ক্ষেত্রে রোগীদের যানবাহন বা যন্ত্রপাতি চালনা থেকে বিরত থাকতে হবে এবং মানসিকভাবে সচেতন থাকতে হয় এমন কাজ থেকে দূরে থাকতে হবে।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: জেমিফ্লক্সাসিন গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার করা যাবে না। গর্ভবতী ও স্তন্যদায়ী মহিলাদের ক্ষেত্রে জেমিফ্লক্সাসিনের ব্যবহার নিরাপদ এবং কার্যকর বলে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। **প্রতিনির্দেশনা:** জেমিফ্লক্সাসিন ও অন্যান্য কুইনোলোন জাতীয় ওষুধের প্রতি অতিসংবেদনশীল এবং যে সকল রোগীর পূর্বে ফ্লুরোকুইনোলোন ব্যবহারজনিত কারণে টেনডোন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না। জেমিফ্লক্সাসিন ১৮ বছরের কম বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত নয়।

সংকেত

যে কোন বয়স সীমার রোগীরা যারা জেমিফ্লক্সাসিন ব্যবহার করেছেন বিশেষ করে জেমিফ্লক্সাসিন পাশাপাশি কার্টিকোস্টেরয়েড ব্যবহার করছেন তাদের ক্ষেত্রে টেনডোনের প্রদাহ ঘটতে পারে বা টেনডোন ছিড়ে যেতে পারে। টেনডোনের প্রদাহ সন্দেহ হলে জেমিফ্লক্সাসিন বন্ধ করে দিতে হবে অথবা পায়ে ব্যথা বা প্রদাহের প্রথম লক্ষণ পাওয়া মাত্রই জেমিফ্লক্সাসিন বন্ধ করতে হবে। ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা থেকে দেখা গেছে জেমিফ্লক্সাসিন খুব সামান্য পরিমাণে গড় QTC ব্যবধান বাড়িয়ে দিতে পারে। যে সকল রোগী QTC ব্যবধান বৃদ্ধির জন্য ওষুধ নিচ্ছে অথবা যাদের পূর্বেই QTC ব্যবধান বেড়ে গেছে তাদের ক্ষেত্রে সতর্কতার সাথে জেমিফ্লক্সাসিন ব্যবহার করতে হবে। মৃগী রোগীদের ক্ষেত্রে জেমিফ্লক্সাসিন ব্যবহারে সতর্ক থাকতে হবে। এ্যালুমিনিয়াম বা ম্যাগনেসিয়াম সমৃদ্ধ এন্টাসিড এবং আয়রণ সল্ট একই সাথে ব্যবহার করলে জেমিফ্লক্সাসিন এর শোষণ তাৎপর্যপূর্ণভাবে

কমে যায়। এ সমস্ত ওষুধ ব্যবহারে কমপক্ষে দুই ঘন্টা আগে বা তিন ঘন্টা পরে জেমিফ্লক্সাসিন নেয়া উচিত। সুক্রালফেট খাওয়ার কমপক্ষে দুই ঘন্টা আগে জেমিফ্লক্সাসিন খাওয়া উচিত।

মাত্রাতিরিক্ত প্রয়োগ

নির্দিষ্ট কোন এন্টিডোট নেই। ডায়ালাইসিস পর্যাপ্ত পরিমাণ ওষুধটি দূর করার জন্য যথেষ্ট নয়। তীব্র মাত্রাতিরিক্ত প্রয়োগের ক্ষেত্রে বমি অথবা গ্যাস্ট্রিক লেভেজের মাধ্যমে পাকস্থলী খালি করতে হবে। রোগীকে সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং লক্ষণভিত্তিক চিকিৎসা দিতে হবে। সেই সাথে যথেষ্ট পরিমাণে পানি পান করাতে হবে।

সরবরাহ: ফ্যাস্টিসিন™ ট্যাবলেট: প্রতি বাক্সে আছে ১ X ৬ টি ট্যাবলেট ব্লিস্টার প্যাকে।

ফ্যামোট্যাক®

Famotack®

উপাদান : ফ্যামোট্যাক ২০ মি.গ্রা. ও ৪০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : ডিওডেনাল আলসার, গ্যাস্ট্রিক আলসার, গ্যাস্ট্রো-ইসোফ্যাজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ, পাকস্থলীর প্রদাহে নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি : ৪০ মি.গ্রা. এর একটি ট্যাবলেট রাতের বেলায় অথবা ২০ মি.গ্রা. দিনে দুইবার। রক্ষণমাত্রা : ২০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট প্রতি রাতে।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : এর যে কোন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীলতা।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : মাথা ব্যথা, মাথা বিম বিম করা, কোষ্ঠকাঠিন্য এবং পাতলা পায়খানা কখনো কখনো হতে পারে। অন্যান্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার মধ্যে মুখ শুকিয়ে যাওয়া, বমি বমি ভাব এবং/অথবা বমি হওয়া, পেটে অস্বস্তিবোধ, ক্ষুধাহীনতা, অবসাদ, ফুঁসকুড়ি খুব কম ক্ষেত্রে দেখা যায়।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : শুধু জরুরী ক্ষেত্রে গর্ভাবস্থায় ব্যবহার করা যাবে। স্তন্যদানকারী মায়েরদের ওষুধটি ব্যবহার থেকে বিরত থাকা উচিত।

সরবরাহ :

ফ্যামোট্যাক® ২০ ট্যাবলেট : ১০ X ১০ টি।
ফ্যামোট্যাক® ৪০ ট্যাবলেট : ৫ X ১০ টি।

ফি-প্লাস®

Fe-Plus®

উপাদান : ফেরাস ফিউমারেট ২০০ মি.গ্রা. এবং ফলিক এসিড ০.২ মি.গ্রা./ক্যাপসুল।

নির্দেশনা : রক্তস্বল্পতা প্রতিরোধ বা আরোগ্যকারী চিকিৎসায় এবং ফলিক এসিড এর অভাবজনিত রোগে ব্যবহৃত হয়।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : ১ টি ক্যাপসুল দিনে ৩-৪ বার। গর্ভাবস্থায় প্রতিদিন ১টি ক্যাপসুল।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : পারনিসিয়াস অ্যানিমিয়া রোগে ব্যবহার উচিত নয়।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : পাকস্থলী ও অন্ত্রের অস্বাচ্ছন্দ্য, পেটে ব্যথা, উদরাময় বা এলার্জিক দেখা দিতে পারে।

সরবরাহ :

ফি-প্লাস® ক্যাপসুল : ১০ X ১০ টি।

ফেক্সো®

Fexo®

উপাদান: ফেক্সোফেনাডিন হাইড্রোক্লোরাইড ইউএসপি ৬০ মি.গ্রা., ১২০ মি.গ্রা., ১৮০ মি.গ্রা. ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেট এবং ৩০ মি.গ্রা./৫ মি.লি. সাস্পেনশন।

নির্দেশনা:সিজনালা এলার্জিক রাইনাইটিস

ক্রনিক ইডিয়প্যাথিক আর্টিক্যারিয়া

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি: বৃদ্ধায় কার্যকারীতা কমে গেলে, মাত্রা নির্ণয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত এবং এ ক্ষেত্রে বৃদ্ধায় কার্যকারীতা পর্যালোচনায় রাখা হিতকর।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: গর্ভাবস্থায় ফেক্সোফেনাডিন এর নিরাপদ ব্যবহার সম্পর্কে নিশ্চিত জানা যায়নি। গর্ভাবস্থায় ব্যবহারের ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীয়তা সঠিকভাবে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। এটি মাতৃদুগ্ধের সাথে নিঃসৃত হয় কিনা তা জানা যায়নি। স্তন্যদানকারী মায়ের ক্ষেত্রে ফেক্সোফেনাডিন ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

অন্য ঔষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: ইরাইথ্রোমাইসিন অথবা কিটোকোনাজল এর সাথে ব্যবহারে ফেক্সোফেনাডিনের প্লাজমা ঘনত্ব বেড়ে যায়। এ্যালুমিনিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম সহ এন্টাসিড এর সাথে ব্যবহারে ফেক্সোফেনাডিন এর শোষণ মাত্রা কমে যায়। কিছু ফলের রস ফেক্সোফেনাডিন এর কার্যকারিতা কমিয়ে

দেয়।

প্রতিনির্দেশনা: ফেক্সোফেনাডিন বা এর কোন উপাদান এর প্রতি সংবেদনশীল হলে ঔষুধটি নির্দেশিত নয়।

সরবরাহ:

ফেক্সো® ৬০ : প্রতিটি বাক্সে আছে ৫ X ১০ টি ট্যাবলেট। ফেক্সো® ১২০ : প্রতিটি বাক্সে আছে ৫ X ১০ টি ট্যাবলেট। ফেক্সো® ১৮০ : প্রতিটি বাক্সে আছে ৩ X ১০ টি ট্যাবলেট। ফেক্সো® সাস্পেনশন: প্রতিটি বোতলে আছে ৫০ মি.লি. সাস্পেনশন এবং মাত্রা পরিমাপক কাপ ও ড্রপার।

ফেক্সো® প্লাস

Fexo® Plus

উপাদান: ফেক্সোফেনাডিন হাইড্রোক্লোরাইড ইউএসপি ৬০ মি.গ্রা. এবং এক্সটেনডেড রিলিজড হিসেবে স্যুডোএফিড্রিন হাইড্রোক্লোরাইড বিপি ১২০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

নির্দেশনা: ফেক্সো® প্লাস ট্যাবলেট নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে নির্দেশিত:

সিজনালা ও পেরিনিয়াল এলার্জিক সমস্যা সৃষ্ট উপসর্গ সমূহ হতে মুক্তি পেতে প্রাণ্ড বয়স্ক এবং ১২ বছরের উপরের শিশুদের ক্ষেত্রে নির্দেশিত।

উপসর্গ সমূহের মধ্যে হাঁচি, নাক দিয়ে পানি পড়া, নাকে/মুখের তালুতে/গলায়/চোখে চুলকানিভাব, নাক বন্ধ থাকা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

যখনই এন্টি হিস্টামিনিক এবং নাক বন্ধরোধী কার্যকারিতা এক সাথে প্রয়োজন, তখনই ঔষুধটি গ্রহণ করা যেতে পারে।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি : ফেক্সো® প্লাস ট্যাবলেটের নির্দেশিত মাত্রা:

প্রতিদিন ২টি করে ট্যাবলেট খালি পেটে পানির সাথে খেতে হবে। খাবারের সাথে ঔষুধটি গ্রহণ করা যাবে না।

যে সকল রোগীর বৃদ্ধায় সমস্যা রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে দৈনিক ১টি ট্যাবলেট গ্রহণ করতে হবে।

ট্যাবলেটটি চুষা কিংবা ভাঙ্গা যাবে না, পুরোটাই একসাথে খেতে হবে।

সতর্কতা ও যে সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: ঔষুধটির কোন উপাদানের প্রতি অতি মাত্রায় সংবেদনশীল হলে ইহা নির্দেশিত নয়।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার মধ্যে নিদ্রাহীনতা,

মাথা ব্যথা, উদ্ভিগ্নতা, মুখের শুষ্কতা, বমি বমি ভাব ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: ফেন্সোফেনাডিন হাইড্রোক্লোরাইড এবং সুডোইফেড্রিন হাইড্রোক্লোরাইড একে অন্যের সাথে কোন বিক্রিয়া করে না। অধিকন্তু, ফেন্সোফেনাডিন এর সাথে কিটোকোনজল বা ইরাইথ্রোমাইসিন গ্রহণ করলে প্লাজমাতে ফেন্সোফেনাডিন এর মাত্রা বেড়ে যেতে পারে।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার

গর্ভাবস্থায় ব্যবহার : প্রেগনেসি ক্যাটাগরি-সি। গর্ভাবস্থায় কেবল বিশেষ বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য।

স্তন্যদানকালে ব্যবহার: সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার: ১২ বছরের নীচে শিশুদের ক্ষেত্রে ওষুধটি নির্দেশিত নয়।

সরবরাহ:

ফেন্সো® প্লাস ট্যাবলেট: প্রতি বাক্সে আছে ৫ X ১০ টি ট্যাবলেট ব্লিস্টার প্যাক-এ।

ফিলফ্রেশ®

Filfresh®

উপাদান: মেলাটোনিন আইএনএন ৩ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

নির্দেশনা: ফিলফ্রেশ মূলত ঘুমের জটিলতা এবং জেট ল্যাগ এর চিকিৎসায় ব্যবহার্য।

নিদ্রাহীনতা

জেট ল্যাগ, দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা অথবা রাত্রিকালীন কাজের কারণে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটলে বিভিন্ন মানসিক রোগে শরীরে মেলাইনিনের পরিমাণ কমে গেলে ঘুম কম হওয়ার দরুন সে সমস্ত শিশুর পড়াশুনা ব্যাঘাত ঘটছে।

অস্টিওপোরোসিস

ফিলফ্রেশ অস্টিওবাস্ট নামক কোসের পরিমাণ বাড়িয়ে শরীরে হাড়ের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

মেনোপোজ

এই সময়ে মহিলাদের নিদ্রা সম্পর্কিত জটিলতায় ফিলফ্রেশ সাহায্য করে।

ক্ষুধামন্দা

সারকয়েডোসিস

এ্যাটেনশন ডেফিসিট/হাইপার এ্যাকাটিভ ডিসঅর্ডার (ADHD)

এই রোগে আক্রান্ত শিশুদের ঘুমের জটিলতায় ফিলফ্রেশ কার্যকরী।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি:

প্রাপ্ত বয়স্ক

নিদ্রাহীনতা: ৩-৬ মি.গ্রা. হিসাবে ঘুমাতে যাবার ১ ঘন্টা আগে সেব্য।

জেট ল্যাগ: সর্বশেষ ল্যস্থানে পৌছানোর পর ০.৫-৫ মি.গ্রা. হিসাবে ঘুমাতে যাবার ১ ঘন্টা আগে।

পূর্বদিকে ভ্রমণ করলে- ভ্রমণের আগের রাত থেকে শুরু করে ভ্রমণ পরবর্তী ৪ দিন ঘুমাতে যাবার আগে।

পশ্চিম দিকে ভ্রমণ করলে- নতুন জায়গায় পৌছানোর পর পরবর্তী ৪ দিন ঘুমাতে যাবার আগে।

সারকয়েডোসিস: প্রতিদিন ২০ মি.গ্রা. হিসাবে ৪ থেকে ২০ মাস।

বিষন্নতা: ০.১২৫ মি.গ্রা. করে দিনে ২ বার, ৪ ঘন্টার ব্যবধানে সেব্য।

ঘুম পাওয়ার সমস্যা হলে: ঘুমাতে যাবার ৩ থেকে ৪ ঘন্টা আগে ৫ মি.গ্রা. হিসাবে ৪ সপ্তাহ।

শিশু: (৬ মাস থেকে ১৪ বছর পর্যন্ত): ০.৩ মি.গ্রা./দৈনিক হিসাবে।

সতর্কতা ও যে সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না:

ক্যাফেইন এবং ফুডোজ্জামিন মেলাটোনিনের কার্যকারিতা বাড়িয়ে দেয়। অন্যদিকে মেলাটোনিন নিফেডিপিনের কার্যকারিতা কমায়।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: মাথাব্যথা, বিষন্নতা, তন্দ্রাচ্ছন্নতা।

অন্য ওষুধের সাথে বিক্রিয়া: এ্যান্টি ডিপ্রেসেন্ট ওষুধের সাথে ফিলফ্রেশ ডেসিরথামিন এবং ফুরোজেটিন এর কার্যকারিতা হ্রাস পায়।

এ্যান্টি সাইকোটিক ওষুধের সাথে সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত রোগীকে এ্যান্টিসাইকোটিক ওষুধের সাথে মেলাটোনিন দিলে তার ট্র্যাকিভ ডিসকাইনেসিয়ায় ভোগার সম্ভাবনা অনেক কমে যায়।

বেনজোডায়াজিপাইনস মেলাটোনিন ট্রায়াজোলামের কার্যকারিতা বাড়িয়ে ঘুমের উন্নতি ঘটায়।

উচ্চ রক্তচাপে ব্যবহৃত ওষুধ মেলাটোনিন মেথোজ্জামাইন ও কোনিডিন এর কার্যকারিতা কমায়। অন্যদিকে ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার, বিটা ব্লকার ইত্যাদি শরীরে মেলাটোনিনের পরিমাণ হ্রাস করে।

রক্ত জমাটে বাধাদানকারী ওষুধ এ সমস্ত ওষুধের সাথে মেলাইনিন ব্যবহৃত হলে রক্তপাতের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

ইন্টারলিউকিন-২ ক্যান্সার রোগীদের ক্ষেত্রে ইহার

লিউকিন-২ এর সাথে মেলাটোনিনের ব্যবহার এর কার্যকারিতা বাড়ায়। নন স্টেরয়েডাল এ্যান্টি ইনফ্লেমেটরি ওষুধ (NSAID) শরীরে মেলাটোনিনের পরিমাণ কমায়।

স্টেরয়েড এবং ইমিউনোসাপ্রেসেন্ট ওষুধ একত্র ব্যবহার প্রয়োজ্য নয়।

গর্ভাবস্থায় এবং স্তন্যদানকালে: এই সময় মেলাটোনিনের নিরাপদ ও কার্যকরী ব্যবহারের কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

সরবরাহ: প্রতিটি বাক্সে আছে ৩০ টি ট্যাবলেট।

ফিলওয়েল™ গোল্ড Filwel™ Gold

উপাদান : (ভিটামিন-এ ৫,০০০ আই.ইউ ভিটামিন সি ৬০ মি.গ্রা., ভিটামিন ডি ৪০০ আই.ইউ, ভিটামিন ই ৩০ আই.ইউ, ভিটামিন কে ২৫ মাইক্রোগ্রাম, থায়ামিন ১.৫ মি.গ্রা., ভিটামিন বি৬ ২ মি.গ্রা., ফলিক এসিড ৪০০ মাইক্রোগ্রাম, বায়োটিন ৩০ মাইক্রোগ্রাম, প্যানটোটেনিক এসিড ১০ মি.গ্রা., ক্যালসিয়াম ১৬২ মি.গ্রা., আয়রণ ১৮ মি.গ্রা., ফসফরাস ১০৯ মি.গ্রা., আয়োডিন ১৫০ মাইক্রোগ্রাম, ম্যাগনেসিয়াম ১০০ মি.গ্রা., জিংক ১৫ মি.গ্রা., পটাসিয়াম ৮০ মি.গ্রা., বোরন ১৫০ মাইক্রোগ্রাম, নিকেল ৫ মাইক্রোগ্রাম, সিলিকন ২ মি.গ্রা., টিন ১০ মাইক্রোগ্রাম, ভ্যানেডিয়াম ১০ মাইক্রোগ্রাম এবং লিউটিন ২৫০ মাইক্রোগ্রাম)/ ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : ১৮ বছর এবং তদুর্ধ্ব বয়সের ক্ষেত্রে ভিটামিন ও মিনারেল অপ্রতুলতায় নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : প্রতিদিন ১ টি ট্যাবলেট খাবারের সাথে খেতে হবে। শিশুদের জন্য ফর্মুলা আকারে এটি তৈরী করা হয়নি।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : এর কোন উপাদানের প্রতি সংবেদনশীলতার ক্ষেত্রে সেবন করা যাবে না।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : ডায়রিয়া এবং ত্বকের রং সামান্য হলুদে হতে পারে। অন্যান্য গ্যাস্ট্রো ইনটেস্টাইনাল সমস্যা তৈরী করতে পারে।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : অন্য ওষুধের সাথে সেবনে কোন প্রতিক্রিয়া পরিলভিত হয়নি।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : চিকিৎসকের

পরামর্শ অনুযায়ী সেবন করতে হবে।

সরবরাহ :

ফিলওয়েল™ গোল্ড ট্যাবলেট : ৩০ টি।

ফিলওয়েল® কিড্‌স Filwel® Kids

উপাদান : (কড় লিভার ওয়েল ০.১০ গ্রাম., ভিটামিন এ ২০০০ আই.ইউ., ভিটামিন ডি ২০০ আই.ইউ., ভিটামিন সি ১৭.৫০ মি.গ্রা., ভিটামিন বি ১ ০.৭০ মি.গ্রা., ভিটামিন বি২ ০.৮৫ মি.গ্রা., ভিটামিন বি৬ ০.৩৫ মি.গ্রা., ভিটামিন ই ১.৫০ মি.গ্রা. এবং নিকোটিনামাইড ৯ মি.গ্রা.)/৫ মি.লি সিরাপ।

নির্দেশনা : শিশু ও বয়স্কদের বিভিন্ন ভিটামিনের অভাবজনিত উপসর্গে নির্দেশিত।

ফিলওয়েল® কিড্‌স সিরাপ- রুচি বর্ধক এবং পাচন সহায়ক। ফিলওয়েল® কিড্‌স সিরাপ সুস্থ্য চুল, চর্ম, নখ, দৃষ্টি, হাড় ও দস্ত গঠনে সহায়ক। ফিলওয়েল® কিড্‌স সিরাপ সুস্থ্য মাংসপেশী ও সুস্থ্য স্নায়ুতন্ত্র গঠনে আবশ্যিক। এটি মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বাড়ায়।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : বাচ্চাদের ক্ষেত্রে (বয়স ১ মাস বা তার বেশী):প্রতিদিন অর্ধেক চা চামচ দিয়ে (২.৫ মি.লি.) দিয়ে শুরু করতে হবে।

শিশুদের ক্ষেত্রে (বয়স ৬ মাস বা তার বেশী): প্রতিদিন ২ চা চামচ (১০ মি.লি.)।

স্তন্যদানকারী মায়েরদের ক্ষেত্রে এবং যারা গর্ভধারণে ইচ্ছুক: প্রতিদিন ১ চা চামচ (৫ মি.লি.)।

সিরাপটি পানি বা দুধে মিশিয়েও পান করা যাবে।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেবা।

সতর্কতা : দীর্ঘকাল ব্যবহারের ফলে ফ্যাটে দ্রবীভূত ভিটামিনগুলি হাইপার ভিটামিনোসিস তৈরী করতে পারে। সুতরাং চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতীত অধিক মাত্রায় বা দীর্ঘকাল এটি ব্যবহার করা ঠিক নয়।

প্রতি নির্দেশনা : যাদের এই ওষুধের কোন উপাদানের প্রতি অতি সংবেদনশীলতা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে এটি নির্দেশিত নয়।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : সিরাপটি সাধারণত সুসহনীয়।

সরবরাহ :

ফিলওয়েল® কিড্‌স সিরাপ : ১০০ মি.লি.। ফিলওয়েল® কিড্‌স সিরাপ : ২০০ মি.লি.।

ফিলওয়েল™ সিলভার Filwel™ Silver

উপাদান : (ভিটামিন এ ৫,০০০ আইইউ, ভিটামিন সি ৬০ মি.গ্রা., ভিটামিন ডি ৪০০ আইইউ, ভিটামিন ই ৪৫ আইইউ, ভিটামিন কে ১০ মাইক্রোগ্রাম, থায়ামিন ১.৫ মি.গ্রা., রিবোফ্লাভিন ১.৭ মি.গ্রা., নিয়াসিন ২০ মি.গ্রা. ভিটামিন বি৬ ৩ মি.গ্রা., ফলিক এসিড ৪০০ মাইক্রোগ্রাম, ভিটামিন বি১২ ২৫ মাইক্রোগ্রাম, বায়োটিন ৩০ মাইক্রোগ্রাম, প্যানটোথেনিক এসিড ১০ মি.গ্রা., ক্যালসিয়াম ২০০ মি.গ্রা., ফসফরাস ৪৮ মি.গ্রা., আয়োডিন ১৫০ মাইক্রোগ্রাম, ম্যাগনেসিয়াম ১০০ মি.গ্রা., জিংক ১৫ মি.গ্রা., সেলেনিয়াম ২০ মাইক্রোগ্রাম, কপার ২ মি.গ্রা., ম্যাংগানিজ ২ মি.গ্রা., ক্রোমিয়াম ১৫০ মাইক্রোগ্রাম, মলিবডেনাম ৭৫ মাইক্রোগ্রাম, কোরাইড ৭২ মি.গ্রা., পটাসিয়াম ৮০ মি.গ্রা., বোরন ১৫০ মাইক্রোগ্রাম, নিকেল ৫ মাইক্রোগ্রাম, সিলিকন ২ মি.গ্রা., ভ্যানাডিয়াম ১০ মাইক্রোগ্রাম এবং লিউটিন ২৫০ মাইক্রোগ্রাম)/ ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : ৪৫ বছর অথবা বেশী বয়স্কদের জন্য ভিটামিন ও মিনারেলের ঘাটতি পূরণে নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : প্রতিদিন ১টি ট্যাবলেট খাবারের সাথে সেবন করতে হবে। শিশুদের ব্যবহারের জন্য নয়।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : এর কোন উপাদানের প্রতি সংবেদনশীলতার ক্ষেত্রে সেবন করা যাবে না।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : ডায়রিয়া হতে পারে এবং ত্বক হৃন্দেটে হতে পারে। অন্যান্য গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল সমস্যা তৈরী করতে পারে।

অন্য ঔষধের সাথে প্রতিক্রিয়া : কোন প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় নি।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেবন করতে হবে।

সরবরাহ :

ফিলওয়েল™ সিলভার ট্যাবলেট : ৩০ টি।

ফ্লোকোল®

Flacol®

উপাদান : সিমোথিকন ৬৭ মি.গ্রা./মি.লি.।

নির্দেশনা : পেট ফাঁপা, অস্ত্রের ফোলাভাব, পেট ভার, অতিরিক্ত গ্যাস এবং এর ফলে সৃষ্ট ব্যথা এবং বৃহদাস্ত্রের জন্য প্রস্তুত মিশ্রণ হিসাবে নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : শিশু : ২০-৪০ মি.গ্রা. (০.৩ মি.লি. থেকে ০.৬ মি.লি.) দিনে ৪ বার। পূর্ণবয়স্ক : ৪০-১২৫ মি.গ্রা. (০.৬ - ১.৯ মি.লি.) দিনে ৪ বার।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : দৈনিক ১২ ডোজের অধিক দেওয়া যাবে না।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : কোন ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া নেই।

সরবরাহ :

ফ্লোকোল® পেডিয়াট্রিক ড্রপ্‌স্ : প্রতিটি বোতলে আছে ১৫ মি.লি. ড্রপ্‌স্ প্লাস্টিক ড্রপার সহ।

ফ্লেক্সি®

Flexi®

উপাদান : এসিক্লোফেনাক ১০০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : অস্টিওআর্থ্রাইটিস, রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস ও এনকাইলোজিং স্পনডাইলিটিসের ব্যথা ও প্রদাহ দূর করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : ১০০ মি.গ্রা. দিনে ২ বার।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : যাদের পেপটিক আলসার আছে কিংবা যাদের অস্ত্র রক্তরণের লক্ষণ আছে তাদের ক্ষেত্রে এটা ব্যবহার করা যাবে না।

যাদের মাথাঝাঁক থেকে তীব্র রকমের কিডনী সমস্যা বিদ্যমান তাদের এটা ব্যবহার করা যাবে না। যারা যকৃ তের তীব্র সমস্যা ভুগছেন তাদের এটা দেওয়া যাবে না।

খুবই বাধ্য না হলে গর্ভাবস্থায় এটা দেওয়া যাবে না। এসিক্লোফেনাকের প্রতি সংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে এটা দেওয়া যাবে না।

অ্যাসপিরিন কিংবা অন্য কোন নন-স্টেরয়ডাল এন্টি-ইনফ্লামেটরি ঔষধ দেওয়ার ফলে যাদের অ্যাজমা বেড়ে যায় কিংবা তীব্র রাইনাইটিস বা আর্টিকারিয়া দেখা যায় তাদের ক্ষেত্রে এটা দেওয়া যাবে না।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : বদ হজম, পেটে ব্যথা, বমি বমি ভাব ও ডায়রিয়া। কখনও কখনও মাথা ঘোরা দেখা দিতে পারে। চামড়ায় প্রুরাইটিস ও ফুসকুড়ি দেখা দিতে পারে।

হেপাটিক এনজাইমের কিছু গোলযোগ দেখা দিতে পারে। খুবই কম ক্ষেত্রে রক্তে ক্রিয়াটিনিনের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে।

অন্য ঔষধের সাথে প্রতিক্রিয়া : লিথিয়াম,

ডিগক্সিন, ডাইইউরেটিক্স, এন্টি-কোয়াণ্ডাল্ট এবং মিথোট্রেক্সেট।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : একান্তই বাধ্য না হলে গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে এটা দেওয়া যাবে না।

সরবরাহ :

ফ্লেক্সিলাক্স® ট্যাবলেট : ১০ X ১০ টি।

ফ্লেক্সিলাক্স®

Flexilax®

উপাদান: বেকলোফেন বিপি। ৫ মি.গ্রা. এবং ১০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

নির্দেশনা:

স্পাজম, পেশী সংকোচন, ঘুমের সমস্যা, মূত্রথলির ও স্কিণ্টারের কার্যক্ষমতায় এবং ডেকুবিটাস আলসার।

মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস জনিত স্পাসটিসিটি।

মেরুদণ্ডের আঘাত ও মেরুদণ্ডে বিভিন্ন ধরণের সমস্যা

সেরেব্রাল জনিত মাংসপেশীর সংকোচন বিশেষতঃ

ইনফেন্টাইল সেরেব্রাল পালসী

দূর্ঘটনাজনিত সেরেব্রোভাসকুলার সমস্যা বা নিওপ্লাস্টিক অথবা ব্রেইনের বিভিন্ন অসুখ

টেনশন টাইপ মাথাব্যথা

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি: ফ্লেক্সিলাক্স® (বেকলোফেন)

পানি ও খাবারের সাথে খেতে হয়। ফ্লেক্সিলাক্স® (বেকলোফেন) সাধারণতঃ বয়স্কদের ক্ষেত্রে দিনে ৩ বার এবং বাচ্চাদের ক্ষেত্রে দিনে ৪ বার দিতে হয়।

ফ্লেক্সিলাক্স® (বেকলোফেন) সর্বনিম্ন কার্যকরী মাত্রায় দেয়া উচিত।

প্রশমন প্রক্রিয়ার জন্য নিচের মাত্রা অনুসরণ করা উচিত-

৫ মি.গ্রা. দিনে ৩ বার ৩ দিন

১০ মি.গ্রা. দিনে ৩ বার ৩ দিন

১৫ মি.গ্রা. দিনে ৩ বার ৩ দিন

২০ মি.গ্রা. দিনে ৩ বার ৩ দিন

পরবর্তীতে মাত্রা আরো বাড়ানোর প্রয়োজন হতে পারে কিন্তু দৈনিক মোট সর্বোচ্চ মাত্রা ৮০ মি.গ্রা. হতে পারে

কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে হাসপাতালে ভর্তি রোগীর ক্ষেত্রে ফ্লেক্সিলাক্স® (বেকলোফেন) দিনে ১০০ থেকে ১২০

মি.গ্রা. প্রয়োজন হতে পারে।

শিশু: সর্বনিম্ন মাত্রায় চিকিৎসা শুরু করা উচিত (০.৩

মি.গ্রা./কেজি/দিন, বিভক্ত মাত্রায়)। সাবধানতার সাথে ১-২ সপ্তাহ বিরতিতে শিশুর প্রয়োজন বিশেষে মাত্রা বাড়ানো উচিত। সাধারণত ০.৭৫ মি.গ্রা.- ২.০০ মি.গ্রা./কেজি/দিন বিভক্ত মাত্রায় ওষুধটি চলতে থাকে। ১০ বছরের অধিক বয়সের বাচ্চাদের ক্ষেত্রে দিনে সর্বোচ্চ ২.৫ মি.গ্রা./কেজি দেয়া যেতে পারে।

সতর্কতা ও যে সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: বেকলোফেনের প্রতি সংবেদনশীল রোগীদের জন্য এটা প্রতিনির্দেশিত।

রেনাল ইমপেয়ারমেন্টের রোগীদের এবং যারা দীর্ঘদিন হিমোডায়ালাইসিস নিচ্ছে তাদেরকে সতর্কতার সাথে দিনে ৫ মি.গ্রা. দেয়া উচিত।

যারা স্পাজম ছাড়াও অন্যান্য মানসিক সমস্যা, পাগলামি, হতাশা, অস্থিরতায় ভুগছে তাদেরকে সতর্কতার সাথে ওষুধটি দেয়া উচিত যেহেতু তাদের ক্ষেত্রে এই সমস্যাগুলির অবনতি হতে পারে।

খিঁচুনির রোগীদের ক্ষেত্রে বেকলোফেনের সাথে পর্যাণ্ড খিঁচুনির ওষুধ দিতে হবে এবং বিশেষ সতর্কতার সাথে অবস্থা পর্যালোচনা করতে হবে।

বেকলোফেন দিয়ে চিকিৎসার পর সহজেই খিঁচুনি হতে পারে যা বেকলোফেন দিয়ে চিকিৎসার পর আরও অবনতি হতে পারে।

যাদের আলসার, সেরেব্রোভাসকুলার ডিজিজ, হেপাটিক বা রেনাল বা শ্বাস নালীর সমস্যা আছে তাদেরকে সতর্কতার সাথে বেকলোফেন দিতে হবে। যাদের কার্ডিওপ্যালমোনারী বা শ্বাসনালীর পেশীর দুর্বলতা রয়েছে তাদেরও সতর্কতার সাথে দিতে হবে।

বেকলোফেন দিয়ে চিকিৎসার সময় স্নায়ুতন্ত্রের সমস্যার উন্মত্তি হতে পারে যা মূত্রথলির নিঃসরণ সহজ করে। তারপরও এটা স্কিণ্টারে বেশী চাপ এবং হঠাৎ মূত্রথলিতে মূত্রাধিক্য ঘটতে পারে। এসব ক্ষেত্রে বেকলোফেন সতর্কতার সাথে ব্যবহার করা উচিত।

স্ট্রোকের রোগীদের জন্য বেকলোফেন খুব বেশি উপকারী নয়। এসব রোগীরা সাধারণত এই ওষুধে কম সহনীয় হয়।

হেপাটিক ও ডায়াবেটিসের রোগীদের সঠিক ল্যাবরেটরী পরীক্ষার মাধ্যমে দেখা উচিত যে বেকলোফেন এসব রোগের অবনতি ঘটাবে না।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: সাধারণ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে তন্দ্রালুতা, ঘুমঘুম ভাব, ঝিমুনি, দুর্বলতা ও অবসাদ।

স্নায়ু: মাথাব্যথা, নিদ্রাহীনতা এবং সামান্য উত্তেজনা, হতাশা, বিভ্রান্তি, পেশীর ব্যথা, খিঁচুনি ইত্যাদি।

রক্ত সঞ্চালন: হাইপোটেনশন এবং খুব কম ক্ষেত্রে ঘন ঘন শ্বাস নেয়া, বুক ধড়ফড় করা, বুক ব্যথা ও মুর্ছা যাওয়া।

পরিপাক তন্ত্র: ক্ষুধামন্দা, কোষ্ঠকাঠিন্য, মুখের শুষ্কতা, স্বাদহীনতা, অ্যাবডোমিনাল ব্যথা, বমিবমি ভাব, ডায়রিয়া, স্টোলে অকাল্টব্যাড থাকা।

মূত্রথলি: বার বার প্রস্রাবভাব হওয়া, মূত্র না বের হওয়া, যৌন সমস্যা, ইজাকুলেশন না হওয়া, রাত্রে বার বার প্রস্রাব হওয়া এবং প্রস্রাবে রক্ত আসা।

অন্যান্য

র্যাশ, চুলকানি, ফোলা, ওজনবৃদ্ধি, নাক বন্ধতা, চোখে ঝাঁপসা দেখা, হেপাটিক সমস্যা ইত্যাদি।

পেশীর টান এমন হতে পারে যে হাঁটা চলায় সমস্যা হয় তখন মাত্রা পুনর্নির্ধারণ করা উচিত। এজন্য দিনের বেলায় কম মাত্রা দিয়ে রাত্রে বেশী মাত্রা দেয়া উচিত।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: প্রেগন্যানসি ক্যাটাগরি বি

গর্ভাবস্থায় বেকলোফেনের নিরাপদ ব্যবহার প্রতিষ্ঠিত নয়। বেকলোফেন প্লাসেন্টা অতিক্রম করে।

ঝুঁকির চেয়ে উপকারিতা বেশী হলেই কেবল গর্ভাবস্থায় ব্যবহার করা যায় যা অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শে হতে হবে।

মাতৃদুগ্ধে এত সামান্য নিঃসরিত হয় যে তা কোন ধরনের অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটানোর জন্য যথেষ্ট নয়।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : স্নায়ুতন্ত্রের উপর কাজ করে এমন কোন কিছু যেমন- অ্যালকোহল, অপিয়েট ইত্যাদির সাথে বেকলোফেন ঘুম আরো বাড়ায়। এতে শ্বাসনালীর সমস্যা বেড়ে যেতে পারে।

এন্টিহাইপারটেনসিভ ওষুধের সাথে গ্রহণ করলে রক্তচাপ কমে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে এন্টিহাইপারটেনসিভ ওষুধের মাত্রা পুনর্নির্ধারণ করা উচিত।

বেকলোফেন এবং ট্রাইসাইক্লিক এন্টিডিপ্রেসেন্ট এক সাথে খেলে বেকলোফেনের কার্যকারিতা বেড়ে যায় যার ফলে মাসকুলার হাইপারটোনিয়া হতে পারে।

পার্কিনসনের রোগীদের ক্ষেত্রে বেকলোফেন এবং লেভোডোপা বা কার্বিডোপা একসাথে দিলে মানসিক বিভ্রান্তি, ভুল বুঝা, মাথাব্যথা, ক্ষুধামন্দা ও উত্তেজনা হতে পারে।

মনো অ্যামাইনো অক্সিডেজের সাথে বেকলোফেন

স্নায়ুর নিস্তেজতা ঘটায়। এক্ষেত্রে সতর্কতা সহ মাত্রা পুনর্নির্ধারণ করা উচিত।

বেকলোফেন ম্যাগনেসিয়ামের সাথে বা অন্য কোন পদার্থ যা নিউরোমাস্কুলার ব্লকিং এজেন্ট হিসেবে কাজ করে, একসাথে খেলে কার্যকারিতা বেড়ে যাওয়ার কথা।

সরবরাহ: ফ্লেস্কিলাস্ক® ৫ ট্যাবলেট: প্রতি বাক্সে আছে ৩০ টি ট্যাবলেট। ফ্লেস্কিলাস্ক® ১০ ট্যাবলেট: প্রতি বাক্সে আছে ৩০ টি ট্যাবলেট।

ফিমাষ্টিন®

Femastin®

উপাদান

প্রতিটি ট্যাবলেটে আছে এসট্রায়ল ইউএসপি ১ মি.গ্রা.।

কার্যপদ্ধতি

ফিমাষ্টিন® এর রয়েছে এসট্রায়ল, যা স্বাভাবিকভাবেই মেয়েদের শরীরে বিদ্যমান। এসট্রায়ল, ভ্যাজাইনাল পিএইচ-কে স্বাভাবিক মাত্রায় রাখতে সাহায্য করে এবং এভাবে ভ্যাজাইনার স্বাভাবিক মাইক্রোফ্লোরা এবং পিএইচ এর মাত্রা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনে। ফলশ্রুতিতে এটি সংক্রমণ এবং প্রদাহের বিরুদ্ধে ভ্যাজাইনাল এপিথেলিয়াল কোষের প্রতিরোধী ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। অন্যান্য ইস্ট্রোজেনের তুলনায়, এসট্রায়ল স্বল্প সময় কার্যকর থাকে।

মেনোপোজ (স্বাভাবিক বা অপারেশনের পর) এর বছরগুলোর আগে বা পর পরই, এসট্রায়ল স্বল্পতা জনিত লক্ষণ এবং সৃষ্ট সমস্যা নিরসনে ব্যবহার করা যেতে পারে। এসট্রায়ল বিশেষভাবে ইউরোজেনিটাল লক্ষণসমূহ নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

নির্দেশনা

ক) নিম্ন ইউরোজেনিটাল নালীর অ্যাট্রফি যা কিনা ইস্ট্রোজেন স্বল্পতার কারণে হয়ে থাকে।

বিশেষভাবে-ভ্যাজাইনা এবং নিম্নপেদের শুষ্কতা এবং চুলকানো প্রতিরোধে ভ্যাজাইনা এবং নিম্ন মুত্রনালীর পুনঃপ্রদাহ প্রতিরোধে ডিজইউরিয়া এবং মূদ্র ইউরিনারি ইনকন্টিনেন্স

খ) অস্ত্রোপচারের পূর্বে এবং পরে মেনোপোজ পরবর্তীকালীন মহিলা যাদের ভ্যাজিনাল অস্ত্রোপচার

গ) ক্লাইমেট্রিক সিমপ্টম যেমন- হট ফ্লাশ এবং রাতে

ঘামা

ঘ) অনিশ্চিত গ্রীবাসমন্ধীয় সেরামের ক্ষেত্রে রোগ নির্ণয় সহায়ক হিসেবে

ঙ) গ্রীবাসমন্ধীয় সমস্যাজনিত বন্ধ্যাত্ম

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি

সারাদিনের মোট ওষুধ সেবনের মাত্রা একবারে সেবন করা জরুরী। খাবারের পূর্বে বা পরে এ ওষুধ সেবন করা যায়।

নিম্ন মূত্র এবং জননেদ্রীয় নালীর শীর্ণতার ক্ষেত্রে:

১ম সপ্তাহগুলোতে প্রতিদিন ৪-৮ মি.গ্রা. করে এর পর লক্ষণ সমূহের বিবেচনায় ধীরে ধীরে কমবে, যতদিন না ওষুধের সেবন মাত্রা স্বাভাবিক মাত্রায় (যেমন- ১-২ মি.গ্রা. করে প্রতিদিন) না পৌঁছায়।

অস্ত্রোপচারের পূর্বে এবং পরে মেনোপোজ পরবর্তীকালীন মহিলা যাদের ভ্যাজিনাল অস্ত্রোপচার অস্ত্রোপচারের ২ সপ্তাহ পূর্ব থেকে দিনে ৪-৮ মি.গ্রা. করে এবং পরবর্তী ২ সপ্তাহে দৈনিক ১-২ মি.গ্রা. করে।

ক্লাইমেট্রিক সিমপ্টম যেমন- হট ফ্লাশ এবং রাতে ঘামা

১ম সপ্তাহগুলোতে ৪-৮ মি.গ্রা. করে এবং ধীরে ধীরে মাত্রা কমবে। মেইনটেইনেস খেরাপির জন্য ওষুধের সর্বনিম্ন কার্যকর মাত্রা ব্যবহার করতে হবে।

অনিশ্চিত গ্রীবাসমন্ধীয় সেরামের ক্ষেত্রে রোগ নির্ণয় সহায়ক হিসেবে

পরবর্তী স্মিয়ারের ৭ দিন পূর্ব থেকে দৈনিক ২-৪ মি.গ্রা. করে।

গ্রীবাসমন্ধীয় সমস্যাজনিত বন্ধ্যাত্ম

সাধারণভাবে রজঃচক্রের ৬-১৫ দিন দৈনিক ১-২ মি.গ্রা. করে। কারো কারো ক্ষেত্রে দৈনিক ১ মি.গ্রা. মাত্রাই যথেষ্ট। আর কারো কারো জন্য দৈনিক ৮ মি.গ্রা. পর্যন্ত প্রয়োজন হতে পারে। সে কারণে প্রতি মাসেই ওষুধের মাত্রা বাড়াতে হয় যতদিন পর্যন্ত না সার্ভাইকাল মিউকাসের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ প্রভাব পরিলক্ষিত না হয়।

সন্মাদানকালে ব্যবহার: সুনির্দিষ্ট কারণ থাকলেই কেবল সন্মাদানকারী মহিলাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে কারণ, এসট্রোয়াল মাতৃদুগ্ধের সাথে নিঃসৃত হয় এবং ইহা দুগ্ধ উৎপাদন কমিয়ে দেয়।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: অতি মাত্রায় এ ওষুধ ব্যবহার এর ফলে স্তন পেশিতে টান টান ভাব বা ব্যথা, বমি বমিভাব, ফ্লুইড জমা হওয়া এবং সারভাইবাল

হাইপারসিক্রেশন সংক্রান্ত সমস্যা কখনো কখনো হতে পারে। মাথাব্যথা, উচ্চ রক্তচাপ, পায়ের পেশিতে টান এবং দৃষ্টিজনিত সমস্যা খুবই নগন্য দেখা যায়। সাধারণত, এই সকল সমস্যা সমূহ এক সপ্তাহ ব্যবহার এর পর আর দেখা যায় না। স্তন বৃদ্ধি হওয়া, ভ্যাজাইনাল কেনডিডিয়াসিস, ভ্যাজাইনাল ব্লিডিং প্যাটার্ন-এ পরিবর্তন, বমি, পাকস্থলী এর পেশিতে টান, কোলিস্ট্যাটিক জন্ডিস, কোলাঅ্যাজমা অথবা মেলঅ্যাজমা, ইরাইথ্রিমা মালটিফরম, ইরাথ্রিমা নডোসামা, হেমোরাজিক ইরাপশন, মানসিক বিষন্নতা, শারীরিক ওজন কমে যাওয়া বা বৃদ্ধি পাওয়া, ইডিমা, যৌন ক্ষমতার পরিবর্তন।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: এরকম নির্দেশনা রয়েছে যে, এসট্রোয়াল সহকারে কিছু সংখ্যক করটিকোস্টেরয়েডস এর ফার্মাকোলজিক ইফেক্ট-কে বাড়িয়ে দেয়। প্রয়োজন হলে করটিকোস্টেরয়েডস এর মাত্রা কমিয়ে দিতে হবে। এছাড়াও অন্যান্য এসট্রোজেন এবং মুখে ব্যবহৃত জন্ম নিরোধক বডি এর ক্ষেত্রে নির্দেশনা পাওয়া গেছে যে একটিভেটেড চারকোল, বারবিচুরেটস, হাইডানটোইনস এবং রিফামপিসিন এসট্রোয়াল এর কার্যমতা কমিয়ে দিতে পারে।

সরবরাহ

প্রতি বাক্সে আছে ৩০টি ট্যাবলেট অ্যালু-পিভিডিসি ব্লি স্টার প্যাকে।

ফোনা®

Fona®

উপাদান: প্রতি গ্রাম ফোনা® ০.১% ক্রীমে রয়েছে এডাপালিন বিপি ১ মি.গ্রা.।

প্রতি গ্রাম ফোনা® ০.৩% জেল-এ রয়েছে এডাপালিন বিপি ৩ মি.গ্রা.।

নির্দেশনা: ফোনা® ০.১% ক্রীম/০.৩% জেল ব্রণের চিকিৎসায় নির্দেশিত এবং শুধুমাত্র ত্বকে ব্যবহার্য।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি: ফোনা® ০.১% ক্রীম ত্বকের আক্রান্তস্থানে প্রতিদিন রাতে একবার প্রয়োগ করতে হবে। ফোনা® ০.৩% জেল সারা মুখে এবং ত্বকের আক্রান্ত স্থানে প্রতিদিন সন্ধ্যায় একবার প্রয়োগ করতে হবে। ব্রণ আক্রান্ত সম্পূর্ণ স্থানে ফোনা ০.১% ক্রীম/০.৩% জেল পাতলা করে লাগাতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন আক্রান্ত পুরো জায়গাতেই ভালোভাবে ওষুধ প্রয়োগ করা হয়।

যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: যাদের এডাপালিন অথবা ক্রীম/জেল-এ উপস্থিত যে কোন উপাদানের প্রতি সংবেদনশীলতা রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করা যাবে না।

সতর্কতা: ক্ষত, কাঁটা, একজিমা ও রোদে পুড়ে যাওয়া ত্বকে এডাপালিন ব্যবহার করা উচিত নয়।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: ইরাইথেমা, চুলকানি, ত্বকের উপরিভাগের স্তর উঠে যাওয়া, তাপে প্রদাহ, প্রভৃতি উপসর্গ ব্যবহারের প্রথম মাসে প্রায়ই দেখা যায় কিন্তু নিয়মিত ওষুধ প্রয়োগে ক্রমান্বয়ে এসব উপসর্গ হ্রাস পায়।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: ত্বকে ব্যবহারে তীব্র অস্বস্তিকর অনুভূতি সৃষ্টিতে সক্ষম [মেডিকটেড সামগ্রী বা মুখে ব্যবহারের সাবান ও ত্বক পরিষ্কারক ক্লিনজার, সাবান ও কসমেটিকস (যাদের তীব্র ত্বক শুষ্ককারক ভূমিকা রয়েছে), অধিক ঘনত্বপূর্ণ অ্যালকোহলযুক্ত সামগ্রী এবং ত্বক টানটান করতে সক্ষম] সামগ্রীর সাথে একত্রে ব্যবহারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। যে সমস্ত সামগ্রীতে সালফার, রেসরসিনল বা স্যালিসাইলিক এসিড রয়েছে তাদের সাথে একত্রে এডাপালিন ব্যবহারে বিশেষ সতর্কতা রাখতে হবে। এসব সামগ্রী যদি ব্যবহার করতাই হয় তবে ত্বকে উক্ত সামগ্রীর প্রভাব শেষ না হওয়া পর্যন্ত এডাপালিন প্রয়োগ করা উচিত নয়। যদি উভয় সামগ্রীর একত্রে ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয় তবে দুটি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ব্যবহার করা সবচেয়ে ভালো।

গর্ভকালীন ও স্তন্যদানকালীন সময়ে ব্যবহার: শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় ঝুঁকির তুলনায় সুফলের মাত্রা বেশী হলে গর্ভকালীন অবস্থায় এডাপালিনের প্রয়োগ বিবেচনা করা যেতে পারে। এডাপালিন মাতৃদুগ্ধে নিঃসৃত হয় কিনা, এটা এখনও নিশ্চিত নয়, তবে স্তন্যদানকারী মায়ের ক্ষেত্রে এডাপালিন ব্যবহারে বিশেষ সতর্কতা গ্রহণ করা উচিত।

শিশুদের ক্ষেত্রে: ১২ বছরের কম বয়সের ক্ষেত্রে এডাপালিন ব্যবহারের কার্যকারিতা ও নিরাপত্তা এখনও প্রতিষ্ঠিত নয়।

সরবরাহ:

ফোনা® ০.১% ক্রীম: ১০ গ্রাম ক্রীম।

ফোনা® ০.৩% জেল: ১০ গ্রাম জেল।

উপাদান: প্রতি গ্রাম ফোনা™ প্লাস জেল-এ রয়েছে এডাপালিন বিপি ১ মি.গ্রা. এবং বেনজোইল পারঅক্সাইড ২৫ মি.গ্রা.।

নির্দেশনা: যাদের বয়স ১২ বছর বা তার উর্দে তাদের ব্রণের চিকিৎসায় ফোনা™ প্লাস জেল নির্দেশিত এবং শুধুমাত্র ত্বকে ব্যবহারযোগ্য।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি: আক্রান্তস্থান ভালভাবে পরিষ্কার করে জেল-এর পাতলা আবরণ মুখ মডল অথবা ধড় এর ত্বকে প্রতিদিন একবার ব্যবহার করতে হবে। মুখ মডল (যেমন- কপাল, চিবুক, গাল) এর প্রতিটি আক্রান্তস্থানে অল্প পরিমাণ জেল ব্যবহার করতে হবে। চোখ, ঠোঁট এবং মিউকাস ঝিল্লিতে ব্যবহার করা যাবে না। ফোনা প্লাস জেল মুখ, চোখ এবং যোনী পথে ব্যবহার করা যাবে না।

প্রতি নির্দেশনা: জেল-এ ব্যবহৃত উপাদানের প্রতি সংবেদনশীল ব্যক্তির ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করা যাবে না।

সতর্কতা: আন্ড্রা ডায়োলেট রশ্মি এবং প্রকৃতির সংস্পর্শে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। ফোনা™ প্লাস জেল ব্যবহার কালে সূর্যের আলো হতে দূরে থাকতে হবে। প্রয়োজনে সানস্ক্রীন ব্যবহার করতে হবে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: ফোনা™ প্লাস জেল ব্যবহারে ইরাইথেমা, ত্বকের উপরিভাগের স্তর উঠে যাওয়া, শুষ্কতা, ক্ষত / তাপে প্রদাহ দেখা যেতে পারে। অন্যান্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার মধ্যে ত্বক শুষ্ক হওয়া, সংস্পর্শজনিত চর্ম প্রদাহ প্রয়োগকৃত স্থানে প্রদাহ, প্রয়োগকৃত স্থানে অস্বস্তিকর অনুভূতি এবং ত্বকের অস্বস্তিকর অনুভূতি হতে পারে।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: পাশাপাশি দুটি ভিন্ন ধরনের ব্রণের ওষুধ ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে কারণ এর ফলে ত্বকে অস্বস্তিকর অনুভূতি সৃষ্টি হতে পারে। বিশেষ করে যে সব ওষুধ ব্যবহারে ত্বকের উপরিভাগের স্তর উঠে যায় এবং ত্বকের ক্ষয় করে।

গর্ভাবস্থা এবং স্তন্যদানকালে ব্যবহার: গর্ভবতী মায়ের ক্ষেত্রে ফোনা™ প্লাস জেল এর ব্যবহার নিরাপদ, এ সম্পর্কিত কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই। শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় ঝুঁকির তুলনায় সুফলের মাত্রা বেশী হলে গর্ভকালীন অবস্থায় ফোনা™ প্লাস জেল-এর প্রয়োগ বিবেচনা করা যেতে পারে। এডাপালিন অথবা বেনজোইল পারঅক্সাইড মাতৃদুগ্ধে নিঃসৃত হয় কিনা

ফোনা™ প্লাস

Fona™ Plus

তা এখনো নিশ্চিত নয়। তবে স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে ফোনাস্প্রে™ প্রাস জেল ব্যবহারে বিশেষ সতর্কতা গ্রহণ করা উচিত।

শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার: ১২ বছরের নিচে বয়সের ক্ষেত্রে ফোনাস্প্রে™ প্রাস জেল ব্যবহারের কার্যকরিতা ও নিরাপত্তা এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

সরবরাহ: ফোনাস্প্রে™ প্রাস জেল: প্রতি প্যাক-এ আছে ১০ গ্রাম জেল লেমিনেটেড টিউবে।

ফ্লোনাস্প্রে™ Flonaspray™

উপাদান : ফ্লুটিকাসোন প্রপিওনেট ৫০ মাইক্রোগ্রাম/স্প্রে।

নির্দেশনা : এলার্জিজনিত নাসাশ্রুদাহ, হে ফিভার প্রতিষেধক ও চিকিৎসার জন্য নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : প্রাণ্ড বয়স্ক : প্রতি নাসারন্ধ্রে দুইটি করে স্প্রে দিনে একবার, যা সকালে ব্যবহার করা ভাল। শিশু (৬-১১ বছর): প্রতি নাসারন্ধ্রে একটি করে স্প্রে দিনে একবার।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : অতি সংবেদনশীলতা হলে ব্যবহার করা যাবে না। যদি এড্রেনাল ফাংশন বাধাগ্রস্ত হবার মত কোন কারণ থাকে, সে ক্ষেত্রে সিস্টেমিক স্টেরয়েড থেকে ফ্লুটিকাসোন পরিবর্তন করার সময় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : সাধারণ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সমূহের মধ্যে নাকে জ্বালাপোড়া ও যন্ত্রণা দেখা দিতে পারে। নাকের পর্দা ছিদ্র হয়ে যেতে পারে, তবে তা খুবই বিরল। খুব কম ক্ষেত্রে নাক ও গলায় শুষ্কভাব, অস্বস্তিকর স্বাদ ও গন্ধ এবং নাক দিয়ে রক্তক্ষরণ দেখা যেতে পারে।

অন্য ঔষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : এ রকম কোন প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : কোন পর্যাপ্ত ও সুপ্রতিষ্ঠিত তথ্য প্রামাণ্যাদি পাওয়া যায়নি। কেবলমাত্র গর্ভবতী মায়েদের স্তনের সম্ভাব্য ক্ষতির চেয়ে উপকারিতা অপেক্ষাকৃত বেশী বিবেচিত হলেই ব্যবহার করা যেতে পারে।

সরবরাহ : ফ্লোনাস্প্রে™ নাকের স্প্রে : ১২০ টি স্প্রে।

ফ্লুগাল™

Flugal™

উপাদান : ফ্লুকোনাজল ইউ এস পি। ৫০ মি.গ্রা., ১৫০ মি.গ্রা., ২০০ মি.গ্রা. ক্যাপসুল ও ৫০ মি.গ্রা./৫ মি.লি. ওরাল সাসপেনশন।

নির্দেশনা : ফ্লুগাল™ তীব্র অথবা পুনরাক্রমণজনিত ভেজাইনাল ক্যানডিডিয়াসিস, মিউকোজাল ক্যানডিডিয়াসিস (যেমন-অরোফেরিনজিয়াল ক্যানডিডিয়াসিস, ইসোফেগাইটিস, ক্যানডিডুরিয়া), সিস্টেমিক ক্যানডিডিয়াসিস এবং ক্রিপটোকক্কাস সংক্রমণে (মেনিনজাইটিস সহ) ব্যবহৃত হয়।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : তীব্র অথবা পুনরাক্রমণজনিত ভেজাইনাল ক্যানডিডিয়াসিস-১৫০ মি.গ্রা. একক মাত্রায় সেব্য। মিউকোজাল ক্যানডিডিয়াসিসে (ভেজাইনাল ব্যতীত): দৈনিক ৫০ মি.গ্রা. হিসাবে (জটিল সংক্রমণে দৈনিক ১০০ মি.গ্রা.), অরোফেরিনজিয়াল ক্যানডিডিয়াসিস এ ৭ থেকে ১৪ দিন। ইসোফেগাইটিস এবং ক্যানডিডুরিয়াতে ১৪ থেকে ৩০ দিন। সিস্টেমিক ক্যানডিডিয়াসিস এবং ক্রিপটোকক্কাল সংক্রমণে (মেনিনজাইটিস সহ): প্রথমত ৪০০ মি.গ্রা. এবং পরে ২০০ মি.গ্রা. দৈনিক, প্রয়োজনে মাত্রা বাড়িয়ে দৈনিক ৪০০ মি.গ্রা. হিসাবে দেয়া যেতে পারে। ঔষুধের প্রতিক্রিয়ার উপরে চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়া নির্ভর করবে।

১ বছরের উপরের বাচ্চাদের জন্য: সুপারফিসিয়াল ক্যানডিডা সংক্রমণে- দৈনিক ১-২ মি. গ্রা./কেজি দৈহিক ওজন হিসেবে দিতে হবে। সিস্টেমিক ক্যানডিডিয়াসিস এবং ক্রিপটোকক্কাল সংক্রমণে- দৈনিক ৩-৬ মি.গ্রা./কেজি দৈহিক ওজন হিসেবে দিতে হবে। তীব্র সংক্রমণে যেখানে জীবনাশংকা দেখা দিতে পারে সেখানে ৫-১৩ বছরের বাচ্চাদের দৈনিক ১২ মি.গ্রা./কেজি দৈহিক ওজনে সর্বোচ্চ ৪০০ মি.গ্রা. পর্যন্ত দেয়া যেতে পারে।

যে সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : ফ্লুকোনাজল এর প্রতি অতি সংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে এবং যকৃতের বর্ধিত অসুস্থতায় এই ঔষুধ ব্যবহার করা যাবে না।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : বমি বমি ভাব, পাকস্থলীর অস্বাচ্ছন্দতা, ডায়রিয়া, পাকস্থলীতে বাতাস জমা, মাঝে মাঝে লিভার এনজাইমের অস্বাভাবিকতা, খুম কম ক্ষেত্রে ফুসকুড়ি, এনজিওইডিমা এবং এনাফাইলেপ্সিস দেখা দিতে পারে।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : রিফামপিসিন প্লাজমাতে ফ্লুকোনাজলের পরিমাণ কমিয়ে দেয়। ফ্লুকোনাজল নাইকুমালোন, ওয়ারফেরিন এবং ফিনাইটয়েন এর কার্যকারিতা বাড়িয়ে দেয়। প্লাজমাতে সালফোনাইল ইউরিয়া এবং থিওফাইলিন এর পরিমাণ সম্ভবত বেড়ে যায়।

সরবরাহ :

ফ্লুগাল™ ৫০ : ৩ X ১০ টি। ফ্লুগাল™ ১৫০ : ২ X ১০ টি। ফ্লুগাল™ ২০০ : ২ X ৬ টি। ফ্লুগাল™ ওরাল সাসপেনশন : ৩৫ মি.লি।

ফ্লুরিজিন®

Flurizin®

উপাদান: ফ্লুরিজিন ডাইহাইড্রোক্লোরাইড। ৫.৯০ মি.গ্রা. (৫ মি.গ্রা. ফ্লুরিজিন এর সমতুল্য) এবং ১১.৮০ মি.গ্রা. ফ্লুরিজিন ডাইহাইড্রোক্লোরাইড (১০ মি.গ্রা. ফ্লুরিজিন এর সমতুল্য) ট্যাবলেট।

নির্দেশনা: নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ফ্লুরিজিন (ফ্লুরিজিন) নির্দেশিত:

• অরাসহ (Classical) অথবা অরা ছাড়া (Common) মাইগ্রেন প্রতিরোধে

• ভ্যাস্টিবুলার ভার্টিগো এ উপসর্গীয় চিকিৎসা (ভ্যাস্টিবুলার সিস্টেমের কার্যকরী সমস্যা)

• পেরিফেরাল ভাসকুলার ডিজিস (PVD)

• ভ্রমণজনিত অসুস্থতা

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি:

মাইগ্রেন প্রতিরোধে:

প্রারম্ভিক মাত্রা: ৬৫ বছরের নিম্নোর্থ রোগীর ক্ষেত্রে ১০ মি.গ্রা. এবং ৬৫ বছরের উর্ধ্ব রোগীদের ক্ষেত্রে ৫ মি.গ্রা. করে প্রতি রাতে। চিকিৎসা চলাকালীন বিষন্নতা, এক্সট্রা পিরামিডাল ও অন্য অনাকাঙ্ক্ষিত উপসর্গ দেখা দিলে প্রয়োগ বন্ধ করতে হবে। প্রয়োগের ২ মাসের মধ্যে কোন উন্নতি না হলে রোগীকে প্রতিক্রিয়াহীন বিবেচিত করতে হবে এবং প্রয়োগ বন্ধ করতে হবে। অব্যহত চিকিৎসা: যদি রোগী সন্তোষজনক প্রতিক্রিয়া দেখায় এবং যদি অব্যহত চিকিৎসা প্রয়োজন হয় তবে পরপর ৫ দিন নির্ধারিত মাত্রা প্রয়োগের পর পরপর ২ দিন ওষুধ সেবন বন্ধ রাখতে হবে। যদি এ চিকিৎসা কার্যকর হয় তারপরও ৬ মাস পর এটি বন্ধ করে দেয়া উচিত এবং যদি রোগী পুনরায় আক্রান্ত হয় তখন প্রয়োগ করা উচিত।

পেরিফেরাল ভাসকুলার ডিজিস:

১০ মি.গ্রা. করে দিনে ২ বার। প্রয়োজনে সর্বোচ্চ ৩০ মি.গ্রা.।

মাথাঘোরা এবং ভ্রমণজনিত অসুস্থতা:

১০-২০ মি.গ্রা. প্রতিদিন (প্রাণ্ড বয়স্ক) এবং ৫ মি.গ্রা. প্রতি দিন ৪০ কেজির উর্ধ্ব শিশুদের ক্ষেত্রে।

মৃগীজনিত খিচুনি:

প্রাণ্ড বয়স্কদের ক্ষেত্রে ১৫-২০ মি.গ্রা. এবং শিশুদের ক্ষেত্রে ৫-১০ মি.গ্রা. প্রতিদিন সংযোজিত চিকিৎসা হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

সতর্কতা ও যে সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: ফ্লুরিজিন, তন্দ্রাচ্ছন্নতা তৈরি করতে পারে; যা যুগোপং এ্যালকোহল অথবা অন্য কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র বিষন্নতা তৈরিকারী ওষুধ দ্বারা বৃদ্ধি পায়। রোগীকে যানবাহন চালানো অথবা অন্য কোন বিপদজনক কাজ থেকে সতর্ক থাকা উচিত।

ফ্লুরিজিন মাইগ্রেন দমন করে না। তাই মাইগ্রেন আক্রমণে এর মাত্রা বৃদ্ধি কাম্য নয়। বিশেষত বয়স্ক রোগীদের ক্ষেত্রে এই চিকিৎসা বিষন্নতা, এক্সট্রা পিরামিডাল পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া অথবা পারকিনসন এর লক্ষণ বৃদ্ধি করতে পারে।

ফ্লুরিজিন এর প্রতি অতি সংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে প্রতি নির্দেশিত। যে সব রোগীদের পারকিনসন রোগের পূর্ব লক্ষণ এবং বিষন্নতা জনিত অসুস্থতা অথ বা অন্য এক্সট্রা পিরামিডাল অসুস্থতা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে প্রতি নির্দেশিত।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: বিষন্নতা এবং কান্দি, ওজন বৃদ্ধি এবং /অথবা মুখের রুচি বৃদ্ধি পেতে পারে। ফ্লুরিজিন চিকিৎসায় নিম্নলিখিত ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়েছে: বিষন্নতা (মহিলা রোগীরা যাদের পূর্ব বিষন্নতা রোগ আছে, তারা বেশি ঝুঁকিপূর্ণ), ব্রাডিকাইনেসিয়া, রিজিডিটি, একাথিসিয়া, ওরোফেসিয়াল, ডিসকাইনেসিয়া, ট্রেমর এর মত এক্সট্রা পিরামিডিয়াল পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া যাতে বয়স্ক রোগীরা অধিক ঝুঁকির সম্মুখীন। অনিয়মিত পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে বুক জ্বালা, বমি বমিভাব, ক্ষুধামন্দা, দৃষ্টিভ্রম, শুষ্কমুখ, পেশীতে ব্যথা, ডুকে লালচে ভাব, গ্যাস্ট্রালজিয়া, গ্যালাকটোরিয়া লক্ষণীয়।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: যে সব মহিলা জন্ম বিরতিকরণ ওষুধ সেবন করছেন তাদের ক্ষেত্রে ফ্লুরিজিন চিকিৎসার প্রথম ২ মাসের ভিতর গ্যালাকটোরিয়া দেখা দিতে পারে। যকৃতের

উৎসেচক বৃদ্ধিকারী ওষুধ যেমন- কার্বামাজেপিন এবং ফিনাইটয়েন ফ্লোরিজিন এর বিপাক বৃদ্ধি করতে পারে। তাই এক্ষেত্রে অতিরিক্ত মাত্রা নির্দেশিত।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ফ্লোরিজিন এর ব্যবহার প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

সরবরাহ

ফ্লোরিজিন® ৫ ট্যাবলেট: প্রতি বাক্সে আছে ৫০ ট্যাবলেট। ফ্লোরিজিন® ১০ ট্যাবলেট: প্রতি বাক্সে আছে ৫০ ট্যাবলেট।

ফোর্স®

Force®

উপাদান : সেফপিরম ১ গ্রাম আইভি ইঞ্জেকশন।

নির্দেশনা : সেপটিসিমিয়া, ব্যাকটেরেমিয়া এবং রক্তের ক্যান্সারের রোগী যারা ইমিউনোসাপ্রেসড এবং নিউট্রোপেনিয়া ও ইনফেকশনে আক্রান্ত, লোয়ার রেসপিরেটরী ইনফেকশন ও নিউমোনিয়া, তীব্র মূত্রনালীর সংক্রমণ ও পাইলোনেফ্রাইটিস, ত্বক ও নরম কলার সংক্রমণ, হাড় ও অস্থিসন্ধির ইনফেকশন এবং ইনফেকশন ইন ইমিউনোকমপ্রোমাইজড রোগী।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :

ফোর্স (সেফপিরম) শুধু মাত্র শিরা পথে ব্যবহারের জন্য। ওষুধটির মাত্রা সংক্রমণের স্থান এবং তীব্রতা, সংক্রমণকারী জীবানুর সংবেদনশীলতা এবং রোগীর বয়স, ওজন এবং বৃক্কের কার্যকারীতার উপর নির্ভরশীল। ওষুধটি ইন্টাভেনাস ইনজেকশন অথবা ইনফিউশন এর মাধ্যমে ব্যবহার করতে হয়। স্বাভাবিক বৃক্কীয় কার্যকারীতা রয়েছে এমন রোগীদের ক্ষেত্রে মাঝারি ও তীব্র ধরণের সংক্রমণ চিকিৎসায় নিম্নে উল্লেখিত মাত্রায় ব্যবহার করতে হবে:

নির্দেশনা	মাত্রা	মাত্রা বিরতিকাল	দৈনিক মোট মাত্রা
মূত্রনালীর উচ্চ এবং নিম্ন ভাগে তীব্র সংক্রমণ	১ গ্রাম	১২ ঘন্টা	২ গ্রাম
ত্বক ও কোমল টিস্যুর সংক্রমণ	১ গ্রাম	১২ ঘন্টা	২ গ্রাম
শ্বসনতন্ত্রের নিম্ন ভাগে সংক্রমণ	১-২ গ্রাম	১২ ঘন্টা	২-৪ গ্রাম

সেপটিসিমিয়া, ব্যাকটেরেমিয়া এবং তীব্র সংক্রমণ	২ গ্রাম	১২ ঘন্টা	৪ গ্রাম
নিউট্রোপেনিক রোগীদের সংক্রমণ	২ গ্রাম	১২ ঘন্টা	৪ গ্রাম

যাদের রেনাল কার্যকারীতা তৎপর্যপূর্ণ ভাবে কমে গেছে তাদের ক্ষেত্রে মাত্রা কমাতে হবে।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : জানা অতিসংবেদনশীলতায় ব্যবহার করা যাবে না।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : ডায়রিয়া, বমি বমি ভাব, বমি, সিউডোমোমব্রেনাস কলাইটিস, পেটে ব্যথা ইত্যাদি। থ্রোম্বোফ্লেবাইটিস এবং ইনফেকশন সাইট রিয়েকশন হতে পারে।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: সেফপিরম এর অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়ার কোন তথ্য নেই।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভাবস্থার প্রথম দিকে বিশেষ সতর্কতার সহিত ব্যবহার করা উচিত। যেহেতু সেফপিরম মাতৃদুগ্ধ নিঃসৃত হয় সেহেতু স্তন্যদানকালে সেফপিরম ব্যবহার করা যাবে না অথবা স্তন্যদান বন্ধ রাখতে হবে।

সরবরাহ:

ফোর্স® ১ গ্রাম আইভি ইঞ্জেকশন: প্রতি প্যাকে আছে ১ গ্রাম সেফপিরম, সেফপিরম সালফেট আইএনএন হিসাবে এবং এর সাথে রয়েছে ১০ মি.লি. ওয়াটার ফর ইঞ্জেকশন বিপি এর একটি এ্যাম্পুল।

ফ্রাবেক্স®

Frabex®

উপাদান : ট্রানেক্সামিক এসিড ৫০০ মি.গ্রা. ক্যাপসুল এবং ৫০০ মি.গ্রা. ইঞ্জেকশন।

নির্দেশনা : অতিরিক্ত রক্তস্রাব, থ্রোম্বোস্ট এবং ব্লাডারের কো-অঙ্গুলোপ্যাথি আছে এমন রোগীর দাঁত তোলার ক্ষেত্রে, আলসারেটিভ কোলাইটিস, পরিপাকতন্ত্রের রক্তক্ষরণ, প্রস্রাবের সাথে রক্ত যাওয়া ইত্যাদি।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : ক্যাপসুল : ১-১.৫ গ্রাম দিনে ২/৩ বার।

ইঞ্জেকশন : ৫ থেকে ১০ মি.লি. দিনে ৩ বার।

শিশুদের ক্ষেত্রে: ১০-২৫ মি.গ্রা./প্রতি কেজি হিসেবে দিনে ২/৩ বার।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : অনিয়মিত রক্তস্রাব, ডেসিমিনেটেড ইন্ট্রাভাসকুলার কোঅগুলেশন, থ্রম্বোএম্বোলিক ডিজিজ, সাব এরাকনয়েড হেমোরেজ, অপতসংবেদনশীলতা।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : পরিপাকতন্ত্রের উপসর্গ, ত্বকের এলার্জি ইত্যাদি।

অন্য ওষুধের সাথে বিক্রিয়া : উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু পাওয়া যায়নি।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : ক্যাটাগরি-বি।

সরবরাহ : ফ্রাভেঞ্জ® ক্যাপসুল : ২০ টি। ফ্রাভেঞ্জ® ইঞ্জেকশন : ৬ টি।

ফানজিডাল®

Fungidal®

উপাদান : প্রতি গ্রাম ক্রীমে আছে মাইকোনাজোল নাইট্রেট ২০ মি.গ্রা.।

নির্দেশনা : ত্বক এবং নখের ডারমাটোফাইটিস, ইন্ট বা অন্য কোন প্রকার ছত্রাক-এর সংক্রমণে, টিনিয়া ক্যাপিটিস, টিনিয়া করপোরিস, টিনিয়া ম্যানাম, টিনিয়া পেডিস, টিনিয়া বারবি, টিনিয়া ক্রুরিস সংক্রমণে। সর্বপ্রকার দাদ, বহিঃকর্ণের প্রদাহ, ছত্রাকের দ্বৈত সংক্রমণেও সফলতার সাথে ব্যবহৃত হয়।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : ক্ষতস্থানে দিনে দু'বার ঘষে লাগাতে হবে।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : কোন অনুপযোগিতা জানা নেই।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : ত্বকে ব্যবহারে এর কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নাই বললেই চলে।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভাবস্থায় সতর্কতার সাথে ব্যবহার করা উচিত।

সরবরাহ : ফানজিডাল® ক্রীম : ১০ গ্রাম।

ফানজিডাল® বিটি

Fungidal® BT

উপাদান : মাইকোনাজোল নাইট্রেট বিপি।

নির্দেশনা: ওরোফ্যারেনজিয়াল ও ইসোফেগাল ক্যানডিডিয়াসিস এর চিকিৎসা ও প্রতিরোধে নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি: দিনে ১টি করে ট্যাবলেট ৭ দিন (সকালে) জিনজিভাতে (দাঁতের উপরে) প্রয়োগ করতে হবে। ক্ষেত্রবিশেষে চিকিৎসা দ্বিতীয় সপ্তাহেও নির্দেশিত হতে পারে। ৭ বছরের কম বয়সী বাচ্চাদের জন্য মাইকোনাজলের প্রয়োগ সুপারিশ করা হয়নি।

পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া: বমি বমি ভাব এবং স্বাদের বিকৃতি মাইকোনাজল ট্যাবলেটের সাধারণ পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া। বিরল ক্ষেত্রে এলার্জিক প্রতিক্রিয়া হতে পারে। মুখে জ্বালাপোড়া, মুখের অবশতা, বমি, ডায়রিয়া এবং তন্দ্রাচ্ছন্নতা কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায়।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: মাইকোনাজল এর সিস্টেমিক প্রয়োগ CYP3A4/2C9 কে কাজ করতে বাধা দেয়। মাইকোনাজল বান্ডাল ট্যাবলেট প্রয়োগের পর তা রক্তে অতি অল্প মাত্রায় পৌঁছে বলে সাধারণত অন্য ওষুধের সাথে উল্লেখযোগ্য প্রতিক্রিয়া ঘটে না। মুখে এন্টিকোয়াগুলেন্টস (ওয়ানফেরিন) সেবনকারী রোগীদের ক্ষেত্রে সতর্কতা গ্রহণ করা উচিত এবং এন্টিকোয়াগুলেন্টস এর ক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করা উচিত।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার:

গর্ভাবস্থা: গর্ভবতী মহিলাদের মাইকোনাজল নাইট্রেট ব্যবহারের বিষয়ে পর্যাপ্ত তথ্য নেই। তাই গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপত্র দেয়ার সময় সতর্কতা গ্রহণ করা উচিত।

স্তন্যদানকালে: মাতৃদুগ্ধে মাইকোনাজোল নাইট্রেটের উপস্থিতির বিষয়ে পর্যাপ্ত তথ্য নেই। দুগ্ধদানকারী মহিলাদের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপত্র দেয়ার সময় তাই সতর্কতা গ্রহণ করা উচিত।

সরবরাহ:

প্রতি প্যাকে আছে ৩০ টি ট্যাবলেট।

ফানজিডাল-এইচসি®

Fungidal-HC®

উপাদান : প্রতি গ্রাম ক্রীমে আছে মাইকোনাজোল নাইট্রেট ২০ মি.গ্রা. এবং হাইড্রোকর্টিসন ১০ মি.গ্রা.।

নির্দেশনা : প্রদাহজনিত ত্বকের রোগে, যেখানে সংবেদনশীল জীবাণু সংক্রমণ ও প্রদাহ যুগ্মভাবে অবস্থান করে যেমন: ইন্টারট্রিগো এবং সংক্রমিত একজিমা-এর বাহ্যিক চিকিৎসায় ব্যবহার্য। শুষ্ক বা আর্দ্র একজিমার জন্য বা এটপিক একজিমা বা

প্রাথমিক চুলকানি বা কন্টাক্ট এলার্জিক একজিমা বা সেবরিক একজিমা সহ ব্রন জাতীয় চর্মরোগে ব্যবহার্য। ইনফ্লেমেটরি ইন্টারট্রিগো, পেরিএনাল ও জেনিটাল চর্মরোগ জাতীয় ইন্টারট্রিগিনাস একজিমাতে ব্যবহার্য।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : আক্রান্ত স্থানে দিনে ২ বা ৩ বার লাগাতে হবে।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : এর যে কোন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে এটা ব্যবহার করা উচিত নয়। শরীরের ব্যাপক স্থান জুড়ে ব্যবহার করার সময়, শিশুদের ন্যাপকিন জাতীয় এবং ছিদ্রহীন প্লাস্টিকের ব্যানডেজ ব্যবহার করার সময় এটা সাবধানে ব্যবহার করা উচিত।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : স্থানীয়ভাবে সংবেদনশীলতার ঘটনা বিরল। কর্টিকোস্টেরয়েড প্রয়োগ করলে পর্যাপ্ত পরিমাণে শোষিত হয়ে সিস্টেমিক কার্যকারিতা দিতে পারে।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : এর কার্যক্রমে এমফোটেরিসিন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভাবস্থায় বাস্তবিকভাবে ব্যাপকমাত্রায় ব্যবহার করা উচিত নয়।

সরবরাহ : ফানজিডাল এইচ সি[®] : ১০ থাম।

ফুসিড[®]

Fusid[®]

উপাদান : ফিউরোসেমাইড বি.পি.। ৪০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট এবং ২০ মি.গ্রা./২ মি.লি. ইঞ্জেকশন।

নির্দেশনা : হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, বৃক্কীয় ও যকৃতের ইডিমা, পেরিফেরাল ইডিমা অথবা ভেনাস ইনসার্ফিসিয়েলি এবং উচ্চ রক্তচাপে নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : প্রারম্ভিক দৈনিক মাত্রা ২০ মি.গ্রা. অথবা ১ দিন অন্তর ৪০ মি.গ্রা. করে। দৈনিক সর্বোচ্চ ৮০ মি.গ্রা. করে দেয়া যেতে পারে। শিশু : দৈনিক ১ থেকে ৩ মি.গ্রা./কেজি দেহ ওজনে। ইঞ্জেকশন আই এম/আই ভি পথে ২০-৫০ মি.গ্রা. দেয়া যেতে পারে।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : মূত্র তৈরীতে বৃক্কের অকার্যকারিতা, ইলেকট্রোলাইট-এর স্বল্পতা এবং কোমার পূর্বাৱস্থা (লিভার সিরোসিস থাকলে), ফিউরোসেমাইড অথবা সালফোনামাইড-এর প্রতি অতিসংবেদনশীলতা।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : অ্যালকালোসিস, ইউরিক এসিড রিটেনশন, বাত, হাইপারগ্লাইসেমিয়া, গ্লাইকোসুরিয়া। অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : এসিই ইনহিবিটর, লিথিয়াম, নেফ্রোনের জন্য বিষাক্ত এ্যান্টিবায়োটিক।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : পালমোনারী ইডিমা এবং গর্ভবতী মায়েদের প্রথম তিন মাসের মধ্যে কার্ডিওজেনিক শক দেখা দিলে ও স্তন্যদানকালে সাবধানতার সাথে ব্যবহার করতে হবে।

সরবরাহ :

ফুসিড[®] ট্যাবলেট : ১০ X ২০ টি। ফুসিড[®] ইঞ্জেকশন : ২ X ৫ টি।

ফুসিড[®] গ্লাস

Fusid[®] Plus

উপাদান: স্পাইরোনোলেকটোন বি.পি. ৫০ মি.গ্রা. এবং ফিউরোসেমাইড বি.পি. ২০ মি.গ্রা./ট্যাবলেট, স্পাইরোনোলেকটোন ৫০ মি.গ্রা. এবং ফিউরোসেমাইড ৪০ মি.গ্রা./ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : এসেনসিয়াল উচ্চ রক্তচাপ, ক্রনিক কনজেস্টিভ হার্ট ফেইলিওর, যকৃতের সিরোসিস এবং পেটে পানি জমে যাওয়া (এসাইটিস), শরীরে পানি জমে ফুলে যাওয়া (ইডিমা), হাইপারএলডেস্টেরনিজম ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : ফুসিড[®] গ্লাস : ১-৪ টি ট্যাবলেট প্রতিদিন; ফুসিড[®] ৪০ গ্লাস : ১-২ টি ট্যাবলেট প্রতিদিন।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : এনিউরিয়া, দ্রুত অবনতিশীল কিডনী অকেজো রোগীর ক্ষেত্রে, হাইপারক্যালেমিয়া, এডিসস ডিজিজ এবং স্পাইরোনোলেকটোন ও ফিউরোসেমাইডের প্রতি অতিসংবেদনশীল রোগী, ডায়াবেটিস, নিম্ন রক্তচাপ, হাইপোভোলেমিয়া ইলেকট্রোলাইটের ঘাটতি থাকলে।
পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : মাথা ব্যথা এবং বিম্বিম্ব করতে পারে। ডায়রিয়া, এটাক্সিয়া, মানসিক দ্বন্দ্ব এবং ত্বকে ফুসকুঁড়ি হতে পারে।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : এসিই ইনহিবিটর, পটাশিয়াম লবণ, গ্লাইকোসাইড, ডিগক্সিন, করটিকোস্টেরয়েড, ইনডোমেথাসিন, এনএএসআইডি, অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইড, সুক্রালফেট।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : অতীব প্রয়োজন হলে ব্যবহার করা যেতে পারে।

সরবরাহ :

ফুসিড® প্লাস ট্যাবলেট : ২ X ২০ টি। ফুসিড® ৪০
প্লাস ট্যাবলেট : ২ X ২০ টি।

G

গাবাস্টার™

Gabastar™

উপাদান: গাবাপেনটিন ইউএসপি। ১০০ মি.গ্রা.,
৩০০ মি.গ্রা. এবং ৬০০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

নির্দেশনা: নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে গাবাস্টার® নির্দেশিত।

- নিউরোপ্যাথিক ব্যথা
- পার্শ্বীয়াল সিজার এবং প্রাইমারী জেনারেলাইজড সিজার এর সহযোগী চিকিৎসায়।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি: নিউরোপ্যাথিক ব্যথা: ১ম দিন একটি ৩০০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট দিয়ে চিকিৎসা শুরু করা যেতে পারে। এরপর ২য় দিন ৩০০ মি.গ্রা. দিনে ২ বার এবং ৩য় দিন থেকে ৩০০ মি.গ্রা. দিনে ৩ বার। যদি দরকার হয় দৈনিক ৩ বার করে ১৮০০ মি.গ্রা. পর্যন্ত সেবন বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

ইপিলেপসি: ১২ বছরের উর্ধ্ব শিশুদের ক্ষেত্রে: গাবাস্টার™ এর কার্যকারী ডোজ হল- দৈনিক ৯০০ মি.গ্রা. থেকে ১৮০০ মি.গ্রা. ৩টি বিভক্ত মাত্রায়। প্রারম্ভিক মাত্রা হল ৩০০ মি.গ্রা. দিনে ৩ বার।

৩-১২ বছরের শিশুদের ক্ষেত্রে: প্রারম্ভিক মাত্রা দৈনিক ১০-১৫ মি.গ্রা./কেজি দিনে ৩ বার। ৩ দিনের মধ্যে মাত্রা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করে কার্যকারী মাত্রা প্রয়োগ করা যেতে পারে।

বৃদ্ধির সমস্যা রয়েছে এমন ক্ষেত্রে গাবাস্টার™ (গাবাপেনটিন) এর মাত্রা হ্রাস করা বাঞ্ছনীয়।

খাবার গ্রহণের সাথে গাবাস্টার™ (গাবাপেনটিন) সেবনের কোন সম্পর্ক নেই।

সতর্কতা ও যে সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: গাবাপেনটিন এর প্রতি অতি প্রতিক্রিয়াশীল রোগীদের ক্ষেত্রে প্রতিনির্দেশিত।

রোগীকে যানবাহন চালানো অথবা অন্য জটিল যন্ত্র চালানো থেকে বিরত থাকা উচিত যতক্ষণ না পর্যন্ত সে

গাবাপেনটিন এর মানসিক এবং মোটর ক্রিয়ার উপর প্রভাব সম্পর্কে পূর্ণ অভিজ্ঞতা অর্জন না করে।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া: ক্লান্তি, বমি, মুনি, এটাকশিয়া, ওজন বৃদ্ধি, গুরু মুখ এবং সমনোলেন্স দেখা দিতে পারে। অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: এন্টাসিড, গাবাপেনটিন এর রক্তের ঘনমাত্রা ২০% কমায়। সিমিটিডিন, গাবাপেনটিন এর বৃদ্ধী নিঃসরণ কমায়। গাবাপেনটিন অন্য খিচুনীরোধক ওষুধ এবং জন্ম বিরতিকরণ ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া দেখায় না।

গর্ভাবস্থায় এবং স্তন্যদানকালে: প্রেগনেসি ক্যাটাগরি-সি। গর্ভাবস্থায় এটি শুধুমাত্র তখনই ব্যবহার করা উচিত যখন এর উপকারিতা ঝুণের সম্ভাব্য তির চেয়ে বেশি হয়।

গাবাপেনটিন মাতৃদুগ্ধে নিঃসৃত হয়। তাই এটি শুধুমাত্র তখনই ব্যবহার করা উচিত যখন এর উপকারিতা সম্ভাব্য ক্ষতির চেয়ে বেশি হয়।

সরবরাহ: গাবাস্টার™ ১০০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট: প্রতি বাক্সে আছে ৩০ ট্যাবলেট। গাবাস্টার™ ৩০০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট: প্রতি বাক্সে আছে ৩০ ট্যাবলেট।

গ্যাটি® ৪০০

Gati® 400

উপাদান : গ্যাটিফ্লক্সাসিন ৪০০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : একিউট ব্যাকটেরিয়াল এক্সসারবেশন অফ ট্রেনিক ব্রংকাইটিস, একিউট সাইনুসাইটিস, কমিউনিটি একোয়ার্ড নিউমোনিয়া, সাধারণ স্কিন অথবা স্কিন স্ট্রাকচার ইনফেকশনে, সাধারণ ইউরিনারি ট্রাঙ্ক ইনফেকশনে (সিসটাইটিস), জটিল ইউরিনারি ট্রাঙ্ক ইনফেকশনে, পাইলোনেফ্রাইটিস, আনকমপিকেটেড ইউরেথ্রা এবং সার্ভাইকাল গনোরিয়া এবং একিউট আনকমপিকেটেড রেট্টাল ইনফেকশনে নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : ৪০০ মি.গ্রা. দিনে ১ বার ৫-১০ দিন।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : অতিসংবেদনশীল রোগীকে প্রয়োগ করা যাবে না। ইলেক্ট্রোকার্ডিওগ্রামের পরিবর্তন আনিত্তে পারে (কিউ টি সি ইন্টারভেল বাড়ায়)। রেনাল ফাংশন ইমপেয়ারমেন্টে (ক্রিয়াটিনিন ক্রিয়ারেপে <৪০ মি.লি./মিনিট) মাত্রা পুনঃ নির্ধারণের প্রয়োজন হয়। গ্যাটিফ্লক্সাসিন গ্রহণের ফলে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রার হেরফের যেমন হাইপার অথবা হাইপোগ্লাইসেমিয়া

হতে পারে। অতএব ডায়াবেটিক রোগীর ক্ষেত্রে এটি দেয়া যাবে না।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : বমি বমি ভাব, পেটে ব্যথা, ডায়রিয়া, ডিজিনেছ এবং মাথা ব্যথা।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: প্রবেনেসিড, আয়রণ, এন্টাসিড।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভাবস্থা এবং দুগ্ধদানকালে ব্যবহারে কার্যনিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার : শিশু ও বয়ঃসন্ধিকালে (১৮ বছরের নীচে) ব্যবহারের কার্য নিরাপত্তা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি।

সরবরাহ :

গ্যাটি® ৪০০ ট্যাবলেট : ২ X ১০ টি।

জেলোরা®

Gelora®

উপাদান : মাইকোনাভোল ২% w/w ওরাল জেল।

নির্দেশনা : ওরোফ্যারিংস এবং পরিপাকনালীর ছত্রাক সংক্রমণের চিকিৎসায় ও প্রতিরোধে এবং গ্রাম-পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া জনিত সুপার ইনফেকশনে।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : প্রাপ্তবয়স্ক: ১-২ চা-চামচ জেল দিনে ৪ বার। শিশু ৬ বছর বা তার উপরে: ১ চা-চামচ জেল দিনে ৪ বার। শিশু ২-৬ বছর: ১ চা-চামচ জেল দিনে ২ বার। শিশু <২ বছর: ১/২ চা-চামচ জেল দিনে ২ বার।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : সক্রিয় ওষুধের প্রতি অতি সংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : বমি ভাব, বমি, ডায়রিয়া, এলাজিক প্রতিক্রিয়া, হেপাটাইটিস।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : টারফেনাডিন, এসটেমিজোল, মিজোলাস্টিন, সিসাপ্রাইড, ট্রায়াজোলাম, ওরাল মিডাজোলাম, ডেফেটলাইড, কুইনিডিন, পিমোজাইড, সিমভাস্ট্যাটিন এবং লোভাস্ট্যাটিন।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : সম্ভব হলে গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে পরিহার করা উচিত। সম্ভাব্য উপকারের বিপরীতে কার্যকর ঝুঁকির ভারসাম্য থাকা উচিত। স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে সতর্কতার সহিত ব্যবহার করা উচিত।

সরবরাহ :

জেলোরা® ওরাল জেল : ১৫ গ্রাম।

জেনাসিন® চোখ/কানের ড্রপস

Genacyn® Eye/Ear Drops

উপাদান : জেন্টামাইসিন ০.৩% চোখ ও কানের ড্রপস।

নির্দেশনা : ব্লেফারাইটিস, ব্লেফারোকনজাংটিভাইটিস, কনজাংটিভার প্রদাহ, ড্যাকরিয়োসিসটাইটিস, কেরাটাইটিস, কেরাটোকনজাংটিভাইটিস, এ্যাকিউট মেইবোমিয়ানাইটিস এবং কর্ণিয়ার আলসারে নির্দেশিত। বহিঃকর্ণের প্রদাহে, দীর্ঘদিনের পূঁজসহ মধ্যকর্ণের প্রদাহে নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : চোখে প্রয়োগের ক্ষেত্রে: ১-২ ফোঁটা আক্রান্ত চোখে দিনে ৬ বার কিংবা প্রয়োজনে তারও বেশী। কানে প্রয়োগের ক্ষেত্রে ২-৩ ফোঁটা দিনে ৩-৪ বার অথবা তার থেকেও ঘন ঘন প্রয়োগ করা যেতে পারে।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : এর যে কোন উপাদান এর প্রতি সংবেদনশীলতা থাকলে ব্যবহার করা যাবে না। মাঝে মাঝে ছত্রাক সহ অন্যান্য সংবেদনশীল জীবাণু দ্বারা রোগের সংক্রমণ হতে পারে। এটি ইঞ্জেকশনের জন্য নয় এবং চোখের এ্যান্টিবায়োটিক চেম্বারে সরাসরি প্রয়োগ করা যাবে না।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : চুলকানি, লালচে ভাব, ফোলা অথবা অন্যান্য লক্ষণ দেখা দিতে পারে। বহুল সংঘটিত পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলোর মধ্যে চোখের জ্বালাপোড়া, কনজাংটিভার প্রদাহ, কনজাংটিভার ইপিথেলিয়ামের সমস্যা ও কনজাংটিভাল হাইপারেমিয়া উল্লেখযোগ্য।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : অত্যন্ত জরুরী হলেই প্রয়োগ করার ব্যাপারে বিবেচনা করা যেতে পারে।

সরবরাহ :

জেনাসিন® চোখ/কানের ড্রপস : ১০ মি.লি.।

জেনাসিন® ইঞ্জেকশন

Genacyn® Injection

উপাদান : জেন্টামাইসিন। ৮০ মি.গ্রা./২ মি.লি.

ইঞ্জেকশন এবং ২০ মি.গ্রা./২ মি.লি. ইঞ্জেকশন।

নির্দেশনা : সেপটিসিমিয়া, নিওন্যটাল সেপসিস,

মস্তিস্কের আবরণ-বিপ্লব প্রদাহ এবং কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের অন্যান্য সংক্রমণ, পিত্তনালীর সংক্রমণ, তীব্র পায়েলোনেফ্রাইটিস অথবা প্রোস্টেট গ্রন্থির প্রদাহ, স্টেপ ভাইরিড্যানস অথবা ফিকালিস জনিত এনডোকার্ডিটামের প্রদাহ ইত্যাদি চিকিৎসায় যদি সংক্রমণ সমূহ জেন্টামাইসিন সংবেদনশীল জীবাণুঘটিত হয়।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : জেন্টামাইসিন ইঞ্জেকশন সাধারণত মাৎসপেশীতে দেওয়া হয়। কিন্তু প্রয়োজনবোধে শিরা পথে প্রয়োগ করা যেতে পারে। যে সমস্ত রোগীর বৃদ্ধ স্বাভাবিক : দৈনিক ২-৫ মি.গ্রা. প্রতি কেজি দেহ ওজনে প্রতি ৮ ঘণ্টা অন্তর বিভক্ত মাত্রায়। যে সমস্ত রোগীর বৃদ্ধের কাজে অস্বাভাবিকতা আছে সেহে উক্ত মাত্রা ১২ ঘণ্টা পর পর দিতে হবে যখন ক্রিয়াটিনিব নির্গমনের হার প্রতি মিনিটে ৫-১০ মি.লি. এর জন্য ৪৮ ঘণ্টা পর পর এবং প্রতি মিনিটে ৫ মি.লি. এর কম হলে ডায়ালাইসিসের ৩-৪ দিন পর পর প্রয়োগ করা যেতে পারে অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী প্রয়োগ করা যেতে পারে। শিশু (২ সপ্তাহ পর্যন্ত) : প্রতি ১২ ঘণ্টায় ৩ মি.গ্রা. প্রতি কেজি দেহ ওজনে। ২ সপ্তাহ-১২ বৎসর : প্রতি ৮ ঘণ্টায় ২ মি.গ্রা. প্রতি কেজি দেহ ওজনে। অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহার্য।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : জেন্টামাইসিন এর প্রতি অতিসংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে এটি অনুপযোগী। এটি গর্ভাবস্থায় এবং মায়াসথেনিয়া গ্র্যাভিস এর ক্ষেত্রে অনুপযোগী।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : অন্তঃকর্ণের মধ্যপ্রদেশের ক্ষতি, বৃদ্ধের পরিবর্তনীয় ক্ষতি, শ্রবণেন্দ্রীয় সংক্রান্ত কর্ণের অসুবিধা হতে পারে। অন্যান্য লক্ষণগুলো হলো মাথা বিম বিম করা, অবসাদ, কানে ভেঁভেঁ শব্দ করা, কানে হটগোলের শব্দ হওয়া এবং কদাচিৎ শ্রবণ শক্তি লোপ পেতে পারে।

সরবরাহ :

জেনাসিন® ৮০ ইঞ্জেকশন : ২ X ৫ টি। জেনাসিন® ২০ ইঞ্জেকশন : ২ X ৫ টি।

জেনাসিন® অয়েন্টমেন্ট Genacyn® Ointment

উপাদান : প্রতি গ্রাম অয়েন্টমেন্টে আছে জেন্টামাইসিন

১ মি.গ্রা.।

নির্দেশনা : আঙুনে পোড়া, সেবোরিক ডারমাটাইটিস, একজিমা, এক্সকোরিয়েশন, ফলিকুলাইটিস, ফিউরুনকুলাসিস, ল্যাসারেশন, প্যারোনিকিয়া, পাইওডারমা গ্যাংগ্রিনোসাম, তুকে সিস্ট এবং ফোঁড়া, তুকে সংক্রমিত ক্ষত, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক ও ভাইরাসজনিত তুকে বাহ্যিক সংক্রমণ, সাইকোসিস বার্বি, সার্জিক্যাল ত, সংবেদনশীল জীবাণু সংক্রমিত কন্টাক্ট ডারমাটাইটিস।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : প্রতিদিন ৩-৪ বার ব্যবহার্য। **সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** জেন্টামাইসিন-এর প্রতি অতিসংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা উচিত নয়।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : চুলকানী, লালচে হওয়া, ফুলে যাওয়া ইত্যাদি।

সরবরাহ :

জেনাসিন® অয়েন্টমেন্ট : ১০ গ্রাম।

Genisia™

জেনিসিয়া™

উপাদান: জেনিসিয়া আইভি ইঞ্জেকশন: প্রতি ভায়ালে আছে থায়োপেন্টাল সোডিয়াম ইউএসপি ৫০০ মি.গ্রা.।

নির্দেশনা: জেনিসিয়া নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে নির্দেশিত:

- জেনারেল অ্যানেসথেসিয়ার সূচনায়
- স্বল্প সময়ের অ্যানেসথেসিয়ার জন্য
- বেড়ে যাওয়া ইন্ট্রাক্রেনিয়াল প্রেসার কমিয়ে আনার জন্য
- স্ট্যাটাস এপিলেপটিকাস

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি: জেনারেল অ্যানেসথেসিয়ার সূচনায়: প্রাণ্ড বয়স্ক: আইভি ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে সাধারণত ২.৫% (২৫ মি.গ্রা./মি.লি.) সলিউশন প্রয়োগ করতে হবে। পূর্বে ওষুধ প্রয়োগকৃত বয়স্ক রোগীদের জন্য প্রাথমিকভাবে ১০-১৫ সেকেন্ড ধরে ১০০-১৫০ মি.গ্রা. প্রয়োগ করতে হবে, পরবর্তীতে প্রয়োজন অনুসারে ৩০-৬০ সেকেন্ড পর ৪ মি.গ্রা./কেজি হারে প্রয়োগ করা যেতে পারে (সর্বোচ্চ ৫০০ মি.গ্রা.)।

শিশু: অ্যানেসথেসিয়ার সূচনায় ২-৭ মি.গ্রা./কেজি হারে প্রয়োগ করতে হবে।

ইন্ট্রাক্রেনিয়াল প্রেসার কমানোর জন্য: আইভি

ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে ১.৫-৩ মি.গ্রা./কেজি হারে প্রয়োগ করতে হবে।

স্ট্যাটাস এপিলেপটিকাস: আইভি ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে ২.৫% (২৫ মি.গ্রা./কেজি) সলিউশন, ৭৫-১২৫ মি.গ্রা. একক ডোজ এ প্রয়োগ করতে হবে।

প্রতিনির্দেশনা: রেসপিরেটরি ডিপ্রেশন, মায়োকার্ডিয়াল ডিপ্রেশন, অস্বাভাবিক হৃদস্পন্দন, মাথা ঝিমঝিম করা, হাঁচি, কাশি, শ্বাসনালীর সংকোচন।

গর্ভাবস্থা এবং স্তন্যদানকালে: প্রেগনেসি ক্যাটগরি-সি। বেশি ডোজে থায়োপেন্টাল সোডিয়াম প্লাসেন্টা বাধা অতিক্রম করতে পারে এবং অল্প পরিমানে মায়ের দুগ্ধে নিঃসৃত হতে পারে।

সরবরাহ: জেনিসিয়া আইভি ইঞ্জেকশন: প্রতি বাক্সে ১টি ভায়ালের সাথে ১০ মি.লি. পানি ধারণকৃত ১টি অ্যাম্পুল ব্লিস্টার প্যাকে আছে।

জারমিসল® হ্যান্ড রাব

Germisol® Hand rub

উপাদান : ০.৫% ডব্লিউ/ভি ক্লোরহেক্সিডিন গ্লুকোনোট (২.৫% ভি/ভি ক্লোরহেক্সিডিন গ্লুকোনোট সলিউশন বিপি এর সমমান) যা ৭০% ভি/ভি আইসোপ্রোপাইল অ্যালকোহল বিপিতে দ্রবীভূত।

নির্দেশনা: দ্রুত ক্রিয়াশীল বিস্তৃত বর্ণালীর জীবাণুনাশী দ্রবণ, যা পরিষ্কার হাতকে জীবাণুমুক্ত করে। এছাড়া, ক্ষত, ত্বক জীবাণুমুক্ত করায় এটি ব্যবহার করা যেতে পারে।

ব্যবহারবিধি : পরিষ্কার হাত জীবাণুমুক্ত করায় সুবিধাজনক পরিমাণ (আনুমানিক ৩ মি.লি.) জারমিসল হাতের তালুতে নিয়ে উভয় হাত এবং কব্জিতে মেখে নিন, শুকিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত ভালভাবে ঘষতে হবে যাতে সকল অংশ কার্যকরভাবে জীবাণুমুক্ত হয়।

শল্য চিকিৎসার পূর্বে : আনুমানিক ৫ মি.লি. জারমিসল উপরোক্ত পদ্ধতিতে দু'বার প্রয়োগ করুন; হাতের কনুই পর্যন্ত প্রয়োগ করতে হবে।

সতর্কতা : সকল ওষুধ শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন। চোখ, মুক্তিষ্ক, মেনিঞ্জেস ও মধ্যকর্ণ থেকে দূরে রাখুন। চোখের সংস্পর্শে এলে তাত্ক্ষণিক ভাবে পর্যাপ্ত পানি দিয়ে চোখ ধুয়ে ফেলুন। আলো থেকে দূরে ঠান্ডা ও শুষ্ক স্থানে রাখুন। তরল দাহ্য, আগুন থেকে দূরে রাখুন।

সরবরাহ :

জারমিসল® হ্যান্ড রাব : ২৫০ মি.লি.। জারমিসল® হ্যান্ড রাব : ৫০ মি.লি.।

জেস্টন®

Geston®

উপাদান: এ্যালাইলস্ট্রেনল আই এন এন ৫ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

নির্দেশনা:

• ইন্ট্রাইউটেরাইন গ্রোথ রিটারডেশন

• গর্ভপাতের আশংকা

• ষ্বেচ্ছা গর্ভপাতের ইতিহাস থাকলে

• অকালীন প্রসবের আশংকা

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি: ইন্ট্রাইউটেরাইন গ্রোথ রিটারডেশন: দৈনিক ৩টি করে ট্যাবলেট ২ মাস। লক্ষণসমূহের উন্নতি হলে মাত্রা কমানো যেতে পারে। গর্ভপাতের আশংকা: লক্ষণসমূহ মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত দৈনিক ৩টি ট্যাবলেট।

ষ্বেচ্ছা গর্ভপাতের ইতিহাস থাকলে: গর্ভধারণ নিশ্চিত হওয়া মাত্র দৈনিক ১-২টি ট্যাবলেট। আশংকাজনক সময় পার হওয়ার ১ মাস পর পর্যন্ত ওষুধ খেয়ে যাওয়া উচিত।

অকালীন প্রসবের আশংকা: ব্যক্তি বিশেষের উপর নির্ভর করে মাত্রা নির্ধারণ করা উচিত। সাধারণত উচ্চমাত্রা (সর্বোচ্চ দৈনিক ৪০ মি.গ্রা. পর্যন্ত) ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

প্রতিনির্দেশনা: অতিসংবেদনশীলতা, “প্রমোফেবাইটিস”, অজানা কারণে যোনী হতে রক্ত্রণ, অসম্পূর্ণ গর্ভপাত, হরমোনজনিত কার্গিনোমা, সেরিব্রাল এপোপেপ্সি, গর্ভ নিশ্চিত হওয়ার জন্য এবং যকৃতের তীব্র সমস্যা থাকলে এ ওষুধ ব্যবহার করা উচিত নয়।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: এ্যালাইলস্ট্রেনল গর্ভকালীন সময়ে খাওয়ার জন্য নির্দিষ্টভাবে নির্দেশিত। প্রসব পরবর্তী সময়ে এ ওষুধ পরিহার করা উচিত কারণ এটা মাতৃদুগ্ধের সাথে নিঃসৃত হয়ে নবজাতকের সামান্য হলেও ক্ষতি করতে পারে।

শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার: ১৬ বছরের নিচে মেয়েদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত নয়।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: দীর্ঘ সময় ধরে এ্যালাইলস্ট্রেনল দিয়ে চিকিৎসা করলে পরিপাকতন্ত্রের কিছু সাধারণ সমস্যা হতে পারে। যেমন- বমি অথবা বমি বমিভাব এবং

এপিগ্যাস্ট্রিক অস্বস্তি।

সতর্কতা: কোন রোগীর নিম্নলিখিত সমস্যা থাকলে এ ওষুধ খাওয়ার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত: হৃদরোগ, “কনজেস্টিভ হার্ট ফেইলিউর”, “সিক সাইনাস সিন্ড্রোম”, করোনারী আর্টারীতে কোন সমস্যা, মৃগীরোগ বা মৃগীরোগজনিত কাঁপুনি, মূত্রতন্ত্রের অকার্যকারিতা, মাইগ্রেনজনিত মাথাব্যথা, শ্বাসতন্ত্রের কোন রোগ যেমন-অ্যাজমা, এফাইসেমা, ক্রমিক ব্রংকাইটিস অথবা সিওপিডি এবং দুগ্ধদানকালে।

সরবরাহ: জেস্টন[®] ট্যাবলেট: প্রতি বাক্সে আছে ৩০টি ট্যাবলেট।

গ্লিসাপTM

GlysupTM

উপাদান

গ্লিসাপTM ১.১৫ সাপোজিটরি: প্রতিটি সাপোজিটরিতে আছে গ্লিসারিন বিপি ১.১৫ গ্রাম।

গ্লিসাপTM ২.৩০ সাপোজিটরি: প্রতিটি সাপোজিটরিতে আছে গ্লিসারিন বিপি ২.৩০ গ্রাম।

নির্দেশনা: এটি অনিয়মিত কোষ্ঠকাঠিন্যতে ব্যবহার করা হয়।

মাত্রা ও সেবনবিধি: শিশু (২ বছরের নিচে): চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহার।

শিশু (২-৬ বছর): ১টি গ্লিসাপTM ১.১৫ সাপোজিটরি দিনে একবার অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহার।

প্রাপ্ত বয়স্ক এবং শিশু (৬ বছরের উর্ধ্ব): ১টি গ্লিসাপTM ২.৩০ সাপোজিটরি দিনে একবার অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহার। সাপোজিটরি ভালমত পায়ুপথের ভিতরে দিতে হবে। সাপোজিটরি সম্পূর্ণভাবে গলে না গেলেও অস্ত্রের গতি বৃদ্ধি পেতে পারে।

প্রতি নির্দেশনা: গ্লিসারিন এর প্রতি সংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: মলাশয়ে জ্বালাপোড়া বা প্রদাহ অনুভব হতে পারে।

গর্ভাবস্থায় ব্যবহার:

প্রেগনেসি ক্যাটাগরি-সি। গর্ভবতী মায়ের ক্ষেত্রে ব্যবহারের তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

সরবরাহ:

গ্লিসাপTM ১.১৫ সাপোজিটরি: প্রতিটি বাক্সে আছে ৩০

টি সাপোজিটরি ব্লিস্টার প্যাকে।

গ্লিসাপTM ২.৩০ সাপোজিটরি: প্রতিটি বাক্সে আছে ২০ টি সাপোজিটরি ব্লিস্টার প্যাকে।

গাইনীপ্রো[®]

Gynepro[®]

উপাদান: প্রতিটি ভ্যাজাইনাল সাপোজিটরীতে আছে মেট্রোনিডাজল বিপি ২০০ মি.গ্রা., নিওমাইসিন সালফেট বিপি ৩৫,০০০ আইইউ, পলিমিক্সিন বি সালফেট বিপি ৩৫,০০০ আইইউ, নিস্টাটিন বিপি ১,০০,০০০ আইইউ।

নির্দেশনা: ভ্যাজাইনাল ট্রাকোমোনিয়াসিস, লিওকোরিয়া, ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক জনিত প্রদাহে নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি: রাতে ঘুমানোর সময় একটি করে ভ্যাজাইনাল সাপোজিটরী ১২ দিনের জন্য অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।

সতর্কতা এবং যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: মেট্রোনিডাজল, নিওমাইসিন সালফেট, পলিমিক্সিন বি সালফেট এবং নিস্টাটিন এর প্রতি সংবেদনশীলতা আছে এমন ক্ষেত্রে ব্যবহার করা অনুচিত।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: কদাচিৎ চামড়া লাল দাগ, চুলকানি দেখা দিতে পারে।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

সরবরাহ:

গাইনীপ্রো[®]: প্রতি বাক্সে আছে ১২ টি ভ্যাজাইনাল সাপোজিটরী।

H

হ্যালোবেটTM

HalobetTM

উপাদান: প্রতি গ্রাম ক্রীম এবং অয়েন্টমেন্টে আছে হ্যালোবেটাসল প্রোপিওনেট ০.৫ মি.গ্রা.।

নির্দেশনা: হ্যালোবেটTM কর্টিকোস্টেরয়েড সংবেদনশীল ডার্মাটাইটিসের প্রদাহ নিরাময়ে এবং

এর দ্বারা সৃষ্ট চুলকানি উপশমে নির্দেশিত।
যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: এই ওষুধের প্রতি যেসব রোগীর অতিসংবেদনশীলতা আছে তাদের ক্ষেত্রে এটি প্রতিনির্দেশিত।

সতর্কতা: ত্বকীয় কর্টিকোস্টেরয়েডের সিস্টেমিক শোষণের ফলে কিছু কিছু রোগীর হাইপোথ্যালামিক পিটুইটারী এড্রেনাল সাপ্রেসন, কুশিং সিনড্রম, হাইপার গ্লুকোসিমিয়া এবং গ্লুকোজ ইউরিয়া হয়। যেসব কারণে সিস্টেমিক শোষণ বেড়ে যায় সেগুলো হচ্ছে অধিকতর শক্তিশালী স্টেরয়েডের ব্যবহার, অধিক জায়গা জুড়ে ব্যবহার, দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহার এবং অক্লুসিভ ড্রেসিং ব্যবহার। এরপরেও যে সকল রোগী অধিকতর মাত্রায়, অধিক জায়গা জুড়ে অধিক শক্তিশালী স্টেরয়েড অক্লুসিভ ড্রেসিং সহ ব্যবহার করে আসছে তাদের পর্যায়ক্রমে ইউরিনারী ফ্রি কর্টিসল এবং এ সি টি এইচ স্টিমুলেশন টেস্টের মাধ্যমে এইচ পি এ এক্সিস সাপ্রেসনের পরিমাণ নির্ণয় করতে হবে। যদি এইচ পি এ এক্সিস সাপ্রেসন হয় সেক্ষেত্রে ওষুধটির ব্যবহার বন্ধ করতে হবে, ব্যবহারের পরিমাণ কমাতে হবে অথবা এর চেয়ে কম শক্তিশালী স্টেরয়েড ব্যবহার করতে হবে।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: প্রেগনেসী ক্যাটাগরি-সি।

অধিক শক্তিশালী স্টেরয়েডগুলো ল্যাবরেটরী প্রাণীদের ক্ষেত্রে ত্বকীয় ব্যবহারের ফলে টেরাটোজেনিক প্রভাব দেখা গেছে। এখন পর্যন্ত গর্ভবতী মহিলাদের উপর টেরাটোজেনিক প্রভাবের কোন যথার্থ এবং সুনিয়ন্ত্রিত স্টাডি পাওয়া যায়নি। তারপরেও ভ্রূণের ক্ষতি থেকে মায়ের উপকৃত হবার সম্ভাবনা বেশী থাকলে কেবলমাত্র গর্ভাবস্থায় কর্টিকোস্টেরয়েড ব্যবহার করা যেতে পারে। এসব ওষুধ অধিক পরিমাণে এবং দীর্ঘ সময়ব্যাপী গর্ভবতী রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত নয়।

স্তন্যদানকালীন মায়ের ক্ষেত্রে : স্তন্যদানকারী মায়ের ক্ষেত্রে ত্বকীয় স্টেরয়েড ব্যবহারে সতর্ক হতে হবে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: নিম্নোক্ত পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলো টপিক্যাল স্টেরয়েড ব্যবহারের ফলে মাঝে মাঝে দেখা দিতে পারে এবং অক্লুসিভ ড্রেসিং ব্যবহারে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলো প্রায়শই দেখা যায়। বিশেষ করে অধিকতর শক্তিশালী স্টেরয়েড ব্যবহারের প্রতিক্রিয়াগুলো নিম্নরূপ।

জ্বলুনি, চুলকানী, শুষ্কতা, ফলিকুলাইটিস, একনি বা ব্রণজনিত ইরাপশন, হাইপোপিগমেন্টেশন, পেরিওরাল ডার্মাইটিস, স্পর্শজনিত ড্রুকের এলাজি, চামড়ার ক্ষয়, সেকেন্ডারী ইনফেকশন, স্ট্রাই এবং মিলিয়ারিয়া ইত্যাদি।

সরবরাহ: হ্যালোবেট[®] ক্রীম: ১০ গ্রাম।

হ্যালোবেট[®] অয়েন্টমেন্ট: ১০ গ্রাম।

হেমোরিফ[®]

Hemorif[®]

উপাদান : মাইক্রোনাইজড ডায়োসমিন ৪৫০ মি.গ্রা. এবং হেসপেরিডিন ৫০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : হঠাৎ সংঘটিত হেমোরয়েড রোগ, দীর্ঘকাল ব্যাপী হেমোরয়েড রোগ, পায়ের শিরার গাঠনিক ও কার্যকারিতার সমস্যা, পা ভারী মনে হওয়া, ব্যথা, রাত্রিকালীন সংকোচনজনিত ব্যথা ইত্যাদি লক্ষণসমূহ দেখা যায়।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : হঠাৎ সংঘটিত হেমোরয়েড রোগের ক্ষেত্রে: ৩টি করে ট্যাবলেট, দিনে ২ বার - প্রথম ৪ দিন। অতঃপর ২টি করে ট্যাবলেট দিনে ২ বার ৩ দিন। দীর্ঘকাল ব্যাপী হেমোরয়েড রোগের ক্ষেত্রে: ১টি করে ট্যাবলেট, দিনে ২ বার। দীর্ঘকালীন শিরার সমস্যা : ১টি করে ট্যাবলেট, দিনে ২ বার - প্রথম ৭ দিন। রোগের তীব্রতার উপর নির্ভর করে চিকিৎসার মেয়াদ বাড়ানো যেতে পারে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : পাকস্থলীর অস্বস্তি, বমি ভাব এবং ক্ষুধামন্দা।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভাবতী মায়ের কোন ক্ষতিকর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়নি। চিকিৎসা চলাকালীন সময় বুকের দুধ খাওয়ানো নিষেধ।

সরবরাহ : হেমোরিফ[®] : ৩ X ১০ টি।

হেপাভির[®]

Hepavir[®]

উপাদান : ল্যামিভুডিন ১০০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : ক্রনিক হেপাটাইটিস বি-এর চিকিৎসায় যেখানে হেপাটাইটিস বি ভাইরাসের রেপিকেশনের প্রমাণ রয়েছে এবং একটিভ যকৃতের প্রদাহের

চিকিৎসায় ব্যবহার করা যাবে।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : ১০০ মি.গ্রা. দিনে ১ বার।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : এর কোন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীলতায় ব্যবহার করা যাবে না।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : ল্যাকটিক এসিডোসিস এবং লিভারের আকার বৃদ্ধি পেতে পারে এবং স্টিয়াটোসিস হতে পারে। চিকিৎসা পরবর্তী হেপাটাইটিস বি এর অবনতি, অগ্নাশয়ের প্রদাহ এবং ভাইরাল মিউটেস্ট তৈরী হয়ে ওষুধের কার্যকারীতা হ্রাস পেতে পারে। ম্যাজ ম্যাজ ভাব, ক্লান্তি, জ্বর, নাক-কান-গলার ইনফেকশন, গলায় ব্যথা, বমি ভাব, বমি, পেটে অস্বস্তি, ব্যথা, ডায়রিয়া, মাংসপেশীর ব্যথা, অস্থিসন্ধির ব্যথা, মাথা ব্যথা, ত্বকে লালচে দাগ ইত্যাদি হতে পারে।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : ট্রাইমিথোগ্রাম এবং সালফামেথোক্সোজল রক্তে ল্যামিডুডিনের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভাবস্থায় যদি সম্ভাব্য উপকার সম্ভাব্য ক্ষতির চেয়ে বেশী মনে হয়, তখনই ব্যবহার করা যাবে। ল্যামিডুডিন গ্রহণকালে মাকে স্তন্যদান থেকে বিরত থাকা উচিত।

সরবরাহ :

হেপাডির® : ৫ X ৪ টি ট্যাবলেট।

ইমোটিল®

Imotil®

উপাদান : লোপেরামাইড ২ মি.গ্রা. ক্যাপসুল।

নির্দেশনা : তীব্র ও দীর্ঘস্থায়ী উদরাময় রোগে ব্যবহৃত হয়।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য প্রথমত ২টি ক্যাপসুল এবং ৮ বৎসরের অধিক বয়সের শিশুদের জন্য একটি ক্যাপসুল। তার পর প্রতিবার পাতলা পায়খানার পর ১টি ক্যাপসুল খেতে হবে।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : ৪ বৎসরের কম বয়সের শিশুদের ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করা উচিত নয়।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : মাঝে মাঝে প্যারালাইটিক ইলিয়াস,

পেট ফাঁপা, পেটে সংকোচনজনিত ব্যথা দেখা দিতে পারে। অন্যান্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার মধ্যে চর্মরোগ যেমন চামড়ায় চাকা চাকা হওয়া, বমি বমি ভাব, বমি, ক্লান্তিবোধ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অবসন্নতা, ঝাঁমুনি, ঘুম ঘুম ভাব এবং মুখের শুষ্কতা দেখা দিতে পারে।

সরবরাহ :

ইমোটিল® ক্যাপসুল : ২০ X ১০ টি।

ইনটিমেট™

Intimate™

উপাদান

ইনটিমেট™ ৫ ট্যাবলেট: প্রতিটি ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেটে আছে টাডালাফিল ৫ মি.গ্রা.।

ইনটিমেট™ ১০ ট্যাবলেট: প্রতিটি ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেটে আছে টাডালাফিল ১০ মি.গ্রা.।

ইনটিমেট™ ২০ ট্যাবলেট: প্রতিটি ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেটে আছে টাডালাফিল ২০ মি.গ্রা.।

নির্দেশনা: ইনটিমেট™ ইরেকটাইল ডিসফাংশন (ED) এর চিকিৎসায় নির্দেশিত।

সেবনবিধি ও মাত্রা

প্রাথমিকভাবে বেশির ভাগ রোগীর ক্ষেত্রে ইনটিমেট ১০ মি.গ্রা. যৌন উত্তেজনা বৃদ্ধিতে নির্দেশিত হয়।

প্রত্যেক রোগীর সহনশীলতা এবং কার্যক্ষমতা এর উপর নির্ভর করে মাত্রা ২০ মি.গ্রা. পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যেতে পারে অথবা ৫ মি.গ্রা এ কমিয়ে আনা যেতে পারে। বেশির ভাগ রোগীদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাত্রা দিনে একবার।

খাদ্যের সাথে ব্যবহার

ইনটিমেট™ সেবনের উপর খাদ্য গ্রহণের তেমন প্রভাব নেই।

বয়স্ক রোগীর ক্ষেত্রে:

৬৫ বছরের অধিক বয়স্ক রোগীদের ক্ষেত্রে ডোজের সমন্বয় করার প্রয়োজন নেই।

বিরূপ প্রতিক্রিয়া

নাইট্রেটস

নাইট্রেট ব্যবহারকারী রোগীদের ক্ষেত্রে প্রতিনির্দেশনা রয়েছে। ক্লিনিকাল ফার্মাকোলজির গবেষণা থেকে দেখা গেছে, ইনটিমেট™ নাইট্রেট গ্রহণকারী রোগীর ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

হাইপারসেনসিটিভিটি রিএকশন

যে সমস্ত রোগী টাডালাফিল এর প্রতি মারাত্মক

হাইপারসেনসিটিভিটি প্রদর্শন করে তাদের ক্ষেত্রে ইনটিমেট™ নিষিদ্ধ।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: শারীরিক-হাইপারসেনসিটিভিটি রিএকশন যার মধ্যে রয়েছে, র্যাশ, আরটিকারিয়া, ফেশিয়াল, ইডিমা, স্টেভেনস-জনসন সিনড্রম এবং এক্সফোলিয়েটিভ ডার্মাটাইটিস।

কার্ডিওভাসকুলার এবং সেরিব্রোভাসকুলার-মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকসন, সাডেন কার্ডিয়াক ডেথ, আনস্ট্যাবল এনজিনা পেকটোরিস, ডেনট্রিকুলার এরিথমিয়া, স্ট্রোক, ট্রানসিয়েন্ট ইস্কেমিক এটাকস, চেষ্ট পেইন, পালপিটেশনস এবং ট্র্যাকিকার্ডিয়া দেখা দিতে পারে। যে সমস্ত রোগীদের ক্ষেত্রে এইসব ইভেন্টগুলো হতে পারে তাদের পূর্ব হতেই কার্ডিওভাসকুলার ঝুঁকি ছিল। হাইপোটেনশন (হাইপারটেনসিভ এজেন্ট এর সাথে টাডালাফিল নিলে রোগীদের সাধারণত এটি হয়ে থাকে), সাইনকোপ। ত্বক এবং সাবকিউটেনিয়াস টিস্যু- হাইপারহাইড্রোসিস (ঘাম বরা) গ্যাসট্রোইনটেসটিনাল- পেট ব্যথা এবং গ্যাসট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স। নারভাস সিস্টেম- মাইগ্রেন, ট্রানসিয়েন্ট গোবাল এমেনেসিয়া। রেসপিরেটোরি সিস্টেম- ইপিষ্টেক্সিস (নাক দিয়ে রক্ত পড়া)।

স্পেশিয়াল সেনসেস- ব্লাড ভিশন, নিউরোপ্যাথি, রেটিনাল ভেইন অক্লশন, ভিজুয়াল ফিল্ড ডিফেক্ট।

গর্ভাবস্থা এবং স্তন্যদানকালে ব্যবহার: ইনটিমেট™ নবজাতক, শিশু অথবা মহিলাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না।

সতর্কতা

ইনটিমেট™ প্রেসক্রাইব করার পূর্বে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর গুরুত্ব দেয়া উচিত। রোগীর কার্ডিওভাসকুলার স্ট্যাটাস, অন্য ওষুধের সাথে ইন্টার্যাকশন (নাইট্রেটস, আলফ-ব্লকার, এন্টি-হাইপারটেনসিভ এবং CYP3A4 এর ইনহিবিটরস) এবং অ্যালকোহল পান, হঠাৎ দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলা, হঠাৎ শ্রবণ শক্তি হারিয়ে ফেলা, রেনাল ইনসার্ফিসিয়ালি এবং হেপাটিক ইমপেয়ারমেন্ট।

সরবরাহ:

ইনটিমেট™ ৫ ট্যাবলেট: প্রতিটি বাক্সে আছে ৪টি ট্যাবলেট।

ইনটিমেট™ ১০ ট্যাবলেট: প্রতিটি বাক্সে আছে ৪টি ট্যাবলেট।

ইনটিমেট™ ২০ ট্যাবলেট: প্রতিটি বাক্সে আছে ৪টি

ট্যাবলেট।

ইনফ্লাজিক®

Inflagic®

উপাদান : প্রেডনিসোলোন বিপি ৫ মি.গ্রা. এবং ২০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : ১. এডোক্রাইন ডিসঅর্ডার : কনজেনিটাল এড্রেনাল হাইপারপাসিয়া, ক্যানসার জনিত হাইপারক্যালসিমিয়া, নন সাপুরেটিভ থাইরয়েডাইটিস। ২. রিউম্যাটিক ডিসঅর্ডার : সোরিয়াটিক আর্থ্রাইটিস, রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস, এ্যাংকাইলোজিং স্প্যান্ডাইলাইটিস, এ্যাকিউট ননস্পেসিফিক টেনোসাইনোভাইটিস, আঘাত পরবর্তী অস্টিওআর্থ্রাইটিস, এপিকভাইলাইটিস।

৩. কোলাজেন ডিজিস : সিস্টেমিক লুপাস ইরাইদেমেটোসাস, সিস্টেমিক ডারমাটোমায়োসাইটিস, এ্যাকিউট রিউম্যাটিক কার্ডাইটিস। ৪. চর্মরোগ: পেমফিগোস, বুলাস ডারমাটাইটিস হারপেটিফরমিস, স্টিভেন জনসন সিনড্রোম, এক্সফোলিয়েটিভ ডারমাটাইটিস, মাইকোসিস ফাংগোয়েডস, মারাড্রাক সোরিয়াসিস, মারাড্রাক সোরিয়াটিক ডার্মাটাইটিস।

৫. এ্যালার্জি : এ্যালার্জিক রাইনাইটিস, ব্রংকিয়াল এ্যাঞ্জমা, কনটাঙ্ক ডার্মাটাইটিস, সেরাম সিক্‌নেস, ওষুধের অতি সংবেদনশীলতা। ৬. চোখের রোগ : এ্যালার্জিক কর্ণিয়াল আলসার, হারপিস জোস্টার অপথ্যালমিকাস, ইউভিয়াইটিস এবং কোরয়েডাইটিস, কেরাটাইটিস, কোরিওরেটিনাইটিস, আইরাইটিস এবং আইরিডো সাইকাইটিস। ৭. শ্বসনতন্ত্রের রোগ : সারকয়েডোসিস, লোয়েফ্লার সিনড্রোম, বেরিলিওসিস, মারাড্রাক যক্ষ্মায় আক্রান্ত রোগীর ক্ষেত্রে যক্ষ্মার অন্য চিকিৎসার পাশাপাশি, এ্যাসপিরেশন নিউমোনিয়া। ৮. হেমাটোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার : ইডিওপ্যাথিক থ্রম্বোসাইটোপেনিক পারপুরা, সেকেন্ডারী থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া, হেমোলাইটিক এ্যানিমিয়া, কনজেনিটাল হাইপোপাস্টিক এ্যানিমিয়া। ৯. নিওপ্লাস্টিক ডিজিস : লিউকেমিয়া এবং লিম্ফোমা।

১০. ইডেমা জনিত অবস্থা : লুপাস ইরাইদেমেটোসাস অথবা নেশ্রোটিক সিনড্রোম জনিত প্রোটিনিউরিয়ার ক্ষেত্রে ডাইউরেসিস করতে ব্যবহৃত হয়। ১১. গ্যাস্ট্রোইনটেসটিনাল ডিজিস : আলসারেটিভ কোলাইটিস, রিজিওনাল এন্টারাইটিস।

১২. স্নায়ুতন্ত্রের রোগ : মাল্টিপল স্কেলেরোসিস এর লক্ষণসমূহ তীব্র আকারে দেখা দিলে।

১৩. অন্যান্য : টিউবারকুলাস মেনিনজাইটিস, স্নায়ুতন্ত্র অথবা হৃৎপিণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত ট্রাইকিনোসিস।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি: সাধারণভাবে প্রতিদিন ৫ মি.গ্রা. থেকে ৬০ মি.গ্রা. পর্যন্ত বিভাজিত মাত্রায় সেব্য। পরবর্তীতে প্রয়োজন অনুযায়ী মাত্রা সমন্বয় করতে হবে। প্রেডনিসোলনের দীর্ঘ মেয়াদী সেবন প্রয়োজন নয়। ধীরে ধীরে মাত্রা কমিয়ে এর সেবন বন্ধ করতে হবে।

মাল্টিপল স্কেলেরোসিস - প্রতিদিন ২০০ মি.গ্রা. করে ১ সপ্তাহ। এরপর একদিন পর পর ৮০ মি.গ্রা. করে পরবর্তী এক মাস সেবন করতে হবে।

প্রতিনির্দেশনা: ছত্রাক সংক্রমণ এবং অতি সংবেদনশীলতা।

অন্য ওষুধের সাথে বিক্রিয়া: ফেনোবার্বিটাল, ফেনাইটয়েন ও রিফামপিসিন এর সাথে সেবনের ক্ষেত্রে প্রেডনিসোলনের মাত্রা বাড়ানো প্রয়োজন। ট্রিলিডোমাইসিন এবং কিতোকোনাজলের সাথে সেবনের ক্ষেত্রে এর মাত্রা সমন্বয় প্রয়োজন। এছাড়া এ্যাসপিরিন এবং রক্ত জমাটে বাধাদানকারী ওষুধের সাথে সেবনের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: ফ্লুইড এবং ইলেক্ট্রোলাইট : সোডিয়াম রিটেনশন, ফ্লুইড রিটেনশন, কনজেস্টিভ হার্ট ফেইলিউর, হাইপোক্যালেমিক অ্যালক্যালোসিস, হাইপারটেনশন।

অস্থি ও মাংসপেশী: মাংসপেশীর দুর্বলতা, স্টেরয়েড মায়োপ্যাথি, মাংসপেশী শুকিয়ে যাওয়া, অস্টিওপোরোসিস, টেডোন ছিড়ে যাওয়া, ভার্টিব্রাল কম্প্রেশন ফ্র্যাকচার, লম্বা অস্থিসমূহের প্যাথলোজিক্যাল ফ্র্যাকচার।

পাকস্থলী ও পরিপাকতন্ত্র : পারফোরেশন এবং রক্তপাতের সম্ভাবনাসহ পেপটিক আলসার, প্যানক্রিয়েটাইটিস, পেট ফুলে যাওয়া, বিভিন্ন এনজাইম যেমন- অ্যালানিন ট্রান্সঅ্যামাইনেজ অ্যালক্যালাইন ফসফাটেজ ইত্যাদির বেড়ে যাওয়া।

ত্বক : দেরীতে ঘা শুকানো, ত্বক সহজে ফেটে যাওয়া, ত্বকের লালচে দাগ, মুখশ্রীতে লালচে দাগ, অতিরিক্ত ঘাম।

বিপাক : প্রোটিনের ক্যাটাবলিজম বেশী হওয়ার দরুন নাইট্রোজেনের পরিমাণ কমে যাওয়া।

স্নায়ুতন্ত্র : প্যাপিলিডিমাসহ ইন্ট্রাক্রেনিয়াল প্রেসার

বেড়ে যাওয়া, খিঁচুনী, মাথা ঘুরা, মাথা ব্যথা।

এডোক্রাইন : অনিয়মিত মাসিক, কুশিনয়েড স্টেট, শিশুদের দৈহিক বৃদ্ধিতে বাধা, সুপ্ত বহুমূত্র রোগের লক্ষণ।

চোখ : পোস্টেরিয়র সাবক্যাপসুলার ক্যাটারাক্ট, ইন্ট্রাকুলার প্রেসার বৃদ্ধি, গ্লুকোমা, এক্সঅপথ্যালমাস।

অন্যান্য : আর্টিক্যারিয়া এবং অন্যান্য অ্যালার্জি, অ্যাণাফাইলেকটিক এবং অতি সংবেদনশীলতার রিএ্যাকশন।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালীন ব্যবহার: অধিক গুরুত্ব বিবেচনা ব্যতীত এ সকল ক্ষেত্রে এ ওষুধ সেবন করা উচিত নয়।

সরবরাহ :

ইনফ্ল্যাজিক® ৫ ট্যাবলেট: প্রতিটি বাক্সে আছে ১০০ টি ট্যাবলেট। ইনফ্ল্যাজিক® ২০ ট্যাবলেট: প্রতিটি বাক্সে আছে ৫০ টি ট্যাবলেট।

ইপ্রেক্স® ইনহেলার Iprex® Inhaler

উপাদান: ইপ্রাত্রোপিয়াম ব্রোমাইড ২০ মাইক্রোগ্রাম/পাফ।

নির্দেশনা : হাঁপানী এবং ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ যার মধ্যে আছে ক্রনিক ব্রংকাইটিস এবং এমফাইসিমা ইত্যাদি।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : প্রাণ্ডবয়স্ক : ১-২ পাফ (২০ মাইক্রোগ্রাম/প্রতি পাফে) ৩ থেকে ৪ বার প্রতিদিন। শিশু ৬-১২ বৎসর : ১-২ পাফ ২ থেকে ৩ বার প্রতিদিন।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : অতিসংবেদনশীলতা

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : সাধারণ প্রতিক্রিয়া যেমন মুখগহ্বর শুকিয়ে যাওয়া, কাশি, উপসর্গ বেড়ে যাওয়া, মাথা ব্যথা, বমিভাব, চোখে ঝাপসা দেখা এবং গ্রন্থির নিঃসরণ কমে যাওয়া।

সরবরাহ :

ইপ্রেক্স® ইনহেলার : ২০০ পাফস।

ইপ্রেক্স® রেস্পিরেটসলিউশন Iprex® Respirator Solution

উপাদান : ইপ্রাট্রোপিয়াম ব্রোমাইড ২৫০ মাইক্রোগ্রাম/মি.লি. রেস্পিরেটর সলিউশন।

নির্দেশনা : ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ যেমন ক্রনিক ব্রংকাইটিস এবং এমফাইসিমা-জনিত শ্বাসনালীর প্রতিবন্ধকতার চিকিৎসায় নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : প্রাপ্ত বয়স্ক : ০.৪-২ মি.লি. (১০০-৫০০ মাইক্রোগ্রাম) রেস্পিরেটর সলিউশন ০.৯% নরমাল স্যালাইনের সাথে মিশিয়ে অধিকতর তরল করতে হবে যাতে মোট পরিমাণ ২.০-৪.০ মি.লি. হয় এবং দিনে ৪ বার ব্যবহার করতে হবে। শিশু (৩ বছরের উর্ধ্বে) : ০.৪-২ মি.লি. প্রস্তুতকৃত সলিউশন দিনে ৩ বার ব্যবহার করতে হবে।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : ন্যারো অ্যাংগেল গ্লুকোমা, প্রোস্ট্যাটিক হাইপারট্রফি অথবা বাডার-নেক অবস্ট্রাকশন- রোগীদের ক্ষেত্রে সতর্কতার সহিত ব্যবহার করা উচিত।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : মুখ শুকিয়ে যাওয়া, মুখগহবর শুকিয়ে যাওয়া, মাথা ব্যথা, বমি ভাব, মাথা ঝিম্ ঝিম্ ভাব, বাঁপসা দৃষ্টি, গ্রন্থির নিঃসরণ কমে যাওয়া, তন্দ্রাচ্ছন্নভাব, কো-অর্ডিনেশনে অসুবিধা, এবং আলসার।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : প্রেগন্যান্সি ক্যাটাগরি 'বি'।

সরবরাহ : ইপ্রেক্স® রেস্পিরেটর সলিউশন : ২০ মি.লি.।

পার্শ্বিয়াল সিজার

মায়োক্লোনিক সিজার (যাদের শিশুকাল থেকেই মায়োক্লোনিক সিজার রয়েছে)

প্রাথমিক সাধারণ টনিক-ক্লোনিক সিজার

যখন মুখে ওষুধ দেয়া সম্ভব নয় তখন ইরাসেট (লেভেটিরাসেটাম) ইঞ্জেকশন পরিবর্তিত চিকিৎসা হিসেবে নির্দেশিত (১৬ বছরের উপরের রোগীদের ক্ষেত্রে)।

মাত্রা ও প্রয়োগবিধি: ট্যাবলেট: চিকিৎসার শুরুতে দিনে ১,০০০ মি.গ্রা. সেব্য (৫০০ মি.গ্রা. মাত্রায় দিনে ২ বার)। পরবর্তী মাত্রা বৃদ্ধিতে দৈনিক ১,০০০ মি.গ্রা. প্রতি ২ সপ্তাহ অন্তর। সর্বোচ্চ মাত্রা হল দৈনিক ৩,০০০ মি.গ্রা.।

শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার:

বয়স/ওজন	প্রাথমিক মাত্রা (দৈনিক)	বৃদ্ধিপ্রাপ্ত মাত্রা (দৈনিক)
১ মাস - < ৬ মাস	৭ মি.গ্রা./কেজি দিনে দুবার	২১ মি.গ্রা./কেজি দিনে দুবার
৬ মাস - < ৪ বছর	১০ মি.গ্রা./কেজি দিনে দুবার	২৫ মি.গ্রা./কেজি দিনে দুবার
৪ বছর < ১৬ বছর	১০ মি.গ্রা./কেজি দিনে দুবার	৩০ মি.গ্রা./কেজি দিনে দুবার
২০ - ৪০ কেজি ওজনের কিশোর	২৫০ মি.গ্রা. দিনে দুবার	৭৫০ মি.গ্রা. দিনে দুবার

*দৈনিক মাত্রা অবশ্যই প্রতি ২ সপ্তাহ পর বাড়তে হবে

ওজন এর উপর ভিত্তি করে শিশুদের ক্ষেত্রে ইরাসেট ওরাল সলিউশন এর মাত্রা নির্ণয়

দৈনিক সর্বমোট মাত্রা (মি.লি./দিন) = দৈনিক মাত্রা (মি.গ্রা./কেজি/দিন) রোগীর ওজন(কেজি)
১০০ মি.গ্রা./মি.লি.

ইরাসেট™ Iracet™

উপাদান: ইরাসেট™ ২৫০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট: প্রতিটি ট্যাবলেটে রয়েছে লেভেটিরাসেটাম ইউএসপি ২৫০ মি.গ্রা.।

ইরাসেট™ ৫০০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট: প্রতিটি ট্যাবলেটে রয়েছে লেভেটিরাসেটাম ইউএসপি ৫০০ মি.গ্রা.।

ইরাসেট™ ইঞ্জেকশন: প্রতি ৫ মি.লি. অ্যাম্পুলে রয়েছে লেভেটিরাসেটাম ইউএসপি ৫০০ মি.গ্রা.।

নির্দেশনা: ইরাসেট™ (লেভেটিরাসেটাম) নিম্নলিখিত সহায়ক চিকিৎসা হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ইঞ্জেকশন: ইরাসেট™ (লেভেটিরাসেটাম) ইঞ্জেকশন কেবলমাত্র শিরাপথে ব্যবহারের জন্য এবং তা ব্যবহারের পূর্বে তরলায়িত করে নিতে হবে। ইরাসেট™ (লেভেটিরাসেটাম) ইঞ্জেকশন (৫০০ মি.গ্রা./৫ মি.লি.) ১০০ মি.লি. এর সমতুল্য তরলায়িত করে ১৫ মিনিট ধরে শিরা পথে প্রয়োগের উপযোগী করে নিতে

হবে। অধঃক্ষেপ পড়লে অথবা রং পরিবর্তিত হলে তা ব্যবহার করা যাবে না। ইরাসেটTM (লেভেটিরাসেটাম) দ্বারা চিকিৎসা শিরাপথে অথবা মুখে দুইভাবে শুরু করা যেতে পারে।

ইঞ্জেকশনের প্রয়োগবিধি

ইরাসেটTM (লেভেটিরাসেটাম) ইঞ্জেকশন কেবলমাত্র শিরাপথে ব্যবহারের জন্য এবং প্রয়োগের পূর্বে অবশ্যই তরলায়িত করে নিতে হবে।

ছক-১: প্রস্তুতি ও প্রয়োগ

উদাহরণস্বরূপ ১,০০০ মি.গ্রা. মাত্রার জন্য ১০ মি.লি. ইরাসেটTM (লেভেটিরাসেটাম) ইঞ্জেকশন ১০০ মি.লি. এর সমতুল্য করে দ্রাবকে দ্রবীভূত করে ১৫ মিনিট ধরে শিরাপথে প্রয়োগ করতে হবে।

উপযোগিতা এবং স্থায়িত্ব

নিম্নোক্ত দ্রাবক সমূহে দ্রবীভূত করার ক্ষেত্রে ইরাসেটTM (লেভেটিরাসেটাম) ইঞ্জেকশন বাস্তবিকভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং রাসায়নিকভাবে অন্ততঃ ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত স্থিতিশীল থাকে যদি তা পলিভিনাইল কোরাইড (পিভিসি) ব্যাগে নিয়ন্ত্রিতভাবে (১৫০ থেকে ৩০০ সে. তাপমাত্রায়) সংরক্ষণ করা হয়।

দ্রাবকসমূহ

সোডিয়াম ক্লোরাইড (০.৯%) ইঞ্জেকশন ইউএসপি

ল্যাকটেটেড রিংগার সলিউশন

ডেক্সট্রোজ ৫% ইঞ্জেকশন

অন্য এন্টিএপিলাপটিক ওষুধসমূহ

লোরাজিপাম

ডায়াজিপাম

ভ্যালপ্রোয়েট সোডিয়াম

প্রতিনির্দেশনা: কারো সাথে প্রতিনির্দেশিত নয়।

সতর্কতা এবং যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না:

তীব্র অ্যালার্জি, অস্বাভাবিক চিন্তাধারা, গাঢ় বর্ণের মূত্র, সমন্বয় করার মতা হ্রাস, প্রবলভাবে মাথা ঘোরা, বিমুনিভাব, ক্লাস্তিভাব অথবা দুর্বলভাব, জ্বর, শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া, হ্যালুসিনেশন, স্মৃতি হ্রাস, পেশিতে বা ঘাড়ে ব্যথা, নব্য অথবা অনবরত মানসিক সমস্যা, মেজাজ অথবা আচরণের পরিবর্তন, নব্য খিচুনি অথবা খিচুনির অবনতি, ব্যথা, চুলকানি, ইঞ্জেকশনের স্থানে লাল হয়ে যাওয়া, আত্মহত্যার চিন্তাধারা বা প্রবণতা, অস্বাভাবিক কাল শিরা অথবা রক্তরণ, দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, তুচ্ছ অথবা চোখ হলুদ হয়ে যাওয়া।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: বিমুনি, ঘুমঘুমভাব, গলায় ক্ষত

হওয়া, বিরক্তি, ক্লাস্তিভাব, দুর্বলভাব হল কিছু বিরূপ প্রতিক্রিয়া। বিরল ক্ষেত্রে প্রকট অ্যালার্জিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: কোন কার্যকর ওষুধের সাথে এর প্রতিক্রিয়া পরিলভিত হয়নি।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: গর্ভাবস্থায় লেভেটিরাসেটাম এর প্রেগনেসি ক্যাটাগরি-সি।

স্তন্যদানকালে- লেভেটিরাসেটাম সেবনকালে স্তন্যদানকারী মায়েদেও উপর কোন উপাত্ত পাওয়া যায়নি। প্রাণীর উপর গবেষণায় জানা গেছে যে লেভেটিরাসেটাম দুধের সাথে নিঃসৃত হয় এ কারণে লেভেটিরাসেটাম স্তন্যদানকালে প্রতিনির্দেশিত।

সরবরাহ

ইরাসেটTM ২৫০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট: প্রতি বাক্সে রয়েছে ২০ টি ট্যাবলেট ব্লিস্টার প্যাকে।

ইরাসেটTM ৫০০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট: প্রতি বাক্সে রয়েছে ১০ টি ট্যাবলেট ব্লিস্টার প্যাকে।

ইরাসেটTM ইঞ্জেকশন: প্রতি বাক্সে আছে ৬ টি অ্যাম্পুল ব্লিস্টার প্যাকে।

ইভেন্টি[®] চোখের ড্রপস

Iventi[®] Eye Drops

উপাদান: ইভেন্টি[®] ০.৫% চোখের ড্রপস: প্রতি মি.লি. এ আছে মক্সিফ্লক্সাসিন ৫ মি.গ্রা. এর সমতুল্য মক্সিফ্লক্সাসিন হাইড্রোক্লোরাইড আইএনএন।

নির্দেশনা: ইভেন্টি[®] ০.৫% চোখের ড্রপস্ নিম্নলিখিত জীবাণু দ্বারা সৃষ্ট কনজাংটিভার প্রদাহে নির্দেশিত:

এরোবিক গ্রাম-পজিটিভ জীবাণু:

করিনেব্যাকটেরিয়াম স্পিসিজ, মাইক্রোকক্কাস লুটিয়াস, স্ট্যাফাইলোকক্কাস অরিয়াস, স্ট্যাফাইলোকক্কাস ইপিডারমিডিস, স্ট্যাফাইলোকক্কাস হেমোলাইটিকাস, স্ট্যাফাইলোকক্কাস হোমিনিস, স্ট্যাফাইলোকক্কাস ওয়ারনারি, স্ট্রেপটোকক্কাস নিউমোনি, স্ট্রেপটোকক্কাস ভিরিড্যান্স গ্রুপ

এরোবিক গ্রাম-নেগেটিভ জীবাণু:

এ্যাসিনেটোব্যাকটারি লোফি, হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা, হিমোফিলাস প্যারা ইনফ্লুয়েঞ্জা

অন্যান্য জীবাণু:

ক্ল্যামাইডিয়া ট্র্যাকোমাটিস

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি: আক্রান্ত চোখে এক ফোঁটা করে দিনে ৩ বার প্রয়োগ করতে হবে। চিকিৎসার সময়কাল: ৭ দিন।

ষেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না

মক্সিফ্লক্সাসিন, অন্যান্য কুইনোলোন এবং এই ওষুধের অন্যান্য উপাদানের প্রতি সংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে এই ওষুধ ব্যবহার করা যাবে না।

সতর্কতা: অন্য কোন জীবাণুনাশক চোখের ড্রপস্ এর সাথে দীর্ঘদিন ব্যবহারে এই ওষুধ সংবেদনহীন জীবাণুর বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। এক্ষেত্রে এই ওষুধ ব্যবহার বন্ধ করে অন্য ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে। সুবিবেচনার জন্য রোগীকে স্টিল্যাম্প বায়োসাইক্লোস্কোপি এর সাহায্যে এবং যেখানে প্রয়োজ্য সেখানে ফুরেসিন ব্যবহার করে পরীক্ষা করা যেতে পারে। কনজাংটিভার প্রদাহ থাকলে রোগীকে কনটাক্ট লেন্স ব্যবহার না করার পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার:যেহেতু এই ওষুধ গর্ভাবস্থায় ব্যবহারের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত তথ্য পাওয়া যায়নি তাই ঙ্গণের ঝুঁকি ও রোগীর উপকারের কথা বিবেচনা করে এই ওষুধ প্রয়োগ করা উচিত।

মানুষের দুধে মক্সিফ্লক্সাসিন নিঃসৃত হয় কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা হয়নি। তবে ধারণা করা হয় যে এই ওষুধ মানুষের দুধে নিঃসৃত হয়। তাই স্তন্যদানকালে ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: সচরাচর দেখা যায় এমন চোখের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলোর মধ্যে রয়েছে কনজাংটিভার প্রদাহ, দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা হ্রাস, চোখের শুষ্কতা, কর্ণিয়ার প্রদাহ, চোখে অশ্রুভাব, হাইপারেমিয়া, ব্যথা, চুলকানি, সাবকনজাংটিভার রক্তক্ষরণ এবং চোখ দিয়ে পানি পড়া। এসব পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলো ১ থেকে ৬% রোগীর ক্ষেত্রে দেখা যায়।

অন্যান্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলো হল জ্বর, কাশি বৃদ্ধি পাওয়া, মধ্যকর্ণে প্রদাহ, জীবাণু দ্বারা সৃষ্ট রোগের সংক্রমণ, ফ্যারিংগ্ এর প্রদাহ, র্যাশ এবং রাইনাইটিস। এসব পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলো ১-৪% রোগীর ক্ষেত্রে দেখা যায়।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: এই ওষুধের সাথে অন্য ওষুধের প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা করে দেখা হয়নি। মক্সিফ্লক্সাসিন CYP3A4, CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19 অথবা CYP1A2 এর প্রতিবন্ধক নয়।

এ থেকে ধারণা করা হয় যে ষেসব ওষুধের বিপাক সাইটোক্রোম চ৪৫০ আইসোজাইম দ্বারা হয়ে থাকে, মক্সিফ্লক্সাসিন ষেসব ওষুধের ফার্মাকোকাইনেটিক্ এর কোন রকম পরিবর্তন আনে না।

সরবরাহ:ইভেনটি® ০.৫% চোখের ড্রপস্: প্রতিটি পাস্টিক ড্রপার বোতলে রয়েছে ৫ মি.লি. মক্সিফ্লক্সাসিন হাইড্রোক্লোরাইড ০.৫% জীবাণুমুক্ত দ্রবণ।

ইভেনটি® আইভি

Iventi® iv

উপাদান:ইভেনটি® ৪০০ আইভি: ২৫০ মি.লি. জীবাণুমুক্ত সলিউশনে আছে মক্সিফ্লক্সাসিন ৪০০ মি.গ্রা. মক্সিফ্লক্সাসিন হাইড্রোক্লোরাইড বিপি হিসেবে। নির্দেশনা: প্রাপ্ত বয়স্ক (৩৫ ১৮ বছর) ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সংক্রমণ ঘটাতে পারে এমন সংবেদনশীল জীবাণুগুলোর মাধ্যমে সংঘটিত নিম্নলিখিত উপসর্গে মক্সিফ্লক্সাসিন নির্দেশিত-

- অ্যাকিউট ব্যাকটেরিয়াল সাইনুসাইটিস
- অ্যাকিউট ব্যাকটেরিয়াল এক্সসারবেশন অফ ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস
- কমিউনিটি অ্যাকুয়ার্ড নিউমোনিয়া
- ত্বক ও ত্বকের গঠনতন্ত্রে সংক্রমণ: জটিল ও অজটিল ইন্ট্রা-এবডোমিনাল সংক্রমণ

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি: মক্সিফ্লক্সাসিন এর মাত্রা দিনে ১ বার ৪০০ মি.গ্রা. (মুখে সেব্য অথবা আই ভি ইনফিউশন), চিকিৎসার সময়কাল ইনফেকশনের ধরনের উপর নির্ভরশীল যা নিম্নলিখিত ছকে নির্দেশিত-

সংক্রমণ	প্রতি ২৪ ঘন্টার মাত্রা	চিকিৎসার সময়কাল
অ্যাকিউট ব্যাকটেরিয়াল সাইনুসাইটিস	৪০০ মি.গ্রা.	১০ দিন

অ্যাকিউট ব্যাকটেরিয়াল এন্ডসারবেশন অফ ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস	৪০০ মি.গ্রা.	৫ দিন
কমিউনিটি অ্যাকুয়ার্ড নিউমোনিয়া	৪০০ মি.গ্রা.	৭ - ১৪ দিন
অজটিল ত্বক ও ত্বকের গঠনতন্ত্রে সংক্রমণ	৪০০ মি.গ্রা.	৭ দিন
জটিল ত্বক ও ত্বকের গঠনতন্ত্রে সংক্রমণ	৪০০ মি.গ্রা.	৭ - ২১ দিন
জটিল ইন্ট্রা-এবডোমিনাল সংক্রমণ	৪০০ মি.গ্রা.	৫ - ১৪ দিন

ইভেনটি® ৪০০ আইভি শিরাপথে চিকিৎসার ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে ৬০ মিনিট ধরে প্রয়োগ করতে হবে। একসাথে অধিক পরিমাণ অথবা দ্রুত প্রয়োগ করা যাবে না।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: প্রেগন্যান্সি ক্যাটাগরি -সি। যেহেতু গর্ভবতী মহিলাদের উপর পর্যাপ্ত এবং সুনিয়ন্ত্রিত গবেষণা চালানো হয়নি, ড্রাগ ও মায়ের উপর ক্ষতির চেয়ে উপকার বেশি না হলে মস্কিফ্লক্সাসিন ব্যবহার করা উচিত নয়।

শিশুদের ক্ষেত্রে:

শিশুদের ক্ষেত্রে এবং ১৮ বছর বয়সের নিচের কিশোরদের ক্ষেত্রে এ ওষুধের নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

বয়স্কদের ক্ষেত্রে:

ফ্লুরোকুইনোলোন (যেমন- মস্কিফ্লক্সাসিন) সেবনে বয়স্ক রোগীদের ক্ষেত্রে টেন্ডন সংক্রান্ত তীব্র জটিলতা তৈরির ঝুঁকি বৃদ্ধি পায় এমনকি টেন্ডন ছিঁড়েও যেতে পারে। যে সকল রোগী মস্কিফ্লক্সাসিনের সাথে সাথে কার্টিকোস্টেরয়েডও সেবন করেন তাদের ক্ষেত্রে এ ঝুঁকি আরো বৃদ্ধি পায়।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: মস্কিফ্লক্সাসিন (মুখে সেব্য বা শিরাপথে

ব্যবহার অথবা একই সাথে প্রয়োগের ক্ষেত্রে) চিকিৎসায় কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা যায়। সাধারণ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার (১%) মধ্যে রয়েছে মাথাধরা, বমি, ডায়রিয়া, কোষ্ঠকাঠিন্য, পেট ব্যথা, ঝিমুনিভাব এবং নিরুঁম। কিছু ক্ষেত্রে (০.১ থেকে <১%) রক্তে শ্বেত রক্ত কনিকের অভাব, বুক ধড়ফড় করা, হৃদ স্পন্দনের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, হৃদস্পন্দনের হ্রাস, মাথা ঘোরা, টিনিটাস (কানের মধ্যে শব্দ হওয়া যা অন্যেরাও শুনতে পায়), মুখ শুষ্ক হওয়া, পাকস্থলী প্রদাহ, ইডিমা, অসুস্থতারোধ, রক্তে গ্লুকোজের আধিক্য, ক্ষুধামন্দা, রক্তে লিপিডের আধিক্য, রক্তে গ্লুকোজের স্বল্পতা, পানি স্বল্পতা, পিঠে ব্যথা, সন্ধিতে ব্যথা ইত্যাদি।

প্রতিনির্দেশনা

মস্কিফ্লক্সাসিন বা অন্যান্য কুইনোলোন অতি সংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে মস্কিফ্লক্সাসিন প্রতিনির্দেশিত।

অন্যান্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: শিরাপথে ফ্লুরোকুইনোলোন চিকিৎসার সাথে মুখে সেব্য এন্টাসিড, সুলক্রালফেট, মাল্টিভিটামিন, ডিডানোসিন অথবা ধাতব আয়রণের কোন প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি। এরপরও কোন ফ্লুরোকুইনোলোনই বহুযোজী ধাতব আয়রণ (যেমন- ম্যাগনেসিয়াম) সম্বলিত সলিউশনের সাথে একই শিরাপথে ব্যবহার করা উচিত নয়। কুইনোলোন এমনকি মস্কিফ্লক্সাসিনও ওয়ারফেরিনের বা এর উপজাতের এন্টিকোয়াগুলেট প্রভাবকে বাড়িয়ে দেয়। মস্কিফ্লক্সাসিনের ক্লিনিক্যাল এবং প্রি-ক্লিনিক্যাল পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত না হলেও কুইনোলোন ও নন-স্টেরয়ডাল এন্টি-ইনফ্ল্যামেটরি ওষুধের সহপ্রয়োগে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের উত্তেজনা এবং ঝিমুনি হতে পারে। মানবদেহে মস্কিফ্লক্সাসিন এবং অন্য ওষুধের প্রতিক্রিয়ায় ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম শ্রেণী-III এর QTc, বিরতির দীর্ঘায়ন সম্পর্কে সীমিত তথ্য পাওয়া যায়। সেটোলোল যা কিনা এন্টি-অ্যারিথমিকটিক এর সাথে উচ্চ মাত্রার মস্কিফ্লক্সাসিনের শিরাপথে প্রয়োগে কুকুরের ক্ষেত্রে QTc, বিরতির দীর্ঘায়ন পরিলক্ষিত হয়। একারণে মস্কিফ্লক্সাসিনের সাথে শ্রেণী-IA এবং শ্রেণী- III এন্টি-অ্যারিথমিকটিক এর সহপ্রয়োগ বর্জনীয়।

সরবরাহ: ইভেনটি® ৪০০ আইভি: বাস্তবে রক্ষিত ব্যাগে আছে শিরাপথে ইনফিউশন হিসেবে প্রয়োগের জন্য ২৫০ মি.লি. জীবাণুমুক্ত সলিউশন।

ইসোভেন্ট®

Isovent®

উপাদান : মিসোপ্রোস্টল ২০০ ও ৬০০ মাইক্রোগ্রাম ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : আলসাররোধী নির্দেশনা : ইসোভেন্ট® (মিসোপ্রোস্টল) NSAID জনিত গ্যাস্ট্রিক আলসার-এর ঝুঁকি কমাতে নির্দেশিত, বিশেষ করে গ্যাস্ট্রিক আলসারের জটিলতার ঝুঁকি আছে এমন রোগীদের ক্ষেত্রে, যেমন- বয়স এবং অন্য কোন রোগের কারণে দুর্বল রোগী। এছাড়া যাদের আলসারের পূর্ব ইতিহাস আছে, সেসব গ্যাস্ট্রিক আলসার হওয়ার উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ রোগীদের ক্ষেত্রেও নির্দেশিত। NSAID খেরাপী চলাকালীন সময়েই মিসোপ্রোস্টল নেয়া উচিত। NSAID ব্যবহারজনিত গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল ব্যথায় মিসোপ্রোস্টলের কোন ভূমিকা নেই।

প্রসবকালীন নির্দেশনা : প্রসব ত্বরান্বিতকরণ (অসুবিধাজনক সারভাইকাল কন্ডিশনে), প্রসব পরবর্তী রক্তপাত প্রতিরোধ ও চিকিৎসায়।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : আলসাররোধী মাত্রা : প্রাপ্ত বয়স্কদের ক্ষেত্রে : এন,এস,এ,আই,ডি, জনিত গ্যাস্ট্রিক আলসারের ঝুঁকি কমাতে ইসোভেন্ট® (মিসোপ্রোস্টল) ট্যাবলেটের নির্দেশিত মৌখিক ডোজ হচ্ছে ২০০ মাইক্রোগ্রাম দিনে ৪ বার খাবারের সাথে। যদি সহনীয় না হয় সেক্ষেত্রে ১০০ মাইক্রোগ্রাম ডোজ গ্রহণ করা যেতে পারে। ইসোভেন্ট® (মিসোপ্রোস্টল) NSAID খেরাপী চলাকালীন সময়েই চিকিৎসকের নির্দেশমতো গ্রহণ উচিত। ইসোভেন্ট® (মিসোপ্রোস্টল) খাবারের সাথে গ্রহণ করতে হবে এবং দিনের শেষ ডোজটা হওয়া উচিত বিছানায় শোবার সময়। দুর্বল বৃদ্ধের ক্ষেত্রে: দুর্বল বৃদ্ধের রোগীদের ক্ষেত্রে মাত্রা এবং প্রয়োগসূচীতে পরিবর্তন আনার প্রয়োজন পড়ে না, তবে যদি সহ্য না হয়, সেক্ষেত্রে ডোজ কমানো যেতে পারে।

প্রসবকালীন মাত্রা : প্রসব ত্বরান্বিতকরণে : ২৫ মাইক্রোগ্রাম যোনীপথে ৬ ঘন্টা পরপর বা ৫০ মাইক্রোগ্রাম মুখে খেতে হবে ৪ ঘন্টা পরপর। প্রসব পরবর্তী রক্তপাত প্রতিরোধে : ৪০০ মাইক্রোগ্রাম থেকে ৬০০ মাইক্রোগ্রাম মুখে বা পায়ুপথে শিশু প্রসবের অব্যবহিত পরেই। প্রসব পরবর্তী রক্তপাত চিকিৎসায় : ১০০০ মাইক্রোগ্রাম পায়ুপথে অথবা ২০০ মাইক্রোগ্রাম মুখে খাওয়ার পাশাপাশি ৪০০ মাইক্রোগ্রাম জিহ্বার নীচে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল : এই ওষুধটি ডায়রিয়া এবং অন্যান্য গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল সমস্যা ঘটাতে পারে। ডায়রিয়ার ঘটনা কমানোর জন্য ইসোভেন্ট® ট্যাবলেট খাবারের সাথে গ্রহণ করতে হবে এবং ম্যাগনেসিয়াম এন্টাসিড একই সাথে গ্রহণ করা এড়াতে হবে। গাইনিকোলজিক্যাল : গাইনিকোলজিক্যাল সমস্যা যেমন- স্পটিং, ক্রাম্প, হাইপারমেনোরিয়া, মাসিকজনিত সমস্যা এবং ডিসমেনোরিয়া হতে পারে।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : NSAID জনিত আলসারের ঝুঁকি কমাতে গর্ভবতী মহিলাদের মিসোপ্রোস্টল নেয়া উচিত নয়। প্রোস্টাগাভিন-এর প্রতি এলাজি আছে এমন কারো মিসোপ্রোস্টল নেয়া উচিত নয়। যেসব ক্ষেত্রে উচ্চ রক্তচাপজনিত জটিলতা (যেমন-সেরেব্রোভাসকিউলার এবং কার্ডিওভাসকিউলার রোগ) ঘটাতে পারে সেসব ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : কার্ডিয়াক, পালমোনারী ও NSAID ড্রাগের সাথে মিসোপ্রোস্টলের ক্লিনিক্যালি তাৎপর্যপূর্ণ আন্তঃক্রিয়ার কোন প্রমাণ নেই। উচ্চ ডোজের এন্টাসিড মিসোপ্রোস্টলের বায়োএভেইলিবিটিটি হ্রাস করে।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে মিসোপ্রোস্টল প্রতিনির্দেশিত। গর্ভবতী হতে পারে এমন মহিলাদের ক্ষেত্রেও এটা ব্যবহার করা উচিত নয়, যদি না উক্ত রোগীর এন,এস,এ,আই,ডি, খেরাপী প্রয়োজন হয় এবং অনুরূপ ওষুধজনিত গ্যাস্ট্রিক আলসারের উচ্চ ঝুঁকি থাকে।

সরবরাহ : ইসোভেন্ট® ২০০ ট্যাবলেট : ৩০ টি।
ইসোভেন্ট® ৬০০ ট্যাবলেট : ১০ টি।

ইট্রা™

Itra™

উপাদান : ইট্রাকোনাজল ১০০ মি.গ্রা./ ক্যাপসুল।

নির্দেশনা : ক্যানডিডিয়াসিস, পিটাইরিয়াসিস ভারসিকালার, টিনিয়াসিস, হিস্টোপ্লাজমোসিস, ক্রিপ্টোকক্কোসিস রোগসমূহে কার্যকরী। এইডস রোগীদের ছত্রাকের পুনঃ সংক্রমণ প্রতিহত করতে এবং নিউট্রোপেনিয়ায় দীর্ঘদিন যাবৎ আক্রান্ত রোগীদের ছত্রাকের সংক্রমণ প্রতিরোধে এটা কার্যকরী।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : দৈনিক ১০০-২০০ মি.গ্রা.

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :
অতিসংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার উপযোগী নয়। গুরুতর যকৃতের সমস্যায় আক্রান্ত রোগীদের সেবন নিষিদ্ধ।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : বমি বমি ভাব, তলপেটে ব্যথা, ক্ষুধা মন্দা, কোষ্ঠকাঠিন্য, মাথা ব্যথা, ঘুম ঘুম ভাব, যকৃতের উৎসেচক বৃদ্ধি, মাসিক ঋতুস্রাবে অসুবিধা, এলার্জি (প্রেরিটাস, র্যাশ, আর্টিকারিয়া, এনুজিওইডিমা), হেপাটাইটিস এবং কোলিস্টাটিক জন্ডিস, পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি, স্টিভেনস-জনসন সিনড্রোম। অনেক দিনের ব্যবহারে পটাসিয়ামের ঘাটতি, জলাধিক্য এবং চুল পড়া উপসর্গ হতে পারে।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : টারফিনাডিন, অ্যাসটিমাজোল, সিসাপ্রাইড, এইচ এম জি-কোএ রিডাকটেজ প্রতিরোধক যেমন- সিমভাসটাটিন, মুখে সেবনযোগ্য মিডাজোলাম ও ট্রায়াজোলাম এর সাথে ইট্রাকোনাজল গ্রহণ করা উচিত নয়। রিফামপিসিন, ফেনিটইন, ফেনোবার্বিটাল, ডিগল্ডিন এবং ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকারস এর সাথে ইট্রাকোনাজল ব্যবহার করা হলে প্রতিক্রিয়া হতে পারে।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভাবস্থায় এবং স্তন্যদানকালীন সময়ে ব্যবহার নিষিদ্ধ।

সরবরাহ :

ইট্রা™ ক্যাপসুল : ৪ X ৬ টি।

ইভানর™

Ivanor™

উপাদান:

ইভাব্রাডিন হাইড্রোক্লোরাইড আই এন এন যা ইভাব্রাডিন ৫ মি.গ্রা. এর সমতুল্য ট্যাবলেট এবং ইভাব্রাডিন হাইড্রোক্লোরাইড আই এন এন যা ইভাব্রাডিন ৭.৫ মি.গ্রা. এর সমতুল্য ট্যাবলেট।

নির্দেশনা ও ব্যবহারবিধি: ইভাব্রাডিন করোনারী আর্টারী রোগে আক্রান্ত রোগী যাদের সাইনাসের হৃদ স্নাভাবিক তাদের ক্ষেত্রে ত্রণিক স্ট্যাবল এনজিনার উপসর্গ ভিত্তিক চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। এটি নির্দেশিত হয়:

যে সব রোগী বিটা-ব্লকার সহ্য করতে পারে না অথবা যাদের ক্ষেত্রে এর ব্যবহার প্রতি নির্দেশিত

যে সব রোগীদের বিটা-ব্লকার দিয়ে এনজিনা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে না তাদেরকে বিটা-বকারের সাথে কম্বিনেশন হিসেবে দেয়া যেতে পারে এবং যাদের

হৃদস্পন্দনের হার ৬০ বি পি এম এর বেশি।

মাত্রা ও প্রয়োগ বিধি: ইভাব্রাডিন এর প্রারম্ভিক মাত্রা ৫ মি.গ্রা. ট্যাবলেট দৈনিক ২ বার যা পরবর্তীতে ৩-৪ সপ্তাহ চিকিৎসার পর বৃদ্ধি করে ৭.৫ মি.গ্রা. ট্যাবলেট দৈনিক ২ বার করে দেয়া যেতে পারে।

ইভাব্রাডিন এর স্নাভাবিক মাত্রা হল একটি করে ট্যাবলেট দিনে ২ বার সকালে ও রাতে খাবার সময়।

যদি বিশ্রামরত অবস্থায় হৃদস্পন্দনের হার ৫০ বি পি এম এর নিচে নেমে যায় বা ব্রাডিকার্ডিয়া সম্পর্কিত উপসর্গ দেখা দেয় তখন এর মাত্রা কমিয়ে ২.৫ মি.গ্রা. ট্যাবলেট দৈনিক ২ বার (৫ মি.গ্রা. ট্যাবলেটের অর্ধেক দৈনিক ২ বার) এ নিয়ে আসতে হবে। যদি হৃদস্পন্দনের হার ৫০ বি পি এম এর নিচে থাকে অথবা ব্রাডিকার্ডিয়ার উপসর্গ অক্ষুন্ন থাকে তবে চিকিৎসা বন্ধ রাখতে হবে।

বয়ঃবৃদ্ধ: নিম্ন মাত্রা বিবেচনা করতে হবে (২.৫ মি.গ্রা. দৈনিক ২ বার)

বৃদ্ধীয় অপর্থাগুতা: যে সব রোগীদের ক্রিয়াটিনিন ক্লিয়ারেন্স ১৫ মি.লি./মিনিট এর কম তাদের ক্ষেত্রে সাবধানতার সাথে ব্যবহার করতে হবে।

যকৃতের বিকলতা: মাঝারী ধরনের বিকলতার ক্ষেত্রে সাবধানতার সাথে ব্যবহার করতে হবে। তীব্র বিকলতার ক্ষেত্রে এটি প্রতিনির্দেশিত।

শিশু ও কিশোরদের ক্ষেত্রে: নির্দেশিত নয়।

প্রতিনির্দেশনা: যাদের ইভাব্রাডিন বা এর কোনো উপাদানের প্রতি সংবেদনশীলতা আছে, যাদের বিশ্রামরত অবস্থায় হৃদস্পন্দনের হার ৬০ বি পি এম এর নিচে, কার্ডিওজেনিক শক, একিউট মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন, তীব্র নিম্ন রক্তচাপ (<৯০/৫০ মি.লি. মার্কারি), যকৃতের তীব্র অপর্থাগুতা, সাইনাসের অসুস্থতার লক্ষণ, সিনো-অ্যাট্রিয়াল বক, হার্ট ফেইলিওর, পেস মেকার এর উপর নির্ভরশীলতা, আনস্ট্যাবল এনজিনা, ৩য় শ্রেণীর এ-ভি বক আছে এবং শক্তিশালী সাইটোটক্সিক পি-৪৫০ ৩ এ ৪ ইনহিবিটর (যেমন- অ্যাজল এন্টিফাংগালস্, ম্যাক্রোলাইড এন্টিবায়োটিকস্, এইচআইভি প্রটিয়েজ ইনহিবিটরস্) এর সাথে দেয়া যাবে না।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া

যে সব ওষুধ QT- ওয়েভ প্রলম্বিত করে তাদের ব্যবহার নির্দেশিত নয়

কার্ডিওভাসকুলার QT- ওয়েভ প্রলম্বনকারী ওষুধ (যেমন- কুইনিডিন, ডাইসোপাইরামাইড, বেরপ্রিডিল, সোটালল, ইবুট্রিলাইড, এমিওডারন)। নন-

কার্ডিওভাসকুলার QT- ওয়েভ প্রলম্বনকারী ওষুধ (যেমন- পিমোজাইড, জিপ্রাসিডোন, সারটিনডোল, সেফলোকুইন, হ্যালোফেনট্রিন, পেনটামিডিন, সিসাথ্রাইড, আইভি ইরাইথ্রোমাইসিন)

ইভাব্রাডিন এর সাথে কার্ডিওভাসকুলার ও নন-কার্ডিওভাসকুলার QT- ওয়েভ প্রলম্বনকারী ওষুধ এর ব্যবহার পরিহার করতে হবে কারণ হৃদস্পন্দনের হার কমানোর কারণে QT- ওয়েভ প্রলম্বন খারাপের দিকে যেতে পারে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: দৃষ্টি সম্বন্ধীয় রোগ লক্ষণ, ঝাপসা দৃষ্টি, ব্রাডিকার্ডিয়া, ১ম শ্রেণীর এ-ভি বক, ভেন্ট্রিকুলার এক্সট্রাসিস্টোল, মাথাব্যথা, বিমবিমভাব দেখা দিতে পারে।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: গর্ভাবস্থায়: গর্ভবতী মহিলাদের উপর ইভাব্রাডিন এর কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। তাই গর্ভাবস্থায় এটি প্রতিনির্দেশিত। স্তন্যদানকালে: ইভাব্রাডিন প্রাণী দেহে দুধের সাথে নিঃসৃত হয়। তাই স্তন্যদানকালে এর ব্যবহার বন্ধ রাখা উচিত।

সরবরাহ:

ইভানর[™] ৫ ট্যাবলেট : প্রতি বাক্সে আছে ১ X ১০ টি ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেট। ইভানর[™] ৭.৫ ট্যাবলেট : প্রতি বাক্সে আছে ১ X ১০ টি ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেট।

K

ক্যালিন্যাক® ৫০ Kalinac® 50

উপাদান: ডাইক্লোফেনাক পটাশিয়াম বিপি ৫০ মি.গ্রা. ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেট।

নির্দেশনা: নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহে স্বল্পমেয়াদী ব্যবহারের জন্য: আঘাত পরবর্তী ব্যথা, প্রদাহ ও ফোলা, যেমন- মাংসতন্তু ছিঁড়ে যাওয়া বা স্প্রেনইন;

অস্ত্রোপচার পরবর্তী ব্যথা, প্রদাহ ও ফোলা, যেমন- দাঁত ও হাড়ের অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে;

স্ত্রীরাগের ব্যথায়ুক্ত এবং/অথবা প্রদাহের বিভিন্ন অবস্থা, যেমন প্রাইমারী ডিজমেনোরিয়া বা অডেনোমাইটিস;

মেরুদণ্ডের কোন ব্যথা; নন-আর্টিকুলার রিউম্যাটিজম; নাক, কান ও গলার তীব্র ব্যথা ও প্রদাহযুক্ত

সংক্রমণের চিকিৎসায় অনুসঙ্গী হিসেবে, যেমন- ফেরিংগোটনসিলাইটিস, ওটাইটিস। শুধুমাত্র জুরে একে ব্যবহার করা যাবে না।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি: প্রাণ্ড বয়স্ক: প্রাথমিক নির্দেশিত মাত্রা ৫০ মি.গ্রা., অতঃপর প্রয়োজনে ২৫-৫০ মি.গ্রা. প্রতি ৮ ঘণ্টা পর পর।

মাইগ্রেন: প্রাথমিক নির্দেশিত মাত্রা ৫০ মি.গ্রা., অতঃপর প্রয়োজনে ২৫-৫০ মি.গ্রা. ২ ঘণ্টা পর।

সর্বোচ্চ দৈনিক মাত্রা ১৫০ মি.গ্রা. পর্যন্ত।

শিশুদের ক্ষেত্রে (১৪ বছরের বেশি বয়স্ক): দৈনিক সর্বোচ্চ ৭৫ মি.গ্রা. পর্যন্ত বিভক্ত মাত্রায় ব্যবহার্য।

সতর্কতা এবং ষেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: সক্রিয় অথবা সম্ভাব্য পেপটিক আলসার,

পরিপাকতন্ত্রের রক্তক্ষরণ, ডাইক্লোফেনাকের প্রতি সংবেদনশীলদের ক্ষেত্রে ডাইক্লোফেনাক দেয়া যাবে না। যে সমস্ত রোগীর এসপিরিন অথবা অন্য ব্যথা ও প্রদাহবিরোধী ওষুধের প্রতি সংবেদনশীলতার কারণে হাঁপানি, আর্টিকারিয়া অথবা একিউট রাইনাইটিস এর তীব্রতা বাড়ে, সে সমস্ত ক্ষেত্রে ডাইক্লোফেনাক দেয়া যাবে না।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সাধারণত মৃদু ও কম দেখা যায়। বিভিন্ন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার মধ্যে আছে পরিপাক নালীর অস্বস্তি, বমি বমি ভাব, মাথা ব্যথা, মাথা ঘোরা, কানে ভেঁ ভেঁ শব্দ শোনা। তীব্র প্রতিক্রিয়ার মধ্যে আছে পেপটিক আলসার, পেপটিক আলসারে ছিদ্র হওয়া, যেগুলো সাধারণত খুবই কম পরিমাণে দেখা যায়।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: ডাইক্লোফেনাকের অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া নিম্নরূপ:

লিথিয়াম ও ডিগ্লিন: ডাইক্লোফেনাক লিথিয়াম ও ডিগ্লিনের প্লাজমা মাত্রা বৃদ্ধি করতে পারে।

এন্টিকোয়াগুলেন্ট: ডাইক্লোফেনাক ও এন্টিকোয়াগুলেন্ট এর যৌথ প্রয়োগে কিছু ক্ষেত্রে রক্তরণের সম্ভাবনার রিপোর্ট আছে।

সাইক্লোস্পোরিন: সাইক্লোস্পোরিন ও প্রদাহবিরোধী ওষুধের যৌথ ব্যবহারে কিডনীতে বিষক্রিয়ার কিছু ঘটনা পাওয়া গেছে।

মিথোট্রিকজেট: ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মিথোট্রিকজেট ও প্রদাহবিরোধী ওষুধের যৌথ ব্যবহারে কিছু মারাত্মক বিষক্রিয়ার রিপোর্ট পাওয়া গেছে।

মূত্রবর্ধক: বিভিন্ন প্রদাহবিরোধী ওষুধের ব্যবহার মূত্রবর্ধকের কার্যমতায় বাধা দেয়।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: গর্ভাবস্থায় ডাইক্লোফেনাক সেবন যোগ্য নয়। তথাপি অন্য কোন উপায় না থাকলে কেবল মাত্র তখনই ডাইক্লোফেনাক সেব্য। ডাইক্লোফেনাক এর সক্রিয় উপাদান মাতৃদুগ্ধে প্রবেশ করে; কিন্তু প্রবেশ মাত্রা এতই সামান্য যে কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হয় না।

সরবরাহ:

ক্যালিন্যাক® ৫০ ট্যাবলেট: প্রতি বাস্ত্রে আছে ৫০টি ট্যাবলেট ব্লিস্টার প্যাকে।

কেটোরাল®

Ketoral®

উপাদান: কেটোকোনাভল ২০০ মি.গ্রা./ ট্যাবলেট।

নির্দেশনা: ত্বকের উপরের স্তর ও ভিতরের স্তরের ছত্রাকজনিত সকল প্রকার সংক্রমণ চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি: ১টি করে ট্যাবলেট দিনে ২ বার।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: গর্ভবতী মহিলা, স্তন্যদানকারী মায়ের ক্ষেত্রে এবং তীব্র যকৃত রোগে ব্যবহার নিষিদ্ধ। যকৃত কোন প্রকার রোগ থাকলে বা যকৃত এনজাইমের পরিমাণের তারতম্য থাকলে ওষুধটি সতর্কতার সাথে ব্যবহার করা উচিত।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: বমি, বমি বমি ভাব এবং কম সংখ্যক রোগীর বেলায় যকৃতের কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি হতে পারে।

সরবরাহ:

কেটোরাল® ট্যাবলেট: ৪ X ১০ টি।

কে-ওয়ান® এমএম K-One® MM

উপাদান: প্রতিটি অ্যাম্পুলে আছে ০.২ মি.লি সলিউশন যাতে ফাইটোমেনডিওন বিপি ২ মি.গ্রা. বিদ্যমান। এটি ওরাল, আইএম অথবা আইভি ব্যবহারের জন্য (বিশেষতঃ শিশুদের জন্য ব্যবহার্য)।

নির্দেশনা:

নবজাতকের ক্ষেত্রে প্রতিরোধক হিসাবে ও হেমোরাজিক অবস্থায় ব্যবহার্য।

তীব্র হাইপোপ্রোথ্রম্বিনেমিয়ার (ক্লটিং ফ্যাক্টর II, VII, IX | X এর অভাব) কারণে সৃষ্ট হেমোরাজ বা তার ঝুঁকি, কোমারিন জাতীয় অ্যান্টি কোয়াগুলেন্টের

অতিমাত্রায় ব্যবহার, ফিনাইল বিউটাজোন এবং হাইপোভিটামিনোসিস-কে (জন্ডিস, লিভার ও ইন্টেসটাইনের অকার্যকারিতা, দীর্ঘমেয়াদী অ্যান্টিবায়োটিক, সালফোনামাইড, সালফোনামাইড ও স্যালিসাইলেটের ব্যবহার)।

ভিটামিন কে এর অভাবজনিত রক্তক্ষরণে ব্যবহার্য।

সেবনবিধি ও মাত্রা: মৃদু হেমোরাজ বা হেমোরাজের প্রবণতা: নবজাতকের ক্ষেত্রে সাধারণত: জন্মের সঙ্গে সঙ্গে বা সামান্য পরে ২ মি. গ্রা. মাত্রায় মুখে খাওয়াতে হয়। পরবর্তীতে ৪র্থ-৫ম, দিনে ২ মি.গ্রা. ও ২৮ তম-৩০তম দিনে আরো ২ মি.গ্রা. মুখে খাওয়াতে হবে। মুখে খাওয়ানো না গেলে আইভি/আইএম পথে একই মাত্রায় দেয়া যায়। এক বছরের বেশি বয়সের শিশুর ক্ষেত্রে ৫-১০ মি.গ্রা. পর্যন্ত মুখে খাওয়ানো যেতে পারে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: ফাইটোমেনডিওন ইঞ্জেকশন ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু অ্যানাফাইল্যাকটয়েড প্রতিক্রিয়া ও ভেনাস ইরিটেশন এর তথ্য পাওয়া গেছে।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: ভিটামিন কে-১ প্লাসেন্টা বা মায়ের দুধে খুব অল্প পরিমাণে প্রবেশ করে। রোগের ঝুঁকি ও ভিটামিন কে-১ এর প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করে পরামর্শ দেয়া যেতে পারে।

সরবরাহ: কে-ওয়ান এমএম: ৩ X ১ টি।

কপ®

Kop®

উপাদান: কিটোপ্রোফেন ৫০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট, ১০০ ও ২০০ মি.গ্রা. এস আর ক্যাপসুল, ১০০ মি.গ্রা./২ মি.লি. আইএম ইঞ্জেকশন এবং ২.৫% জেল।

নির্দেশনা: প্রদাহী বাত, বাত, এনকাইলজিং স্পন্ডিলাইটিস, বারসাইটিস, টেন্ডিনাইটিস, অস্ত্রোপচারজনিত ব্যথা। বাত জনিত ব্যথা ও কোমল টিস্যুর অন্যান্য ব্যথা ও প্রদাহ নিরোধেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি: কপ® ট্যাবলেটের স্বাভাবিক সেবনমাত্রা হচ্ছে ৫০-১০০ মি.গ্রা.। অস্ত্রের জটিলতা পরিহারের জন্য এটি খাবারের সাথে গ্রহণ করা শ্রেয়। রোগের প্রকৃতি অনুযায়ী কপ® ট্যাবলেটের মাত্রা নির্ধারণ করতে হয়। যেমন - বাতজনিত জটিলতার ক্ষেত্রে দৈনিক ১০০-২০০ মি.গ্রা., ২-৪ টি বিভক্ত মাত্রায়

দেয়া হয়। কপ® ট্যাবলেটের মাত্রা রোগীর প্রয়োজন ও লক্ষণের উপশমের দিক সতর্কতার সাথে বিবেচনা করে নির্ধারণ করা উচিত, যাতে করে রোগীকে সর্বনিম্ন অথচ কার্যকরী মাত্রায় ট্যাবলেট গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া সম্ভব হয়। দৈনিক ৩০০ মি.গ্রা.-এর অধিক মাত্রার কপ® ট্যাবলেট কখনও দেওয়া উচিত নয় কারণ অধিক মাত্রায় কপ® ট্যাবলেটের কার্যকারিতা ও ব্যবহার সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য নেই। কপ® এস আর ক্যাপসুল: রোগের তীব্রতা ও রোগীর ওজন অনুযায়ী ১০০-২০০ মি.গ্রা. দিনে ১ বার। কপ® আই এম ইঞ্জেকশন: তীব্র প্রদাহজনিত ব্যথায় দ্রুত কার্যকারিতার জন্য একটি অথবা দুটি এ্যাম্পুল প্রতিদিন ব্যবহার করতে হবে। কপ® ২.৫% জেল: শুধুমাত্র ব্যথায়ুক্ত স্থান সমূহে স্থানীয়ভাবে ব্যবহার উপযোগী। এটি বিভিন্ন ধরনের আঘাতজনিত এবং ব্যথায় স্বল্প মাত্রার চিকিৎসা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। শিশুদের জন্য কপ® নির্দেশিত নয়।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : যে সমস্ত রোগী কিটোপ্রোফেনের প্রতি অতিমাত্রায় সংবেদনশীল তাদের ক্ষেত্রে কপ® ব্যবহার করা যাবে না। এসপিরিন বা অন্য কোন নন-স্টেরয়েডাল প্রদাহরোধী ওষুধ গ্রহণের ফলে যেসমস্ত রোগীর হাঁপানী বা অন্য কোন এলার্জি জনিত জটিলতা বৃদ্ধির পূর্ব ইতিহাস আছে তাদেরকে কিটোপ্রোফেন দেয়া যাবে না। কিটোপ্রোফেনের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসা নেয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত, কারণ এক্ষেত্রে আন্ত্রিক জটিলতা দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিটোপ্রোফেনের দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহারের ক্ষেত্রে রোগীর লিভার বা যকৃৎের কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা উচিত।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : পরিপাকতন্ত্র সংক্রান্ত যেসব বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায় সেগুলো হচ্ছে বদহজম, অগ্নিমন্দ্য, ক্ষুধামন্দ্য, বমিভাব, বুকজ্বালা ও পেটের গোলমাল। স্নায়ুবিিক বিরূপ প্রতিক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে মাথাব্যথা, মাথা বিম বিম ভাব, তন্দ্রাচ্ছন্নতা, নিদ্রাহীনতা ইত্যাদি। অন্যান্য বিরূপ প্রতিক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে দৃষ্টি সমস্যা, রোচনতন্ত্রের জটিলতা ইত্যাদি।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : রক্তজমাটরোধী ওষুধ কিংবা প্রোমোলাইটিক ওষুধ, হাইড্রোক্লোরোথায়াজাইড, স্যালিসাইলেট ও মিথোট্রেপ্সেট।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভাবস্থায় ব্যবহার না করার পরামর্শ দেয়া হয়ে থাকে। স্তন্যদানকারী মহিলাদের গ্রহণ থেকে বিরত থাকা উচিত।

সরবরাহ :

কপ® ৫০ ট্যাবলেট : ৫ X ১০ টি। কপ® আই এম ইঞ্জেকশন : ২ X ৫ টি। কপ® ২.৫% জেল : ২০ গ্রাম। কপ® ১০০ এস আর ক্যাপসুল : ৫ X ১০ টি। কপ® ২০০ এস আর ক্যাপসুল : ৩ X ১০ টি।

L

ল্যানসো®

Lanso®

উপাদান : ল্যানসোপ্রাজোল ১৫ এবং ৩০ মি.গ্রা. ক্যাপসুল।

নির্দেশনা : ডিওডেনাল আলসার, গ্যাস্ট্রিক আলসার, ক্ষয়কারী ইসোফ্যাগাইটিস, জলিঞ্জার-এলিসন সিন্ড্রোম এবং এইচ. পাইলোরি নির্মূল করতে ব্যবহৃত হয়।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : দিনে ৩০ মি.গ্রা.। রক্ষণমাত্রা হিসাবে ১৫ মি.গ্রা. ব্যবহৃত হয়।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : অতি সংবেদনশীলতা।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সাধারণত মৃদু এবং অস্থায়ী। এগুলোর মধ্যে রয়েছে পরিপাকতন্ত্রে স্বাভাবিক অবস্থার বিঘ্ন ঘটা, মাথা ব্যথা, মাথা বিম্বি বিম্বি করা, অসুস্থবোধ, মুখ বা গলার শুষ্কতা অথবা অল্প স্বাদযুক্ত অনুভূতি ইত্যাদি।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : অন্য ওষুধের সাথে বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভাবস্থায় পরিহার করা উচিত।

সরবরাহ :

ল্যানসো® ১৫ ক্যাপসুল : ৫ X ১০ টি। ল্যানসো® ৩০ ক্যাপসুল : ৫ X ৬ টি।

ল্যাক্সিল®

Laxyl®

উপাদান : ব্রোমাজিপাম ৩ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : উদ্বিগ্ন এবং উদ্বিগ্নজনিত অসুখ যেমন-

আবেগজনিত ডিস্টার্বেন্স, ফাংশনাল ডিস্টার্বেন্স অব কার্ডিওভাসকুলার এবং রেসপিরেটরী সিস্টেম, ফাংশনাল ডিস্টার্বেন্স ইন গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল সিস্টেম, ফাংশনাল ডিস্টার্বেন্স অব জেনিটোইউরিনারী সিস্টেম এবং সাইকোসোম্যাটিক ডিসঅর্ডার।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : ৩ মি.গ্রা. থেকে ১৮ মি.গ্রা. মাত্রা (বিভাজিত করে) প্রতিদিন ব্যবহার করা যেতে পারে।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : ক্রনিক পালমোনারী ইনসার্ফিসিয়েন্সি, ক্রনিক রেনাল ও যকৃৎের রোগ এর ক্ষেত্রে মাত্রা কমাতে হতে পারে। বেনজোডায়াজেপিনের প্রতি সংবেদনশীলতায়, মারাত্মক শ্বাসকষ্টে, ফোবিক এবং অবসেশনাল স্টেট, ক্রনিক সাইকোসিস এসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : সাধারণত পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া যেমন- ঘুম ঘুম ভাব, নিদ্রা, ভারসাম্য লোপ এবং এটাক্সিয়া ইত্যাদি।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভাবস্থায় ব্যবহার করা যাবে না। মাতৃদুগ্ধদানকালে সম্ভব হলে ব্যবহার এড়িয়ে চলা উচিত।

সরবরাহ :

ল্যাক্সিল[®] ট্যাবলেট : ৫ X ১০ টি।

লিব্যাকTM

LebacTM

উপাদান : সেফ্রাডিন ২৫০ ও ৫০০ মি.গ্রা. ক্যাপসুল, ৫০০ মি.গ্রা. ও ১ গ্রাম ইঞ্জেকশন, ১২৫ মি.গ্রা./১.২৫ মি.লি. পেডিয়াট্রিক ড্রপস্, ১২৫ মি.গ্রা./৫ মি.লি. পাউডার ফর সাসপেনশন এবং ২৫০ মি.গ্রা./৫ মি.লি. ফোর্ট পাউডার ফর সাসপেনশন।

নির্দেশনা : ফ্যারিংস-এর প্রদাহ, সাইনাস সমূহের প্রদাহ, মধ্যকর্ণের প্রদাহ, টনসিলের প্রদাহ, লেরিনগো-ট্র্যাকিয়ো-ব্রংকাইটিস, তীব্র এবং দীর্ঘস্থায়ী ব্রংকাই-এর প্রদাহ, লোবার এবং ব্রংকোনিউমোনিয়া, মূত্রথলির প্রদাহ, মূত্রনালীর প্রদাহ, পায়োলোনেফ্রাইটিস, ফোঁড়া, সেলুলাইটিস, ফিউরানকুলোসিস, ইমপেটিগো, ব্যাকটেরিয়া জনিত ডিসেনটারি, অন্ত্রের প্রদাহ, পেরিটোনিয়ামের প্রদাহ, অস্ত্রোপচার পরবর্তী সংক্রমণ প্রতিরোধ।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি : মুখে সেব্য : দৈনিক ১-২ গ্রাম, ২ থেকে ৪টি সমবিভক্ত মাত্রায়। ইঞ্জেকশন : দিনে

২-৪ টি সমবিভক্ত মাত্রায় মাংস পেশীতে অথবা শিরা পথে।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : সেফালোস্পোরিন গ্রুপের এন্টিবায়োটিক-এর প্রতি সংবেদনশীল রোগীদের এটা দেয়া উচিত নয়।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : বমি বমি ভাব, বমি, ডায়রিয়া এবং পেটে অস্বস্তিবোধ। এলার্জিজেনিত প্রতিক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে ত্বকে ফুসকুড়ি, আর্টিকেরিয়া, ইয়োসিনোফিলিয়া, এনজিওইডিমা এবং এ্যানাফাই-লেঞ্জিস। এছাড়া লিভার এনজাইমের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে নিউট্রোপেনিয়া দেখা দিতে পারে। চিকিৎসার পরে অসংবেদনশীল জীবাণু বিশেষতঃ ক্যানডিডা দ্বারা পুনঃসংক্রমণ হতে পারে। স্যুডোমোমব্রেনাস কোলাইটিস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : সঠিক প্রয়োজনীয়তার উপর নির্ভর করে গর্ভাবস্থায় ব্যবহার করা উচিত। স্তন্যদানকারী মায়েরের ক্ষেত্রে সাবধানতার সাথে ব্যবহার করা উচিত।

সরবরাহ : লিব্যাকTM ২৫০ ক্যাপসুল : ১৮ টি। লিব্যাকTM ৫০০ ক্যাপসুল : ৩০ টি। লিব্যাক[®] পাউডার ফর সাসপেনশন : ১০০ মি.লি. প্রয়োজনীয় পরিমাণ শুকনো পাউডার। লিব্যাকTM ফোর্ট পাউডার ফর সাসপেনশন : ১০০ মি.লি. প্রয়োজনীয় পরিমাণ শুকনো পাউডার। লিব্যাকTM ৫০০ ইঞ্জেকশন : ১টি (১ টি ভায়াল + ১ টি ৫ মি.লি. ওয়াটার ফর ইনজেকশন বিপি এর এ্যাম্পুল)। লিব্যাকTM ১ গ্রাম ইঞ্জেকশন : ১টি (১ টি ভায়াল + ১ টি ১০ মি.লি. ওয়াটার ফর ইনজেকশন বিপি এর এ্যাম্পুল + ১টি ১০ মি.লি. ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ)। লিব্যাকTM পেডিয়াট্রিক ড্রপস্ : ১৫ মি.লি. ড্রপস্ প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ শুকনো পাউডার।

লেরোজল[®]

Lerozol[®]

উপাদান : লেট্রোজল ২.৫ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : ইন্সট্রোজেন রিসেপ্টর পজেটিভ স্তনের ক্যান্সার, মহিলাদের ওভুলেশনজনিত বন্ধ্যাত্বে ওভুলেশন ইনডাকসনে ব্যবহৃত হয়।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : স্তন ক্যান্সার : ১টি ট্যাবলেট দিনে একবার করে। ওভুলেশন ইনডাকসন : প্রতিদিন ১টি ট্যাবলেট মাসিকের ৩য় দিন থেকে শুরু করে ৭ম দিন পর্যন্ত।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :
অতিসংবেদনশীলতা।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : প্রেগন্যান্সি
ক্যাটাগরি-ডি।

শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার : নির্দেশিত নয়।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : হাত-পা জ্বালাপোড়া, ওজন বৃদ্ধি,
বমি বমি ভাব, রক্তস্রাব।

সরবরাহ :

লোরোজল[®] ট্যাবলেট : ১ X ৫ টি।

লিডোTM

LidoTM

উপাদান:লিডোTM স্প্রে: প্রতি স্প্রে সরবরাহ করে
লিডোকেইন বিপি ১০ মি.গ্রা.।

ব্যবহার: টপিক্যাল চেতনানাশকারী হিসেবে লিডোTM
(লিডোকেইন) নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়-

নাক, কান ও গলার ছোট ছোট অস্ত্রোপচারের সময়
ব্যথারোধক হিসেবে।

দাঁতের চিকিৎসার সময় ব্যথা বা অস্বস্তি প্রতিরোধে
(যেমন- ইঞ্জেকশন দেবার আগে) কেন্দ্রীয়
চেতনানাশের সময় কাশি প্রতিরোধ করতে

বাচ্চা প্রসবের চূড়ান্ত ধাপে পেরিনিয়ারের কাটা ও
সেলাইয়ের পূর্বে ব্যথা রোধ করতে

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি: প্রতি স্প্রে ১০ মি.গ্রা.
লিডোকেইন সরবরাহ করে। সর্বোচ্চ মাত্রা হচ্ছে ২০
স্প্রে (২০০ মি.গ্রা.)

দাঁতের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক মাত্রা হচ্ছে ১-৫ স্প্রে। মুখের
প্রতি কোয়ার্টারে ২টি করে স্প্রে দিতে হবে। ৩০ মি.
সময়ে সর্বোচ্চ ৩টি স্প্রে দেয়া যাবে।

সাইনাসের চিকিৎসায় ৩টি স্প্রে ব্যবহৃত হয়।

গলা ও বায়ুনালীর ক্ষেত্রে ২০ স্প্রে পর্যন্ত প্রয়োজন
হতে পারে।

বাচ্চা প্রসবের সময় ২০ স্প্রে পর্যন্ত প্রয়োজন হতে
পারে।

৩-১২ বছর বয়সী বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ডোজ কমাতে
হবে। ৩ বৎসরের ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে লিডোকেইন
স্প্রে নির্দেশিত নয়।

মাত্রাধিক্যতা: মাথা হালকা বোধ হওয়া, তন্দ্রাচ্ছন্নতা,
মাথা ঘোরা, ঝাপসা দৃষ্টি, ঝুঁকিপূর্ণ মাত্রাধিক্যের সময়
শরীর কাঁপা, সিজার বা অচেতন হওয়ার ঘটনা ঘটতে
পারে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: ত্বকের চুলকানি, ঝাঁমুনি, শ্বাস-প্রশ্বাসে
কষ্ট, বুকে ব্যথা, মারাত্মক চুলকানি, বেশি ঘাম হওয়া
এবং অনুভূতিহীনতা।

প্রতিনির্দেশনা: যেসব রোগীদের মাইঅ্যাসথেনিয়া
থ্রোম্বোসিস, মৃগীরোগ, ত্রুটিপূর্ণ হৃদপিণ্ড বা যকৃতের ক্ষয়
হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে প্রতিনির্দেশিত।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: এ সম্পর্কে কোন
গবেষণা করা হয়নি। চিকিৎসকের নির্দেশমত গর্ভবতী
মহিলাদের দেয়া যাবে। মাতৃদুগ্ধে লিডোকেইন সামান্য
নিঃসৃত হতে পারে, তবে ক্ষতির সম্ভাবনা কম।

সরবরাহ: লিডোTM স্প্রে: প্রতি বাস্কে আছে একটি
কাঁচের বোতল। প্রতি বোতলে আছে ৩০ মি.লি.
সলিউশন (৩০০ স্প্রে)।

লেভোকার[®]

Levocar[®]

উপাদান : লেভোকারনিটিন ৩৩০ মি.গ্রা./ট্যাবলেট ও
৫০০ মি.গ্রা./৫ মি.লি. সলিউশন।

নির্দেশনা : ত্রুটিক ফ্যাটিগু সিনড্রম, হৃদরোগ,
কনজেস্টিভ হার্ট ফেইলিওর, কিডনি ডিজিজ, রক্তে
উচ্চ কলেস্টেরল মাত্রা, ইন্টারমিটেন্ট কডিফিকেশন,
স্মৃতি ভ্রষ্টতা এবং মেমরী ইমপেয়ারমেন্ট, ডন সিনড্রম,
পুরুষের বন্ধ্যাত্ব এবং হাইপার-থাইরয়ডিজম।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : লেভোকার[®] ট্যাবলেট: প্রাণ্ড
বয়স্ক: দুইটি ৩৩০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট দিনে দুই বা
তিনবার। ক্লিনিক্যাল রেসপন্সের উপর সঠিক মাত্রা
নির্ভরশীল।

লেভোকার[®] সলিউশন : প্রাণ্ড বয়স্ক : দিনে ১০ থেকে
৩০ মি.লি. বিভক্ত মাত্রায়। উচ্চ মাত্রাপ্রয়োগের সময়
সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। প্রারম্ভিক মাত্রা
১০ মি.গ্রা. থেকে সহ্যক্ষমতা এবং কার্যকারিতার
উপর নির্ভর করে মাত্রা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি করতে হবে।
নবজাতক ও শিশু : ৫০ থেকে ১০০ মি.লি./কেজি/
দিন। প্রারম্ভিক মাত্রা ৫০ মি.গ্রা./কেজি/দিন থেকে
ধীরে ধীরে বৃদ্ধি সর্বোচ্চ ৩০ মি.গ্রা./কেজি/দিন দেয়া
যেতে পারে। উচ্চমাত্রা সাবধানতা সহকারে ব্যবহার
করতে হবে।

লেভোকার[®] সলিউশন পানীয়ের বা তরল খাবারের
সাথে মিশিয়ে কিংবা কোন কিছু ছাড়া গ্রহণ করা যাবে।
মাত্রা সারাদিনে সুমমভাবে বিভক্ত মাত্রায় গ্রহণ করতে
হবে এবং খাবারের সাথে কিংবা খাবারের পরে সেবন

করা উত্তম।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : কিডনী-অসমকার্যকরী রোগীদের ক্ষেত্রে মুখে সেব্য লেভোস্টারনিটিনের নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা মূল্যায়িত হয়নি। যে সকল রোগীদের কিডনীর তীব্র অসমকার্যকারিতা থাকে অথবা ইএসআরডি রোগী যারা ডায়লাইসিস এর উপর নির্ভরশীল তাদের ক্ষেত্রে শরীরে বেশি মাত্রায় মুখে সেব্য লেভোস্টারনিটিনের দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহারে বিষাক্ত মেটাবোলাইট যেমন ট্রাইমিথাইলঅ্যামিন (টিএমএ) এবং ট্রাইমিথাইলঅ্যামিন-এন-অক্সাইড (টিএমএও) জমা হতে পারে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : সাধারণতঃ লেভোস্টারনিটিন সুসহনীয়। তথাপি কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া যেমন ক্ষনস্থায়ী বমি বমি ভাব বা বমি, অ্যাবডোমিনাল ক্রাম্পস এবং ডায়রিয়া হতে পারে।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকারী মায়েদের উপর তেমন কোন পরীক্ষা হয়নি। কেবলমাত্র সুনির্দিষ্ট প্রয়োজন হলেই গর্ভাবস্থায় এটি ব্যবহার করা উচিত। স্তন্যদানকারী মায়েদের শিশুকে বুকের দুধ দেয়া থেকে বিরত থাকা উচিত অথ বা লেভোস্টারনিটিন সেবন থেকে বিরত থাকা উচিত।

সরবরাহ :

লেভোস্টার® ট্যাবলেট: ৫ X ৬ টি।

লেভোস্টার® সলিউশন: ১০০ মি.লি.।

লিভোস্টার™

Levostar™

উপাদান : লিভোসালবিউটামল ১ মি.গ্রা. ও ২ মি.গ্রা. ট্যাবলেট এবং ১ মি.গ্রা./৫ মি.লি. সিরাপ।

নির্দেশনা : রিভার্সিবল অবস্ট্রাকটিভ এয়ারওয়ে ডিজিজ আছে এমন- প্রাপ্তবয়স্ক ও ৬ বছর বা তদুর্ধ্বা শিশুদের ব্রঙ্কোস্পাজম-এর চিকিৎসায় অথবা প্রতিরোধে নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : ট্যাবলেট- প্রাপ্তবয়স্ক ও যাদের বয়স ১২ বছরের উর্ধ্ব: ১-২ মি.গ্রা. দিনে ৩ বার। শিশু (৬-১১ বছর)- ১ মি.গ্রা. দিনে ৩ বার। সিরাপ- প্রাপ্তবয়স্ক: ৫-১০ মি.লি. দিনে ৩ বার। শিশু (৬-১১ বছর): ৫ মি.লি. দিনে ৩ বার।

পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া : হাইপোক্যালেমিয়া, হৃদস্পন্দন বেড়ে যাওয়া, অস্থিপেশীর স্ফূষ্ণ কাঁপুনি, মাংসপেশীর ঝিঁচুনি,

বমি ভাব, বমি, বুক জ্বালাপোড়া বা পেটের উপরিভাগে ব্যথা, ডায়রিয়া, স্নায়ুিক দুর্বলতা, মাথা ব্যথা, মাথা ঝিম্ ঝিম্ ভাব, অবসাদ এবং ঘুম ঘুম ভাব।

প্রতি নির্দেশনা : এর যে কোন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীলতা।

অন্যান্য গুণুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : সিমপ্যাথোমিমেটিক ব্রংকোডাইলেটরস অথবা ইপিনেফ্রিন।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : প্রত্যাশিত সুফলের মাত্রা, ঙ্গনের ক্ষতির সম্ভাবনা থেকে বেশী প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হলেই কেবল গর্ভাবস্থায় ব্যবহার করা উচিত। স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে সতর্কতার সহিত ব্যবহার করা উচিত।

সরবরাহ :

লেভোস্টার™ ট্যাবলেট: ১০ X ১০ টি। লেভোস্টার™ ২ ট্যাবলেট : ৫ X ১০ টি। লেভোস্টার™ সিরাপ : ৫০ মি.লি. ও ১০০ মি.লি.।

লেভোস্টার™ ইনহেলার

Levostar™ Inhaler

উপাদান : লিভোসালবিউটামল ৫০ মাইক্রোগ্রাম/পাফ ইনহেলার।

নির্দেশনা : রিভার্সিবল অবস্ট্রাকটিভ এয়ারওয়ে ডিজিজ আছে এমন- প্রাপ্তবয়স্ক ও ৪ বছর বা তদুর্ধ্বা শিশুদের ব্রঙ্কোস্পাজম-এর চিকিৎসায় অথবা প্রতিরোধে নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : প্রাপ্ত বয়স্ক ও শিশুদের (৪ বছরের উর্ধ্ব) ক্ষেত্রে: ১ অথবা ২ পাফ করে দৈনিক ৩-৪ বার (চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী)।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : এর যে কোন উপাদানের প্রতি অতি সংবেদনশীলতা।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : শরীরে পটাসিয়ামের মাত্রা কমে যাওয়া, হৃদস্পন্দন বেড়ে যাওয়া, মাংসপেশীর স্ফূষ্ণ কাঁপুনি ইত্যাদি।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : ঙ্গনের প্রতি ঝুঁকির সাথে সম্ভাব্য লাভের বিষয়টি যাচাই করে এই গুণুধ গর্ভাবস্থায় ব্যবহার করা উচিত। স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে সতর্কতার সহিত ব্যবহার করা উচিত।

সরবরাহ :

লিভোস্টার™ ইনহেলার : ২০০ পাফস।

লিপিরেড™

Lipired™

উপাদান : ফেনোফাইব্রেট ২০০ মি.গ্রা. ক্যাপসুল ও ১৬০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট ।

নির্দেশনা : ফ্লেডরিকসন টাইপ IIa, IIb, III, IV এবং V হাইপারলিপিডিমিয়া রোগীর চিকিৎসায় খাদ্য নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি প্রয়োগ করা হয় ।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : ১টি ২০০ মি.গ্রা. ক্যাপসুল বা ১ টি ১৬০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট দিনে একবার ।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : যকৃতের এবং বৃক্কের তীব্র অকার্যকারিতা, প্রাথমিক বিলিয়ারী সিরোসিস এবং যেসব রোগীর লিভার ফাংশন সর্বদা অজানা কারণে অন্বাভাবিক, আগে থেকে ছিল এমন পিত্তথলির অসুখ এবং যারা ফেনোফাইব্রেটের প্রতি অতিসংবেদনশীল ।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : হেপাটাইটিস, পিত্তথলির পাথর, পিত্তথলির প্রদাহ, যকৃতের বৃদ্ধি, মাংসপেশীর ব্যথা, মাংসপেশীর দুর্বলতা, র্যাবডোমায়োলাইসিস, আলোক সংবেদনশীলতা, একজিমা, পেরিফেরাল ইডিমা, এনজিনা, বুক ধড়ফড়, নাড়ীর গতি বৃদ্ধি এবং মাইগ্রেন ।

অন্যান্য গুণুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : ওরাল এন্টিকোয়াগুলেন্ট এবং সাইকোম্পোরিন ।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : যদি গর্ভস্থ সন্তানের ঝুঁকির চেয়ে উপকার বেশী হয় তবে সতর্কতার সাথে গর্ভাবস্থায় ব্যবহার করা যেতে পারে । নার্সিং মায়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না ।

সরবরাহ :

লিপিরেড™ ক্যাপসুল : ৩ X ১০ টি ।

লিপিরেড™ ট্যাবলেট : ৩ X ১০ টি ।

লিভুওয়েল®

Livwel®

উপাদান: প্রতি ৫ মি.লি (এক চা চামচ) সিরাপে আছে লিভুওয়েল সিরাপ-এ আছে-

ভিটামিন এ (রেটিনল পালমিটেট) ৪২৫ আই. ইউ., ভিটামিন এ (বিটা কেেরোটিন) ৪২৫ আই. ইউ., ভিটামিন সি ৬৭.৫০ মি.গ্রা. , ভিটামিন ডিও ১৩৭.৫০ আই. ইউ. ভিটামিন ই ১০ আই. ইউ., ভিটামিন বি ১ মি.গ্রা. রিবোফ্লাবিন মি.গ্রা., নিয়াসিন ৫ মি.গ্রা., ভিটামিন বি ড ২০ মি.গ্রা., ফলিক এসিড

৬৭.৫০ মাইক্রোগ্রাম, ভিটামিন ১২ ৩ মাইক্রোগ্রাম, বায়োটিন ৩২.৫০ মাইক্রোগ্রাম, প্যানটোটেনিক এসিড ৩.৫০ মি.গ্রা., ক্যালসিয়াম ২৭.৫০ মি.গ্রা., আয়োডিন ২৫ মাইক্রোগ্রাম, ম্যাগনেসিয়াম ৭.৫ মি.গ্রা. , জিংক ২.৫০ মি.গ্রা., সেলেনিয়াম ১৭.৫০ মাইক্রোগ্রাম, ম্যাঙ্গানিজ ০.৭৫ মি.গ্রা., ক্রোমিয়াম ৩.৫০ মাইক্রোগ্রাম, পটাসিয়াম ৭ মি.গ্রা., প্যারা-অ্যামিনো বেনজয়িক এসিড ০.৫০ মি.গ্রা., ইনোসিটল ১০ মি.গ্রা., কোলিন ৪.১১৪ মি.গ্রা.

নির্দেশনা: লিভুওয়েল সিরাপ ভিটামিন ও মিনারেলের ঘাটতিপূরণে নিম্নোক্তদের ক্ষেত্রে নির্দেশিত:-
প্রাণুবয়স্ক ব্যক্তি (যারা নিয়মিত সুষম খাদ্য গ্রহণ করেন না বা ট্যাবলেট ও ক্যাপসুল গ্রহণ করতে পারে না বা তাদের শরীরের জন্য সহনীয় নয়) ।
সকল বয়সের শিশু ।

সেবনবিধি ও মাত্রা:

বয়স্কদের জন্য : ৩-৪ চা চামচ প্রতিদিন

৪-১২ বছর বয়সের শিশুদের জন্য : ২-৩ চা-চামচ প্রতিদিন

১-৪ বছর বয়সের শিশুদের জন্য : ১-২ চা-চামচ প্রতিদিন

১ বছর বয়সের শিশুদের জন্য : ১ চা-চামচ প্রতিদিন অথবা চিকিৎসকের পরামর্শমতে ব্যবহার্য ।

সতর্কতা ও যে সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: ডাক্তারের পরামর্শ ব্যতীত মাত্রাধিক অথবা দীর্ঘ দিন এই গুণুধটি গ্রহণ করা উচিত নয় । এই গুণুধটির সক্রিয় উপাদানগুলোর কোনটির প্রতি অতি সংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে প্রতিনির্দেশিত ।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: সাধারণ মাত্রায় সহনীয় ।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: এই সম্পর্কিত কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি ।

সরবরাহ: লিভুওয়েল® সিরাপ ১০০ মি.লি. : প্রতিটি বোতলে আছে ১০০ মি.লি. সিরাপ এবং সাথে একটি পরিমাপক কাপ । লিভুওয়েল® সিরাপ ২০০ মি.লি. : প্রতিটি বোতলে আছে ২০০ মি.লি. সিরাপ এবং সাথে একটি পরিমাপক কাপ ।

লোকুলার® চোখের ড্রপস

Locular® Eye Drops

উপাদান : ব্রিমোনিডিন টারট্রেট ০.২% চোখের ড্রপস্।

নির্দেশনা : ওপেন-এ্যাংগেল গ্লুকোমা, অকুলার হাইপারটেনশন।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : আক্রান্ত চোখে এক ফোঁটা করে দিনে ৩ বার ব্যবহার করতে হবে।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : ব্রিমোনিডিন টারট্রেটের প্রতি অতি সংবেদনশীলতা এবং মনো-এমাইনো অক্সিডেজ ইনহিবিটর গ্রহণকারী রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : মুখে শুষ্কতা, অকুলার হাইপাইরেমিয়া, জ্বলুনি এবং শূল ফোঁটা, মাথা ব্যথা, চোখের ঝাপসা হওয়া, বহিঃস্থ কোন কিছু দ্বারা আক্রান্ত হবার অনুভূতি, অবসাদ/তন্দ্রাচ্ছন্নভাব, চোখের এলার্জিক প্রতিক্রিয়া, আলোক সংবেদনশীলতা, চোখের পাতার ইরাইথেমা, চোখে অস্বস্তি।

অন্য ঔষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : বিটা ব্লকার, উচ্চ রক্তচাপ রোধী ঔষুধসমূহ, কার্ডিয়াক গ্লাইকোসাইড এবং ট্রাইসাইক্লিক এন্টিডিপ্রেসেন্টস্।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : জ্ঞপের ক্ষতি থেকে মায়ের উপকৃত হবার সম্ভাবনা বেশী থাকলেই কেবল মাত্র গর্ভাবস্থায় ব্যবহার করা যেতে পারে। স্তন্যদানকারী মায়েরদের ক্ষেত্রে সতর্কতার সহিত ব্যবহার করা উচিত।

সরবরাহ :

লোকুলার[®] চোখের ড্রপস্ : ৫ মি.লি.।

লোরাসেফ[®]

Loracef[®]

উপাদান : সেফাক্সোর ৫০০ মি.গ্রা. ক্যাপসুল, ১২৫ মি.গ্রা./৫ মি.লি. সাসপেনশন, ১২৫ মি.গ্রা./১.২৫ মি.লি. পেডিয়াট্রিক ড্রপস্।

নির্দেশনা : নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস্, ফ্যারিংজাইটিস্, টনসিল এবং সাইনাস-এর প্রদাহ, মধ্যকর্ণের প্রদাহ, ত্বক ও কোমল কোষকলার সংক্রমণসমূহ এবং মূত্রনালীর সংক্রমণসমূহ, যেমন - পায়েলোনোফ্লাইটিস্ এবং সিসটাইটিস্।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য: ২৫০ মি.গ্রা. করে প্রতি ৮ ঘণ্টা অন্তর। শিশু : ২০ মি.গ্রা./কেজি দিনে বিভক্ত মাত্রায় প্রতি ৮ ঘণ্টা অন্তর।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : এর প্রতি অতি সংবেদনশীলতা। মূত্রে গুরুতর গোলযোগ এর ক্ষেত্রে সাবধানতার সাথে প্রয়োগ করা উচিত।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : ডায়রিয়া, বমি বমি ভাব এবং বমি, ইরাপশন, প্রেরিটিস্, আর্টিকারিয়া, ইয়োসিনোফিলিয়া, থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া, সামান্য লিম্ফোসাইটোসিস এবং লিউকোপেনিয়া, সামান্য হেপাটাইটিস্, কখনো কখনো কোলেস্ট্যাটিক জন্ডিস এবং এ এস টি, এ এল টি ও এলকালাইন ফসফেট-এর মাত্রার সামান্য বৃদ্ধি ঘটে। রিভারসিবল নেফ্রাইটিস্, কখনো কখনো অতিক্রিয়া, নার্ভাসনেস, কনফিউশন, হাইপারটোনিয়া, ডিজনেস, হ্যালুসিনেশন এবং সোমনোলেন্স হতে দেখা গেছে।

অন্য ঔষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : এমাইনোগ্লাইকোসাইড এন্টিবায়োটিক, যেমন জেন্টামাইসিন এবং টেব্রামাইসিন স্ট্রু নেফ্রোটক্সিসিটি সেফালোস্পোরিন দ্বারা বেড়ে যেতে পারে।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভাবস্থায় এবং স্তন্যদানকালে ঔষুধটির ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

সরবরাহ : লোরাসেফ[®] ৫০০ ক্যাপসুল : ৬ টি। লোরাসেফ[®] পাউডার ফর সাসপেনশন : ১০০ মি.লি. সাসপেনশন তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ শুষ্ক পাউডার। লোরাসেফ[®] পেডিয়াট্রিক ড্রপস্ : ১৫ মি.লি. ড্রপস্ তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ শুষ্ক পাউডার।

লোরাটিন[®]

Loratin[®]

উপাদান : লোরাটাডিন ১০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট, ১০ মি.গ্রা. ওরালী ডিসপারসিবল ট্যাবলেট এবং ৫ মি.গ্রা./৫ মি.লি. সাসপেনশন।

নির্দেশনা : এলার্জিক রাইনাইটিস্, (সিজনাল এবং পেরিনিয়াল) ক্রনিক আর্টিকেরিয়া (চর্ম এলার্জি সহ)।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : বয়স্ক এবং ৬ বৎসরের বেশী বয়সের শিশুদের জন্য : একটি লোরাটিন[®] ১০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট অথবা একটি লোরাটিন[®] ফাস্ট ১০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট অথবা দুই চা চামচ (১০ মি.লি.) লোরাটিন[®] সাসপেনশন প্রতিদিন একবার। ২ থেকে ৫ বৎসরের শিশুদের ক্ষেত্রে: অর্ধেক লোরাটিন[®] ফাস্ট (৫ মি.গ্রা.) দিনে ১ বার অথবা ১ চা চামচ (৫ মি.গ্রা.) লোরাটিন[®] সাসপেনশন প্রতিদিন একবার। লোরাটাডিন ২

বৎসরের নীচে বাচ্চাদের জন্য নির্দেশিত নয়।
সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : লোরাটাদিন এর প্রতি যাদের অতিমাত্রায় সংবেদনশীলতা রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : তন্দ্রাচ্ছন্নতা, এন্টি-কলিনার্জিক প্রতিক্রিয়া, ক্লাস্তিবোধ, বমি বমি ভাব, মাথা ব্যথা, ট্যাকিকার্ডিয়া এবং সিনকোপ দেখা যেতে পারে।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে অতীব প্রয়োজনীয়তা না থাকলে লোরাটাদিন গ্রহণ করা উচিত নয়। লোরাটাদিন মায়ের দুধের সাথে নিঃসৃত হয়। তাই স্তন্যদানকারী মায়েরদের ক্ষেত্রে ইহা নির্দেশিত নয়।

সরবরাহ :

লোরাটিন[®] ট্যাবলেট : ১০ X ১০ টি। লোরাটিন[®] ফাস্ট ট্যাবলেট : ১০ X ১০ টি। লোরাটিন[®] সাসপেনশন : ৬০ মি.লি.।

লোরাটিন[®] প্লাস Loratin[®] Plus

উপাদান : লোরাটাদিন ১০ মি.গ্রা. এবং সুডোএফিড্রিন সালফেট ২৪০ মি.গ্রা./ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : লোরাটিন[®] প্লাস ট্যাবলেট সিজনাল এবং পেরেনিয়াল এ্যালার্জিক রাইনাইটিসের লক্ষণসমূহ প্রশমনে নির্দেশিত। লোরাটিন[®] প্লাস এ্যালার্জিক রাইনাইটিস অথবা উর্দ্ধ শ্বাসনালীর অন্য কোন এলার্জিক কারণে নাক দিয়ে পানি পড়া, হাঁচি, চোখ চুলকানো ও পানি পড়া, ন্যাজাল কনজেশন, নাক ও গলায় চুলকানো, সাধারণ সর্দির লক্ষণসমূহ এবং সাইনোসাইটিসের কারণে সাইনাসের চাপ বৃদ্ধি সাময়িকভাবে দূর করে।

সেবন মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : পূর্ণবয়স্ক ও ১২ বছর এবং তদূর্ধ্ব বয়সী শিশু : লোরাটিন[®] প্লাস : ১টি করে ট্যাবলেট দিনে ১ বার। ১২ বছরের নীচের বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে এই ওষুধের কার্যকারিতা ও নিরাপত্তা এখন পর্যন্ত প্রমাণিত হয়নি।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : এই ট্যাবলেটের যে কোন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীলতার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না। তীব্র উচ্চরক্তচাপ, মারাত্মক করোনারী ধমনীর রোগে

আক্রান্ত রোগী। উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস মেলিটাস, ইস্ট্রিমিক হার্ট ডিজিজ, উচ্চ ইন্ট্রাঅকুলার চাপ, হাইপার থাইরয়েডিজম, রেনাল ইমপেয়ারমেন্ট অথবা প্রস্টেটিক হাইপারট্রোফি। যকৃতের সমস্যা যুক্ত রোগীর ক্ষেত্রে এই ওষুধ পরিহার করা উচিত।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : লোরাটাদিন- সুডোএফিড্রিন সালফেট ট্যাবলেট সাধারণত সুসহনীয়। সাধারণ পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে মাথা ব্যথা, বমি বমি ভাব, মাথা ঘোরা, নিদ্রাহীনতা, শুষ্ক মুখগহ্বর, ঘুম-ঘুম ভাব, নার্ভাসনেস, কাস্তি, বদ হজম, ক্ষুধামন্দা, পিপাসা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভাবস্থায় : প্রাণীদের ক্ষেত্রে এই ওষুধের কোন টেরাটোজেনিক প্রভাবের প্রমাণ পাওয়া যায়নি। শুধুমাত্র অত্যধিক প্রয়োজন মনে হলেই গর্ভাবস্থায় ব্যবহার করা যেতে পারে। স্তন্যদানকালে : মাতৃদুগ্ধে এই কনসেন্ট্রেশন নিঃসৃত হয় কিনা তা এখন পর্যন্ত জানা যায়নি। তদুপরি স্তন্যদানকারী মায়েরদের ক্ষেত্রে এই ওষুধ ব্যবহার করা হয়েছে।

সরবরাহ :

লোরাটিন[®] প্লাস ট্যাবলেট : ৫ X ১০টি।

লুবটিয়ার[®] চোখের ড্রপস

Lubtear[®] Eye Drops

উপাদান : ডেক্সট্রান ৭০ ইউএসপি ০.১% এবং হাইপ্রোমেলেজ ইউএসপি ০.৩% জীবাণুমুক্ত দ্রবন
নির্দেশনা : লুব্রিকেন্ট এবং কৃত্রিম চোখের পানি হিসেবে, প্রদাহজনিত চোখের সমস্যায়, চোখে পানির অভাব বা মিউকাস নিঃসরণে। লুবটিয়ার[®] চোখের ড্রপস কেরাটোপেকিং/কটিকাইটিস জনিত শুষ্কতার রোগীদের কর্ণিয়ার ক্ষতি প্রতিরোধে ব্যবহৃত হয়। এটি চোখের শুষ্কতার জন্য জ্বালাযন্ত্রণা এবং অন্যান্য প্রদাহের বিরুদ্ধে রক্ষাকারক হিসেবে সাময়িক উপশমের জন্য ব্যবহার করা হয়।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি : প্রাপ্ত বয়স্ক, শিশু এবং বয়স্কদের ক্ষেত্রে:

এক বা দুই ড্রপস দিনে তিনবার নির্দেশনা অনুযায়ী বা প্রয়োজনে ব্যবহার করতে হবে।

প্রতিনির্দেশনা : বেনজালকোনিয়াম ক্লোরাইড বিপি উপস্থিতির কারণে কন্টাক্ট লেন্স ব্যবহারকারীদের

ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না।

সতর্কতা: যদি চোখের জ্বালপোড়া ভাব থাকে বা অবস্থার উন্নতি না হয়, তবে ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: এ ওষুধ ব্যবহারে কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় নি। যদি পরিলক্ষিত হয় তাহলে ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: গর্ভাবস্থায় ব্যবহারের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত তথ্য পাওয়া যায়নি। সুতরাং গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহার করতে হবে।

সরবরাহ: লুবটিয়ার® চোখের ড্রপস: প্রতিটি বোতলে রয়েছে ১০ মি.লি. ডেক্সট্রান ৭০ ইউএসপি এবং হাইপ্রোমেলোজ ইউএসপি এর জীবাণু মুক্ত দ্রবণ।

লুমাস্ট™

Lumast™

উপাদান: প্রতিটি ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেটে রয়েছে রফুমিলাস্ট আইএনএন ৫০০ মাইক্রোগ্রাম।

নির্দেশনা: স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রসারকের সাথে সহযোগী ওষুধ হিসেবে।

প্রাপ্ত বয়স্কদের ক্ষেত্রে: দীর্ঘদিন যাবৎ ফুসফুসের তীব্র প্রতিবন্ধককারী রোগ এবং এর সাথে ফুসফুসের প্রদাহ থাকলে মেনট্যানেস থেরাপী হিসেবে কার্যকরী।

মাত্রা ও সেবনবিধি: দৈনিক ১টি ট্যাবলেট (৫০০ মাইক্রোগ্রাম); খাবারের সাথে কিংবা আগে বা পরে সেবন করা যেতে পারে।

যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: রফুমিলাস্ট বা ওষুধটির অন্যকোন উপাদানের প্রতি অতিমাত্রায় সংবেদনশীল হলে। মাঝারী থেকে তীব্র যকৃতের সমস্যা থাকলে।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : রফুমিলাস্টের মেটাবলিভজমের ধরনের জন্য এর সাথে শক্তিশালী CYP450 এর প্রভাবকারী ওষুধ (রিফামপিসিন, ফেনোবারবিটল, কারবামাজিপাইন, ফিনাইটইন) নির্দেশিত নয়।

রফুমিলাস্ট CYP3A4 প্রতিরোধী কিংবা CYP3A4 এবং CYP1A2 প্রতিরোধী ওষুধের সাথে (ইরাইপ্রোমাইসিন, কিটোকোনাজল, ফ্লুডস্লামিন, এনস্লামসিন,সিমেথিডিন) একই সময়ে ব্যবহার করলে ইহার সিস্টেমিক মাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে। এর ফলে

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে।

রফুমিলাস্ট জন্মনিয়ন্ত্রণকারী ওষুধের সাথে (যার মধ্যে জেসটুভেন এবং ইথিনাইল এস্ট্রাডিওল রয়েছে) ব্যবহার করলে অধিক পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হতে পারে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:

সাধারণ: অবসাদ।

বিপাক ও পুষ্টিগত সমস্যা: ক্ষুধামন্দা, ওজন কমা।

পেশী কঙ্কাল ও যোজক কলার সমস্যা: পিঠে ব্যথা, পেশীর সংকোচন।

স্নায়ুতন্ত্রের সমস্যা: মাথাঘোরা, মাথা ব্যথা ও কাঁপুনি।

মানসিক সমস্যা: উদ্বেগতা, বিষণ্ণতা, নিদ্রাহীনতা।

মাত্রা ভুলে গেলে: কোন মাত্রা ভুলে গেলে যত দ্রুত সম্ভব পরবর্তী মাত্রা গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় পরবর্তী মাত্রা সেবন করতে হবে। কোন অবস্থাতেই একই সময়ে দুটি ট্যাবলেট সেবন নির্দেশিত নয়।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: প্রেগন্যান্সী ক্যাটাগরী-সি।

সরবরাহ: লুমাস্ট™ ট্যাবলেট: প্রতি বাক্সে রয়েছে ৩০টি ট্যাবলেট।

লুমারটেম®

Lumertam®

উপাদান : আরটিমিথার আইএনএন ২০ মি.গ্রা. এবং লুমের্ফেনট্রিন আইএনএন ১২০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিপেরাম জনিত ম্যালেরিয়া বা বিভিন্ন ধরনের মিশ্র ম্যালেরিয়া যেখানে প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিপেরামও দায়ী সে ধরনের ক্ষেত্রে এবং ক্ষেত্রে বিশেষে জরুরী ভিত্তিতে ম্যালেরিয়া চিকিৎসায় লুমারটেম® নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :

ম্যালেরিয়া রোগীদের সাধারণত খাদ্য গ্রহণে অনীহা দেখা যায়। তাই লুমারটেম এর সাথে সাথে রোগীদের চর্বিজাত বা তরল (যেমন-দুধ) খাবার খাওয়ানো উচিত। ওষুধ খাবার এক ঘন্টার মধ্যে বমি হলে ওষুধটি আবার খাওয়াতে হবে।

লুমারটেম এর কাল্পিত ফল পেতে হলে তিনদিনে মোট ৬ বার খেতে হবে।

৩৫ কেজির উর্ধ্ব শিশু এবং প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য:

প্রাথমিক রোগ নির্ণয়ের সময় ৪টি ট্যাবলেট তারপর

আট ঘন্টা পর আরও ৪টি ট্যাবলেট খাওয়াতে হবে। অতঃপর পরবর্তী দুইদিন প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় ৪টি করে ট্যাবলেট খাওয়াতে হবে। (মোট ২৪টি ট্যাবলেট)

৫-১৫ কেজি ওজনের শিশুদের ক্ষেত্রে:

প্রাথমিক রোগ নির্ণয়ের সময় ১টি ট্যাবলেট তারপর আট ঘন্টা পর আরও ১টি ট্যাবলেট খাওয়াতে হবে। অতঃপর পরবর্তী দুইদিন প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় ১টি করে ট্যাবলেট খাওয়াতে হবে। (মোট ৬টি ট্যাবলেট)

১৫-২৫ কেজি ওজনের শিশুদের ক্ষেত্রে

প্রাথমিক রোগ নির্ণয়ের সময় ২টি ট্যাবলেট তারপর আটঘন্টা পর আরও ২টি ট্যাবলেট খাওয়াতে হবে। অতঃপর পরবর্তী দুইদিন প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় ২টি করে ট্যাবলেট খাওয়াতে হবে। (মোট ১২টি ট্যাবলেট)

২৫-৩৫ কেজি ওজনের শিশুদের ক্ষেত্রে:

প্রাথমিক রোগ নির্ণয়ের সময় ৩টি ট্যাবলেট তারপর আটঘন্টা পর আরও তিনটি ট্যাবলেট খাওয়াতে হবে। অতঃপর পরবর্তী দুইদিন প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় তিনটি করে ট্যাবলেট খাওয়াতে হবে। (মোট ১৮টি ট্যাবলেট)

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : সংবেদনশীলতার ক্ষেত্রে; তীব্র ম্যালেরিয়ায় যাদের ক্ষেত্রে ইলেকট্রোলাইট ভারসাম্যহীনতা দেখা যায়।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : লুমারটেম[®] সুসহনীয় এবং পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার মাত্রা সাধারণত স্বল্প থেকে মাঝারী ধরনের হতে পারে।

বিশেষ সতর্কতা : লুমারটেম[®] ম্যালেরিয়া প্রতিরোধক হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না। তাছাড়া সেরিব্রাল ম্যালেরিয়ার ক্ষেত্রেও এটি ব্যবহার করা উচিত নয়।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভাবস্থায় প্রথম ৩ মাসে এটি নির্দেশিত নয়। স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করা যাবে না। তবে কেবল মাত্র যদি সুফল ঝুঁকির তুলনায় বেশী হয় তখনই ওষুধ গ্রহণের ২৮ দিনের মধ্যে স্তন্যদান করা যাবে।

সরবরাহ :

লুমারটেম[®] ট্যাবলেট : ৬ X ৪ টি।

M

ম্যাগান্টা[®] প্লাস Maganta[®] Plus

উপাদান: (মেগালড্রেট ইউএসপি ৪৮০ মি.গ্রা. ও সিমিথিকন ইউএসপি ২০ মি.গ্রা.)/ট্যাবলেট এবং (মেগালড্রেট ইউএসপি ৪৮০ মি.গ্রা. ও সিমিথিকন ইউএসপি ২০ মি.গ্রা.)/৫ মি.লি. সাসপেনসন।

নির্দেশনা: অম্লাধিক্য, গ্যাস্ট্রিক ও ডিওডেনাল আলসার, গ্যাস্ট্রাইটিস, বুকজ্বালা, বদহজম, গ্যাস্ট্রোসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স। এছাড়া পেট ফাঁপা, পেট ফোলা এবং খাদ্যনালীতে বায়ুজনিত ব্যথারোধে নির্দেশিত।

মাত্রা ও সেবনবিধি: ম্যাগান্টা[®] প্লাস ট্যাবলেট: ১-৪ টি চুষে খাওয়ার ট্যাবলেট, আহারের ২০-৬০ মিনিট পরে এবং রাতে ঘুমানোর আগে অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

ম্যাগান্টা[®] প্লাস সাসপেনসন: ২-৪ চা-চামচ, আহারের ২০-৬০ মিনিট পরে এবং রাতে ঘুমানোর আগে অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

প্রতি নির্দেশনা: রুদ্র আন্ড্রিকনালী, বৃক্কীয় অকার্যকারিতা, এপেন্ডিসাইটিস, দীর্ঘস্থায়ী ডায়রিয়া, এ্যালুমিনিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও সিমিথিকন এর প্রতি অতিসংবেদনশীলতা।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: কোষ্ঠকাঠিন্য, ডায়রিয়া, অস্ত্রে ব্যথা।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: প্রেগন্যান্সি ক্যাটাগরি-সি, তাই গর্ভাবস্থায় প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করতে হবে। দীর্ঘদিন উচ্চ মাত্রায় সেবন পরিহার করা উচিত। শিশুদের ক্ষেত্রে যথাযথ রোগ নিরূপণ না হওয়া পর্যন্ত ৬ বছরের কম বয়সের শিশুদের ক্ষেত্রে নির্দেশিত নয়।

সরবরাহ:

ম্যাগান্টা[®] প্লাস ট্যাবলেট: প্রতিটি বাক্সে আছে ১০০ টি চুষে খাওয়ার ট্যাবলেট। ম্যাগান্টা[®] প্লাস সাসপেনসন: প্রতিটি পেট বোতলে আছে ২০০ মি.লি. সাসপেনসন।

ম্যালাসাইড[®]

Malacide[®]

উপাদান : সালফাডক্সিন ৫০০ মি.গ্রা. এবং পাইরিমিথামিন ২৫ মি.গ্রা./ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : ম্যালেরিয়া চিকিৎসা ও প্রতিরোধে ব্যবহৃত হয়।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য : ২-৩ টি ট্যাবলেট একক মাত্রায়। অপ্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য : ৪ বছরের নীচে - ১/২ ট্যাবলেট, ৪-৮ বছর পর্যন্ত - ১ টি ট্যাবলেট এবং ৯-১৪ বছর পর্যন্ত - ২ টি ট্যাবলেট।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : যাদের বৃক্ক অকার্যকর, যকৃতের প্যারেনকাইমা ক্ষতিগ্রস্ত এবং রক্তের ডিসক্রাসিয়া আছে তাদের ক্ষেত্রে প্রতিরোধক চিকিৎসা এটা দ্বারা করা যাবে না। কোন মিউকোকিউটেনিয়াস উপসর্গ যদি দেখা দেয় যেমন, প্রুইটাইটস, ইরাইথেমা, ফুসকুড়ি, মাড়ি ও মুখ গহ্বরে ঘা, অথবা ফ্যারিংগস এ সংক্রমণ দেখা গেলেই চিকিৎসা বন্ধ করতে হবে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : কখনো কখনো ত্বক এবং পরিপাকতন্ত্রে কিছু অসুবিধা দেখা দিতে পারে।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : ফোলেট জাতীয় ওষুধের সঙ্গে সহব্যবহারে ফলিক এসিডের বিপাক বেশ বিঘ্নিত হতে পারে।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : সদ্য প্রসূত বাচ্চা ও গর্ভবতী মহিলাদের এবং সালফোনামাইডের প্রতি অতিসংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার নিষিদ্ধ। দুগ্ধদানকারী মায়ের জন্য প্রযোজ্য নয়।

সরবরাহ :

ম্যালাসাইড[®] ট্যাবলেট : ৫ X ৬ টি।

মেভিনTM

MevinTM

উপাদান : মেভিনTM ট্যাবলেট: প্রতিটি ট্যাবলেটে আছে মেবেভেরিন হাইড্রোক্লোরাইড বিপি ১৩৫ মি.গ্রা.।

নির্দেশনা : অস্ত্রের অস্থিকর লক্ষণসমূহ হতে পরিত্রাণের জন্য এবং অন্যান্য অবস্থাসমূহে এর ব্যবহার যেমন- দীর্ঘমেয়াদী যন্ত্রনাদায়ক কোলন, স্প্যাস্টিক কোষ্ঠকাঠিন্য, মলাশয়ের প্রদাহ, পেটের শূলবেদনা, খিল ধরা ও দীর্ঘস্থায়ী অনির্ধারিত ডায়রিয়া।

মাত্রা ও সেবনবিধি: প্রাপ্তবয়স্ক, বার্ধক্য এবং ১০ বছরের বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে: ১টি করে ট্যাবলেট দিনে ৩ বার। মেবেভেরিন খাওয়ার ২০ মিনিট পূর্বে

সেবন সবচেয়ে কার্যকরী।

ব্যবহারের কয়েক সপ্তাহ পরে কাজিত ফলাফল পাওয়া গেলে মাত্রা ধীরে ধীরে কমানো যেতে পারে। কোন মাত্রা বাদ গেলে যত দ্রুত সম্ভব মাত্রাটি সেবন করা উচিত। পরবর্তী মাত্রার সময় হলে বাদ যাওয়া মাত্রাটি পরিহার করতে হবে এবং সেবনবিধি অনুযায়ী নিয়মিত সেবন করতে হবে। কোনভাবেই মাত্রা দ্বিগুণ করা যাবে না।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ও সতর্কতা:

সাধারণত মেবেভেরিন সুসহনীয়। তদুপরি স্কিন র্যাশ, আরটিকেরিয়া এবং এনজিওইডিমার মত কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। পোরফাইরিয়া অথবা মেবেভেরিন বা অন্য কোন ওষুধের প্রতি এলার্জি খাকলে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

প্রতি নির্দেশনা: প্রতি নির্দেশনার ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়ার কোন তথ্য এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: প্রাণীর উপর পরীক্ষার কোন টেরাটোজেনেসিটি দেখা যায়নি। তদুপরি গর্ভাবস্থায় ব্যবহারকালে সাধারণ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। নির্দেশিত মাত্রায় মেবেভেরিন মাতৃদুগ্ধে নিঃসরিত হয় না।

শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার: ১০ বছরের নিচের বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে মেবেভেরিন নির্দেশিত নয়।

সরবরাহ: মেভিনTM ট্যাবলেট: প্রতি বাক্সে রয়েছে ৫০টি ট্যাবলেট ব্লিস্টার প্যাকে।

ম্যাক্সসেফ[®]

Maxcef[®]

উপাদান : সেফোটেক্সিম ২৫০ মি.গ্রা., ৫০০ মি.গ্রা. এবং ১ গ্রাম আইএম/আইভি ইন্জেকশন।

নির্দেশনা : তীব্র এবং দীর্ঘস্থায়ী ব্রুক্কাইটিস, ব্যাকটেরিয়াল নিউমোনিয়া, ব্রুক্কায়েকট্যাসিস, ফুসফুসে পানি জমা এবং অপারেশন পরবর্তী চেস্ট ইনফেকশনস, তীব্র এবং দীর্ঘস্থায়ী পায়েলোনেফ্রাইটিস, মূত্রাশয়ের প্রদাহ এবং লক্ষণহীন ব্যাকটেরিইউরিয়া, কোষ প্রদাহ, পেরিটোনাইটিস এবং ইনফেকশন জনিত ক্ষতি; অস্টিওমায়োলাইটিস, সেপটিক আর্থ্রাইটিস, গনোরিয়া, মেনিনজাইটিস এবং অন্যান্য সংবেদনশীল সংক্রমণ, যেখানে এন্টিবায়োটিক দ্বারা চিকিৎসার ফলে সুফল

পাওয়া যায় এবং প্রতিরোধক চিকিৎসায়, প্রতিরোধক হিসেবে সেফোটেক্সিম দেয়া হলে সার্জারি পরবর্তী সংক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কমে যায়।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : প্রাণুবয়স্ক : মৃদু থেকে মাঝারি ধরনের সংক্রমণের ক্ষেত্রে ১ গ্রাম করে ১২ ঘন্টা অন্তর। তীব্র সংক্রমণের ক্ষেত্রে মাত্রা দিনে ১২ গ্রাম পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যেতে পারে যা ৩-৪টি সমবিভক্ত মাত্রায় দিতে হবে। শিশু : সাধারণ মাত্রা দৈনিক ১০০-১৫০ মি.গ্রা./কেজি/দিন, ২ থেকে ৪টি সমবিভক্ত মাত্রায় দিতে হবে। নবজাতক: নির্দেশিত মাত্রা- ৫০ মি.গ্রা./কেজি ২ থেকে ৪টি সমবিভক্ত মাত্রায় দিতে হবে।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : সংবেদনশীল রোগীদের এটা দেয়া উচিত নয় এবং বৃক্কের অকার্যকারিতায় সতর্কতার সাথে ব্যবহার করা উচিত।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : সেফোটেক্সিম একটি সহনীয় ওষুধ এবং পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সচরাচর দেখা যায় না। পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে ক্যানডিডিয়েসিস, র্যাস, যকৃতের ট্রান্সঅ্যামাইনেজ অথবা অ্যালকালাই ফসফেট এর মৃদু বৃদ্ধি এবং ডায়রিয়া।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : অন্যান্য সেফালোস্পোরিন এবং এমাইনোগ্লাইকোসাইড জাতীয় এন্টিবায়োটিক এর সাথে দিলে নেফ্রোটক্সিসিটি এর সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেতে পারে।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভবর্তী মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়তার উপর নির্ভর করে ব্যবহার করা উচিত। সেফালোস্পোরিন মাতৃদুগ্ধে নিঃসরিত হয় বলে স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে সাবধানতার সাথে ব্যবহার করা উচিত।

সরবরাহ :

ম্যাক্সসেফ® (সেফোটেক্সিম) ২৫০ মি.গ্রা. আইএম/আইভি ইঞ্জেকশন: প্রতি বাস্তে আছে ২৫০ মি.গ্রা. সেফোটেক্সিম ইউএসপি (সেফোটেক্সিম সোডিয়াম হিসাবে) এর একটি ভায়াল এবং এর সাথে রয়েছে ৫ মি.লি. ওয়াটার ফর ইঞ্জেকশন বিপি এর একটি এ্যাম্পুল।

ম্যাক্সসেফ® (সেফোটেক্সিম) ৫০০ মি.গ্রা. আইএম/আইভি ইঞ্জেকশন: প্রতি বাস্তে আছে ৫০০ মি.গ্রা. সেফোটেক্সিম ইউএসপি (সেফোটেক্সিম সোডিয়াম হিসাবে) এর একটি ভায়াল এবং এর সাথে রয়েছে ১০ মি.লি. ওয়াটার ফর ইঞ্জেকশন বিপি এর একটি

এ্যাম্পুল।

ম্যাক্সসেফ® (সেফোটেক্সিম) ১ গ্রাম আইএম/আইভি ইঞ্জেকশন: প্রতি বাস্তে আছে ১ গ্রাম সেফোটেক্সিম ইউএসপি (সেফোটেক্সিম সোডিয়াম হিসাবে) এর একটি ভায়াল এবং এর সাথে রয়েছে ১০ মি.লি. ওয়াটার ফর ইঞ্জেকশন বিপি এর একটি এ্যাম্পুল।

ম্যাক্সপাইম®

Maxpime®

উপাদান: সেফিপাইম ৫০০ মি.গ্রা. আইএম/আইভি, ১ গ্রাম আইএম/আইভি এবং ২ গ্রাম আইভি ইঞ্জেকশন।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি: প্রাণুবয়স্ক এবং শিশুদের ক্ষেত্রে নির্দেশিত মাত্রা এবং প্রয়োগ পথ নিম্নে দেয়া হলো। শিরাপথে প্রয়োগের ক্ষেত্রে সেফিপাইম ৩০ মিনিট ধরে প্রয়োগ করা উচিত।

ইনফেকশনের স্থান এবং ধরণ	মাত্রা	ফ্রিকোয়েন্সি	চিকিৎসাকাল
মাঝারি থেকে তীব্র ধরণের নিউমোনিয়া	১-২ গ্রাম আইভি	প্রতি ১২ ঘন্টায়	১০ দিন
ফেব্রাইল নিট্রোপেনিক এর রোগী	২ গ্রাম আইভি	প্রতি ১২ ঘন্টায়	৭ দিন
মাঝারি থেকে তীব্র সাধারণ এবং জটিল মূত্রনালীর সংক্রমণ, পাইলোনেফ্রাইটিস	০.৫-১ গ্রাম আইএম/আইভি	প্রতি ১২ ঘন্টায়	৭-১০ দিন
তীব্র সাধারণ এবং জটিল মূত্রনালীর সংক্রমণ, পাইলোনেফ্রাইটিস	২ গ্রাম আইভি	প্রতি ১২ ঘন্টায়	১০ দিন
মাঝারি থেকে তীব্র সাধারণ ত্বক ও কোমল কলার সংক্রমণ	২ গ্রাম আইভি	প্রতি ১২ ঘন্টায়	১০ দিন
জটিল ধরণের ইন্ট্রাবের্ডমিনাল সংক্রমণ	২ গ্রাম আইভি	প্রতি ১২ ঘন্টায়	৭-১০ দিন

শিশুদের ক্ষেত্রে মাত্রা (২ মাস থেকে ১৬ বছর)ঃ

শিশুদের ক্ষেত্রে মাত্রা বয়স্কদের মাত্রা অতিক্রম করা উচিত নয়। ৪০ কেজি ওজনের শিশুর সাধারণ এবং জটিল মূত্র নালীর সংক্রমণ (পাইলোনেফ্রাইটিস),

সাধারণ ত্বক ও কোমল টিস্যুর সংক্রমণ এবং নিউমোনিয়ার ক্ষেত্রে নির্দেশিত মাত্রা হচ্ছে ৫০ মি.গ্রা./কেজি/দিন প্রতি ১২ ঘন্টায়, নিট্রোপেনিক রোগীর ক্ষেত্রে ৫০ মি.গ্রা./কেজি/দিন প্রতি ৮ ঘন্টায় এবং চিকিৎসাকাল উপরের ছকে দেয়া সময় অনুযায়ী।

ব্যবহার প্রণালী: ম্যান্সপাইম* ৫০০ মি.গ্রা. ইঞ্জেকশন: আইএম প্রয়োগের ক্ষেত্রে: ৫০০ মি.গ্রা. ভায়ালে ১.৫ মি.লি. স্টেরাইল ওয়াটার ফর ইঞ্জেকশন মেশান এবং পাউডার মিশে স্বচ্ছ সলিউশন হওয়ার আগ পর্যন্ত ঝাকাতে থাকুন।

আইভি প্রয়োগের ক্ষেত্রে: ৫০০ মি.গ্রা. ভায়ালে ৫ মি.লি. স্টেরাইল ওয়াটার ফর ইঞ্জেকশন মেশান এবং পাউডার মিশে স্বচ্ছ দ্রবন হওয়ার আগ পর্যন্ত ঝাকাতে থাকুন। মিশ্রিত সলিউশন ধীরে ধীরে প্রায় ৩০ মিনিট সময় ধরে রোগীর দেহে প্রয়োগ করা উচিত।

ম্যান্সপাইম* ১ গ্রাম ইঞ্জেকশন:

আইএম প্রয়োগের ক্ষেত্রে: ১ গ্রাম ভায়ালে ৩ মি.লি. স্টেরাইল ওয়াটার ফর ইঞ্জেকশন মেশান এবং পাউডার মিশে স্বচ্ছ সলিউশন হওয়ার আগ পর্যন্ত ঝাকাতে থাকুন।

আইভি প্রয়োগের ক্ষেত্রে: ১ গ্রাম ভায়ালে ১০ মি.লি. স্টেরাইল ওয়াটার ফর ইঞ্জেকশন মেশান এবং পাউডার মিশে স্বচ্ছ দ্রবন হওয়ার আগ পর্যন্ত ঝাকাতে থাকুন। মিশ্রিত সলিউশন ধীরে ধীরে প্রায় ৩০ মিনিট সময় ধরে রোগীর দেহে প্রয়োগ করা উচিত।

শিশুদের ক্ষেত্রে মাত্রা (২ মাস থেকে ১৬ বছর):

শিশুদের ক্ষেত্রে মাত্রা বয়স্কদের মাত্রা অতিক্রম করা উচিত নয়। ৪০ কেজি ওজনের শিশুর সাধারণ এবং জটিল মূত্র নালীর সংক্রমণ (পাইলোনেফ্রাইটিস), সাধারণ ত্বক ও কোমল টিস্যুর সংক্রমণ এবং নিউমোনিয়ার ক্ষেত্রে নির্দেশিত মাত্রা হচ্ছে ৫০ মি.গ্রা./কেজি/দিন প্রতি ১২ ঘন্টায়, নিট্রোপেনিক রোগীর ক্ষেত্রে ৫০ মি.গ্রা./কেজি/দিন প্রতি ৮ ঘন্টায় এবং চিকিৎসাকাল উপরের ছকে দেয়া সময় অনুযায়ী।

ম্যান্সপাইম* ২ গ্রাম ইঞ্জেকশন:

আইভি প্রয়োগের ক্ষেত্রে: ২ গ্রাম ভায়ালে ১০ মি.লি. স্টেরাইল ওয়াটার ফর ইঞ্জেকশন মেশান এবং পাউডার মিশে স্বচ্ছ দ্রবন হওয়ার আগ পর্যন্ত ঝাকাতে থাকুন। মিশ্রিত সলিউশন ধীরে ধীরে প্রায় ৩০ মিনিট সময় ধরে রোগীর দেহে প্রয়োগ করা উচিত।

প্রতিনির্দেশনা: যারা সেফিপাইম অথবা

সেফালোস্পোরিন গ্রুপের এন্টিবায়োটিক, পেনিসিলিন এবং অন্য বৈটালেকটাম এন্টিবায়োটিক এর প্রতি সংবেদনশীল তাদের ক্ষেত্রে প্রতিনির্দেশিত।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: এনসেফালোপেথি, মায়েকোনােস এবং সিজার।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: সেফিপাইম এর সাথে উচ্চ মাত্রায় এ্যামাইনো গ্লাইকোসাইড জাতীয় ওষুধ ব্যবহারের ক্ষেত্রে রোগীর বৃক্কীয় কার্যকারীতা মনিটর করা উচিত কারণ এক্ষেত্রে বৃক্কের বিষক্রিয়া (নেফ্রোটক্সিসিটি) বা অটোটক্সিসিটি বৃদ্ধি পেতে পারে।

গর্ভাবস্থায় এবং স্তন্যদানকালে ব্যবহার: প্রেগনেসি ক্যাটাগরী বি।

সেফিপাইম অতি অল্প মাত্রায় মাতৃদুগ্ধে নিঃসৃত হয় (০.৫ মাইক্রো গ্রাম/মি.লি.) তাই এক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

সরবরাহ:

ম্যান্সপাইম* (সেফিপাইম) ৫০০ মি.গ্রা. আইএম/আইভি ইঞ্জেকশন: প্রতি প্যাকে আছে ৫০০ মি.গ্রা. সেফিপাইম, সেফেপাইম হাইড্রোক্লোরাইড ইউএসপি হিসাবে এর একটি ভায়াল এবং এর সাথে রয়েছে ৫ মি.লি. ওয়াটার ফর ইঞ্জেকশন বিপি এর একটি এ্যাম্পুল। এতে আরো রয়েছে একটি ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ (৫ মি.লি.) একটি বেবী নিডেল, একটি এলকোহল প্যাড এবং একটি ফাষ্ট এইড ব্যাডেজ।

ম্যান্সপাইম* (সেফিপাইম) ১ গ্রাম আইএম/আইভি ইঞ্জেকশন: প্রতি প্যাকে আছে ১ গ্রাম সেফিপাইম, সেফেপাইম হাইড্রোক্লোরাইড ইউএসপি হিসাবে এর একটি ভায়াল এবং এর সাথে রয়েছে ১০ মি.লি. ওয়াটার ফর ইঞ্জেকশন বিপি এর একটি এ্যাম্পুল। এতে আরো রয়েছে একটি ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ (১০ মি.লি.) একটি বাটার ফ্লাই নিডেল, একটি এলকোহল প্যাড এবং একটি ফাষ্ট এইড ব্যাডেজ।

ম্যান্সপাইম* (সেফিপাইম) ২ গ্রাম আইভি ইঞ্জেকশন: প্রতি প্যাকে আছে ২ গ্রাম সেফিপাইম, সেফেপাইম হাইড্রোক্লোরাইড ইউএসপি হিসাবে এর একটি ভায়াল এবং এর সাথে রয়েছে ১০ মি.লি. ওয়াটার ফর ইঞ্জেকশন বিপি এর একটি এ্যাম্পুল। এতে আরো রয়েছে একটি ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ (১০ মি.লি.) একটি বাটার ফ্লাই নিডেল, একটি এলকোহল প্যাড এবং একটি ফাষ্ট এইড ব্যাডেজ।

ম্যাক্সরিন®

Maxrin®

উপাদান : ট্যামসুলোসিন হাইড্রোক্লোরাইড ০.৪ মি.গ্রা. ক্যাপসুল।

নির্দেশনা : বিনাইন প্রোস্টেট গ্রন্থির বৃদ্ধিজনিত (বি পি এইচ) রোগের চিকিৎসা এবং নিয়ন্ত্রণে নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : ১টি ক্যাপসুল দৈনিক একবার একই সময়ে নির্দেশিত।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : অতিসংবেদনশীলতা, অর্থোস্ট্যাটিক হাইপোটেনশনের লক্ষণ (মাথা ঘোরা, দুর্বল লাগা) দেখা দিলে এবং মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বৃক্কের ক্ষেত্রে সতর্কতার সাথে ব্যবহার করতে হবে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : মাথা ঘোরা, অস্বাভাবিক বীর্যঝলন এবং কদাচিৎ মাথা ব্যথা, দৌর্বল্য, অবস্থাজনিত লঘু রক্তচাপ, বুক ধড়ফড় করা এবং সর্দি, বমি বমি ভাব, বমি এবং কোষ্ঠকাঠিন্য হতে পারে। অতিসংবেদনশীলতা যেমন ফুসকুড়ি, চুলকানি, চামড়া লাল হয়ে যেতে পারে। ঘুম ঘুম ভাব, অস্পষ্ট দৃষ্টি, মুখ শুকিয়ে যাওয়া দেখা যেতে পারে। মুর্ছা যাবার ঘটনা, এনজিওইডেমা ও প্রিয়াপিজম-এর ঘটনা খুবই কম ক্ষেত্রে দেখা যায়।

অন্য ঔষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : সিমিটিডিন এবং ফ্লুসেমাইড।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : মহিলাদের ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য নয়। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার নির্দেশিত নয়।

সরবরাহ :

ম্যাক্সরিন® ক্যাপসুল : ৫ X ৪ টি।

মেলকেম®

Melcam®

উপাদান : মেলোক্সিকাম ১৫ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : অস্টিও-আরথ্রাইটিস, রিউমাটয়েড আরথ্রাইটিস এবং এনকাইলোজিং স্পন্ডিলাইটিস।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : ১.৫-১৫ মি.গ্রা. প্রতিদিন একবার।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : মেলোক্সিকামের প্রতি সংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না। এসপির্নিন কিংবা অন্য কোন ননস্টেরয়ডাল প্রদাহনাশক ঔষুধ ব্যবহার করার ফলে যে

সব রোগীর অ্যাজমা, নাকের পলিপ, এনজিও-নিউরোটিক ইডিমা কিংবা আর্টিকারিয়া দেখা গেছে সে সব রোগীর মেলোক্সিকাম না খাওয়াই উত্তম। পেপটিক আলসার, যকৃতের তীব্র অকার্যকারিতা, কিডনীর তীব্র অকার্যকারিতা, পরিপাকতন্ত্রের রক্তরণ কিংবা মস্তিষ্কের রক্তরণ বিদ্যমান থাকলে মেলোক্সিকাম ব্যবহার করা যাবে না।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : বমি, বমি বমি ভাব, পেটের ব্যথা, বদহজম, কোষ্ঠকাঠিন্য কিংবা ডায়রিয়া দেখা দিতে পারে। আলসার কিংবা পরিপাকতন্ত্রে কদাচিৎ রক্তরণ দেখা দিতে পারে। কিছু রোগী যারা এসপির্নিন ও অন্যান্য ননস্টেরয়ডাল প্রদাহনাশক ঔষুধের প্রতি সংবেদনশীল তাদের ক্ষেত্রে অ্যাজমা দেখা দিতে পারে। চিকিৎসার সময় হাতে কিংবা পায়ে পানি জমে যেতে পারে। মাথা ব্যথা, মাথা ঘোরা, ঘুম ঘুম ভাব, চুলকানি ইত্যাদি দেখা দিতে পারে।

অন্য ঔষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : ননস্টেরয়ডাল প্রদাহনাশক ঔষুধ, এ্যান্টি-কোয়াণ্ডাল্যান্ট, হেপারিন, টিকোপিডিন, লিথিয়াম, মিথোট্রেপ্সেট এবং ইন্ট্রাইউটেরাইন জনানিরোধক ডিভাইস।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভাবস্থায় ব্যবহার না করার জন্য উপদেশ দেওয়া হয়। স্তন্যদানরত মায়েদের না দেওয়াই উত্তম।

সরবরাহ :

মেলকেম® ১৫ ট্যাবলেট : ৫ X ১০ টি।

মেলিক্সল®

Melixol®

উপাদান : ফ্লুপেটিক্সল ০.৫ মি.গ্রা. এবং মেলিট্রাসিন ১০ মি.গ্রা./ ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : উদ্বেগ এবং বিষন্নতায় নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : সাধারণতঃ ২ টি ট্যাবলেট প্রতিদিন, সকালে এবং মধ্যাহ্নে।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : অর্গানিক সেরিব্রাল লিশন, ষিঁচুনী, ইউরিনারি রিটেনশন, মায়াহেনিয়া, যকৃতের অকার্যকারিতা এবং কর্মক্ষমতায় রক্তসংবহন অসুখে সতর্কতার সাথে ব্যবহার করতে হবে। আক্রান্তদের ক্ষেত্রে এ ঔষুধ গ্রহণে আত্মহত্যার প্রবণতা দেখা দিতে পারে, যতক্ষণ না বিষন্নতার উপসর্গের বেশ উন্নতি না হয়। চিকিৎসার সময় যে সব রোগীর আত্মহত্যার প্রবণতা আছে তাদের নাগালের মধ্যে বেশী পরিমাণ ঔষুধ রাখা উচিত নয়। অন্য নার্ভ

সিডেটিভের মত মারাত্মক নার্ভ সিডেটিভ সিনড্রোম সৃষ্টি করতে পারে। বিরল ক্ষেত্রে এক্সট্রাপাইরামিডাল পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হতে পারে। অতি সংবেদনশীলতায় ব্যবহার করা যাবে না। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের ডিপ্রেসনে (যেমন এ্যালকোহলের বিষক্রিয়ায়, বারবিচুরেট এবং আফিমের বিষক্রিয়ায়) সংজ্ঞাহীন অবস্থায়, ফিওক্রেমোসাইটোমা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না। মায়োকার্ভিয়াল ইনফার্কশনের পরমুহুর্তে, কার্ডিয়াক ব্লকে অথবা করোনারি ইনসার্কসিয়েসীতে ব্যবহার করা যাবে না। একই সঙ্গে মনো এমাইন অক্সিডেজ ইনহিবিটর ব্যবহার করা যাবে না।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : নির্দেশিত মাত্রায় পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া খুব কমই দেখা যায়। মাঝে মাঝে ক্ষনিকের জন্য অস্থিরতা এবং অনিদ্রা দেখা দিতে পারে।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভাবস্থায় এবং মাতৃদুগ্ধদানকালে এ ওষুধ গ্রহণ না করাই ভাল।

সরবরাহ : মেলিক্সল[®] ট্যাবলেট : ৫ X ১০ টি।

মেনোরাল[®]

Menoral[®]

উপাদান : প্রতিটি ট্যাবলেটে আছে নরইথিস্টেরন বিপি ৫ মি. গ্রা।

নির্দেশনা:

- ডিসফাংশনাল ইউটেরিন ব্লিডিং
- প্রি-মেনসট্রুয়াল সিনড্রোম
- মাসিকের সময় নির্ধারণ
- এডোমেট্রিয়াম
- মেনোরিজিয়া

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি:

১. ডিসফাংশনাল ইউটেরিন ব্লিডিং:

১টি মেনোরাল[®] ট্যাবলেট দিনে ৩ বার করে ১০ দিন। চিকিৎসা অবশ্যই ১০ দিন পূর্ণ করতে হবে।

২. প্রি-মেনসট্রুয়াল সিনড্রোম:

মাসিকের লুটিয়াল সময়ে ১-৩ টি মেনোরাল ট্যাবলেট খেতে হবে।

৩. মাসিকের সময় নির্ধারণ:

মাসিকের সময় মেনোরাল[®] এর মাধ্যমে নির্ধারণ করা যায়। ১টি করে মেনোরাল[®] ট্যাবলেট দিনে ২-৩ বার। কাঙ্ক্ষিত মাসিক শুরু হবার ৩ দিন আগে মেনোরাল খাওয়া শুরু করতে হবে এবং সর্বোচ্চ ১০-১৪ দিন পর্যন্ত মেনোরাল[®] খাওয়া যেতে পারে। কোনভাবেই

এর থেকে বেশি দিন খাওয়া যাবে না। মেনোরাল[®] বন্ধ করার ২-৩ দিনের ভিতর মাসিকের রক্তপাত শুরু হবে।

৪. এডো মেট্রোসিস

স্বাভাবিক রক্তচক্রের ১ম থেকে ৫ম দিনের ভিতর চিকিৎসা শুরু করতে হবে। প্রথম দিকে ১টি মেনোরাল[®] ট্যাবলেট দিনে দুইবার করে শুরু করতে হবে, যা পরবর্তীতে ২টি করে ট্যাবলেট পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে। এ চিকিৎসা ৪-৬ মাস পর্যন্ত চালিয়ে যেতে হবে এবং চিকিৎসা চলাকালীন সময়ে মাসিক এবং ওভুলেশন হবে না। কোনভাবেই মাঝপথে চিকিৎসা বন্ধ করা যাবে না। ওষুধ খাওয়া বন্ধের পর স্বাভাবিক মাসিক শুরু হবে।

৫. মেনোরিজিয়া

১-৩টি মেনোরাল ট্যাবলেট মাসিক চক্রের ৫ম থেকে ২৫ তম দিন পর্যন্ত খেতে হবে।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া: নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে মেনোরাল ব্যবহার করা যাবে না।

- গর্ভকালীন সময়ে
- দুগ্ধদানকালীন সময়ে
- থ্রম্বোএম্বোলিক সময়ে
- ডায়াবেটিস
- যকৃৎের অকার্যকারীতা অথবা যকৃৎের পূর্ববর্তী কোন রোগে
- যকৃৎের টিউমার
- হরমোনজনিত ক্যান্সার
- অতিসংবেদনশীলতা

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালীন সময়ে ব্যবহার: প্রতিনির্দেশিত।

সরবরাহ: প্রতিটি বাক্সে রয়েছে ৩০টি মেনোরাল[®] ট্যাবলেট ব্লিস্টার প্যাকে।

মেরিসন[®]

Merison[®]

উপাদান : বেটাহিস্টিন মেসাইলেট ৬ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : মেনিয়ার্স ডিজিজ, মেনিয়ার্স সিন্ড্রোম, পেরিফেরাল ভার্টিগো ইত্যাদিতে সৃষ্ট মাথা ঘোরা ও মাথা বিম্ বিম্ ভাবে নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : ১-২ টি ট্যাবলেট দিনে ৩ বার

আহারের পরে।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : পরিপাকতন্ত্রের আলসারের ইতিহাস অথবা সক্রিয় আলসার, ব্রংকিয়াল এ্যাজমা, ফিওক্ৰোমোসাইটোমা প্রভৃতি ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : বমি বমি ভাব, বমি, ত্বকে ফুসকুড়ি ইত্যাদি।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : সম্ভাব্য ঝুঁকির চেয়ে প্রত্যাশিত সুফল বেশী বিবেচিত হলেই শুধুমাত্র গর্ভাবস্থায় ব্যবহার করা যাবে।

সরবরাহ :

মেরিসন[®] ট্যাবলেট : ১০ X ১০ টি।

মেটাস্প্রেTM MetasprayTM

উপাদান: মোমেটাসোন ফিউরয়েট। ৫০ মাইক্রোগ্রাম/স্প্রে, নাসাল স্প্রে।

নির্দেশনা: মোমেটাসোন ন্যাজাল স্প্রে ২ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়সের রোগীদের ক্ষেত্রে সিজনাল ও পেরিনিয়াল অ্যালার্জিকনিত নাসা উপসর্গের ব্যবস্থাপনায় এবং পেরিনিয়াল অ্যালার্জিকনিত নাসা উপসর্গের প্রতিরোধে নির্দেশিত। এছাড়াও এটি ১৮ বছর বা তদুর্ধ্ব রোগীদের ক্ষেত্রে ন্যাজাল পলিপস্ এর ব্যবস্থাপনায় নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি: অ্যালার্জিক রাইনাইটিস: প্রাণ্ড বয়স্ক বা তদুর্ধ্ব শিশুদের ক্ষেত্রে সিজনাল অ্যালার্জিক রাইনাইটিস এর ব্যবস্থাপনায় ও প্রতিরোধে প্রতিটি নাসারন্ধ্রে ২টি করে স্প্রে, দৈনিক ১ বার। সিজনাল অ্যালার্জেন দ্বারা সৃষ্ট সিজনাল অ্যালার্জিক রাইনাইটিস এর নাসা উপসর্গ সম্পন্ন জ্ঞাত রোগীদের ক্ষেত্রে মেটাস্প্রে[®] ন্যাজাল স্প্রে পরাগ ঝতু শুরু হওয়ার ২ থেকে ৪ সপ্তাহ পূর্ব থেকে প্রতিরোধক হিসাবে নির্দেশিত। ২ থেকে ১১ বছর বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে সিজনাল ও পেরিনিয়াল অ্যালার্জিক রাইনাইটিসজনিত নাসা উপসর্গের ব্যবস্থাপনায় প্রতিটি নাসারন্ধ্রে ১টি করে স্প্রে দৈনিক ১ বার।

ন্যাজাল পলিপস্: ১৮ বছর বয়সী ও তদুর্ধ্বদের ক্ষেত্রে: প্রতিটি নাসারন্ধ্রে ২টি করে স্প্রে, দৈনিক ২ বার। কিছু কিছু রোগীদের ক্ষেত্রে প্রতিটি নাসারন্ধ্রে ২টি করে স্প্রে, দৈনিক ১ বার কার্যকরী হয়।

সতর্কতা ও যে সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: এই

প্রশস্তির যে কোন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীলতা এর ব্যবহারকে প্রতিনির্দেশিত করে।

সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় টিউবারকিউলোসিস সংক্রমণ, চোখের হারপিস সিমপেক্স ভাইরাস সংক্রমণ, চিকিৎসাহীন সংক্রমণ যা সমস্ত দেহকে প্রভাবিত করে ইত্যাদি ক্ষেত্রে সতর্কতার সাথে ব্যবহার করা উচিত।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: সাধারণত মৃদু যেমন- মাথাব্যথা, ভাইরাল সংক্রমণ, স্বরভঙ্গ, নাসিভঙ্গ এবং কাশি।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে: গর্ভাবস্থায়: গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত পরিমানের এবং সুনিয়ন্ত্রিত পরীক্ষা নেই। অন্যান্য কর্টিকোস্টেরয়েট এর মত মোমেটাসোন ফিউরয়েট গর্ভাবস্থায় তখনই ব্যবহার করা উচিত যখন সম্ভাব্য উপকারিতা ঝরণ এর প্রতি সম্ভাব্য ঝুঁকি অপেক্ষা বেশী হয়।

স্তন্যদানকালে: মোমেটাসোন ফিউরয়েট মাতৃদুগ্ধে নিঃসৃত হয় কিনা জানা নাই। যেহেতু অন্যান্য কর্টিকোস্টেরয়েড মাতৃদুগ্ধে নিঃসৃত হয়, তাই স্তন্যদানকারী মহিলাদের ক্ষেত্রে মোমেটাসোন ফিউরয়েট মহিলাদের ক্ষেত্রে মোমেটাসোন ফিউরয়েট ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

সরবরাহ:

মেটাস্প্রে[®] ন্যাজাল স্প্রে : ১২০ টি স্প্রের উপযোগী মোমেটাসোন ফিউরয়েট এর জলীয় সাসপেনশন।

মেথিকল[®] Methicol[®]

উপাদান : মেকোবালামিন ৫০০ মাইক্রোগ্রাম ট্যাবলেট ও ইঞ্জেকশন।

নির্দেশনা : স্নায়ুর বিভিন্ন সমস্যা যেমন, পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি, ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথি ও মেগালোব-াস্টিক এ্যানিমিয়া।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : ট্যাবলেট : প্রত্যহ ৩ টি ট্যাবলেট ৩ টি বিভক্ত মাত্রায় মুখে সেব্য। ইঞ্জেকশন: ১ এ্যাম্পুল (আইএম/আইভি) প্রতি সপ্তাহে ৩ বার। সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : মেকোবালামিন অথবা এর যে কোন উপাদানের প্রতি অতি সংবেদনশীলতা।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : সাধারণত সুসহনীয়। কদাচিৎ পরিপাকতন্ত্রের উপসর্গ (যেমন অরুচি, বমি ভাব ও ডায়রিয়া) এবং ত্বকে ফুসকুড়ি হতে পারে।

অন্য গুণুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : বিটা ব্লকার, উচ্চ

রক্তচাপ রোধী ওষুধসমূহ, কার্ডিয়াক গ্লাইকোসাইড এবং ট্রাইসাইক্লিক এন্টিডিপ্রেসান্টস্‌।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : অনুমোদিত নয়।
সরবরাহ :

মেথিকল® ট্যাবলেট : ৬ X ১০ টি। মেথিকল® ইঞ্জেকশন : ৫ X ১ টি।

মেস্কলো® ৪০০ Mexlo® 400

উপাদান : লোমেফ্লক্সাসিন ৪০০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।
নির্দেশনা : নিম্নস্থানালী এবং মূত্র নালীর সংক্রামক ব্যাধির চিকিৎসায় নির্দেশিত। এ ছাড়া ট্রান্সইউরেথ্রাল অস্ত্রোপচার এর পূর্বে রোগ প্রতিরোধক হিসেবে।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : প্রতিদিন ১টি করে ট্যাবলেট, ১০ থেকে ১৪ দিন।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : লোমেফ্লক্সাসিন অথবা যে কোন কুইনোলোন গ্রুপের প্রতি অতিসংবেদনশীলতা থাকলে লোমেফ্লক্সাসিন ব্যবহার করা উচিত নয়। ১৮ বছরের নীচে শিশুদের এবং বয়স্কদের ক্ষেত্রে লোমেফ্লক্সাসিন এর নিরাপদ এবং ফলপ্রদ ব্যবহার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। প্রচুর পরিমাণে পানি খেতে হবে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : বমি বমি ভাব, মাথা ব্যথা, আলো সংবেদনশীলতা, মাথাঘোরা এবং ডায়রিয়া।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : এন্টাসিড, সুকরালফেট, প্রোবেনেসিড এবং ওয়ারফারিন।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে ব্যবহারের কোন পর্যাপ্ত এবং সুনিয়ন্ত্রিত তথ্য নেই। বৃকের দুধের সাথে লোমেফ্লক্সাসিনের নির্গমণ সম্বন্ধে এখনও কিছু জানা যায়নি।

সরবরাহ :

মেস্কলো® ৪০০ ট্যাবলেট : ২ X ১০ টি।

মেস্কলো® চোখের ড্রপস্‌

Mexlo® Eye Drops

উপাদান : লোমেফ্লক্সাসিন ০.৩% চোখের ড্রপস্‌।

নির্দেশনা : কনজাংটিভার প্রদাহে, বেফারাইটিস, বেফারো-কনজাংটিভাইটিস এ নির্দেশিত।

স্ট্যাফাইলোকক্কাস অরিয়াস দ্বারা সৃষ্ট কর্ণিয়ার আলসারেও নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : প্রতিবারে এক ফোঁটা করে দৈনিক ২ বা ৩ বার কনজাংটিভার নীচের স্যাক-এ প্রয়োগ করতে হবে ৭-৯ দিন। চিকিৎসার প্রারম্ভিক পর্বে প্রথম ২০ মিনিটে ৫ ফোঁটা (১ ফোঁটা করে ৫ বার) প্রয়োগ করতে হবে।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : অতি-সংবেদনশীলতা থাকলে ব্যবহার করা যাবে না। দীর্ঘকালীন চিকিৎসা ছত্রাক সংক্রমণকে ত্বরান্বিত করতে পারে। চোখের ড্রপস্‌ ব্যবহারকালীন সময়ে তীব্র সূর্যালোকে অথবা ইউভি-বর্ণালীর সংস্পর্শ উপেক্ষা করা উচিত।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : প্রয়োগের পর চোখে খুবই মৃদু এবং ক্ষণস্থায়ী জ্বালাপোড়া হতে পারে।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : ভারী ধাতু যেমন জিংক সম্বলিত অফথ্যালমিক প্রিপারেশন, লোমেফ্লক্সাসিন চোখের ড্রপস্‌ প্রয়োগের আগে বা পরে ১৫ মিনিটের মধ্যে ব্যবহার করা উচিত নয়। ব্যাকটেরিওস্টেটিক অফথ্যালমিক এন্টিবায়োটিক লোমেফ্লক্সাসিন চোখের ড্রপস্‌ এর সাথে একসঙ্গে ব্যবহার করা উচিত নয়।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : সম্ভাব্য ঝুঁকির চেয়ে উপকার বেশি না হলে গর্ভাবস্থায় ব্যবহার করা উচিত নয়।

সরবরাহ :

মেস্কলো® চোখের ড্রপস্‌ : ৫ মি.লি.।

মিরাকফ®

Mirakof®

উপাদান : বিউটামিরেট সাইট্রেট আইএনএন ৫০ মি.গ্রা.সাসটেইনড্‌ রিলিজ ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : মিরাকফ® (বিউটামিরেট সাইট্রেট) শুষ্ক কফ (নন-প্রোডাক্টিভ) থেকে মুক্তির জন্য ব্যবহৃত হয়। সাম্প্রতিক কোন ভাইরাল ইনফেকশনের জন্য শুষ্ক কফ হতে পারে। শল্য চিকিৎসার আগে ও পরে কফ নিরোধে এবং ব্রোংকোস্কোপিতেও মিরাকফ® নির্দেশিত।

মাত্রা ও সেবন বিধি : মিরাকফ® ট্যাবলেট: ১২ বছরের বেশী বয়স্কদের জন্য: প্রতিদিন ১-২টি ট্যাবলেট।

বয়স্কদের জন্য: ২-৩ টি ট্যাবলেট ৮-১২ ঘণ্টার ব্যবধানে।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : বিউটামিরেট

সাইট্রেট গর্ভাবস্থায় প্রথম তিনমাস ব্যবহার করা যাবে না। গর্ভকালীন বাকি সময়ে চিকিৎসকের পরামর্শে সতর্কতার সাথে ব্যবহার করা যেতে পারে। যেহেতু বুকের দুধে কার্যকরী উপাদানের নিঃসরণের উপর কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। সেহেতু ওষুধ ব্যবহারে প্রত্যাশিত সুবিধা সম্ভাব্য ঝুঁকি হতে অধিকতর বিবেচিত হলে স্তন্যদানকালে ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রতি-নির্দেশনা: কার্যকরী উপাদানের প্রতি অতি সংবেদনশীলতা থাকলে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: বিউটামিরেট সাইট্রেট খুবই সহনীয়। কখনও কখনও ফুসকুড়ি, বমি বমি ভাব, ঝাপসাভাব এর রিপোর্ট পাওয়া গেছে। মাত্রা কমালে বা ওষুধ সেবন বন্ধ করলে এ সকল প্রতিক্রিয়া দূরীভূত হয়।

সরবরাহ:

মিরাকফ® ট্যাবলেট : প্রতিটি বাক্সে আছে ৩০ টি ট্যাবলেট।

মাইক্লোফেনাক® Miclofenac®

উপাদান : (ডাইক্লোফেনাক সোডিয়াম ৫০ মি.গ্রা. ও মিসোপ্রোস্টল ২০০ মাইক্রোগ্রাম)/ট্যাবলেট এবং (ডাইক্লোফেনাক সোডিয়াম ৭৫ মি.গ্রা. ও মিসোপ্রোস্টল ২০০ মাইক্রোগ্রাম)/ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : যে সব রোগীর পাকস্থলী ও অন্ত্রে ব্যথার ওষুধ দ্বারা আলসার হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে তাদের ক্ষেত্রে অস্টিওআর্থ্রাইটিস ও রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসের ব্যথা নিরাময়ে নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : অস্টিওআর্থ্রাইটিস : ১টি করে মাইক্লোফেনাক® ৫০ ট্যাবলেট দিনে ৩ বার খেতে হবে। যে সব রোগী এই মাত্রা সহ্য করতে পারবেন না তাদের ক্ষেত্রে মাত্রা হলো ১টি করে মাইক্লোফেনাক® ৫০ অথবা মাইক্লোফেনাক® ৭৫ ট্যাবলেট দিনে ২ বার।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : যে সব রোগী ডাইক্লোফেনাক কিংবা মিসোপ্রোস্টলের প্রতি অতি সংবেদনশীল তাদের ক্ষেত্রে এই ওষুধ ব্যবহার করা যাবে না। এসপিরিন কিংবা অন্যান্য প্রদাহ নাশক ব্যবহারের পরে যাদের হাঁপানী, আর্টিকারিয়া কিংবা অন্য কোন এলাজিক প্রতিক্রিয়া দেখা যায় তাদের ক্ষেত্রে এই ওষুধ ব্যবহার করা যাবে না।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : পেটে ব্যথা, ডায়ারিয়া এবং

পরিপাকতন্ত্রের অন্যান্য উপসর্গসমূহ।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : এসপিরিন, ডিগক্লিন, উচ্চ রক্তচাপরোধী ওষুধসমূহ, ওয়ারফারিন, মুখে সেব্য ডায়াবেটিসের ওষুধসমূহ, মেথোট্রিক্সেট, সাইক্লোস্পোরিন, লিথিয়াম, এন্টাসিড, মূত্রবর্ধক ইত্যাদি।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : ব্যবহার করা যাবে না।

সরবরাহ :

মাইক্লোফেনাক® ৫০ ট্যাবলেট : ৩ X ১০ টি।

মাইক্লোফেনাক® ৭৫ ট্যাবলেট : ৩ X ১০ টি।

মাইগ্রেনিল®

Migranil®

উপাদান : পিজোটিক্সেন ০.৫ ও ১.৫ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : মাইগ্রেনিল জনিত মাথা ব্যথা এর প্রতিরোধক চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : দিনে ১.৫ মি.গ্রা. করে রাতে শোবার সময় একমাত্রা অথবা তিনবার বিভক্ত মাত্রায় সেবন করতে হবে।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : অতিসংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না। যাদের ন্যারো এঙ্গেল গ্লুকোমা এবং প্রোস্টেটের অতিবৃদ্ধি রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত নয়। বৃক্কের অপর্থাণ্ড কর্মক্ষমতার ক্ষেত্রে মাত্রার সমন্বয় প্রয়োজন হতে পারে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : সাধারণ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলোর মধ্যে রয়েছে ঝিমুনি, মাথা ঘোরা, শুষ্ক মুখ, বমি বমি ভাব, কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদি।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : এলকোহল, হিপনোটিকস এবং বিষণ্ণতারোধী ওষুধ।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভাবস্থায় অত্যন্ত জরুরী ক্ষেত্রে ব্যতীত নির্দেশিত নয়। স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে এর ব্যবহার নির্দেশিত নয়।

সরবরাহ :

মাইগ্রেনিল® ০.৫ ট্যাবলেট : ৫ X ১০ টি। মাইগ্রেনিল®

১.৫ ট্যাবলেট : ৩ X ১০ টি।

মনটিন™

Montene™

উপাদান : মন্টিলুকাস্ট ১০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট এবং ৫ মি.গ্রা. ও ৪ মি.গ্রা. চুষে খাওয়ার ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : সহযোগী খেরাপী হিসাবে এ্যাজমার চিকিৎসায় নির্দেশিত। ১০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট এ্যাজমা এবং সিজনাল এলাজর্জিক রাইনাইটিস জনিত উপসর্গ দূরীকরণের নির্দেশিত এন্ডারসাইজ- ইনডিউসড ব্রংকোকনস্ট্রিকশন-এর কারণে সৃষ্ট এ্যাজমা প্রতিরোধেও মনটিন নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : ১৫ বছর বয়োপ্রাপ্ত এবং বয়স্ক- ১০ মি.গ্রা. ১ টি ট্যাবলেট প্রতিদিন সন্ধ্যায়। ৬-১৪ বছরের শিশু- ৫ মি.গ্রা. চুষে খাওয়ার ট্যাবলেট প্রতিদিন সন্ধ্যায়। ২-৫ বছরের শিশু- ৪ মি.গ্রা. চুষে খাওয়ার ট্যাবলেট প্রতিদিন সন্ধ্যায়।

প্রতি নির্দেশনা : এর যে কোন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীলতা।

পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া : মাথা ব্যথা, ফুসকুড়ি, বদহজম, মাথা বিম্ব বিম্ব ভাব, পেটে ব্যথা, লিভার ট্রান্সঅ্যামাইনেজ এর বৃদ্ধি, ডায়রিয়া, সাইনুসাইটিস, মধ্যকর্ণের প্রদাহ ইত্যাদি।

সতর্কতা : স্টাটাস এ্যাজমাটিকাসে নির্দেশিত নয়।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : এসপিরিন-এর প্রতি সংবেদনশীলতা রয়েছে এমন রোগীদের ক্ষেত্রে মন্টিলুকাস্ট গ্রহনকালীন সময়ে এসপিরিন বা নন-স্টেরয়ডাল এ্যান্টি-ইনফ্লামেটরি ওষুধ গ্রহন থেকে বিরত থাকতে হবে।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : প্রেগন্যান্সি ক্যাটাগরি বি। স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে মন্টিলুকাস্ট খেরাপী গুরু করার পূর্বে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

সরবরাহ :

মনটিন™ ১০ ট্যাবলেট : ২ X ১০ টি। মনটিন™ ৫ ট্যাবলেট : ২ X ১০ টি। মনটিন™ ৪ ট্যাবলেট : ২ X ১০ টি।

মোটিফাস্ট®

Motifast®

উপাদান : ডমপেরিডোন ১০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : ডিসপেপটিক সিম্পটম কমপেক্স : পেটের উপরের ভাগে ফাঁপা বোধ, পেট ভার বোধ এবং পেটের উপরের অংশে ব্যথা, টেঁকুর তোলা, পেট

ফাঁপা, অল্প খাদ্যে তৃষ্ণা, বমি বমি ভাব এবং বমি, পাকস্থলী হতে খাদ্য উপরে উঠে আসা সহ বুকজ্বলা অথবা শুষ্ক বুকজ্বলা, খাদ্যাভাস বা রেডিওথেরাপী বা মাইগ্রেন হতে সৃষ্ট তীব্র বমি বমি ভাব এবং বমি প্রতিরোধ ইত্যাদি।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : খাদ্য গ্রহণের ১৫-৩০ মিনিট পূর্বে ১০-২০ মি.গ্রা. প্রতি ৮ ঘন্টা অন্তর।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : শিশুদের ক্ষেত্রে এক্সট্রা-পিরামিডাল রিয়াকশনের সম্ভাবনা থাকলে এবং যকৃতের সমস্যায় ডমপেরিডোন সতর্কতার সাথে ব্যবহার করা উচিত। ডমপেরিডোনের প্রতি অতিসংবেদনশীল রোগী এবং নবজাতক

শিশুদের ক্ষেত্রে ডমপেরিডোন ব্যবহার নিষিদ্ধ। গ্যাস্ট্রো-ইন্টেস্টাইনাল হেমোরাজ, মেকানিক্যাল অবস্ট্রাকশন বা পারফোরেশনের মত গ্যাস্ট্রিক সমস্যায় এবং প্রোলাকটিন নিঃসরণের পিটুইটারী টিউমারে ব্যবহার নিষিদ্ধ।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : গর্ভবতী মহিলাদের জন্য অনুমোদিত নয়। মাতৃদুগ্ধে এটা খুব অল্প পরিমাণে নিঃসৃত হওয়ায় নবজাতকের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : ব্রোমোক্রিপিটিন, অ্যান্টিমাসক্যারাইনিকস, ওপিঅয়েড এনালজেসিক এবং মনোঅ্যামাইন অক্সিডেজ ইনহিবিটর।

সরবরাহ : মোটিফাস্ট® ট্যাবলেট : ১০ X ১০ টি।

মোটিগাট®

Motigut®

উপাদান : ডমপেরিডোন ১০ মি.গ্রা. (ট্যাবলেট), ৫ মি.গ্রা./৫ মি.লি. (সাসপেনশন) এবং ৫ মি.গ্রা./মি.লি. (পেডিয়াট্রিক ড্রপস)।

নির্দেশনা : ডিসপেপটিক সিম্পটম কমপেক্স : পেটের উপরের অংশে ফাঁপা বোধ ও ব্যথা, পেট ফাঁপা, অল্প খাদ্যে তৃষ্ণা, বুকজ্বলা, আলসারবিহীন অর্জীর্ণ রোগ। ফাংশনাল, জৈবিক, সংক্রমণজনিত, খাদ্যাভাস, ওষুধ সেবন অথবা মাইগ্রেন হতে উদ্ভূত তীব্র বমি বমি ভাব এবং বমির প্রতিরোধ ও লক্ষণাদির উপশমে।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : প্রাপ্তবয়স্ক : ১-২ টি ট্যাবলেট অথবা ১০-২০ মি.লি. সাসপেনশন, প্রতি ৪-৮ ঘন্টা অন্তর খাদ্য গ্রহণের পূর্বে। শিশু : শরীরের ওজন অনুসারে ০.২ - ০.৪ মি.গ্রা./কেজি প্রতি ৪-৮ ঘন্টা

অন্তর।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : শিশুদের এক্সট্রা-পিরামিডাল রিয়াকশনের সম্ভাবনা বেশী থাকে। তাই শিশুদের ক্ষেত্রে ডমপেরিডোন সতর্কতার সাথে ব্যবহার করা উচিত। যকৃতের সমস্যায় সতর্কতার সাথে ব্যবহার করা উচিত। অতিসংবেদনশীলতা, পরিপাকতন্ত্রের উদ্দীপনা, পরিপাকতন্ত্রের রক্তক্ষরণ, মেকানিক্যাল অবস্ট্রাকশন বা পারফোরেশনের মত গ্যাস্ট্রিক সমস্যায় ব্যবহার অনুচিত।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : থ্রোল্যাকটিনের মাত্রা বৃদ্ধি, দুগ্ধ নিঃসরণ এবং স্তনের আকার বেড়ে যেতে পারে, তভাব দেখা দিতে পারে এবং যৌন ইচ্ছা কমে যেতে পারে। মুখের শুষ্কতা, পিপাসা, মাথা ব্যথা, নার্ভাসভাব, বিমূনী, পাতলা পায়খানা, ত্বকের লালচে ভাব ও চুলকানী হতে পারে।

অন্য ঔষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : ব্রোমোক্রিপটিন, অ্যান্টিমাসক্যারাইনিক্‌স, ওপিঅয়েড এনালজেসিক, মনোঅ্যামাইন অক্সিডেজ ইনহিবিটর।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভবতী মহিলাদের জন্যে অনুমোদিত নয়। মাতৃদুগ্ধে এটা খুব অল্প পরিমাণে নিঃসৃত হওয়ায় নবজাতকের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না।

সরবরাহ : মোটিগাট[®] ট্যাবলেট : ১৫ X ১০ টি।
মোটিগাট[®] সাসপেনশন : ৬০ মি.লি। মোটিগাট[®] পেডিয়াট্রিক ড্রপস্ : ১৫ মি.লি।

মোক্সাসিল[®]

Moxacil[®]

উপাদান : এমোক্সিসিলিন। ২৫০ ও ৫০০ মি.গ্রা. ক্যাপসুল, ২৫০ মি.গ্রা. ডিসপারসিবল ট্যাবলেট, ৮৭৫ মি.গ্রা. ট্যাবলেট, ১২৫ মি.গ্রা./৫ মি.লি. পাউডার ফর সাসপেনশন, ২৫০ মি.গ্রা./৫ মি.লি. পাউডার ফর সাসপেনশন, ১২৫ মি.গ্রা./১.২৫ মি.লি. পেডিয়াট্রিক ড্রপস্ এবং ৫০০ মি.গ্রা./ভায়াল ইঞ্জেকশন।

নির্দেশনা : নাক-কান-গলা এর সংক্রমণ, যৌন ও মূত্রনালীর সংক্রমণ, ত্বক ও ত্বকের কাঠামোর সংক্রমণ, নিম্ন শ্বাসনালীর সংক্রমণ, গনোরিয়া এবং দাঁতের অস্ত্রোপচার এর পরবর্তীতে এন্ডোকার্ডিটিসের প্রদাহের প্রতিরোধে ব্যবহার করা হয়।

মাত্রা ও সেবনবিধি : মৃদু ও মাঝারি ধরণের সংক্রমণের ক্ষেত্রে: প্রাপ্ত বয়স্ক : ৫০০ মি.গ্রা. প্রতি ১২ ঘন্টা অন্তর

অথবা ২৫০ মি.গ্রা. প্রতি ৮ ঘন্টা অন্তর। শিশু : ২৫ মি.গ্রা./কেজি দৈহিক ওজন/দিন প্রতি ১২ ঘন্টা অন্তর অথবা ২০ মি.গ্রা./কেজি দৈহিক ওজন/দিন প্রতি ৮ ঘন্টা অন্তর। তীব্র সংক্রমণের ক্ষেত্রে : প্রাপ্তবয়স্ক : ৮৭৫ মি.গ্রা. প্রতি ১২ ঘন্টা অন্তর অথবা ৫০০ মি.গ্রা. প্রতি ৮ ঘন্টা অন্তর। শিশু : ৪৫ মি.গ্রা./কেজি দৈহিক ওজন/দিন প্রতি ১২ ঘন্টা অন্তর অথবা ৪০ মি.গ্রা./কেজি দৈহিক ওজন/দিন প্রতি ৮ ঘন্টা অন্তর।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : পেনিসিলিন-এর প্রতি অতিসংবেদনশীলতা।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : উদরাময়, বদহজম অথবা চামড়ায় ফুসকুড়ি হতে পারে।

অন্য ঔষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : প্রোবেনিসিড।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভাবস্থায় প্রাপ্তবয়স্কদের স্বাভাবিক মাত্রায় এমোক্সিসিলিন নিরাপদে ব্যবহার করা যায়। স্তন্যদানকালে এটি নিরাপদে ব্যবহৃত হয়।

সরবরাহ : মোক্সাসিল[®] ৫০০ ক্যাপসুল : ৫ X ১০ টি।
মোক্সাসিল[®] ২৫০ ক্যাপসুল : ১০ X ১০ টি।
মোক্সাসিল[®] ডিসপারসিবল ২৫০ : ১০ X ১০ টি।
মোক্সাসিল[®] ৮৭৫ ট্যাবলেট : ৫ X ৬ টি।

মোক্সাসিল[®] পাউডার ফর সাসপেনশন : ১০০ মি.লি. পাউডার ফর সাসপেনশন প্রস্তুতের জন্য শুষ্ক পাউডার।
মোক্সাসিল[®] ফোর্ট পাউডার ফর সাসপেনশন : ১০০ মি.লি. পাউডার ফর সাসপেনশন প্রস্তুতের জন্য শুষ্ক পাউডার।
মোক্সাসিল[®] পেডিয়াট্রিক ড্রপস্ : ১৫ মি.লি. সাসপেনশন প্রস্তুতের জন্য শুষ্ক পাউডার।
মোক্সাসিল[®] ৫০০ ইঞ্জেকশন : ৫ X ১ টি।

মক্সাক্লোভ[™]

Moxaclav[™]

উপাদান : মক্সাক্লোভ[™] ৩৭৫ ট্যাবলেট: এমোক্সিসিলিন ২৫০ মি.গ্রা. এবং ক্লাভুলানিক এসিড ১২৫ মি.গ্রা./ট্যাবলেট। মক্সাক্লোভ[™] ৬২৫ ট্যাবলেট: এমোক্সিসিলিন ৫০০ মি.গ্রা. এবং ক্লাভুলানিক এসিড ১২৫ মি.গ্রা./ট্যাবলেট। মক্সাক্লোভ[™] ১ গ্রাম ট্যাবলেট: এমোক্সিসিলিন ৮৭৫ মি.গ্রা. এবং ক্লাভুলানিক এসিড ১২৫ মি.গ্রা./ট্যাবলেট। মক্সাক্লোভ[™] পাউডার ফর সাসপেনশন: এমোক্সিসিলিন ১২৫ মি.গ্রা. এবং ক্লাভুলানিক এসিড ৩১.২৫ মি.গ্রা./৫ মি.লি. সাসপেনশন। মক্সাক্লোভ[™] ফোর্ট পাউডার ফর সাসপেনশন: এমোক্সিসিলিন ৪০০

মি.গ্রা. এবং ক্লাডুলানিক এসিড ৫৭.৫০ মি.গ্রা./৫ মি.লি সাসপেনশন। মস্কাক্লেভ™ ০.৬ আইভি ইঞ্জেকশন: এমোক্সিসিলিন ৫০০ মি.গ্রা. এবং ক্লাডুলানিক এসিড ১০০ মি.গ্রা। মস্কাক্লেভ™ ১.২ আইভি ইঞ্জেকশন: এমোক্সিসিলিন ১ গ্রাম এবং ক্লাডুলানিক এসিড ২০০ মি.গ্রা।

নির্দেশনা : টনসিলাইটিস, সাইনুসাইটিস, ওটাইটিস মিডিয়া, একিউট ও ক্রনিক ব্রংকাইটিস, লোবার ও ব্রংকোনিউমোনিয়া, সিস্টাইটিস, ইউরেথ্রাইটিস, পায়োলোমেন্জাইটিস, ত্বক ও কোমল কলার সংক্রমণসমূহ, অস্থি ও অস্থিসন্ধির সংক্রমণসমূহ যেমন-অস্টিওমায়োলাইটিস, সেপটিক এবরশন, পিউয়েরপেরাল সেপসিস, ইন্ট্রা-এবডুমিনাল সেপসিস ইত্যাদি।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : প্রাপ্ত বয়স্ক ও ১২ বছরের অধিক বয়সের শিশু: প্রতি ৮ ঘণ্টা অন্তর ১টি করে মস্কাক্লেভ™ ৩৭৫ ট্যাবলেট অথবা প্রতি ১২ ঘণ্টা অন্তর ১টি করে মস্কাক্লেভ™ ৬২৫ ট্যাবলেট। তীব্র সংক্রমণে দিনে তিনবার ১টি করে মস্কাক্লেভ™ ৬২৫ ট্যাবলেট অথ বা দিনে ২ বার ১টি করে মস্কাক্লেভ™ ১ গ্রাম ট্যাবলেট। ৬-১২ বছরের শিশু : প্রতি ৮ ঘণ্টা অন্তর ২ চা চামচ মস্কাক্লেভ™ সাসপেনশন। ১-৬ বছরের শিশু : প্রতি ৮ ঘণ্টা অন্তর ১ চা চামচ মস্কাক্লেভ™ সাসপেনশন। ১ বছরের কম বয়সের শিশু: ২৫/৩.৬ মি.গ্রা. কেজি/দিন বিভক্ত মাত্রায় প্রতি ৮ ঘণ্টা অন্তর। মস্কাক্লেভ™ ফোর্ট মৃদু থেকে মাঝারি সংক্রমণে দৈনিক ২৫/৩.৬ মি.গ্রা. কেজি এবং তীব্র সংক্রমণে দৈনিক ৪৫/৬.৪ মি.গ্রা./কেজি নির্দেশিত।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : পেনিসিলিনের প্রতি অতিরিক্ত সংবেদনশীলতা।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : ডায়রিয়া, সিউডোমেমব্রেনাস কোলাইটিস, বদহজম, বমি ভাব, বমি, ক্যানডিডিয়াসিস ইত্যাদি।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: জন্ম নিয়ন্ত্রণ বড়ি, এলুপূরিনল।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : চিকিৎসক কর্তৃক একান্ত অপরিহার্য বিবেচিত না হলে গর্ভাবস্থায় কো-এমোক্সিক্লেভ নির্দেশিত নয়।

সরবরাহ : মস্কাক্লেভ™ ৩৭৫ ট্যাবলেট : ৪ X ৬ টি। মস্কাক্লেভ™ ৬২৫ ট্যাবলেট : ৩ X ৬ টি। মস্কাক্লেভ™ ১ গ্রাম ট্যাবলেট : ২ X ৬ টি। মস্কাক্লেভ™ ৬০ মি.লি. পাউডার ফর সাসপেনশন : ৬০ মি.লি. সাসপেনশন

প্রস্তুতের জন্য শুষ্ক পাউডার। মস্কাক্লেভ™ ১০০ মি.লি. পাউডার ফর সাসপেনশন : ১০০ মি.লি. সাসপেনশন প্রস্তুতের জন্য শুষ্ক পাউডার। মস্কাক্লেভ™ ফোর্ট পাউডার ফর সাসপেনশন : ৩৫ মি.লি. সাসপেনশন প্রস্তুতের জন্য শুষ্ক পাউডার। মস্কাক্লেভ™ ০.৬ আইভি ইঞ্জেকশন: প্রতিটি কম্বিপ্যাকে আছে একটি জীবাণুমুক্ত ওষুধের ভায়াল, ১টি ওয়াটার ফর ইঞ্জেকশন এর অ্যাম্পুল (১০ মি.লি.), ১টি ডিসপোজাবল সিরিঞ্জ, ১টি বাটারফ্লাই নিডল, ১টি অ্যালকোহল প্রিপারেশন প্যাড এবং ১টি ফার্স্ট এইড ব্যান্ড। মস্কাক্লেভ™ ১.২ আইভি ইঞ্জেকশন: প্রতিটি কম্বিপ্যাকে আছে একটি জীবাণুমুক্ত ওষুধের ভায়াল, ২টি ওয়াটার ফর ইঞ্জেকশন এর অ্যাম্পুল (প্রতিটি ১০ মি.লি.), ১টি ডিসপোজাবল সিরিঞ্জ, ১টি বাটারফ্লাই নিডল, ১টি অ্যালকোহল প্রিপারেশন প্যাড এবং ১টি ফার্স্ট এইড ব্যান্ড।

মিউকোস্পেল®

Mucospel®

উপাদান: মিউকোস্পেল® সিরাপ : ব্রোমহেল্লিন হাইড্রোক্লোরাইড বিপি। ৪ মি.গ্রা./৫ মি.লি. সিরাপ এবং ৮ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

নির্দেশনা: মিউকোস্পেল শ্লেষ্মায়ুক্ত কাশি এবং শ্বাসতন্ত্রের বিভিন্ন রোগের সাথে সংশ্লিষ্ট শ্লেষ্মায়ুক্ত কাশিতে নির্দেশিত। শ্বাসতন্ত্রের রোগসমূহের মধ্যে আছে-

- ট্র্যাকিওব্রঙ্কাইটিস
- এমফাইসিমা সহ ব্রঙ্কাইটিস
- ব্রঙ্কিয়োকট্যাসিস
- ব্রঙ্কোপ্যাজম সহ ব্রঙ্কাইটিস
- শ্বাসতন্ত্রের ক্রণিক (দীর্ঘমেয়াদী) প্রদাহ জনিত অসুস্থতা
- নিউমোকনিওসিস

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি:

মিউকোস্পেল® সিরাপ:

পূর্ণবয়স্ক এবং ১০ বছরের উপরের শিশুদের জন্য: ২-৪ চা চামচ (৮-১৬ মি.গ্রা.), দিনে ৩ বার। প্রারম্ভিক অবস্থায় ৪ চা চামচ, দিনে ৩ বার ও পরবর্তীতে প্রয়োজন অনুসারে।

৫-১০ বছরের শিশুদের জন্য: ১ চা চামচ (৪ মি.গ্রা.), দিনে ৩ বার।

২-৫ বছরের শিশুদের জন্য: ১/২ চা চামচ (২ মি.গ্রা.),

দিনে ৩ বার।

২ বছরের নিচের শিশুদের জন্য: ১/৪ চা চামচ (১ মি.গ্রা.), দিনে ৩ বার।

মিউকোস্পেল® ট্যাবলেট:

পূর্ণ বয়স্ক ও ১০ বছরের উপরের শিশুদের জন্য: ৪-১৬ মি.গ্রা., দিনে ৩ বার।

৫-১০ বছরের শিশুদের জন্য: ৪ মি.গ্রা., দিনে ৩ বার।

সতর্কতা ও যে সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: যারা ব্রোমহেস্ট্রিন হাইড্রোক্লোরাইড-এর প্রতি অতি সংবেদনশীল তাদের দেওয়া যাবে না।

যেহেতু মিউকোলাইটিক এক্সপেকটোরেন্ট এর পাকস্থলীর মিউকাস স্তরের উপর ক্ষতিকর প্রভাব রাখার সম্ভাবনা থাকে, তাই ব্রোমহেস্ট্রিন পেপটিক আলসার আছে এমন রোগীদের ক্ষেত্রে সাবধানতার সাথে ব্যবহার করা উচিত। যকৃত ও বৃক্কের কার্যকারিতার তীব্র অক্ষমতা থাকলে ব্রোমহেস্ট্রিন এবং এর মেটাবোলাইট-এর শরীর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরিমাণ কমে যায়।

পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া: ব্রোমহেস্ট্রিনের পরিপাকতন্ত্রীয় পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া মাঝে মাঝে দেখা যায় এবং এমাইনোট্রান্সফারেজ-এর পরিমাণ সাময়িকভাবে বাড়তে পারে। অন্যান্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার মধ্যে মাথা ব্যথা, মাথা বিম বিম করা, ঘাম এবং চামড়ার ফুসকুড়ি হতে পারে।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: ক্যাটাগরি বি। গর্ভাবস্থায় ব্যবহারে ঞ্ণের উপর কোন ক্ষতির প্রমাণ পাওয়া যায় নি। মায়ের দুধের সাথে ব্রোমহেস্ট্রিন নির্গত হয় কিনা জানা যায় নি। কাজেই স্তন্যদানকালে সতর্কতার সাথে ব্যবহার করা উচিত।

সরবরাহ:

মিউকোস্পেল® সিরাপ: প্রতিটি বোতলে আছে ১০০ মি.লি. সিরাপ এবং একটি মাত্রা পরিমাপক কাপ।
মিউকোস্পেল® সিরাপ: প্রতিটি বোতলে আছে ৫০ মি.লি. সিরাপ এবং একটি মাত্রা পরিমাপক কাপ।
মিউকোস্পেল® ট্যাবলেট: প্রতিটি বাক্সে আছে ১০০টি ট্যাবলেট।

মালটিভিট® প্লাস
Multivit® Plus

উপাদান: (ভিটামিন-এ ১.৫ মি.গ্রা., সি ৬০ মি.গ্রা., ডি ১০ মা.গ্রা., ই ১৫ আইইউ, বি১ ১.৫ মি.গ্রা., বি২ ১.৭ মি.গ্রা., বি৬ ২ মি.গ্রা., নিকোটিনামাইড ২০ মি.গ্রা., সায়ানোকোবালমিন ৬ মা.গ্রা., ক্যালসিয়াম প্যানটোটোথেনেট ১০.৯২ মি.গ্রা., ফলিক এসিড ০.৪ মি.গ্রা., ফেরাস সালফেট ৫০ মি.গ্রা., কিউপ্রিক সালফেট ২ মি.গ্রা., ম্যাঙ্গানিজ সালফেট ১ মি.গ্রা., জিংক সালফেট ৩৭.০৩ মি.গ্রা., পটাসিয়াম আয়োডাইড ১৯৬ মা.গ্রা. এবং পটাসিয়াম সালফেট ১১.১৪১ মি.গ্রা.)/ট্যাবলেট।

নির্দেশনা: ভিটামিন ও মিনারেলের অভাবজনিত রোগের চিকিৎসা এবং প্রতিরোধে নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি: প্রাপ্ত বয়স্ক এবং ৫ বছরের বেশী বয়সের বাচ্চাদের জন্য প্রতিদিন ১ টি ট্যাবলেট অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: এর উপাদানগুলোর কোনটির প্রতি অতিসংবেদনশীল রোগীদের দেয়া যাবে না। সুনির্দিষ্ট ভিটামিন বা মিনারেলের তীব্র ঘাটতিজনিত রোগের চিকিৎসায় এটা ব্যবহার করা উচিত নয়। যে সমস্ত রোগী লেভোডোপা ব্যবহার করছেন তাদের জন্য এই প্রস্তুতিটি সুপারিশকৃত নয়, কেননা পাইরিডক্সিন (ভিটামিন বি৬) লেভোডোপার কার্যকারিতা কমিয়ে দেয়। ভিটামিন-এ এর অধিক মাত্রা শিশুর জন্মগত ঞ্ণটির কারণ হতে পারে। পারনিসিয়াস এ্যানিমিয়া বা অন্যান্য মেগালোব্লাস্টিক এ্যানিমিয়া যেখানে ভিটামিন বি১২ এর অভাব প্রকট সে ক্ষেত্রে এটি দেয়া উচিত নয়।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: কিছু কিছু রোগীর ক্ষেত্রে লৌহ পরিপাকতন্ত্রের সমস্যা সৃষ্টি করে।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: গর্ভাবস্থার প্রথম তিনমাস সুপারিশকৃত দৈনিক সেবনমাত্রার বেশী দেয়া যাবে না।

সরবরাহ: মালটিভিট® প্লাস ট্যাবলেট : ৩০ টি।

মাইমিক্স®

Mymix®

উপাদান: প্রতি গ্রাম মাইমিক্স-এ আছে আয়রণ ১২.৫০ মি.গ্রা. (ফেরাস কিউমারেট হিসাবে), জিঙ্ক ৫ মি.গ্রা. (জিঙ্ক গ্লুকোনোট ইউএসপি হিসাবে), ভিটামিন এ ০.৩০ মি.গ্রা. (ভিটামিন এ অ্যাসিটেট ইউএসপি হিসাবে) ফলিক অ্যাসিড ইউএসপি ০.১৬ মি.গ্রা. এবং

ভিটামিন সি ৩০ মি.গ্রা. (অ্যাসকরবিক এসিড ইউএসপি হিসাবে)। মাইমিক্স এ আছে মাইক্রেনিউট্রিয়েন্টস যা পাউডার রূপে বিদ্যমান।

নির্দেশনা: আয়রণ, ফলিক এসিড, ভিটামিন এ, ভিটামিন সি এবং জিঙ্ক ঘাটতি প্রতিরোধ এবং চিকিৎসায় নির্দেশিত। মাইমিক্স মূলত ৬-২৪ মাস বয়সী শিশুদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে যদিও বড় বাচ্চা, কিশোর, গর্ভবতী এবং দুগ্ধদানকারী মায়েরা উপকৃত হয়ে থাকে।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি: মুখে সেবনের জন্য ১ গ্রাম পরিমাণ পাউডার ভাত, গম বা ভুট্টা জাতীয় খাবারের সাথে মিশিয়ে শিশুকে দিতে হবে।

১ প্যাকেট (১ গ্রাম পাউডার) মাইমিক্স® প্রতিদিন ২-৩ মাস ধরে বাচ্চাদের দেয়া উচিত।

সতর্কতা ও যে সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: দীর্ঘদিন যাবৎ যকৃত সমস্যায় ভুগতে থাকা ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে আয়রণের শোষণ বেশী হয় যা আয়রণ ওভারলোড করতে পারে।

ক্রনিক যকৃত অথবা অগ্ন্যাশয় রোগে ভুগতে থাকা ব্যক্তিদের ইহা গ্রহন করা উচিত নয়।

পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া: বাচ্চাদের মল কালো হয়ে যাওয়া অন্যতম। মৃদু ডায়রিয়া ছাড়া উল্লেখযোগ্য পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা যায় না।

সরবরাহ:

মাইমিক্স®: প্রতিটি বাক্সে আছে ৩০ টি প্যাকেট।

মায়োনিল®

Myonil®

উপাদান : ইপেরিসোন ৫০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

নির্দেশনা: সার্ভাইকাল সিনড্রোম, ঘাঁড়ের পেরিঅর্থ্রাইটিস, লাম্বাগো ইত্যাদি রোগে মাংসপেশীর হাইপারটনিক উপসর্গসমূহের উন্নতিলাভে নির্দেশিত। সেরিব্রোভাস্কুলার রোগ, স্পাস্টিক স্পাইনাল প্যারালাইসিস, সার্ভাইকাল স্পনডাইলোসিস, অস্ত্রোপচার পরবর্তীকালে, আঘাত পরবর্তীকালে, এমাইয়েট্রিফিক ল্যাটেরাল স্ক্লেরোসিস, সেরিব্রালস্ক্লেরোসিস, স্পাইনোসেরিবেলার ডিজেনারেশন, স্পাইনাল ভাস্কুলার রোগ এবং অন্যান্য এনকেফালোমায়োপ্যাথি জনিত স্পাস্টিক প্যারালাইসিসে নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি: প্রাপ্তবয়স্ক : দিনে ৩টি ট্যাবলেট তিন বিভক্ত মাত্রায় প্রতিবার আহারের পরে সেব্য।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : ইপেরিসোনের প্রতি অতি সংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : অতিরিক্ত শিথিলতা, পেটে ব্যথা, বমি ভাব, মাথা ঘোরা, অরুচি, তন্দ্রাচ্ছন্নভাব, চামড়ায় ফুসকুড়ি, ডায়রিয়া, বমি, বদহজম, পরিপাকতন্ত্রের গোলমাল, অনিদ্রা, মাথা ব্যথা, কোষ্ঠ-কাঠিণ্য ইত্যাদি।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভাবস্থায় তখনই ব্যবহার করা উচিত যখন সম্ভাব্য ক্ষতির চেয়ে প্রত্যাশিত উপকার বেশী বলে প্রতীয়মান হয়। স্তন্যদানকালীন সময়ে ওষুধটি গ্রহণ করা উচিত নয়।

সরবরাহ :

মায়োনিল® ট্যাবলেট : ৫ X ১০ টি।

N

ন্যাক্রোমিন® চোখের ড্রপস্

Nacromin® Eye Drops

উপাদান : সোডিয়াম ক্রোমোগ্লাইকেট ২% চোখের ড্রপস্।

নির্দেশনা : চোখের এলার্জিতে যেমন ভারনাল কেরাটো কনজাংটিভাইটিস, ভারনাল কেরাটাইটিস এবং এলার্জিক কেরাটো কনজাংটিভাইটিস-এর প্রতিরোধে এবং লক্ষণভিত্তিক চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : ১-২ ফোঁটা করে আক্রান্ত চোখে দিনে ৪-৬ বার।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : যে সমস্ত ব্যক্তির ওষুধটির প্রতি অথবা এর যে কোন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীলতা আছে তাদের জন্যে ওষুধটি প্রয়োজ্য নয়।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : প্রয়োগের পর পরই চোখে অস্থায়ী জ্বালাপোড়ার অনুভূতি।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : কোন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : কেবলমাত্র বিশেষ দরকারে গর্ভাবস্থায় এর প্রয়োগ করা যেতে পারে।

স্তন্যদানকালে সতর্কতার সাথে ওষুধটি প্রয়োগ করতে হবে।

সরবরাহ :

ন্যাক্রোমিন® চোখের ড্রপস : ১০ মি.লি.।

ন্যাক্রোমিন® নাকের ড্রপস Nacromin® Nasal Drops

উপাদান : সোডিয়াম ক্রোমোগ্লাইকেট।

নির্দেশনা : লক্ষণযুক্ত সিজোনাল অ্যালার্জিক রাইনাইটিস, রাইনোরিয়া, নাক বন্ধ হওয়া, হাঁচি এবং নাক দিয়ে পানি পড়া প্রতিরোধে ও চিকিৎসায়।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : প্রাপ্ত বয়স্ক ও বাচ্চাদের ক্ষেত্রে : দুই ফোঁটা প্রত্যেক নাসারন্ধ্রে দিনে ৪-৬ বার।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : এই ওষুধ বা তার কোন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীলতা আছে এমন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রতিনির্দেশিত। ন্যাক্রোমিন ২% নাকের ড্রপস ৬ বছরের কম বাচ্চাদের ক্ষেত্রে নির্দেশিত নয়।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : ন্যাসাল মিউকোসার প্রদাহ, শ্বাসপ্রশ্বাসের সময় শব্দ এবং বৃকে চাপ বোধ হতে পারে

সরবরাহ :

ন্যাক্রোমিন® নাকের ড্রপস : ২% নাকের ড্রপস।

নরপিল® ১ Norpil® 1

নরপিল® ১ কি?

নরপিল® ১ মহিলাদের জন্য একটি জরুরী জন্মনিরোধক যাহা অরক্ষিত যৌন মিলনের ৭২ ঘণ্টার মধ্যে গ্রহণ করলে গর্ভধারণ রোধ করা যায়। নরপিল® নিয়মিত জন্মনিয়ন্ত্রণ ট্যাবলেট হিসেবে ব্যবহার করা উচিত নয়।

প্রতিটি নরপিল® ১ ট্যাবলেটে আছে লিভোনরজেস্ট্রেল বিপি ১.৫ মি.গ্রা.। লিভোনরজেস্ট্রেল একটি প্রোজেস্টোজেন গ্রুপের ওষুধ।

কখন সেবন করবেন?

নরপিল® ১ মুখে খাওয়ার ইমার্জেন্সী জন্মনিরোধক ট্যাবলেট।

ইমার্জেন্সি (জরুরী) জন্মনিরোধক কি?

ইমার্জেন্সি জন্মনিরোধক এমন একটি পদ্ধতি যা অরক্ষিত সহবাসে ডিমানু ও শুক্রানুর নিষিক্তকরণ প্রতিরোধ করে।

কখন ইমার্জেন্সি জন্মনিরোধক ব্যবহার করবেন?

অরক্ষিত সহবাসের পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই জন্মনিরোধক ট্যাবলেট ব্যবহার করতে হবে, তবে সহবাসের ১২ ঘণ্টার মধ্যে হলে সবচেয়ে ভাল হয় কিন্তু ৭২ ঘণ্টার পরে নয়।

নিম্ন লিখিত কারণে ইমার্জেন্সি জন্মনিরোধক ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়:

সহবাসের সময় আপনি বা আপনার সঙ্গী যদি কোন জন্মনিরোধক পদ্ধতি ব্যবহার না করেন।

যদি আপনি পরপর তিন দিন বা ততোধিক নিয়মিত জন্মনিরোধক ট্যাবলেট খেতে ভুলে যান।

যদি সহবাসের সময় আপনার সঙ্গী কনডম সঠিকভাবে ব্যবহার না করে থাকেন অথবা কনডম ফেটে গিয়ে থাকে।

যদি আপনার জরায়ুতে অবস্থিত জন্মনিরোধক (আই,ইউ,ডি) স্থানচ্যুত হয়ে থাকে।

যদি যোনিতে অবস্থিত ডায়াফ্রাম অথবা জন্মনিরোধক ক্যাপ সরানো হয়ে থাকে।

যদি আপনি মনে করেন যে, coitus interruptus অকার্যকর হয়েছে এবং Rhythm method অনুসরণ কালীন সময়ে যদি সহবাস করে থাকেন।

ধর্ষনজনিত কারণ।

কিভাবে এ ওষুধ সেবন করতে হবে?

সেবন মাত্রা

এ চিকিৎসায় ১ টি ট্যাবলেট সেবন করা প্রয়োজন। নরপিল® ১ ট্যাবলেটটি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেবন করতে হবে যা অরক্ষিত যৌন মিলনের ১২ ঘণ্টার মধ্যে

এবং কোনক্রমেই ৭২ ঘণ্টার পরে নয় মাসিকচক্রের যে কোন সময়ে নরপিল® ১ সেবন করা যেতে পারে।

ইমার্জেন্সি জন্মনিরোধক ট্যাবলেট সেবনের পর পরবর্তী মাসিক পর্যন্ত একটি সাময়িক জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি (কনডম, শুক্রানুনাশক সারভাইকেল ক্যাপ)

ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়।

নিয়মিত হরমোনাল জন্মনিরোধক ব্যবহারের সময় নরপিল® ১ অনুপযোগী নয়।

জন্মনিরোধক ট্যাবলেট সেবনকালীন সময়ে এই ওষুধ ব্যবহার করে থাকলে এই চিকিৎসা শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিয়মিত ট্যাবলেটগুলি সেবন করতে হবে। নরপিল® ১ ব্যবহারের পরে জন্মনিরোধক ট্যাবলেট বিহীন দিনগুলিতে যদি মাসিক স্রাব না হয় তবে গর্ভধারণ হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হতে একটি প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা উচিত।

সেবন পদ্ধতি

নরপিল® ১ মুখে খাওয়ার ট্যাবলেট।

এক গ্লাস পানির সাথে এই ট্যাবলেট সেবন করা উচিত।

মাত্রাতিরিক্ত ওষুধ সেবনে কি করা উচিত

মাত্রাতিরিক্ত ট্যাবলেট সেবনের পরেও কোন বিষক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় নাই।

সতর্কতা

লিভোনরজেস্ট্রেল কখন ব্যবহার করবেন না?

যদি লিভোনরজেস্ট্রেল বা এই ট্যাবলেটের অন্যান্য উপাদান এ আপনার সংবেদনশীলতা থেকে থাকে।

লিভোনরজেস্ট্রেল ব্যবহারে বিশেষ সতর্কতা ও সাবধানতা

ইমার্জেসি জন্মনিরোধক বিশেষ অবস্থায় ব্যবহার করা উচিত, কারণ-

লিভোনরজেস্ট্রেল ব্যবহারের প্রতিবারেই জন্মনিরোধক নাও হতে পারে।

নিয়মিত ব্যবহারে সহযোগী হরমোনের মাত্রা বৃদ্ধি পরামর্শযোগ্য নয়।

লিভোনরজেস্ট্রেল নিয়মিত জন্মনিরোধক নয়।

লিভোনরজেস্ট্রেল ব্যবহারে মাসিক স্রাব স্বাভাবিক এবং কাঙ্ক্ষিত সময়ে হয়; তথাপি মাসিক স্রাব নির্ধারিত সময়ের আগে ও পরেও হতে পারে। এই ওষুধ খাওয়ার পরে যদি নির্ধারিত সময়ে অস্বাভাবিক রক্তক্ষরণ হয় অথবা ঋতুস্রাব যদি ৫ দিন পিছিয়ে যায় তবে প্রেগন্যান্সি টেস্ট করে নিতে হবে।

ইমার্জেসি জন্মনিরোধক যৌনবাহিত রোগ প্রতিরোধ করে না এবং যে ক্ষেত্রে যৌনবাহিত রোগ সংক্রমণের সম্ভাবনা বেশি সে ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

ওষুধ সেবনের ২ ঘণ্টার মধ্যে বমি হলে সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি লিভোনরজেস্ট্রেল ট্যাবলেট সেবন করতে হবে।

অন্যান্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া এবং আনুষঙ্গিক প্রতিক্রিয়া সমূহ

একই সঙ্গে খিচুনি রোধক ওষুধ যেমন- (ফেনোবারবিটন ফেনাইটইন, প্রিমিডন, কারবামাজেপিন) এবং কিছু সংখ্যক ওষুধ যেমন- রিফামপিসিন এবং গ্রাইসোফুলভিন, ইমার্জেসি জন্মনিরোধকের কার্যকারিতা কমাতে বা বন্ধ করতে পারে।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার

গর্ভাবস্থায় এ ওষুধ অনুমোদিত নয় এবং গর্ভাবস্থায় কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। এই ওষুধ খাওয়ার পরেও যদি গর্ভধারণ হয়ে থাকে, তবে সমীক্ষা প্রমাণ করে যে প্রোজেস্টোজেন ঋণের গঠনের কোন ক্ষতি বা বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলে না।

এ ওষুধ সেবনের পরেও স্তন্যদান সম্ভব। তথাপি, লিভোনরজেস্ট্রেল মাতৃদুগ্ধের সাথে মিশ্রিত হবার কারণে নরপিল® ১ ট্যাবলেট সেবনের পূর্বেই স্তন্যদান করা উচিত। অথবা লিভোনরজেস্ট্রেল গ্রহণের পরপরই স্তন্যদান বন্ধ রাখতে হবে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া

অন্যান্য সব ওষুধের মতই এ ওষুধেও কিছু কিছু মানুষের ক্ষেত্রে অস্বস্তিবোধ ঘটতে পারে।

সম্ভাব্য পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সমূহ-

- বমি বা বমিভাব
- ঝিমুনিভাব, অবসন্নতা, মাথাব্যথা
- পেটে ব্যথার অনুভূতি
- স্তনে ব্যথার অনুভূতি
- যোনিপথে রক্তক্ষরণ হতে পারে

উপরোক্ত অসুবিধাসমূহ ব্যতিত অন্য কোন অযাচিত প্রতিক্রিয়া ঘটে থাকলে ডাক্তারকে অবহিত করুন।

সরবরাহ:

প্রতিটি নরপিল® ১ মিনি প্যাকে আছে ১ টি ট্যাবলেটের

১টি ব্লিস্টার। প্রতিটি ট্যাবলেটে আছে লিভোনরজেস্ট্রেল বিপি ১.৫ মি.গ্রা।

ন্যালিড®

Nalid®

উপাদান : ন্যালিডিক্সিক এসিড ৫০০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট এবং ৩০০ মি.গ্রা./৫ মি.লি. পাউডার ফর সাসপেনশন।

নির্দেশনা : মূত্রনালীর সংক্রমণে ব্যবহার করা হয়।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : তিন মাস এবং অধিক বয়স্ক শিশুদের ক্ষেত্রে : প্রাথমিক মাত্রা : ১৩.৭৫ মি.গ্রা. প্রতি কেজি দেহ ওজন ৬ ঘন্টা পর পর এক সপ্তাহ অথবা ২ সপ্তাহ। রক্ষণ মাত্রা : ৮.২৫ মি.গ্রা. প্রতি কেজি দেহ ওজন প্রতি ৬ ঘন্টা পর পর। প্রাপ্ত বয়স্কদের ক্ষেত্রে : ১ গ্রাম প্রতি ৬ ঘন্টা পর পর ৭ দিন। পরবর্তীতে কমিয়ে অসুখের তীব্রতার উপর নির্ভর করে ৫০০ মি.গ্রা. প্রতি ৬ ঘন্টা পর পর দেয়া যেতে পারে অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেবা।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : ৩ মাস বয়সের নীচের শিশুদের জন্য উপযোগী নহে। মৃগী রোগীদের ক্ষেত্রে এবং কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের কোন প্রকার উপসর্গ দেখা দিলে ন্যালিডিক্সিক এসিড ব্যবহার করা যাবে না।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : পাকস্থলীর অস্বাচ্ছন্দ্য, বমি বমি ভাব, উদরাময়, এলার্জি, আর্টিকেরিয়া, জ্বর এবং খিঁচুনি দেখা দিতে পারে।

অন্য গুণুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : ম্যালফালান এর সাথে সহ ব্যবহার উচিত নয়।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : খুব বেশি দরকার হলে এই গুণুধটি গর্ভকালীন সময়ে ব্যবহার করা যেতে পারে। ন্যালিডিক্সিক এসিড অল্প পরিমাণে মাতৃদুগ্ধে নিঃসৃত হয়। এটি স্তন্যদানকালীন সময়ে দেয়া যেতে পারে।

সরবরাহ :

ন্যালিড® ট্যাবলেট : ৬ X ১০ টি। ন্যালিড® পাউডার ফর সাসপেনশন : ৫০ মি.লি.।

নরিফ®

Naurif®

উপাদান : গ্র্যানিসেট্রিন ১ মি.গ্রা. ট্যাবলেট এবং ১

মি.গ্রা./মি.লি. ইঞ্জেকশন।

নির্দেশনা : ইঞ্জেকশন : ক্যান্সার কেমোথেরাপীর কারণে সৃষ্ট বমি ভাব ও বমি প্রতিরোধে নির্দেশিত। এছাড়া অস্ত্রোপচার পরবর্তী বমি ভাব ও বমি প্রতিরোধ এবং চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। ট্যাবলেট : ক্যান্সার কেমোথেরাপী ও রেডি়েশনের কারণে সৃষ্ট বমি ভাব ও বমি এর ক্ষেত্রে নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : ইঞ্জেকশন : কেমোথেরাপী সৃষ্ট বমি ভাব ও বমি: প্রাপ্তবয়স্ক- কেমোথেরাপী শুরু ৩০ মিনিট পূর্বে ১০ মাইক্রোগ্রাম/কেজি হিসেবে শিরাপথে প্রয়োগ করতে হবে। শিশু- ২-১৬ বছর : ১০ মাইক্রোগ্রাম/কেজি। অস্ত্রোপচার পরবর্তী বমি ভাব ও বমি- প্রাপ্তবয়স্ক: ১ মি.গ্রা. নওরিফ অধিকতর তরল (৫ মিনিট করে) একক মাত্রায় ধীরে ধীরে শিরাপথে প্রয়োগ করতে হবে। ট্যাবলেট : কেমোথেরাপী: ২ মি.গ্রা. দিনে ১ বার অথবা ১ মি.গ্রা. দিনে ২ বার; রেডি়েশন: ২ মি.গ্রা. দিনে ১ বার।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : গ্র্যানিসেট্রিনের প্রতি অতি সংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : মাথা ব্যথা, কোষ্ঠকাঠিন্য, দৌর্বল্য, ডায়রিয়া, পেটে ব্যথা, অজীর্ণ, বমি ভাব, বমি, মাথা বিম্ব বিম্ব ভাব, অনিদ্রা, দুশ্চিন্তা ইত্যাদি।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গ্র্যানিসেট্রিন ক্যাটাগরি 'বি'। সুস্পষ্টভাবে প্রয়োজনীয় হলেই কেবল গর্ভাবস্থায় ব্যবহার করা যেতে পারে। স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

সরবরাহ :

নরিফ® ট্যাবলেট : ২ X ১০ টি। নরিফ® ইঞ্জেকশন : ১ X ৫ টি।

নেবানল®

Nebanol®

উপাদান : নিওমাইসিন সালফেট ৫ মি.গ্রা. এবং ব্যাসিট্রাসিন জিঙ্ক ৫০০ আই.ইউ./গ্রাম অয়েন্টমেন্ট এবং নিওমাইসিন সালফেট ৫ মি.গ্রা. এবং ব্যাসিট্রাসিন জিঙ্ক ২৫০ আই.ইউ./গ্রাম পাউডার।

নির্দেশনা : ব্যাকটেরিয়াজনিত ত্বকের বিভিন্ন সংক্রমণে ব্যবহৃত হয়। একজিমা, একজিমাজনিত ত্বকের প্রদাহ, নিউরোডারমাটাইটিস, পায়ু পার্শ্বের প্রদাহেও ব্যবহার করা যায়।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : আক্রান্ত স্থানে দিনে ২ থেকে ৪ বার।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : এই ওষুধের যে কোন উপাদানের প্রতি অতি সংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না। নেফেটলিসিসিট এড়াতে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। অন্যান্য এন্টিবায়োটিক ওষুধের মতই এর দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহার ছত্রাক সহ বিভিন্ন অসংবেদনশীল জীবাণুর অতিবৃদ্ধি ঘটাতে পারে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : ব্যক্তি বিশেষে এলার্জি দেখা দিতে পারে।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভাবস্থায় এবং স্তন্যদানকালীন সময়ে ব্যবহার না করাই শ্রেয়।

সরবরাহ :

নেবানল® অয়েন্টমেন্ট : ২০ গ্রাম। নেবানল® পাউডার : ১০ গ্রাম।

নেবিটা™ ৫

Nebita™ 5

উপাদান: নেবিটা™ ৫ ট্যাবলেট: প্রতিটি ট্যাবলেটে আছে নেবিভোলল ৫ মি. গ্রা.।

ফার্মাকোলজি: নেবিভোলল একটি বিটা এড্রেনার্জিক রিসেপ্টর ব্লকিং এজেন্ট। নেবিভোলল দুটি এনালিওমারের (d-Nebivolol এবং n-Nebivolol) একটি রেসিকমেট। নেবিভোললের বিশেষ ফার্মাকোলজিক্যাল বৈশিষ্ট্যে রয়েছে B-1 রিসেপ্টরের প্রতি অতি আসক্তি এবং নাইট্রিক অক্সাইড প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রক্তনালী প্রসারণ।

নির্দেশনা: নেবিভোলল উচ্চ রক্তচাপে নির্দেশিত।

মাত্রা ও সেবনবিধি: পূর্ববয়স্কদের ক্ষেত্রেঃ দৈনিক ৫ মি. গ্রা. দৈনিক সর্বোচ্চ ডোজ ৪০ মি. গ্রা.।

ক্ষতিগ্রস্ত বৃদ্ধির রোগীদের ক্ষেত্রেঃ যেসব রোগীদের বৃদ্ধ অতিমাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত, তাদের ক্ষেত্রে নেবিভোললের প্রারম্ভিক মাত্রা দৈনিক ২.৫ মি. গ্রা.। প্রয়োজন অনুযায়ী ডোজ ধীরে ধীরে বাড়ানো যাবে।

বয়স্ক রোগীদের ক্ষেত্রে: বয়স্ক রোগীদের জন্য মাত্রা সমন্বয়ের প্রয়োজন নেই।

প্রতিনির্দেশনা: নেবিভোলল তীব্র ব্র্যাডিকার্ডিয়া, প্রথম মাত্রার অধিক হার্ট ব্লক, কার্ডিওজেনিক শক রোগী, ডিকম্পেনসেটেড কার্ডিয়াক ফেইলিউর, সাইনাসে সমস্যা, অতিমাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত যকৃতের রোগী, এই

ওষুধের যে কোন উপাদানের প্রতি সংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে প্রতিনির্দেশিত।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া: মাথা ব্যাথা, বমি ভাব এবং ব্র্যাডিকার্ডিয়া হতে পারে।

অন্যান্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: CYP2D6 ইনহিবিটর যেমন কুইনিডিন, প্রোপারফেনন, ফ্লুস্ট্রাটিন ইত্যাদি ব্যবহারকালে নেবিভোলল সেবনে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। অন্যান্য বিটা ব্লকার ব্যবহারকালে নিবিভোলল সেবন করা যাবে না। ডিজিটালিস গ্লাইকোসাইড ও বিটা ব্লকার এড্রিওভেন্ট্রিকুলার হার্ট রেট কমিয়ে দেয়। ক্যালসিয়াম এন্টাগনিস্ট (যেমন-ডেরাপামিল, ডিলটিয়াজেম) এবং এন্টিএরিদমিক এজেন্ট (যেমন- ডিসোপাইরামাইড) এর সাথে নেবিভোলল ব্যবহার করলে ব্র্যাডিকার্ডিয়া, মায়োকার্ডিয়াল ডিপ্রেসন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার:

প্রেগ্রেসি ক্যাটাগরি C। স্তন্যদানকালে নেবিভোলল সেবন করা উচিত নয়।

শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার: বাচ্চাদের ক্ষেত্রে নেবিভোললের কার্যকারিতা এবং নিরাপত্তা পরীক্ষিত নয়।

সরবরাহ:

নেবিটা™ ৫ ট্যাবলেট: প্রতিটি বাক্সে আছে ৩০ টি ট্যাবলেট বিস্টার প্যাকে।

নেবানল® প্লাস

Nabanol® Plus

উপাদান : (নিওমাইসিন সালফেট ৩.৫ মি.গ্রা., ব্যাসিট্রাসিন জিঙ্ক ৪০০ আই.ইউ. ও পলিমিক্সিন বি সালফেট ৫,০০০ আই.ইউ.)/গ্রাম অয়েন্টমেন্ট।

নির্দেশনা : জীবাণুযুক্ত ক্ষত, পুড়ে যাওয়া অথবা ত্বকের গ্রাফটিং-এর জন্য। স্থানীয় ক্ষতের জন্য এর ব্যবহার যেমন, ফোঁড়া, ব্রণ, পাইয়োডার্মা, সাইকোসিস বারবি। স্ক্যাবিস, পেডিকুলোসিস, টিনিয়া পেডিস এবং কনট্যাক্ট এবং এ্যালার্জিক ডারমাটাইটিস-এর ত্বকের ক্ষত্রে ব্যবহার করা যায়।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : ১-৩ বার প্রতিদিন ব্যবহার্য।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : এর যে কোন উপাদানের প্রতি অতি সংবেদনশীল কারো ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না। নবজাতকের জন্য উপযুক্ত নয়।

অন্যান্য এন্টিবায়োটিক ওষুধের মতই এর দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহার ছত্রাক সহ বিভিন্ন অসংবেদনশীল জীবাণুর অতিবৃদ্ধি ঘটাতে পারে।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভাবস্থায় এবং স্তন্যদানকালে ব্যবহার করা উচিত নয়।

সরবরাহ :

নেবানল® প্রাস অয়েন্টমেন্ট : ১০ গ্রাম।

নেক্টার®

Nectar®

উপাদান : গ্লিসারল বিপি ০.৭৫ মি.লি. এবং লিকুইড সুগার (৬৭.৫%) ১.৯৩ মি.লি./৫ মি.লি. লিঙ্কটাস।

নির্দেশনা : শুষ্ক ও খুসখুসে কাশি এবং গলায় খুসখুস উপশমে ওষুধটি নির্দেশিত। এছাড়া শ্লেষ্মায়ুক্ত কাশি উপশমে সাহায্য করে।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : পূর্ণ বয়স্ক এবং ৫ বছরের শিশুদের জন্য : ২ চা চামচ (১৫ মি.লি.)। ১-৫ বছরের শিশুদের জন্য : ১ চা চামচ (৫ মি.লি.)। ৩ মাস-১ বছরের শিশুদের জন্য : ১/২-১ চা চামচ (২.৫ - ৫ মি.লি.)। নির্দেশিত মাত্রা দিনে ৩ থেকে ৪ বার গ্রহণ করতে হবে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : সাধারণত ওষুধটি কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে না।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : যেহেতু ওষুধটিতে গ্লুকোজের পরিমাণ বেশী তাই ডায়াবেটিস রোগীদের সাবধানতার সাথে গ্রহণ করা উচিত। ৩ মাসের ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে নির্দেশিত নয়। যারা ওষুধটির উপাদানের প্রতি অতি সংবেদনশীল তাদের দেওয়া যাবে না।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভাবস্থায় স্তন্যদানকালীন সময়ে ওষুধটি গ্রহণের নিরাপত্তা সুপ্রতিষ্ঠিত নয়, তবে এ সময়ে ব্যবহারে কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া বা ঝুণের উপর কোন ক্ষতিকর প্রভাবের প্রমাণ পাওয়া যায় নি।

সরবরাহ :

নেক্টার® লিঙ্কটাস : ১০০ মি.লি.।

নিওট্যাক®

Neotack®

উপাদান : রেনিটিডিন ১৫০ ও ৩০০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট, ৫০ মি.গ্রা./২ মি.লি. ইঞ্জেকশন এবং ৭৫ মি.গ্রা./৫ মি.লি. সিরাপ।

নির্দেশনা : পেপটিক আলসার (ডিওডেনাল এবং গ্যাস্ট্রিক আলসার), রিফাক্স ইসোসফেগাইটিস, জলিঞ্জার-এলিসন সিনড্রোম, অপারেশনের পরবর্তীতে সৃষ্ট আলসার এবং মেডেলসন-এর সিনড্রোম এ নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : ট্যাবলেট : ১৫০ মি.গ্রা. হিসেবে সকাল ও সন্ধ্যায় অথবা প্রতি রাতে ৩০০ মি.গ্রা. একক মাত্রা হিসেবে। রক্ষণমাত্রা : ১৫০ মি.গ্রা. রাতে সেবন করতে হবে। ইঞ্জেকশন : ধীর গতিতে ইন্ট্রাভেনাস পথে ৬-৮ ঘণ্টা অন্তর অন্তর দেয়া যেতে পারে। শিশুদের ক্ষেত্রে : ২-৪ মি.গ্রা./কেজি দিনে ২ বার। সর্বাধিক ব্যবহার্য মাত্রা দিনে ৩০০ মি.গ্রা.।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : রেনিটিডিন বা এর যেকোন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে ওষুধটি ব্যবহার করা যাবে না।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : খুব কমক্ষেত্রে গায়ে ফুঁসকুড়ি, মতিভ্রম এবং দৃষ্টিভ্রম দেখা যেতে পারে।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভাবস্থায় অতীব প্রয়োজন হলেই প্রয়োগ করা উচিত। স্তন্যদানকারী মায়ের ওষুধটি ব্যবহার থেকে বিরত থাকা উচিত।

সরবরাহ :

নিওট্যাক® ১৫০ ট্যাবলেট : ১৫ X ১০ টি। নিওট্যাক® ৩০০ ট্যাবলেট : ১০ X ১০ টি। নিওট্যাক® ইঞ্জেকশন : ২ X ৫ টি। নিওট্যাক® সিরাপ : ১০০ মি.লি.।

নেপ্রানল® ক্রীম

Nepranol® Cream

উপাদান : প্রতি গ্রাম ক্রীমে আছে নিওমাইসিন ৩.৫ মি.গ্রা., নিওমাইসিন সালফেট বিপি হিসেবে, পলিমিস্লিন বি ১০,০০০ ইউনিট, পলিমিস্লিন বি সালফেট বিপি হিসেবে এবং প্রামোস্লিন হাইড্রোক্লোরাইড ইএসপি ১০ মি.গ্রা.।

নির্দেশনা : নেপ্রানল প্রাথমিক চিকিৎসায় ব্যবহৃত একটি ক্রীম, যা বিভিন্ন কাটা, ক্ষত এবং পোড়ার ক্ষত প্রতিরোধ করে এবং ব্যথা থেকে সাময়িক মুক্তি প্রদান করে।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি: ক্ষত স্থান পরিষ্কার করে নিতে হবে

হাতের আঙ্গুলের অথবাগে অল্প পরিমাণ ক্রীম নিয়ে ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করতে হবে

ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ দিয়ে ঢেকে রাখা যেতে পারে

সতর্কতা ও যে সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: যাদের নিওমাইসিন, পলিমিক্সিন বি, প্রামোক্সিন হাইড্রোক্লোরাইড অথবা ক্রীমে উপস্থিত অন্য যে কোন উপাদানের প্রতি সংবেদনশীলতা রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না।

চোখে অথবা শরীরের বিস্তৃত জায়গায় উক্ত ক্রীম প্রয়োগ করা যাবে না। চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া এক সপ্তাহের বেশী সময় ধরে ক্রীম প্রয়োগ করা যাবে না।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: ত্বকীয় এন্টিবায়োটিক, বিশেষত নিওমাইসিন ত্বকীয় সংবেদনশীলতা উৎপন্ন করতে পারে। ত্বকীয় এন্টিবায়োটিকের প্রতি সংবেদনশীলতার প্রধান উপসর্গ হচ্ছে চুলকানি এবং ত্বকের একাংশ লাল হয়ে যাওয়া। তবে যখন অল্প পরিমাণে ক্রীম প্রয়োগ করা হয়, তখন কোন সাধারণ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়নি।

গর্ভকালীন এবং স্তন্যদানকালে ব্যবহার: শুধুমাত্র প্রয়োজনের তুলনায় সুফলের মাত্রা বেশী হলে গর্ভকালীন অবস্থায় নেপ্রানল প্রয়োগ বিবেচনা করা যেতে পারে। উক্ত ওষুধ মাতৃদুগ্ধে নিঃসৃত হয় কিনা, এটা এখনও নিশ্চিত নয়। তবে স্তন্যদানকারী মায়েরদের ক্ষেত্রে ব্যবহারে বিশেষ সতর্কতা গ্রহন করা উচিত।

সরবরাহ:

নেপ্রানল® ক্রীম: প্রতি টিউবে আছে ১০ গ্রাম ক্রীম।

নিউরো-বি®

Neuro-B®

উপাদান : ট্যাবলেট : ভিটামিন বি_১ ১০০ মি.গ্রা. + বি_৬ ২০০ মি.গ্রা.+ বি_{১২} ২০০ মাইক্রোগ্রাম।
ইঞ্জেকশন : ভিটামিন বি_১ ১০০ মি.গ্রা. + বি_৬ ১০০ মি.গ্রা.+ বি_{১২} ১০০০ মাইক্রোগ্রাম/৩ মি.লি.।

নির্দেশনা : পিঠ ও কোমরের ব্যথা ও বিভিন্ন ধরণের নিউরোপ্যাথি।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : ট্যাবলেট: ১-৩ টি ট্যাবলেট প্রতিদিন। ইঞ্জেকশন: আইএম (ডিপ ইন্ট্রাট্রায়াল) পথে প্রয়োগ করতে হবে। মারাত্মক ক্ষেত্রে দিনে ১

এ্যাম্পুল এবং মৃদু ও ফলো-আপ থেরাপীর ক্ষেত্রে প্রতি সপ্তাহে ২ বা ৩ এ্যাম্পুল।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : লেভোডোপা গ্রহণকারী এবং এর যে কোন সক্রিয় উপাদানের প্রতি অতি সংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : সাধারণত সুসহনীয়। কখনও কখনও এলার্জিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : এ বিষয়ে পর্যাপ্ত তথ্য পাওয়া যায়নি।

সরবরাহ : নিউরো-বি® ট্যাবলেট : ৩০ টি। নিউরো-বি® ইঞ্জেকশন : ৫ X ২ টি।

নিউরোলেপ®

Neurolep®

উপাদান : পাইরাসিটাম ৮০০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট ও ৫০০ মি.গ্রা./৫ মি.লি. সলিউশন।

নির্দেশনা : গুরুমস্তিষ্কের সংবহন নালিকার বিপর্যয়ে এবং সেরিব্রাল ফ্লয়েন্ডের অপর্യാপ্ততায়, শিশুদের স্বাভাবিক মানসিক বৃদ্ধি ব্যাহত হলে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বুদ্ধিভিত্তিক দক্ষতা বৃদ্ধিতে; বৃদ্ধাবস্থায় ব্যবহারজনিত এবং মানসিক সমস্যা দেখা দিলে, স্মৃতি শক্তি হ্রাসে; নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : বয়স্কদের জন্য : একটি ট্যাবলেট (৮০০ মি.গ্রা.) অথবা ১-২ চা চামচ দিনে ৩ বার। শিশুদের জন্য : প্রতি কেজি ওজনে ৫০ মি.গ্রা. হিসেবে দিনে ৩ বিভক্ত মাত্রায় ওষুধটি সেব্য।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : যাদের প্রস্রাবের তীব্র অপর্യാপ্ততা আছে (ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স-এর হার মিনিটে ২০ মি.লি.-এর কম), যাদের বৃক্কীয় জটিলতা আছে তারা পাইরাসিটাম নিতে পারবে না।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সমূহের মধ্যে রয়েছে ভীতিকর ভাব, উত্তেজনা, উদ্বেগ, জ্বালাপোড়া এবং ঘুমের ব্যঘাত, ডায়রিয়া, বমি, বমি বমি ভাব এবং অস্ত্রের ব্যথা দেখা দিতে পারে। অন্যান্য লক্ষণ যেমন- মাথা ধরা, মাথা ঘোরা, কাঁপুনি এবং বিরলক্ষেত্রে যৌন উত্তেজনা দেখা যায়।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : ক্লোনাজিপাম, কার্বামাজিপাইন, ফিনাইটইন, ফেনোবারবিটাল এবং সোডিয়াম ভ্যালপ্রোয়েট এর সাথে পাইরাসিটামের

কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি।

সরবরাহ :

নিউরোলোপ® ট্যাবলেট : প্রতি বাক্সে আছে ৪০ টি ট্যাবলেট। নিউরোলোপ® সলিউশন : ১০০ মি.লি.। প্রতি বোতলে আছে ১০০ মি.লি. সলিউশন।

নিউরোলিন®

Neurolin®

উপাদান: প্রিগাবালিন আইএনএন। ২৫ মি.গ্রা., ৫০ মি.গ্রা., ৭৫ মি.গ্রা. এবং ১৫০ মি.গ্রা. ক্যাপসুল।

নির্দেশনা: নিউরোলিন (প্রিগাবালিন); ডায়েবেটিক নিউরোপ্যাথি দ্বারা ঘটিত নিউরোপ্যাথিক ব্যথাতে এবং পোস্ট হার্পেটিক নিউরালজিয়াতে নির্দেশিত। বয়স্কদের জন্য এটি পার্শ্বীয়ল অনসেট সিজারে সংযোজিত চিকিৎসা হিসেবে নির্দেশিত। ফায়ব্রোমায়ালজিয়া ব্যবস্থাপনায় ও এটি ব্যবহার করা যায়।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি: ডায়েবেটিক পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি সাথে সংগঠিত নিউরোপ্যাথিক ব্যথা: যে সব রোগীদের ক্রিয়োটিনিন ক্লিয়ারেন্স প্রতি মিনিটে ৬০ মি.লি. তাদের ক্ষেত্রে নিউরোলিন (প্রিগাবালিন) এর সর্বোচ্চ নির্দেশিত মাত্রা হল ১০০ মি.গ্রা. দিনে ৩ বার (দৈনিক ৩০০ মি.গ্রা.)। কার্যকারিতার উপর নির্ভর করে দিনে ৩ বার ৫০ মি.গ্রা. ওষুধ প্রদান শুরু করা উচিত, যা পরে দৈনিক ৩০০ মি.গ্রা. পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

পোস্টহার্পেটিক নিউরালজিয়া: যে সব রোগীদের ক্রিয়োটিনিন ক্লিয়ারেন্স সর্বনিম্ন ৬০ মি.লি./মিনিট তাদের ক্ষেত্রে নিউরোলিন (প্রিগাবালিন) এর মাত্রা হল ৭৫-১৫০ মি.গ্রা. দিনে ২ বার অথবা ৫০-১০০ মি.গ্রা. দিনে ৩ বার (দৈনিক ১৫০-৩০০ মি.গ্রা.) দৈনিক ৭৫ মি.গ্রা. করে ২ বার অথবা ৫০ মি.গ্রা. দিনে ৩ বার সেবন শুরু করা উচিত যা কার্যকারিতা এবং সহনশীলতার উপর নির্ভর করে এক সপ্তাহের ভিতর ৩০০ মি.গ্রা. পর্যন্ত উন্নীত করা যেতে পারে।

পার্শ্বীয়ল অনসেট সিজার এর সহযোজিত চিকিৎসায়: নিউরোলিন (প্রিগাবালিন) প্রাণ্ড বয়স্কদের পার্শ্বীয়ল অনসেট সিজারে দৈনিক ১৫০-৬০০ মি.গ্রা. সেবন মাত্রায় কার্যকারিতা প্রদর্শন করে। দৈনিক সর্বমোট মাত্রাকে বিভক্ত করে ২ অথবা ৩ বার। সাধারণভাবে ইহা সুপারিশকৃত যে রোগীকে দৈনিক সর্বমোট সর্বোচ্চ ১৫০ মি.গ্রা. (৭৫ মি.গ্রা. দিনে ২ বার অথবা ৫০

মি.গ্রা. দিনে ৩ বার) মাত্রায় প্রদান করা হবে। প্রত্যেক রোগীর ক্রিয়া এবং সহনশীলতার উপর নির্ভর করে সর্বোচ্চ দৈনিক ৬০০ মি.গ্রা. পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যায়। ফায়ব্রোমায়ালজিয়া ব্যবস্থাপনায়: ফায়ব্রোমায়ালগিয়াতে নিউরোলিন (প্রিগাবালিন) এর সুপারিশকৃত মাত্রা হল- দৈনিক ৩০০-৪৫০ মি.গ্রা.। দৈনিক ৭৫ মি.গ্রা. করে দিনে ২ বার মাত্রায় (১৫০ মি.গ্রা.) সেবন শুরু করা উচিত, যা ওষুধের কার্যকারিতা এবং সহনশীলতার উপর নির্ভর করে এক সপ্তাহের মধ্যে দৈনিক ১৫০ মি.গ্রা. করে দিনে ২ বার পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যেতে পারে। যে সব রোগীর ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত উপশম লক্ষিত হয় না তাদের ক্ষেত্রে মাত্রা প্রত্যহ ২ বার ২২৫ মি.গ্রা. পর্যন্ত (দৈনিক ৪৫০ মি.গ্রা.) বৃদ্ধি করা যেতে পারে। খাবার সেবনের সাথে নিউরোলিনের কার্যকারিতার কোন সম্পর্ক নেই।

সতর্কতা ও যে সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: অতি প্রতিক্রিয়াশীল রোগীদের ক্ষেত্রে নিউরোলিন প্রতি নির্দেশিত।

প্রিগাবালিন এর সেবন হঠাৎ বন্ধ করে দিলে তা অনিদ্রা ক্ষুধামন্দা, মাথাব্যথা অথবা ডায়রিয়ার মত উপসর্গ তৈরি করতে পারে। তাই এর সেবন ধীরে ধীরে সর্বনিম্ন এক সপ্তাহের মশ্যে বন্ধ করা উচিত। প্রিগাবালিন এর সেবন ক্রিয়োটিনিন ক্লিয়ারেন্স বৃদ্ধি করতে পারে। মায়োগ্র্যাথি দেখা দিলে অথবা ক্রিয়োটিনিন কাইনেজ এর মাত্রা অতিরিক্ত হয়ে গেলে প্রিগাবালিন সেবন তৎক্ষণাতঃ বন্ধ করা উচিত।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: সাধারণ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে বিমুনি, ঘুমঘুমভাব, শুষ্ক মুখ, ইডিমা, ঝাঁপসা দৃষ্টি, ওজন বৃদ্ধি এবং অস্বাভাবিক চিন্তা।

গর্ভাবস্থায় এবং স্তন্যদানকালে: গর্ভাবস্থায় প্রিগাবালিন ব্যবহার নিরাপত্তা ব্যবস্থা সি এর অন্তর্ভুক্ত। তাই এটি তখনই ব্যবহার করা উচিত যখন এর উপকারিতা এ বুকির তুলনায় অনেক বেশি হবে।

সরবরাহ: নিউরোলিন® ২৫ মি.গ্রা. ক্যাপসুল: প্রতি বাক্সে আছে ৩০ টি ক্যাপসুল। নিউরোলিন® ৫০ মি.গ্রা. ক্যাপসুল: প্রতি বাক্সে আছে ৩০ টি ক্যাপসুল। নিউরোলিন® ৭৫ মি.গ্রা. ক্যাপসুল: প্রতি বাক্সে আছে ৩০ টি ক্যাপসুল। নিউরোলিন® ১৫০ মি.গ্রা. ক্যাপসুল: প্রতি বাক্সে আছে ১০ টি ক্যাপসুল।

নেক্সাম®

Nexum®

নিডিপিন®

Nidipine®

উপাদান : ইসোমিপ্রাজল ২০ ও ৪০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট, ২০ এবং ৪০ মি.গ্রা. ক্যাপসুল এবং ৪০ মি.গ্রা./ভায়াল ইঞ্জেকশন।

নির্দেশনা : গ্যাস্ট্রো ইসোফ্যাজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ (GERD) এর চিকিৎসায়-ইরোসিভ ইসোফ্যাগাইটিসের প্রশমনে, ইরোসিভ ইসোফ্যাগাইটিসের মেইনটেন্যান্স ডোজ হিসাবে, গ্যাস্ট্রো ইসোফ্যাজিয়াল রিএক্স এর উপসর্গ প্রশমনে, নন-স্টেরয়ডাল প্রদাহরোধী ওষুধ (NSAID) দ্বারা চিকিৎসার ফলে সৃষ্ট গ্যাস্ট্রিক আলসার, হেলিকোব্যাকটার পাইলোরি (H. pylori) দমনে যা ডিওডেনাল আলসারের পুনঃআবির্ভাব এর সম্ভাবনা কমিয়ে দেয়।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : ২০ মি.গ্রা. বা ৪০ মি.গ্রা. প্রতিদিন একবার করে ৪-৮ সপ্তাহ।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : গ্যাস্ট্রিক আলসার এবং ডিসপেপসিয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহারের পূর্বে ম্যালিগনেসির সম্ভাবনাকে যাচাই করে দেখতে হবে। এন্টিবায়োটিকের সংগে ব্যবহারের পূর্বে এদের ওষুধ নির্দেশনা দেখে নিতে হবে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : মাথা ব্যথা, ডায়রিয়া এবং তলপেটে ব্যথা।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: জন্ম নিরোধক বড়ি।
গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : প্রেগন্যান্সি ক্যাটাগরি-‘বি’। খুব বেশী দরকার হলেই গর্ভাবস্থায় ব্যবহার করা উচিত। যেহেতু ইসোমিপ্রাজল মাতৃদুগ্ধে নিঃসৃত হয়, সেহেতু ওষুধটি সেবনে বিরত থাকা উচিত নাকি শিশুকে দুগ্ধপানে বিরত রাখা উচিত তা মা এর ওষুধটির প্রয়োজনীয়তার উপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

সরবরাহ :

নেক্সাম® ২০ ট্যাবলেট : ৫ X ১০ টি। নেক্সাম® ৪০ ট্যাবলেট : ৩ X ১০ টি। নেক্সাম® ২০ ক্যাপসুল : ৬ X ১০ টি। নেক্সাম® ৪০ ক্যাপসুল : ৫ X ৬ টি।
নেক্সাম® ৪০ আইডি ইনঞ্জেকশন: প্রতিটি বাক্সে আছে লাইয়োফিলাইজড ইসোমিপ্রাজল ৪০ মি.গ্রা. এর একটি ভায়াল, ৫ মি.লি. ০.৯% সোডিয়াম ক্লোরাইড ইঞ্জেকশনের একটি অ্যাম্পুল এবং একটি ৫ মি.লি. স্টেরাইল ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ।

উপাদান : নিফেডিপিন ২০ মি.গ্রা. এসআর ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : সকল ধরনের উচ্চ রক্তচাপ রোধে নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : নিডিপিন® ট্যাবলেট ১০-২০ মি.গ্রা. দিনে ৩ বার। নিডিপিন® এস আর ট্যাবলেট ২০ মি.গ্রা. দিনে দুইবার আহারের সময় অথবা আহারের পর।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : কার্ডিওজেনিক শক, এ্যাডভান্সড এ্যাণ্ডার্টিক স্টেনোসিস, স্তন্যদানকারী মা, অস্ত্রে প্রতিবন্ধকতাতে ব্যবহার করা যাবে না। ট্যাবলেট সম্পূর্ণ গিলে খেতে হবে, চিবানো, ভাঙ্গা বা চোষা যাবে না। রোগীর কার্ডিয়াক রিজার্ভ খুব কম হলে ব্যবহারের পূর্বে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : মাথা ধরা, নাক মুখ লাল হয়ে যাওয়া, আলস্য, ইডিমা, হুঁসকুড়ি, বমি বমি ভাব, ঘন ঘন প্রস্রাব হওয়া, চোখে ব্যথা, মাঁড়ির হাইপারপাসিয়া, বিষণ্ণতা, শিহরণ, আলোর প্রতি অতিসংবেদনশীলতা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে জন্ডিস হতে দেখা গেছে।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : এসিই ইনহিবিটর, এরিদমিয়ারোধী, ব্যাকটেরিয়ানাশক, খিঁচনিরোধক, কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রীয় ওষুধ, সাইক্লোস্পোরিন, পেশী শিথিলকারক, আলসার প্রতিরোধী ওষুধ।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : ব্যবহারের গুরুত্ব এবং ভ্রণীয় ক্ষতির আশংকার কথা বিবেচনা করে গর্ভাবস্থায় এটা ব্যবহার করা উচিত।

সরবরাহ :

নিডিপিন® এস আর ট্যাবলেট : ১০ X ১০ টি।

নিডিপ্রো®

Nidipro®

উপাদান : প্রতিটি ক্যাপসুলে আছে নিফেডিপিন ২০ মি.গ্রা. এস আর পিলেট এবং এটিনোলল ৫০ মি.গ্রা.।

নির্দেশনা ও ব্যবহার : উচ্চরক্তচাপ এবং ক্রনিক স্থায়ী এনজিনা ব্যবস্থাপনায়, যখন একটি ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার অথবা একটি বিটা-ব্লকার অপর্থাৎ।

মাত্রা ও সেবন বিধি : উচ্চরক্তচাপ : একটি করে

ক্যাপসুল দিনে একবার। এনজিনা : একটি করে ক্যাপসুল প্রতি ১২ ঘণ্টা পরপর।

প্রতি নির্দেশনা : হাইপারসেনসিটিভিটি ইহার মূল উপাদান অথবা অন্যান্য সংযুক্ত দ্রব্যের অথবা অন্যান্য ডাইহাইড্রোপিরিডিনের সাথে, ব্র্যাডিকার্ডিয়া, কার্ডিওজেনিক শক, নিম্নরক্তচাপ, বিপাকজনিত এসিডোসিস, হার্টফেইলিউর, মহিলা যারা বাচ্চা প্রসবে সমর্থ অথবা গর্ভকালীন সময়ে অথবা দুগ্ধদানকালে, এবং যেসব রোগী বেশী পরিমান বৃদ্ধি অকার্যকারিতায় ভুগছে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : রক্তসংবহনতন্ত্রের : ফ্লাসিং, ফুলে উঠা। সিএনএস : ডিজেনেস, মাথা ব্যথা। গ্যাস্ট্রোইনটেসটিনাল : গ্যাসট্রোইনটেসটিনাল ডিসটার্বেন্স। হিমাটোলজিক্যাল : পারপিউরা। প্রজনন সংক্রান্ত : ইমপোটেন্স।

অন্য গুণুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : এই কমিনেশন অবশ্যই সেসব ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার এর সাথে ব্যবহার করা যাবে না যাদের নেগেটিভ আয়োনোট্রপিক প্রভাব আছে যেমন ভেরাপামিল, ডিলটিয়াজেম।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : ব্যবহার করা উচিত নয়।

সরবরাহ : নিডিপ্রো® ক্যাপসুল: ৫ X ১০ টি।

নিল্যাক® জেল Nilac® Gel

উপাদান : ট্রেটিনইন ০.০২৫% জেল।

নির্দেশনা : একনি ভালগারিস, বয়সের দাগ ও রোদে ক্ষত হওয়া ত্বকে নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি : দিনে এক বা দুই বার ত্বকের আক্রান্তস্থানে আলতোভাবে প্রয়োগ করতে হবে (সাধারণতঃ রাতে)। ফলাফল পেতে ৬-৮ সপ্তাহ সময় লাগতে পারে।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : একজমা আক্রান্ত ত্বকে ইরিটেশন হয়। ব্যবহারকালীন সময়ে সূর্যালোক-এর সরাসরি সংস্পর্শ যথাসম্ভব এড়িয়ে চলা উচিত।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : প্রাথমিক ইরিট্যান্ট ডার্মাটাইটিস হিসেবে কিছু কিছু লক্ষণ যেমন : চুলকানি, ইরাইথেমা, ত্বক উঠে যাওয়া ইত্যাদি দেখা দিতে পারে।

অন্য গুণুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : যে সমস্ত গুণুধে পিলিং এজেন্ট যেমন সালফার, রিসারসিনল, বেনজোয়িল

পারঅক্সাইড, স্যালিসাইলিক এসিড ইত্যাদি থাকে, তাদের সাথে একত্রে ব্যবহারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। ত্বকে ব্যবহারযোগ্য সামগ্রীতে (যেমন সেভিং লোশন, পারফিউম ইত্যাদি) এলকোহল, মেনথল, লাইম ইত্যাদি আছে সেগুলোর ব্যবহার পরিহার করতে হবে।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : ব্যবহার না করাই শ্রেয়।

সরবরাহ : নিল্যাক® জেল : ১০ গ্রাম।

নিমোক্যাল® Nimocal®

উপাদান : নিমোডিপিন ৩০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : সাবঅ্যারাকনয়েড হেমোরেজ।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : ৬০ মি.গ্রা. (২টি ট্যাবলেট) প্রতি ৪ ঘণ্টা অন্তর ২১ দিন।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : জানা যায়নি।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : মাথা ব্যথা, মাথা বিম্ বিম্ ভাব, রক্তিমভ (গরম বোধ), বুক জ্বালা, হৃদস্পন্দন কমে যাওয়া, পাকস্থলীতে ব্যথা, কোষ্ঠকাঠিন্য, বিষণ্ণতা ইত্যাদি।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভাবস্থায় এর ব্যবহারের উপর কোন পরীক্ষা চালানো হয়নি। স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

সরবরাহ : নিমোক্যাল® ট্যাবলেট : ৩ X ১০ টি।

নিব্বালো® Nixalo®

উপাদান : অ্যালপ্রাজোলাম ০.৫ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : উদ্বেগ ও ভীতিজনিত ব্যাধি।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : প্রাণুবয়স্কদের ক্ষেত্রে : ০.২৫ মি.গ্রা., ২-৩ বার প্রতিদিন। প্রয়োজনে ০.২৫ মি.গ্রা. করে মাত্রা বাড়ানো যেতে পারে। তবে দিনের চেয়ে রাতেই মাত্রা বাড়ানো উচিত। বয়স্কদের ক্ষেত্রে : ০.১২৫ মি.গ্রা., ২-৩ বার প্রতিদিন।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : তীব্র ন্যারো এংগেল গ্লুকোমা, মানসিক রোগ বা বিষাদ

প্রাথমিক ভাবে ধরা পড়লে এবং অরগানিক ব্রেইন সিড্রোম থাকলে ব্যবহার করা যাবে না।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : তন্দ্রাচ্ছন্নভাব, মাথা বিম্ বিম্ ভাব সহ মনসংযোগে অসুবিধা, শত্রুভাবাপন্ন হওয়া, অন্যান্য আত্মবিরোধী প্রভাব যেমন খিট্ খিটে ভাব, উত্তেজনা ও মতিভ্রম ইত্যাদি।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভাবস্থায় সুপারিশকৃত নয়। এই ওষুধ গ্রহণকারী মায়েদের স্তন্যদান থেকে বিরত থাকতে হবে।

সরবরাহ :

নিঝালো® ০.৫ ট্যাবলেট : ১০ X ১০ টি।

নোকন™

Nocon™

উপাদান : অক্সিমেটাজোলিন ০.০৫% এবং ০.০২৫% ন্যাসাল ড্রপস্।

নির্দেশনা : একিউট ও ক্রনিক রাইনাইটিস, সাধারণ ঠাণ্ডা এবং সাইনাসের প্রদাহ।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : প্রাপ্তবয়স্ক এবং ৬ বছর বয়সী শিশু: ২-৩ ফোঁটা ০.০৫% নোকন দিনে ২ বার প্রতি নাসারন্ধ্রে। ২-৫ বছর বয়সী শিশু : ২-৩ ফোঁটা ০.০২৫% নোকন দিনে ২ বার প্রতি নাসারন্ধ্রে।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : এম.এ.ও. ইনহিবিটর, ট্রাইসাইক্লিক এক্টিভিপ্রেসেন্ট এর সাথে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : শূল ফোঁটার অনুভূতি, হাঁচি, নাকের নিঃসরণ বেড়ে যাওয়া, নাসারন্ধ্র শুকিয়ে যাওয়া এবং স্বাদের পরিবর্তন।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভাবস্থায় শেষ তিন মাসে এর ব্যবহার নিরাপদ। স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

সরবরাহ :

নোকন™ ০.০৫% ন্যাসাল ড্রপস্ : ১০ মি.লি.।

নোকন™ ০.০২৫% পেডিয়াট্রিক ন্যাসাল ড্রপস্ : ১০ মি.লি.।

নোমি®

Nomi®

উপাদান : জলমিট্রিপটান ২.৫ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : অরা সহ ও অরা ছাড়া মাইগ্রেনের ব্যথায়

নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : সাধারণত ২.৫ মি.গ্রা.। যদি মাইগ্রেনের লক্ষণ সমূহ থেকে যায় অথবা পুনরায় ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আবার দেখা যায়, দ্বিতীয়বার একই মাত্রায় এই ওষুধ গ্রহণ করে সুফল পেতে দেখা যায়। কিন্তু দ্বিতীয় বার ওষুধ গ্রহণ ও প্রথম বারের ওষুধ গ্রহণের মধ্যে কমপক্ষে ২ ঘণ্টার ব্যবধান থাকতে হবে। পরবর্তী মাইগ্রেনের সময় ৫ মি.গ্রা. মাত্রায় দেয়া যেতে পারে।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : যে সমস্ত রোগীর অনিয়ন্ত্রিত উচ্চ রক্তচাপ রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না। উলফ-পারকিনসন-হোয়াইট উপসর্গ আছে এমন রোগী অথবা এরিডমিয়া সহ অন্যান্য রক্ত সংবহনতন্ত্রীয় সমস্যায় এর ব্যবহার অনুচিত। আর্গেটামিন এবং জলমিট্রিপটান নেয়ার মধ্যে কমপক্ষে ৬ ঘণ্টার ব্যবধান থাকতে হবে। জলমিট্রিপটান এর ব্যবহারের কমপক্ষে ১২ ঘণ্টার মধ্যে একই ধরনের অন্য ওষুধ ব্যবহার করা অনুচিত।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : সাধারণত সহনশীল। যে সমস্ত পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সমূহ দেখা যেতে পারে, সেগুলো হলো: বমি বমি ভাব, ঘুম ঘুম ভাব, তন্দ্রাচ্ছন্নতা, অতিরিক্ত গরম লাগা এবং মুখ শুকিয়ে যাওয়া, গলা, ঘাড়, হাত-পা এবং বুকে ভারী ভারী লাগা, আটকা লাগা অথবা চাপ অনুভব হতে পারে। এছাড়া মাংশপেশীতে ব্যথা, দুর্বলভাব হতে পারে।

সরবরাহ :

নোমি® ট্যাবলেট : ২ X ৬ টি।

নরভেন্ট® ইনহেলার

Norvent® Inhaler

উপাদান : টিওট্রোপিয়াম।

নির্দেশনা : নরভেন্ট ব্রংকোস্পাজম এর সাথে ক্রনিক অবস্ট্রাকটিক পালমোনারী ডিজিস (সিওপিডি), ক্রনিক ব্রংকাইটিস এবং এমফাইসিমা সংযুক্ত এর দীর্ঘমেয়াদী, প্রতিদিন একটি করে তত্ত্বাবধায়ক চিকিৎসার জন্য নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : পূর্ণবয়স্ক এবং ১২ বছর বা তার বেশী : নরভেন্ট ইনহেলারের ২ বার পাফ প্রতিদিন একবার।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : যেসব রোগীর এন্ট্রোপিয়াম অথবা এর ডিরাইভেটিভস এর প্রতি অতিস্পর্শকাতরতার পূর্ব ইতিহাস আছে (ইপ্রট্রোপিয়াম অথবা এর যেকোন উপাদানের ও সংযুক্ত) তাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না। এন্টিকোলিনারজিক ড্রাগ হিসেবে টিওট্রোপিয়াম সরু-কৌণিক গ্লুকোমা, প্রোস্টেটিক হাইপারপ্যাসিয়া এর লক্ষ্যসমূহ বৃদ্ধি করে এবং এসব ক্ষেত্রে সতর্কতার সাথে ব্যবহার করা উচিত।

অন্য ওষুধের সাথে বিক্রিয়া : টিওট্রোপিয়াম কোনপ্রকার খারাপ প্রতিক্রিয়া ছাড়াই সিওপিডি তে ব্যবহৃত ওষুধের সাথে ব্যবহার করা যায়। অন্যান্য এন্টিকোলিনারজিকযুক্ত ওষুধের সাথে টিওট্রোপিয়াম গ্রহণের কোন গবেষণা নাই তাই সুপারিশ করা হয়নি।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : সাধারণ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হর মুখে শুষ্কতা, অন্যান্য প্রতিক্রিয়া হল কোষ্ঠকাঠিন্য, হার্টরেট বৃদ্ধি, গ্লুকোমা ইত্যাদি।

গর্ভবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : প্রেগনেসি ক্যাটাগরি সি: টিওট্রোপিয়াম শুধুমাত্র উপকারিতা যদি ঙ্গণের ঝুঁকিকে অতিক্রম করে তবেই ব্যবহার করা উচিত।

সরবরাহ :

নরভিস® ইনহেলার : টিওট্রোপিয়াম ৯ মাইক্রোগ্রাম প্রতি পাক্ এ, ১২০ পাক্।

নরভিস®

Norvis®

উপাদান: নরভিস® ট্যাবলেট: প্রতিটি ট্যাবলেটে আছে টাইমোনিয়াম মিথাইলসালফেট আইএনএন ৫০ মি.গ্রা।

নরভিস® ইঞ্জেকশন: প্রতি ২ মি.লি. এ্যাম্পুলে আছে টাইমোনিয়াম মিথাইলসালফেট আইএনএন ৫ মি.গ্রা।

নরভিস® সিরাপ: প্রতি ৫ মি.লি. সিরাপে আছে টাইমোনিয়াম মিথাইলসালফেট আইএনএন ১০ মি.গ্রা।

নির্দেশনা: টাইমোনিয়াম মিথাইলসালফেট একটি এন্টিস্পাজমোডিক ঔষধ। ইহা পরিপাকতন্ত্র, বিলিয়ারী সিস্টেম, ইউটেরাস ও মূত্রথলীর পেশীর সংকোচনকে শিথিল করে। ইহা গ্যাস্ট্রোএন্ট্রাইটিস, ডায়ারিয়া,

ডিসেন্ট্রি, বিলিয়ারী কলিক, এন্টারোকোলাইটিস, কলিসিস্টাইটিস, কোলোনোপ্যাথী, পিসটাইটিস এবং স্পাজমোডিক ডিসমেনোরিয়াতে নির্দেশিত।

মাত্রা ও সেবনবিধি: নরভিস® ট্যাবলেট: ২-৬ টি ট্যাবলেট (১০০-৩০০ মি.গ্রা.) দৈনিক বিভক্ত মাত্রায় মুখে খেতে হবে।

নরভিস® ইঞ্জেকশন: ১ টি করে এ্যাম্পুল (৫ মি.গ্রা.) দিনে ৩ বার ইন্ট্রামাসকুলার অথবা ইন্ট্রাভেনাস পথে ধীরে ধীরে প্রয়োগ করতে হবে।

নরভিস® সিরাপ: শিশু: প্রতি কেজি দৈহিক ওজনের জন্য দৈনিক ৩ মি.গ্রা. - ৬ মি.গ্রা. অথবা ১.৫ মি.লি. - ৩ মি.লি. করে ৩ টি বিভক্ত মাত্রায়।

প্রাপ্ত বয়স্ক: দৈনিক ৩০ মি.গ্রা. - ৯০ মি.গ্রা. অথবা ১৫ মি.লি. - ৪৫ মি.লি. করে ৩ বার অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেবা।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতীত অন্য ওষুধের সাথে ইহা ব্যবহার করা যাবে না।

গর্ভাবস্থায় ব্যবহার: ঙ্গণের ক্ষতি অপেক্ষা মায়ের উপকৃত হবার সম্ভাবনা বেশি থাকলে ব্যবহার করা যাবে।

দুগ্ধদানকারী মায়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার: ঙ্গণের ক্ষতি অপেক্ষা মায়ের উপকৃত হবার সম্ভাবনা বেশি থাকলে ব্যবহার করা যাবে।

পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া: স্বভাবত খুবই অল্প পরিমাণ পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া দেখা যায়।

প্রতিনির্দেশনা: টাইমোনিয়াম মিথাইলসালফেট গ্লুকোমা রোগীদের ক্ষেত্রে এবং যে সকল রোগীর একিউট আইবল পেইন ও সেইসাথে দৃষ্টির সমস্যা আছে তাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না। যাদের প্রোস্টেট অথবা ইউরিনারী ব্লাডারের অস্বাভাবিকতা আছে তাদের ক্ষেত্রে ইহা ব্যবহার করা যাবে না।

সরবরাহ:

নরভিস® ট্যাবলেট: প্রতিটি বাক্সে রয়েছে ৫০টি ট্যাবলেট ব্লিস্টার প্যাকে।

নরভিস® ইঞ্জেকশন: প্রতিটি বাক্সে রয়েছে ১০টি এ্যাম্পুল ব্লিস্টার প্যাকে।

নরভিস® সিরাপ: প্রতিটি বাক্সে রয়েছে ১০০ মি.লি. সিরাপ PET বোতলে এবং সাথে একটি মাত্রা পরিমাপক কাপ।

O

ওবিনীল®

Obenil®

উপাদান : সিবুট্রামিন হাইড্রোক্লোরাইড মনোহাইড্রেট
৫ মি.গ্রা. ক্যাপসুল।

নির্দেশনা : দৈনিক স্থূলতা ও ওজন কমানোর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : ১০ মি.গ্রা. দিনে ১ বার খাবারের আগে বা খাবারের সাথে। যদি কম ওজন কমে তবে মাত্রা ৪ সপ্তাহ অন্তর টাইট্রেশন করতে হবে যা মোট ১৫ মি.গ্রা. দিনে একবার পর্যন্ত দেয়া যায়। ৫ মি.গ্রা. মাত্রা সেসব রোগীদের জন্য সংরক্ষণ করা উচিত যারা ১০ মি.গ্রা. সহ্য করতে পারেন না।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : অতিসংবেদনশীল, যে সব রোগীর কোন ওষুধ দিলে রক্তচাপ এবং হৃদস্পন্দন বেড়ে যায় যেমন- ডিকনজেস্টেন্ট, কাশি, ঠান্ডা, এলার্জিক ওষুধ, যার মধ্যে আছে ফিনাইলপ্রপানলএমিন, এফিড্রিন এবং সিউডোএফিড্রিন।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : সাধারণ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া, মুখ শুকিয়ে যাওয়া, মাথা ব্যথা হয়, ঘুমের অসুবিধা, কোষ্ঠকাঠিন্য, ডায়রিয়া, ঘুম ঘুম ভাব, নাকের প্রদাহ ইত্যাদি।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : এম এ ও আই ব্যবহার বন্ধের দুই সপ্তাহের মধ্যে অথবা একসাথে সিবুট্রামিন ব্যবহার করা যাবে না।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভাবস্থায় ব্যবহার এবং নার্সিং মায়েদের সিবুট্রামিন দেয়া নিষেধ।

সরবরাহ :

ওবিনীল® ৫ ক্যাপসুল : ৩ X ১০ টি।

অকুফেন® চোখের ড্রপস্

Ocufulen® Eye Drops

উপাদান: অকুফেন ০.০৯% চোখের ড্রপস্ : প্রতি মি.লি.এ আছে ব্রোমফেনাক সোডিয়াম আইএনএন ১.০৩৫ মি.গ্রা. যা ০.৯ মি.গ্রা. ব্রোমফেনাক আইএনএন এর সমতুল্য।

নির্দেশনা: অকুফেন ০.০৯% চোখের ড্রপস্ চোখের

ছানি এবং অন্যান্য অপারেশনজনিত প্রদাহ কমাতে নির্দেশিত। এছাড়াও যে কোন ধরণের চোখের প্রদাহ কমাতে ব্যবহৃত হয়।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি: প্রাপ্ত বয়স্কদের ক্ষেত্রে : ১ ফোটা করে আক্রান্ত চোখে দিনে দুইবার; অপারেশনের পর ২৪ ঘণ্টায় মধ্যে চিকিৎসা শুরু করতে হবে এবং ২ সপ্তাহ চলবে।

শিশুদের ক্ষেত্রে : মাত্রা এবং ব্যবহার ডাক্তার নিশ্চিত করবেন।

যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: ব্রোমফেনাক চোখের ড্রপস্ এর যে কোন উপাদানের প্রতি সংবেদনশীল রোগীর ক্ষেত্রে এই ওষুধ ব্যবহার করা যাবে না।

সতর্কতা: ব্রোমফেনাক চোখের ড্রপস্ এ আছে সোডিয়াম সালফাইট, যা অনেকের ক্ষেত্রে এ্যালার্জিক প্রতিক্রিয়া যেমন- কমমাত্রার শ্বাসকষ্টের লক্ষণ দেখা দিতে পারে। তবে সালফাইট সংবেদনশীলতার ব্যাপকতা সম্পর্কে জানা নেই এবং সম্ভাবনা কম। সেজন্য এই ওষুধের প্রতি সংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বাহ্যিকভাবে ব্যবহৃত সকল NSAID গুলো ক্ষত উপশমে দীর্ঘস্থায়ী করতে পারে। একইসাথে NSAID এবং স্টেরয়েড ব্যবহারে ক্ষত শুকানো বেশী দীর্ঘস্থায়ী হয়।

কন্টাক্ট লেন্স পরিহিত অবস্থায় ব্রোমফেনাক চোখের ড্রপস্ ব্যবহার করা উচিত নয়।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: প্রেগন্যান্সি ক্যাটাগরি:সি।

এই ওষুধ গর্ভাবস্থায় ব্যবহারের ক্ষেত্রে পর্যাণ্ড এবং সুস্পষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি। তাই ঙ্রণের ঝুঁকি ও রোগীর উপকারের কথা বিবেচনা করে এই ওষুধ প্রয়োগ করা উচিত। স্তন্যদানকালে ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার:

১৮ বৎসরের নীচে রোগীদের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা এবং কার্যক্ষমতা এখনো প্রতিষ্ঠিত নয়।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: সাধারণত যেসব পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা যায় তা হলো: চোখে অস্বাভাবিক অনুভূতি, কনজাংকটিভাল হাইপারেমিয়া, চোখের জ্বলুনি, চোখে ব্যথা, চোখে প্রেরিটাস, লালচে চোখ, মাথাব্যথা এবং আইরিসে প্রদাহ।

সরবরাহ:

অকুফেন® ০.০৯% চোখের ড্রপস্ : প্রতি প্লাস্টিক ড্রপার বোতলে রয়েছে ৫ মি.লি. ব্রোমফেনাক সোডিয়াম আইএনএন জীবাণুমুক্ত দ্রবন।

কন্টেইনারে রয়েছে ১০ মি.লি. পলিইথিলিন গ্লাইকল ৪০০ বিপি ০.৪% এবং প্রোপাইলিন গ্লাইকল বিপি ০.৩%-এর জীবাণুমুক্ত দ্রবণ।

অকুল্যান্ট™ চোখের ড্রপস্ Oculant™ Eye Drops

উপাদান: অকুল্যান্ট™ চোখের ড্রপস্: প্রতি মি.লি.-এ আছে ৪ মি.গ্রা. পলিইথিলিন গ্লাইকল ৪০০ বিপি এবং ৩ মি.গ্রা. প্রোপাইলিন গ্লাইকল বিপি।

নির্দেশনা: অকুল্যান্ট™ চোখের ড্রপস্ চোখের শুষ্কতাজনিত জ্বালাপোড়া এবং প্রদাহ প্রশমনে নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি: আক্রান্ত চোখে ১/২ ফোঁটা প্রয়োজন অনুযায়ী অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহার করতে হবে। ৬ বৎসরের কম বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহার করতে হবে।

প্রতিনির্দেশনা: এই ওষুধের যেকোন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীলতা থাকলে এই ওষুধ ব্যবহার করা যাবে না।

সাবধানতা: শুধুমাত্র বাহ্যিকভাবে ব্যবহারের জন্য। যদি ওষুধটির বর্ণ পরিবর্তন হয়ে যায় অথবা ঘোলা হয়ে যায় অথবা ওষুধটির কোন উপাদানের প্রতি সংবেদনশীলতা দেখা দেয়, তবে ওষুধটি ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

সতর্কতা: এই ওষুধটি চোখে দেওয়ার পর ঝাপসা দৃষ্টি হতে পারে। দৃশ্য প্রতিরোধে ড্রপারের মুখে কখনোই স্পর্শ করা উচিত নয়। এবং প্রতিবার ব্যবহারের পর ক্যাপটি ড্রপারের মুখে লাগিয়ে রাখতে হবে।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: রক্তে এই ওষুধটির উপস্থিতি খুবই নগণ্য বিধায় গর্ভবতী মায়েরদের ক্ষেত্রে ওষুধটি ব্যবহার করা যেতে পারে। যথেষ্ট তথ্য প্রমাণাদি না থাকায় স্তন্যদানকালে ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার: শিশুদের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা এবং কার্যক্ষমতা এখনো প্রতিষ্ঠিত নয়।

পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া: সাধারণত ওষুধটি সহনশীল। যদি কোন এ্যালার্জিক সংবেদনশীলতা পরিলক্ষিত হয় তবে তৎক্ষণাত ইহা ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হবে।

সরবরাহ: অকুল্যান্ট™ চোখের ড্রপস্: প্রতিটি

অফকফ®

Ofkof®

উপাদান: (ডেক্সট্রোমেথরফ্যান ১০ মি.গ্রা., সুডোএফিড্রিন ৩০ মি.গ্রা. এবং ট্রাইপ্রোলাইডিন ১.২৫ মি.গ্রা.)/৫ মি.লি. সিরাপ।

নির্দেশনা: শুষ্ক কফ সহ শ্বাসতন্ত্রের উপরের অংশের ব্যথিতে নাসারন্দ্র পরিষ্কারক, হিস্টামিন এইচ১ রিসেপটররোধী ওষুধ ও কফ নিঃসারকের যৌথ সেবন থেকে উপকার লাভ হয় এবং এইসব ক্ষেত্রে রোগের লক্ষণসমূহের উপশমে নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি: প্রাপ্তবয়স্ক এবং ১২ বছরের উর্ধ্ব শিশুদের জন্য ২ চা-চামচ দিনে ৩ বার। ৬-১২ বছরের শিশু: ১ চা-চামচ দিনে ৩ বার, ২-৬ বছরের শিশু: ১/২ চা-চামচ দিনে ৩ বার বা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: যে সমস্ত রোগী ডেক্সট্রোমেথরফ্যান, সুডোএফিড্রিন অথবা ট্রাইপ্রোলাইডিন-এর প্রতি অতি সংবেদনশীল তাদেরকে দেয়া যাবে না। মনোঅ্যামাইন অক্সিডেজ সেবনকারী রোগীদের সেবন বন্ধের দিন থেকে ২ সপ্তাহ পর্যন্ত অফকফ® সেবন করা যাবে না। তীব্র করোনারী ধমনীর রোগ অথবা মারাত্মক উচ্চরক্তচাপ সম্পন্ন রোগীদের ক্ষেত্রে দেয়া যাবে না।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: মাথা বিম্ বিম্ ভাব, পরিপাকতন্ত্রের গোলমাল, কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের অবনমন অথবা উত্তেজনা, তন্দ্রাচ্ছন্নভাব, মুখ-নাক-গলার শুষ্কতা, মূত্রত্যাগে অক্ষমতা ইত্যাদি।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: গর্ভাবস্থায় এগুলোর ব্যবহার সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য নাই। সেজন্য গর্ভবতী মহিলাদের ঙ্গণের বৃদ্ধির ক্ষতির তুলনায় লাভের পরিমাণ যাচাই করে এ ওষুধ ব্যবহার করা উচিত।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: ডিকন্‌জেসটেন্ট, ট্রাইসাইক্লিক বিষন্নতারোধী ওষুধ, রুচিদমনকারক, এ্যামফেটামিন জাতীয় দেহ উত্তেজক অথবা মনোঅ্যামাইন অক্সিডেজ ইনহিবিটর।

সরবরাহ: অফকফ® সিরাপ : ১০০ মি.লি.।

অফরান®

Ofran®

উপাদান:

প্রতিটি ট্যাবলেটে আছে অনডেনসেট্রিন ৮ মি.গ্রা. অনডেনসেট্রিন হাইড্রোক্লোরাইড ডাইহাইড্রেট ইউএসপি হিসেবে। প্রতি ৫ মি.লি. সলিউশনে রয়েছে অনডেনসেট্রিন ৪ মি.গ্রা. অনডেনসেট্রিন হাইড্রোক্লোরাইড ডাইহাইড্রেট ইউএসপি হিসেবে। প্রতি ৪ মি.লি. ইঞ্জেকশনে রয়েছে অনডেনসেট্রিন ৮ মি.গ্রা. অনডেনসেট্রিন হাইড্রোক্লোরাইড ডাইহাইড্রেট ইউএসপি হিসেবে।

নির্দেশনা: অফরান® নির্দেশিত-

ক্যান্সার কেমোথেরাপি দ্বারা সৃষ্ট বমি বমি ভাব এবং বমি প্রতিরোধে

রেডিওথেরাপি দ্বারা সংগঠিত বমি বমিভাব এবং বমি প্রতিরোধে

অস্ত্রপচার পরিবর্তী বমি বমিভাব এবং বমি প্রতিরোধে
মাত্রা এবং প্রয়োগ: কেমোথেরাপি দ্বারা সৃষ্ট বমি বমি ভাব এবং বমি প্রতিরোধ:

প্রাণ্ড বয়স্ক (ট্যাবলেট এবং ওরাল সলিউশন)- প্রচন্ড বমি সৃষ্টিকারী ক্যান্সার কেমোথেরাপিতে ৮ মি.গ্রা. ট্যাবলেট করে ২৪ মি.গ্রা. দিনে তিন বার। মাঝারি ধরনের বমি সৃষ্টিকারী ক্যান্সার কেমোথেরাপিতে ৮ মি.গ্রা. অফরান® ট্যাবলেট অথবা ১০ মি.লি. অফরান সলিউশন দিনে দুইবার।

ইঞ্জেকশন- একটি ৩২ মি.গ্রা. আইভি অথবা তিনটি ০.১৫ মি.গ্রা./কেজি ডোজ। একটি ৩২ মি.গ্রা. ডোজ ক্যান্সার কেমোথেরাপি শুরু ৩০ মিনিট পূর্বে ১৫ মিনিট ০.১৫ মি.গ্রা. (কেজি ডোজের ক্ষেত্রে প্রথম প্রয়োগের ৪ থেকে ৮ ঘন্টা পর দ্বিতীয় ডোজ প্রয়োগ করতে হবে)।

শিশুদের ক্ষেত্রে- ট্যাবলেট এবং ওরাল সলিউশন ৪ থেকে ১১ বছর বয়সের শিশুদের ক্ষেত্রে একটি ৪ মি.গ্রা. অফরান® ট্যাবলেট অথবা ৫ মি.লি. অফরান® সলিউশন দিনে তিনবার করে কেমোথেরাপি শেষ হবার ১-২ দিন পর্যন্ত।

ইঞ্জেকশন- তিনটি ০.১৫/কেজি ডোজ রেডিওথেরাপি দ্বারা সৃষ্ট বমি বমি ভাব এবং বমি প্রতিরোধে প্রাণ্ড বয়স্ক - ট্যাবলেট এবং ওরাল সলিউশন- একটি ৪ মি.গ্রা. অফরান® অথবা ১০ মি.লি. ওরাল সলিউশন দিনে তিনবার।

অস্ত্রপচার পরবর্তী বমি বমি ভাব এবং বমি

প্রতিরোধে:

প্রাণ্ড বয়স্ক: ট্যাবলেট এবং ওরাল সলিউশন- দৈনিক ২ বার ৮ মি.গ্রা. অফরান® ট্যাবলেট করে ২ বার অথবা ২০ মি.লি. ওরাল সলিউশন অবশিকরনের ১ ঘন্টা পূর্বে।

ইঞ্জেকশন- ৪ মি.গ্রা. আইভি অলঘুকৃত অবস্থায় ২-৫ মিনিট এর বেশি সময় ধরে অবশিকরনের ঠিক পূর্বে অথবা রোগী যদি অস্ত্রপচার পরবর্তী সময়ে বমি বমি অনুভব অথবা বমি করে তখন প্রয়োগ করতে হবে অথবা ৪ মি.গ্রা. অলঘুকৃত অবস্থায় আইএম হিসেবে একটি ডোজে প্রয়োগ করা যেতে পারে। যেসব রোগী একটি মাত্র আইভি ডোজে সন্তোষজনক ক্রিয়া দেখায় না তাদের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বার ৪ মি.গ্রা. ডোজে কোন অধিকতর কার্যকারিতা পরিলক্ষিত হয় না।

শিশুদের ক্ষেত্রে- ২ থেকে ১২ বছর বয়স্ক শিশুদের একটি ০.১ মি.গ্রা./কেজি (৪০ কেজি অথবা অনূর্ধ্ব ৪০ কেজি শিশুদের ক্ষেত্রে) অথবা একটি ৪ মি.গ্রা. ডোজ (৪০ কেজি উর্ধ্ব শিশুদের ক্ষেত্রে) ইঞ্জেকশন প্রয়োগের সময়কাল ২ থেকে ৫ মিনিটের চেয়ে বেশি হওয়া উচিত (কোন ভাবেই ৩০ সেকেন্ডের কম নয়)। ২ বছরের নিচের শিশুদের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত তথ্য পাওয়া যায় না।

যকৃতের অকার্যকরারিতায়

ট্যাবলেট এবং ওরাল সলিউশন- সর্বমোট দৈনিক মাত্রা ৮ মি.গ্রা. অতিক্রম করা উচিত নয়।

ইঞ্জেকশন- ৪ মি.গ্রা. এর একটি সর্বোচ্চ কেমোথেরাপি শুরু করার ৩০ মিনিট পরে ১৫ মিনিট ধরে প্রয়োগ করতে হবে।

প্রতিনির্দেশনা: অনডেনসেট্রিন এর প্রতি অতি প্রতিক্রিয়াশীল রোগীদের ক্ষেত্রে প্রতিনির্দেশিত।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: সবচেয়ে বেশি সংগঠিত পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে মাথা ব্যথা, কোষ্ঠ কাঠিন্য এবং ডায়রিয়া। কেমোথেরাপি দ্বারা সংগঠিত বমি বমিভাব এবং বমিতে অনডেনসেট্রিন সেবনকৃত রোগীদের মধ্যে ১% ক্ষেত্রে র্যাশ দেখা যেতে পারে। দুর্লভ ক্ষেত্রে ঝাপসা দৃষ্টি, ডিপ্রেসনসহ অথবা বৃকে ব্যথা, কার্ডিয়াক এরিথমিয়া, নিম্নরক্তচাপ এবং ব্রাডি কার্ডিয়া দেখা যায়।

অন্য গুণ্যদের সাথে প্রতিক্রিয়া: যেসব রোগী ঈগচওঅ৪ উদ্দীপক (যেমন- ফিনাইটয়েন, কার্বামাজেপিক অথবা রিফামপিসিন) গ্রহন করছেন তাদের ক্ষেত্রে অনডেনসেট্রিন এর নির্গমন বৃদ্ধি এবং রক্তে এর ঘণত্ব

হ্রাস পরিলক্ষিত হয়। অনডেনসেট্রিন ট্রীমাডোল এর ব্যথা নিবারক ক্ষমতা হ্রাস করতে পারে।

গর্ভাবস্থায় এবং স্তন্যদানকালে:

গর্ভাবস্থায়: প্রেগনেসি ক্যাটাগরি-বি। স্তন্যদানকালে: স্তন্যদানকারী প্রাণীদের দুগ্ধে অনডেনসেট্রিন নির্গমন পরিলক্ষিত হয় তাই স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে অনডেনসেট্রিন প্রদানের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

সরবরাহ:

অফরান® ৮ মি.গ্রা. ট্যাবলেট: প্রতি বাস্কে আছে ৩ X ১০ টি ট্যাবলেট। অফরান® ওরাল সলিউশন: প্রতি বোতলে আছে ৫০ মি.লি. সলিউশন। অফরান® ৪ মি.লি. ইঞ্জেকশন: প্রতি বাস্কে আছে ৬ টি এ্যাম্পুল।

অলিকড®

Olicod®

উপাদান: প্রতিটি লিকুইড ফিল্ড হার্ড জিলাটিন ক্যাপসুলে আছে কড-লিভার অয়েল বিপি ০.৩ মি.লি., যাতে আছে ভিটামিন এ ৬০০ আই ইউ, ভিটামিন ডিও ৮৫ আই ইউ, ভিটামিন ই ০.৩ আই ইউ, ইকোসাপেন্টাইনোইক এসিড (ইপিএ) ২৫ মি.গ্রা., ডোকোসাহেপ্টাইনোইক এসিড (ডিএইচএ) ৩০ মি.গ্রা.

নির্দেশনা:

সুস্বাস্থ্য, হাড়, দাঁত ও পেশী উন্নতি সাধন করে।
আর্থ্রাইটিসজনিত ব্যথা উপশমে কড অয়েল সাহায্য করে।

কাশি, ঠাণ্ডা, ব ও শ্বাসের সমস্যায় প্রতিরোধক হিসাবে কাজ করে। অলিকড® এর প্রমোটিক, এন্টি-এরিদমিক, এন্টি-ইনফ্যামেটরী ও এন্টিহাইপারটেনসিভ কার্যকারিতা আছে।

অলিকড® ট্রাইগ্লিসেরাইড কমায় ও এইচ ডি এল লেভেল বাড়ায়।

ক্রম ও শিশুর সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও কার্যকারিতায় ভূমিকা রাখে।

ভিটামিন এ ও ডি এর অভাবজনিত সমস্যা দূর করে।
গর্ভবতী মা কড-লিভার অয়েল গ্রহণ করলে শিশুর জুভেনাইল টাইপ-১ ডায়াবেটিস হবার ঝুঁকি কমে যায়।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি: ২-৬ টি ক্যাপসুল প্রতিদিন বা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

সতর্কতা ও যে সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না:
হাইপারভিটামিনোসিস এ, ডি অথবা ই। আলো থেকে দূরে রাখতে হবে। চিকিৎসা বন্ধ করার পূর্বে যত্নে এর সংরণের পরিমাণ পর্যাপ্ত থাকতে হবে। যেসব রোগীর ক্রমিক রেনাল অকার্যকারিতা আছে তাদেরকে সাবধানতার সাথে কড লিভার অয়েল দ্বারা চিকিৎসা করতে হবে।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: বারবিচুরেট বা এন্টিকনভালসেন্ট জাতীয় ওষুধ কড লিভার অয়েলের শোষণ কমায়।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার:

গর্ভবতীর ক্ষেত্রে ৬০০০ ইউনিট এর বেশী ভিটামিন এ গ্রহণ নির্দেশিত নয়। ভিটামিন এ এবং দৈনন্দিন অনুমোদিত পরিমাণ (আর ডি এ: ৫০০০ ইউনিট) স্তন্যদানকারী মায়ের জন্য প্রযোজ্য।

সরবরাহ:

অলিকড® : প্রতিটি বোতলে আছে ৫০ টি লিকুইড ফিল্ড হার্ড জিলাটিন ক্যাপসুল হিসেবে।

ওলমেকার™

Olmecar™

উপাদান: ওলমেসারটান মেডোজ্জোমিল আইএনএন ২০ মি.গ্রা. এবং ৪০ মি.গ্রা. ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেট।
নির্দেশনা: উচ্চ রক্তচাপ। এটি এককভাবে অথবা অন্য উচ্চ রক্তচাপ বিরোধী ওষুধের সাথে কম্বিনেশন হিসাবে ব্যবহার করা যাবে।

সেবন মাত্রা ও প্রয়োগবিধি: নির্দেশিত প্রারম্ভিক মাত্রা হলো ২০ মি.গ্রা. করে দিনে একবার। উচ্চ রক্তচাপ যথাযথ নিয়ন্ত্রণের জন্য ২ সপ্তাহ পরে মাত্রা বৃদ্ধি করে ৪০ মি.গ্রা. করা যেতে পারে। ৪০ মি.গ্রা. এর অধিক মাত্রা অথবা দিনে দুইবার ওষুধ সেবনে ওষুধের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায় না।

প্রতিনির্দেশনা: এই ওষুধের যে কোন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীলতা।

পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া: বুকো ব্যথা, পেরিফেরাল ইডেমা, ভার্টিজো, তলপেটে ব্যথা, অরগটি, গ্যাস্ট্রোএনটেরাইটিস, বমি বমি ভাব, ট্যাকিকার্ডিয়া, হাইপারকোলেস্টেরোলেমিয়া, হাইপারলিপিডেমিয়া, হাইপারইউরিসেমিয়া, আর্থ্রালজিয়া, আর্থ্রাইটিস, মায়ালজিয়া, রায়শ ইত্যাদি।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: প্রেগনেসী

ক্যাটাগরী ৪ সি (প্রথম ট্রাইমেস্টার) এবং ডি (দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ট্রাইমেস্টার)।

স্তন্যদানকারী মা ৪ ওলমেসারটান মাতৃদুগ্ধে নিঃসৃত হয় কিনা জানা যায়নি। তবে হুঁদুরের ক্ষেত্রে অল্প মাত্রায় নিঃসৃত হয়। বাচ্চার ক্ষতি হবার সম্ভাবনা এবং মায়ের ওষুধ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার দিক পর্যালোচনা করে ওষুধ সেবন অথবা দুগ্ধদান এর যে কোন একটি পরিহার করতে হবে।

শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার: শিশুদের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা এবং কার্যকারিতা এখনও প্রতিষ্ঠিত নয়।

পূর্ব সতর্কতা: বৃক্কের অপর্യാপ্ততার ক্ষেত্রে ৪ রেনিন-এনজিওটেনসিন-এলডোস্টেরন প্রক্রিয়া বাধাদানের পাশাপাশি ওলমেসারটান বৃক্কের কার্যকারিতার পরিবর্তন ঘটাতে পারে। যে সব রোগীদের বৃক্কের কার্যকারিতা রেনিন-এনজিওটেনসিন-এলডোস্টেরন প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল (মারাত্মক কনজেস্টিভ হার্ট ফেইলিওর এ আক্রান্তদের ক্ষেত্রে), তাদের ক্ষেত্রে এনজিওটেনসিন কনভারটিং এনজাইম প্রতিবন্ধক এবং এনজিওটেনসিন রিসেপ্টর প্রতিবন্ধক এর মাধ্যমে চিকিৎসায় অলিগুরিয়া অথবা এজোটিমিয়া এবং (খুব সামান্য ক্ষেত্রে) তীব্র রেনাল অকার্যকারিতা হতে পারে। ওলমেসারটান গ্রহণকারী রোগীদের ক্ষেত্রেও এ অবস্থা ঘটতে পারে।

সরবরাহ:

ওলমেকার™ ২০ ট্যাবলেট: প্রতিটি বাক্সে আছে ৩ X ১০ টি ট্যাবলেট। ওলমেকার™ ৪০ ট্যাবলেট: প্রতিটি বাক্সে আছে ৩ X ১০ টি ট্যাবলেট।

ওলমেকার™ প্লাস Olmecar™ Plus

উপাদান: ওলমেসারটান মেডোজোমিল আইএনএন ২০ মি.গ্রা. এবং হাইড্রোক্লোরোথায়াজাইড বিপি ১২.৫ মি.গ্রা. ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেট।

নির্দেশনা ও ব্যবহার: এই কম্বিনেশন ওষুধটি উচ্চ রক্তচাপের চিকিৎসায় নির্দেশিত। তবে এটি উচ্চ রক্তচাপের প্রারম্ভিক চিকিৎসায় নির্দেশিত নয়।

সেবন মাত্রা ও প্রয়োগবিধি: এককভাবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে ওলমেসারটান এর নির্দেশিত প্রারম্ভিক মাত্রা হলো ২০ মি.গ্রা. করে দিনে একবার। রক্তচাপ যথায় যথ নিয়ন্ত্রণের জন্য ২ সপ্তাহ পর মাত্রা বৃদ্ধি করে

৪০ মি.গ্রা. দিনে একবার করা যেতে পারে। বয়োবৃদ্ধ রোগী, মাঝারি থেকে তীব্র অকার্যকর বৃক্ক (ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স <৪০ মি.লি./মি.) অথবা মাঝারি থেকে তীব্র অকার্যকর যকৃত রোগীদের ক্ষেত্রে মাত্রা পুনর্নির্ধারণের প্রয়োজন নেই।

হাইড্রোক্লোরোথায়াজাইড এর কার্যকর মাত্রা হলো ১২.৫ - ৫০ মি.গ্রা. দিনে একবার।

যে সব রোগীর উচ্চ রক্তচাপ শুধুমাত্র ওলমেসারটান অথবা হাইড্রোক্লোরোথায়াজাইড দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে না, তারা একক চিকিৎসা পরিবর্তন করে ওলমেসারটান ও হাইড্রোক্লোরোথায়াজাইড এর কম্বিনেশন সেবন করতে পারেন।

বৃক্কের অকার্যকারিতায়ঃ ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স <৩০ মি.লি./মি. হলে সেক্ষেত্রে থায়াজাইড এর পরিবর্তে লুপ ডাই-ইউরেটিকস অধিক কার্যকর।

যকৃতের অকার্যকারিতায়ঃ মাত্রা পুনর্নির্ধারণের প্রয়োজন নেই।

প্রতিনির্দেশনা: এই ওষুধের যে কোন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীলতা, অ্যানুরিয়া, সালফোনামাইড গোত্রীয় ওষুধ এর প্রতি সংবেদনশীলতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রতিনির্দেশিত।

পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া:

সাধারণতঃ সুসহনীয়। কিছু সাধারণ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে বিঁমুনী, বমি বমি ভাব, উর্দ্ধ শ্বাসনালীর সংক্রমণ ইত্যাদি। কদাচিতঃ ডায়রিয়া, বুক জ্বালাপোড়া, মাংসপেশীতে ব্যথা হতে পারে।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার:

গর্ভাবস্থায়

শ্রেণ্যাসী ক্যাটাগরী সি (প্রথম ট্রাইমেস্টার) এবং ডি (দ্বিতীয় ও তৃতীয় ট্রাইমেস্টার)। কাজেই গর্ভাবস্থায় এই কম্বিনেশন ওষুধটি ব্যবহার করা উচিত নয়।

স্তন্যদানকালে

ওলমেসারটান মাতৃদুগ্ধে নিঃসৃত হয় কিনা জানা যায়নি। থায়াজাইড ওষুধ মাতৃদুগ্ধে নিঃসৃত হয়। কাজেই স্তন্যদানকালে মা ও শিশুর উপর ওষুধের গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে ওষুধ সেবন অথবা দুগ্ধদান এর যে কোন একটি থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার

শিশুদের ক্ষেত্রে এই কম্বিনেশন ওষুধ ব্যবহারের নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা এখনও প্রতিষ্ঠিত নয়।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: অন্যান্য ওষুধ, যেমন

- হাইড্রোক্লোরোথায়াজাইড, ডিগক্লিন, ওয়ারফেরিন ইত্যাদির সঙ্গে একই সাথে ব্যবহারে তেমন কোন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

হাইড্রোক্লোরোথায়াজাইড, অ্যালকোহল, বারবিচুরেট, অন্যান্য উচ্চ রক্তচাপরোধী ওষুধ, কোলেস্টাইরামিন ও কোলেস্টিপল রেজিন, কার্টিকোস্টেরয়েড, এড্রিনোকর্টিকোস্ট্রোপিন হরমোন, নরএপিনেফ্রিন, টিউবোকাইউরানিন, লিথিয়াম, এন এস এ আইডি ইত্যাদি। হাইড্রোক্লোরোথায়াজাইড এর মাত্রাধিক্যের ফলে হাইপোক্যালেমিয়া, হাইপোক্যালেরেমিয়া, হাইপোন্যাট্রেমিয়া, পানি স্বল্পতা প্রভৃতি হতে পারে।

সরবরাহ:

ওলমেকার™ প্লাস ২০/১২.৫ ট্যাবলেট: প্রতিটি বাক্সে আছে ৩ X ১০টি ট্যাবলেট।

ওনি®

Oni®

উপাদান : (বেটামিথাসন ডাইপ্রপিওনেট ০.৫ মি.গ্রা. এবং কোর্টিমাজল ১০ মি.গ্রা.)/গ্রাম ক্রীম।

নির্দেশনা : টিনিয়া পেডিস, টিনিয়া ক্রুরিস এবং টিনিয়া করপোরিস জাতীয় প্রদাহ সংক্রমণে নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : টিনিয়া ক্রুরিস ও টিনিয়া করপোরিসের জন্য সকালে এবং বিকালে দুই সপ্তাহের জন্য ব্যবহার করতে হবে। টিনিয়া পেডিসে দিনে দুইবার হিসাবে চার সপ্তাহ ব্যবহার করতে হবে।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : এই ওষুধের প্রতি সংবেদনশীলদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না। মুখের রোজাসিয়া, একুনি ভালগারিস, পেরিওরাল ডার্মাটাইটিস, পেরিএ্যানাল এবং জেনিটাল প্রুরাইটিস, ন্যাপকিন ইরাপসন এবং ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাল ইনফেকশনে ব্যবহার করা যাবে না। ত্বকে ব্যবহার্য কার্টিকোস্টেরয়েড সিস্টেমিক শোষণের ফলে এইচপিএ এল্লিস সাপ্রেসন ঘটতে পারে। শিশুদের ক্ষেত্রে একই মাত্রায় ব্যবহার অধিক সিস্টেমিক বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : প্যারেসথেসিয়া, র্যাশ, ইডিমা এবং সেকেন্ডারী ইনফেকশন।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার : ১২ বছরের নীচের শিশুদের

ক্ষেত্রে ক্রীমটির নিরাপত্তা এবং কার্যকারিতা নিশ্চিত নয়।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভবতী মায়ের ক্ষেত্রে ক্ষতির তুলনায় উপকার বিবেচনা করে ক্রীমটি পরিমিত মাত্রায় ব্যবহার করা উচিত। স্তন্যদানকারী মায়ের ক্ষেত্রে ক্রীমটি ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

সরবরাহ : ওনি® ক্রীম : ১০ গ্রাম।

ওরোজেল® ডেন্টাল জেল

Orojel® Dental Gel

উপাদান : বেনজোকোইন ২০% ডেন্টাল জেল।

নির্দেশনা : মুখ ও মাটির ছোট ক্ষত বা যন্ত্রণা যেমন দাঁত ব্যথা, মাটিতে ক্ষত, ক্ষয়কারী ক্ষত, ব্রেস, দাঁতের ছোট-খাট চিকিৎসা, কৃত্রিম দাঁতের পাটা ইত্যাদি কারণে সৃষ্ট ব্যথার সাময়িক উপশমে নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : আক্রান্ত স্থানে দিনে ৪ বার লাগাতে হবে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : এলার্জি, মুখ ও গলা ফুলে যাওয়া ইত্যাদি।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভবতী মা ও স্তন্যপায়ী শিশুদের ক্ষেত্রে তেমন কোন সমস্যার রিপোর্ট পাওয়া যায়নি।

সরবরাহ :

ওরোজেল® ডেন্টাল জেল : ৫ গ্রাম।

ওরোস্টার™

Orostar™

উপাদান: প্রতি ১০০ মি.লি.-তে আছে -

ইউক্যালিপটল ইউএসপি: ০.০৯২ গ্রাম- এন্টিপ্ল্যাক/এন্টিজিনজিভাইটিস হিসেবে

মেনথল ইউএসপি: ০.০৪২ গ্রাম- এন্টিপ্ল্যাক/এন্টিজিনজিভাইটিস হিসেবে

মিথাইলস্যালিসাইলেট বিপি: ০.০৬০ গ্রাম- এন্টিপ্ল্যাক/এন্টিজিনজিভাইটিস হিসেবে

থাইমল বিপি ০.০৬৪ গ্রাম-এন্টিপ্ল্যাক/এন্টিজিনজিভাইটিস হিসেবে

ব্যবহার: প্ল্যাক ও জিনজিভাইটিস প্রতিরোধ করে এবং কমায়

- মুখের দুর্গন্ধের বিরুদ্ধে কাজ করে
- দাঁতের মাঝখানের জীবাণুকে ধ্বংস করে
- টারটার নিয়ন্ত্রণ করে যা দাঁতকে বিবর্ন করে
- দাঁত পরিষ্কার ও উজ্জ্বল করে

বছরের পর বছর ধরে কার্যকর এবং নিরাপদ বলে প্রমানিত

সংকেত: ১২ বছরের কম বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না। শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন। যদি দুর্ঘটনাক্রমে মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণ গলঃধকরণ করে ফেলে তবে ডাক্তারের পরামর্শ নিন অথবা নিকটস্থ হাসপাতালে যোগাযোগ করুন।

নির্দেশন: পূর্ণশক্তির ২০ মি.লি. (৪ চা চামচ) ওরোস্টার এন্টিসেপটিক মাউথওয়াশ দিয়ে সকালে ও রাতে কুলকুচি করে ফেলে দেন।

অন্যান্য তথ্য: সাধারণ তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করুন। ঠাণ্ডা আবহাওয়ার কারণে সলিউশন ঘোলা হতে পারে কিন্তু ইহার এন্টিসেপটিক গুণাগুণের কোন পরিবর্তন হয় না।

সরবরাহ: ওরোস্টার অরিজিনাল: ১২০ মি.লি. ও ২৫০ মি.লি.। ওরোস্টার কুলমিস্ট: ১২০ মি.লি. ও ২৫০ মি.লি.।

অস্মোল্যাক্স®

Osmolax®

উপাদান : ল্যাকটুলোজ ৩.৪০ গ্রাম/৫ মি.লি. কনসেন্ট্রেটেড ওরাল সলিউশন।

নির্দেশনা : ১। কোষ্ঠ কাঠিন্য। ২। হেপাটিক এনসেফালোপ্যাথি (পোর্টাল সিস্টেমিক এনসেফালোপ্যাথি): হেপাটিক কোমা।

মাত্রা এবং সেবন বিধি : কোষ্ঠ কাঠিন্য - প্রাথমিক অবস্থায় অস্মোল্যাক্স® সলিউশন দৈনিক দুইবার দেয়া যেতে পারে। পরবর্তীতে রোগীর প্রয়োজন অনুযায়ী মাত্রা সমন্বয় করা যেতে পারে; তবে সাধারণতঃ অস্মোল্যাক্স® নিম্নলিখিত মাত্রায় ব্যবহার করা হয়: প্রাথমিক মাত্রা - প্রাণ্ড বয়স্ক - ১৫ মি.লি দৈনিক দুইবার।

শিশু (৫-১০ বৎসর) - ১০ মি.লি দৈনিক দুইবার।

শিশু (৫ বৎসরের নিচে) - ৫ মি.লি দৈনিক দুইবার।

শিশু (১ বৎসরের নীচে) - ২.৫ মি.লি দৈনিক দুইবার।

অস্মোল্যাক্স® সলিউশন প্রয়োজনবোধে পানি অথবা ফলের রসের সাথেও গ্রহন করা যেতে পারে।

হেপাটিক এনসেফালোপ্যাথি - প্রাণ্ড বয়স্ক - প্রাথমিক অবস্থায় ৩০-৫০ মি.লি দৈনিক তিনবার দেয়া যেতে পারে। পরবর্তীতে রোগীর প্রয়োজন অনুযায়ী মাত্রা সমন্বয় করা যেতে পারে।

শিশু : এই নির্দেশনায় শিশুদের জন্য অস্মোল্যাক্স® নির্দেশিত নয়। ল্যাকটুলোজের নিজস্ব শরীরবৃত্তীয় কার্যপ্রক্রিয়ার জন্য এর ফলাফল পেতে ৪৮ ঘণ্টা সময় লাগতে পারে।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : রক্তে গ্যালাকটোজের উচ্চমাত্রা থাকলে গ্রহন করা যাবে না (গ্যালাকটোসেমিয়া)। কোষ্ঠ কাঠিন্যের চিকিৎসায় ব্যবহৃত অন্যান্য ওষুধের সাথেও ইহা গ্রহন করা যাবে না। পরিপাকতন্ত্রের কোন রকম বাঁধা সৃষ্টির প্রমাণ পাওয়া গেলে ল্যাকটুলোজ গ্রহন করা উচিত নয়। ল্যাকটুলোজ অসহনীয়তার ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতার সাথে সেবন করতে হবে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : চিকিৎসা শুরু প্রথম কয়েকদিন পেট ফাঁপা এবং পায়ুপথে বায়ু নির্গমন হতে পারে। কয়েকদিন সেবনের পর উপরোক্ত লক্ষনসমূহ সাধারণত: দূর হয়ে যায়। অতিরিক্ত মাত্রায় সেবনের ফলে ডায়রিয়া হতে পারে যেমন- পোর্টাল সিস্টেমিক এনসেফালোপ্যাথি চিকিৎসায় ব্যবহৃত মাত্রায়; তখন প্রয়োজন অনুযায়ী মাত্রা সমন্বয় করতে হবে।

গর্ভাবস্থায় ব্যবহার : ব্যাপক ক্লিনিক্যাল পরীক্ষায় এবং প্রানীর উপর গবেষণায় দেখা গেছে গর্ভাবস্থায় দৈনিক নির্দেশিত মাত্রায় সেবন করলে ভ্রূণের ক্ষতির ঝুঁকি থাকে না। যদি গর্ভাবস্থায় ল্যাক্সেটভের চিকিৎসা প্রয়োজন হয়, তবে অস্মোল্যাক্স® সেবন করা যাবে।

সরবরাহ : অস্মোল্যাক্স® কনসেন্ট্রেটেড ওরাল সলিউশন : ১০০ মি.লি. এবং ২০০ মি.লি.।

অস্টিল®

Ostel®

উপাদান : এলেনড্রোনোট সোডিয়াম ১০ ও ৭০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

নির্দেশনা :

১. মেনোপজ পরবর্তী মহিলার অস্টিওপোরোসিস প্রতিরোধ ও চিকিৎসায়: অস্টিওপোরোসিসের চিকিৎসায় এলেনড্রোনিক এসিড হাড়ের ঘনত্ব বৃদ্ধি

করে হাড় এবং কোমর, কজি ও মেরুদণ্ডের হাড় ভাঙ্গা প্রতিরোধ করে।

২. পুরুষের অস্টিওপোরোসিস চিকিৎসায় হাড়ের ঘনত্ব বৃদ্ধি করে।

৩. পুরুষ ও মহিলাদের গ্লুকোকর্টিকয়েড জনিত অস্টিওপোরোসিস চিকিৎসায়

৪. পুরুষ ও মহিলাদের প্যাগেটস্ চিকিৎসায়, যাদের ক্ষারীয় ফসফেট স্বাভাবিক সীমার অন্তত দ্বিগুন অথবা যাদের উপসর্গ আছে অথবা যাদের এই রোগ থেকে ভবিষ্যতে জটিলতার ঝুঁকি আছে।

মাত্রা ও সেবনবিধি : মেনোপেজ পরবর্তী মহিলায় অস্টিওপোরোসিস চিকিৎসায়: প্রতি সপ্তাহে একটি ৭০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট অথবা প্রতিদিন একটি ১০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

মেনোপেজ পরবর্তী মহিলায় অস্টিওপোরোসিস প্রতিরোধে : প্রতি সপ্তাহে একটি ৩৫ মি.গ্রা. ট্যাবলেট অথবা প্রতিদিন একটি ৫ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

অস্টিওপোরোসিস সম্পন্ন পুরুষদের হাড়ের ঘনত্ব বৃদ্ধির চিকিৎসায়: প্রতি সপ্তাহে একটি ৭০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট অথবা প্রতিদিন একটি ১০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

নারী ও পুরুষের গ্লুকোকর্টিকয়েড সম্পর্কিত অস্টিওপোরোসিস চিকিৎসায় : ৫ মি.গ্রা. প্রতি দিন একটি, এস্ট্রোজেন গ্রহণ করছে না এমন মেনোপেজ পরবর্তী মহিলা ব্যতীত, যাদের জন্য নির্দেশিত মাত্রা হচ্ছে ১০ মি. গ্রা. ট্যাবলেট একটি।

হাড়ের প্যাগেটস্ রোগে : ৬ মাসের জন্য ৪০ মি.গ্রা. প্রতিদিন একটি করে।

পর্যাপ্ত শোষণের জন্য অস্টিল অবশ্যই সকালের নাস্তা, পানীয় অথবা ওষুধ খাবার ৩০ মিনিট আগে পানির সাথে খেতে হবে। অন্যান্য পানীয়, খাদ্য এবং কিছু ওষুধ এলেনড্রোনোটের শোষণ কমিয়ে দেয়। ঘুম থেকে উঠার পর এক গ্লাস পানির সাহায্যে অস্টিল সেবন করলে এর পাকস্থলীতে সরবরাহ সহজতর হয় এবং ইসোসেফেগাসের জ্বালাপোড়া কম হয়। ওষুধ সেবনের পর ৩০ মিনিট পর্যন্ত রোগীর শোয়া যাবে না। ট্যাবলেট চুষে যাবে না। অস্টিল ঘুমানোর সময় সেবন করা উচিত না।

প্রতি নির্দেশনা :

- ইসোসেফেগাসের অস্বাভাবিকতা যা ইসোসেফাস খালি হওয়াকে বিলম্ব করে যেমন- স্ট্রিকচার বা একলাসিয়া

- কমপক্ষে ৩০ মিনিট দাঁড়িয়ে বা সোজা হয়ে বসে

থাকতে অপরাগত।

- ওষুধের কোন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীলতা
- হাইপোক্যালসিমিয়া

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : চিকিৎসা শুরু করার আগে হাইপোক্যালসেমিয়া এবং অন্যান্য খনিজের শোষণ সম্পর্কিত অসুবিধা অবশ্যই ঠিক করতে হবে। এলেনড্রোনিক এসিড সেবনের ফলে পরিপাকতন্ত্রের উপরিভাগ জ্বালাপোড়া করতে পারে। যেসব রোগীর পরিপাকতন্ত্রের উপরিভাগে সমস্যা আছে যেমন- ডিসফ্যাগিয়া, ইসোসেফেগাসের অসুখ, পাকস্থলী ও ডুওডেনামের প্রদাহ অথবা আলসার তাদের ক্ষেত্রে এলেনড্রোনোট এসিড দেয়ার ব্যাপারে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। যদি ক্রমে ইসোসেফেগাসের অসুখের লক্ষণাদি প্রকাশিত হয় সেক্ষেত্রে চিকিৎসা বন্ধ করে দিতে হবে এবং ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। বয়স্ক রোগী এবং বৃক্কের মৃদু থেকে মাঝারি অকার্যকারিতা (ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স ৩৫-৬০ মিলি/মিনিট) আছে এমন রোগীর ক্ষেত্রে মাত্রা সংশোধন করার প্রয়োজন হয় না। তবে বৃক্কের তীব্র অকার্যকারিতার (ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স <৩৫ মিলি/মিনিট) ক্ষেত্রে অস্টিল® দেয়া যাবে না।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সাধারণত মৃদু হয় এবং চিকিৎসা বন্ধ করার প্রয়োজন হয় না। সাধারণ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলো হচ্ছে- ইসোসেফেগাসের প্রতিক্রিয়া, পেট ব্যথা, পেট ফোলা, ডায়রিয়া বা কোষ্টকাঠিন্য, পেট ফাঁপা, মাংসপেশীর ব্যথা, মাথা ব্যথা, র্যাশ, ইরাইথেমা এবং রক্তে ক্যালসিয়াম এবং ফসফেটের সাময়িক স্বল্পতা।

অন্যান্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : একই সময়ে সেবনকৃত ক্যালসিয়াম সম্পূরক এবং মুখে সেবা কিছু ওষুধ এলেনড্রোনিক এসিড শোষণে বাধা দেয়। শিরাপথে প্রয়োগকৃত রেনিটিডিন এলেনড্রোনিক এসিডের বায়োএভেইলএবলিটি দ্বিগুণ করে দেয়। এলেনড্রোনিক এসিড সেবনের ফলে এসপিরিন ও অন্যান্য প্রদাহজনিত ওষুধের সম্পর্কিত পরিপাকতন্ত্রের উপরিভাগে প্রতিক্রিয়া বেড়ে যায়।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে : এলেনড্রোনিক এসিড গর্ভাবস্থায় C ক্যাটাগরীভুক্ত। শিশুদের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

সরবরাহ :

অস্টিল® ১০ ট্যাবলেট : ৩ X ১০ টি । অস্টিল® ৭০ ট্যাবলেট : ৩ X ৪ টি ।

অস্টিল®-ডি

Ostel®-D

উপাদান : অস্টিল®-ডি ১০/৪০০: সোডিয়াম এলেনড্রোনোট বিপি যা এলেনড্রোনিক এসিড ১০ মি. গ্রা. এর সমতুল্য এবং ভিটামিন ডিও (কোলিক্যালসিফেরল বিপি) ৪০০ আইইউ এবং অস্টিল®-ডি ৭০/২৮০০: সোডিয়াম এলেনড্রোনোট বিপি যা এলেনড্রোনিক এসিড ৭০ মি.গ্রা. এর সমতুল্য এবং ভিটামিন ডিও (কোলিক্যালসিফেরল বিপি) ২৮০০ আইইউ ট্যাবলেট।

নির্দেশনা :

১. মেনোপেজ পরবর্তী মহিলার অস্টিওপোরোসিসের চিকিৎসা।

২. পুরুষের অস্টিওপোরোসিস চিকিৎসা। অস্টিওপোরোসিসের চিকিৎসায় অস্টিল®-ডি হাড়ের ঘনত্ব বৃদ্ধি করে হাড় (বিশেষ করে কোমর ও মেরুদন্ডের হাড়) ভাঙ্গার সম্ভাবনা কমায়।

সেবনমাত্রা ও বিধি : মেনোপেজ পরবর্তী মহিলার অস্টিওপোরোসিসের চিকিৎসা : অস্টিল®-ডি ১০/৪০০ ট্যাবলেট দিনে একবার অথবা অস্টিল®-ডি ৭০/২৮০০ ট্যাবলেট সপ্তাহের একবার।

পুরুষের অস্টিওপোরোসিস চিকিৎসায় হাড়ের ঘনত্ব বৃদ্ধি : অস্টিল®-ডি ১০/৪০০ ট্যাবলেট দিনে একবার অথবা অস্টিল®-ডি ৭০/২৮০০ ট্যাবলেট সপ্তাহে একবার। পর্যাপ্ত শোষণের জন্য অস্টিল®-ডি সকালের নাস্তার অন্তত ৩০ মিনিট আগে পানির সাহায্যে সেবন করতে হবে। ওষুধ সেবনের পর ৩০ মিনিট পর্যন্ত রোগীর শোয়া যাবে না। অস্টিল®-ডি ঘুমানোর সময় সেবন করা উচিত না।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : অস্টিল®-ডি এর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সাধারণত মৃদু হয় এবং চিকিৎসা বন্ধ করার প্রয়োজন হয় না। সাধারণ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলো হচ্ছে- ইসোসোফেগাসের প্রতিক্রিয়া, পেট ব্যাথা, পেট ফোলা, ডায়রিয়া বা কোষ্ঠকাঠিন্য, পেট ফাঁপা, মাংসপেশীর ব্যাথা, র্যাশ, ইরাইথেমা এবং রক্তে ক্যালসিয়াম এবং ফসফেটের সাময়িক স্বল্পতা।

সাবধানতা : চিকিৎসা শুরু করার আগে হাইপোক্যালসেমিয়া এবং অন্যান্য খনিজের শোষণ সম্পর্কিত অসুবিধা অবশ্যই ঠিক করতে হবে। এলেনড্রোনোট সেবনের ফলে পরিপাকতন্ত্রের উপরিভাগ জ্বালাপোড়া করতে পারে। যেসব রোগীর পরিপাকতন্ত্রের উপরিভাগে সমস্যা আছে যেমন-

ডিসফ্যাগিয়া, ইসোসোফেগাসের অসুখ, পাকস্থলী ও ডুওডেনামের প্রদাহ অথবা আলসার তাদের ক্ষেত্রে এলেনড্রোনোট দেয়ার ব্যাপারে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। যদি ক্রমে ইসোসোফেগাসের অসুখের লক্ষণাধি প্রকাশিত হয় সেক্ষেত্রে চিকিৎসা বন্ধ করে দিতে হবে এবং ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। বয়স্ক রোগী এবং বৃক্কের মৃদু থেকে মাঝারি অকার্যকারিতা (ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স ৩৫-৬০ মিলি/মিনিট) আছে এমন রোগীর ক্ষেত্রে মাত্রা সংশোধন করার প্রয়োজন হয় না। তবে বৃক্কের তীব্র অকার্যকারিতার (ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স <৩৫ মিলি/মিনিট) ক্ষেত্রে অস্টিল®-ডি দেয়া যাবে না।

প্রতিনির্দেশনা :

ইসোসোফেগাসের অস্বাভাবিকতা যা ইসোসোফেগাস খালি হওয়াকে বিলম্ব করে যেমন-স্ট্রিকচার বা একালাসিয়া।

কমপক্ষে ৩০ মিনিট দাঁড়িয়ে বা সোজা হয়ে বসে থাকতে অপারগ।

ওষুধের যেকোন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীলতা।

হাইপোক্যালসেমিয়া।

অন্যান্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : একই সময়ে সেবনকৃত ক্যালসিয়াম সম্পূরক এবং মুখে সেব্য কিছু ওষুধ এলেনড্রোনোট শোষণে বাঁধা দেয়। শিরাপথে প্রয়োগকৃত রেনিটিডিন এলেনড্রোনোটের জৈবলভ্যতা হ্রাস করে দেয়। এলেনড্রোনোটের সাথে সেবনের ফলে NSAID এবং এসপিরিন সম্পর্কিত পরিপাকতন্ত্রের উপরিভাগে প্রতিক্রিয়া বেড়ে যায়।

খনিজ তেল, অরলিস্ট্যাট এবং বাইল এসিড সিকোয়েস্টারেন্ট (কোলেস্টাইরামিন, কোলেস্টিপল) ভিটামিন ডি এর শোষণে বাঁধা দান করতে পারে। এন্টিকনভালসেন্ট, সিমিটিডিন এবং থায়াজাইড ভিটামিন ডি এর অপচিতি বৃদ্ধি করে।

মাত্রাধিক্য : এলেনড্রোনোট মাত্রাধিক্য সেবনের ফলে হাইপোক্যালসেমিয়া, হাইপোফসফাটেমিয়া, পরিপাকতন্ত্রের উপরিভাগ সম্পর্কিত পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া যেমন- পেটের গোলমাল, বুক জ্বালাপোড়া, ইসোসোফেজাইটিস, গ্যাস্ট্রাইটিস বা আলসার হতে পারে। ভিটামিন ডি মাত্রাধিক্যের উপসর্গগুলো হলো হাইপারক্যালসেমিয়া, হাইপারক্যালসিউরিয়া, এনোরেক্সিয়া, বমি বমি ভাব, পলিইউরিয়া, পলিডিপসিয়া, দুর্বলতা, অলসতা।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে : এলেনড্রোনিক এসিড গর্ভাবতী স্তন্যদায়ী মহিলাদের উপর প্রয়োগ করা হয়নি এবং তাদের দেয়া উচিত নয়। শিশুদের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

সরবরাহ :

অস্টিল® -ডি ১০/৪০০ ট্যাবলেট : ৩ X ১০ টি।

অস্টিল® -ডি ৭০/২৮০০ ট্যাবলেট : ১ X ৮ টি।

অক্সাপ্রো®

Oxapro®

উপাদান: এস্টিটালোপ্রাম অক্সালেট আইএনএন। ৫ মি.গ্রা. এবং ১০ মি.গ্রা. ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেট।

নির্দেশনা:

মেজর ডিপ্রেসিভ ডিজঅর্ডার

ডিপ্রেসন পুনরাবৃত্তি প্রতিরোধে।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি: অক্সাপ্রো® (এস্টিটালোপ্রাম) সাধারণত দিনে ১০ মি.গ্রা. দিয়ে মাত্রা শুরু করা হয়। অন্তত ১ সপ্তাহ পরে এ মাত্রা দিনে ২০ মি.গ্রা. করা যেতে পারে কিন্তু ২০ মি.গ্রা. এর চেয়ে বেশি অতিরিক্ত কার্যকরী বলে প্রমাণিত হয়নি।

পূর্ণ বয়স্ক:

দিনে ১০ মি.গ্রা. একবার।

শিশু:

১৮ বছরের নিচে এর নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা প্রতিষ্ঠিত নয়।

সতর্কতা ও যে সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: এস্টিটালোপ্রামের প্রতি সংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে এটা প্রতিনির্দেশিত।

মনো এ্যামাইনো অক্সিডেজ ইনহিবিটর গ্রহণকারীদের জন্য এটা প্রতিনির্দেশিত।

ম্যানিক পর্যায়ে এস্টিটালোপ্রাম স্থগিত করা উচিত। ম্যানিয়া বা খিচুনি রোগীদের ক্ষেত্রে এস্টিটালোপ্রাম সতর্কতার সাথে প্রয়োগ করা উচিত।

যকৃতের সমস্যা আছে এমন রোগীদের ক্ষেত্রে সতর্কতার সাথে সর্বনিম্ন মাত্রায় (১০ মি.গ্রা./দিনে) দেয়া যেতে পারে।

ডায়াবেটিসের রোগীদের ক্ষেত্রে যারা ইনসুলিন বা অন্য কোন এ্যাক্টিভায়েটিক ওষুধ গ্রহণ করছে তাদের ক্ষেত্রেও সতর্কতার সাথে এস্টিটালোপ্রাম দিতে হবে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: অতিরিক্ত উত্তেজনা, অস্থিরতা, আচ্ছন্ন দৃষ্টি, ডায়রিয়া, বদহজম, বমিবমি ভাব, ক্ষুধামন্দা, ক্ষুধাবৃদ্ধি, অতিরিক্ত ঘাম, সেবুয়াল সমস্যা (ইচ্ছা কমে যাওয়া ও দেবীতে স্থলন), স্বাদ নষ্ট হওয়া, কাঁপুনি ও দৈহিক ওজন পরিবর্তন।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে: গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে এস্টিটালোপ্রাম ব্যবহার প্রতিষ্ঠিত নয়।

এ অবস্থায় ঝুঁকির চেয়ে উপকারিতা বেশি হলেই কেবল ডাক্তারের পরামর্শে এস্টিটালোপ্রাম গ্রহণ করা যেতে পারে।

সরবরাহ:

অক্সাপ্রো® ৫ ট্যাবলেট: প্রতিটি বাক্সে আছে ৩০ টি ট্যাবলেট। অক্সাপ্রো® ১০ ট্যাবলেট: প্রতিটি বাক্সে আছে ৩০ টি ট্যাবলেট।

অক্সাট® ২০

Oxat® 20

উপাদান : প্যারোক্সেটিন ২০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : বিষন্নতা, অবসেসিভ কমপালসিভ ডিজঅর্ডার, প্যানিক ডিজঅর্ডার, সোস্যাল এ্যাংজাইটি ডিজঅর্ডার, জেনারলাইজড এ্যাংজাইটি ডিজঅর্ডার এবং পোস্ট-ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিজঅর্ডার।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : দৈনিক ২০ মি.গ্রা. একক মাত্রায় সেবা।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : মনোএমাইন অক্সিডেজ ইনহিবিটর অথবা থায়োরিডাজিন ব্যবহারকারী ও প্যারোক্সেটিনের প্রতি সংবেদনশীল রোগীর ক্ষেত্রে এর ব্যবহার অনুচিত। হৃৎপিণ্ড ও রক্ত সংবহনতন্ত্রীয় সমস্যা এবং মৃগী রোগীদের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। মানসিক অবস্থার উপর প্রভাব ফেলে এমন অন্যান্য সকল ওষুধের ন্যায় এ ওষুধ সেবনের পরও রোগীর গাড়ীচালনা ও যন্ত্রপাতি পরিচালনার সময় সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : এসথেনিয়া, ঘাম, বমি বমি ভাব, ক্ষুধামন্দা, অত্যধিক তন্দ্রাচ্ছন্নতা, বিঁমুনি, নিদ্রাহীনতা, কাঁপুনি, ভয় ভয় ভাব, পুরুষদের শীথি লতা, বীর্য়স্থলনকালীন সময় প্রলম্বিত করণ ও পুরুষ জননতন্ত্রের অন্যান্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: ট্রিপটোফেন, এলকোহল, ওয়ারফেরিন।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : অধিক গুরুত্ব
বিনেচনা ব্যতিত গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে এই ওষুধ
ব্যবহার করা উচিত নয়।

সরবরাহ :

অক্সাট[®] ২০ ট্যাবলেট : ৩ X ১০ টি।

অক্সিফান[®]

Oxifun[®]

উপাদান : অক্সিকোনাজোল। ১০ মি.গ্রা. ক্রীম এবং
লোশন।

নির্দেশনা: অক্সিফান ক্রীম ও লোশন টিনিয়া
পেডিস, টিনিয়া ক্রুরিস, টিনিয়া করপোরিসের ক্ষেত্রে
নির্দেশিত যা ট্রাইকোফাইটন রুবরাম কোফাইটন
মেন্টাগ্রোফাইটস, এপিডার্মোফাইটন ফোকোসাম
দ্বারা হয়ে থাকে। ম্যালাসেজিয়া দ্বারা সংঘটিত টিনিয়া
ভারসিকালার এর ক্ষেত্রেও নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি: টিনিয়া পেডিস, টিনিয়া
ক্রুরিস এবং টিনিয়া করপোরিসের ক্ষেত্রে অক্সিফান
ক্রীম ও লোশন আক্রান্ত স্থানে দিনে দুই (২) যার
ব্যবহার করতে হবে। পুনরায় সংক্রমণ রোধে টিনিয়া
ভারসিকালার এর ক্ষেত্রে অক্সিফান ক্রীম দিনে একবার
(১) ব্যবহার করতে হবে। টিনিয়া করপোরিস, টিনিয়া
ক্রুরিস এবং টিনিয়া ভারসিকালার এর ক্ষেত্রে দুই (২)
সপ্তাহ এবং টিনিয়া পেডিস এর ক্ষেত্রে এক (১) মাস
ব্যবহার করতে হবে।

সতর্কতা ও যে সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় না:
অক্সিকোনাজোলের প্রতি অতিসংবেদনশীলতা আছে
এমন ক্ষেত্রে প্রতিনির্দেশিত।

অক্সিকোনাজোল ক্রীম ও লোশন চোখে বা ভ্যাজাইনাল
পথে ব্যবহার উপযোগী নয়।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: চুলকানি, জ্বলনি, প্রদাহ, অ্যালার্জিক
কন্টাক্ট ডার্মাইটিস, ফলিকুলাইটিস, ইরাইথেমা,
প্যাপিউলস, ফিঞ্চার, ম্যাসিরেশন, র্যাশ, স্টিনগিন
এবং নডিউল।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: অক্সিকোনাজোলের
সাথে অন্য ওষুধের প্রতিক্রিয়া নিরূপিত হয়নি।

গর্ভকালীন ও স্তন্যদানকালীন সময়ে ব্যবহার:

প্রেগনেসি ক্যাটাগরি বি

যেহেতু অক্সিকোনাজোল নাইট্রেট মাতৃদুগ্ধে নিঃসৃত
হয়, স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে সতর্কতা গ্রহণ
করা উচিত।

সরবরাহ:

অক্সিফান[®] ১% ক্রীম: প্রতিটি লেমিনেটেড টিউবে
আছে ১০ গ্রাম ক্রীম। অক্সিফান[®] ১% লোশন: প্রতিটি
বোতলে আছে ১৫ মি.লি. লোশন।

অক্সিফিল[™] সি আর Oxifil[™] CR

উপাদান : পেনটাক্সিফাইলিন ৪০০ মি.গ্রা. সি আর
ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : পেরিফেরাল আকুলার ডিজিজ-এর
চিকিৎসায় নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : ১ টি ট্যাবলেট (৪০০ মি.গ্রা.)
দিনে ২-৩ বার।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :
সাম্প্রতিক মস্তিষ্কে বা রেটিনায় রক্তক্ষরণ হয়েছে
এমন রোগীদের ক্ষেত্রে অথবা যে সমস্ত রোগী এই
ওষুধটি কিংবা মিথাইলজ্যানথিন যেমন ক্যাফেইন,
থিওফাইলিন এবং থিওব্রামিন সহ্য করতে পারেন না
তাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : শ্বাসকষ্ট, ইডিমা, নিম্নচাপ, অরগচি,
কোলিসিস্টাইটিস, কোষ্ঠকাঠিন্য, মুখ ও গলা শুকিয়ে
যাওয়া, দুশ্চিন্তা, মতিভ্রম, বিষন্নতা, খিঁচুনি, নাক দিয়ে
রক্ত পড়া, ফ্লুর উপসর্গসমূহ, ল্যারিংস-এর প্রদাহ,
নাকের কনজেশন, হাতের ভঙ্গুর আঙ্গুল, চুলকানি,
ফুসকুড়ি, আর্টিকারিয়া, এনজিওইডিমা, ঝাঁপসা দৃষ্টি,
কনজাংকটিভার প্রদাহ, কানে ব্যথা, স্কোটোমা, বিশ্রী
শ্বাদ, অতিরিক্ত লাল নিঃসরণ, লিউকোপেনিয়া,
অসুস্থতাবোধ, গলায় ব্যথা/ঘাড়ের গ্রন্থি ফুলে যাওয়া,
ওজনের পরিবর্তন ইত্যাদি।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : ওয়ারফারিন, থিওফাইলিন।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : প্রত্যাশিত সুফল ক্রনের
উপর সম্ভাব্য আশংকার চেয়ে বেশী বিবেচিত হলে গর্ভাবস্থায়
ব্যবহার করা যেতে পারে। স্তন্যদানকারী মায়েদের জন্য ওষুধটি
কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তা বিবেচনা করে স্তন্যদান থেকে বিরত
থাকতে হবে না ওষুধ বন্ধ করতে হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত
নিতে হবে।

সরবরাহ :

অক্সিফিল[™] সি আর ট্যাবলেট : ৩ X ১০টি।

P

প্যানোডিন® এসআর Panodin® SR

উপাদান : ইটোডোলাক ৬০০ মি.গ্রা. সাসটেইনড্ রিলিজ ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস এবং অস্টিও-আর্থ্রাইটিসে ব্যবহার্য।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : প্রাপ্ত বয়স্ক : প্রতিদিন একটি ট্যাবলেট। শিশু : জুভেনাইল ইডিওপেথিক আর্থ্রাইটিসের চিকিৎসায়: যাদের ওজন ৩১-৪৫ কেজি, তাদের ক্ষেত্রে প্রতিদিন একটি করে ট্যাবলেট। ৬ বছরের কম বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : ইটোডোলাক এর প্রতি সংবেদনশীল হলে ব্যবহার করা যাবে না। হার্ট ফেইলিওর থাকলে ব্যবহার করা যাবে না। যাদের আলসারের সমস্যা আছে তাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না। যাদের এসপিরিন বা অন্যান্য ননস্টেরয়ডাল প্রদাহরোধী ওষুধ ব্যবহারের ফলে হাঁপানী বা আর্টিকারিয়া দেখা দেয় তাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : বমি বমি ভাব, পেটে ব্যথা, ডায়রিয়া, বদহজম, বুকজ্বালা, পেট ফাঁপা, কোষ্ঠকাঠিন্য, বমি হওয়া, পায়ুপথে রক্ত নির্গত হওয়া, মাথা ব্যথা, ঘুম না আসা, বিভ্রান্তি, দুর্বলতা।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : উচ্চরক্তচাপরোধী ওষুধ, কার্টিকোস্টেরয়েড, মিফেপ্রিস্টোন, অন্যান্য ব্যথানিরাশয়কারী এবং কুইনোলোন এন্টিবায়োটিকস্।

গর্ভবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভাবস্থায় ব্যবহার করা উচিত নয়। স্তন্যদানকালে ব্যবহার এড়িয়ে চলা উচিত।

সরবরাহ :

প্যানোডিন® এস আর ট্যাবলেট : ৩ X ১০ টি।

১০%। মিথাইল স্যালিসাইলেট ৩০% এবং মেন্থল ৮%।

নির্দেশনা : অস্থিসন্ধির ব্যথা ও প্রদাহ, মাংসপেশীতে ব্যথা, কোমরে ব্যথা, মাইনর আর্থ্রাইটিস।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : আক্রান্ত স্থানে দিনে ৩-৪ বার ব্যবহার্য।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : শুধুমাত্র বাহ্যিক ব্যবহারের জন্য।

সরবরাহ :

পেন্‌রিফ® ১৫ ক্রীম : ২০ গ্রাম। পেন্‌রিফ® ৩০ ক্রীম : ২০ গ্রাম।

প্যানভিট®

Panvit®

উপাদান : ভিটামিন-এ ৩,০০০ আই.ইউ., ডি ৬০০ আই.ইউ., বি১ ০.৯৬ মি.গ্রা., বি৬ ০.৬ মি.গ্রা., রিবোফ্লাভিন ০.৬ মি.গ্রা., নিকোটিনামাইড ৬ মি.গ্রা., ক্যালসিয়াম ডি-প্যাণ্টোথিনেট ৩ মি.গ্রা. এবং এসকরবিক এসিড ৩০ মি.গ্রা./০.৬ মি.লি. পেডিয়াট্রিক ড্রপস্।

নির্দেশনা : ভিটামিনের একাধিক অভাবজনিত রোগ বা লক্ষণ প্রতিরোধে বা নিরাময়ে নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : প্রতিদিন ১০ থেকে ২০ ফোঁটা অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : যে সমস্ত শিশু খাদ্যে উচ্চমাত্রায় ভিটামিন ডি সংযুক্ত থাকে যেমন দুধ, সে সমস্ত খাবারের সাথে প্যানভিট® খেলে, অতিমাত্রায় ভিটামিন-ডি এর ফলে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, সে রকম হতে পারে এর কোন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রেও অনুপযোগী।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : প্যানভিট® -এ যে মাত্রায় বিভিন্ন ভিটামিন আছে তার চেয়ে মাত্রা বেশী হলে কিছু কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

সরবরাহ :

প্যানভিট® ড্রপস্ : ১৫ মি.লি.।

পেন্‌রিফ®

Penrif®

পেনভিক®

Penvik®

উপাদান : মিথাইল স্যালিসাইলেট ১৫% এবং মেন্থল

উপাদান : ফেনোক্সিমিথাইল পেনিসিলিন। ২৫০

মি.গ্রা. ট্যাবলেট, ৫০০ মি.গ্রা. ডিএস ট্যাবলেট, ১২৫ মি.গ্রা./৫ মি.লি. ও ২৫০ মি.গ্রা./৫ মি.লি. পাউডার ফর সাসপেনশন।

নির্দেশনা : স্ট্রেপ্টোকক্কাল সংক্রমণ, স্কারলেট জ্বর, মৃদু এরিসিপেলাস, বিটা-হিমোগ্লোবিনিক স্ট্রেপটোকক্কাস দ্বারা সৃষ্ট হৃদপিণ্ডের মাংসপেশীর প্রদাহ, নিউমোনিয়া।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : ২৫০-৫০০ মি.গ্রা. ৬ ঘণ্টা পর পর। শিশু: ১/২-১ চা চামচ ৬ ঘণ্টা পর পর।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : পেনিসিলিনের প্রতি অতি সংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : বমি, বমি বমি ভাব, পাকস্থলীর অস্বাচ্ছন্দ্য, উদরাময় প্রভৃতি দেখা দিতে পারে।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : জিংক অক্সাইড, ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড, ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট, ক্যালামিন, এসপিরিন, সালফামেথাক্সিপাইরিডাজিন, সালফাইথিডোল, এমাইনো-গ্লাইকোসাইড।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভাবস্থায় পেনিসিলিন ব্যবহারে কোন অনুপযোগিতা নেই। ইহা বুকের দুধে নিঃসৃত হয় যা শিশুদের এলার্জিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে।

সরবরাহ :

পেনডিক[®] ট্যাবলেট : ১০ X ১০ টি। পেনডিক[®] ডিএস ট্যাবলেট : ১০ X ১০ টি। পেনডিক[®] ৫০ মি.লি. পাউডার ফর সাসপেনশন : ৫০ মি.লি. সাসপেনশন তৈরী করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ শুষ্ক পাউডার। পেনডিক[®] ১০০ মি.লি. পাউডার ফর সাসপেনশন : ১০০ মি.লি. সাসপেনশন তৈরী করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ শুষ্ক পাউডার। পেনডিক[®] ফোর্ট পাউডার ফর সাসপেনশন : ১০০ মি.লি. সাসপেনশন তৈরী করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ শুষ্ক পাউডার।

পেরিডল[®]

Peridol[®]

উপাদান : হ্যালাপেরিডল ৫ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : বয়স্কদের ক্ষেত্রে : সিজোফ্রেনিয়া, প্যারানয়েড, ম্যানিয়া এবং হাইপোম্যানিয়া, অতিরিক্ত কর্মচঞ্চলতা এবং মানসিক ভারসাম্যহীন আত্মহননকারী এবং অরগ্যানিক ব্রেইন ড্যামেজ-এর রোগী, তীব্র মনোদৈহিক উত্তেজনা, অদমনীয় হিষ্কা, বয়স্কদের চিন্তাচঞ্চল্য এবং উত্তেজনা। শিশুদের

ক্ষেত্রে: বাচ্চাদের স্বভাবগত ত্রুটি বিশেষত: যখন তা অতিরিক্ত কর্মচঞ্চল্য ও আক্রমণাত্মক মনোভাব হিসেবে দেখা দেয়, বাচ্চাদের সিজোফ্রেনিয়া।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : প্রারম্ভিক মাত্রা মৃদু উপসর্গে : ১.৫ - ৩ মি.গ্রা. দিনে ২-৩ বার। তীব্র উপসর্গে ৩ - ৫ মি.গ্রা. দিনে ২-৩ বার, বয়স্করোগীদের ক্ষেত্রে ০.৫ থেকে ৪.৫ মি.গ্রা. দিনে ২-৩ বার। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে প্রতি কেজি দেহ ওজনে ০.০২৫-০.০৫ মি.গ্রা. হিসাবে সেব্য।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র নিস্তেজ অবস্থায় এবং পারকিনসন রোগে ব্যবহার করা যাবে না।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : এক্সট্রা পাইরামিডাল লক্ষণ, তীব্র ডিসটোনিয়া, ইপিলেপ্টিক ফিটস্, বিষণ্ণতা, ঘুম ঘুম ভাব, ইন্তস্ত, তন্দ্রাচ্ছন্নতা ইত্যাদি দেখা দিতে পারে।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : লিথিয়াম, ডোপামিন এন্টাগনিস্ট, ইন্ডোমেথাসিন, কার্বামাজেপিন, রিফামপিসিন।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : ব্যবহার না করা উচিত।

সরবরাহ :

পেরিডল[®] ট্যাবলেট : ১০ X ১০ টি।

পেন্টাডল[™]

Pentadol[™]

উপাদান:

পেন্টাডল[™] ৫০ ট্যাবলেট: প্রতিটি ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেটে আছে ট্যাপেন্টাডল ৫০ মি.গ্রা. ট্যাপেন্টাডল হাইড্রোক্লোরাইড আইএনএন হিসেবে।

পেন্টাডল[™] ৭৫ ট্যাবলেট: প্রতিটি ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেটে আছে ট্যাপেন্টাডল ৭৫ মি.গ্রা. ট্যাপেন্টাডল হাইড্রোক্লোরাইড আইএনএন হিসেবে।

নির্দেশনা

পেন্টাডল[™] ট্যাবলেট মাঝারী থেকে তীব্র ব্যথায় ১৮ বছর এবং এর বেশি বয়সী রোগীদের ক্ষেত্রে নির্দেশিত।

মাত্রা ও সেবনবিধি

কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে কার্যকর অন্যান্য ব্যথানাশক ওষুধের ন্যায় এক্ষেত্রেও ওষুধের মাত্রা ব্যথার তীব্রতা, পূর্বে একই ধরনের সেবনকৃত ওষুধের প্রভাব এবং রোগীর

পরিচর্যার ধরন অনুসারে পৃথক করতে হবে।
৫০ মি.গ্রা., ৭৫ মি.গ্রা. অথবা ১০০ মি.গ্রা. মাত্রায় প্রতি ৪-৬ ঘন্টা পর পর ব্যথার তীব্রতার উপর নির্ভর করে সেবন করতে হবে। সেবনের ১ম দিনে ১ম ডোজের ১ ঘন্টা পরই ২য় ডোজ দেয়া যেতে পারে, যদি না ১ম ডোজে ব্যথার তীব্রতা হ্রাস পায়। যথাযথ ব্যথানাশক অবস্থা বজায় রাখতে রোগীর গ্রহণ ক্ষমতা এবং অবস্থা অনুসারে প্রতি ৪-৬ ঘন্টা অন্তর ৫০ মি.গ্রা., ৭৫ মি.গ্রা. অথবা ১০০ মি.গ্রা. এর মাত্রায় ওষুধ সেবন করতে হবে।

চিকিৎসার ১ম দিন, দৈনিক ৭০০ মি.গ্রা. এর বেশি মাত্রা এবং পরবর্তীতে দৈনিক ৬০০ মি.গ্রা. এর বেশি মাত্রার ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত গবেষণা এখনো পর্যন্ত করা হয়নি এবং সে মাত্রায় সেবন না করার পরামর্শ রয়েছে।

প্রতিনির্দেশনা: যে সকল রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে প্রতিনির্দেশিত। এছাড়াও যে সকল রোগীর শ্বসনতন্ত্রজনিত তীব্র বা প্রচণ্ড অ্যাজমা রয়েছে অথবা ক্রটিপূর্ণ নিরীক্ষণের কারণে রক্তে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি অথবা পুনঃশক্তিসঞ্চারণক যন্ত্রাদির অপার্যাণ্ডতা থাকলে ক্ষেত্রে প্রতিনির্দেশিত। যে সকল রোগীর পক্ষাঘাতের কারণে পরিপাকতন্ত্রের পরিচালনা ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গিয়েছে তাদের ক্ষেত্রে প্রতিনির্দেশিত।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: ট্যাপেন্টোডল সেবনে নিম্নলিখিত পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সমূহ দেখা দিতে পারে-

হৃদস্পন্দন বেড়ে যাওয়া বা কমে যাওয়া, চোখের সমস্যা, পরিপাকতন্ত্রের সমস্যা, ইডিমা, হাইপারসেনসিটিভিটি, উইখড্রয়াল সিনড্রম, হাইপোস্বেসিয়া, প্যারাস্বেসিয়া, অমনোযোগিতা, সিডেশন, ডাইসারিত্রিয়া, স্মৃতিতে ভ্রম, সামন্বয়হীনতা, অসংলগ্নতা, শ্বাসক্রিয়ার প্রশমন, আর্টিকেরিয়া ও নিম্ন রক্তচাপ ইত্যাদি।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার:

গ্রেগনেসি ক্যাটাগরি-সি। গর্ভবতী মহিলাদের উপর এখনও কোন পর্যাপ্ত এবং সুনিয়ন্ত্রিত স্টাডি পাওয়া যায়নি। কেবল মাত্র ভ্রূনের ক্ষতির ঝুঁকির তুলনায় মায়ের উপকার বিবেচিত হলে গর্ভাবস্থা এ ওষুধটি ব্যবহার করা যেতে পারে।

স্তন্যদানকারী মায়েরা যারা ট্যাপেন্টোডল সেবন করছেন তাদের বাচ্চাদের সব সময় পর্যবেক্ষণ করতে হবে যেন রেসপেরেটরি ডিপ্রেশন না হয়।

সরবরাহ: পেেন্টোডলTM ৫০ ট্যাবলেট: প্রতিটি বাক্সে

আছে ২০টি ট্যাবলেট ব্লিস্টার প্যাকে।

পেন্টোডলTM ৭৫ ট্যাবলেট: প্রতিটি বাক্সে আছে ১০টি ট্যাবলেট ব্লিস্টার প্যাকে। পেেন্টোডলTM ১০০ ট্যাবলেট: প্রতিটি বাক্সে আছে ১০টি ট্যাবলেট ব্লিস্টার প্যাকে।

পারকিনিল®

Perkinil®

উপাদান : প্রোসাইক্লিডিন ৫ মি.গ্রা. ট্যাবলেট এবং ১০ মি.গ্রা./২ মি.লি. ইঞ্জেকশন।

নির্দেশনা : সব ধরনের পারকিনসন রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : প্রথমে ২.৫ মি.গ্রা. দিনে ৩ বার; পরবর্তীতে ৫ মি.গ্রা. দিনে ৩ বার এবং মাঝে মাঝে শোবার সময় ৫ মি.গ্রা.। আই এম/আই ভি ইঞ্জেকশন: ৫-১০ মি.গ্রা. প্রয়োজনে ২০ মিনিট পরে একই মাত্রার পুনরাবৃত্তি। দৈনিক ২০ মি.গ্রা. পর্যন্ত দেয়া যেতে পারে।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : শিশু এবং বয়স্কদের এটা সতর্কতার সাথে দিতে হবে। ডায়রিয়া, রক্ত সংবহনতন্ত্রের রোগ, গ্লুকোমা, ইউরিনারী রিটেনশন, যকৃত ও বৃক্কের অসুস্থতার ক্ষেত্রে সতর্কতার সাথে ব্যবহার করতে হবে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : স্বাভাবিক সেবনমাত্রায় মুখ গহবরের শুকুতাই একমাত্র বিরূপ প্রতিক্রিয়া। মাঝে মধ্যে চোখের মণির প্রসারণ, ঝাপসা দৃষ্টি ও পরিপাক তন্ত্রের প্রতিক্রিয়া (বমি বমি ভাব, বমি, এপিগ্যাস্ট্রিক বেদনা, কোষ্ঠকাঠিন্য) দেখা যেতে পারে। এছাড়াও এলাজিক প্রতিক্রিয়া (যেমন ফুসকুড়ি) বা মাংসপেশীর দুর্বলতাও দেখা যেতে পারে। ওষুধের মাত্রা বেশী হলে মাথা বিম্ব করা এবং মানসিক ও দৃষ্টি বিভ্রম দেখা দিতে পারে।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : এন্টি-কোলেনার্জিক এমানটাডিন, কিটোকোনাজল।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভাবস্থা, স্তন্যদানকারী মহিলা বা গর্ভধারণে সক্ষম মহিলাদের ক্ষেত্রে ঝুঁকি ও লাভের চুলচেরা বিশ্লেষণের পর চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহার করা যেতে পারে।

সরবরাহ :

পারকিনিল® ট্যাবলেট : ১০ X ২০ টি।

পারকিনিল® ইঞ্জেকশন : ৭ টি।

পার্কিরোল®

Perkirol®

উপাদান: রোপিনিরোল ০.২৫ মি.গ্রা. এবং ২ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : পার্কিনসঙ্গ ডিজিজ, রেস্টলেস্ লেগ সিনড্রোম।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : পার্কিনসঙ্গ রোগ: প্রাথমিক মাত্রা ০.২৫ মি.গ্রা. দিনে ৩ বার। রেস্টলেস্ লেগ সিনড্রোম: প্রাথমিক মাত্রা ০.২৫ মি.গ্রা. দিনে ১ বার।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : রোপিনিরোলের প্রতি অতিসংবেদনশীল রোগীর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না। মারাত্মক কার্ডিওভাস্কুলার রোগ আছে এমন রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। রোপিনিরোল দ্বারা চিকিৎসা চলাকালীন সময়ে গাড়ী চালানো অথবা যন্ত্রপাতি পরিচালনার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : বমি ভাব, ঘুম ঘুম ভাব, পায়ের ইডিম, পেটে ব্যথা, বমি, সিন্‌কোপ, সিস্টোলিক রক্তচাপ কমে যাওয়া, হাইপোটেনশন, ব্রাডিকার্ডিয়া, দিনের বেলায় ঘুম ঘুম ভাব, হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়া ইত্যাদি।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : সালপিরাইড, মেটোকোপ্রামাইড, থিওফাইলিন, সিপ্রোফ্লক্সাসিন, ফ্লুভাক্সামিন, সিমিটাডিন।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার নির্দেশিত নয়।

সরবরাহ :

পার্কিরোল® ০.২৫ ট্যাবলেট : ৫ X ১০ টি।

পার্কিরোল® ২ ট্যাবলেট : ৩ X ১০ টি।

প্রোসালিক™ লোশন

Prosalic™ Lotion

উপাদান:

প্রোসালিক™ লোশন: প্রতি মি.লি. লোশনে আছে বিটামিথাসন ডাইপ্রোপিওনেট বিপি যা বিটামিথাসন ০.৫ মি.গ্রা. এর সমতুল্য এবং স্যালিসাইলিক এসিড বিপি ২০ মি.গ্রা.।

নির্দেশনা: প্রোসালিক™ লোশন হাইপারকেরাটোটিক

এবং কর্টিকোস্টেরয়েডের প্রতি সংবেদনশীল শুষ্ক ডার্মাটোসেস এর চিকিৎসায় নির্দেশিত যেখানে কর্নিফাইড এপিথেলিয়াম কর্টিকোস্টেরয়েডের প্রবেশকে বাধাপ্রাপ্ত করে। স্যালিসাইলিক এসিডের ডিস্ক্যালিং কার্যকারিতা ডার্মিসের মধ্য দিয়ে কর্টিকোস্টেরয়েডের প্রবেশ্যতা বৃদ্ধি করে।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি: আক্রান্তস্থানে কয়েক ফোটা প্রোসালিক™ লোশন ব্যবহার করে মৃদুভাবে মালিশ করতে হবে। এটি সাধারণত: দিনে দু'বার, সকালে এবং রাতে ব্যবহার করা উচিত।

যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: বিটামিথাসন এবং স্যালিসাইলিক এসিড লোশন ভ্যাসিনিয়া, ভ্যারিসেলা, হারপিস সিমপ্লেক্স, ছত্রাকের সংক্রামন এবং ত্বকীয় টিউবারকুলোসিসের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না। এ প্রস্তুতির কোন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে এর ব্যবহার প্রতিনির্দেশিত।

সতর্কতা

এ প্রস্তুতি ব্যবহারের ফলে যদি জ্বালাপোড়া বা সংবেদনশীলতা সৃষ্টি হয় তাহলে এর ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। দেহের বিস্তৃত অংশে ব্যবহারের ফলে বিটামিথাসন এবং স্যালিসাইলিক এসিডের শেষণ বৃদ্ধি পায়। এ প্রস্তুতি দেহের ক্ষত স্থানে ব্যবহার করা যাবে না।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: টপিক্যাল কর্টিকোস্টেরয়েড ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলো হলো জ্বালাপোড়া, চুলকানি, বিরক্তিবাব, শুষ্কতা, ফলিকুলাইটিস, হাইপারট্রাইকোসিস, হাইপোপিগমেন্টেশন, পেরিওরাল ডার্মাটাইটিস এবং এলার্জিক কন্ট্যাক্ট ডার্মাটাইটিস।

গর্ভাবস্থা এবং স্তন্যদানকালে ব্যবহার: গর্ভবতী মায়েদের ক্ষেত্রে এর নিরাপদ ব্যবহার প্রতিষ্ঠিত নয়। স্তনের ক্ষতি অপেক্ষা মায়ের উপকৃত হবার সম্ভাবনা বেশি হলে ব্যবহার করার চিন্তা করা যেতে পারে। গর্ভবতী মায়েদের ক্ষেত্রে দীর্ঘসময়ব্যাপী, ব্যপক পরিমাণে ব্যবহার করা উচিত নয়।

কর্টিকোস্টেরয়েডের ত্বকীয় ব্যবহারের ফলে মাতৃদুগ্ধে এর উপস্থিতি সম্পর্কে পর্যাপ্ত কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে স্তন্যদানকালীন সময়ে এর ব্যবহার বন্ধ করা উচিত অথবা ব্যবহারকালীন সময়ে শিশুকে স্তন্যদান হতে বিরত রাখা উচিত।

সরবরাহ: প্রোসালিক™ লোশন: প্রতিটি বোতলে আছে ২৫ মি.লি. লোশন।

পিভালো™

Pivalo™

উপাদান:পিভালো™ ২: প্রতিটি ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেটে আছে পিটাভাসটেটিন ক্যালসিয়াম আইএনএন যা ২ মি.গ্রা. পিটাভাসটেটিন এর সমতুল্য।

রোগ নির্দেশনা:পিটাভাসটেটিন খাদ্যের সাথে সম্পূরক হিসেবে বর্ধিত টোটাল কোলেস্টেরল, এলডিএল কোলেস্টেরল, এ্যাপোলিপোপ্রোটিন বি, ট্রাইগ্লিসারাইড কমানোর জন্য এবং এইচডিএল-সি বাড়ানোর জন্য প্রাইমারী হাইপারলিপিডিমিয়া ও মিক্সড ডিসলিপিডিমিয়া রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি:পিটাভাসটেটিনের সহনশীল এবং কার্যকরী মাত্রা হচ্ছে ১-৪ মি.গ্রা. দিনে একবার, খাবারের সাথে অথবা খাবার ছাড়াই সেবন করা যায়। নির্দেশিত প্রারম্ভিক মাত্রা হচ্ছে ২ মি.গ্রা., যা ৪ মি.গ্রা. পর্যন্ত বাড়ানো যায়। পিটাভাসটেটিন ব্যবহার শুরু ৪ সপ্তাহ পর এর মাত্রা লিপিড প্রোফাইল অনুযায়ী পুনর্নির্ধারণ করতে হয়।

বৃক্কের অকার্যকারিতায় মাত্রা: মাঝারী মাত্রার এবং শেষ পর্যায় এর বৃক্কের অকার্যকারিতার ক্ষেত্রে (যারা ডায়ালাইসিস গ্রহণ করছেন) পিটাভাসটেটিন এর প্রারম্ভিক মাত্রা ১ মি.গ্রা. দিনে একবার এবং সর্বোচ্চ মাত্রা ২ মি.গ্রা. দিনে একবার। যাদের মারাত্মক পর্যায় বৃক্কের অকার্যকারিতা আছে, তাদের ক্ষেত্রে পিটাভাসটেটিন ব্যবহার করা যাবে না।

প্রতিনির্দেশনা:পিটাভাসটেটিন বা এর যে কোন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীলতার ক্ষেত্রে এই ওষুধ প্রতিনির্দেশিত। অতিসংবেদনশীল প্রতিক্রিয়ার মধ্যে র্যাশ, প্রুরিটাস ও আর্টিকেরিয়া দেখা যেতে পারে। এছাড়া যাদের যকৃতের রোগ আছে বা এর সাথে যকৃতের ট্রান্সঅ্যামাইনেজ এনজাইমের পরিমাণ বেড়ে গেছে তাদের ক্ষেত্রে এই ওষুধ প্রতিনির্দেশিত।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: প্রেগনেসি ক্যাটাগরি-X। পিটাভাসটেটিন গর্ভাবস্থায় প্রতিনির্দেশিত। পিটাভাসটেটিন এর মাতৃদুগ্ধে নিঃসরণের পর্যাপ্ত কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া:সাইক্লোসপারিন: এই ওষুধের সাথে পিটাভাসটেটিন ব্যবহার করা যাবে না।

ইরাইথ্রোমাইসিন: ইহা রক্তে পিটাভাসটেটিনের মাত্রা স্বাভাবিক থেকে বাড়িয়ে দেয়। তাই এই ওষুধের সাথে

পিটাভাসটেটিন সর্বোচ্চ ১ মি.গ্রা. পর্যন্ত ব্যবহার করা যাবে।

রিফামপিন: ইহাও রক্তে পিটাভাসটেটিনের মাত্রা স্বাভাবিক থেকে বাড়িয়ে দেয়। এই ওষুধের সাথে পিটাভাসটেটিন সর্বোচ্চ ২ মি.গ্রা. পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়।

ফাইব্রেটস: যেহেতু এইচ এম জি কোএ-ইনহিবিটর এর সাথে ফাইব্রেটস একত্রে ব্যবহার মায়েপ্যাথি হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়, তাই জেমফিব্রোজিল অথ বা অন্যান্য ফাইব্রেটস এর সাথে পিটাভাসটেটিন সাবধানতার সাথে ব্যবহার করতে হবে।

ওয়ারফারিন: পিটাভাসটেটিন এর সাথে ওয়ারফারিনের তেমন কোন প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় না।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:র্যাবডোমায়েলাইসিস, মায়েপ্যাথি ও লিভার এনজাইম এর অস্বাভাবিকতা।

সরবরাহ: পিভালো™ ২: প্রতি বাক্সে আছে ৩০টি ট্যাবলেট ব্লিস্টার প্যাকে।

পিউরিটার®

Puritar®

উপাদান : সোডিয়াম ডাইক্লোরোআইসোসায়ানিউরেট ১৭ মি.গ্রা. ও ৫১ মি.গ্রা এফারভিসেন্ট ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : ক্ষতিকারক জীবাণু ধ্বংস করে পানিকে আরো নিরাপদ করার এফারভিসেন্ট ট্যাবলেট। এ ছাড়াও শাক-সজী, ফলমূল ধোঁয়া ও দাঁত পরিষ্কারে ব্যবহৃত হয়।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : পিউরিটার® ১ : খাবার পানির ক্ষেত্রে - ১ লিটার পানিতে ১টি ট্যাবলেট। ফল-মূল, শাক-সজী ধোঁয়ার পানির ক্ষেত্রে-১ লিটার পানিতে ৩টি ট্যাবলেট। পিউরিটার® ৩ : খনবার পানির ক্ষেত্রে - ৩ লিটার পানিতে ১ টি ট্যাবলেট। ফল-মূল, শাক-সজী ধোঁয়ার পানির ক্ষেত্রে - ৩ লিটার পানিতে ৩ টি ট্যাবলেট। মারাত্মক দূষিত পানির ক্ষেত্রে ট্যাবলেটের পরিমাণ দ্বিগুণ করে দিন। ১৫ মিনিট অপেক্ষা করে পানি ব্যবহার করুন।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : অন্যান্য পদার্থ বিশেষ করে, অগ্নিশিখা সৃষ্টি করতে পারে এমন পদার্থ থেকে দূরে রাখতে হবে। শুধুমাত্র ব্যবহারের পূর্বে ট্যাবলেট বের করতে হবে। অন্যান্য উপাদানের সহিত ব্যবহার করা উচিত নয়। ইহা

বিপদজনক গ্যাস (ক্লোরিন) নিঃসরণ করতে পারে।
পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : ত্বকের সংস্পর্শে - সংস্পর্শের স্থানে
 অস্বস্তিবোধ ও লাল হয়ে যাওয়া। চোখের সংস্পর্শে
 - তীব্র ব্যথা, লাল হয়ে যাওয়া এবং অস্বস্তিবোধ।
 পাকস্থলীতে গ্রহণ করলে - বমি ভাব, বমি, পেটে
 ব্যথা। নিঃশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিলে - কাশি, গলায়
 অস্বস্তিবোধ, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে স্বল্পতা ইত্যাদি।
অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম
 হাইপোক্লোরাইট, এসিড এবং এ্যামোনিয়া যোগ থেকে
 দূরে রাখতে হবে।
সরবরাহ : পিউরিটার® ১ : ১০ X ১০ টি। পিউরিটার®
 ৩ : ৩০ টি।

পেভিটিন®

Pevitin®

উপাদান: ইকোনাজোল নাইট্রেট ১০ মি.গ্রা. এবং
 ট্রায়ামসিনোলোন এসিটোনাইড ১ মি.গ্রা./গ্রাম ক্রীম।
নির্দেশনা: ত্বকীয় প্রদাহী ডার্মাটোমাইকোসিস এবং
 প্রদাহী ত্বকীয় সমস্যাগুলি, যেখানে ব্যাকটেরিয়া অথবা
 ছত্রাক আক্রমণের ভয় থাকে, সেগুলি চিকিৎসার জন্য
 নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি: আক্রান্ত স্থানে মৃদুভাবে দিনে
 দুইবার ১৪ দিন পর্যন্ত।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :
 টিউবারকুলার বা লিউটিক ত্বকীয় ততে অথবা
 ভাইরাসজনিত রোগে (যেমন - হার্পিস, ভ্যাকসিনিয়া,
 ভ্যারিসেলা) ব্যবহার করা উচিত নয়। দীর্ঘমেয়াদী
 স্টেরয়েড থেরাপি উপেক্ষা করা উচিত, কারণ
 অ্যাড্রেনাল সাপ্রেসন ঘটতে পারে, এ্যাস্ট্রোপি,
 ট্যালেনজেক্টেসিয়া এবং স্ট্রোয়া ঘটতে পারে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : মৃদু জ্বালা-পোড়া হতে পারে।
 অতিসংবেদনশীলতা খুব কম দেখা যায়।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : এখন পর্যন্ত কোন
 তথ্য পাওয়া যায়নি।

সরবরাহ :

পেভিটিন® ক্রীম : ১০ গ্রাম।

উপাদান : ফ্লুক্সাসিলিন ২৫০ মি.গ্রা. ক্যাপসুল,
 ৫০০ মি.গ্রা. ডিএস ক্যাপসুল, ১২৫ মি.গ্রা./৫ মি.লি.
 পাউডার ফর সাসপেনশন, ২৫০ মি.গ্রা./৫ মি.লি.
 ফোর্ট পাউডার ফর সাসপেনশন এবং ৫০০ মি.গ্রা./
 ইঞ্জেকশন।

নির্দেশনা : ত্বক ও কোমল কলার সংক্রমণ : ফোঁড়া,
 কার্বাংকল, ফারাঙ্কুলোসিস, সেলুলাইটিস; ত্বকের
 সংক্রমণ যেমন- ক্ষত, একজিমা, ব্রণ, সংক্রমিত ক্ষত,
 সংক্রমিত পোড়া, ত্বকের গ্রাফ্ট সুরক্ষিত করতে,
 মধ্যকর্ণের প্রদাহ, বহিঃকর্ণের প্রদাহ; নিউমোনিয়া,
 ফুসফুসের ফোঁড়া, এমপায়োমা, সাইনাসের প্রদাহ,
 ফ্যারিঙ্কসের প্রদাহ, টনসিলের প্রদাহ, কুইন্সি;
 অস্টিওমায়েলাইটিস, অস্ত্রের প্রদাহ, মূত্রনালীর
 সংক্রমণ, মেনিনজেসের প্রদাহ, সেপ্টিসেমিয়া; বিভিন্ন
 সার্জিকাল প্রক্রিয়ার সময় সংক্রমণের প্রতিরোধক
 হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : প্রাপ্ত বয়স্ক মাত্রা : ২৫০ -
 ৫০০ মি.গ্রা. ছয় ঘণ্টা পর পর সেবন করতে হবে।
 শিশুদের মাত্রা : ২-১০ বছর: প্রাপ্ত বয়স্কদের মাত্রার
 অর্ধেক মাত্রা। ২ বছরের নীচে : প্রাপ্ত বয়স্কদের মাত্রার
 এক চতুর্থাংশ।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :
 পেনিসিলিনের প্রতি অতিসংবেদনশীল রোগীদের
 ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : খুবই কম। পরিপাকতন্ত্রের সমস্যা
 (বমি বমি ভাব, উদরাময়) এবং চামড়ায় ফুসকুড়ি
 মাঝে মাঝে দেখা যেতে পারে।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : প্রোবেনেসিড,
 জেন্টামাইসিন ও স্ট্রেপ্টোমাইসিন সালফেট।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : শুধুমাত্র প্রয়োজনীয়
 ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী গর্ভাবস্থায়
 ফ্লুক্সাসিলিন ব্যবহার করা যায়। স্তন্যদানকালীন
 সময়ে খুব সামান্য পরিমাণ মাতৃদুগ্ধে নিঃসরিত হয়।

সরবরাহ : ফাইলোপেন™ ক্যাপসুল : ৫ X ১০
 টি। ফাইলোপেন™ ডিএস ক্যাপসুল : ৫ X ৬ টি।

ফাইলোপেন™ ড্রাই সিরাপ : ১০০ মি.লি পাউডার
 ফর সাসপেনশন প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ
 গুরু পাউডার। ফাইলোপেন™ ফোর্ট পাউডার ফর
 সাসপেনশন : ১০০ মি.লি সাসপেনশন প্রস্তুতের জন্য
 প্রয়োজনীয় পরিমাণ গুরু পাউডার। ফাইলোপেন™ ৫০০
 ইঞ্জেকশন : ৫ টি। (ফাইলোপেন™ ৫০০ ইঞ্জেকশন
 এর একটি ভায়াল এবং ইঞ্জেকশনের উপযোগী পানি

ফাইলোপেন™

Phylopen™

বিপি-এর ৫ মি.লি. এর একটি এম্পুল)।

প্রোলার্ট®

Prolert®

উপাদান: ফ্লুয়েটিন ২০ মি.গ্রা. ক্যাপসুল।
নির্দেশনা: বিষণ্ণতাজনিত অসুস্থতা, বুলিমিয়া নারভোসা, এনোরেক্সিয়া নারভোসা, অবসেসিভ কমপালসিভ ডিজঅর্ডার এবং প্রি-ম্যানস্ট্রুয়াল সিনড্রোম।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি: দৈনিক ২০ মি.গ্রা. (১টি ক্যাপসুল) মুখে সেব্য। প্রয়োজন বোধে দৈনিক মাত্রা ৬০ মি.গ্রা. (৩টি ক্যাপসুল) মুখে সেব্য।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে এবং যেসব রোগী মনোএমাইন অক্সিডেজ ইনহিবিটর গ্রহণ করছেন।
পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: দুশ্চিন্তা, স্নায়ুবিক দুর্বলতা, অনিদ্রা, তন্দ্রাচ্ছন্নতা ও অবসন্নতা বা দৌর্বল্য, কাঁপুনী, ঘাম বের হওয়া, মাথা বিম বিম করা এবং পরিপাকন্ত্রের প্রতিক্রিয়াসমূহের মধ্যে ক্ষুধামন্দা, বমি ভাব ও ডায়রিয়া অন্যতম। অন্যান্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার মধ্যে আছে এনজিও ইডিমা, আরটিকেরিয়া বা অন্যান্য এলাজিক প্রতিক্রিয়া।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: মনো অ্যামাইন অক্সিডেজ ইনহিবিটর একত্রে ব্যবহার মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: গর্ভাবস্থায় এটি ব্যবহার করা উচিত নয়। মাতৃদুগ্ধে এর নিঃসরণ সম্বন্ধে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

সরবরাহ:

প্রোলার্ট® ক্যাপসুল : ৫ X ১০ টি।

প্রক্সিভির™

Proxivir™

উপাদান: প্রক্সিভির™ ট্যাবলেট : প্রতিটি ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেটে আছে টেনোফোভির ডিসোপ্রক্সিল ২৪৫ মি.গ্রা. এর সমতুল্য ৩০০ মি.গ্রা. টেনোফোভির ডিসোপ্রক্সিল ফিউমারেট আইএনএন।

নির্দেশনা:

নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহে প্রক্সিভির™ নির্দেশিতঃ

• দীর্ঘদিন হেপাটাইটিস-বি ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত

প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি

• এইচআইভি আক্রান্ত প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি, যেখানে অন্যান্য এন্টিরেট্রোভাইরালের সাথে ব্যবহার যোগ্য।

মাত্রা ও সেবনবিধি

দীর্ঘদিন হেপাটাইটিস-বি ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত, যাদের বৃদ্ধ পর্যাপ্ত পরিমানে কার্যকর এবং বয়স ১৮ অথবা এর বেশী, তাদের ক্ষেত্রে টেনোফোভির এর নির্দেশিত মাত্রা দৈনিক ৩০০ মি.গ্রা., খাবার আগে অথবা পরে।

বৃদ্ধীয় অকার্যকারী রোগীর ক্ষেত্রে টেনোফোভির -এর মাত্রা				
ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স (মিলি/মিনিট)	≥৫০	৩০ থেকে ৪৯	১০ থেকে ২৯	হেমাডায়লাইসিস এর রোগীদের ক্ষেত্রে
নির্দেশিত মাত্রা (৩০০ মি.গ্রা.) এর মধ্যকার সময়।	প্রতি ২৪ ঘন্টা	প্রতি ৪৮ ঘন্টা	প্রতি ৭২-৯৬ ঘন্টা	প্রতি ৭ দিনে অথবা ডায়লাইসিস করার কমপক্ষে ১২ ঘন্টা পর।

বৃদ্ধীয় অকার্যকারী রোগীদের ক্ষেত্রেঃ টেনোফোভির মূত্রের মাধ্যমে নিষ্কাশিত হয় বলে বৃদ্ধের অকার্যকারিতায় রক্তে এর মাত্রা বেড়ে যায়। ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স ≥৫০ মিলি/মিনিট এর কম রোগীদের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ভাবে মাত্রার সমন্বয় করতে হবেঃ

বৃদ্ধীয় অকার্যকারী রোগীর ক্ষেত্রে টেনোফোভির -এর মাত্রা

যিকৃতের অকার্যকারিতায়ঃ মাত্রা সমন্বয়ের প্রয়োজন নেই।

প্রতিনির্দেশনা: টেনোফোভির অথবা এর কোন উপাদানের প্রতি অতি সংবেদনশীল রোগীর ক্ষেত্রে এটি প্রতিনির্দেশিত।

সতর্কতা: অন্য ওষুধের সাথে ব্যবহারঃ টেনোফোভির এনট্রিসিটাবিন ও টেনোফোভির কষিনেশন অথবা এডফোভির ডিপিভক্সিল এর সাথে গ্রহণ করা উচিত নয়।

ল্যাকটিক এসিডোসিস ও স্ট্রিয়াটোসিস এর সাথে মারাত্মক হেপাটোম্যাগালী: যদিও টেনোফোভির এর ক্ষেত্রে ল্যাকটিক এসিডোসিস হবার সম্ভাবনা কম, তারপরেও কোন রোগীর ক্ষেত্রে ল্যাকটিক এসিডোসিস বা হেপাটোইটিসটি দেখা দিলে চিকিৎসা বন্ধ করতে হবে।

চিকিৎসা বন্ধের পরে হেপাটাইটিস-বি এর সংক্রমণঃ

যে সকল রোগী টেনোফোভির বন্ধ করে দেয়, তাদের ক্ষেত্রে তীব্র হেপাটাইটিস-বি সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকে।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: গর্ভাবস্থায়: প্রেগন্যান্সী ক্যাটেগরি 'বি'। গর্ভাবস্থায় সুনির্দিষ্ট প্রয়োজনেই কেবল সাবধানতার সাথে টেনোফোভির দিতে হবে।

স্তন্যদানকালে: টেনোফোভির মাতৃদুগ্ধে নিঃসৃত হয় কিনা জানা যায়নি। মায়েরা যদি টেনোফোভির গ্রহণ করে থাকেন তাহলে তাদেরকে স্তন্যদান করানো থেকে বিরত থাকা উচিত।

শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার: ১৮ বছরের কম বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে টেনোফোভির এর নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

বয়স্ক রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার

৬৫ অথবা এর অধিক বয়সের রোগীরা টেনোফোভির গ্রহণে অপেক্ষাকৃত কম বয়সীদের তুলনায় অন্য রকম সাড়া দেয় কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট ক্লিনিক্যাল স্টাডি করা হয়নি বলে তাদের উপর টেনোফোভির এর কার্যকারিতার তুলনা করা যায়নি। তবে বয়স্ক রোগীদের ক্ষেত্রে টেনোফোভির এর মাত্রা নির্ধারণে সাবধানতা অবলম্বন করা এবং বৃদ্ধের কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ করা উচিত।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: সাধারণ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলো হল বমি বমি ভাব, বমি, ডায়রিয়া ও পেট ফাঁপা।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: টেনোফোভির এর সাথে এন্টিবায়োটিকস, এন্টিকোভির, ল্যামিভুডিন, মিথাডন, ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ, রিবাভারিন এবং টেক্রেলিমােস গ্রহণে তেমন কোন ওষুধ আন্তঃক্রিয়া হয় না। যে সকল ওষুধ বৃদ্ধ দ্বারা অপসারিত হয় অথবা বৃদ্ধের কার্যকারিতায় প্রভাব ফেলে সেগুলো টেনোফোভির এর সাথে গ্রহণে কোন প্রভাব এখনও পাওয়া যায়নি।

সরবরাহ: প্রিন্সিভিরTM ট্যাবলেট: প্রতিটি বাক্সে আছে ১২ টি ট্যাবলেট অ্যালু-অ্যালু বিস্টার প্যাক-এ।

পিরামেড®

Piramed®

উপাদান: টোপিরামেট আইএনএন। ২৫ মি.গ্রা. এবং ২০০ মি.গ্রা. ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেট।

নির্দেশনা: শিশু ও প্রাপ্ত বয়স্ক উভয়েরই মৃগী রোগের চিকিৎসায় এ ওষুধ ব্যবহৃত হয়। শিশুদের ক্ষেত্রে এ ওষুধ লেনক্স গেস্টেট সিনড্রোমের চিকিৎসায়ও ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে মাইগ্রেন প্রতিরোধে এ ওষুধ খুব বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে। মনোচিকিৎসকরা বাইপোলার ডিসঅর্ডার এবং এলকোহল আসক্তির চিকিৎসায় এ ওষুধ ব্যবহার করে থাকেন। এ ওষুধ আঘাত পরবর্তী তীব্র চাপ এবং ইনফ্যান্টাইল স্পাজমের চিকিৎসায়ও ব্যবহৃত হয়।

মৃগী রোগে- শুধু টোপিরামেট

১০ বছর বা তার চেয়ে বেশি বয়সী আংশিক অথবা প্রাথমিক ও সাধারণভাবে সংঘটিত টনিক-ক্লনিক সিজারের রোগীদের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র টোপিরামেট দিয়ে চিকিৎসা শুরু করা যেতে পারে।

মৃগী রোগে- অন্য ওষুধের সাথে টোপিরামেট

২-১৬ বছর বয়সী শিশু অথবা প্রাপ্ত বয়স্কদের যাদের আংশিকভাবে সংঘটিত অথবা প্রাথমিক বা সাধারণভাবে সংঘটিত টনিক-ক্লনিক সিজার রয়েছে এবং ২ বছর বা তার চেয়ে বেশি বয়সী রোগী যাদের লেনক্স গেস্টেট সিনড্রোম সহকারে সিজার রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে অন্যান্য মৃগীরোধী ওষুধের সাথে টোপিরামেট নির্দেশিত।

মাইগ্রেন

মাইগ্রেনজনিত মাথাব্যথা প্রতিরোধে প্রাপ্ত বয়স্কদের ক্ষেত্রে টোপিরামেট নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি: টোপিরামেটের প্রাথমিক মাত্রা সাধারণত স্বল্প এবং ধীরে ধীরে এর মাত্রা বাড়াতে হয়। সাধারণত প্রাথমিকভাবে দৈনিক ২৫ মি.গ্রা. থেকে ৫০ মি.গ্রা. ২টি একক মাত্রায় টোপিরামেট দেয়া হয়। প্রতি ১/২ সপ্তাহে ২৫-৫০ মি.গ্রা. বৃদ্ধি করা যেতে পারে। চিকিৎসা চালিয়ে নেয়ার সাধারণ মাত্রা হচ্ছে দৈনিক ১০০-২০০ মি.গ্রা.। সর্বোচ্চ সম্ভাব্য দৈনিক মাত্রা হচ্ছে ১০০০ মি.গ্রা.- বিভক্ত মাত্রায়।

এককভাবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে

শিশু ও প্রাপ্ত বয়স্কদের (১০ বছর বা তদুর্ধ্ব) সুপারিশকৃত টোপিরামেটের সর্বোচ্চ মাত্রা হচ্ছে দৈনিক ৪০০ মি.গ্রা.- ২ টি বিভক্ত মাত্রায়।

অন্য ওষুধের সাথে ব্যবহারের ক্ষেত্রে: প্রাপ্ত বয়স্ক (১৭ বছর বা তদুর্ধ্ব): আংশিকভাবে সংঘটিত অথবা প্রাথমিক বা সাধারণভাবে সংঘটিত সিজারের ক্ষেত্রে: দৈনিক সর্বমোট ৪০০ মি.গ্রা. টোপিরামেট- বিভক্ত মাত্রায়।

দৈনিক ১৬০০ মি.গ্রা. এর বেশি টোপিরামেট ব্যবহারের কোন তথ্য নেই।

শিশু (২-১৬ বছর): আংশিকভাবে সংঘটিত অথবা প্রাথমিক বা সাধারণভাবে সংঘটিত টনিক-ক্রনিক সিজারের ক্ষেত্রে: শিশুদের জন্য সুপারিশকৃত মাত্রা হচ্ছে দৈনিক ৫-৯ মি.গ্রা./কেজি-২ টি বিভক্ত মাত্রায়। সর্বোচ্চ ২৫ মি.গ্রা. (বা এর নিচে দৈনিক ১-৩ মি.গ্রা./কেজি-এই মাত্রার উপর ভিত্তি করে)-এর সময় মাত্রা প্রথম সপ্তাহে রাত্রিকালীন সময়ে পুনঃ নির্ধারণ করা উচিত। আশানুরূপ ফলাফল লাভের জন্য প্রতি ১/২ সপ্তাহের ব্যবধানে ১-৩ মি.গ্রা./কেজি হারে মাত্রা বাড়ানো যেতে পারে (২টি বিভক্ত মাত্রায়)। তবে চিকিৎসার ফলাফলের উপর নির্ভর করে মাত্রা পুনঃ নির্ধারণ করতে হবে।

মূত্রজনিত সমস্যা থাকলে: ক্রিয়াটিনি ক্লিয়ারেন্স যাদের ৭০ মি.গ্রা./মিনিট/১.৭৩ মি.২-এর চেয়ে কম তাদের জন্য প্রাপ্ত বয়স্কদের অর্ধেক মাত্রা সুপারিশকৃত। এসব রোগীর স্থির অবস্থার মাত্রায় পৌঁছাতে দীর্ঘ সময় লাগে।

যেসব রোগীর হিমোডায়ালাইসিস হচ্ছে: হিমোডায়ালাইসিসের মাধ্যমে সাধারণ অবস্থার চেয়ে ৪-৬ গুণ বেশি টোপিরামেট বের হয়ে যায়। একই ভাবে দীর্ঘ সময় ব্যাপী হিমোডায়ালাইসিস করলে খিচুনারোধী কার্যকল লাভের জন্য টোপিরামেটের প্রয়োজনীয় মাত্রা শরীরে কমে যেতে পারে। এটা এড়াতে চাইলে টোপিরামেটের সম্পূর্ণ মাত্রা প্রয়োজন হতে পারে। তবে নিচের বিষয়গুলো বিবেচনা করা উচিত:-

- ১। কত সময়ব্যাপী ডায়ালাইসিস হচ্ছে
 - ২। ডায়ালাইসিস ব্যবস্থার ক্লিয়ারেন্সের হার
 - ৩। যে রোগীর ডায়ালাইসিস হচ্ছে তার ক্ষেত্রে টোপিরামেটের ক্লিয়ারেন্সের প্রকৃত হার
- টোপিরামেট ট্যাবলেট গ্রহণের সাথে খাবারের সম্পর্ক নেই।

সতর্কতা ও যে সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: টোপিরামেট ট্যাবলেট বা এর কোন উপাদানের প্রতি অতি সংবেদনশীলতা থাকলে টোপিরামেট প্রতিনির্দেশিত।

ভ্যালপ্রোয়িক এসিডের সাথে টোপিরামেট দিলে এনকেফালোপ্যাথি সহ বা ছাড়া শরীরে এমোনিয়ার মাত্রা বেড়ে যেতে পারে। যেসব রোগীর শরীরে আলাদাভাবে এ ২টির যে কোন ওষুধ সহনীয় ছিল,

যেসব রোগীর ব্যাখ্যাভিত্তি আলস্য, বমি অথবা মানসিক পরিবর্তন ঘটে তাদের ক্ষেত্রে এনকেফালোপ্যাথি সহ এমোনিয়ার মাত্রাধিক্যের কথা বিবেচনা করতে হবে এবং শরীরে এমোনিয়ার মাত্রা মাপতে হবে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: সবচেয়ে লক্ষণীয় পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হচ্ছে স্বাদ পরিবর্তন এবং মাথা ও দেহের প্রান্ত সমূহে জ্বালাপোড়া করা। কম লক্ষণীয় পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলোর মধ্যে আছে মনোসংযোগের অভাব (নির্দিষ্টভাবে বললে শব্দ খোঁজায় পারদর্শিতার অভাব), বোঝার মতা কমে যাওয়া, অস্থিরতা, আলস্য, বৃক্ষে পাথর, অস্বাভাবিক দৃষ্টি, ওজন হারানো, স্তনে ব্যথা, পেটে ব্যথা, মাত্রাতিরিক্ত ঘামানো, মাসিকে সমস্যা এবং মুখ শুকিয়ে যাওয়া।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: প্রচলিত মৃগীরোধী ওষুধ সমূহ যেমন- ফিনাইটোইন, কার্বামাজেপিন এবং ভ্যালপ্রোয়িক এসিডের যে কোনটির সাথে টোপিরামেট দিয়ে চিকিৎসা করলে মিথক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। পাশাপাশি এসিটাজোলামাইড অথবা ডাইক্লোরফিনামাইডের মত কার্বোনিক এনহাইড্রেজ প্রতিবন্ধকগুলোর সাথে টোপিরামেট ব্যবহার করলে বৃক্ষে পাথর হবার ঝুঁকি বেড়ে যায়। ডিগক্সিন, কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র অবদমনকারী ওষুধসমূহ, মুখে খাওয়ার জন্মনিয়ন্ত্রক ওষুধ এবং হাইড্রোক্লোরথায়াজাইডও টোপিরামেটের সাথে মিথক্রিয়া করতে পারে।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: গর্ভাবস্থায় টোপিরামেটের ক্যাটাগরি 'সি'। তাই গুণ্ডুমাত্র প্রয়োজন হলে এবং ঝুঁকি- উপকারীতার অনুপাত বিবেচনার পর টোপিরামেট দেয়া যেতে পারে।

টোপিরামেট মাতৃ দুগ্ধের সাথে নিঃসৃত হয় কিনা পরিস্কারভাবে তা জানা যায়নি। সুতরাং স্তন্যদানকারী মায়ের ক্ষেত্রে টোপিরামেট ব্যবহারের সময় সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

সরবরাহ: পিরামেড® ২৫ ট্যাবলেট: প্রতি বাক্সে আছে ৫০ টি ট্যাবলেট। পিরামেড® ২০০ ট্যাবলেট : প্রতি বাক্সে আছে ২০ টি ট্যাবলেট।

প্রমটিল®

Promtil®

উপাদান: প্রোকোরপেরাজিন মেলিয়েট বিপি ৫ মি.গ্রা. ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেট, এবং প্রোকোরপেরাজিন

মেলিয়েট বিপি ১২.৫ মি.গ্রা./১ মি.লি. ইঞ্জেকশন।
নির্দেশনা: রেডিয়েশন থেরাপি, ক্যান্সার কেমোথেরাপি,
শল্য চিকিৎসা এবং অন্যান্য অবস্থাজনিত তীব্র বমি
বমিভাব এবং বমি নিয়ন্ত্রণের জন্য
মাথাধোরা, মেনিয়ার্শ রোগ এবং অন্যান্য কানের
সমস্যার জন্য

মানসিক অসুস্থতা যেমন- সিজোফ্রেনিয়া

তীব্র মানসিক বৈকল্য

সাধারণ উদ্বেগ

মাত্রা ও প্রয়োগ:

বমিরোধক

শিশু (২ বছর অথবা ১০ কেজি ওজনের নিচে বাচ্চাদের
জন্য নির্দেশিত নয়):

১০-১৪ কেজি : ২.৫ মি.গ্রা. দৈনিক ১-২ বার, সর্বোচ্চ
দৈনিক ৭.৫ মি.গ্রা.

১৫-১৮ কেজি : ২.৫ মি.গ্রা. দৈনিক ২-৩ বার, সর্বোচ্চ
দৈনিক ১০ মি.গ্রা.

১৯-৩৯ কেজি : ২.৫ মি.গ্রা. দৈনিক ৩ বার অথবা ৫
মি.গ্রা., দৈনিক ২ বার, সর্বোচ্চ দৈনিক ১৫ মি.গ্রা.।

আইএম : ০.১০-০.১৫ মি.গ্রা./কেজি/ডোজ; সাধারণ
মাত্রা: ০.১৩ মি.গ্রা./কেজি/ডোজ; যত দ্রুত সম্ভব মুখে
খাওয়ার ওষুধে চলে যেতে হবে।

প্রাণ্ড বয়স্ক:

মুখে : ৫-১০ মি.গ্রা. দৈনিক ৩-৪ বার, সর্বোচ্চ দৈনিক
৪০ মি.গ্রা.

আইএম : ৫-১০ মি.গ্রা. দৈনিক ৩-৪ বার, সর্বোচ্চ
দৈনিক ৪০ মি.গ্রা.

শল্য চিকিৎসাজনিত বমি

প্রাণ্ড বয়স্ক :

আইএম : ৫-১০ মি.গ্রা. (চিকিৎসা শুরু ১-২ ঘন্টা
পূর্বে), প্রয়োজন হলে পুনর্বার দিতে হবে।

মানসিক চিকিৎসায়

শিশু : ২-১২ বছর (২ বছর অথবা ১০ কেজি ওজনের
নিচে বাচ্চাদের জন্য নির্দেশিত নয়)

মুখে : ২.৫ মি.গ্রা. দৈনিক ২-৩ বার; দৈনিক সর্বোচ্চ
২০ মি.গ্রা. (২-৫ বছর বয়সী বাচ্চাদের) এবং ২৫
মি.গ্রা. (৬-১২ বছর বয়সী বাচ্চাদের)

আইএম : ০.১৩ মি.গ্রা./কেজি/ডোজ; যত দ্রুত সম্ভব
মুখে খাওয়ার ওষুধে চলে যেতে হবে।

প্রাণ্ড বয়স্ক :

মুখে : ৫-১০ মি.গ্রা. দৈনিক ৩-৪ বার; মারাত্মক

ক্ষেত্রে দৈনিক সর্বোচ্চ ১৫০ মি.গ্রা. প্রয়োজন হতে
পারে।

আইএম: মারাত্মক ক্ষেত্রে ১০-২০ মি.গ্রা. প্রতি ৪-৬
ঘন্টা অন্তর; যত দ্রুত সম্ভব মুখে খাওয়ার ওষুধে চলে
যেতে হবে।

সাধারণ উদ্বেগ

প্রাণ্ড বয়স্ক

মুখে : সাধারণ মাত্রা- দৈনিক ১৫-২০ মি.গ্রা. বিভক্ত
মাত্রায়। দৈনিক ২০ মি.গ্রা. এর বেশি অথবা ১২
সপ্তাহের বেশি চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়া উচিত নয়।

বৃদ্ধ : প্রাথমিক মাত্রা- ২.৫-৫ মি.গ্রা. দৈনিক ১-২
বার; প্রতি ৪-৭ দিন অস্র, দৈনিক ২.৫-৫ মি.গ্রা.
মাত্রা বৃদ্ধি করা যেতে পারে; কার্যকারিতা বেশি পেতে
বা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া এড়াতে দৈনিক মাত্রার বিরতিকাল
বাড়াতে হবে (যেমন- দৈনিক ২-৩ বার)।

প্রয়োগ

মুখে, আইএম দেয়া যেতে পারে। খাবারের সাথে
কোন সম্পর্ক নেই।

প্রতি নির্দেশনা: প্রোক্লোরপেরাজিন অথবা এর সদৃশ
কোন উপাদানের প্রতি অতি মাত্রায় প্রতিক্রিয়াশীল
হলে।

সতর্কতা: রক্তচাপে খুব বেশি তারতম্য যুক্ত অথবা
হৃদপিণ্ডের সমস্যা, রেইজ সিনড্রোম, এলকোহল
অথবা ওষুধের প্রতি নির্ভরশীলতা, কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের
সমস্যা, রক্তে সমস্যা, এলার্জি দেখা দিতে পারে।

গাড়ি অথবা যন্ত্রপাতি চালনার সময় সতর্কতা অবলম্বন
করা প্রয়োজন। এলকোহল ব্যবহারে তীব্র ঘুম ঘুম
ভাব দেখা দিতে পারে। এই ওষুধ সূর্যালোকের
প্রতি প্রতিক্রিয়া বৃদ্ধি করতে পারে; তাই দীর্ঘ সময়
সূর্যালোকে থাকা এড়িয়ে চলতে হবে কিংবা সূর্যালোক
থেকে বাঁচার জন্য সানস্ক্রীন অথবা প্রয়োজনীয় কাপড়
ব্যবহার করতে হবে। এই ওষুধ ব্যবহারে গরমে জ্বান
হারানোর ঘটনা ঘটতে পারে।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: গর্ভাবস্থা ও
স্তন্যদানকালে ব্যবহারে ক্ষতিকর কোন প্রতিক্রিয়া
জানা যায়নি।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:

ঘুম ঘুম ভাব

চোয়াল, গলা, পিছনের পেশী সংকুচিত হওয়া

অস্বাভাবিক জিহ্বা, মুখমণ্ডল নড়াচড়া

ধীর গতিতে কথা বলা অথবা কথা বলতে কষ্ট হওয়া

গিলতে কষ্ট হওয়া

অস্থিরতা

কাঁপুনি

এলোমেলো হাঁটা

চামড়ায় ফুসকুড়ি ওঠা

হলদেটে চোখ অথবা চামড়া

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: এ্যালকোহল, বারবিচুরেট এবং অন্যান্য ঘুমের ওষুধ কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের অবদমনকারী ক্রিয়াকে বাড়িয়ে দিতে পারে। এক্টাসিড, পারকিনসন'স রোগের ওষুধ এবং লিথিয়াম প্রোক্লেয়ারপেরাজিনের শেষে হস্তক্ষেপ করে। এই ওষুধ প্লাসমায় প্রোপানোলল এবং ফেনোবারবিটাল এর ঘনত্বে হস্তক্ষেপ করতে পারে।

মাত্রাধিক্য: গভীর ঘুম, কোমা, এক্সট্রা পাইরিমিডাল সিম্পটম, অস্বাভাবিক পেশী নড়াচড়া এবং নিম্ন রক্তচাপ।

সরবরাহ:

প্রমটিল[®] ট্যাবলেট: প্রতিটি বাক্সে আছে ১৫ X ২০ টি ট্যাবলেট। প্রমটিল[®] ইঞ্জেকশন: প্রতিটি বাক্সে আছে ২ X ৫ টি এ্যাম্পুল।

প্রোনর[®]

Pronor[®]

উপাদান: ফিনাস্টেরাইড ৫ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

নির্দেশনা: বিনাইন প্রোস্টেট গ্রন্থির বৃদ্ধিজনিত (বি পি এইচ) রোগের চিকিৎসা এবং নিয়ন্ত্রণে নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি: প্রত্যহ ৫ মি.গ্রা. ট্যাবলেট (খাবারের সাথে বা ছাড়া)।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: অতি সংবেদনশীলতায় এবং শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার নিষিদ্ধ। যে সমস্ত রোগীর তীব্রভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত মূত্র প্রবাহ আছে তাদের ক্ষেত্রে বাধাদায়ক ইউরোপ্যাথির জন্য সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: যৌন অক্ষমতা, হ্রাসপ্রাপ্ত যৌনতাড়না এবং হ্রাসপ্রাপ্ত বীর্য।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: অন্য ওষুধের সাথে কিনি ক্যালি গুরুত্বপূর্ণ কোন বিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: গর্ভাবস্থায় বা গর্ভধারণক্ষম মহিলাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না। স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে ব্যবহার্য নয় যদিও ফিনাস্টেরাইড এর মাতৃদুগ্ধে নিঃসরণের প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

সরবরাহ: প্রোনর[®] ট্যাবলেট : ৩ X ১০ টি।

পিউরোট্রল[®]

Purotrol[®]

উপাদান: লেভোসেটিরিজিন ডাইহাইড্রোক্লোরাইড আইএনএন। ৫ মি.গ্রা. ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেট এবং ২.৫ মি.গ্রা./৫ মি.লি. সিরাপ।

নির্দেশনা:

এলাজিক অবস্থা যেমন, সিজনাল এলাজিক রাইনাইটিস, পেরিনিয়াল এলাজিক রাইনাইটিস ও ক্রনিক ইউপ্যাথিক আর্টিকারিয়ার উপসর্গসমূহ নিরাময়।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি:

পিউরোট্রল ট্যাবলেট

পূর্ণবয়স্ক এবং ৬ বছরের অধিক বয়স্ক শিশু: প্রতিদিন ১টি করে পিউরোট্রল ট্যাবলেট (লেভোসেটিরিজিন ডাইহাইড্রোক্লোরাইড ৫ মি.গ্রা.)।

পিউরোট্রল সিরাপ

পূর্ণবয়স্ক এবং ৬ বছরের অধিক বয়স্ক শিশু: প্রতিদিন ১০ মি.লি. (২ চামচ) সিরাপ।

যে সকল রোগীর বৃক্কের অসমকার্যকারিতা রয়েছে: মাঝারি ধরণের বৃক্কের অসমকার্যকারিতায় নির্দেশিত মাত্রা হচ্ছে প্রতি দুই দিনে একটি করে পিউরোট্রল ট্যাবলেট। মারাত্মক ধরণের বৃক্কের অসমকার্যকারিতা নির্দেশিত মাত্রা হচ্ছে প্রতি তিন দিনে একটি পিউরোট্রল ট্যাবলেট। যে সকল রোগীর শেষ পর্যায়ের বৃক্কীয় সমস্যা রয়েছে, তাদের লেভোসেটিরিজিন দেয়া উচিত নয়। ট্যাবলেট পানি সহযোগে সেব্য এবং এটা খাবারের সাথে বা কোন খাবার ব্যতীত গ্রহণ করা যায়।

সতর্কতা ও যে সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: যে সকল রোগী ওষুধ বা এর যে কোন একটি উপাদানের প্রতি অতিসংবেদী, তাদের ক্ষেত্রে পিউরোট্রল প্রতিনির্দেশিত।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: সাধারণত লেভোসেটিরিজিন সুসহনীয়। তবে বিরলক্ষেত্রে কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া যেমন- মাথাব্যথা, মুখগহ্বরের শুষ্কতা, অবসাদ ও চর্ম র্যাশ দেখা গেছে।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে: গর্ভাবস্থায়: গর্ভাবস্থায় লেভোসেটিরিজিন নিরূপদ কিনা তা এখনো প্রতিষ্ঠিত

হয়নি। তাই ঋণের ক্ষতির চেয়ে মায়ের উপকার বেশী বিবেচিত হলে, সতর্কতার সাথে গর্ভাবস্থায় লেভোসেটিরিজিন ব্যবহার করা উচিত।

স্তন্যদানকালে: লেভোসেটিরিজিন মাতৃদুগ্ধে নিঃসৃত হয়। স্তন্যদানকারী মায়ের ক্ষেত্রে লেভোসেটিরিজিন নির্দেশিত নয়।

সরবরাহ:

পিউরেট্রল® ট্যাবলেট : প্রতি বাক্সে আছে ৫০ টি ট্যাবলেট। পিউরেট্রল® সিরাপ : প্রতি বোতলে আছে ৫০ মি.লি. সিরাপ এবং একটি মাত্রা পরিমাপক কাপ।

পাইলোট্রিপ®

Pylotrip®

উপাদান : ল্যানসোপ্রাজোল ৩০ মি.গ্রা. ক্যাপসুল, এমোঙ্ক্সিলিন ১ গ্রাম ক্যাপসুল এবং ক্লারিথ্রোমাইসিন ৫০০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট/স্ট্রিপ।

নির্দেশনা : এইচ. পাইলোরি সংক্রমণ ধ্বংস করে।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : একটি স্ট্রিপ দুইবার, প্রতিদিন, মোট ৭ থেকে ১৪ দিন অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহার্য।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : এর কোন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীলতা।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : পরিপাকতন্ত্র : বমি বমি ভাব, বমি, ডায়রিয়া, কালো পায়খানা, মুখের শুষ্কতা, জিহ্বার প্রদাহ, মুখের মনিলিয়াসিস, মুখের প্রদাহ, জিহ্বার রঙের পরিবর্তন ইত্যাদি। মাংস ও অস্থিতন্ত্র : মাংসপেশীর ব্যথা। স্নায়ুতন্ত্র : মাথা ব্যথা, মতিভ্রম, ঝিমুনি। ত্বক : ত্বকের প্রদাহ।

সরবরাহ : পাইলোট্রিপ® : ৭ টি স্ট্রিপ।

R

র্যাবেকা™

Rabeca™

উপাদান: র্যাবেকা™ ২০ ট্যাবলেট: প্রতিটি এন্টেরিক কোটেড ট্যাবলেটে আছে র্যাবেপ্রাজল সোডিয়াম আইএনএন ২০ মি.গ্রা.।

নির্দেশনা:

•ডিওডেনাল আলসার এবং ইরোসিভ অথবা আলসারেটিভ গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ এর স্বল্পকালীন চিকিৎসার জন্য।

•গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্সডিজিজ (GERD) এর উপসর্গ প্রশমনে এবং পুনরায় আক্রান্ত হওয়ার হার নিরূপনে নির্দেশিত।

•GERD জনিত দিবা ও রাত্রিকালীন বুকজ্বালা এবং অন্যান্য উপসর্গ উপশমের জন্য নির্দেশিত।

•অত্যধিক গ্যাস্ট্রিক এসিড নিঃসরণ জনিত জটিলতা যেমন-জোলিঞ্জার-এলিসন সিনড্রোম দমনে নির্দেশিত।

•হেলিকোব্যাকটর পাইলরি দমনে ক্লারিথ্রোমাইসিন ও এমোঙ্ক্সিলিনের সাথে নির্দেশিত।

মাত্রা ও সেবনবিধি

•ইরোসিভ অথবা আলসারেটিভ গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ (GERD) দমনে: প্রাপ্ত বয়স্কদের ক্ষেত্রে ২০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট প্রতি দিন একটি করে ৪-৮ সপ্তাহ পর্যন্ত। ৮ সপ্তাহ চিকিৎসায় উপসর্গ প্রশমিত না হলে আরো অতিরিক্ত ৮ সপ্তাহ চিকিৎসা নিতে হবে।

•ইরোসিভ অথবা আলসারেটিভ গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ (GERD)-এর মেন্টেনেন্স: প্রাপ্ত বয়স্কদের ক্ষেত্রে ২০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট প্রতি দিন একটি করে।

•গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ (GERD)-এর উপসর্গ প্রশমনে: প্রাপ্ত বয়স্কদের ক্ষেত্রে ২০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট প্রতি দিন একটি করে ৪ সপ্তাহ পর্যন্ত। উপসর্গ প্রশমিত না হলে আরো অতিরিক্ত চিকিৎসা দিতে হবে।

•ডিওডেনাল আলসার দমনে: প্রাপ্ত বয়স্কদের ক্ষেত্রে ২০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট সকালের খাবারের পর প্রতিদিন একটি করে ৪ সপ্তাহ পর্যন্ত। বেশির ভাগ রোগী এই সময়ের মধ্যে ভাল হয়ে যায়। কিছু পরিমাণ রোগীর ক্ষেত্রে অতিরিক্ত চিকিৎসার প্রয়োজন হতে পারে।

•হেলিকোব্যাকটর পাইলরি জনিত ডিওডেনাল আলসার দমনে:

র্যাবেপ্রাজল	২০ মি.গ্রা.	প্রতি দিন ২ বার করে ৭ দিন
এমোঙ্ক্সিলিন	১০০ মি.গ্রা.	প্রতি দিন ২ বার করে ৭ দিন
ক্লারিথ্রোমাইসিন	৫০০ মি.গ্রা.	প্রতি দিন ২ বার করে ৭ দিন

উপরোক্ত তিনটি ওষুধ প্রতিদিন সকালের খাবারের পরে একবার ও সন্ধ্যায় খাবারের পরে একবার করে প্রতিদিন দুইবার খেতে হবে। রোগীদের গুরুত্ব সহকারে পূর্ণ ৭ দিন চিকিৎসা নিতে হবে।

•অত্যধিক গ্যাস্ট্রিক এসিড নিঃসরণ জনিত জেলিঞ্জার-এলিসন সিনড্রোম এর চিকিৎসায়: র্যাবেপ্রাজল সোডিয়াম এর সেবনমাত্রা এসিড নিঃসরণের মাত্রার উপর নির্ভর করে ভিন্ন হতে পারে। প্রাপ্ত বয়স্কদের ক্ষেত্রে দিনে ৬০ মি.গ্রা. সেবনমাত্রায় শুরু করতে হবে। রোগীদের প্রয়োজন অনুযায়ী সেবনমাত্রা নির্ণয় করতে হবে এবং ক্লিনিক্যাল লক্ষণসমূহ দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত সেবন করতে হবে। কিছু কিছু রোগীদের ক্ষেত্রে বিভক্ত মাত্রায় সেবন করতে হতে পারে। জেলিঞ্জার-এলিসন সিনড্রোম এর চিকিৎসায় র্যাবেপ্রাজল সোডিয়াম ১ বছর পর্যন্ত নিয়মিত সেবন করা যেতে পারে।

প্রতিনির্দেশনা: র্যাবেপ্রাজল বা এই প্রস্তুতির যে কোন উপাদানের প্রতি অতি সংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত নয়।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:র্যাবেপ্রাজল সোডিয়াম কিছু কিছু ক্ষেত্রে মাথাব্যথা, ডায়রিয়া, পাকস্থলীর পীড়া, কোষ্ঠ্যকাঠিন্য, মুখগহ্বরের শুষ্কতা, ক্ষুধা বৃদ্ধি বা কমে যাওয়া, মাংসপেশীর ব্যথা, ঘুম ঘুমভাব এবং বিমানো অনুভূত হতে পারে।

মাত্রাতিরিক্ততা

র্যাবেপ্রাজল মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারের কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। র্যাবেপ্রাজলের জন্য কোন নির্দিষ্ট এন্টিডোট নির্ধারিত হয়নি। র্যাবেপ্রাজল অতি মাত্রায় প্রোটিনের সাথে আবদ্ধ হয়ে থাকে এবং সহজে ডায়ালাইজ হয় না। মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রাথমিক উপসর্গ প্রশমনজনিত চিকিৎসা প্রদান করতে হবে।

সরবরাহ

র্যাবেপ্রাজলTM ২০ ট্যাবলেট: প্রতিটি বাক্সে আছে ৩০টি ট্যাবলেট অ্যালু-অ্যালু ব্লিস্টার প্যাকে।

র্যাডিরিফ®

Radirif®

উপাদান: ন্যালবুফিন হাইড্রোক্লোরাইড আইএনএন ২০ মি.গ্রা./২ মি.লি. ইঞ্জেকশন।

নির্দেশনা: ন্যালবুফিন হাইড্রোক্লোরাইড মাঝারী থেকে তীব্র ব্যথায় নির্দেশিত। ইহা মায়োকার্ডিয়াল

ইনফারকশন জনিত মাঝারী থেকে তীব্র ব্যথায় নির্দেশিত। ইহা সাপিমেন্ট হিসাবে সুখম অ্যানেস্থে সিয়ায়, অস্ত্রোপচারের পূর্বে, অস্ত্রোপচার পরবর্তী ব্যথায় এবং প্রসব ব্যথায় ব্যবহৃত হয়।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি: সাধারণ মাত্রা হচ্ছে ১০ মি.গ্রা. ইঞ্জেকশন ৭০ কেজি ওজনের ব্যক্তির জন্য, প্রয়োজন মত ৩-৬ ঘন্টা অন্তর। ব্যথার তীব্রতা, রোগীর শারীরিক অবস্থা এবং রোগীর অন্যকোন ওষুধ গ্রহণ করছে কিনা তার উপর ভিত্তি করে ন্যালবুফিনের মাত্রা ঠিক করা উচিত।

মাঝারী থেকে তীব্র ব্যথা:

শিরা অথবা মাংসপথে ১০-২০ মি.গ্রা. ইঞ্জেকশন ৭০ কেজি ওজনের ব্যক্তির জন্য; বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ০.৩ মি.গ্রা./কেজি, প্রয়োজন মত ১-২ বার।

অস্ত্রোপচার পূর্ববর্তী অ্যানেস্থেসিয়া:

শিরা অথবা মাংসপথে ০.১-০.২ মি.গ্রা./কেজি ওজন হিসাবে।

প্রসব ব্যথায়:

০.৩-১ মি.গ্রা./কেজি ওজন হিসেবে ১০-১৫ মিনিট ধরে দিতে হবে। অতঃপর ০.২৫-০.৫ মি.গ্রা./কেজি ওজন হিসেবে এককালীন শিরাপথে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করা যায়।

অস্ত্রোপচার সময়ে ব্যবহারের জন্য:

শিরাপথে ০.২৫-০.৫ মি.গ্রা./কেজি, ৩০ মিনিট অন্তর।

মায়োকার্ডিয়াল ইনফারকশন:

ইন্ট্রাভেনাস পথে ১০-২০ মি.গ্রা. ধীরে ধীরে ৩০ মিনিট ধরে দিতে হবে। অ্যানেস্থেসিয়ার সহায়ক হিসাবে যখন ব্যবহৃত হবে তখন কম পরিমাণ প্রয়োজন হয়।

১৮ মাস বয়সী শিশু এবং ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত ০.২ মি.গ্রা./কেজি ওজন হিসাবে শিরাপথে বা মাংসপথে। অতঃপর ৪-৬ ঘন্টা পরপর অন্তর অথবা চিকিৎসক কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ ব্যবহার করা যায়।

সতর্কতা ও যে সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: ন্যালবুফিন হাইড্রোক্লোরাইড এর প্রতি অতি সংবেদনশীলতা যদি থাকে।

নিম্ন লিখিত ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

স্বাস-প্রশ্বাসে অনিয়ম

বৃক্কীয়/যকৃতের কার্যে অনিয়ম

বিলিয়ারী ট্রাক্টের শল্যাচিকিৎসা

মায়োকার্ডিয়াল ইনফারকশন

নিম্ন রক্তচাপ

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: ন্যালবুফিন সাধারণত সুসহনীয় একটি ওষুধ। তবে কিছু কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া যেমন- তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব, ঘাম, বমি বমি ভাব, বমি, ঝিমুনি, মাথাঘোরা, মুখ শুকিয়ে যাওয়া, মাথা ব্যথা, শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট, ডিস্পনিয়া এবং অ্যাজমা ইত্যাদি হতে পারে।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: ন্যালবুফিন ব্যবহারে অন্য ওষুধের সাথে কোন ধরণের ঝামেলাপূর্ণ প্রতিক্রিয়া নেই। তবে অন্য অপয়েড ওষুধের সাথে রয়েছে। যে সমস্ত রোগী নারকোটিক ব্যথানাশক, সাধারণ অ্যানেসথেসিয়া ফেনোথায়াজিনস অথবা অন্য শাস্তকারক ওষুধ, ঘুম পাড়ানী ওষুধ, হিপনোটিকস বা অন্যান্য কেন্দ্রীয়ভাবে কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণকারী ডিপ্রেসেন্ট (অ্যালকোহল সহ) ব্যবহার করছেন, তাদের ক্ষেত্রে ন্যালবুফিনের ব্যবহারে বাড়তি ফল প্রদর্শিত হতে পারে।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: প্রেগন্যান্সি ক্যাটাগরি 'বি'। ইহা বেশী পরিমাণে এবং দ্রুত পাসেস্টা অতিক্রম করে। গর্ভবতী মহিলাদের উপর কোন সু-নিয়ন্ত্রিত গবেষণা নেই। গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহার করা যেতে পারে।

সীমিত সংখ্যক গবেষণা থেকে জানা গেছে যে ন্যালবুফিন হাইড্রোক্লোরাইড মাতৃদুগ্ধে অল্প নিঃসরিত হয় (ব্যবহারযোগ্য মাত্রার ১%) এবং তার প্রভাব খুবই কম। মাতৃদুগ্ধ দান করা মায়েদের ক্ষেত্রে এর ব্যবহারের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

সরবরাহ:

র্যাডিরিফ® ২ ইঞ্জেকশন : প্রতি বাক্সে আছে ৪ টি অ্যাম্পুল ব্লিস্টার প্যাকে।

র্যানোলিন™ এক্সআর Ranolin™ XR

উপাদান:

র্যানোলিন™ এক্সআর ৫০০ ট্যাবলেট: প্রতিটি এক্সটেন্ডেড রিলিজ ট্যাবলেটে আছে র্যানোলাজিন আই এন এন ৫০০ মি.গ্রা.।

র্যানোলিন™ এক্সআর ১ গ্রাম ট্যাবলেট: প্রতিটি এক্সটেন্ডেড রিলিজ ট্যাবলেটে আছে র্যানোলাজিন আই এন এন ১ গ্রাম.।

নির্দেশনা ও ব্যবহারবিধি: র্যানোলাজিন ক্রনিক এনজিনার চিকিৎসায় নির্দেশিত। র্যানোলাজিন বিটা-ব্লকার, নাইট্রেটস্, ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার, এন্টি-পার্টিলেট থেরাপি, লিপিড-লোয়ারিং থেরাপি, এসিই ইনহিবিটর এবং এনজিওটেনসিন রিসেপ্টর ব্লকার সমূহের সাথে যুগপৎ ভাবে ব্যবহার করা যায়। দেখা গেছে, করোনারী ডিজিজের রোগী যারা এমলোডিপিনের সর্বোচ্চ মাত্রা পাচ্ছে, তাদের ক্ষেত্রে র্যানোলাজিন এনজিনার সময়কাল কমায়।

যেহেতু র্যানোলাজিন QT- ব্যবধানকে প্রলম্বিত করে, এটি সেসব রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত যারা অন্যান্য এন্টি-এনজিনা ঔষধে পর্যাপ্ত ফলাফল পায় না। এনজিনার হার বা ব্যায়াম সহনশীলতার উপর র্যানোলাজিনের প্রভাব পুরুষ অপেক্ষা নারীদের ক্ষেত্রে কম পাওয়া গিয়েছে।

মাত্রা ও প্রয়োগ বিধি: র্যানোলাজিনের প্রারম্ভিক মাত্রা ৫০০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট দৈনিক ২ বার যা পরবর্তীতে চিকিৎসার ফলাফলের উপর নির্ভর করে ১০০০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট দৈনিক ২ বার পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যেতে পারে। র্যানোলাজিন খাবারের সাথে বা খাবার ছাড়া গ্রহণ করা যেতে পারে। সম্পূর্ণ ট্যাবলেট একবারে খেতে হবে, ভাঙা বা চুষে খাওয়া যাবে না।

র্যানোলাজিনের সর্বোচ্চ মাত্রা ১০০০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট দৈনিক ২ বার। কোন মাত্রা নিতে জুলে গেলে পরবর্তী নির্ধারিত সময়ে নিতে হবে, দ্বিগুণ মাত্রায় নেয়া যাবে না।

বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া: কার্ডিয়াক সমস্যা- ব্রাডিকার্ডিয়া, পালপিটেশন, কান ও ল্যাবিরিন্থের সমস্যা- টিনিটাস, মাথাঘোরা, পরিপাকতন্ত্রের সমস্যা- এবডোমিনাল ব্যথা, গুরু মুখ, বমি, সাধারণ সমস্যা- পেরিফেরাল ইডিমা, শ্বসনতন্ত্রের সমস্যা- শ্বাস কষ্ট, ভাসকুলার সমস্যা- হাইপোটেনশন, অর্থোস্ট্যাটিক হাইপোটেনশন।

প্রতিনির্দেশনা: র্যানোলাজিন নিম্ন লিখিত রোগীদের ক্ষেত্রে প্রতিনির্দেশিত:

- যাদের আগে থেকেই QT প্রলম্বিত হয়েছে
- যাদের যকৃতের অকার্যকারিতা আছে
- যারা ছত্র প্রলম্বিত করে এমন ঔষধ নিচ্ছে
- যারা শক্তিশালী ও মধ্যম শক্তিশালী ঈগচত্ৰ ইনহিবিটর যেমন, কিটোকোনাজল, ইট্রাকোনাজল, ক্লারিত্রোমাইসিন, নেফায়োডোন, নেলফিনাভির, রিটোনাবির, ইনডিনাবির, সেকুইনাবির ও ডিলটিজেম

নিচ্ছে

ডিগক্সিনের সাথে র্যানোলাজিনের যুগপৎ ভাবে ব্যবহার ডিগক্সিনের প্লাজমা ঘনত্ব প্রায় ১.৫ গুণ বৃদ্ধি পায়, তাই ডিগক্সিনের মাত্রা পরিস্থিতি অনুযায়ী হ্রাস করতে হতে পারে। র্যানোলাজিনের সাথে যুগপৎ ভাবে ব্যবহার করা হলে P-gp সাবস্ট্রেট সমূহের মাত্রাও হ্রাস করতে হতে পারে। র্যানোলাজিনের সাথে P-gp বাধাদানকারী ঔষধ সমূহ যেমন রিটোনাবির বা সাইক্লোস্পোরিন যুগপৎ ভাবে ব্যবহার করা হলে সতর্কতা অবলম্বন করতে হতে হবে।

অন্য ঔষধের সাথে প্রতিক্রিয়া

•CYP3A ইনহিবিটর সমূহ: র্যানোলাজিন শক্তিশালী CYP3A ইনহিবিটর সমূহের সাথে ব্যবহার করা যাবে না। মধ্যম শক্তিশালী CYP3A ইনহিবিটর (যেমন, ডিলটিজেম, ডেরাপামিল, ইরাইপ্রোমাইসিন) এর সাথে ব্যবহৃত হলে র্যানোলাজিনের সর্বোচ্চ মাত্রা ৫০০ মি.গ্রা. দৈনিক ২ বার-এ সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

•CYP3A প্রভাবক সমূহ: র্যানোলাজিন ব্যবহার করা যাবে না।

•P-gp বাধাদানকারী ঔষধ সমূহ (যেমন সাইক্লোস্পোরিন): র্যানোলাজিনের মাত্রা হ্রাস করতে হতে পারে।

•যেসকল ঔষধ P-gp দ্বারা পরিবাহিত বা CYP2D6 দ্বারা মেটাবোলাইজ হয় (যেমন ডিগক্সিন, টিসিএ,): র্যানোলাজিনের সাথে ব্যবহৃত হলে এসকল ঔষধের মাত্রা হ্রাস করতে হতে পারে।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার

গর্ভাবস্থায় ব্যবহারের শ্রেণীবিভাগ সি। বর্ধনশীল ঋণের উপর র্যানোলাজিনের প্রভাব যাচাই করার মত পর্যাপ্ত তথ্য এখনও পাওয়া যায়নি। গর্ভবতী মহিলাদের উপর পর্যাপ্ত গবেষণা তথ্য পাওয়া যায়নি। র্যানোলাজিন গর্ভবতী মহিলাদের উপর তখনই ব্যবহার করা উচিত যখন রোগীর উপর এর সম্ভাব্য সুফল, গর্ভস্থ শিশুর উপর এর সম্ভাব্য ঝুঁকির ন্যায্যতা যাচাই করে। র্যানোলাজিন মানুষের দুধে নিঃসৃত হয় কিনা তা এখনো জানা যায়নি। মাতৃদুগ্ধ পানকারী শিশুর উপর র্যানোলাজিনের মারাত্মক বিরুদ্ধ প্রভাবের সম্ভাবনা থাকার কারণে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে স্তন্যপান বন্ধ করতে হবে নাহয় র্যানোলাজিন গ্রহণ বন্ধ করতে হবে।

শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার

শিশুদের ক্ষেত্রে এর নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা এখনও

সুপ্রতিষ্ঠিত নয়।

সরবরাহ: র্যানোলিনTM এক্স আর ৫০০ ট্যাবলেট: প্রতি বাক্সে আছে ২০ টি এক্সটেন্ডেড রিলিজ ট্যাবলেট অ্যালু-অ্যালু/অ্যালু-পিভিসি/অ্যালু-পিভিডিসি রিস্টার প্যাকে।

র্যানোলিনTM এক্স আর ১গ্রাম ট্যাবলেট: প্রতি বাক্সে আছে ১০টি এক্সটেন্ডেড রিলিজ ট্যাবলেট অ্যালু-অ্যালু/অ্যালু-পিভিসি/অ্যালু-পিভিডিসি রিস্টার প্যাকে।

রেকটোকোর[®] Rectocare[®]

উপাদান : প্রতি গ্রাম অয়েন্টমেন্ট-এ আছে ০.৪% নাইট্রোগ্লিসারিন ইউ এস পি।

নির্দেশনা : মলদ্বারের দীর্ঘমেয়াদী ফিসারের ব্যথা নিরাময়ের জন্য ব্যবহারযোগ্য।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : নাইট্রোগ্লিসারিন ০.৪% অয়েন্টমেন্ট এপিকেটরের সাহায্যে পায়ুপথের ভেতরে ব্যবহার করতে হবে। অয়েন্টমেন্টটি কমপক্ষে ১ সে.মি. ভেতরে প্রবেশ করতে হবে। এর প্রতিটি ডোজ ১২ ঘন্টা পর পর ব্যবহার করতে হবে। ব্যথা না কমা পর্যন্ত অথবা সর্বোচ্চ ৮ সপ্তাহ পর্যন্ত চিকিৎসা চালানো যেতে পারে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : নাইট্রোগ্লিসারিন ০.৪% অয়েন্টমেন্ট ব্যবহারে মাথা ব্যথা ও মাথা ঘোরানো হতে পারে। এটি ব্যবহারে মলদ্বারের উপর নিয়ন্ত্রণ কমে যেতে পারে এবং ব্যবহারকারীর অজ্ঞাতে মল বেরিয়ে আসতে পারে (যদিও তা হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম)।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : যকৃত ও কিডনির মারাত্মক রোগে আক্রান্তদের ক্ষেত্রে এ অয়েন্টমেন্ট ব্যবহারে সাবধান থাকতে হবে। অতিরিক্ত রক্তশূণ্যতা, গ্লুকোমা, নিম্ন রক্তচাপ, মস্তিষ্কের ভিতর অতিরিক্ত চাপ এ সকল ক্ষেত্রে এ অয়েন্টমেন্ট ব্যবহার করা উচিত নয়।

বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যবহার : গর্ভাবস্থায় ও স্তন্য দানকারী মায়েদের নাইট্রোগ্লিসারিন ০.৪% অয়েন্টমেন্ট ব্যবহার করা উচিত নয়। ১৮ বছরের কম বয়সের শিশু ও কিশোরের ক্ষেত্রে এ অয়েন্টমেন্ট ব্যবহার করা যাবে না।

সরবরাহ :

রেকটোকোর[®] অয়েন্টমেন্ট : ১৫ গ্রাম অয়েন্টমেন্ট এর একটি টিউব ও একটি এপিকেটর।

রিম্যাক®

Remac®

উপাদান : ক্ল্যারিথ্রোমাইসিন ৫০০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।
নির্দেশনা : স্ট্রেপটোকক্কাল ফ্যারিংজাইটিস, সাইনুসাইটিস, দীর্ঘস্থায়ী ব্রংকাইটিস, নিউমোনিয়া, ত্বক ও কোমল কলার প্রদাহ এবং H. pylori ঘটিত ক্ষতিরডেনাল আলসার (সহায়ক চিকিৎসা)।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : বয়স্কদের জন্য : ২৫০ - ৫০০ মি.গ্রা. ৭-১৪ দিন দৈনিক ২ বার। শিশুদের জন্য : ৭.৫ মি.গ্রা./কেজি হিসেবে দৈনিক দুইবার।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : লিভার ও বৃক্কের স্বাভাবিক ক্রিয়া কর্মে বিঘ্ন ঘটে এমন রোগীর ক্ষেত্রে সতর্কতার সাথে প্রয়োগ করতে হবে। দীর্ঘসূত্রিক ও বারবার ব্যবহারে অসংবেদনশীল ব্যাকটেরিয়া এবং ছত্রাকের অতিবৃদ্ধি ঘটতে পারে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : সাধারণত সূসহনীয়। পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে বমি, বমি বমি ভাব, ডায়রিয়া, পেটে ব্যথা, অস্ত্রের ও জিহ্বার প্রদাহ। অন্যান্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া যেমন- মাথা ধরা এবং এলাজিক প্রতিক্রিয়া (ত্বকের)। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের স্বল্পস্থায়ী পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া-উদ্বেগ, বিমূর্নির ভাব, ইনসুমনিয়া, হ্যালুসিনেশন।

অন্য গুণুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : থিওফাইলিন, টারফেনাডিন এবং কার্বামাজেপিন।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভবতী মায়েদের জন্য প্রযোজ্য নয়। চিকিৎসা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ক্ল্যারিথ্রোমাইসিন নিয়েছেন - এমন মায়েদের শিশুকে স্তন্য পান করানো উচিত নয়।

সরবরাহ :

রিম্যাক® ৫০০ ট্যাবলেট : ১ X ৬ টি।

রেমাস®

Remus®

উপাদান : ট্যাক্রোলিমাস আইএনএন।

নির্দেশনা : রেমাস® অয়েন্টমেন্ট স্বল্পমেয়াদী এবং অন্তর্বর্তী দীর্ঘমেয়াদী থেরাপি হিসেবে মধ্যম থেকে তীব্র এটপিক ডার্মাটাইটিসে নির্দেশিত। রেমাস® ০.০৩% এবং ০.১% উভয় প্রকার অয়েন্টমেন্টই প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য নির্দেশিত। শুধুমাত্র ২-১৫ বছর বয়সী বাচ্চাদের জন্য রেমাস® ০.০৩% অয়েন্টমেন্ট নির্দেশিত।

মাত্রা এবং ব্যবহারবিধি : প্রাপ্ত বয়স্কদের ক্ষেত্রে-

আক্রান্তস্থানে দিনে ২ বার রেমাস® ০.০৩% অথবা ০.১% অয়েন্টমেন্টের পাতলা প্রলেপ দিতে হবে। যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু অয়েন্টমেন্ট আলতোভাবে সম্পূর্ণরূপে আক্রান্ত স্থানে ছড়িয়ে দিতে হবে। এটপিক ডার্মাটাইটিসের লক্ষণ দূরীভূত হলে অয়েন্টমেন্ট ব্যবহার বন্ধ করতে হবে।

২-১৫ বছর বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে- আক্রান্তস্থানে দিনে ২ বার রেমাস® ০.০৩% অয়েন্টমেন্টের পাতলা প্রলেপ দিতে হবে। যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু অয়েন্টমেন্ট আলতোভাবে সম্পূর্ণরূপে আক্রান্ত স্থানে ছড়িয়ে দিতে হবে। এটপিক ডার্মাটাইটিসের লক্ষণ দূরীভূত হলে অয়েন্টমেন্ট ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। অক্লুসিভ ড্রেসিংসহ ট্যাক্রোলিমাস অয়েন্টমেন্ট ব্যবহারের নিরাপত্তা এখনো নির্ণয় করা যায়নি। তবে অক্লুসিভ ড্রেসিংসহ ট্যাক্রোলিমাস অয়েন্টমেন্ট ব্যবহার করা উচিত নয়।

সতর্কতা এবং যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : এ গুণুধের প্রতি যাদের অতিসংবেদনশীলতা আছে তাদের ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করা যাবে না।

জেনারেলাইজড ইরাইথ্রোডার্মায় আক্রান্ত রোগীদের ক্ষেত্রে ট্যাক্রোলিমাস অয়েন্টমেন্ট ব্যবহারের নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত নয়।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : ট্যাক্রোলিমাস ব্যবহারের ফলে ফটোটক্সিসিটি বা ফটো অ্যালার্জেনিসিটি এর কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তারপরেও ট্যাক্রোলিমাস ব্যবহারের ফলে চামড়ায় জ্বালা পোড়া, চুলকানি, অ্যালার্জিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। অন্যান্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলো হচ্ছে এনাফাইলেকটয়েড রিঅ্যাকশন, এনজিও ইডিমা, ক্ষুধামন্দা এবং দুর্চিন্তা।

অন্য গুণুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : ট্যাক্রোলিমাস এর সাথে অন্য গুণুধের প্রতিক্রিয়ার কোন ক্লিনিক্যাল স্টাডি পাওয়া যায়নি। ট্যাক্রোলিমাস এর খুব অল্প সিস্টেমিক শোষণের ধারণার উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে অন্যান্য সিস্টেমিক গুণুধের সাথে এর প্রতিক্রিয়া সাধারণত দেখা যায় না। তবুও কোন প্রকার প্রতিক্রিয়াকে উপেক্ষা করা যাবে না। ইরাইথ্রোডার্মায় আক্রান্ত রোগীদের ক্ষেত্রে সাইটোক্রম পি-৩এ৪ ইনহিবিটর গুণুধের সাথে ট্যাক্রোলিমাস এর সহ প্রয়োগে সতর্ক হতে হবে। এসব গুণুধ হচ্ছে ইরাইথ্রোমাইসিন, ইট্রাকোনাজল, ফ্লুকোনাজল, ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার এবং সিমেন্টিডিন।

গর্ভাবস্থা এবং স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভাবস্থায় ট্যাক্রোলিমাস অয়েন্টমেন্টের ব্যবহারের উপর

পর্যাপ্ত এবং সুনিয়ন্ত্রিত কোন স্ট্যাডি পাওয়া যায়নি। গর্ভাবস্থায় ট্যাক্রোলিমাস অয়েন্টমেন্ট ব্যবহারের অভিজ্ঞতার প্রমাণ এতই সীমিত যে, এতে গর্ভাবস্থায় ব্যবহারের নিরাপত্তা প্রমাণ করা যায় না। যদিও সিস্টেমিক ব্যবহারের তুলনায় ত্বকীয় ব্যবহারের ফলে ট্যাক্রোলিমাস এর সিস্টেমিক শোষণ অপেক্ষিত কম। তারপরেও জানা যায় যে ট্যাক্রোলিমাস মায়ের দুধে হয়। তাই স্তন্যপায়ী বাচ্চাদের ক্ষেত্রে গুরুতর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনার কারণে এই সিদ্ধান্তে আসতে হবে যে, মায়ের স্তন্যদান বন্ধ করতে হবে অথবা ওষুধ ব্যবহার বন্ধ করতে হবে।
সরবরাহ: রেমাস® ০.০৩% অয়েন্টমেন্ট: ৫ গ্রাম।
রেমাস® ০.১% অয়েন্টমেন্ট: ৫ গ্রাম।

রিনর্মা®

Renorma®

উপাদান: টিবোলন ২.৫ মি.গ্রা. আইএনএন ট্যাবলেট।

নির্দেশনা: স্বাভাবিক অথবা কৃত্রিম মেনোপোজের লক্ষণসমূহের চিকিৎসা।

মেনোপোজ পরবর্তী অস্টিওপোরোসিস এবং হাড় ক্ষয়ের ঝুঁকি আছে এমন রোগী যদি অস্থির প্রতিরোধক অন্যান্য ওষুধ সেবনে অপারগ হয়

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি: স্বাভাবিক অথবা কৃত্রিম মেনোপোজের লক্ষণসমূহের চিকিৎসায় প্রতিদিন ২.৫ মি.গ্রা.।

মেনোপোজ পরবর্তী অস্থির রোধ

অনুমোদিত মাত্রা: ২.৫ মি.গ্রা. প্রতিদিন। প্রতিদিন একই সময়ে ওষুধ সেবন প্রয়োজ্য।

ওষুধ শুরু করার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই লক্ষণসমূহের উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। অবশ্য সম্পূর্ণ সুফল পেতে হলে অন্তত ৩ মাসব্যাপী ওষুধ চালিয়ে যেতে হবে। চিকিৎসার লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী স্বল্পতম সময়ের জন্য টিবোলন সেব্য। ছয় মাসের অধিক সময়ব্যাপী চিকিৎসার ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত সুফল ও ঝুঁকির মাত্রা বিবেচনাপূর্বক চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হবে।

টিবোলন আরম্ভ করার সময় লক্ষণীয় স্বাভাবিক মেনোপোজ হয়েছে এমন মহিলাদের ক্ষেত্রে শেষবার মাসিকের অন্তত ১২ মাস পর টিবোলন শুরু করতে হবে। সার্জারীজনিত মেনোপোজের ক্ষেত্রে যত দ্রুত সম্ভব টিবোলন শুরু করতে হবে।

কম্বাইন্ড অথবা শুধুমাত্র ইস্ট্রোজেন নির্ভর এইচ আর টি এর ক্ষেত্রে

শুধুমাত্র ইস্ট্রোজেন পিল হতে পরিবর্তনের ক্ষেত্রে একবার উইথড্রয়াল ব্রিডিং এর পর টিবোলন শুরু করতে হবে।

সিকোয়েন্সিয়াল এইচ টি হতে পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রোজেস্টোজেন ফেইজ শেষ হবার পর টিবোলন শুরু করতে হবে।

কন্টিনিউয়াস কম্বাইন্ড এইচ টি হতে পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যেকোন সময় টিবোলন শুরু করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে কোন প্রকার স্বাভাবিক মাসিক হলে টিবোলন শুরুর পূর্বে এর যথাযথ কারণ নির্ণয় প্রয়োজন।

ট্যাবলেট সেবন বাদ পড়লে

১২ ঘন্টা অতিক্রম না করলে মনে পড়ার সাথে সাথে ওষুধ সেবন করতে হবে। অন্যথা পরবর্তীতে পূর্বের মাত্রা যথানিয়মে চালিয়ে যেতে হবে।

প্রতি নির্দেশনা:

গর্ভাবস্থা এবং স্তন্যদানকালীন সময়, জ্ঞাত অথবা সন্দেহজনক স্তনের টিউমার, জ্ঞাত অথবা সন্দেহজনক ইস্ট্রোজেন নির্ভর ম্যালিগন্যান্ট টিউমার, অনির্ণিত জেনিটাল ব্রিডিং, এন্ডোমেট্রিয়াল হাইপারপ্লাসিয়ার চিকিৎসা না করা হলে, ইতিহাস আছে অথবা বর্তমান ডেনাস থ্রম্বোএম্বোলিজম, যেকোন আর্টারিয়াল থ্রম্বোএম্বোলিক রোগের ইতিহাস থাকলে, যকৃতের মারাত্মক রোগসমূহ এবং পোর্ফাইরিয়া।

সতর্কতা ও যে সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না:

লিওমায়েমা, থ্রম্বোএম্বোলিক ডিসঅর্ডারের ইতিহাস অথবা ঝুঁকি থাকলে, ইস্ট্রোজেন নির্ভর টিউমারের ঝুঁকিসমূহের উপস্থিতি, উচ্চ রক্তচাপ, যকৃতের অসুখ, ডায়াবেটিস মেলাইটাস, কোলেলিথিয়াসিস, মাইগ্রেন অথবা তীব্র মাথাব্যথা, সিস্টেমিক লুপাস ইরাইদেম্যাটোসিস, এন্ডোমেট্রিয়াল হাইপারপ্লাসিয়াইতিহাস থাকলে, মৃগীরোগ, এ্যাজমা, যেসব ক্ষেত্রে দ্রুত চিকিৎসা বন্ধ করতে হবে, জন্ডিস অথবা যকৃতের কার্যকারিতার অবনতি, রক্তচাপের অত্যধিক বৃদ্ধি, মাইগ্রেন জাতীয় মাথাব্যথার উৎপত্তি, অন্য ওষুধের সাথে বিক্রিয়া।

রক্তের ফিব্রিনোলাইটিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি করে বিধায় ইহা এ্যান্টিকোঅ্যাগোলেন্টের প্রভাবও বৃদ্ধি করে। তাই বিশেষতঃ ওয়ারফেরিনের সাথে এর একক ব্যবহার সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করতে হবে

এবং ওয়ারফেরিনের মাত্রা সঠিকভাবে সমন্বয় করতে হবে।

পরিপাকতন্ত্রের উপসর্গ যেমন পেটে ব্যথা, ত্বকের উপসর্গ যেমন- চুলের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, ব্রন, প্রজননতন্ত্র এবং স্তনের উপসর্গ যেমন- শ্রাব, এন্ডোমেট্রিয়াল হাইপারট্রফি, মেনোপোজ পরবর্তী মাসিক, স্তনের ব্যথা, জেনিটাল ফ্রাইটিস, যোনীপথে ছত্রাকের সংক্রমণ, সারভিক্যাল ডিসপ্যাসিয়া ইত্যাদি।
গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: ক্যাটাগরি ডি।
স্তন্যদানকালে নির্দেশিত নয়।

সরবরাহ: প্রতি বাক্সে আছে ৩০ টি ট্যাবলেট।

রিপ্রেস® এস আর Repres® SR

উপাদান : ইনডাপামাইড ১.৫ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : এসেনসিয়াল হাইপারটেনশন, বৃক্কের কার্যকারিতা দুর্বল এমন রোগীর উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ এবং কনজেস্টিভ হার্ট ফেইলিওর জনিত লক্ষণ ও পানি ত্যাগে অস্তার চিকিৎসায় নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : দিনে ১ টি ট্যাবলেট।
সাধারণত সকালে।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : এই ওষুধটি অথবা সালফোনামাইডের প্রতি অতিসংবেদনশীলতা, বৃক্কের অকার্যকারিতা, যকৃতের মারাত্মক রোগ, হাইপোক্যালেমিয়া ইলেকট্রোলাইটের অসমতা, ডায়াবেটিস, বাত ইত্যাদি।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : মাথা বিম্ব বিম্ব ভাব, মাথা ব্যথা, অরুচি, বমি ভাব, বমি, কোষ্ঠকাঠিন্য, ডায়রিয়া, নিম্ন রক্তচাপ, হাইপোক্লোরেমিক এল্‌ক্যালোসিস, হাইপোনাট্রিমিয়া, হাইপোক্যালেমিয়া, হাইপারইউরিসেমিয়া, ত্বকে ফুসকুঁড়ি, কোলেস্ট্যাটিক জন্ডিস, থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া, লিউকোপেনিয়া এবং এপ্লাস্টিক রক্তশূন্যতা।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভাবস্থায় সুপারিশকৃত নয়। ইনডাপামাইড গ্রহণকারী মায়ের স্তন্যদান থেকে বিরত থাকতে হবে।

সরবরাহ :

রিপ্রেস® এস আর ট্যাবলেট : ৩ X ১০ টি সাসটেইনড রিলিজ ট্যাবলেট।

রিপ্রেস® প্লাস Repres® Plus

উপাদান : (ইনডাপামাইড ০.৬২৫ মি.গ্রা. + পেরিনডোপ্রিল ২ মি.গ্রা.)/ট্যাবলেট এবং (ইনডাপামাইড ১.২৫ মি.গ্রা. + পেরিনডোপ্রিল ৪ মি.গ্রা.)/ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : এসেনসিয়াল হাইপারটেনশন।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : দিনে ১টি ট্যাবলেট। সাধারণত: সকালে এবং আহারের পূর্বে গ্রহণ করা ভাল।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : পেরিনডোপ্রিল, ইনডাপামাইড অথবা সালফোনামাইডের প্রতি অতিসংবেদনশীলতা, অতীতে এসিই ইনহিবিটর খেরাপীর কারণে ইডিয়ার ইতিহাস থাকলে, বৃক্কের তীব্র অকার্যকারিতা, যকৃতের মারাত্মক রোগ, হাইপোক্যালেমিয়া।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : দুর্বলতা, মাথা বিম্ব বিম্ব ভাব, মাথা ব্যথা, মেজাজের পরিবর্তন, ঘুমের ব্যাঘাত, খিল ধরা, নিম্ন রক্তচাপ, এলার্জিক প্রতিক্রিয়া, ত্বকে ফুসকুঁড়ি, পরিপাকতন্ত্রের ব্যাধি, শুষ্ক কাশি, মুখ শুকিয়ে যাওয়া, বয়স্ক ও হার্ট ফেইলিওরের রোগীদের ক্ষেত্রে পানিশূন্যতার ঝুঁকি এবং রক্ত পরীক্ষার পরিবর্তন ইত্যাদি।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : লিথিয়াম, পটাসিয়াম স্পেয়ারিং মূত্র বর্ধক, পটাসিয়াম (লক্ষণ), এরিডমিয়ারোধী ওষুধসমূহ, চেতনানাশক, সাইটোস্ট্যাটিক ও ইমিউনোসাপ্রেসিভ ওষুধসমূহ।
গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : নির্দেশিত নয়।

সরবরাহ :

রিপ্রেস® প্লাস ২ ট্যাবলেট : ৩ X ১০ টি। রিপ্রেস® প্লাস ৪ ট্যাবলেট : ২ X ১০ টি।

রাইস ওআরএস® Rice ORS®

উপাদান

রাইস ওআরএস® ২৫০ মি.লি. স্যালাইন :- প্রতিটি প্যাকেটে আছে-

সোডিয়াম ক্লোরাইড বিপি ০.৬৫০ গ্রাম, পটাসিয়াম ক্লোরাইড বিপি ০.৩৭৫ গ্রাম ট্রাইসোডিয়াম সাইট্রেট ডাইহাইড্রেট বিপি ০.৭২৫ গ্রাম

প্রক্রিয়াজাত চালের গুঁড়া ফার্মাগ্রেড ১২.৫০০ গ্রাম

রাইস ওআরএস® ৫০০ মি.লি. স্যালাইন :- প্রতিটি

প্যাকেটে আছে-

সোডিয়াম ক্লোরাইড বিপি ১.৩০ গ্রাম পটাসিয়াম ক্লোরাইড বিপি ০.৭৫ গ্রাম ট্রাইসোডিয়াম সাইট্রেট ডাইহাইড্রেট বিপি ১.৪৫ গ্রাম প্রক্রিয়াজাত চালের গুঁড়া ফার্মাগ্রেড ২৫.০০ গ্রাম

নির্দেশনা: ডায়রিয়া, কলেরা, বমি, পাতলা পায়খানায পানি শূন্যতা পূরণের জন্য।

স্যালাইন প্রস্তুত প্রণালী

২৫০ মি.লি. স্যালাইন তৈরীর জন্য: একটি পরিষ্কার পায়ে ২৫০ মি.লি. (প্রায় এক গ্লাস) ফুটন্ত পানি ঢালুন। একটি প্যাকেটের সবটুকু স্যালাইন পানিতে ঢালতে ঢালতে নাড়তে থাকুন। চামচ দিয়ে ভালভাবে মিশিয়ে নিন। প্রস্তুতকৃত স্যালাইন রোগীকে মাত্রা অনুযায়ী প্রয়োজন মত খেতে দিন।

৫০০ মি.লি. স্যালাইন তৈরীর জন্য: ৫০০ মি.লি. (প্রায় ২ গ্লাস) ফুটন্ত পানি দিয়ে, উপরের পদ্ধতি অনুসরণ করে ৫০০ মি.লি. স্যালাইন তৈরী করুন। প্রস্তুতকৃত স্যালাইন কিছুটা ঠাণ্ডা হওয়ার পরে রোগীকে খেতে দিন।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি: প্রতিবার পাতলা পায়খানার পর নিম্ন মাত্রায় রোগীকে রাইস ওআরএস® খাওয়াতে হবে:-

৬ মাস হতে ২ বছর পর্যন্ত : ৫০-১০০ মি.লি. (১০ থেকে ২০ চা চামচ)

২ বছর হতে ১০ বছর পর্যন্ত : ১০০-২০০ মি.লি. (অর্ধেক গ্লাস থেকে এক গ্লাস)

১০ বছরের উর্ধ্ব: এক গ্লাস থেকে দুই গ্লাস পর্যন্ত খাওয়াতে হবে

গর্ভাবস্থায় ও মাতৃদুগ্ধদানকালে ব্যবহার: নির্দেশিত।

পরামর্শ

পাঁচ ঘন্টা পর প্রস্তুতকৃত স্যালাইন ফেলে দিন স্যালাইন প্রস্তুতির পর এটিকে আর গরম করবেন না খাওয়ানোর সময় ফিডার ব্যবহার করবেন না প্রতিবার প্রস্তুতকৃত স্যালাইন ব্যবহারের সময় পরিষ্কার চামচ দিয়ে নাড়িয়ে নিন শিশুদের ক্ষেত্রে অল্প পরিমাণে প্রয়োগের সময় সুই ছাড়া সিরিঞ্জ ব্যবহার করা যেতে পারে

সতর্কতা: নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে-

শিশুদের বয়স এক বছরের কম হলে

যে সকল রোগীর রক্তে ইলেকট্রোলাইটের ভারসাম্যহীনতা আছে

যে সকল রোগীর কিডনি ও লিভারের কার্যমতা

মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছে

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া:

অন্যান্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়ার কোন তথ্য পাওয়া যায় নাই।

প্রতি নির্দেশনা: যে সকল ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: কিডনির অকার্যকারিতা- যে ক্ষেত্রে মূত্র উৎপাদন কম হয় বা ব্যহত হয় পাকস্থলী বা অন্ত্রে প্রতিবন্ধকতাশক (Shok) তীব্র এবং একটানা বমি (Intractable vomiting) তীব্র পানি শূন্যতা এক বছরের নিচের শিশুদের তীব্র ডায়রিয়া

সরবরাহ: রাইস ওআরএস® ২৫০ মি.লি. স্যালাইন: প্রতিটি বক্সে আছে ১০টি প্যাকেট।

রাইস ওআরএস® ৫০০ মি.লি. স্যালাইন: প্রতিটি বক্সে আছে ১০টি প্যাকেট।

রিসেডন® ১৫০ Risedon® 150

উপাদান: রিসেডন® ১৫০ ট্যাবলেটে রয়েছে রিসেড্রোনেট সোডিয়াম আইএনএন। রিসেডন® বিসফসফোনেট গ্রুপের ওষুধ। এটা শরীরে হাড় তৈরী ও ক্ষয়ের চক্র পরিবর্তন করে দেয়। এটা হাড়ের ক্ষয় রোধ করার মাধ্যমে হাড়ের ঘনত্ব বৃদ্ধি করে যা হাড়ে ফাটল ধরা প্রতিরোধ করে।

রিসেডন একটি প্রেসক্রিপশনকৃত ওষুধ যা ব্যবহৃত হয়-

পোস্ট মেনোপোজাল মহিলাদের অস্টিওপোরোসিস প্রতিরোধে।

অস্টিওপোরোসিস-এ আক্রান্ত পুরুষদের হাড়ের ঘনত্ব বৃদ্ধিতে।

স্টেরয়েড ওষুধ যেমন প্রেডনিসন দ্বারা চিকিৎসার প্রভাবে পুরুষ ও মহিলাদের অস্টিওপোরোসিস হওয়া প্রতিরোধে।

পুরুষ ও মহিলাদের হাড়ের প্যাগেটস রোগের চিকিৎসায়।

রিসেডন® সেবনের পূর্বে: রিসেডন® সেবনের পূর্বে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করুন-

যদি আপনার রক্তে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ কম থাকে (হাইপোক্যালেমিয়া)।

যদি আপনি ৩০ মিনিটের অধিক বসে অথবা দাড়িয়ে না থাকতে পারেন।

যদি আপনার কিডনী ভালভাবে কাজ না করে।

যদি আপনার রিসেড্রোনেট সোডিয়ামের প্রতি অতি সংবেদনশীলতা থাকে।

রিসেড্রন® সেবনের পূর্বে আপনার চিকিৎসকের পরামর্শ নিন-

যদি আপনি গর্ভবতী অথবা ভবিষ্যতে গর্ভধারণ করেন। রিসেড্রোনেট সোডিয়াম আপনার গর্ভে শিশুর জন্য ক্ষতিকর কিনা তা জানার জন্য পর্যাণ্ড তথ্য নেই।

যদি আপনি দুগ্ধদান করেন অথবা ভবিষ্যতে দুগ্ধদান পরিকল্পনা করেন। রিসেড্রোনেট সোডিয়াম আপনার দুধের মাধ্যমে পরিবাহিত হয় কিনা তা জানার জন্য পর্যাণ্ড তথ্য নেই।

যদি আপনার কিডনীর সমস্যা থাকে তবে রিসেড্রোনেট সোডিয়াম সেবন আপনার জন্য ঠিক নয়।

অন্য ঔষুধ সেবনরত অবস্থায়

যদি আপনি কোন ঔষুধ সেবনরত থাকেন অথবা সম্প্রতি সেবন করেছেন (এর মধ্যে অগ্রেসক্রিপসনকৃত ঔষুধ বিশেষ করে এসপিরিন ও অন্যান্য এনএসআইডি অন্তর্ভুক্ত) তবে অনুগ্রহপূর্বক তা আপনার চিকিৎসককে অবহিত করুন। এন্টাসিড, পুষ্টি সম্পূরক অথবা এলুমিনিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম অথবা অন্যান্য মিনারেল সম্বলিত ঔষুধ আপনার শরীরে রিসেড্রোনেট সোডিয়াম শোষণ ব্যাহত করে। আপনি যদি অন্য কোন ঔষুধ সেবন করে থাকেন তবে তা রিসেড্রোনেট সোডিয়াম সেবনের কমপক্ষে ৩০ মিনিট পরে সেবন করুন।

গর্ভবতী মায়ের ক্ষেত্রে: রিসেড্রোনেট সোডিয়াম শুধুমাত্র পোস্ট মেনোপোজাল মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। গর্ভাবস্থায় এটা সেবন উচিত নয়। যদি ভুলক্রমে সেবন করা হয় তবে তৎক্ষণাত তা বন্ধ করে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া উচিত।

স্তন্যদায়ী মায়ের ক্ষেত্রে: রিসেড্রোনেট সোডিয়াম শুধুমাত্র পোস্টমেনোপোজাল মহিলাদের জন্য প্রযোজ্য। স্তন্যদায়ী মায়ের এটা সেবন উচিত নয়। যদি ভুলক্রমে সেবন করা হয় তাহলে তৎক্ষণাত তা বন্ধ করে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া উচিত।

কিভাবে রিসেড্রন® ১৫০ গ্রহণ করতে হবে?

প্রতি মাসের যে কোন একদিন সকালে ১টি রিসেড্রন® ১৫০ ট্যাবলেট সেবন করতে হবে। প্রতি মাসের একটি নির্দিষ্ট দিনে ঔষুধ সেবন করতে হবে।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা রিসেড্রন সেবনকারী সকল রোগীদের জন্যে প্রযোজ্য-

চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেবন করতে হবে।

সকালে পানি ব্যতীত অন্য কোন কিছু খাওয়া অথবা পান করার পূর্বেই প্রথমে রিসেড্রন® সেবন করুন। দাঁড়িয়ে অথবা বসে থাকা অবস্থায় রিসেড্রন® সেবন করুন।

১ গ্লাস পানির সাথে রিসেড্রন® সেবন করুন। অন্যকোন পানীয়র সাথে রিসেড্রন সেবন করবেন না। সম্পূর্ণ রিসেড্রন® ট্যাবলেটটি গিলে ফেলুন। ট্যাবলেটটি চুষে খাবেন না অথবা এটি দ্রবীভূত করার জন্য মুখে রাখবেন না।

রিসেড্রন® সেবনের পরে কমপক্ষে ৩০ মিনিট

শোয়া যাবে না। আপনি অবশ্যই বসে থাকবেন অথবা হাটবেন অথবা সাধারণ কাজ করবেন।

পানি ব্যতীত অন্য কিছু খাবেন না বা পান করবেন না।

ভিটামিন, ক্যালসিয়াম অথবা এন্টাসিড সেবন করবেন না।

রিসেড্রন® সেবনের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে ভিটামিন, ক্যালসিয়াম ও এন্টাসিড সেবন করুন।

যতদিন পর্যন্ত চিকিৎসক বলবেন ততদিন পর্যন্ত রিসেড্রন® সেবন করুন।

আপনি যদি অতিরিক্ত রিসেড্রন® ১৫০ সেবন করেন সেক্ষেত্রে

আপনি যদি মনে করেন অতিরিক্ত রিসেড্রন® ১৫০ সেবন করেছেন তাহলে জরুরী মেডিকেল ব্যবস্থার শরণাপন্ন হোন। এক গাস দুধ খান। বমি করার চেষ্টা করবেন না এবং শুয়ে থাকবেন না।

অতিরিক্ত মাত্রায় সেবনের উপসর্গের মধ্যে রয়েছে বমি বমিভাব, বমি, হার্টবার্ন, পাকস্পলিতে ব্যথা, ডায়রিয়া, পেশী সংকোচন, অসারভাব, মুখ মন্ডলের পেশীতে টান অনুভব করা, খিচুনি, বিরক্তিবোধ, অস্বাভাবিক চিন্তা বা ব্যবহার।

যদি আপনি রিসেড্রন® সেবন ভুলে যান

যদি আপনি নির্ধারিত রিসেড্রন® ১৫০ সেবন করতে ভুলে যান, মনে পড়ার পরবর্তীদিন সকাল বেলা সর্বপ্রথম আপনার ভুলে যাওয়া রিসেড্রন® ১৫০ গ্রহণ করুন। এরপর থেকে আপনার নির্ধারিত নিয়মে সেবন করুন। একই দিনে দুটি ট্যাবলেট সেবন করবেন না।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:

মারাত্মক পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া

- বুকো ব্যথা
- কোন কিছু গিলতে কষ্ট পাওয়া অথবা ব্যথা

বুক জ্বালা

- চোয়ালে ব্যথা, অসারভাব অথবা ফুলে যাওয়া কম মারাত্মক পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া
 - হালকা বুকজ্বালা অথবা পাকস্থলীতে সমস্যা ডায়রিয়া, গ্যাস অথবা কোষ্ঠকাঠিন্য
 - হালকা হাড় সংযোগস্থলে ব্যথা অথবা কোমরে ব্যথা
 - মাথা ব্যথা
- সরবরাহ:রিসেডন® ১৫০ ট্যাবলেট: প্রতিটি বাক্সে রয়েছে ১টি ট্যাবলেট।

রেভিরা® ৫০০ Revira® 500

উপাদান: ভ্যালাসাইক্লোভির আইএনএন ৫০০ মি.গ্রা. ও ১ গ্রাম।

নির্দেশনা: প্রাণু বয়স্কদের ক্ষেত্রে: হারপিস ল্যাবিয়ালিস, জেনিটাল হারপিস, হারপিস জোস্টার শিশুদের ক্ষেত্রে: হারপিস ল্যাবিয়ালিস, চিকেন পক্স।
মাত্রা ও ব্যবহারবিধি: প্রাণুবয়স্কদের ক্ষেত্রে সেবন মাত্রা হারপিস ল্যাবিয়ালিস: ২ গ্রাম করে প্রতি ১২ ঘন্টা পর পর, ১দিন

জেনিটাল হারপিস: প্রাথমিক অবস্থায় ১ গ্রাম করে দিনে ২ বার, ১০ দিন। পুনঃসংক্রমণের ক্ষেত্রে ৫০০ মি.গ্রা. দিনে ২ বার, ৩ দিন।

সাপ্রেসিভ থেরাপি: ইমিউনোকমপিটেস্ট রোগীদের ক্ষেত্রে পরিবর্তিত মাত্রা, যে সকল রোগীদের ক্ষেত্রে বছরে ৯ বার পুনঃসংক্রমণ ঘটে

এইচআইভি আক্রান্ত রোগীদের ক্ষেত্রে: ১ গ্রাম দিনে ১ বার, ৫০০ মি.গ্রা. দিনে ১ বার

৫০০ মি.গ্রা. দিনে ২ বার

হারপিস জোস্টার ১ গ্রাম দিনে ৩ বার, ৭ দিন

শিশুদের ক্ষেত্রে সেবন মাত্রা

হারপিস ল্যাবিয়ালিস (কোল্ড সোর) (< ১২ বছর) ২ গ্রাম করে দিনে ২ বার, ১ দিন

চিকেন পক্স ২০ মি.গ্রা./কেজি দিনে ৩ বার, ৫ দিন; দিনে সর্বোচ্চ ১ গ্রাম করে ৩ বার

সতর্কতা ও যে সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না:
বৃদ্ধের কার্যক্ষমতায় সমস্যা জনিত রোগীদের ক্ষেত্রে ভ্যালাসাইক্লোভিরের সেবন মাত্রা কমাতে হবে। একই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে বয়স্ক রোগী যারা নেফ্রোটিক্সিক ওষুধ সেবন করছে তাদের ক্ষেত্রে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: চুলকানি, অন্ত্রনালীর অসুবিধা, বিলির্ক্বনি ও লিভার সংক্রান্ত এনজাইম বৃদ্ধি পাওয়া, রক্তে ইউরিয়া ও ক্রিয়েটিনিন এর পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া, রক্তে বিভিন্ন উপকরণ কমে যাওয়া, মাথাব্যথা, স্নায়ুভিক বিক্রিয়া, কান্টি।

গর্ভাবস্থা এবং স্তন্যদানের সময়ে ব্যবহার: গর্ভাবস্থার জন্য ক্যাটাগরি ‘বি’ ওষুধ। গর্ভাবস্থায় ব্যবহারের পর্যাপ্ত তথ্য পাওয়া যায়নি তবে যখন ঙ্গণের ক্ষতির তুলনায় সুস্থতার অধিক নিশ্চয়তা যুক্তিসঙ্গত প্রমাণিত হবে তখনই ভ্যালাসাইক্লোভির দেয়া যেতে পারে। স্তন্যদানকারী মায়ের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: খাদ্য এবং অন্য ওষুধের সাথে তেমন কোন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। যাদের রেচনতন্ত্র স্বাভাবিক আছে তাদের ক্ষেত্রে অন্য ওষুধ যেমন- ডিগক্সিন, এন্টাসিড, থায়াজাইড ডাই-ইউরেটিক, সিমিটিডিন বা প্রোবেনেসিড গ্রহণের সময় সেবন মাত্রার কোন রকম পরিবর্তন প্রয়োজনীয় নয়।

সরবরাহ:

রেভিরা® ৫০০ মি.গ্রা.: প্রতি বাক্সে আছে ১০টি ট্যাবলেট।

রেভিরা® ১ গ্রাম: প্রতি বাক্সে আছে ১০টি ট্যাবলেট।

রেক্স®

Rex®

উপাদান : বিটা ক্যারোটিন ৬ মি.গ্রা., ভিটামিন সি ২০০ মি.গ্রা. এবং ভিটামিন ই ৫০ মি.গ্রা./ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : চোখের ছানিপড়া ও হৃদরোগের ঝুঁকি কমিয়ে দেয়। শরীরের প্রতিরোধ ব্যবস্থায় সাহায্য করে শরীরকে সংক্রমণ ও তীব্র রোগের হাত থেকে রক্ষা করে। বস্ত্ত: এ্যান্টি-অক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে। মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : একটি ট্যাবলেট প্রতিদিন বা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :
উপাদানগুলোর কোনটির প্রতি অতি সংবেদনশীলতা, হাইপারভিটামিনোসিস এ ও ই এর ক্ষেত্রে

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : পাতলা পায়খানা এবং ত্বক হালকা হলুদ বর্ণের হতে পারে। মাত্রাধিক্য হলে ত্বক বাড়ে পড়া, ত্বক লাল হয়ে যাওয়া, চুলের অসম বৃদ্ধি, ক্ষুধামন্দা দেখা দিতে পারে। পেটের ব্যথা এবং অন্যান্য পরিপাকতন্ত্রের সমস্যা দেখা দিতে পারে।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : সাধারণত: তেমন কোন উল্লেখযোগ্য প্রতিক্রিয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ভিটামিন সি প্যারাসিটামলের হাফ-লাইফ বাড়িয়ে দেয়।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভকালীন ও স্তন্যদানকালীন সময়ে স্বাভাবিক মাত্রায় নিরাপদ। অধিকমাত্রায় ব্যবহারে সমস্যা দেখা দিতে পারে।
সরবরাহ : রেক্স[®] ট্যাবলেট : ৩০ টি।

রেজুলিন[®]

Rezulin[®]

উপাদান : পায়োগ্লিটাজোন ১৫ মি.গ্রা. এবং মেটফরমিন ৫০০ মি.গ্রা./ ট্যাবলেট ও পায়োগ্লিটাজোন ১৫ মি.গ্রা. এবং মেটফরমিন ৮৫০ মি.গ্রা./ ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : টাইপ-২ ডায়াবেটিস মেলিটাস।
মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : ১৫ মি.গ্রা./৫০০ মি.গ্রা. অথবা ১৫ মি.গ্রা./৮৫০ মি.গ্রা. দিনে ১ অথবা ২ বার আহারের সাথে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : উর্ধ্ব শ্বাসনালীর সংক্রমণ, ডায়রিয়া, পেরিফেরাল ইডিমা, মাথা ব্যথা ইত্যাদি।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : ঙ্গণের সম্ভাব্য ক্ষতির চেয়ে উপকারিতা অপেক্ষাকৃত বেশী বিবেচিত না হলে গর্ভাবস্থায় ব্যবহার করা যাবে না। মেটফরমিন স্তন্যদানকারী মায়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : মেটফরমিন-ফ্লুসেমাইড, নিফেডিপিন, ক্যাটায়নিক ওষুধসমূহ, থায়াজাইডস ও অন্যান্য মূত্রবর্ধক, কার্টিকোস্টেরয়েড, ফেনোথাজিনাস, থাইরয়েড প্রোডাক্টস, ইস্ট্রোজেন, মুখে খাওয়ার জন্মনিরোধক বড়ি, ফেনাইটয়েন, নিকোটিনিক এসিড, সিমপ্যাথোমিমেটিকস, ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার এবং আইসেনিয়াজাইড।

সরবরাহ :
রেজুলিন[®] ১৫/৫০০ ট্যাবলেট : ৩ X ১০ টি। রেজুলিন[®] ১৫/৮৫০ ট্যাবলেট : ৩ X ১০ টি।

রিপ্রিল[™]

Ripril[™]

উপাদান : র্যামিপ্রিল ১.২৫, ২.৫ এবং ৫ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : মৃদু থেকে তীব্র উচ্চ রক্তচাপ ও কনজেস্টিভ হার্ট ফেইলিউর।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : শুরুতে ১.২৫-২.৫ মি.গ্রা. প্রতিদিন ব্যবহার্য। প্রতিদিন ২.৫-২০ মি.গ্রা. একবারে বা দুই বারে চালিয়ে যেতে হবে।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : এর কোন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীলতা এবং যাদের পূর্বের এসিই ইনহিবিটর চিকিৎসায় এনজিওইডিমা হবার ইতিহাস রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না। বৃক্কের অকার্যকারিতার ক্ষেত্রে সাবধানে ব্যবহার করা উচিত।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : মাথা ঝিমঝরি, মাথা ব্যথা, ক্লান্তিলাগা ইত্যাদি।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : লিথিয়াম, নন স্টেরয়েডাল এন্টি ইনফ্লামেটরী ওষুধ।
গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার নির্দেশিত নয়।

সরবরাহ :
রিপ্রিল[™] ১.২৫ ট্যাবলেট : ৩ X ১০ টি। রিপ্রিল[™] ২.৫ ট্যাবলেট : ৩ X ১০ টি। রিপ্রিল[™] ৫ ট্যাবলেট : ৩ X ১০ টি।

রোবিক[®]

Robic[®]

উপাদান : ওরনিডাজল ৫০০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।
নির্দেশনা : এ্যামেবিয়াসিস (আন্ত্রিক এবং হেপাটিক), জিয়ারডিয়াসিস, ট্রাইকোমোনিয়াসিস, ব্যাকটেরিয়াজনিত ভেজাইনোসিস এবং সংবেদী এ্যানারোবিক সংক্রমণের চিকিৎসায়।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : প্রাপ্তবয়স্ক : ৫০০ মি.গ্রা. দিনে দুইবার হিসাবে ৫ দিন। এ্যামেবিক আমাশয় (প্রাপ্ত বয়স্ক) : ১.৫ গ্রাম দিনে একবার হিসেবে ৩ দিন। জিয়ারডিয়াসিস (প্রাপ্ত বয়স্ক) : ১.৫ গ্রাম দিনে ১ বার হিসেবে ১-২ দিন।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : অতিসংবেদনশীলতা, মৃগীরোগ বা প্রান্তীয় স্নায়ুরোগের মত কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রীয় সমস্যা থাকলে ব্যবহার করা যাবে না। যে সব রোগীর এ্যাস্ট্রিয়া, মাথা ঘোরা, মানসিক বিভ্রান্তি দেখা দেয়, তাদের ক্ষেত্রে সতর্কতার সাথে প্রয়োগ করতে হবে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : বমি বমি ভাব, বমি, উপ-পাকস্থলিক

ব্যথা, মাথা বিম্ বিম্ করা, মাথা ব্যথা, অবসন্নতা এবং আকস্মিকভাবে শ্বেতকণিকা হ্রাস পেতে পারে। অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : ডাইসালফিরােমের মত রিঅ্যাকশন করতে পারে। রক্তজমাটরোধী ওষুধের সাথে একই সঙ্গে ব্যবহার রক্তক্ষরণের আশঙ্কা বাড়ায়। ৫-ফ্লুরোইউরাসিল এর ক্লিয়ারেন্স কমায়।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : ঙ্গণ বা শিশুদের ক্ষতির তুলনায় উপকার বিবেচনা করে ব্যবহার করা উচিত।

সরবরাহ :

রোবিক[®] ট্যাবলেট : ৫ X ৬ টি।

রসুভা[®]

Rosuva[®]

উপাদান : রসুভাসটেটিন ১০ মি.গ্রা., ২০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : হাইপারকোলেস্টেরোলেমিয়া, মিস্কড ডিসলিপিডিমিয়া।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : ১০ মি.গ্রা./ ২০ মি.গ্রা. প্রতিদিন একবার।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : অতিসংবেদনশীলতা, সক্রিয় যকৃতের রোগ, আনএক্সপেইনড ট্রান্সএমাইনেজ বৃদ্ধির রোগীদেরকে দেয়া যাবে না।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : যে সব পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সচরাচর দেখা যায় সেগুলো হচ্ছে মাংসপেশীর ব্যথা, কোষ্ঠকাঠিন্য, দুর্বলতা, পেটে ব্যথা এবং বমি ভাব।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : ইরাইপ্রোমাইসিন, ইট্রাকোনাজল, ফ্লুকোনাজল, ওয়ারফারিন, জেমফিব্রিজিল, এন্টাসিড এবং জন্মানিয়ন্ত্রণ বড়ি।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভধারণক্ষম মহিলাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত তখনই যখন গর্ভধারণের সম্ভাবনা খুবই কম। এ ওষুধ খাবার সময় গর্ভাবস্থা ধরা পড়লে তখনই রসুভাসটেটিন বন্ধ করতে হবে। মায়ের দুধে নিঃসরণ হয় কিনা জানা যায়নি।

সরবরাহ :

রসুভা[®] ১০ ট্যাবলেট : ৩ X ১০ টি। রসুভা[®] ২০ ট্যাবলেট : ১ X ১০ টি।

উপাদান:রুপাট্রলTM ট্যাবলেট: প্রতিটি ট্যাবলেটে আছে রুপাটাডিন ফিউমারেট আইএনএন যা রুপাটাডিন ১০ মি.গ্রা. এর সমতুল্য।

নির্দেশনা: রুপাটাডিন সিজনাল এবং পেরিনিয়াল এলার্জিক রাইনাইটিস এবং আর্টিকারিয়া এর জন্য নির্দেশিত।

মাত্রা ও সেবনবিধি:প্রাণ্ড বয়স্ক এবং ১২ বছর বয়সী শিশু ও এর উর্ধ্ব: ১০ মি.গ্রা. দিনে ১ বার খাওয়ার আগে অথবা পরে।

প্রতিনির্দেশনা:রুপাটাডিন অথবা এতে ব্যবহৃত অন্য যে কোন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীলতা।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:ঝামুনি, মাথাব্যথা, মাথাঘোরা, শুষ্কমুখ, অবসাদ, দুর্বলতা।

সতর্কতা:যাদের QT ইন্টারভ্যাল বেড়ে যায় তাদের ক্ষেত্রে রুপাটাডিন সেবন করার ক্ষেত্রে সতর্কতা নিতে হবে। যে সকল রুগীর অসংশোধিত হাইপোক্যালিমিয়া, নিরবিচ্ছিন্ন থ্রোএরিদমেটিক অবস্থা যথা ক্লিনিক্যালি ব্রেডিকার্ডিয়া অথবা একিউট মায়োকার্ডিয়াল ইস্কেমিয়া আছে তাদের ক্ষেত্রে রুপাটাডিন সেবন করার ক্ষেত্রে সতর্কতা নিতে হবে।

বৃদ্ধ রুগীদের (৬৫ বছর এবং তার চেয়ে বেশী) ক্ষেত্রে রুপাটাডিন সেবন করার ক্ষেত্রে সতর্কতা নিতে হবে। যে সকল রুগীর কিডনি অথবা যকৃত কার্যক্রমে সমস্যা আছে তাদের ক্ষেত্রে এটি প্রয়োজ্য নয়।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার:গর্ভবতী মায়েরদের ক্ষেত্রে পর্যাণ্ড এবং সুনিয়ন্ত্রিত তথ্য নেই। তবে গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী মায়েরদের ক্ষেত্রে রুপাটাডিন সাবধানতার সাথে ব্যবহার করতে হবে। রুপাটাডিন মাতৃদুগ্ধে নিঃসৃত হয় কিনা তা জানা যায়নি।

সরবরাহ:রুপাট্রলTM ট্যাবলেট: প্রতিটি বাক্সে আছে ৩০ টি ট্যাবলেট।

রুটিক্স[®]

Rutix[®]

উপাদান : ওফ্লক্সাসিন ২০০ এবং ৪০০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : ক্রনিক ব্রংকাইটিস, নিউমোনিয়া, ফুসফুসে ফোঁড়া, প্রচলিত ওষুধ সমূহে অসংবেদনশীল যা, এন্টারিক জ্বর, সিগেলোসিস, সাধারণ ও কোমল কলার সংক্রমণ, সাধারণত মূত্রনালীর তীব্র ও সার্ভিক্সের প্রদাহ

রুপাট্রলTM

RupatrolTM

(গনোকক্লাস ছাড়া) এবং জটিল মূত্রনালীর সংক্রমণ।
মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : প্রতিদিন ২০০ মি.গ্রা. থেকে ৮০০ মি.গ্রা. ৫-১০ দিন। বাচ্চাদের জন্য ১৫ মি.গ্রা./কেজি/দিন ২ বার সমবিভক্ত মাত্রায় ৩ দিন।
সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : অতি-সংবেদনশীল, মৃগী রোগ আছে বা অল্পতেই খিঁচুনি হয়, তাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না। সাধারণত শিশু, বর্ধিষ্ণু বাচ্চা, গর্ভবতী বা স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে ব্যবহার্য নয়।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : বমি বমি ভাব, পেটে ব্যথা, ডায়রিয়া, অনিদ্রা ও কিমুনীভাব।

অন্য গুণুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : এন্টাসিড, সুক্রালফেট, জিংক এবং আয়রণ সল্ট।

সরবরাহ : রুটিব্ল® ২০০ ট্যাবলেট : ৩ X ১০ টি।
 রুটিব্ল® ৪০০ ট্যাবলেট : ২ X ১০ টি।

রাইনাস্প্রে® Rynaspray®

উপাদান : ইপ্রাত্রোপিয়াম ব্রোমাইড ২১ মাইক্রোগ্রাম/স্প্রে।

নির্দেশনা : বর্ষব্যাপি রাইনাইটিস, এলার্জিক রাইনাইটিস ও ভেসোমটোর রাইনাইটিসজনিত নাক দিয়ে পানি বরা চিকিৎসায় ও নিয়ন্ত্রণে নির্দেশিত। এছাড়া সাধারণ ঠাণ্ডাজনিত নাক দিয়ে পানি বরা লক্ষণ উপশমেও নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : প্রাপ্ত বয়স্ক এবং ৫ বৎসর ও এর উর্ধ্বে প্রতি নাসারন্ধ্রে ২টি করে স্প্রে দৈনিক ২-৪ বার।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : এট্রোপিন বা এর উৎপাদিত যৌগ অথবা ইপ্রাত্রোপিয়াম ব্রোমাইড-এর যে কোন উপাদান এর প্রতি পূর্ব অতি সংবেদনশীলতা। ন্যারো-এঙ্গেল গ্লুকোমা প্রবণ রোগী অথবা প্রোস্টেটিক হাইপারপেসিয়া বা মুত্রথলির গ্রীবাদেশ প্রতিবন্ধকতার রোগীদের ক্ষেত্রে স্প্রে সাবধানতার সাথে ব্যবহার করা উচিত।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : এপিস্টিয়াসিস, নাকের শুঁতা এবং নাকের জ্বালাপোড়া, মাথাব্যথা, বমি বমি ভাব এবং স্থানীয় জ্বালাপোড়া মুখের শুঁতা এবং গলার শুঁতা, হৃদস্পন্দন এবং প্যালপিটেশন বেড়ে যাওয়া, ইউরিনারি রিটেনশন এবং পরিপাকতন্ত্রের গতি বিঘ্নিত হতে দেখা যায়। এলার্জিক বিক্রিয়া যেমন-

চামড়া ফুঁসকুড়ি, জিহ্বা, ঠোঁট এবং মুখমণ্ডলের এনজিওইডিমা, আর্টিকারিয়া, ল্যারিনজোস্পাজম এবং এনাফাইলেকটিক বিক্রিয়া দেখা দিতে পারে।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : নিশ্চিত গর্ভাবস্থা অথবা আশংকা করা হচ্ছে এমতাবস্থায় এই স্প্রে ব্যবহারের সুফল এবং অনাগত শিশুর উপর সম্ভাব্য ঝুঁকি বিবেচনায় আনা উচিত। স্তন্যদায়ী মায়েদের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

সরবরাহ : রাইনাস্প্রে® নাকের স্প্রে : ১২০ স্প্রে।

S

সাগা®

Saga®

উপাদান : স্পারফ্লক্সাসিন ২০০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : সাইনুসাইটিস, কমিউনিটি এবং হাসপাতাল সংশ্লিষ্ট নিউমোনিয়া, ব্রংকাইটিস, ক্রনিক ব্রংকাইটিস, সিওপিডি, ফুসফুসে এ্যাবসেস্, শ্বাসতন্ত্রের অন্যান্য সংক্রমণ।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : দৈনিক ২০০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট সর্বমোট ১০ দিন সেবন করতে হবে। প্রথম দিন ২ টি ট্যাবলেট একসাথে সেব্য।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : অতিসংবেদনশীলতা এবং বৃক্কীয়জটিলতায় ভুগছেন এমন রোগীদের ক্ষেত্রে সেবন মাত্রা এবং বিধি পুনর্নির্ধারণ জরুরী।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : ডায়রিয়া, বমি বমি ভাব, মাথা ব্যথা, অজীর্ণ, ঘুম ঘুম ভাব, অনিদ্রা, পেটে ব্যথা।

অন্য গুণুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : এন্টাসিড, সুক্রালফেট, জিংক এবং আয়রণ সল্ট।

শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার : ১৮ বছরের নীচের বয়সের জন্য স্পারফ্লক্সাসিন ব্যবহারে নিরাপত্তা এবং কার্যকারিতা এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : প্রসূতি মায়েদের ক্ষেত্রে স্পারফ্লক্সাসিন দেয়া যেতে পারে, যদি গর্ভস্থ শিশুর উপর ক্ষতিকর প্রভাবের চেয়ে এর উপকারী দিকটি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। স্তন্যদায়ী মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রতিনির্দেশিত।

সরবরাহ : সাগা® ট্যাবলেট : ৩ X ৫ টি।

সালমেট® ইনহেলার Salmate® inhaler

উপাদান : সালমেটেরল জিনাফরেট ২৫ মাইক্রোগ্রাম/পাফ।

নির্দেশনা : হাঁপানির ক্ষেত্রে সালমেট® ইনহেলার একক মাত্রায় গ্রহণের ১০-২০ মিনিটের মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ শ্বাসনালী প্রসারক হিসেবে কাজ করে এবং এই প্রভাব ১২ ঘণ্টা বা তারও বেশী সময় থাকে। ব্যায়াম-জনিত হাঁপানিতে ৯-১২ ঘণ্টা পর্যন্ত কার্যকর প্রতিরোধক হিসেবে কিশোর ও প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে কাজ করে। সালমেট রাত্রিকালীন পিক এন্ডপিরেটরী ফ্লো রেট-এর উন্নতি ঘটায় এবং রাত্রিকালীন হাঁপানির রোগ-লক্ষণ সমূহ নিয়ন্ত্রণ করে।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : (শুধুমাত্র শ্বাসতন্ত্রের মাধ্যমে ব্যবহার্য) ৫০ মাইক্রোগ্রাম (২ পাফ/চাপ) করে দিনে ২ বার।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : অভিসংবেদনশীলতা থাকলে ব্যবহার করা যাবে না।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : মৃদু ও সাময়িকভাবে মাত্রা সম্পর্কিত মৃদু কাঁপুনি, বুক ধড়ফড় এবং মাথা ব্যথা দেখা দিতে পারে।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : মনোঅ্যামাইনো অক্সিডেজ ইনহিবিটর এবং ট্রাইসাইক্লিক বিষণ্ণতারোধী ওষুধ সমূহের সাথে সতর্কভাবে ব্যবহার করতে হবে। **গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** গর্ভাবস্থা এবং স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে অতীব প্রয়োজন ছাড়া এর ব্যবহার সুপারিশকৃত নয়।

সরবরাহ :

সালমেট® ইনহেলার : ২০০ পাফস।

স্যানিট®

Sanit®

উপাদান : নরট্রিপটাইলিন ১০ মি.গ্রা. ও ফ্লুফেনাজিন ০.৫ মি.গ্রা./ ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : বিষণ্ণতা সহকারে অথবা বিষণ্ণতা ছাড়া মৃদু থেকে মাঝারি ধরনের অস্থিরতা, দুর্গন্ধিতা/উদ্ভিগ্নতার ক্ষেত্রে নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : একটি ট্যাবলেট দিনে তিনবার।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : এপিলেপসী অথবা যাদের মস্তিষ্কের ক্ষত আছে তাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না। যে সমস্ত রোগীর হৃৎপিণ্ডের তীব্র অক্ষমতা, বাদ ডিসক্রাসিয়া বৃদ্ধ, অথবা যকৃতের অক্ষমতা আছে, তাদের ক্ষেত্রে এর ব্যবহার করা সুপারিশকৃত নয়।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : টারডিভ ডিসকাইনেসিয়া, মুখ শুকিয়ে যাওয়া, তন্দ্রাচ্ছন্নতা, মূর্ছা যাওয়া এবং কোষ্ঠকাঠিন্য উল্লেখযোগ্য। মাঝে মাঝে হৃৎপিণ্ডের দ্রুততা, নাসিকা কনজেশন, অস্পষ্ট দৃষ্টি এবং উত্তেজনা দেখা যায়।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : বারবিচুরেট, এ্যালকোহল ও স্নায়ুতন্ত্রীয় ওষুধের সাথে এর প্রতিক্রিয়া হতে পারে।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভাবস্থায় এবং স্তন্যদানকালে ব্যবহার অনুচিত।

সরবরাহ :

স্যানিট® ট্যাবলেট : ১০ X ১০ টি।

স্ক্যাবেক্স®

Scabex®

উপাদান : পারমেথ্রিন ৫% ক্রীম।

নির্দেশনা : স্ক্যাবিস-এর চিকিৎসার জন্য নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি	স্ক্যাবেক্স® ১৫ গ্রাম	স্ক্যাবেক্স® ৩০ গ্রাম
প্রাপ্ত বয়স্ক এবং বাচ্চাদের ক্ষেত্রে (১২ বছরের উপরে)	দুইটি সম্পূর্ণ টিউব	একটি সম্পূর্ণ টিউব
৬-১২ বছর বয়সের বাচ্চাদের ক্ষেত্রে	একটি সম্পূর্ণ টিউব	একটি টিউবের ১/২ অংশ পর্যন্ত
১-৫ বছর বয়সের বাচ্চাদের ক্ষেত্রে	একটি টিউবের ১/২ অংশ পর্যন্ত	একটি টিউবের ১/৪ অংশ পর্যন্ত

২ মাস থেকে ১ বছর বয়সের শিশুদের ক্ষেত্রে	একটি টিউবের ১/৪ অংশ পর্যন্ত	একটি টিউবের ১/৮ অংশ পর্যন্ত
---	-----------------------------------	-----------------------------------

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : অতি সংবেদনশীলদের ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করা যাবে না। **পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** ত্বকে অস্বস্তি, প্রধানত : জ্বলুনি, স্টিনজিং অথবা টিংলিং দেখা দেয়। ইরাইথ্রেমা, ইডিমা, একজিমা, র্যাশ এবং প্রেরিটাস দেখা দিতে পারে।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : পারমেথ্রিন প্রয়োগকালীন সময়ে কার্টিকোস্টেরয়েড দ্বারা যেকোন একজিমা জাতীয় রোগের চিকিৎসা বন্ধ রাখতে হবে। **গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** গর্ভকালীন সময়ে এবং স্তন্যদানকারী মায়েরদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত নয়।

সরবরাহ :

স্ক্যাবেস্স® ১৫ গ্রাম ক্রীম : ১৫ গ্রাম। স্ক্যাবেস্স® ৩০ গ্রাম ক্রীম : ৩০ গ্রাম।

সিগ্লিটা™

Siglita™

উপাদান: সিগ্লিটা™ ৫০ ট্যাবলেট: প্রতিটি ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেটে আছে সিটাগ্লিপটিন ৫০ মি.গ্রা., সিটাগ্লিপটিন ফসফেট মনোহাইড্রেট আইএনএন হিসেবে। সিগ্লিটা™ ১০০ ট্যাবলেট: প্রতিটি ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেটে আছে সিটাগ্লিপটিন ১০০ মি.গ্রা., সিটাগ্লিপটিন ফসফেট মনোহাইড্রেট আইএনএন হিসেবে।

ফার্মাকোলজি

সিটাগ্লিপটিন, ডাইপেপটাইডিল পেপটাইডেজ-৪ (ডিপিপি-৪) কে বাধা প্রদান করে যা ইনক্রিটিন হরমোনকে অকার্যকর করার মাধ্যমে কাজ করে। ইনক্রিটিন হরমোন যেমন- গ্লুকাগন লাইক পেপটাইড-১ (জিএলপি-১) এবং গ্লুকোজ-ডিপেনডেন্ট ইনসুলিনোত্রোপিক পলিপেপটাইড (জিআইপি) অল্প হতে সারা দিন ধরে নিঃসৃত হতে থাকে এবং যার পরিমাণ খাদ্য গ্রহণের পর বৃদ্ধি পায়। এ হরমোনগুলো ডিপিপি-৪ দ্বারা দ্রুত অকার্যকর হয়ে যায়। ইনক্রিটিন হল অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার একটি অংশ যা গ্লুকোজের ভারসাম্যের শরীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত।

রক্তে গ্লুকোজের ঘণত্ব যখন স্বাভাবিক থাকে বা বেড়ে যায় তখন জিএলপি-১ এবং জিআইপি ইনসুলিনের সংশোধন ও অগ্নাশয়ের বিটা কোষ থেকে ইনসুলিনের নিঃসরণ ঘটায় যা সাইক্লিক এএমপি সংশ্লিষ্ট আন্তঃকোষীয় সংকেতের মাধ্যমে হয়ে থাকে। জিএলপি-১ অগ্নাশয়ের আলফা কোষ থেকে গ্লুকাগন নিঃসরণও কমায়, যা লিভার থেকে গ্লুকোজ উৎপাদন কমাতে সাহায্য করে। সিটাগ্লিপটিন কার্যকরী ইনক্রিটিন হরমোনের কার্যকারিতা দীর্ঘায়িত এবং এর পরিমাণ বাড়ানোর মাধ্যমে ইনসুলিন নিঃসরণ বাড়ায় এবং গ্লুকাগনের পরিমাণ কমায়।

নির্দেশনা ও ব্যবহার

সিগ্লিটা™ টাইপ-২ ডায়াবেটিস রোগীর গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণের জন্য খাদ্য ও ব্যায়ামের সাথে নির্দেশিত। সিগ্লিটা™ এককভাবে চিকিৎসার ক্ষেত্রে নির্দেশিত এবং সংযুক্তভাবে মেটফরমিন, সালফোনাইল ইউরিয়া অথবা থায়াজোলিডিনডায়োনস এর সাথেও নির্দেশিত যখন খাদ্য ও ব্যায়ামের সাথে এই ওষুধ গুলো এককভাবে পর্যাপ্ত গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।

মাত্রা এবং ব্যবহারবিধি

সিগ্লিটা™ ১০০ মি.গ্রা. করে দিনে একবার সেব্য। এটি খাদ্যের সাথে বা খাদ্য ছাড়া সেবন করা যায়। যে সকল রোগীর মৃদু কিডনির অসম কার্যকারিতা (ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স ৫০ মি.লি./মিনিট এর বেশি অথবা সমান) রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে সিগ্লিটা™ সেবন মাত্রা পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই। যে সকল রোগীর মধ্যম ধরনের কিডনির অকার্যকারিতা (ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স ৩০ মি.লি. থেকে ৫০ মি.লি./মিনিট) তাদের ক্ষেত্রে সিগ্লিটা™ এর মাত্রা ৫০ মি.গ্রা. দিনে একবার। যে সকল রোগীর তীব্র কিডনির অকার্যকারিতা (ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স ৩০ মি.লি./মিনিট) কিংবা এন্ড-স্টেজ রেনাল ডিজিজ (ইএসআরডি) এবং যাদের হেমোডায়ালাইসি প্রয়োজন তাদের ক্ষেত্রে সিগ্লিটা™ এর সেবন মাত্রা ২৫ মি.গ্রা. দিনে একবার।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া যেমন- উচ্চ স্থানসালারী সংক্রমণ, ন্যাসোফ্যারিনজাইটিস এবং মাথাব্যথা হতে পারে। সিটাগ্লিপটিন ও সালফোনাইল ইউরিয়ার কম্বিনেশন অথবা ইনসুলিনের সাথে সহযোগী হিসেবে সিটাগ্লিপটিন ব্যবহারে হাইপোগ্লাইসেমিয়ার ঝুঁকি থেকে যায়।

সতর্কতা

মধ্যম বা তীব্র কিডনির অকার্যকরী রোগী এবং এন্ড স্টেজ রেনাল ডিজিজ আছে এমন রোগীদের ক্ষেত্রে সেবন মাত্রা পরিবর্তন করতে হবে।

গর্ভাবস্থায় এবং স্তন্যদানকালে: গর্ভাবস্থা: প্রেগনেসি ক্যাটাগরি বি। গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে সিট্যাগ্লিপটিন এর ব্যবহার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ঙ্গণের ক্ষতির তুলনায় লাভ বিবেচনা করে শুধুমাত্র গর্ভাবস্থায় ব্যবহার করা যেতে পারে।

স্তন্যদানকালে: সিট্যাগ্লিপটিন মাতৃদুগ্ধে নিঃসৃত হয় কিনা তা জানা যায়নি। যেহেতু অনেক ওষুধই মাতৃ দুগ্ধে নিঃসৃত হয় তাই এটি স্তন্যদানকালে ব্যবহার করা উচিত নয়।

শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার

১৮ বছর বয়সের নিচে সিট্যাগ্লিপটিন এর নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

সরবরাহ

সিগ্লিমেট™ ৫০ ট্যাবলেট: প্রতিটি বাক্সে আছে ১০ টি ট্যাবলেট ব্লিস্টার প্যাকে।

সিগ্লিমেট™ ১০০ ট্যাবলেট: প্রতিটি বাক্সে আছে ১০ টি ট্যাবলেট ব্লিস্টার প্যাকে।

সিগ্লিমেট™

Siglimet™

উপাদান

সিগ্লিমেট™ ৫০/৫০০ : প্রতিটি ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেটে আছে সিট্যাগ্লিপটিন ৫০ মি.গ্রা., সিট্যাগ্লিপটিন ফসফেট মনোহাইড্রেট আইএনএন হিসেবে এবং মেটফরমিন হাইড্রোক্লোরাইড বিপি ৫০০ মি.গ্রা.।

সিগ্লিমেট™ ৫০/১০০০ : প্রতিটি ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেটে আছে সিট্যাগ্লিপটিন ৫০ মি.গ্রা., সিট্যাগ্লিপটিন ফসফেট মনোহাইড্রেট আইএনএন হিসেবে এবং মেটফরমিন হাইড্রোক্লোরাইড বিপি ১০০০ মি.গ্রা.।

নির্দেশনা

সিগ্লিমেট™ খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ও ব্যায়ামের পাশাপাশি টাইপ-২ ডায়াবেটিস রোগীর গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্দেশিত যাদের ক্ষেত্রে সিট্যাগ্লিপটিন এবং মেটফরমিন উভয় ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা যথাপযুক্ত।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি: সমন্বিত চিকিৎসার ক্ষেত্রে ওষুধের মাত্রা রোগীর বর্তমান ব্যবহৃত ওষুধের মাত্রা,

কার্যকারিতা এবং সহনশীলতার উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করতে হবে। যেখানে সর্বোচ্চ মাত্রা হচ্ছে দৈনিক সিট্যাগ্লিপটিন ১০০ মি. গ্রা. এবং মেটফরমিন ২,০০০ মি.গ্রা.

সিট্যাগ্লিপটিন এবং মেটফরমিনের চিকিৎসা দিনে ২ বার আহারের সাথে, ক্ষেত্রে হবে। এবং ওষুধের মাত্রা পরবর্তীতে ক্রমান্বয়ে বাড়ানো যেতে পারে, যাতে করে মেটফরমিনজনিত অস্ত্রে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া কম হয়।

যেসব রোগী পূর্বে মেটফরমিন ব্যবহার করেনি তাদের ক্ষেত্রে সিগ্লিমেট™ এর নির্দেশিত মাত্রা হচ্ছে সিট্যাগ্লিপটিন ৫০ মি.গ্রা. এবং মেটফরমিন হাইড্রোক্লোরাইড ৫০০ মি.গ্রা. দিনে ২ বার। যা ক্রমান্বয়ে বাড়ানো যেতে পারে

যে সব রোগী ইতিমধ্যে মেটফরমিন দ্বারা চিকিৎসারত তাদের ক্ষেত্রে সিগ্লিমেট™ এর নির্দেশিত মাত্রা হচ্ছে সিট্যাগ্লিপটিন ৫০ মি.গ্রা. এবং ব্যবহৃত মেটফরমিনের পরিমাণ।

যেসব রোগী মেটফরমিন হাইড্রোক্লোরাইড ৮৫০ মি.গ্রা. দ্বারা দিনে ২ বার চিকিৎসারত তাদের ক্ষেত্রে সিট্যাগ্লিপটিন ৫০ মি.গ্রা. এবং মেটফরমিন ১০০০ মি.গ্রা. দিনে ২ বার সেব্য।

যেসব রোগী ইনসুলিন বা ইনসুলিন ক্ষরণকারী ওষুধ গ্রহণ করে

একই সাথে সিগ্লিমেট™ এবং ইনসুলিন বা ইনসুলিন ক্ষরণকারী ওষুধ ব্যবহার করলে ইনসুলিন বা ইনসুলিন ক্ষরণকারী ওষুধের মাত্রা কমিয়ে নিতে হবে। যাতে করে হাইপোগ্লিসেমিয়া না হয়।

প্রতিনির্দেশনা

সিট্যাগ্লিপটিন এবং মেটফরমিন একত্রে যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না-

•রেনাল ডিজিজ বা রেনাল ডিসফাংশন (সেরাম ক্রিয়েটিনিনের পরিমাণ পুরূষের ক্ষেত্রে ১.৫ মি.গ্রা./ডেসিলিটার থেকে বেশি এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে ১.৪ মি.গ্রা./ডেসিলিটার থেকে বেশি)

•আকস্মিক বা দীর্ঘস্থায়ী মেটাবোলিক এসিডোসিস, ডায়াবেটিক কিটোএসিডোসিস, কমা

•অতি সংবেদনশীলতা যেমন- এ্যানাফাইলেকটিকস

এবং এনজিওএডিমা

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া: ডায়রিয়া, বমিবমিভাব, বমি, বদ হজম, মাথাব্যথা, পেট ফাপা প্রভৃতি পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

অন্যান্য গুণ্ডুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: ক্যাটায়ানিক গুণ্ডুধ (যেমন- এ্যামিলোরাইড, ডিগোজি, মরফিন, প্রোকোইনামাইড, কুইনিডিন, কুইনিন, ট্রায়মিট্রিন, ট্রাইমিথোপ্রিম বা ভেনকোমাইসিন) যারা কিডনির মাধ্যমে নিষ্কাশিত হয়, সেসব ক্ষেত্রে নিষ্কাশিত হবার সময় মেটফরমিনের সাথে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে পারে।

সিটাগ্লিপটিন ও ডিগোজিন একই সাথে ব্যবহার করলে রক্তে ডিগোজিনের মাত্রা বেড়ে যেতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে ডিগোজিন কিংবা সিটাগ্লিপটিন কারো মাত্রাই পরিবর্তন করতে হয় না।

গর্ভাবস্থায় এবং স্তন্যদানকালে: গর্ভাবস্থায়: প্রেগনেসি ক্যাটাগরি বি। গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে সিটাগ্লিপটিন এবং মেটফরমিনের সমন্বিত বা একক ব্যবহার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ঙ্গণের ক্ষতির তুলনায় লাভ বিবেচনা করে শুধুমাত্র গর্ভাবস্থায় ব্যবহার করা যেতে পারে। স্তন্যদানকালে: সিটাগ্লিপটিন মাতৃদুগ্ধে নিঃসৃত হয় কিনা তা জানা যায়নি। যেহেতু অনেক গুণ্ডুধই মাতৃ দুগ্ধে নিঃসৃত হয় তাই এটি স্তন্যদানকালে ব্যবহার করা উচিত নয়।

বয়স্কদের ক্ষেত্রে ব্যবহার: যেহেতু সিটাগ্লিপটিন এবং মেটফরমিন কিডনির মাধ্যমে নিষ্কাশিত হয় তাই বয়স্কদের ক্ষেত্রে সিগ্লিমেটTM ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং নিয়মিত কিডনির কার্যকারিতা পরীক্ষা করতে হবে।

শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার: ১৮ বছর বয়সের নিচে সিটাগ্লিপটিন এবং মেটফরমিনের সমন্বিত চিকিৎসার নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

সরবরাহ: সিগ্লিমেটTM ৫০/৫০০: প্রতিটি বাক্সে আছে ১০ টি ট্যাবলেট ব্লিস্টার প্যাকে।

সিগ্লিমেটTM ৫/১০০০: প্রতিটি বাক্সে আছে ১০ টি ট্যাবলেট ব্লিস্টার প্যাকে।

সুজাইম®

Suzyne®

উপাদান: প্রতিটি এন্টেরিক কোটেড ট্যাবলেটে

আছে প্যানক্রিয়াটিন ৩২৫ মি.গ্রা. বিপি (প্রতি গ্রাম প্যানক্রিয়াটিনে প্রোটিনেজ, লাইপেজ এবং এ্যামাইলেজ এর কার্যক্ষমতা একক যথাক্রমে ১৪০০ এফআইপি ইউনিট, ২০০০ এফআইপি ইউনিট এবং ২৪০০ এফআইপি ইউনিট)।

নির্দেশনা: প্যানক্রিয়াটিন এর নিঃসরণের অভাবজনিত অবস্থায় আন্ত্রিক এনজাইমের কার্যকারিতাহীনতা পূরণে নির্দেশিত।

সুজাইম® নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়

শিশু:

-শিশুদের প্যানক্রিয়াটিক নিঃসরণ হ্রাস পেলে বা অভাবজনিত রোগে

-সিসটিক ফাইব্রোসিস

প্রাপ্ত বয়স্ক:

যেসব ক্ষেত্রে প্যানক্রিয়াসের এক্সোক্রাইন ক্ষমতা হ্রাস পায়, যথা-

-প্যানক্রিয়াসছেদের পরবর্তী পর্যায়ে

-সম্পূর্ণ পাকস্থলীছেদের পর

-প্যানক্রিয়াসের দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ

-স্টেটোরিয়া

-সোম্যাটোস্টেটিনোমা

-সিলিয়াক ডিজিজ

সেবন মাত্রা ও প্রয়োগবিধি: প্রতিদিন ১ থেকে ৩টি ট্যাবলেট খাওয়ার সময় অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: প্যানক্রিয়াটিন সেবনে বিশেষতঃ শিশুদের ক্ষেত্রে মুখে ও পায়ুতে ঘা দেখা দিতে পারে। অতি সংবেদনশীল ক্রিয়া, যেমন- হাঁচি, চোখ থেকে পানি ঝরা অথবা চামড়ায় ফুসকুড়ি দেখা দিতে পারে।

অন্যান্য গুণ্ডুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: ক্ষারীয় দ্রবণে এন্টেরিক কোটিং ভেঙ্গে যায়। ফলে পাকস্থলীতে ইহার উপাদানসমূহের অবমুক্ত হওয়া রোধ করার জন্য প্যানক্রিয়াটিন সেবনের সাথে এন্টাসিড ব্যবহার করা উচিত নয়।

মাত্রাধিক্য

অতিরিক্ত সেবনমাত্রা রেনককে ত্বরান্বিত করে। সিস্টেমিক বিষক্রিয়া তৈরি হয় না। খুব বেশি সেবনের ফলে হাইপারইউরিকেমিয়া ও হাইপারইউরিকোসুরিয়া হতে পারে।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: প্রেগনেসি ক্যাটাগরি-সি।

প্যানক্রিয়াটিন মাতৃ দুগ্ধে নিঃসৃত হয় কিনা তা সঠিকভাবে জানা যায়নি। তাই সতর্কতার সাথে এটি ব্যবহার করা উচিত।

সরবরাহ: সুজাইম® ট্যাবলেট: প্রতি বাস্ত্বে আছে ১০০টি ট্যাবলেট স্ট্রিপ প্যাকে।

সেকলো®

Seclo®

উপাদান: ওমিপ্রাজল বিপি। ২০ মি.গ্রা., ৪০ মি.গ্রা. ক্যাপসুল। ২০ মি.গ্রা. ডিআর ট্যাবলেট এবং ৪০ মি.গ্রা./ভায়াল ইঞ্জেকশন।

নির্দেশনা: সেকলো® ক্যাপসুল এবং ট্যাবলেট গ্যাস্ট্রোসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ যেমন - রিফ্লাক্স ইসোসোফেগাইটিস, এসিড রিফ্লাক্স ডিজিজ, বিনাইন (মারাত্মক নয় এমন) গ্যাস্ট্রিক এবং ডিওডেনাল আলসার, হেলিকোব্যাকটার পাইলোরি জনিত পেপটিক আলসার ডিজিজ, এসিড এসপিরেশন প্রতিরোধে, জোলিঞ্জার-এলিসন সিনড্রোম এবং নন-স্টেরয়ডাল প্রদাহরোধী ওষুধ দ্বারা চিকিৎসার ফলে সৃষ্ট গ্যাস্ট্রিক আলসার এবং ডিওডেনাল আলসার এর চিকিৎসায় নির্দেশিত।

সেকলো® ৪০ আইডি ইঞ্জেকশন প্রধানতঃ জোলিঞ্জার-এলিসন সিনড্রোম এর চিকিৎসায় নির্দেশিত। তাছাড়া ইহা গ্যাস্ট্রিক আলসার, ডিওডেনাল আলসার এবং রিফ্লাক্স ইসোসোফেগাইটিস এর চিকিৎসায় ব্যবহার করা যায়।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি: সেকলো® ক্যাপসুল এবং ট্যাবলেট: খাবারের পূর্বে গ্রহণ করা উচিত।

নির্দেশনা মাত্রা ও প্রয়োগবিধি:

গ্যাস্ট্রোসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ
স্বাভাবিক মাত্রায় ওমিপ্রাজল ২০ মি.গ্রা. দিনে ১ বার। অধিকাংশ রোগী ৪ সপ্তাহ পরে আরোগ্য লাভ করে। যেসব রোগীদের ক্ষেত্রে প্রাথমিক চিকিৎসায় পূর্ণভাবে রোগ নিরাময় হয় না সেক্ষেত্রে অতিরিক্ত ৪-৮ সপ্তাহ চিকিৎসায় রোগ নিরাময় হয়।

রিফ্লাক্স ইসোসোফেগাইটিস রোগীদের চিকিৎসায় অন্যান্য ওষুধ ব্যবহারে যেখানে পর্যাপ্ত সাফল্য পাওয়া যায়নি, সেক্ষেত্রে ওমিপ্রাজল দৈনিক ৪০ মি.গ্রা. মাত্রায় সেব্য। ৮ সপ্তাহের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে নিরাময় হয়। পরবর্তীতে দৈনিক ২০ মি.গ্রা. মাত্রায় সেবন করা যেতে পারে।

এসিড রিফ্লাক্স ডিজিজ

দীর্ঘ মেয়াদী চিকিৎসায় ওমিপ্রাজল দৈনিক ১০ মি.গ্রা. মাত্রায় নির্দেশিত। লক্ষণসমূহ পুনরাবৃত্তি হলে দৈনিক ২০

মি.গ্রা. পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

ডিওডেনাল এবং বিনাইন গ্যাস্ট্রিক আলসার ওমিপ্রাজল দৈনিক ২০ মি.গ্রা.। অধিকাংশ রোগী ৪ সপ্তাহ পরে আরোগ্য লাভ করে।

অধিকাংশ বিনাইন গ্যাস্ট্রিক আলসারের রোগী ৮ সপ্তাহ পরে আরোগ্য লাভ করে। জটিল অথবা লক্ষণসমূহের পুনরায় আবির্ভাব হলে ওমিপ্রাজল দৈনিক ৪০ মি.গ্রা. মাত্রায় বৃদ্ধি করা যেতে পারে। আরোগ্য লাভের পরেও ডিওডেনাল আলসারের পুনরাবৃত্তি হয়েছে এরকম রোগীদের দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসায় ওমিপ্রাজল দৈনিক ২০ মি.গ্রা. মাত্রায় নির্দেশিত।

ডিডেনাল আলসারের পুনরাবৃত্তি প্রতিরোধে ওমিপ্রাজল দৈনিক ১০ মি.গ্রা. মাত্রায় নির্দেশিত। লক্ষণসমূহের পুনরাবৃত্তি হলে দৈনিক ২০ মি.গ্রা. মাত্রায় নির্দেশিত।

হেলিকোব্যাকটার পাইলোরিজনিত পেপটিক আলসার ওমিপ্রাজল দৈনিক ৪০ মি.গ্রা. অথবা ২০ মি.গ্রা. দিনে ২ বার এর সঙ্গে এমোক্সিসিলিন ১ গ্রাম ও ক্লারিথ্রোমাইসিন ৫০০ মি.গ্রা. ৭-১৪ দিন।

এসিড এসপিরেশন প্রতিরোধে এনেসথেসিয়া চলাকালে যেসব রোগীদের গ্যাস্ট্রিক উপাদানজনিত কারণে এসপিরেশন হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে সার্জারীর পূর্বের দিন সন্ধ্যায় ওমিপ্রাজল ৪০ মি.গ্রা. একক মাত্রায় সেব্য এবং সার্জারীর ২-৬ ঘণ্টা পূর্বে ওমিপ্রাজল ৪০ মি.গ্রা. একক মাত্রায় নির্দেশিত।

জোলিঞ্জারএলিসন সিনড্রোম প্রাথমিকভাবে দিনে ৬০ মি.গ্রা. সেবনমাত্রায় শুরু করতে হবে। রোগীদের প্রয়োজন অনুযায়ী সেবনমাত্রা নির্ণয় করতে হবে এবং ক্লিনিক্যাল লক্ষণসমূহ দুরীভূত না হওয়া পর্যন্ত সেবন করতে হবে। অত্যধিক জটিল এবং অন্যান্য চিকিৎসায় সাফল্য পাওয়া যায়নি এরকম ৯০% রোগীদের ক্ষেত্রে দিনে ২০-১২০ মি.গ্রা. মাত্রায় সাফল্যের সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়। ৮০ মি.গ্রা. এর উপরে সেবনের ক্ষেত্রে দুটি বিভক্ত মাত্রায় সেবন করা উচিত।

নন-স্টেরয়ডাল প্রদাহরোধী ওষুধজনিত গ্যাস্ট্রিক আলসার ও ডিওডেনাল আলসার ওমিপ্রাজল দিনে ২০ মি.গ্রা. একক মাত্রায় নির্দেশিত। লক্ষণসমূহ দ্রুত দুরীভূত হয় এবং অধিকাংশ রোগীদের ক্ষেত্রে ৪ সপ্তাহের মধ্যে আরোগ্য লাভ করে। প্রাথমিক চিকিৎসায় যাদের পূর্ণ আরোগ্য লাভ হয়নি, অতিরিক্ত ৪ সপ্তাহ চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ হয়।

প্রতিরোধমূলক চিকিৎসায় এবং যেসব ক্ষেত্রে নন-স্টেরয়ডাল প্রদাহরোধী ওষুধ সেবন অপরিহার্য, ওমিপ্রাজল দিনে ২০ মি.গ্রা. একক মাত্রায় নির্দেশিত।

শিশুদের ক্ষেত্রে

গ্যাস্ট্রোইনসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিসিজ এবং অন্যান্য এসিডজনিত জটিলতায়:

শিশুদের ক্ষেত্রে

গ্যাস্ট্রোইনসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিসিজ এবং অন্যান্য এসিডজনিত জটিলতায়

শিশুদের ক্ষেত্রে

গ্যাস্ট্রোইনসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিসিজ এবং অন্যান্য এসিডজনিত জটিলতায়	বয়স	ওজন	মাত্রা
	> ১ বছর	১০-২০ কেজি	দৈনিক ১০ মি.গ্রা., প্রয়োজনে দৈনিক ২০ মি.গ্রা.
	> ২ বছর	> ২০ কেজি	দৈনিক ২০ মি.গ্রা., প্রয়োজনে দৈনিক ৪০ মি.গ্রা.

আইভি ইঞ্জেকশন

ডিওডেনাল আলসার, গ্যাস্ট্রিক আলসার অথবা রিফ্লাক্স ইসোসফ্যাগাইটিস	ডিওডেনাল আলসার, গ্যাস্ট্রিক আলসার অথবা রিফ্লাক্স ইসোসফ্যাগাইটিস এর রোগীদের মধ্যে যাদের জন্য মুখে সেবনীয় ওষুধ অপর্থাৎ তাদের জন্য ৪০ মি.গ্রা. আইভি দৈনিক একবার নির্দেশিত।
জোলিঞ্জার-এলিসন সিনড্রোম	জোলিঞ্জার-এলিসন সিনড্রোম এর রোগীদের জন্য প্রাথমিকভাবে শিরাপথে দৈনিক ৬০ মি.গ্রা. ওমিপ্রাজল নির্দেশিত। উচ্চ মাত্রায় প্রয়োগ দরকার হতে পারে সেক্ষেত্রে ব্যক্তি বিশেষে মাত্রা ঠিক করে নিতে হবে। দৈনিক মাত্রা ৬০ মি.গ্রা. এর বেশি হলে বিভক্ত মাত্রায় দৈনিক ২ বার প্রয়োগ করতে হবে।

বৃক্কের অসমকার্যকারিতা: মাত্রা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন নেই।

যকৃতের অসমকার্যকারিতা: যেহেতু যকৃতের অসমকার্যকারিতার রোগীদের ক্ষেত্রে ওমিপ্রাজল এর প্লাজমা হাফ-লাইফ বেড়ে যায় তাই ১০-২০ মি.গ্রা. দৈনিক মাত্রা যথেষ্ট।

বয়স্কদের ক্ষেত্রে: মাত্রা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন নেই।

শিশুদের ক্ষেত্রে: ওমিপ্রাজল আইভি ব্যবহারের পর্যাপ্ত

তথ্য পাওয়া যায়নি।

সতর্কতা ও যে সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না:
ওমিপ্রাজল ব্যবহারে কোন অনুপযোগিতা জানা নাই। যখন গ্যাস্ট্রিক আলসার ধারণা করা হয় তখন ওমিপ্রাজল দ্বারা চিকিৎসা শুরু করার পূর্বে ম্যালিগনেসি আছে কিনা পরীক্ষা করা উচিত কারণ ওমিপ্রাজল ম্যালিগনেসির লক্ষণসমূহ উপশম করতে পারে ফলে ম্যালিগনেসি নির্ণয়ে বিঘ্ন ঘটতে পারে।

ওমিপ্রাজল দ্বারা লক্ষণসমূহ দূরীভূত হলেও ম্যালিগনেসির অনুপস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে না।

পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া: ওমিপ্রাজল ভালভাবে সহনীয়। মৃদু এবং অস্থায়ী পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে বমি বমি ভাব, ডায়রিয়া, তলপেটে ব্যথা, অস্থিত্ববোধ, মাথা বিম্ব বিম্ব করা এবং মাথা ব্যথা। এসব ক্ষেত্রে সেবন মাত্রা কমানোর প্রয়োজন নেই।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: ওমিপ্রাজল ব্যবহারের সময় ডায়াজিপাম, ফেনাইটয়েন এবং ওয়ারফারিন এর নিঃসরণ বিলম্বিত হয়। যখন ওমিপ্রাজল সেবনের প্রয়োজন হয় তখন ওয়ারফারিন এবং ফেনাইটয়েন এর মাত্রা কমাতে হতে পারে। থিউফাইলিন, প্রোপ্রানোলল অথবা এন্টাসিড এর সাথে ওমিপ্রাজল এর ইন্টারঅ্যাকশনের কোন প্রমাণ নাই।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: তিনটি প্রসপেকটিভ এপিডেমিওলজিক্যাল স্ট্যাডি থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে যে, ওমিপ্রাজল ব্যবহারে কোন ধরণের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া অথবা ভ্রূণ / সদ্যজাত শিশু স্বাস্থ্যের উপর কোন প্রতিক্রিয়া নেই। সুতরাং ওমিপ্রাজল গর্ভাবস্থায় ব্যবহার নিরাপদ।

ওমিপ্রাজল মাতৃদুগ্ধে নিঃসৃত হয় কিন্তু পরিমিত মাত্রায় প্রয়োগে শিশুর উপর কোন প্রভাব ফেলে না।

সরবরাহ:

সেকলো® ২০ ক্যাপসুল: প্রতিটি বাস্কে আছে ১০০ টি ক্যাপসুল। সেকলো® ৪০ ক্যাপসুল: প্রতিটি বাস্কে আছে ৩০ টি ক্যাপসুল। সেকলো® ডিআর ২০ ট্যাবলেট: প্রতিটি বাস্কে আছে ৬০ টি ট্যাবলেট। সেকলো® ৪০ আইভি ইঞ্জেকশন: প্রতিটি বাস্কে আছে লায়োফাইলাইজড ওমিপ্রাজল ৪০ মি.গ্রা. এর একটি ভায়াল, ১০ মি.লি. ওয়াটার ফর ইঞ্জেকশন এর একটি এম্পুল এবং একটি স্টেরাইল ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ (১০ মি.লি.)।

সোলো™

Solo™

উপাদান: সোলো™ ন্যাজাল ওয়াশ: প্রতি মি.লি.-এ আছে সোডিয়াম ক্লোরাইড বিপি ৯ মি.গ্রা.।

নির্দেশনা: সোলো™ ন্যাজাল ওয়াশ ঠাণ্ডা ও এ্যালার্জির ওষুধের ফলে সৃষ্ট শুষ্ক নাক সিক্ত করতে নির্দেশিত। ইহা শুষ্ক আবহাওয়া অথবা বিমান ভ্রমণে সৃষ্ট শুষ্ক নাসিকা পথকে সিক্ত করে, বন্ধ নাকের মিউকাস দ্রবীভূত করে এবং অস্ত্রোপচারের পর নাসিকা পরিষ্কারে সহায়তা করে। এই পরিষ্কৃত স্যালাইন দ্রবণ দেহের বিভিন্ন অংশ (ক্ষত, দেহ গহ্বর সমূহ) এবং চিকিৎসার যন্ত্রপাতি (যেমন-গঁজ, ক্যাথেটার, নিরুশন নল) পরিষ্কার করতে ব্যবহার করা হয়। ইহা শরীর পরিষ্কারের অন্য ওষুধ (যেমন- ব্যাসিট্রাসিন, পলিমিক্সিন)-এর সাথে দ্রাবক হিসেবেও ব্যবহৃত হয়।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি: নবজাতক ও শিশুদের ক্ষেত্রে: প্রতি নাসারন্ধ্রে এক ফোঁটা করে দিনে ১-৩ বার।

প্রাপ্ত বয়স্কদের ক্ষেত্রে: প্রতি নাসারন্ধ্রে ২-৩ ফোঁটা করে দিনে ১-৩ বার।

প্রতি নির্দেশনা এবং পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হওয়ার সম্ভাবনা কম। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে হাঁচি, বর্ধিত নাসিকা নিঃসরণ অথবা লবনাক্ত স্বাদ অনুভূত হতে পারে।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: গর্ভবতী অবস্থায় এই ওষুধ ব্যবহারের পূর্বে ডাক্তারকে জানাতে হবে। মাতৃদুগ্ধে ইহা নিঃসৃত হয় কিনা জানা নেই। স্তন্যদানকালের পূর্বে ডাক্তারের সাথে আলোচনা করে নিতে হবে।

সরবরাহ: সোলো™ ০.৯% ন্যাজাল ওয়াশ: প্রতিটি প্লাস্টিক ড্রপার বোতলে আছে ১৫ মি.লি. স্যালাইন দ্রবণ।

গ্রহণ করা ভাল। এটা P450 2D6 সাইট্রোক্রোম এনজাইমের মাধ্যমে পরিপাক হয়। এর হাফ লাইফ ৫ ঘন্টা।

নির্দেশনা: মনোযোগ ঘাটতি/অতিশয় উদ্দীপ্ত (ADHD)

মাত্রা

শিশু/অপ্রাপ্ত বয়স্ক (৭০ কেজি পর্যন্ত):

প্রাথমিক মাত্রা ০.৫ মি.গ্রা./কেজি যা ৩ দিন পর ১.২ মি.গ্রা./কেজি; সকালে একক বা সমবিভক্ত মাত্রায় দুই বারে গ্রহণ করতে হয় (সকালে ও বিকালে); দিনে ১.৪ মি.গ্রা./কেজি বা সর্বোচ্চ ১০০ মি.গ্রা. গ্রহণ করা যেতে পারে।

শিশু ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক (৭০ কেজির ওপর):

প্রাথমিকভাবে দিনে ৪০ মি.গ্রা. যা ৩ দিন পর ৮০ মি.গ্রা. সকালে একক মাত্রায় বা সকালে ও বিকালে বিভক্ত মাত্রায় গ্রহণ করতে হয়। ২ থেকে ৪ সপ্তাহ পর মাত্রা সর্বোচ্চ ১০০ মি.গ্রা. পর্যন্ত বাড়ানো যায়।

মাত্রাধিক্যের সাথে কার্যকারিতা বাড়তে থাকার প্রমাণ নেই।

দীর্ঘমেয়াদী মাত্রা: ঠিক কত সময়ের জন্য গ্রহণ করতে হবে তা সঠিকভাবে নিরূপিত হয়নি। তবে এটা ঠিক যে ইহা দীর্ঘমেয়াদী গ্রহণযোগ্য। তবে দীর্ঘমেয়াদী সেবনের ক্ষেত্রে ডাক্তারের পর্যবেক্ষণে থাকতে হবে।

প্রতিনির্দেশনা ও সতর্কতা: এটোমোনেটিনের প্রতি অতি সংবেদনশীলতা। মনো-এ্যামাইনো অক্সিডজ ইনহিবিটর, রক্তচাপ, হৃদস্পন্দন, অ্যালার্জী, যকৃতের সমস্যা।

অন্য ওষুধের সাথে ক্রিয়া: অ্যালবিউটেরল, CYP2D6 ইনহিবিটর, অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ প্রভৃতির সাথে সতর্কতার সাথে দিতে হয়।

সরবরাহ: প্রতি বাক্সে আছে ৩০ টি ক্যাপসুল রিস্টার প্যাকে।

সুয়েভ ১০™

Suev 10™

উপাদান: সুয়েভ™ ১০ ক্যাপসুল: প্রতিটি ক্যাপসুলে আছে এটোমোটক্সিন ১০ মি.গ্রা. (এটোমোটক্সিন হাইড্রোক্লোরাইড

আইএনএন হিসেবে)। মুখে গ্রহণের পর এটোমোটক্সিন খুব দ্রুত রক্তে যায়। ১ থেকে ২ ঘন্টার মধ্যেই এর Cmax পাওয়া যায়। খাবারের পর এটোমোটক্সিন

সালটোলিন® নেবুলাইজার সলিউশন

Sultolin® Nebuliser Solution

উপাদান: সালটোলিন নেবুলাইজার সলিউশন: প্রতিটি ২.৫ মি.লি. নেবুলাইজার সলিউশনের অ্যাম্পুলে আছে সালবিউটামল সালফেট বিপি যা সালবিউটামল ২.৫ মি.গ্রা. এর সমতুল্য।

নির্দেশনা: সালবিউটামল একটি সিলেকটিভ বিটা-২ এগোনিস্ট যা রিভার্সিভল এয়ারওয়ে অবস্ট্রাকশনে খুব দৃঢ়তার পথে (৩ মিনিটের মধ্যে) স্বল্প মেয়াদী (৪-৬ ঘন্টা) শ্বাসনালীর প্রসারণ ঘটায়।

মাত্রা ও সেবনবিধি: সালটোলিন নেবুলাইজার সলিউশন শুধুমাত্র শ্বাসতন্ত্রের মাধ্যমে ব্যবহার্য, যা একটি নেবুলাইজার মেশিনের মাধ্যমে নির্দেশনায় নিতে হবে। এই সলিউশন মুখে বা ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে গ্রহণ করা যাবে না। বয়স্ক: ২.৫ মি.গ্রা. থেকে ৫ মি.গ্রা. সালবিউটামল দিনে ৪ বার পর্যন্ত। হাসপাতালে দিনে ৪০ মি.গ্রা. পর্যন্ত পর্যবেক্ষণের সাথে ব্যবহার করা যাবে।

৪ বছরের অধিক বয়সী বাচ্চা: ২.৫ মি.গ্রা. থেকে ৫ মি.গ্রা. দিনে ৪ বার পর্যন্ত। ১৮ মাস ৪ বছরের বাচ্চা: ২.৫ মি.গ্রা. দিনে ৪ বার পর্যন্ত। যা প্রয়োজন অনুসারে ৫ মি.গ্রা. পর্যন্ত বাড়ানো যাবে। ১৮ মাসের নিচের বাচ্চা: ১.২৫ মি.গ্রা. (০.২৫ মি.গ্রা./কেজি) থেকে ২.৫ মি.গ্রা. দিনে ৪ বার পর্যন্ত। ট্রানজিয়েন্ট হাইপোক্সিয়া হলে অক্সিজেন খেরাপি দিতে হবে।

প্রতি নির্দেশনা: প্রিম্যাচিউর লেবার ম্যানেজ করার জন্য সালবিউটামল শ্বাসতন্ত্রের মাধ্যমে ব্যবহার যথাযথ নয়। এর কোন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীলতা থাকলে এটি প্রতিনির্দেশিত।

সাবধানতা: মারাত্মক অথবা আনস্টেবল এ্যাজমার রোগীদের ক্ষেত্রে শ্বাসনালীর প্রসারক একমাত্র বা প্রধান চিকিৎসা হওয়া উচিত নয়। সালটোলিন নেবুলাইজার সলিউশন দিয়ে সময়ে লক্ষণসমূহ থেকে মুক্তির জন্য অন্যান্য শ্বাসনালীর প্রসারক নিতে পারবে, শ্বাসনালীর প্রসারকের ব্যবহার বৃদ্ধি হাঁপানি নিয়ন্ত্রণের অবনতি নির্দেশ করে। এক্ষেত্রে রোগীদের ডাক্তারী পরামর্শ নিতে হবে। খাইরোটিন্সিকোসিস এর রোগীদের ক্ষেত্রে সালবিউটামল সাবধানতার সাথে গ্রহণ করা উচিত। হৃদরোগীরা (যেমন- ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ, এরিথ মিয়া অথবা সিভিয়ার হার্ট ফেইলিউর) সালবিউটামল গ্রহণ করলে যদি বুকে ব্যথা অথবা হৃদরোগের অন্য লক্ষণগুলো দেখা দেয়। তবে ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।

অন্যান্য সিমপ্যাথোমিমেটিক ওষুধ উচ্চ মাত্রায় গ্রহণ করলে সালবিউটামল সতর্কতার সাথে গ্রহণ করা উচিত।

বিটা-২ এগোনিস্ট খেরাপি বিশেষ করে পেরেনটেরাল এবং নেবুলাইজারের মাধ্যমে গ্রহণের সময়

হাইপোক্যালমিয়া হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তীব্র মারাত্মক এ্যাজমার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে। কেননা হাইপোক্সিয়া এবং একই সাথে জেনথিন ডিরাইভেটিভস, স্টেরয়েড এবং ডাইয়োরেটিকস এর ব্যবহারে এর প্রতিক্রিয়া বাড়তে পারে। এক্ষেত্রে সেরাম পটাসিয়াম লেভেল পর্যবেক্ষণ করতে হবে। রোগীদের সঠিকভাবে গ্রহণের নির্দেশনা জানা উচিত এবং সলিউশন অথবা বাষ্প যাতে চোখে প্রবেশ না করে সে ব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিত।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে: গর্ভাবস্থায় শুধুমাত্র ঙ্রণের সম্ভাব্য ক্ষতির তুলনায় মায়ের উপকার বেশি হলেই ওষুধ গ্রহণ করা উচিত। গর্ভাবস্থায় প্রথম ধাপে সালবিউটামল ব্যবহারে নিরাপত্তা বিষয়ে অল্প প্রকাশিত প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু প্রাণীর ক্ষেত্রে উচ্চ মাত্রায় ব্যবহারে ঙ্রণের উপর ক্ষতিকর প্রভাবের প্রমাণ পাওয়া যায়।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:

অন্যান্য শ্বাসতন্ত্রের মাধ্যমে চিকিৎসায় ন্যায়, মাত্রা গ্রহণের পর বুকে শো শো শব্দ বৃদ্ধির সাথে সাথে পেরাডক্সিক্যাল ব্রংকোস্পাস্টিজম হতে পারে। বিকল্প অথবা অন্যকোন দ্রুত কার্যকরী শ্বাসতন্ত্রের মাধ্যমে কার্যকর প্রসারক দ্বারা এর চিকিৎসা করতে হবে।

সরবরাহ: প্রতিটি বাস্তবে রয়েছে ১০টি এ্যাম্পুল রিস্টার প্যাকে।

সেকনিড®

Secnid®

উপাদান : সেকনিডাজল ১০০০ মি.গ্রা. ডিএস ট্যাবলেট এবং ৫০০ মি.গ্রা. সাসপেনশন তৈরীর এ্যানুলস।

নির্দেশনা : আন্ত্রিক অ্যামিবিয় আমাশয়, যকৃতের অ্যামিবিয় প্রদাহ, ট্রাইকোমোনা স ডাভায়াসিস জনিত মূত্রনালী প্রদাহ ও যোনি প্রদাহ এবং জিয়ারডিয়াসিস। মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : প্রাপ্ত বয়স্ক : ২ গ্রাম এর একক মাত্রা। শিশু: ৩০ মি.গ্রা./কেজি (দেহের ওজন অনুসারে) একক মাত্রা। খাদ্য গ্রহণের ঠিক আগে সেবন বাঞ্ছনীয়।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : জ্ঞাত অতিসংবেদনশীলতা, চিকিৎসার সময় রোগীদের এলকোহল গ্রহণ না করার পরামর্শ দেওয়া উচিত যে

সব রোগীর ব্লাড ডিসক্রেসিয়ার ইতিহাস আছে, সেসব রোগীকে সেক্‌নিডাজল সেবনের পরামর্শ প্রদান করা থেকে বিরত থাকা উচিত।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : বমি ভাব, অধি-পাকস্থলিক বেদনা, ধাতব স্বাদ, জিহ্বা প্রদাহ, মুখবিবর প্রদাহ, আর্টিকেরিয়া, মাঝারি ধরনের লিউকোপেনিয়া, যা চিকিৎসা বন্ধ করার সাথে সাথে অন্তর্হিত হয়। বিরল ক্ষেত্রে ঘূর্ণানুভূতি, পেশীর অসমক্রিয়া ও ক্রিয়াজনিত অসমন্বয়, পেরোস্বেশিয়া, প্রান্তিক স্নায়ু রোগ।

অন্য গুণুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : ডাইসালফিরাম, ওয়ারফেরিন।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভধারণকালে প্রথম তিন মাস এবং স্তন্যদানকালীন সময়ের মধ্যে সেবন করা উচিত নয়।

সরবরাহ :

সেক্‌নিড® ডিএস ট্যাবলেট : ৫ X ২ টি। সেক্‌নিড® ৫০০ মি.গ্রা. সাসপেনশন : ৫০০ মি.গ্রা. সাসপেনশন তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় থ্যানুলস্।

সেকরিন®

Secrin®

উপাদান : গ্লাইমিপিরিড ১, ২, ৩ এবং ৪ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : টাইপ-২ ডায়াবেটিস মেলিটাস।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : দৈনিক ১ মি.গ্রা. একবার। প্রয়োজনবোধে মাত্রা বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : টাইপ-১ ডায়াবেটিক রোগীদের ক্ষেত্রে এবং ডায়াবেটিক প্রি কমা অথবা কমা-এর ক্ষেত্রে উপযোগী নয়। অন্যান্য সালফোনাইল ইউরিয়া, সালফোনামাইড এবং গ্লাইমিপিরিডের প্রতি সংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত নয়।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : হাইপোগ্লাইসেমিয়া, ক্ষণস্থায়ী দৃষ্টি শক্তির সমস্যা, বমি বমি ভাব, বমি, ডায়রিয়া, পেটে ব্যথা, আর্টিকেরিয়া, রক্তচাপ কমে যাওয়া।

অন্য গুণুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : অন্য হাইপোগ্লাইসেমিক গুণুধ, এসিই ইনহিবিটর, এলোপুর্নিল, এনাবলিক স্টেরয়েড এবং পুরুষ যৌন হরমোন, ক্লোরামফেনিকল, ফ্লুঅক্সেটিন, মনো এম্যাইন অক্সিডেজ ইনহিবিটর, মাইকোনাজল, প্যারাএম্যাইনো স্যালিসাইলিক এসিড, ফিনাইলবিউটাজন, অক্সিবিউটাজন, কুইনোলোনস,

স্যালিসাইলেট, সালফোনামাইড, স্ট্রোসাইক্লিন, বিটাল্কারস্, এসিটাজোলামাইড, বারবিচুরেট, কার্টিকোস্টেরয়েড, ডায়াজোলাইড, ডাইয়ুরেটিক, এপিনেফ্রিন ও অন্যান্য সিমপ্যাথোমাইমেটিক গুণুধ, ল্যাক্সেটিভ, ইন্স্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরন, ফেনোথায়াজিন, ফেনাইটোইন, রিফামপিসিন, খাইরয়েড হরমোন।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার করা উচিত নয়।

সরবরাহ :

সেকরিন® ১ ট্যাবলেট : ২ X ১৫ টি। সেকরিন® ২ ট্যাবলেট : ২ X ১৫ টি। সেকরিন® ৩ ট্যাবলেট : ২ X ১৫ টি। সেকরিন® ৪ ট্যাবলেট : ৩ X ১০ টি

সেডিল®

Sedil®

উপাদান : ডায়াজিপাম ৫ মি.গ্রা. ট্যাবলেট এবং ১০ মি.গ্রা./২ মি.লি. ইঞ্জেকশন।

নির্দেশনা : প্রধানত উদ্ভিন্ন অবস্থার চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত হয়, যা বিভিন্ন কারণে হতে পারে- যেমন অস্থায়ী কিন্তু তীব্র বা দীর্ঘস্থায়ী মানসিক চাপ, দীর্ঘ চিকিৎসা জনিত সমস্যা, জটিল ব্যথা যা সাধারণত বিষণ্ণতার কারণে হয়। অস্ত্রোপচারের পূর্বে রোগীদের মানসিক উদ্ভিন্নতা ও উত্তেজনা উপশমেও ব্যবহৃত হয়।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : ১৫-৩০ মি.গ্রা. দৈনিক বিভক্ত মাত্রায় সেব্য। মৃদু মানসিক উত্তেজনায় ৫ মি.গ্রা. ট্যাবলেট দিনে দুইবার সেব্য।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : অতি সংবেদনশীলদের, পোরফাইরিয়া অথবা পারিবারিক পোরফাইরিয়ার ইতিহাস থাকলে ব্যবহার অনুচিত।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : খুব কম এবং মৃদু। সাধারণত ঘুম ঘুম ভাব, মাথা হালকা বোধ হওয়া, অ্যাটাক্সিয়া, মাথা ঘোরা, মুখে শুষ্কতা, অমনোযোগিতা, রক্তচাপ কমে যাওয়া, চোখ এবং পরিপাকতন্ত্রের অসুবিধা দেখা দিতে পারে। দীর্ঘদিন চিকিৎসায় যৌন ক্ষমতা কমে যেতে পারে।

অন্য গুণুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : যদি কেন্দ্রীয় ভাবে কার্যকরী অন্যান্য গুণুধ যেমন- নিউরোলেপটিকস্, ট্রান্স্কুলাইজার, বিষণ্ণতা রোধকারী, সম্মোহক, ব্যথা নিবারণকারী, অবশকারী ইত্যাদির সাথে দেয়া হয়

তবে এর (কার্যকারিতা) পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া তীব্র হতে পারে।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভধারণের প্রথম তিন মাস এবং স্তন্যদানকারী মায়েদের ডায়াজিপাম এড়িয়ে চলা উচিত।

সরবরাহ :

সেডিল® ট্যাবলেট : ২৫ X ২০ টি।

সেডিল® ইঞ্জেকশন : ২ X ৫ টি।

সেডনো®

Sedno®

উপাদান : ডেসলোরটাডিন ৫ মি.গ্রা. ট্যাবলেট এবং ২.৫ মি.গ্রা./৫ মি.লি. সিরাপ।

নির্দেশনা : এলাজিজনিভ রাইনাইটিস, ক্রনিক ইডিওপ্যাথিক আর্টিকারিয়া।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : প্রাপ্ত বয়স্ক এবং ১২ বছরের উর্ধ্ব: ট্যাবলেট : একটি সেডনো® ৫ মি.গ্রা. দিনে একবার। সিরাপ : ১০ মি.লি. (২ চা-চামচ) দিনে একবার। ৬-১১ বছর বয়সের শিশুদের জন্য : ট্যাবলেট: ২.৫ মি.গ্রা. (৫ মি.গ্রা. ট্যাবলেটের অর্ধেক) দিনে একবার। সিরাপ : ৫ মি.লি. (১ চা-চামচ) দিনে একবার। ১-৫ বছর বয়সের শিশুদের জন্য : সিরাপ : ২.৫ মি.লি. (অর্ধেক চা-চামচ) দিনে একবার। ৬-১১ মাস বয়সের শিশুদের জন্য সিরাপ ২ মি.লি. (১ মি.গ্রা.) দিনে একবার অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : এই ওষুধ বা এর যে কোন একটি উপাদান অথবা লোরটাডিনের প্রতি অতিসংবেদী যারা তাদের জন্য প্রতিনির্দেশিত।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : সাধারণত সুসহনীয়। তারপরও মুখ শুকিয়ে যাওয়া, অবসাদ, মাংস পেশীতে ব্যথা, মাথা ব্যথা, মাথা বিম বিম করা, বমি বমি ভাব, বদহজম ইত্যাদি হতে পারে।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : ক্লিনিক্যাল পরীক্ষায় অন্য ওষুধের সাথে তেমন কোন ক্ষতিকর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়নি।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভকালীন সময়ে কেবলমাত্র সুনির্দিষ্টভাবে প্রয়োজন হলে ব্যবহার করা উচিত।

সরবরাহ :

সেডনো® ট্যাবলেট : ১০ X ১০ টি। সেডনো® সিরাপ : ৬০ মি.লি.।

সারভিন®

Servin®

উপাদান : ফেরাস সালফেট ১৫০ মি.গ্রা., ফলিক এসিড ০.৫ মি.গ্রা., থায়ামিন মনোহাইড্রেট ২ মি.গ্রা., রিবোফ্লাভিন ২ মি.গ্রা., নিকোটিনামাইড ১০ মি.গ্রা., পাইরিডক্সিন হাইড্রোক্লোরাইড ১ মি.গ্রা. এবং এসকরবিক এসিড ৫০ মি.গ্রা./ক্যাপসুল।

নির্দেশনা : আয়রণ, ফলিক এসিড, ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স এবং ভিটামিন-সি এর ঘাটতি পূরণে অথ বা অভাবজনিত সমস্যার চিকিৎসায়, বিশেষ করে গর্ভাবস্থায় এবং স্তন্যদানকালে নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : দৈনিক ১টি ক্যাপসুল।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : জ্ঞাত অতিসংবেদনশীলতায় ওষুধটি প্রতিনির্দেশিত। হিমোক্রোম্যাটোসিস, হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া অথ বা রেড সেল অ্যাপাসিয়ার রোগীদের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা নিতে হবে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : সাধারণত সুসহনীয়। তবে কিছু অ্যালার্জিক প্রতিক্রিয়া ঘটতে পারে।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : তেমন কোন প্রতিক্রিয়ার তথ্য পাওয়া যায় নাই।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : অনুমোদিত।

সরবরাহ :

সারভিন® : ১০ X ১০ টি।

সিমা কর®

Simacor®

উপাদান : সিমভাসটেটিন ১০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : প্রাথমিক উচ্চ কোলেস্টেরল মাত্রার রোগী যারা খাদ্য এবং অন্যান্য কার্যকর প্রক্রিয়ায় কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়েছেন।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : দিনে একবার ১০ মি.গ্রা., যা রাতে সেবন করতে হয়।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : অতিসংবেদনশীলতা, যকৃতের জটিলতা অথবা ব্যাখ্যাতিত নিয়মিত সিরাম ট্রান্সঅ্যামাইনেজের বৃদ্ধি, স্তন্য দারণে সক্ষম মহিলারা যারা গর্ভনিরোধকের সাহায্যে পর্যাপ্ত

সতর্কতা গ্রহণ করেন না।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : সিমভাসটেটিন সাধারণত সুসহনীয়। মাথা ব্যথা, অবশভাব, নিদ্রাহীনতা, পরিপাকতন্ত্রের সমস্যা যেমন- বমি ভাব, কোষ্ঠকাঠিন্য বা ডায়রিয়া, বায়ু নির্গমন, অস্ট্রীয় পেশী সংকোচন ইত্যাদি লক্ষ্য করা গেছে। জন্ডিস, পেনক্রিয়াটাইটিস, ফুসকুড়ি, অ্যানজিওইডেমা, রেনাল ফেইলিওর ইত্যাদিও লক্ষ্য করা গেছে।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : ডিগক্লিন, কোমারিন উপাদান সমূহ।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার করা উচিত নয়।

সরবরাহ :

সিমােকর[®] ট্যাবলেট : ৩ X ১০ টি।

সোন্যাপ[®]

Sonap[®]

উপাদান : ন্যাথ্রোঅক্সেন ২৫০ ও ৫০০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট, ৫০০ মি.গ্রা. সাপোজিটরী এবং ১০০ মি.গ্রা./গ্রাম জেল।

নির্দেশনা : বাতজনিত রোগ যেমন তীব্র বাত ও দীর্ঘস্থায়ী বাত এর চিকিৎসায় নির্দেশিত। এছাড়াও এটি অস্থি সংশ্লিষ্ট ব্যথা, এনকাইলোজিং স্পনডেলাইটিস, জুভেনাইল রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস, বারসাইটিস, পেশীর প্রদাহ, মাইগ্রেনের ব্যথা ও ডিসমেনোরিয়ায় নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : ট্যাবলেট এবং সাপোজিটরী : রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস, অস্টিও-আর্থ্রাইটিস ও এনকাইলোজিং স্পনডেলাইটিস : ২৫০ থেকে ৫০০ মি.গ্রা. করে দিনে দুইবার যা অল্প কয়েকদিনের জন্য ১.৫ গ্রাম পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে। সাধারণ থেকে মাঝারি ব্যথা, ডিসমেনোরিয়া, তীব্র টেনডাইনিটিস ও বারসাইটিস : ৫০০ মি.গ্রা. প্রাথমিকভাবে এরপর ২৫০ মি.গ্রা. ৬-৮ ঘণ্টা পরপর প্রয়োজন অনুসারে, তবে প্রতিদিন ১.৩৭৫ গ্রাম মাত্রা সেবন করা উচিত নয়। তীব্র বাত: প্রাথমিকভাবে ৭৫০ মি.গ্রা., এরপর ২৫০ মি.গ্রা. প্রতি ৮ ঘণ্টা পরপর যতক্ষণ উপসর্গ পরিলক্ষিত হয়। জুভেনাইল আর্থ্রাইটিস (পাঁচ বছরের উর্ধ্ব শিশুদের ক্ষেত্রে) : প্রতি কেজি ওজনের জন্য ১০ মি.গ্রা. করে প্রতিদিন দুই বিভক্ত মাত্রায় নির্দেশিত। জেল : প্রয়োজন অনুযায়ী দিনে ২ থেকে ৬ বার।

শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : যকৃত, হৃৎপিণ্ড ও মূত্রতন্ত্রের সমস্যা, যাদের রক্ত জমাট সংক্রান্ত সমস্যা, আন্ত্রিক আলসার রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে সাবধানতার সাথে ব্যবহার করতে হবে। এসপির্নিন বা অন্যান্য ননস্টেরয়েডাল প্রদাহরোধী ওষুধের প্রতি সংবেদনশীলতা, বিশেষভাবে যেসব রোগীর এ সকল ওষুধ ব্যবহারের ফলে হাঁপানী, আর্টিকেরিয়া, রাইনাইটিস্, এনজিওইডিমা ইত্যাদি পরিলক্ষিত হয়, সে সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না। ১২ বছরের চেয়ে কম বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে ন্যাথ্রোঅক্সেন সাপোজিটরী ব্যবহার করা যাবে না। যেসব রোগীর মলদ্বার ও পায়ুপথে প্রদাহজনিত ক্ষত বিদ্যমান কিংবা যেসব রোগীর মলদ্বার দিয়ে রক্তক্ষরণ হয় তাদের ক্ষেত্রে ন্যাথ্রোঅক্সেন সাপোজিটরী ব্যবহার করা যাবে না।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : বমি ভাব, ডায়রিয়া ও আন্ত্রিক আলসার। শ্বাসকষ্ট, এনজিওইডিমা, চাকা চাকা দাগ হওয়া, ঝাঁমুনি, মাথা ব্যথা, মাথা ঘোরা, টিনিটাস, আলোর প্রতি সংবেদনশীলতা, জন্ডিস, মূত্র তন্ত্রের সমস্যা, থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া দেখা দিতে পারে। অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : এসিই ইনহিবিটর, কুমারিন জাতীয় এন্টিকোয়াগুলেট, সালফোনাইল ইউরিয়া, প্রোথানলল, বিটা ব্লকার, মিথোট্রেসেট ও প্রোবেনেসিড।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত নয়। স্তন্যদানকারী মায়েদের জন্য এটি নির্দেশিত নয়।

সরবরাহ :

সোন্যাপ[®] ২৫০ ট্যাবলেট : ৫ X ১০ টি। সোন্যাপ[®] ৫০০ ট্যাবলেট : ৫ X ৬ টি। সোন্যাপ[®] ৫০০ সাপোজিটরী : ২ X ৫ টি। সোন্যাপ[®] ১০% জেল : ১৫ গ্রাম।

স্পেকব্যাকTM

SpecbacTM

উপাদান : মেরোপেনেম ৫০০ মি.গ্রা. এবং ১ গ্রাম আইডি ইঞ্জেকশন।

নির্দেশনা : নিউমোনিয়া, নসোকোমিয়াল নিউমোনিয়া, মূত্রনালীর সংক্রমণ, গাইনোকোলজিক্যাল সংক্রমণ, ত্বক ও ত্বকের কাঠামোর সংক্রমণ, মেনিনজাইটিস,

সেপ্টিসেমিয়া, ফেব্রাইল নিউট্রোপেনিয়া এবং অন্যান্য পলিমাইক্রোবিয়াল সংক্রমন।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : প্রাণ বয়স্ক : ৫০০ মি.গ্রা.-২ গ্রাম প্রতি ৮ ঘন্টা অন্তর। শিশু : ৩ মাস-১২ বছর: ১০-২০ মি.গ্রা./কেজি প্রতি ৮ ঘন্টা অন্তর। শিশুর ওজন ৫০ কেজির উর্ধ্বে হলে প্রাণ বয়স্কদের মাত্রা প্রযোজ্য।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : এর প্রতি অতিসংবেদনশীলতা।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : প্রদাহ, প্রমোফেবাইটিস, ইঞ্জেকশন স্থানে ব্যথা, ফুসকুড়ি, চুলকানি, আর্টিকারিয়া, পেটে ব্যথা, বমি ভাব, বমি, ডায়রিয়া, মাথা ব্যথা, প্যারোস্লেসিয়া।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : প্রত্যাশিত সুফলের মাত্রা, স্রণের কিংবা শিশুর ক্ষতির সম্ভাবনা থেকে বেশী প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত না হলে গর্ভাবস্থায় অথবা স্তন্যদানকালে ব্যবহার করা উচিত নয়।

অন্য ঔষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : এবাকাভির, ল্যামিভুডিন, জিডোভুডিন, বোন-ম্যুরো সাপ্রেসিভ অথ বা সাইটোটক্সিক এজেন্টস, স্টাভুডিন, ডক্সোরবিবিন, রিবাভিরিন।

সরবরাহ :

স্পেকব্যাক™ ৫০০ মি.গ্রা. আইভি ইঞ্জেকশন : ১ ভায়াল (৫০০ মি.গ্রা. মেরোপেনেম) + ১০ মি.লি. ওয়াটার ফর ইঞ্জেকশন + ১০ মি.লি. ডিসপোসেবল সিরিঞ্জ + ১ টি বাটার ফ্লাই সুঁচ।

স্পেকব্যাক™ ১ গ্রাম আইভি ইঞ্জেকশন : ১ ভায়াল (১ গ্রাম মেরোপেনেম) + ২০ মি.লি. ওয়াটার ফর ইঞ্জেকশন + ২০ মি.লি. ডিসপোসেবল সিরিঞ্জ + ১ টি বাটার ফ্লাই সুঁচ।

স্পেন্ডোরাম™ Splendoram™

উপাদান: স্পেন্ডোরাম™ ২% : প্রতি মি.লি. সলিউশনে আছে মিনোসিক্লিডিল বিপি ২০ মি.গ্রা.।

স্পেন্ডোরাম™ ৫% : প্রতি মি.লি. সলিউশনে আছে মিনোসিক্লিডিল বিপি ৫০ মি.গ্রা.।

নির্দেশনা : স্পেন্ডোরাম™ সাধারণত: ১৮ থেকে ৬৫ বছর বয়সী পুরুষ ও মহিলাদের অ্যালোপেসিয়া অ্যান্ড্রোজেনেটিকা (চুল পড়া) রোধে নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি: স্পেন্ডোরাম™ শুধুমাত্র বাহ্যিক

ব্যবহারের জন্য। চুল সম্পূর্ণ পরিষ্কার ও শুকানো অবস্থায় স্পেন্ডোরাম™ ব্যবহার করতে হবে। ১২ ঘন্টা অন্তর প্রতিদিন ২ বার ১ মি.লি. (৭ টি স্প্রে) করে সরাসরি মাথার ত্বকে ব্যবহার করতে হবে। প্রথমে চুল হারানো অংশের মাঝখানে, তারপর ধীরে ধীরে চারপাশে ছড়িয়ে দিতে হবে। প্রতিদিন ২ মি.লি. এর বেশি ব্যবহার করা উচিত নয়।

কাজিত ফলাফলের জন্য স্পেন্ডোরাম™ ব্যবহারের ৪ ঘন্টা পর চুল ধুয়ে ফেলতে হবে। রাত্রিকালীন প্রয়োগের ক্ষেত্রে ঘুমাতে যাওয়ার ২ থেকে ৪ ঘন্টা আগে স্পেন্ডোরাম™ ব্যবহার করতে হবে যেন এই সময়ের মধ্যে সলিউশনটি সম্পূর্ণভাবে শুকিয়ে যায়। স্পেন্ডোরাম™ মাথায় ম্যাসেজ করা যাবে না এবং ধীরে ধীরে প্রয়োগ করতে হবে। চুল দ্রুত শুকানোর জন্য হেয়ার ড্রায়ার ব্যবহার করা উচিত নয়, এতে ঔষুধের কার্যকারিতা হ্রাস পেতে পারে। স্পেন্ডোরাম™ মাথায় ব্যবহার্য অন্য কোন তেলের সাথে মিশিয়ে ব্যবহার করা যাবে না। কোন ধরণের বিরূপ প্রতিক্রিয়া ও শরীরের অন্য অংশে অনাকাঙ্ক্ষিত চুলের উপস্থিতি পরিহার করতে দিনে ২ বারের বেশি ব্যবহার করা উচিত নয়। বার বার ব্যবহার অথবা দীর্ঘ সময় ধরে ব্যবহার করলেই ভাল ফল পাওয়া যায় না। স্পেন্ডোরাম™ এর দৈনিক কোন মাত্রা ব্যবহার করতে ভুলে গেলে পরবর্তী মাত্রা থেকে ব্যবহার করতে হবে। ভুলে যাওয়া মাত্রা পুনরায় প্রয়োগের প্রয়োজন নেই।

আঙ্গুল দিয়ে স্পেন্ডোরাম™ ব্যবহার করলে ব্যবহারের পর ভালভাবে হাত ধুয়ে ফেলতে হবে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে কাজিত ফলাফল পাওয়ার জন্য ৪ মাস সময় লাগতে পারে, চুল পড়া বন্ধ করতে ৪৫ দিন স্পেন্ডোরাম™ ব্যবহার করা উচিত। চুল পড়ার তীব্রতা অথবা টাকের ধরণ ও ব্যাপ্তি অনুযায়ী স্পেন্ডোরাম™ টপিক্যাল সলিউশনের মাত্রা বেছে নিতে হবে।

প্রতিনির্দেশনা:

- যেসব রোগীর হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া অস্বাভাবিক
 - ১৮ বছরের কম বয়সী শিশুদের বেড়ে
 - মাথার উপরিভাগে অন্য কোন ঔষুধ ব্যবহার করলে
 - মাথার উপরিভাগ লাল, জ্বালাপোড়া সহ প্রদাহ অথবা ব্যথা অনুভূত হলে
- পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** মিনোসিক্লিডিল ব্যবহারের ফলে কদাচিৎ ত্বকীয় প্রভাব পড়তে পারে। হঠাৎ অল্প চুলকানি দেখা দিতে পারে এবং এর হার শতকরা ০.১-৫ ভাগ।

সতর্কতা: মিনোক্সিডিল ব্যবহার করলে মাথায় চুলকানি দেখা দিতে পারে। চুলকানির মাত্রা তীব্রতর হলে মিনোক্সিডিল ব্যবহার বন্ধ করতে হবে।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: ট্রেটিনইন অথবা ডাইথ্রানল এর সাথে ব্যবহার করা যাবে না, এর ফলে মিনোক্সিডিল শোষণের মাত্রা বেড়ে যেতে পারে।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালীন সময়ে মিনোক্সিডিল ব্যবহার করা উচিত নয়।

সরবরাহ: স্পেনডোরামTM ২%: প্রতিটি কনটেইনারে আছে ৬০ মি.লি. সলিউশন।

স্পেনডোরামTM ৫%: প্রতিটি কনটেইনারে আছে ৬০ মি.লি. সলিউশন।

এসকিউ-মাইসেটিন[®] চোখ/কানের ড্রপস SQ-Mycetin[®] Eye/Ear Drops

উপাদান : ক্লোরামফেনিকল ০.৫% চোখ ও কানের ড্রপস।

নির্দেশনা : কনজাংটিভা ও কর্ণিয়ায় রোগের সংক্রমণে নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : চোখের সংক্রমণে : ২ ফোঁটা করে ১ ঘন্টা পর পর উপসর্গ উপশম না হওয়া পর্যন্ত অথবা রোগের তীব্রতা অনুসারে দিনে ৪ বার দেওয়া যেতে পারে। কানের সংক্রমণে : ২-৩ ফোঁটা দিনে ৩-৪ বার দিতে হবে।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : ক্লোরামফেনিকলের প্রতি অতি সংবেদনশীল অথবা এর প্রতি বিষক্রিয়া দেখা দিয়ে থাকলে ব্যবহার করা উচিত নয়। দীর্ঘমেয়াদী চোখে ব্যবহারের ফলে বাড ডিসক্রেসিয়া (গ্র্যানিউলো-সাইটোপেনিয়া, প্রোথ্রম্বোসাইটোপেনিয়া এবং রক্তশূন্যতা) হতে পারে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহারে অস্থিমজ্জার বৃদ্ধি ব্যাহত হতে পারে। শিশুদের অপটিক এট্রফি, চোখে জ্বালা পোড়া করা, ডারমাটাইটিস, প্রদাহ এবং এনজিওইডিমা দেখা দিতে পারে।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : একই সাথে কাইমোট্রিপটিন প্রয়োগ করা হলে কার্যকারিতা ব্যাহত হতে পারে।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভাবস্থায় এবং

স্তন্যদানকালে চিকিৎসকের মতে একমাত্র প্রয়োজনীয় হলেই ব্যবহার করা উচিত।

সরবরাহ :

এসকিউ-মাইসেটিন[®] চোখ/কানের ড্রপস : ১০ মি.লি.।

স্কয়ার জিংক[®] Square Zinc[®]

উপাদান : স্কয়ার জিংক[®] প্রতিটি ডিসপারসিবল ট্যাবলেট-এ আছে জিংক সালফেট মনোহাইড্রেট ইউএসপিট যা ২০ মি.গ্রা. জিংক এর সমতুল্য।

নির্দেশনা : ডায়রিয়া চিকিৎসায়, বিশেষ করে ২ মাস থেকে ৫ বছরের শিশুদের ক্ষেত্রে স্কয়ার জিংক[®] (জিংক সালফেট মনোহাইড্রেট ইউএসপি) যুদপৎভাবে ওর্যাল রিহাইড্রেশন সল্টস (ORS) এর সাথে ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া স্কয়ার জিংক[®] (জিংক সালফেট মনোহাইড্রেট ইউএসপি) জিংকের ঘাটতিজনিত অন্যান্য সমস্যা যেমন-ক্ষুধা, তীব্র বৃদ্ধিহ্রাস, বিকৃত হাড় তৈরী, দুর্বল ইমিউনোলোজিক্যাল সাড়া, পুনঃসংঘটনশীল শ্বসনালী সংক্রমণ, এ্যাকরোডার্মাইটিস এ্যাক্টেরোপ্যাথিকা, প্যারাকেরোটিক ত্বকের ক্ষত, অপূর্ণ এবং বিলম্বিত ক্ষতের আরোগ্য, রক্ত শ্বেতা, রাতকানা, মানসিক অশান্তি-এ নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : ডায়রিয়া চিকিৎসায় : ডায়রিয়া শুরু পর যত দ্রুত সম্ভব জিংক সেবন করা উচিত। ২ থেকে ৬ মাসে শিশু : দৈনিক ১০ মি.গ্রা. জিংক করে ১০-১৪ দিন।

৬ মাস থেকে ৫ বছরের শিশু : দৈনিক ২০ মি.গ্রা. জিংক করে ১০-১৪ দিন।

অন্যান্য নির্দেশনায় : শিশুদের ক্ষেত্রে অনুমোদিত মাত্রা হচ্ছে দৈনিক ২-২.৫ মি.গ্রা./কেজি দৈনিক ওজন হিসাবে।

১০ কেজির নিচের শিশুদের ক্ষেত্রে: ১০ মি.গ্রা. জিংক দৈনিক ২ বার।

১০ কেজি থেকে ৩০ কেজি পর্যন্ত শিশুদের জন্য : ২০ মি.গ্রা. জিংক দৈনিক ১-৩ বার।

প্রাপ্ত বয়স্ক এবং ৩০ কেজি-এর উর্দে শিশুদের জন্য : ৪০ মি.গ্রা. জিংক দৈনিক ১-৩ বার।

প্রতি নির্দেশনা : জিংক এর প্রতি অতিসংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :

পেনিসিলামিন এর সাথে একত্রে জিংক লবণ ব্যবহার করলে পেনিসিলামিন-এর কার্যক্ষমতা কমে যেতে পারে।

অন্য ওষুধের সাথে পতিক্রিয়া : একত্রে টেট্রাসাইক্লিন এর সাথে প্রদান করলে জিংক, টেট্রাসাইক্লিন এর বিশেষণে বাধা দেয়। উভয়ের প্রদানের সময়ের মধ্যে ন্যূনতম তিন ঘন্টা বিরতি দিতে হবে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : সাধারণত সুসহনীয়।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : একত্রে টেট্রাসাইক্লিন এর সাথে প্রদান করলে জিংক, টেট্রাসাইক্লিন এর বিশেষণে বাধা দেয়। উভয়ের প্রদানের সময়ের মধ্যে ন্যূনতম তিন ঘন্টা বিরতি দিতে হবে।

সরবরাহ :

স্ফায়ার জিংক[®] ট্যাবলেট : ৩ X ১০ টি।

স্ট্রনেল[®]

Stronel[®]

উপাদান: প্রতিটি স্যাশেতে আছে ২ গ্রাম স্ট্রনসিয়াম র্যান্লেট আইএনএন।

সেবনবিধি: স্ট্রনেল[®] মুখে খাওয়ার জন্য এর ডোজ হচ্ছে- দিনে ২ গ্রামের একটি স্যাশে, শোয়ার আগে সাধারণত এটি সেবন করতে বলা হয়। যদি আপনি ইচ্ছে করেন তবে স্ট্রনেল সেবনের সাথে সাথেই ঘুমাতে যেতে পারেন।

স্যাশে থেকে দানাগুলো একগ্লাস পানিতে নিয়ে সাসপেনশন তৈরী করতে হবে। (নিম্নে নির্দেশিত)। স্ট্রনেল[®] দুধ কিংবা দুগ্ধজাতীয় খাবারের সাথে মিশে প্রতিক্রিয়া করতে পারে। তাই এটি গুরুত্বপূর্ণ যে, ঠিকভাবে কাজ করার জন্য স্ট্রনেলকে শুধু মাত্র পানিতে মেশাতে হবে।

স্যাশে থেকে দানাগুলো খালি গ্লাসে ঢালুন।

পানি যোগ করুন।

যতক্ষণ পর্যন্ত দানাগুলো সমানভাবে মিশে না যায় ততক্ষণ নাড়াতে থাকুন।

তৈরীর পর সরাসরি পান করুন। যদি তৈরীকৃত পুরো ওষুধটি সরাসরি পান করতে না পারেন, তবে পরবর্তীতে পান করার পূর্বে মিশ্রনটি ভালভাবে নাড়িয়ে নিবেন। ২৪ ঘন্টার বেশী পান না করে রেখে দিবেন না।

আপনার চিকিৎসক আপনাকে স্ট্রনেল এর সাথে সাথে সরাসরি ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন ডি গ্রহণ করতে

বলতে পারেন। সেক্ষেত্রে ক্যালসিয়াম সাপিমেন্ট কখনোই স্ট্রনেল এর সাথে একসাথে শোবার পূর্বে সেবন করবেন না।

গর্ভাবতী মায়েদের ক্ষেত্রে: স্ট্রনেল[®] শুধুমাত্র পোস্ট মেনোপোজাল মহিলাদের জন্য প্রযোজ্য। তারপরেও গর্ভাবস্থায় স্ট্রনেল[®] সেবন উচিত নয়। যদি ভুলক্রমে সেবন করা হয় তবে তৎক্ষণাত তা বন্ধ করে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া উচিত।

স্তন্যদায়ী মায়েদের ক্ষেত্রে: স্ট্রনেল[®] শুধুমাত্র পোস্ট মেনোপোজাল মহিলাদের জন্য প্রযোজ্য। তারপরেও স্তন্যদায়ী মায়েদের স্ট্রনেল সেবন উচিত নয়। যদি ভুলক্রমে সেবন করা হয় তবে তৎক্ষণাত তা বন্ধ করে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া উচিত।

সম্ভাব্য পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া: সকল ওষুধের মত স্ট্রনেল[®] ও কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার কারণ হতে পারে। যদিও সকলের ক্ষেত্রে এগুলো প্রযোজ্য নয়। তবে সবচেয়ে সাধারণ যে প্রতিক্রিয়াগুলো দেখা যায় সেগুলো হচ্ছে বমি বমি ভাব, ডায়রিয়া, মাথাব্যথা এবং চামড়ায় জ্বলুনি, এইসব প্রতিক্রিয়াগুলো মৃদু এবং এগুলোর কারণে রোগীকে চিকিৎসা বন্ধ করতে হয় না।

অন্যান্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: যদি আপনি কোন ওষুধ সেবনরত আছেন অথবা সম্প্রতি সেবন করছেন (প্রেসক্রিপশনবিহীন ওষুধ এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত) তবে অনুগ্রহপূর্বক আপনার চিকিৎসককে তা অবহিত করুন।

যদি আপনি ক্যালসিয়াম জাতীয় ওষুধ নিয়ে থাকেন তবে অবশ্যই তা স্ট্রনেল[®] সেবনের কমপক্ষে ২ ঘন্টা পরে সেবন করবেন।

যদি আপনি এন্টাসিড জাতীয় ওষুধ নিয়ে থাকেন তবে অবশ্যই তা স্ট্রনেল[®] সেবনের ২ ঘন্টা পরে সেবন করবেন। যদি এটি সম্ভব না হয়, তবে একই সাথে দুটো ওষুধ নেয়া যাবে।

যদি আপনি টেট্রাসাইক্লিন অথবা কুইনোলন জাতীয় ওষুধ গ্রহণ করেন তবে অবশ্যই স্ট্রনেল[®] সেবন বন্ধ রাখতে হবে। আপনি এই জাতীয় এন্টিবায়োটিক শেষ করার পরে আবার স্ট্রনেল[®] সেবন করতে পারবেন।

সরবরাহ

স্ট্রনেল[®] ওরাল সাসপেনশনের গ্রানিউলস: প্রতি বাক্সে আছে ৭টি স্যাশে।

সালপ্রেস্ক[®] ইনহেলার Sulprex[®] inhaler

উপাদান : ইপ্রাত্রোপিয়াম + সালবিউটামল। প্রতিপাফ ২০ মাইক্রোগ্রাম ইপ্রাত্রোপিয়াম ব্রোমাইড এবং ১০০ মাইক্রোগ্রাম সালবিউটামল।

নির্দেশনা : সালপ্রেস্ক ইনহেলেশন ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারী ডিজিস (সিওপিডি) ও অ্যাজমার রোগীদের জন্য নির্দেশিত।

মাত্রা ও সেবনবিধি : সালপ্রেস্ক ইনহেলেশন এ্যারোসল দুইবার করে ইনহেলেশন নিতে হবে প্রতিদিন চার বার। যদি প্রয়োজন হয় রোগী অতিরিক্ত ইনহেলেশন নিতে পারেন, কিন্তু ২৪ ঘন্টায় ১২ ইনহেলেশনের বেশী নেয়া যাবে না।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : সয়া লিসিথিন অথবা এর সাথে সম্পর্কিত খাদ্যপণ্য যেমন সয়াবিন এবং চীনাবাদাম এর প্রতি স্পর্শকাতরতার ইতিহাস আছে এমন রোগীদের প্রতি এটি প্রতিনির্দেশিত।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : ইডিমা, মোটা হয়ে যাওয়া, উচ্চ রক্তচাপ, মাথাগোরা, অনিদ্রা, ডায়রিয়া, মুখে শুষ্কতা, বমি বমিভাব, ইত্যাদি।

সরবরাহ :

সালপ্রেস্ক[®] ইনহেলার : ২০০ পাফ।

সালপ্রেস্ক[™] নেবুলাইজার সলিউশন

Sulprex[™] Nebuliser Solution

উপাদান : সালপ্রেস্ক[™] নেবুলাইজার সলিউশন: প্রতিটি ২.৫ মি.লি. নেবুলাইজার সলিউশনের ২.৫ মি.লি. নেবুলাইজার সলিউশন অ্যাম্পুলে আছে ইপ্রাত্রোপিয়াম ব্রোমাইড মনোহাইড্রেট বিপি এবং সালবিউটামল সালফেট বিপি যা ইপ্রাত্রোপিয়াম ব্রোমাইড ৫০০ মাইক্রোগ্রাম এবং সালবিউটামল ২.৫ মি.গ্রা.।

নির্দেশনা: যেসব রোগী ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারী ডিজিজ-এ ভুগছেন তাদের শ্বাসনালীর সংকোচন এর চিকিৎসায়।

মাত্রা ও সেবনবিধি: সালপ্রেস্ক[™] নেবুলাইজার সলিউশন নেবুলাইজার অথবা ইন্টারমিটেন্ট পজিটিভ প্রেসার ভেন্টিলেটরের মাধ্যমে দেয়া যেতে পারে।

প্রাণ্ড বয়স্ক (বৃদ্ধসহ ১২ বছরের বেশি বয়সী শিশু) :

১টি অ্যাম্পুল দিনে ৩ অথবা ৪ বার।

প্রতিনির্দেশনা: হাইপারট্রপিক অবস্ট্রাক্টিভ কার্ডিও মায়োপ্যাথি অথবা টেকিএরিথমিয়া আছে এমন রোগীদের ক্ষেত্রে এবং ইপ্রাত্রোপিয়াম ব্রোমাইড, সালবিউটামল সালফেট অথবা এট্রোপিন অথবা এর অন্যান্য ডিরাইভেটিভস এর প্রতি অতিসংবেদনশীল রোগীদের প্রতি প্রতিনির্দেশিত।

সাবধানতা: এটি গ্রহণের পর আর্টিকেরিয়া, এনজিওইডিমা, ফুসকুড়ি, শ্বাসনালীর সংকোচন এবং ওরোফারিঞ্জিয়াল ইডিমা হতে পারে। ইপ্রাত্রোপিয়াম ব্রোমাইড চোখের সংস্পর্শে আসলে দূর্লভ ক্ষেত্রে ওকিওলার কম্পিকেশন (মাইড্রিয়াসিস, বারিং অব ডিশন, সরু কৌনিক গ্লুকোমা এবং চোখে ব্যথা) দেখা দিতে পারে। সালপ্রেস্ক[™] নেবুলাইজার সলিউশন ব্যবহারের সঠিক নিয়মাবলী রোগীকে জানাতে হবে এবং সলিউশন অথবা কণা যাতে চোখে না পড়ে সে ব্যাপারে সতর্ক করতে হবে।

গর্ভাবস্থা এবং স্তন্যদানকালে: যদি গর্ভের সম্ভাব্য ঝুঁকির চেয়ে উপকারিতা বেশি আশা করা না হয় তবে গর্ভাবস্থায় বিশেষ করে প্রথম ট্রাইমেস্টারে সালপ্রেস্ক[™] নেবুলাইজার সলিউশন ব্যবহার করা যাবে না। তেমনি নবজাতকের সম্ভাব্য ঝুঁকির চেয়ে উপকারিতা বেশি না হলে স্তন্যদানকারী মায়েরে ইহা ব্যবহার করা উচিত নয়।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:

সাধারণ: শুষ্ক মুখ।

বিরল: নার্ভাসনেস, ঘুমঘুম ভাব, কাঁপুনি, মাথ াব্যথা, বুক ধড়ফর করা, হৃদকম্পন বেড়ে যাওয়া, ডিস্ফেইনিয়া, বমি বমি ভাব।

খুবই দূর্লভ: এরিথমিয়া, এট্রিয়ালফিব্রিলেশন, মাইওকার্ডিয়াল ইস্কেমিয়া।

সরবরাহ: সালপ্রেস্ক[™] নেবুলাইজার সলিউশন: প্রতি বাক্সে আছে ১০টি অ্যাম্পুল রিস্টার প্যাকে।

সালটোলিন[®]

Sultolin[®]

উপাদান : সালবিউটামল ৪ মি.গ্রা. ট্যাবলেট, ৮ মি.গ্রা. এসআর ট্যাবলেট, ২ মি.গ্রা./৫ মি.লি. সিরাপ।

নির্দেশনা : হাঁপানি রোগ, স্টেটাস এসমাটিকাস এবং শ্বাসনালীর সংকোচন হেতু অন্যান্য অবস্থায়।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : প্রাণ্ডবয়স্ক : দৈনিক ৩-৪ বার

২-৪ মি.গ্রা. সালটোলিন® ট্যাবলেট, সালটোলিন® এস আর ট্যাবলেট দৈনিক দুইবার ৮ মি.গ্রা. এর ট্যাবলেট। শিশুদের ক্ষেত্রে: দৈনিক তিন থেকে চারবার ১-২ মি.গ্রা.। দুই বছরের কম বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার নির্দেশিত নয়।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : অতি সংবেদনশীলতা।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : কাঁপুনি, মাথা ব্যথা, অধিক হৃৎস্পন্দন এবং বুক খড়ফড়ানি।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : মনোঅ্যামাইন অক্সিডেজ ইনহিবিটর ও ট্রাইসাইক্লিক বিষণ্ণতারোধী ওষুধের সাথে অত্যধিক সতর্কতার সাথে ব্যবহার করা উচিত।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : স্রুণের প্রতি ঝুঁকির সাথে সম্ভাব্য লাভের বিষয়টি যাচাই করে এই ওষুধ গর্ভাবস্থায় ব্যবহার করা উচিত। স্তন্যদানকারী মায়েরদের ক্ষেত্রে এটি একান্ত প্রয়োজন ছাড়া ব্যবহার করা সুপারিশকৃত নয়।

সরবরাহ :

সালটোলিন® ৪ মি.গ্রা. ট্যাবলেট : ২০ X ১০ টি।
সালটোলিন® এস আর ট্যাবলেট : ২০ X ১০ টি।
সালটোলিন® সিরাপ : ১০০ মি.লি.।

সালটোলিন® কোজিক্যাপ Sultolin® Cozycap

উপাদান: প্রতিটি ক্যাপসুলে আছে ২০০ মাইক্রোগ্রাম সালবিউটামল বিপি।

নির্দেশনা: সালটোলিন কোজিক্যাপ ৪ বছর এবং তার অধিক বয়সী রোগীদের ব্রংকোস্পাজম এর চিকিৎসা এবং প্রোফাইলেক্সিস হিসেবে ব্রংকিয়াল এবং ব্যায়ামজনিত হাঁপানিতে নির্দেশিত।

মাত্রা ও সেবনবিধি: বয়স্ক: ব্রংকোস্পাজম থেকে মুক্তি এবং হাঁপানি ইন্টারমিটেন্ট অ্যাজমা ব্যবস্থাপনার জন্য একক মাত্রায় একটি বা দুইটি কোজিক্যাপ গ্রহণ করতে হবে। মেইনটেনেন্স অথবা প্রোফাইলেকটিক চিকিৎসায় সালটোলিন কোজিক্যাপ এর বয়স্কদের সুপারিশকৃত মাত্রা হল ২০০ মাইক্রোগ্রাম প্রতি ৪-৬ ঘন্টায়, রেভোলাইজার ডিভাইসের মাধ্যমে।

কিছু কিছু রোগীদের ২০০ মাইক্রোগ্রাম এর দুইটি ক্যাপসুল লাগতে পারে ৪-৬ ঘন্টা পরপর। বেশি

মাত্রা বা এর চেয়ে ঘনঘন গ্রহণ করা উচিত নয়। রিকারেন্ট অথবা ইন্টারমিটেন্ট পর্বগুলো নিয়ন্ত্রণের জন্য সালবিউটামল পাউডার চালিয়ে নেয়া যাবে।

শিশু: এপিসোডিক হাঁপানি নিয়মিত চিকিৎসায় তীব্র ব্রংকোস্পাজম থেকে রক্ষা পেতে অথবা ব্যায়ামজনিত হাঁপানি থেকে রক্ষার জন্য ৪ বছর বা তার অধিক বয়সী বাচ্চাদের জন্য সুপারিশকৃত মাত্রা হল একটি সালটোলিন কোজিক্যাপ। নিয়মিত বা প্রোফাইলেকটিক চিকিৎসার জন্য একটি কোজিক্যাপ দিনে তিন থেকে চার বার শ্বাসতন্ত্রের মাধ্যমে গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজন হলে মাত্রা বাড়িয়ে দিনে দুইটি কোজিক্যাপ গ্রহণ করতে হবে।

প্রতি নির্দেশনা: এর কোন উপাদানের প্রতি অতি সংবেদনশীল থাকলে।

সাবধানতা: পূর্ববর্তী কার্যকর মাত্রা যদি কমপক্ষে তিন ঘন্টা উপশম দিতে না পারলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। হাইপারথাইরয়েডিজম, মায়োকর্ডিয়াল ইনসার্ফিসিয়েন্সি, এরিথমিয়াস, হাইপারটেনশন এবং ডায়াবেটিস মেলাইটাস ইত্যাদি ক্ষেত্রে সালবিউটামল এবং অন্যান্য বিটা-২ এগোনিষ্ট সতর্কতার সাথে ব্যবহার করতে হবে।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: গর্ভাবস্থায় বিটা-২ এগোনিষ্ট শ্বাসতন্ত্রের মাধ্যমে ব্যবহারের সুবিধা হল স্রুণের উপর ফার্মাকোলজিক্যাল প্রভাব রাখতে পারে এমন প্লাজমা ঘনত্ব ছাড়াই খেরাপিউটিক অ্যাকশন দিতে পারে। যদিও সালবিউটামল টেরাটোজেনিক এমন কোন প্রমাণ নেই। তারপরও গর্ভধারণের প্রথম তিন মাসে শুধু মাত্র প্রয়োজন হলে ব্যবহার করতে হবে। সালবিউটামল সম্ভবত মাতৃদুগ্ধে নিঃসরিত হয়। মায়েরা সালবিউটামল শ্বাসতন্ত্রের মাধ্যমে গ্রহণ করলে সন্তানের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কোন প্রমাণ নেই।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: সালবিউটামল স্কেলেটল মাসল এর কাঁপুনি (বিশেষ করে হাতে), প্যালপিটেশন এবং মাস্‌ল ক্রাম্পস্‌। টেকিকার্ভিয়া, মাথাব্যথা, প্রান্তীয় রক্তনালী প্রসারণ উচ্চ মাত্রার পর দেখা যায়। নিয়মিত চিকিৎসায় তা আর পরে দেখা যায় না। বিরল ক্ষেত্রে এনজিও ইডিমা, আর্টিকেরিয়া, ব্রংকোস্পাজম, হাইপোটেনশন দেখা যায়। সব ইনহেলেশনের ক্ষেত্রে প্যারডক্সিক্যাল ব্রংকোস্পাজম এর সম্ভাবনা মাথায় রাখতে হবে। যদি তা ঘটে তবে এই ওষুধ পরিহার করতে হবে এবং বিকল্প চিকিৎসা শুরু করতে হবে।

সরবরাহ

সালটোলিন® কোজিক্যাপ: প্রতি প্যাকে আছে ৩০টি কোজিক্যাপ।

সালটোলিন® ১০০ ইনহেলার Sultolin® 100 Inhaler

উপাদান : সালবিউটামল ১০০ মাইক্রোগ্রাম/পাফ্।
নির্দেশনা : হাঁপানি রোগের চিকিৎসা ও প্রতিরোধে ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য অবস্থায় যেমন ব্রঙ্কাইটিস, বায়ুরোধী এমফাইসেমা ইত্যাদি রোগজনিত শ্বাসকষ্টের চিকিৎসায় এটা কাজ করে।
মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : ২টি পাফ দিনে ৩-৪ বার।
সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : অতি সংবেদনশীলতা।
পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : কদাচিৎ মৃদু মাথা ব্যথা এবং কাঁপুণীর অভিযোগ পাওয়া যায় এবং এগুলো চিকিৎসা চলাকালে সাধারণত চলে যায়।
অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : সালবিউটামলের সাথে অন্যান্য সিমপ্যাথোমাইমেটিক শ্বাসনালী প্রসারক এ্যারোসল ব্যবহার করা উচিত নয়।
সরবরাহ : সালটোলিন® ১০০ ইনহেলার : ২০০ পাফস।

সালটোলিন® রেসপিরেটর সলিউশন Sultolin® Respirator Solution

উপাদান: সালটোলিন প্রতি মিলিলিটারে ৫ মি. গ্রা. স্যালবিউটামল বিপি রয়েছে।
নির্দেশনা: সালটোলিন রেসপিরেটর সলিউশন মারাত্মক তীব্র অ্যাজমা (স্টেটাস এজমেটিকাস) ও অন্যান্য শ্বাসকষ্টের চিকিৎসায় নির্দেশ করা হয়।
মাত্রা ও ব্যবহার বিধি:
১। সবিরাম প্রয়োগ : সালটোলিন রেসপিরেটর সলিউশন ০.৫-১.০ মি.লি. ইনজেকশন এর নরমাল স্যালাইনের সাহায্যে পাতলা করে ২.০-৪.০ মি.লি. করতে হয়। এরপর সঠিকভাবে পরিচালিত নেবিউলাইজার দ্বারা শ্বসন শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিতে হয়। নেবিউলাইজার এবং তার পরিচালন উৎস ঠিক থাকলে প্রায় ১০ মিনিট সময় লাগে।

সালটোলিন রেসপিরেটর সলিউশন এর সবিরাম প্রয়োগ সলিউশন পাতলা না করেও করা যায়। এর জন্যে ২.০ মি.লি. সলিউশন নেবিউলাইজারে নিয়ে রোগীকে উপকার না পাওয়া পর্যন্ত শ্বসন করতে দেয়া হয়। এতে সাধারণতঃ ৩-৫ মিনিট সময় লাগে। কিছু কিছু রোগীদের ক্ষেত্রে উচ্চ মাত্রায় ১০ মি.গ্রা. পর্যন্ত স্যালবিউটামল এর প্রয়োজন হয় যা এরোসল শেষ না হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকে।

ছোটদের জন্যে (১২ বছরের নিচে) : ০.৫ মি.লি. সলিউশন ২-৪ মি.লি. নরমাল স্যালাইন এর সাহায্যে পাতলা করে নেবিউলাইজারের সাহায্যে ব্যবহার করতে হবে। কিছু কিছু রোগীদের ক্ষেত্রে উচ্চ মাত্রা ১ মি. লি. পর্যন্ত সলিউশন লাগে। সবিরাম চিকিৎসা দিনে ৪ বার ব্যবহার করা যেতে পারে।

২। অবিরাম প্রয়োগ : সালটোলিন রেসপিরেটর সলিউশন ইনজেকশনের নরমাল স্যালাইনের সাহায্যে পাতলা করে ১০০ মি.লি. পর্যন্ত তৈরী করে নেবিউলাইজারের সাহায্যে প্রয়োগ করা হয়। প্রয়োগের হার হচ্ছে ১-২ মি.গ্রা. প্রতি ঘন্টায় নেবিউলাইজারের সাহায্যে। ফেস মাস্ক কিংবা এন্ডোট্রাকিয়াল টিউব এর মাধ্যমেও ব্যবহার করা যায়। সবিরাম পজিটিভ প্রেশার ব্যবহার করা যেতে পারে তবে তা খুব কমই প্রয়োজন হয়।

সতর্কতা ও যে সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: এর যে কোন উপাদানে অতি সংবেদনশীলতা। অন্য কোন সিমপ্যাথোমিমেটিক ওষুধ এর উচ্চ মাত্রায় প্রয়োগ হয়ে থাকলে এটা সাবধানতার সাথে ব্যবহার করা উচিত।

থাইরোটিক্সিকোসিস এর রোগীকে এটা সাবধানতার সাথে দিতে হবে। শুধু মাত্র চিকিৎসকের নির্দেশ অনুযায়ী এটা নেবিউলাইজার কিংবা রেসপিরেটরের সাহায্যে ব্যবহার করতে হয়। ইনজেকশন কিংবা মুখে খাওয়ার জন্য নয়।

সালটোলিন রেসপিরেটর সলিউশন হোম নেবিউলাইজারের সাহায্যে বাসায় নিলে সে সব রোগীকে সাবধান করতে হবে যে এ ওষুধ দ্বারা নিয়ন্ত্রন কিংবা উপশম যে কোনটা কমে গেলে নিজ খেকে মাত্রা কিংবা প্রয়োগের হার বৃদ্ধি করা যাবে না এবং অবিলম্বে চিকিৎসকের স্মরণাপন্ন হতে হবে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: উচ্চ মাত্রায় সালটোলিনের প্রয়োগে হৃদ স্পন্দন হারের কিছুটা বৃদ্ধি ঘটতে পারে। এতে সচরাচর ই, সি, জি, এর পরিবর্তন হয় না। অন্যান্য

বিরূপ প্রতিক্রিয়ার মধ্যে প্রান্তিক বাহুপ্রসারণ ও কঙ্কালযুক্ত পেশীর মৃদু কম্পন রয়েছে।

গর্ভবস্থায় ব্যবহার: গর্ভপাতের আশংকার জন্য এটা গর্ভবস্থায় ১ম কিংবা ২য় ত্রয়মাসিকীতে ব্যবহার করা যাবে না।

সরবরাহ: সালটোলিন® রেস্‌পিরেটর সলিউশন : ২০ মি.লি.।

T

টেজিড®

Tazid®

উপাদান: সেফটাজিডিম ২৫০ মি.গ্রা., ৫০০ মি.গ্রা. এবং ১ গ্রাম আইএম/আইভি ইঞ্জেকশন।

নির্দেশনা: টেজিড® এর বিস্তৃত বর্ণালীর ব্যাকটেরিয়ানাশক কার্যকারিতার কারণে সংবেদনশীল জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রথম পছন্দের ওষুধ হিসাবে এককভাবে ব্যবহৃত হয়। যে সমস্ত ইনফেকশনে অন্যান্য এন্টিবায়োটিক (এ্যামাইনোগ্লাইকোসাইড এবং অনেক সেফালোস্পোরিন) কার্যকর নয় সে ক্ষেত্রেও এটি কার্যকর। একক সংক্রমণ, মিশ্র তীব্র সংক্রমণ, শ্বাসনালীর সংক্রমণ, কান, নাক এবং গলার সংক্রমণ, চর্ম ও নরমকলার সংক্রমণ, খাদ্যনালীর সংক্রমণ, অস্থি এবং অস্থি সন্ধির সংক্রমণে টেজিড (সেফটাজিডিম) বিশেষ কার্যকর।

ব্যবহারবিধি এবং মাত্রা: সেফটাজিডিম সাধারণত শিরাপথে অথবা মাংসপথে ব্যবহৃত হয়। সংক্রমণের তীব্রতার মাত্রা, সংক্রমণের ধরণ, রোগীর বয়স এবং কিডনীর কার্যকারিতার উপর ভিত্তি করে সেফটাজিডিমের মাত্রা নির্ধারণ করা হয়।

প্রাণ্ড বয়স্ক:

বেশীর ভাগ সংক্রমণের ক্ষেত্রে প্রতি দিন ১ থেকে ৬ গ্রাম ২ থেকে ৩টি সমবিভক্ত মাত্রায় (আইএম অথবা আইভি)।

মূত্রনালীর সংক্রমণ: ৫০০ মি.গ্রা. থেকে ১ গ্রাম দিনে ১২ ঘন্টা পরপর। তীব্র সংক্রমণের ক্ষেত্রে ২ গ্রাম করে দিনে ২ থেকে ৩ বার। প্রোস্টেটিক সার্জারীর ক্ষেত্রে প্রতিরোধক হিসাবে ১ গ্রাম, চেতনানাশক প্রয়োগের সময় ব্যবহার করতে হবে। দ্বিতীয় একটি মাত্রা ক্যাথে

টার পরিহারের সময় ব্যবহার করা হয়।

সিসটিক ফাইব্রোসিস: প্রাণ্ড বয়স্ক ফাইব্রোসিসটিক রোগীদের (যাদের বৃক্কের কার্যকারিতা স্বাভাবিক) ক্ষেত্রে ফুসফুসের সিউডোমোনাল সংক্রমণে ১০০-১৫০ মি.গ্রা./কেজি/দিন তিনটি সমবিভক্ত মাত্রায় দিতে হবে।

নবজাতক এবং শিশু:

দুই মাসের উপরের শিশুদের ক্ষেত্রে ৩০-১০০ মি.গ্রা./কেজি/দিন ২-৩টি বিভক্ত মাত্রায় দিতে হবে। ফাইব্রোসিসটিক এবং মেনিনজাইটিস সংক্রমিত শিশুদের ক্ষেত্রে মাত্রা ১৫০ মি.গ্রা./কেজি/দিন (সর্বোচ্চ ৬ গ্রাম)।

নবজাতক এবং ২ মাসের কম বয়সের শিশু:

২৫ থেকে ৬০ মি.গ্রা./কেজি/দিনে ২টি বিভক্ত মাত্রায় কার্যকর।

বৃক্কের অসুবিধায় মাত্রা:

সেফটাজিডিম বৃক্কের গোমিরিউলার ফিল্ট্রেশন এর মাধ্যমেই মূলত নিঃসৃত হয়। সুতরাং বৃক্কের কার্যকারিতা জনিত অসুবিধাগ্রস্থ রোগীদের ক্ষেত্রে সেফটাজিডিমের মাত্রা কমিয়ে নিতে হয় ধীর নিঃসরণের কারণে। গোমিরিউলার ফিল্ট্রেশন এর মাত্রা ৫০ মি.লি./মি. হলে এ মাত্রা কমানোর প্রয়োজন হয় না।

পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস এর ক্ষেত্রে মাত্রা:

সেফটাজিডিম পেরিটোনিয়াল চলমান অস্থায়ী পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিসেও ব্যবহার করা যায়। শিরাপথে ব্যবহারের পাশাপাশি প্রতি ২ লিটার ফ্লুইড এ ১২৫ মি.গ্রা. থেকে ২৫০ মি.গ্রা. পর্যন্ত দেওয়া যেতে পারে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে দেখা গেছে সেফটাজিডিম একটি সহনীয় ওষুধ। পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সচরাচর দেখা যায় না। শিরাপথে ব্যবহার করলে ফ্লেবাইটিস বা প্রফ্লোফ্লেবাইটিস হতে পারে। এছাড়া মাংসপথে ব্যবহার করলে ব্যথা হতে পারে। পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে ডায়রিয়া, বমিবমি ভাব, বমি, তলপটে ব্যথা এবং কদাচিৎ মুখ গহ্বরে প্রাশ। এলার্জিজনিত প্রতিক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে আর্টিকেরিয়া, জ্বর, ত্বকে ফুসকুড়ি ইত্যাদি। জনন মূত্র সংক্রান্ত অসুবিধার ক্ষেত্রে ক্যান্ডিডিয়েসিস এবং জাইগিটিস উল্লেখযোগ্য। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের অসুবিধার ক্ষেত্রে মাথাব্যথা, মাথা বিমবিম এবং মুখে খারাপ স্বাদ।

গর্ভবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: ক্যাটাগরি বি। যদিও গর্ভস্থ শিশুর উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া কোন প্রমাণ

এখনও পাওয়া যায় নাই, তদুপরি গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে এর ব্যবহারের নিরাপত্তা এখনও নির্ধারিত হয় নাই।

সরবরাহ : টেজিড® (সেফটাজিডিম) ২৫০ মি.গ্রা. আইএম/আইভি ইঞ্জেকশন: প্রতি বাক্সে আছে সেফটাজিডিম ইউএসপি ২৫০ মি.গ্রা. (সেফটাজিডিম পেনটাহাইড্রেট হিসাবে) এর একটি ভায়াল এবং এর সাথে রয়েছে ৫ মি.লি. ওয়াটার ফর ইঞ্জেকশন বিপি এর একটি এ্যাম্পুল।

টেজিড®(সেফটাজিডিম) ৫০০ মি.গ্রা. আইএম/আইভি ইঞ্জেকশন: প্রতি বাক্সে আছে সেফটাজিডিম ইউএসপি ৫০০ মি.গ্রা. (সেফটাজিডিম পেনটাহাইড্রেট হিসাবে) এর একটি ভায়াল এবং এর সাথে রয়েছে ৫ মি.লি. ওয়াটার ফর ইঞ্জেকশন বিপি এর একটি এ্যাম্পুল।

টেজিড® (সেফটাজিডিম) ১ গ্রাম আইএম/আইভি ইঞ্জেকশন: প্রতি বাক্সে আছে সেফটাজিডিম ইউএসপি ১ গ্রাম (সেফটাজিডিম পেনটাহাইড্রেট হিসাবে) এর একটি ভায়াল এবং এর সাথে রয়েছে ১০ মি.লি. ওয়াটার ফর ইঞ্জেকশন বিপি এর একটি এ্যাম্পুল।

টেজিড®(সেফটাজিডিম) একটি ব্যাকটেরিয়ানাশক সোফালোস্পোরিন এন্টিবায়োটিক, যা বিস্তৃত বর্ণালীর গ্রাম-পজিটিভ এবং গ্রাম-নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে কার্যকর থাকে। প্রায় সব বিটা লেকটামেজ এই এন্টিবায়োটিক-এর বিরুদ্ধে অকার্যকর। টেজিড® একক ইনফেকশন এবং মিশ্র ইনফেকশন যা দুই বা ততোধিক জীবাণুর দ্বারা সংগঠিত তার বিরুদ্ধে কার্যকর।

টিসোড®

Tesod®

উপাদান : টেগাসেরোড ৬ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোমজনিত কোষ্ঠকাঠিন্য এবং পেটের ব্যথা বা অস্বস্তিতে নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : ৬ মি.গ্রা. প্রতি দিন ২ বার, আহার শুরু ৩০ মিনিট আগে এক গ্লাস পানিসহ খেতে হবে। একটানা সর্বোচ্চ চিকিৎসাকাল ১২ সপ্তাহ।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : সাধারণ সতর্কতা : ব্যবহারের ফলে ডায়রিয়ার প্রবণতা বাড়তে পারে। গর্ভাবস্থা : গর্ভাবস্থায় ব্যবহার অনুমোদিত নয়। স্তন্যদানকারী মা : ব্যবহার অনুমোদিত নয়। শিশু :

শিশুদের ক্ষেত্রে দেওয়া যাবে না।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : পেট ব্যথা, ডায়রিয়া, বমি বমি ভাব, পেট ফাঁপা, মাথা ব্যথা, কান্দি ভাব, শরীরের পেছন ভাগে ব্যথা ইত্যাদি।

সরবরাহ : টিসোড® ট্যাবলেট : ৩ X ১০ টি।

ট্যাজোসিল™

Tazocil™

উপাদান: ট্যাজোসিল ৪.৫ আইভি ইনফিউশন: প্রতিটি ভায়ালে আছে জীবাণুমুক্ত লায়োফলাইজড পাইপেরাসিলিন এবং ট্যাজোব্যাকটাম ফর ইঞ্জেকশন ইউএসপি যা পাইপেরাসিলিন ৪.০ গ্রাম (পাইপেরাসিলিন সোডিয়াম হিসেবে) এবং ট্যাজোব্যাকটাম ০.৫ গ্রাম (ট্যাজোব্যাকটাম সোডিয়াম হিসেবে) এর সমতুল্য।

নির্দেশনা: ট্যাজোসিল ৪.৫ আইভি ইনফিউশন নিম্নোক্ত সিস্টেমিক এবং/অথবা লোকাল ব্যাক্টেরিয়াজনিত সংক্রমণের চিকিৎসায় নির্দেশিত:

১. নসোকমিয়াল নিউমোনিয়া (মাঝারি থেকে তীব্র)
 ২. কমিউনিটি অ্যাকুয়ার্ড নিউমোনিয়া (মাঝারি)
 ৩. সেলুলাইটিস, ত্বকের ফোঁড়া, ইন্সেক্টিক/ডায়াবেটিক রোগীর পায়ের সংক্রমণ সহ সাধারণ এবং জটিল চর্ম ও চর্মকলার সংক্রমণ
 ৪. প্রসব পরবর্তী এন্ডোমেট্রাইটিস বা শৌণ্ডী প্রদাহী সংক্রমণ
 ৫. অ্যাপেন্ডিসাইটিস এবং পেরিটোনাইটিস
- ট্যাজোসিল ৪.৫ আইভি ইনফিউশন ব্যাক্টেরিয়াল সংক্রমণযুক্ত জ্বরসহ নিউট্রোপেনিক রোগীর (বয়স্ক, কিশোর ও শিশু) ব্যবস্থাপনায় ব্যবহার করা যেতে পারে।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি: ট্যাজোসিল ৪.৫ আইভি ইনফিউশন ধীর গতিতে ইন্ট্রাভেনাস ইনফিউশন হিসেবে (৩০ মিনিটের বেশী সময় ধরে) দেওয়া যেতে পারে।

বয়স্ক ও ১২ বছরের বেশী বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক মাত্রা হচ্ছে ট্যাজোসিল ৪.৫ আইভি ইনফিউশন প্রতি ৮ ঘন্টা অন্তর। দৈনিক সর্বমোট মাত্রা সংক্রমণের তীব্রতা এবং অবস্থানের উপর নির্ভরশীল এবং ইহা ২.২৫ থেকে ৮.৫০ গা. পর্যন্ত- দৈনিক ৬ থেকে ৮ ঘন্টা অন্তর দেওয়া যেতে পারে।

নিউট্রোপেনিক রোগীদের ক্ষেত্রে নির্দেশিত মাত্রা হচ্ছে অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইড সহ ট্যাজোসিল ৪.৫ আইভি ইনফিউশন দৈনিক ৬ ঘন্টা অন্তর।

বয়স্ক ও শিশু (৪০ কেজির বেশী) যাদের বৃক্ষীয় সমস্যা বিদ্যমান:

হেমোডায়ালাইসিস রোগীর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ দৈনিক মাত্রা হল ৯ গ্রাম। এয়াড়াও যেহেতু হেমোডায়ালাইসিসের কারণে ৩০-৫০% পাইপেরাসিলিন ৪ ঘন্টায় নিঃসৃত হয়ে যায়, সেহেতু প্রতি ডায়ালাইসিসের পর অতিরিক্ত ২.২৫ গ্রাম মাত্রা প্রদান করতে হবে।

৪০ কেজির কম ওজনের শিশুদের ক্ষেত্রে মাত্রা ৯০ মি.গ্রা./কেজি প্রতি ৬ ঘন্টা অন্তর, অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইডের সাথে, সর্বোচ্চ ৪.৫ গ্রা. মাত্রায় দিতে হবে।

২-১২ বছরের শিশু (বা ৪০ কেজির কম ওজন) যাদের বৃক্ষীয় সমস্যা বিদ্যমান:

৫০ কেজির কম ওজনের হেমোডায়ালাইসিস শিশুদের ক্ষেত্রে নির্দেশিত মাত্রা হচ্ছে ৪৫ মি.গ্রা./কেজি প্রতি ৮ ঘন্টা অন্তর। প্রত্যেক রোগীর ক্ষেত্রে ওষুধের বিষক্রিয়া মনিটর করতে হবে। তদানুযায়ী মাত্রা ও সময় ব্যবধান নির্ধারণ করতে হবে।

২ বছরের কম বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে অপ্রাপ্ত তথ্যের কারণে পাইপেরাসিলিন/ট্যাজোব্যাক্টাম

২ বছরের কম বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

হেপাটিক ফ্রন্টের ক্ষেত্রে

মাত্রা সংশোধনের প্রয়োজন নেই।

চিকিৎসার সময়কাল

সংক্রমণের তীব্রতা এবং ক্লিনিক্যাল ও ব্যাক্টেরিওলোজিক্যাল অগ্রগতির উপর চিকিৎসার সময়কাল নির্ভরশীল। তীব্র সংক্রমণে রোগের উপসর্গ বা জ্বর পাইপেরাসিলিন/ট্যাজোব্যাক্টাম এর চিকিৎসা ৪৮ ঘন্টা পর্যন্ত চলা উচিত।

ব্যবহারবিধি

কার্টুনের গায়ে দেখুন।

প্রতিনির্দেশনা: যারা পাইপেরাসিলিন বা অন্য কোন বিটা-ল্যাকটাম এন্টিবায়োটিক অথবা ট্যাজোব্যাকটাম বা অন্য কোন বিটা-ল্যাকটামেজ ইনহিবিটর এর প্রতি সংবেদনশীল।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: পরিস্কারভাবে নির্দেশিত হলেই কেবল পাইপেরাসিলিন/ট্যাজোব্যাক্টাম গর্ভাবস্থায় ব্যবহার করা উচিত।

পাইপেরাসিলিন অল্প মাত্রায় মাতৃদুগ্ধের সাথে নিঃসৃত হয়। মাতৃদুগ্ধের ট্যাজোব্যাক্টাম এর মাত্রা জানা যায়নি। পরিস্কারভাবে নির্দেশিত হলেই কেবল স্তন্যদানকালে ইহা ব্যবহার করা উচিত।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: বমি বমিভাব, বমি, ডায়রিয়া (মাঝে মাঝে); স্টোম্যাটিক্স ডিসপেপসিয়া, কোষ্ঠকাঠিন্য, জন্ডিস, হাইপোটেনশন, মাথাব্যথা, অনিদ্রা এবং ইঞ্জেকশনসাইট বিক্রিয়া (কদাচিৎ); পেটে ব্যথা, হেপাটাইটিস, এডিমা, ফ্যাটিগ এবং এসিনোফিলিয়া (খুবই কদাচিৎ); হাইপোগ্লিসেমিয়া, হাইপোক্যালসিমিয়া, প্যানসাইটোপেনিয়া, স্টিভেনস জনসন সিনড্রোম এবং টিক্সিক এপিডার্মাল নেস্কেলাইসিস।

সরবরাহ: ট্যাজোসিল ৪.৫ আইভি ইনফিউশন: প্রতিটি কম্পিউকে আছে ট্যাজোসিল ৪.৫ আইভি ইফিউশনের একটি ভায়াল; ১ ব্যাগ ১০০ মি.লি. নরমাল স্যালাইন (সোলো); ১টি ডিসপোজাবল সিরিঞ্জ (২০ মি.লি.); ১টি ইনফিউশন সেট; ১টি অ্যালকোহল প্রিপ. প্যাড এবং একটি ফার্স্ট এইড ব্যাগ।

ট্রুস্কিল™

Truxil™

উপাদান: ট্রুস্কিল™ ট্যাবলেট: প্রতিটি ট্যাবলেটে আছে অ্যালমিট্রিন বিসমিসাইলেট আইএনএন ৩০ মি.গ্রা. এবং রবাসিন আইএনএন ১০ মি.গ্রা.।

নির্দেশনা: সেরিব্রাল স্ট্রোকের পর স্নায়ুর ক্ষয় কমাতে ও রোগীর দ্রুত শারীরিক উন্নতি হয়

বয়সভিত্তিক মৃদু স্নায়বিক অসুস্থতা

কম রক্ত সঞ্চালনের কারণে দৃষ্টিশক্তির সমস্যা

কম রক্ত সঞ্চালনের কারণে অন্তর্কর্ণের অসুস্থতায় (কানে কম শোনা, মাথা ঘোরা, কানের ভিতর গুণগুণ শব্দ) সেবন যোগ্য

মাত্রা ও সেবনবিধি: প্রতিদিন ১টি অথবা ২টি ট্যাবলেট (কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে) খেতে হবে।

প্রতিনির্দেশনা: এ্যালার্জি থাকলে এই ওষুধ ব্যবহার করা উচিত নয়। যকৃতের অসুস্থতায়, পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি থাকলে অথবা নিউরোপ্যাথির অতীত ইতিহাস থাকলে এই ওষুধ ব্যবহার করা যাবে না। কোন সন্দেহের উদ্বেগ হলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া

অন্য কোন অ্যালমিট্রিন ওষুধের সাথে সংমিশ্রণ করে

এটি ব্যবহার করা যাবে না। ওষুধটিতে ল্যাকটোজ উপস্থিত থাকায় গ্যালাকটোসেমিয়া রোগে, গ্লুকোজ ও গ্যালাকটোজ ম্যালএবজরপশন সিনড্রোম ও ল্যাকটোজ ঘাটতিতে ওষুধটি ব্যবহার করা যাবে না।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ওষুধ ব্যবহারের পূর্বে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।

পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া: কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু লোকের মাঝে অনাকাঙ্ক্ষিত অথবা অস্বস্তিকর প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে।

যেমন-

ওজন হ্রাস, স্নায়বিক বেদনা, পা বা পায়ের নিম্নাংশের কার্যকারিতা হ্রাস, বমি, পাকস্থলীর জ্বালাপোড়া এবং ভার অনুভূতি, পরিপাক তন্ত্রের অস্বাভাবিকতা, ডায়রিয়া কোষ্ঠ্যকাঠিন্য অনিদ্রা, ঘুমঘুম ভাব, অস্থিরতা, উদ্বেগ, মাথাঘোরা বুক ধড়ফড় করা, ইত্যাদি।

সরবরাহ: ট্রিস্কালTM ট্যাবলেট: প্রতি বাক্সে আছে ৩০ টি ট্যাবলেট ব্লিস্টার প্যাকে।

টিবাস্টTM

TebastTM

উপাদান:টিবাস্টTM ট্যাবলেট: প্রতিটি ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেট রয়েছে ইবাস্টিন বিপি ১০ মি.গ্রা.।

টিবাস্টTM সিরাপ: প্রতি ৫ মি.লি. সিরাপে রয়েছে ইবাস্টিন বিপি ৫ মি.গ্রা.।

নির্দেশনা

নিম্নোলিখিত উপসর্গসমূহের নিরাময়ে ইহা নির্দেশিত:

- সিজনাল এবং পেরিনিয়াল এলার্জিক রাইনাইটিস
- ত্রৈণিক ইডিওপেথিক আর্টিকেরিয়া
- এলার্জিজেনিত ত্বকের সমস্যা

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি: ট্যাবলেট প্রাপ্তবয়স্ক (১২ বছরের উর্দে): দৈনিক ১০ মি.গ্রা. (১টি ট্যাবলেট)

শিশু (৬-১২ বছর): দৈনিক ৫ মি.গ্রা. (১/২টি ট্যাবলেট)

সিরাপ:শিশু (২-৫ বছর): ২.৫ মি.লি. দিনে একবার (পেরিনিয়াল এ্যালার্জিক রাইনাইটিজ এর মত জটিল পরিস্থিতিতে ৫ মি.লি. পর্যন্ত দেয়া যেতে পারে)।

শিশু (৬-১২ বছর): ৫ মি.লি. দিনে একবার (পেরিনিয়াল এ্যালার্জিক রাইনাইটিজ এর মত জটিল পরিস্থিতিতে ১০ মি.লি. পর্যন্ত দেয়া যেতে পারে)।

ট্যাবলেট:প্রাপ্তবয়স্ক (১২ বছরের উর্দে): দৈনিক ১০

মি.গ্রা. (১টি ট্যাবলেট)।

শিশু (৬-১২ বছর): দৈনিক ৫ মি.গ্রা. (১/২টি ট্যাবলেট)।

ইবাস্টিন খাওয়ার আগে বা পরে যে কোন সময় গ্রহণ করা যেতে পারে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:মাথাব্যথা, মুখের শুষ্কতা, বিমুনিভাব। বিরল ক্ষেত্রে: পেট ব্যথা, ক্ষুধামন্দা, নিদ্রাহীনতা হতে পারে।

প্রতিনির্দেশনা:ওষুধটির কোন উপাদানের প্রতি অতি সংবেদনশীল হলে ইহা প্রতিনির্দেশত।

বিশেষ সতর্কতা:কিডনি কিংবা লিভারের কার্যকারিতা কমে গেলে, QT বিরতির মাত্রা বেড়ে গেলে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

বিশেষ জনগোষ্ঠী:গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে: এক্ষেত্রে ওষুধটি নিরাপদ কিনা তা এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

শিশুদের ক্ষেত্রে: ১২ বছরের নিচে শিশুদের ক্ষেত্রে ওষুধটি নিরাপদ কিনা তা এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া

ইবাস্টিন এর সাথে কিটোকোনজোল, ইট্রাকোনাজোল, ক্ল্যারিথ্রোমাইসিন বা ইরাইথ্রোমাইসিন একই সময়ে ব্যবহার করলে ওষুধটির প্রাজমা ঘনত্ব বেড়ে যেতে পারে।

সরবরাহ:

টিবাস্টTM ট্যাবলেট: প্রতি বাক্সে আছে ৩০টি ট্যাবলেট।

টিবাস্টTM সিরাপ: প্রতি বোতলে আছে ৫০ মি.লি. সিরাপ।

ট্রেট্রাক্স[®]

Tetrax[®]

উপাদান : ট্রেট্রাসাইক্লিন ৫০০ মি.গ্রা. ক্যাপসুল।

নির্দেশনা : ব্রণ (একনি ভালগারিস), রিকোটসিয়ারাজনিত সংক্রমণ, লিফেথ্যান্যুলোমা ভিনিরিয়াম, নন-গনোকক্কাল ইউরেথ্রাইটিস, ক্ল্যামাইডিয়াল সংক্রমণ, নিউমোনিয়া, পেলভিক প্রদাহ, কলেরা, পুনঃ সংক্রমিত জ্বর, লাইম রোগ, প্রোস্ট্যাটাইটিস, ব্রংকাইটিস, যেসব রোগীর পেনিসিলিনে অতিসংবেদনশীলতা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে সিফিলিসের বিকল্প চিকিৎসা হিসেবে এবং এ্যানেরোবিক সংক্রমণে।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : বয়স্কদের ক্ষেত্রে: ১-২ গ্রা. প্রতিদিন ২-৪ টি বিভক্ত মাত্রায়। ৮ বছরের উর্দে:

২৫-৫০ মি.গ্রা./কেজি, প্রতিদিন ২-৪ টি বিভক্ত মাত্রায়।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : অতি সংবেদনশীলতা, সিস্টেমিক লক্ষণপাস ইরাইথেমেটোসাস আক্রান্ত রোগীদের ক্ষেত্রে পরিহার করা উচিত। মূত্রের মারাত্মক অপর্യാণ্ডতা এবং যকৃৎের কার্যকারিতায় সমস্যা থাকলে উচ্চমাত্রা পরিহার করতে হবে। ইরাইথ্রোমাইসিন, কোরামফেনিকল ইত্যাদির সাথে ব্যবহার করা উচিত নয়।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : হাড়ের বৃদ্ধি ব্যাহত করতে পারে। দাঁতের বৃদ্ধির সময় (গর্ভকালের শেষার্ধ্বে, নবজাতক অথবা শৈশবে) ব্যবহারে দাঁতের চিরস্থায়ী বর্ণ পরিবর্তন ঘটতে পারে। মুখে গ্রহণ করার পর এপিগ্যাস্ট্রিক সমস্যা এবং বমি ভাব দেখা দিতে পারে। রেকচন অকার্যকারিতায় টেট্রাসাইক্লিন এ্যাজোটোমিয়া বৃদ্ধি করে। ক্যানডিডা সংক্রমণ এবং ইসোসেফাল ক্ষত হতে পারে।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভধারণ কাল, স্তন্যদানকালীন সময়ে সেবন করা যাবে না। ৮ বছরের কম বয়সী (কারও কারও মতে ১২ বছর) শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না।

সরবরাহ :

টেট্রাক্স® ৫০০ ক্যাপসুল : ১০ X ১০ টি।

থাইরিন™

Thyrin™

উপাদান:থাইরিন™ ট্যাবলেট: প্রতিটি ট্যাবলেটে আছে লিভোথাইরিন সোডিয়াম বিপি ৫০ মাইক্রোগ্রাম।

থাইরিন™ ২৫ ট্যাবলেট: প্রতিটি ট্যাবলেটে আছে লিভোথাইরিন সোডিয়াম বিপি ২৫ মাইক্রোগ্রাম।

নির্দেশনা:হাইপোথাইরয়েডিজম: সাবএ্যাকিউট থাইরয়েডাইটিসে অস্থায়ী হাইপোথাইরয়েডিজম ব্যতীত অন্যান্য কন্‌জেনিটাল অথবা এ্যাকোয়ার্ড হাইপোথাইরয়েডিজমে রিপ্লেসমেন্ট বা সাপ্লিমেন্ট থেরাপী হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

নির্দিষ্ট নির্দেশনাসমূহ: প্রাইমারী (থাইরয়েডজনিত), সেকেন্ডারী (পিটুইটারী জনিত) এবং টারসিয়ারী (হাইপোথ্যালামিক) জনিত হাইপোথাইরয়েডিজম এবং সাব ক্লিনিক্যাল হাইপোথাইরয়েডিজম।

পিটুইটারী টিএসএইচ সাপ্রেসন: বিভিন্ন ধরণের ইউথাইরয়েড গলগন্ডের চিকিৎসা এবং প্রতিষেধক হিসেবে, সাবএ্যাকিউট বা ক্রনিক লিফোসাইটিক থাইরয়েডাইটিস (হাসিমোটোস থাইরয়েডাইটিস), মাল্টিনোডিউলার গলগন্ড এবং থাইরয়েড ক্যান্সারে সার্জারী ও রেডিও আয়োডিন থেরাপির সাথে ব্যবহৃত হয়।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি:থাইরিন™ ট্যাবলেট প্রতিদিন একই সময়ে খালি পেটে খাওয়া শ্রেয়। খাবারের পর পরই খেলে লিভোথাইরিন সোডিয়াম শোষণ কম হতে পারে। রোগীর অবস্থা এবং নিয়মিত ল্যাবরেটরী পরীক্ষার পরিমাপ অনুযায়ী থাইরিন™ এর মাত্রা নির্দেশিত হয়।

প্রাণ্ড বয়স্কদের ক্ষেত্রে: প্রারম্ভিক মাত্রা: ২৫-৫০ মাইক্রোগ্রাম প্রতিদিন। ৬-৮ সপ্তাহের ব্যবধানে ধাপে ধাপে প্রয়োজন অনুযায়ী মাত্রা বাড়াতে হবে। প্রাইমারী হাইপোথাইরয়েডিজমের রোগী ইউথাইরয়েড অবস্থায় আসা পর্যন্ত এবং রক্তে টিএসএইচ এর পরিমাণ স্বাভাবিক হওয়া পর্যন্ত লিভোথাইরিন সোডিয়ামের মাত্রা ১২.৫-২৫ মাইক্রোগ্রাম পর্যন্ত বাড়ানো যায়।

মারাত্মক হাইপোথাইরয়েডিজমের রোগীর ক্ষেত্রে: প্রারম্ভিক মাত্রা ১২.৫-২৫ মাইক্রোগ্রাম প্রতিদিন। রক্তে টিএসএইচ এর পরিমাণ স্বাভাবিক হওয়া পর্যন্ত প্রতি ২-৪ সপ্তাহ পর পর দৈনিক ২৫ মাইক্রোগ্রাম হারে মাত্রা বাড়াতে হবে।

সেকেন্ডারী (পিটুইটারী) অথবা টারসিয়ারী (হাইপোথ্যালামিক) হাইপোথাইরয়েডিজমের রোগীর ক্ষেত্রে: রোগী ইউথাইরয়েড অবস্থায় আসা পর্যন্ত এবং রক্তে ফ্রি T4 এর পরিমাণ পূর্বের স্বাভাবিক সীমায় আসা পর্যন্ত লিভোথাইরিন সোডিয়ামের মাত্রা সমন্বয় করতে হবে।

৫০ বছরের অধিক বয়স্ক রোগী অথবা হৃদরোগীর ক্ষেত্রে: প্রারম্ভিক মাত্রা দৈনিক ২৫ থেকে ৫০ মাইক্রোগ্রাম, যা ৬ থেকে ৮ সপ্তাহ পর পর প্রয়োজন অনুসারে বাড়াতে হয়।

শিশুদের ক্ষেত্রে

নবজাতক: অনুমোদিত প্রারম্ভিক মাত্রা দৈনিক ১০-১৫ মাইক্রোগ্রাম প্রতি কেজি হিসেবে। কার্ডিয়াক ফেইলরের ঝুঁকি আছে এমন শিশুর ক্ষেত্রে কম মাত্রায় ওষুধ শুরু করতে হবে। চিকিৎসা এবং ল্যাবরেটরী পরীক্ষার ফলাফল অনুযায়ী পরবর্তীতে ৪-৬ সপ্তাহের মধ্যে মাত্রা বাড়াতে হবে। রক্তে T4 এর ঘনত্ব খুব কম

(<৫ মাইক্রোগ্রাম/ডেসিলিটার) বা নিরূপনের অযোগ্য হলে লিভোথাইরস্কিনের প্রারম্ভিক মাত্রা হবে দৈনিক ৫০ মাইক্রোগ্রাম।

সাধারণভাবে শিশুদের ক্ষেত্রে: দীর্ঘস্থায়ী বা মারাত্মক হাইপোথাইরয়েডিজমের শিশুদের জন্য প্রারম্ভিক মাত্রা দৈনিক ২৫ মাইক্রোগ্রাম। প্রত্যাশিত ফলাফল না পাওয়া পর্যন্ত প্রতি ২-৪ সপ্তাহ পরপর ২৫ মাইক্রোগ্রাম হারে বাড়তে হবে।

বড় শিশুদের হাইপারএকটিভিটির উপসর্গ কমানোর জন্য স্বাভাবিক মাত্রার এক চতুর্থাংশ হিসেবে শুরু করতে হবে। পরবর্তীতে স্বাভাবিক পূর্ণ মাত্রায় আসা পর্যন্ত প্রতি সপ্তাহে স্বাভাবিক মাত্রার এক চতুর্থাংশ হিসেবে মাত্রা বাড়তে হবে।

প্রতি কেজি ওজন হিসেবে দৈনিক মাত্রা

০-৩ মাস : দৈনিক ১০-১৫ মাইক্রোগ্রাম/কেজি

৩-৬ মাস : দৈনিক ৮-১০ মাইক্রোগ্রাম/কেজি

৬-১২ মাস : দৈনিক ৬-৮ মাইক্রোগ্রাম/কেজি

১-৫ বছর : দৈনিক ৫-৬ মাইক্রোগ্রাম/কেজি

৬-১২ বছর : দৈনিক ৪-৫ মাইক্রোগ্রাম/কেজি >১২

বছর কিন্তু অসম্পূর্ণ বৃদ্ধি ও বয়ঃসন্ধি: দৈনিক ২-৩

মাইক্রোগ্রাম/কেজি পরিপূর্ণ বৃদ্ধি ও বয়ঃসন্ধি: দৈনিক

১.৭ মাইক্রোগ্রাম/কেজি রোগীর শারীরিক অবস্থা ও

ল্যাবরেটরী পরীক্ষার পরিমাপ অনুযায়ী মাত্রা সমন্বয়

করতে হবে।

প্রতি নির্দেশনা: সাবস্ক্লিনিক্যাল বা ওভার্ট থাইরোটিক্সিকোসিসের চিকিৎসা করা না হলে এবং মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার

গর্ভাবস্থায় ব্যবহার: ক্যাটাগরি এ। গর্ভাবস্থায় শরীরে লিভোথাইরস্কিনের চাহিদা বৃদ্ধি পায়।

স্তন্যদানকালীন ব্যবহার: মাতৃদুগ্ধে খুব সামান্য পরিমাণ থাইরয়েড হরমোন নিঃসরিত হয় যা শিশুর ওপর তেমন কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না। তথাপি স্তন্যদানকারী মায়ের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন প্রয়োজন।

অন্য গুণুধের সাথে বিক্রিয়া

ট্রাই/ট্রেট্রাসাইক্লিক এ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট এবং লিভোথাইরস্কিনের একত্রে ব্যবহারে উভয় গুণুধের কার্যকারিতা এবং বিষক্রিয়া বেড়ে যেতে পারে। ক্যাটেকোলামাইনের প্রতি রিসেপ্টর সংবেদনশীলতা বৃদ্ধিই এর সম্ভাব্য কারণ। এর ফলে কার্ডিয়াক

এ্যারিদমিয়া এবং সিএনএস স্টিমুলেশনের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। লিভোথাইরস্কিন পাচ্ছে এমন রোগীর অ্যান্টিডায়াবেটিক বা ইনসুলিনের চাহিদাও বেশী থাকে। এজন্য বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন।

হাইপারথাইরয়েডিজম অথবা হাইপোথাইরয়েড রোগী ইউথাইরয়েডের অবস্থায় আসার ফলে রক্তে ডিজিটালিস গ্লাইকোসাইডের প্রভাব ক্ষুণ্ণ হয়।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া

অতিরিক্ত মাত্রায় ব্যবহারজনিত হাইপারথাইরয়েডিজমই মূলতঃ লিভোথাইরস্কিনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া। সেক্ষেত্রে নিম্নলিখিত উপসর্গসমূহ দেখা দেয়।

সাধারণ উপসর্গ: ক্লান্তি, ক্ষুধা বৃদ্ধি, ওজনহ্রাস, তাপ অসহনীয়তা, জ্বর, অতিরিক্ত ঘাম।

স্নায়ু সম্বন্ধীয়: মাথা ব্যথা, হাইপার একটিভিটি, স্নায়ু দৌর্বল্য, দুশ্চিন্তা, অসহনীয়তা, অতিরিক্ত আবেগ, নিদ্রাহীনতা।

পেশী ও কঙ্কালতন্ত্র: কাঁপুনি, পেশীর দুর্বলতা।

রক্ত সংবহনতন্ত্র: বুক ধরফর করা, ট্যাকিকার্ডিয়া, এ্যারিদমিয়া, নাড়ির স্পন্দন এবং রক্তচাপ বৃদ্ধি।

শ্বসনতন্ত্র: শ্বাসকষ্ট।

পরিপাকতন্ত্র: পাতলা পায়খানা, বমি, পেটব্যথা।

ত্বক: চুলপড়া, ত্বক লালচে হওয়া।

মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার

মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে হাইপারথাইরয়েডিজমের লক্ষণসমূহ দেখা দেয়। যেমন- দ্বিধাশ্রুতা, ডিসওরিয়েন্টেশন। এছাড়া সেরেব্রাল এমবোলিজম, শক, কোমা, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। তবে দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহারের ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র এজাতীয় উপসর্গ দেখা দেবার সম্ভাবনা থাকে।

চিকিৎসা: মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারের লক্ষণসমূহ দূর হওয়া পর্যন্ত তাৎক্ষণিকভাবে লিভোথাইরস্কিনের ব্যবহার বন্ধ রাখতে হবে অথবা মাত্রা কমিয়ে ব্যবহার করতে হবে।

সরবরাহ:

থাইরিনTM ট্যাবলেট : প্রতি বাক্সে আছে ৯০ টি ট্যাবলেট।

থাইরিনTM ২৫ ট্যাবলেট : প্রতি বাক্সে আছে ৬০ টি ট্যাবলেট।

টিকামেট™ কোজিক্যাপ Ticamet™ Cozycap

উপাদান : প্রতিটি ক্যাপসুলে সালমেটেরল জিনাফয়েট বিপি হিসেবে ৫০ মাইক্রোগ্রাম সালমেটেরল এবং ১০০ মাইক্রোগ্রাম ফ্লুটিকাসন প্রোপিওনেট বিপি আছে। প্রতিটি ক্যাপসুলে সালমেটেরল জিনাফয়েট বিপি হিসেবে ৫০ মাইক্রোগ্রাম সালমেটেরল এবং ২৫০ মাইক্রোগ্রাম ফ্লুটিকাসন প্রোপিওনেট বিপি আছে।

নির্দেশনা : ১০০ এবং ২৫০ কোজিক্যাপ ইনহেলেশন ১২ বৎসর বা তার বেশী বয়স্কদের দীর্ঘমেয়াদী হাঁপানী চিকিৎসায় ব্যবহার করা যাবে। এটা মারাত্মক ব্রঙ্কোস্পাজমের চিকিৎসায় ব্যবহার করা যাবে না।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : ১ টি ড্রাই পাউডার ক্যাপসুল দিনে ২ বার ১২ ঘণ্টা অন্তর ইনহেলেশনের মাধ্যমে গ্রহণ করতে হবে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ, ফেরিনজাইটিস, সাইনুসাইটিস, স্বর পরিবর্তন, ওরাল ক্যান্ডিডিয়াসিস, ব্রংকাইটিস, মাথা ব্যথা, বমি বমি ভাব এবং বমি।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভাবস্থায় ঝুঁকি ও প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ব্যবহার করা উচিত।

সরবরাহ : টিকামেট® ১০০: প্রতিটি প্যাকে আছে ৩০টি কোজিক্যাপ। টিকামেট® ২৫০: প্রতিটি প্যাকে আছে ৩০টি কোজিক্যাপ।

টিকামেট® ইনহেলার Ticamet® Inhaler

উপাদান : সালমেটেরল ২৫ মাইক্রোগ্রাম এবং ফ্লুটিকাসন প্রোপিওনেট ৫০ মাইক্রোগ্রাম/পাফ। সালমেটেরল ২৫ মাইক্রোগ্রাম এবং ফ্লুটিকাসন প্রোপিওনেট ১২৫ মাইক্রোগ্রাম/পাফ। সালমেটেরল ২৫ মাইক্রোগ্রাম এবং ফ্লুটিকাসন প্রোপিওনেট ২৫০ মাইক্রোগ্রাম/পাফ।

নির্দেশনা : হাঁপানীর ক্ষেত্রে নিয়মিত চিকিৎসায় মিশ্রণ উপাদান হিসাবে নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : ৪ বছর ও তদুর্ধ্ব প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে টিকামেট® ৫০, ২ পাফ দিনে ২ বার। ১২ বছর ও তদুর্ধ্ব প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে টিকামেট® ইনহেলার

১২৫ অথবা টিকামেট® ইনহেলার ২৫০, ২ পাফ দিনে ২ বার।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : যে কোন উপাদানে অতিসংবেদনশীলতার ক্ষেত্রে প্রতিনির্দেশ রয়েছে। তীব্র হাঁপানীর লগের ক্ষেত্রে ওষুধটি ব্যবহার করা উচিত নয়। সেক্ষেত্রে দ্রুত ও স্বল্পমেয়াদী ব্রঙ্কোডাইলেটর প্রয়োজন পড়ে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : ফ্লুটিকাসন কিছুক্ষেত্রে স্বর ভাঙ্গা, গলায় ছত্রাক সংক্রমণ তৈরী করতে পারে। মাতৃদুগ্ধে নিঃসরণের বিষয়ে এখনও কোন উপাত্ত নেই।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : ওষুধ ব্যবহারে প্রত্যাশিত সুবিধা সম্ভাব্য আশংকা হতে অধিকতর বিবেচিত হলে গর্ভকালে ব্যবহার করা যেতে পারে।

সরবরাহ : টিকামেট® ইনহেলার ৫০ : ১২০ পাফস। টিকামেট® ইনহেলার ১২৫ : ১২০ পাফস। টিকামেট® ইনহেলার ২৫০ : ১২০ পাফস।

টিকাস® Ticas®

উপাদান : ফ্লুটিকাসন প্রোপিওনেট ০.০৫% ক্রীম ও ০.০০৫% অয়েস্টেমেন্ট।

নির্দেশনা : কর্টিকোস্টেরয়েড সংবেদনশীল একজিমা/ডার্মাটাইটিস-এর প্রদাহ নিরাময়ে এবং এর দ্বারা সৃষ্ট চুলকানি উপশমে নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : আক্রান্ত স্থানে দিনে একবার ক্রীমের অথবা দুইবার অয়েস্টেমেন্টের পাতলা প্রলেপ দিতে হবে।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : রোজাসিয়া, একুনি ভালগারিস, পেরি-ওরাল ডার্মাটাইটিস, প্রাথমিক কিউটেনিয়াস ভাইরাল ইনফেকশনস (যেমন - হার্পিস সিমপ্লেক্স, চিকেন পক্স), এর কোন একটি উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীলতা, পেরিএ্যানাল এবং জেনিটাল প্রুরিটাস ইত্যাদিতে অনুপযোগী। ছত্রাক এবং ব্যাকটেরিয়া কর্তৃক সৃষ্ট ইনফেকশনজনিত প্রাথমিক ক্ষত এবং এক বছরের কম বয়সের শিশুদের ডার্মাটাইটিসের ক্ষেত্রে (ডার্মাটাইটিস, ন্যাপকিন ইরাপসন সহ) ব্যবহার নির্দেশিত নয়।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : স্থানীয় প্রদাহ এবং চুলকানি পরিলক্ষিত হয়। অতিসংবেদনশীলতা ত্বকের কোষীয় পরিবর্তন, যেমন, ত্বক পাতলা হয়ে যাওয়া, স্ট্রিয়া, ত্বকীয়

রক্তনালীগুলির বড় হয়ে যাওয়া, হাইপারট্রিকোসিস এবং হাইপারপিগমেন্টেশন ঘটাতে পারে।
ত্বকীয় খাঁজে পুনঃইনফেকশন ঘটাতে পারে।
হাইপারকর্টিসিজম দেখা দিতে পারে।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : জ্ঞানের ক্ষতি থেকে মায়ের উপকৃত হবার সম্ভাবনা বেশী থাকলেই কেবলমাত্র গর্ভাবস্থায় ব্যবহার চিন্তা করা যেতে পারে।
স্তন্যদানকারী মায়ের ক্ষেত্রে প্রয়োগের সময় মা এবং বাচ্চার ক্ষতিকর প্রভাব সমূহের সাথে উপকারী দিকগুলির তুলনা করতে হবে।

সরবরাহ :

টিকাস[®] ক্রীম : ১০ গ্রাম। টিকাস[®] অয়েন্টমেন্ট : ১০ গ্রাম।

টিমোটর[®]

Timotor[®]

উপাদান : ট্রাইমেবিউটিন ম্যালিয়েট ১০০ মি.গ্রা. ফিল্ডা কোটেড ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম (আই বি এস)। অপারেশন পরবর্তী প্যারালাইটিক আইলিয়াছ।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি : প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য ১-২টা ট্যাবলেট (১০০-২০০ মি.গ্রা.) দিনে ৩ বার (খাবারের পূর্বে) খেতে হবে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : ট্রাইমেবিউটিন সাধারণত সুসহনীয়। খুব কম ক্ষেত্রে যেসব পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা যায় সেগুলো হল- শুষ্ক মুখ, বিস্বাদ, ডায়রিয়া, বদহজম, পেট ব্যথা, বমিবমি, কোষ্ঠকাঠিন্য, বিমুনি, মাথাব্যথা ইত্যাদি।

প্রতিনির্দেশনা : ট্রাইমেবিউটিন ম্যালিয়েট এর প্রতি অতি সংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে এর ব্যবহার করা যাবে না।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভাবস্থায় ট্রাইমেবিউটিন এর ব্যবহার নিরাপদ কিনা তা এখনও প্রতিষ্ঠিত নয়। যদিও প্রাণীদের উপর পরীক্ষায় গর্ভাবস্থায় জ্ঞানের ঝুঁকির কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। যদিও মায়ের দুধে ট্রাইমেবিউটিন এর নিঃসরণের কোন তথ্য নেই, স্তন্যদানকারী মায়ের এটি অন্যান্য ওষুধের মত কেবল সুনির্দিষ্ট প্রয়োজন হলেই ব্যবহার

করা উচিত।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : ক্লিনিক্যাল পরীক্ষায় অন্য ওষুধের সাথে ট্রাইমেবিউটিন ম্যালিয়েট এর কোন প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়নি।

সরবরাহ :

টিমোটর[®] ট্যাবলেট : ৫ X ১০ টি।

টোজেন্ট[®] ক্রীম

Togent[®] Cream

উপাদান : প্রতি গ্রাম টোজেন্ট ক্রীমে আছে ডাইফেনহাইড্রামিন হাইড্রোক্লোরাইড বিপি ২০ মি.গ্রা. এবং জিঙ্ক এসিটেট ইউএসপি ১ মি.গ্রা.।

নির্দেশনা : টোজেন্ট ক্রীম সাময়িকভাবে ব্যথা এবং চুলকানি দূর করা সহ পোকার কামড়, অল্প পোড়া, সূর্যের আলোতে পোড়া, অল্প কাটা, আঁচড়, র্যাশ (যা আইডি, ওক, সুমাক এর বিষ ক্রিয়ায় হয়ে থাকে) ইত্যাদিতেও নির্দেশিত।

মাত্রা ও প্রয়োগবিধি : পূর্ণ বয়স্ক এবং দুই বছরের অধিক : আক্রান্ত স্থানে দিনে ৩ থেকে ৪ বার ব্যবহার করুন। ক্রীম ব্যবহারের আগে ত্বক পরিষ্কার, ঠান্ডা ও শুষ্ক করে নিতে হবে। ব্যবহারের পূর্বে গরম পানি দিয়ে গোসল করা যাবে না। মৃদুভাবে ব্যবহার করুন যতক্ষণ পর্যন্ত না ক্রীম অদৃশ্য হয়। সমগ্র ত্বকের উপরিভাগে যেমন হাত ও পায়ের আঙ্গুলের ভাজে নখের নিচে এবং হাত ও পায়ের তালুতে ভালভাবে ব্যবহার করুন।

দুই বছরের নিচের শিশুদের ক্ষেত্রে : চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী মুখমণ্ডল, ঘাড়, কান, মাথায় ব্যবহার করুন। চোখ, মুখ এবং নিকটবর্তী এলাকায় ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন। ব্যবহারের আট (৮) ঘন্টা পর ধুয়ে ফেলুন। কোথাও ৮ ঘন্টার আগে ধুয়ে বা মুছে গেলে পুনরায় ব্যবহার করুন।

প্রতিনির্দেশনা : এর কোন উপাদান এর প্রতি এলার্জি থাকলে প্রতিনির্দেশিত।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : কিছু ক্ষেত্রে কন্টাক্ট ডার্মাটাইটিসে সাথে মৃদু ইরাইদেমাটাস ভেসিকুলার লেশন এবং প্যাপিউল দেখা যেতে পারে।

গর্ভকালীন ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : পর্যাপ্ত তথ্য না থাকায় ব্যবহারের পূর্বে চিকিৎসকের পরামর্শ জরুরী। ক্ষতিকর টেরাটোজেনিক প্রতিক্রিয়া নাও দেখা যেতে পারে। যদিও স্তন্যদানকারী মায়ের ক্ষেত্রে সতর্কতা

অবলম্বন করা উচিত কিন্তু ত্বকীয় ব্যবহারের ফলে দুধে নিঃসরণের পরিমাণ সামান্য।
সরবরাহ : টোজেন্ট® ক্রীম : ১০ গ্রাম।

টপিকর্ট®

Topicort®

উপাদান : হাইড্রোকর্টিসন এসিস্টেট ১% ক্রীম।
নির্দেশনা : ইরিট্যান্ট ডার্মাটাইটিস, এলার্জিক ডার্মাটাইটিস, একজিমা, সেবোরিক ডার্মাটাইটিস, লাইকেন সিম্প্লেস এবং পুরিটাস অ্যানি, ফ্লেস্কুরাল সোরিয়াসিস, ত্বকের জ্বালাপোড়া, চুলকানি এবং লাল হয়ে যাওয়া। পোকামাকড়ের কামড়ে, মৃদু পোড়া বা সানবার্ন-এ ব্যবহার হয়ে থাকে।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি : আক্রান্তস্থানে দিনে দুই বা তিনবার ব্যবহার করা উচিত।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস বা ছত্রাকজনিত সংক্রমণসমূহ, ত্বকের আলসারসমূহ এবং ওষুধটির প্রতি অতিসংবেদনশীলতা। শিশুদের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের ব্যবহার এড়িয়ে চলা উচিত।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : অতিসংবেদনশীলতা।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভাবস্থায় অতিমাত্রায় ব্যবহার পরিহার করা উচিত। ত্বকীয় ব্যবহারের কারণে মাতৃদুধে নিঃসরণের সম্ভাবনা খুবই কম।

সরবরাহ :
টপিকর্ট® ক্রীম : ১০ গ্রাম।

টোরাক্স®

Torax®

উপাদান : কিতোরোলাক ট্রোমেথামিন ১০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট, ১০ মি.গ্রা./মি.লি. ইঞ্জেকশন, ৩০ মি.গ্রা./মি.লি. ইঞ্জেকশন এবং ৬০ মি.গ্রা./২ মি.লি. ইঞ্জেকশন।

নির্দেশনা : অপারেশন উত্তর মাঝারি ও তীব্র ব্যথায় স্বল্পমেয়াদী ব্যবস্থাপনায় নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : ইঞ্জেকশন পেশী অথবা এককালীন শিরায় ব্যবহার করা হয়। প্রাপ্তবয়স্ক রোগীর ক্ষেত্রে : প্রাথমিক মাত্রা ৬০ মি.গ্রা., একবার অতঃপর ৩০ মি.গ্রা. প্রতি ৬ ঘন্টা অন্তর প্রয়োজন

অনুযায়ী ব্যবহার করা যায়। সর্বোচ্চ মাত্রা : ১২০ মি.গ্রা.। ট্যাবলেট : ১ টি ট্যাবলেট ৬ ঘন্টা অন্তর।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : কিতোরোলাক কিংবা অন্যান্য এনএসএআইডি ওষুধে অতি সংবেদনশীল বা এলার্জি রয়েছে তাদের ব্যবহারে প্রতিনির্দেশ রয়েছে। পেপটিক আলসার, আন্ত্রিক রক্তক্ষরণ, মাঝারি কিংবা তীব্র বৃক্কের অকার্যকারিতা এ্যাজমার আক্রমণের ইতিহাসের ক্ষেত্রেও প্রতিনির্দেশ রয়েছে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : সাধারণ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াসমূহ হচ্ছে বমি বমি ভাব, বমি, আন্ত্রিক রক্তক্ষরণ, পেপটিক আলসার, অগ্নাশয়ের প্রদাহ, দুশ্চিন্তা, তন্দ্রাচ্ছন্নভাব, মাথা ঝিম ঝিম ভাব, মাথা ব্যথা, হেলুসিনেশন, অতিরিক্ত পিপাসা, মনোযোগে অসমর্থতা, নিদ্রাহীনতা, অসুস্থতাবোধ, ক্লান্তিবোধ, চুলকানি, আরটিকেরিয়া, লিলস সিনড্রোম, স্টিভেন-জনসন সিনড্রোম, আলোর প্রতি অতিসংবেদনশীলতা, ব্রাডিকার্ডিয়া, উচ্চ রক্তচাপ, বুক ধরফরানি, বৃক্ক ব্যথা, মহিলাদের বন্ধ্যাত্ব, শ্বাসকষ্ট, হাঁপানি, ফুসফুসে ইডিমা, জ্বর এবং ইঞ্জেকশনের জায়গায় ব্যথা।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : অন্যান্য এনএসএআইডি কিংবা এসপিরিনের সাথে ব্যবহার করা উচিত নয়। এন্টি-কোয়াগুলেন্টের সাথে ব্যবহারে সতর্ক হতে হবে। কেননা ইহা এন্টি-কোয়াগুলেন্টের কাজ ত্বরান্বিত করতে পারে।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভাবস্থা, প্রসবকাল এবং দুধদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে ব্যবহারে প্রতিনির্দেশ রয়েছে।

সরবরাহ :
টোরাক্স® ১০ ট্যাবলেট : ৫ X ১০ টি। টোরাক্স® ১০ ইঞ্জেকশন : ১ X ৫ টি। টোরাক্স® ৩০ ইঞ্জেকশন : ৫ X ১ টি। টোরাক্স® ৬০ ইঞ্জেকশন : ১ X ১ টি।

টরী®

Tory®

উপাদান : ইটোরিকক্সিব ৬০, ৯০ এবং ১২০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : অস্টিওআর্থ্রাইটিস, রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস, অন্যান্য দীর্ঘস্থায়ী মাংসপেশীর ব্যাধি, তীব্র ব্যাথ, ডিসমেনোরিয়া এবং ডেন্টাল সার্জারী পরবর্তী ব্যথা ও প্রদাহ উপশমে নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি: প্রাপ্ত বয়স্ক এবং কৈশোর প্রাপ্ত: ১৬ বছরের উর্ধ্বে: ৬০-১২০ মি.গ্রা. দিনে ১ বার।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : ইটোরিকিক্সিব-এর প্রতি অতিসংবেদনশীলতা, সক্রিয় পেপটিক আলসার, পরিপাকতন্ত্রের রক্তক্ষরণ, ইনফ্লুমেটর বা ওয়েল ডিজিজ, তীব্র কনজেস্টিভ হার্ট ফেইলিওর এবং ১৬ বছর বয়সের নীচে শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না। যে সব রোগীর ক্ষেত্রে এসিটাইল স্যালিসাইলিক এসিড বা অন্যান্য ননস্টেরয়ডাল প্রদাহরোধী ওষুধ ব্যবহারের ফলে হাঁপানী, তীব্র রাইনাইটিস, নাকের পলিপ, এনজিওনিউরোটিক ইডিমা, আর্টিকারিয়া পরিলভিত হয়, সে সব রোগীর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: মুখ শুকিয়ে যাওয়া, স্বাদে গভগোল, মুখে ক্ষত, পেট ফাঁপা, কোষ্ঠকাঠিন্য, রুচি ও ওজনের পরিবর্তন, বুকে ব্যথা, অবসাদ, প্যারেসিসিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জার মত উপসর্গ এবং মাংসপেশীর ব্যথা।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : সুফলের মাত্রা ঙ্গণের ক্ষতির সম্ভাবনা থেকে বেশী হলে গর্ভাবস্থার প্রথম ও মাসের তিন মাসে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই ওষুধটি মাতৃদুগ্ধে নিঃসৃত হয় কিনা তা জানা যায়নি।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: মুখে খাওয়ার এন্টিকুয়াণ্টলেস্টস্, মূত্রবর্ধক, এ সি ই ইনহিবিটর, এসিটাইল স্যালিসাইলিক এসিড, সাইক্লোস্পোরিন, ট্যাক্রোলিমাস, লিথিয়াম, মেথোড্রেক্সেট, জন্মনিরোধক বডি, প্রোডিনসোলোন, ডিগলিন, ইথিনাইল ইস্ট্রাডিওল, কিটোকোনাজোল, রিফামপিসিন এবং এন্টাসিড।

সরবরাহ :

টরী® ৬০ ট্যাবলেট : ৬ X ৫ টি। টরী® ৯০ ট্যাবলেট : ৬ X ৫ টি। টরী® ১২০ ট্যাবলেট : ৪ X ৫ টি।

টস®

Tos®

উপাদান: পায়োগিটাজোন ১৫ মি.গ্রা. ও পায়োগি-টাজোন ৩০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

নির্দেশনা: টাইপ ২ ডায়াবেটিস মেলিটাস।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : পায়োগিটাজোন শুধুমাত্র ইনসুলিনের উপস্থিতিতেই এর গ্লুকোজের আধিক্যরোধী কার্যকারীতা প্রয়োগ করে। এজন্য টাইপ ১ ডায়াবেটিস কিংবা ডায়াবেটিক

কিটোএসিডোসিসের চিকিৎসায় এটি ব্যবহার করা উচিত নয়।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: শ্বাসতন্ত্রের উর্ধ্বভাগের সংক্রমণ ও মাথাব্যথা। এ ছাড়াও সাইনুসাইটিস, মাংসপেশীর ব্যথা, ইডিমা, দাঁতের অস্বাভাবিকতা এবং ফ্যারিনজাইটিস দেখা যায়।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: ইথিনাইল এস্ট্রাডিওল ও নরএথিনড্রোন যুক্ত জন্মনিরোধক।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালীন মায়েদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত নয়।

সরবরাহ :

টস® ১৫ ট্যাবলেট : ৫ X ৬ টি।

টস® ৩০ ট্যাবলেট : ৩০ টি।

টসিরিন®

Tosirin®

উপাদান: (পায়োগিটাজোন ৩০ মি.গ্রা. + গাইমিপিরিড ২ মি.গ্রা.)/ট্যাবলেট। (পায়োগিটাজোন ৩০ মি.গ্রা. + গাইমিপিরিড ৪ মি.গ্রা.)/ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : টাইপ-২ ডায়াবেটিস মেলিটাস।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : ৩০ মি.গ্রা./২ মি.গ্রা. অথবা ৩০ মি.গ্রা./৪ মি.গ্রা. ট্যাবলেট দিনে একবার।

প্রতি নির্দেশনা : পায়োগিটাজোন, গাইমিপিরিড অথ বা এদের সংযুক্ত যে কোন উপাদানের প্রতি অতি সংবেদনশীলতা, ডায়াবেটিক কিটোএসিডোসিস-কোমা অথবা কোমা ব্যতীত।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গ্রেগন্যাগি ক্যাটাগরি সি। স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত নয়।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : পায়োগিটাজোন - শ্বাসতন্ত্রের উর্ধ্বভাগের সংক্রমণ, আঘাত, মাথা ব্যথা, মাংসপেশীর ব্যথা, দাঁতের অস্বাভাবিকতা, ফ্যারিনজাইটিস, ইডিমা ইত্যাদি। গাইমিপিরিড- হাইপোগ্লাইসেমিয়া, মাথা বিম্ব বিম্ব ভাব, দৌর্বল্য, মাথা ব্যথা, বমি ভাব, ত্বকের এলাজিক প্রতিক্রিয়া।

অন্যান্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : গাইমিপিরিড- থায়াজাইডস্ ও অন্যান্য মূত্র বর্ধক, কার্টিকোস্টেরয়েড, ফেনেথায়াজিনস্, থাইরয়েড প্রোডাক্টস, ইস্ট্রোজেন, মুখে খাওয়ার জন্মনিরোধক বডি, ফেনাইটয়েন, নিকোটিনিক এসিড, সিমপ্যাথোমাইমেটিকস্,

আইসোনিয়াজিড, মাইকোনাজল, ডাইক্লোফেনাক, আইবুপ্রোফেন, ন্যাপ্রক্সেন এবং সেফেনামিক এসিড।
পায়োগিটাজোন- মুখে খাওয়ার জন্য নিরোধক বড়ি।

সরবরাহ :

টসিরিন® ৩০/২ ট্যাবলেট : ১৫ টি।

টসিরিন® ৩০/৪ ট্যাবলেট : ১৫ টি।

ট্রিভক্স®

Trevox®

উপাদান : লিভোফ্লক্সাসিন ৫০০ ও ৭৫০ মি.গ্রা.
ট্যাবলেট , ১২৫ মি.গ্রা./৫ মি.লি. ওরাল সলিউশন
এবং ৫০০ আইভি ইনফিউশন।

নির্দেশনা : তীব্র ম্যাক্সিলারী সাইনাসের প্রদাহ,
দীর্ঘদিনের ব্রংকাইটিসের হঠাৎ বৃদ্ধি, কমিউনিটি
এ্যাকুয়াড়ি নিউমোনিয়া, নজোকোমিয়াল নিউমোনিয়া,
মূত্রশালীর জটিল সংক্রমণ, একিউট পায়লোনেফ্রাইটিস,
ত্বক এবং নরম কলার জটিল এবং জটিল নয় এমন
সংক্রমণ।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : ২৫০-৭৫০ মি.গ্রা. দিনে এক
বার ৭-১৪ দিন।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :
লিভোফ্লক্সাসিন, কুইনোলোন এন্টিমাইক্রোবিয়াল
এজেন্টস্ অথবা এর যে কোন উপাদানের প্রতি
সংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে
না।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : সাধারণত বেশ সহনীয়। বমি বমি
ভাব, ডায়রিয়া, পেটে ব্যথা, পেট ফাঁপা, আলোক
সংবেদনশীলতা, কাঁপুনি, বিষন্নতা, দুশ্চিন্তা, মানসিক
বিভ্রম ইত্যাদি।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : নির্দেশিত নয়।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : এন্টিসিড, আয়রণ,
এডজরবেন্টস, এনএসএআইডি, ওয়ারফারিন।

সরবরাহ :

ট্রিভক্স® ৫০০ ট্যাবলেট : ৩ X ১০ টি। ট্রিভক্স®

৭৫০ ট্যাবলেট : ২ X ১০ টি। ট্রিভক্স® ওরাল

সলিউশন : ১০০ মি.লি. এবং ট্রিভক্স® ৫০০ আইভি
ইনফিউশন:১০০ মি.লি পিভিসি ব্যাগ।

ট্রাইস্প্রে®

Trispray®

উপাদান : ট্রাইএমসিনোলোন এসিটোনাইড ৫৫
মাইক্রোগ্রাম/স্প্রে।

নির্দেশনা: প্রাপ্ত বয়স্ক এবং ৬ বছর পর্যন্ত শিশুদের
বছরব্যাপী এবং মৌসুমী এলার্জি জনিত নাসাপ্রদাহের
প্রতিষেধক ও চিকিৎসার জন্য নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি: প্রাপ্ত বয়স্ক: প্রতি নাসারন্ধ্রে দুটি
করে স্প্রে দিনে ১ বার গ্রহণযোগ্য। রোগের লক্ষণ
নিয়ন্ত্রিত হলে দিনে ১ বার প্রতি নাসারন্ধ্রে ১টি করে
স্প্রে ব্যবহার করা যেতে পারে।

শিশু (৬-১২ বছর): প্রতি নাসারন্ধ্রে ১টি করে স্প্রে
দিনে ১ বার। প্রয়োজন অনুযায়ী প্রতি নাসারন্ধ্রে দুটি
করে স্প্রে দিনে ১ বার গ্রহণযোগ্য।

শিশু (২-৫ বছর): প্রতি নাসারন্ধ্রে ১টি করে স্প্রে দিনে
১ বার।

ট্রাইস্প্রে® ২ বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য প্রযোজ্য
নয়।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :
যদি এড্রেনাল ফাংশন বাধাগ্রস্ত হবার মত কোন
কারণ থাকে, সে ক্ষেত্রে সিস্টেমিক স্টেরয়েড থেকে
ট্রাইএমসিনোলোনে পরিবর্তন করার সময় সতর্কতা
অবলম্বন করতে হবে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : নাকে ও গলার ঝিল্লীতে প্রদাহ,
রাইনাইটিস, মাথা ব্যথা, ফেরিংজাইটিস, নাক দিয়ে
রক্ত ঝরা, নাকে ইরিটেশন, শুষ্ক মুখ ও গলা, নেসো
সাইনাস কনজেশন এবং হাঁচি এবং নাকের সেপ্টাম
ফুটো হয়ে যেতে পারে।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : এরকম কোন
প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভাবস্থায়
ব্যবহারে মায়ের উপর এবং শিশুর উপর সম্ভাব্য
ক্ষতিকর প্রভাব বিবেচনা করতে হবে।

সরবরাহ :

ট্রাইস্প্রে® : ১২০ টি স্প্রে।

ট্রুপ্যান®

Trupan®

উপাদান: প্যানটোপ্রাজল। ২০ মি.গ্রা. এবং ৪০ মি.গ্রা.
ট্যাবলেট। ৪০ মি.গ্রা/ভায়াল ইঞ্জেকশন।

নির্দেশনা: বিনাইন (মারাত্মক নয় এমন) গ্যাস্ট্রিক
আলসার, ডিওডেনাল আলসার, গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল

রিফ্লাক্স ডিসিজ, নন-স্টেরয়ডাল প্রদাহরোধী ওষুধ দ্বারা চিকিৎসার ফলে সৃষ্ট আলসার, অত্যধিক গ্যাস্ট্রিক এসিড নিঃসরণজনিত জটিলতা যেমন - জোলিঞ্জার-এলিসন সিনড্রোম, হেলিকোব্যাকটার পাইলোরি দমনে এন্টিবায়োটিকের সঙ্গে এবং H₂ রিসেপটর এন্টাগোনিস্ট প্রতিরোধী আলসার।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি: ট্যাবলেট

নির্দেশনা সেবনবিধি ও মাত্রা: বিনাইন (মারাত্মক নয় এমন) গ্যাস্ট্রিক আলসার দৈনিক ৪০ মি.গ্রা. করে সকালে ৪ সপ্তাহ পর্যন্ত সেব্য, যা আরও ৪ সপ্তাহ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যেতে পারে যদি আলসার পুরোপুরি ভাল না হয়।

ডিওডেনাল আলসার দৈনিক ৪০ মি.গ্রা. করে সকালে ২ সপ্তাহ পর্যন্ত সেব্য, যা আরও ২ সপ্তাহ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যেতে পারে যদি আলসার পুরোপুরি ভাল না হয়।

গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিসিজ:

দৈনিক ২০-৪০ মি.গ্রা. করে সকালে ৪ সপ্তাহ পর্যন্ত সেব্য, যা আরো ৪ সপ্তাহ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যেতে পারে যদি আলসার পুরোপুরি ভাল না হয়।

নন-স্টেরয়ডাল প্রদাহরোধী ওষুধজনিত পেপটিক আলসার দৈনিক ২০ মি.গ্রা.

অত্যধিক গ্যাস্ট্রিক এসিড নিঃসরণজনিত জটিলতা যেমন - জোলিঞ্জার-এলিসন সিনড্রোম প্রাথমিকভাবে দৈনিক ৮০ মি.গ্রা. (বয়স্কদের ক্ষেত্রে দৈনিক সর্বোচ্চ ৪০ মি.গ্রা.), ৮০ মি.গ্রা. এর অধিক মাত্রার ক্ষেত্রে দিনে দুটি বিভক্ত মাত্রায় দেয়া উচিত।

হেলিকোব্যাকটার পাইলোরি দমন হেলিকোব্যাকটার পাইলোরি দমনে এন্টিবায়োটিকের সঙ্গে ৪০ মি.গ্রা. দিনে ২ বার।

H₂ রিসেপটর এন্টাগোনিস্ট প্রতিরোধী আলসার দৈনিক ৪০ মি.গ্রা. করে ৮ সপ্তাহ পর্যন্ত সেব্য। পরবর্তীতে দৈনিক ২০ মি.গ্রা. করে সেবনমাত্রা অব্যাহত রাখা যেতে পারে, যা দৈনিক ৪০ মি.গ্রা. পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যেতে পারে যদি আবার আলসারের লক্ষণ দেখা দেয়।

বাচ্চাদের ক্ষেত্রে : বাচ্চাদের ক্ষেত্রে প্যানটোপ্রাজল ব্যবহারে উপযোগিতা এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

ইঞ্জেকশন

ডিওডেনাল আলসার এবং গ্যাস্ট্রিক আলসার, দৈনিক ৪০ মি.গ্রা. করে ৭-১০ দিন।

গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিসিজ:

দৈনিক ৪০ মি.গ্রা. করে ৭-১০ দিন।

পেপটিক আলসারজনিত পুনরায় রক্তপাত প্রতিরোধে প্রাথমিকভাবে ৮০ মি.গ্রা., পরবর্তীতে ৮ মি.গ্রা./ঘন্টা হারে ৭২ ঘন্টা পর্যন্ত।

এসিড এসপিরেশন প্রতিরোধে ৮০ মি.গ্রা. প্রতি ১২ ঘন্টা অন্তর প্রথম ২৪ ঘন্টা। পরবর্তীতে ৪০ মি.গ্রা. প্রতি ১২ ঘন্টা অন্তর।

জোলিঞ্জার-এলিসন সিনড্রোম এবং অত্যধিক গ্যাস্ট্রিক এসিড নিঃসরণজনিত রোগের দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসায় ৮০ মি.গ্রা. প্রতি ১২ ঘন্টা অন্তর, প্রয়োজনে ৮০ মি.গ্রা. প্রতি ৮ ঘন্টা অন্তর বৃদ্ধি করা যেতে পারে। এসিড নিঃসরণে পরিমাণের উপর নির্ভর করে উচ্চমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে।

অন্তঃশিরা পথে প্যানটোপ্রাজল যত দ্রুত সম্ভব ওরাল চিকিৎসা দ্বারা পরিবর্তন করা উচিত।

সতর্কতা ও যে সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: প্যানটোপ্রাজল অথবা এই প্রস্থতির যেকোন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীল রোগীদের ব্যবহার করা উচিত নয়।

প্যানটোপ্রাজল ট্যাবলেট ভেঙ্গে, গুঁড়ো করে বা চুষে খাওয়া যাবে না। ট্যাবলেটটি খাবারের সাথে অথবা খাবার ছাড়াই পুরোপুরি গিলে খেতে হবে। প্যানটোপ্রাজল এর বিশোষণের উপর এন্টাসিডের কোন প্রভাব নেই।

পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া: অল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসার ক্ষেত্রে প্যানটোপ্রাজল ভালভাবে সহনীয়। সাধারণভাবে মাথাব্যথা এবং ডায়রিয়া হতে পারে এছাড়া দুর্লভ পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে তলপেটে ব্যথা, বায়ু উদগিরন, রাস, নিদ্রাহীনতা এবং হাইপারগ্লুসেমিয়া।

অন্যান্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: থিওফাইলিন, সিজাপ্রাইড, এন্টিপাইরিন, ক্যাফেইন, কার্বামাজিপাইন, ডায়াজিপাম, ডাইক্লোফেনাক, ন্যাথ্রোক্সেন, পাইরোক্সিক্যাম, ডিগোক্সিন, ইথানল, গাইবিউরাইড, গর্ভনিরোধক (লিডোনরজেসট্রোল/ইথি নাইল এসট্রাডিওল), মেটোপ্রোলোল, নিফেডিপিন, ফেনিটয়িন, ওয়ারফেরিন, মিডাজোলাম, ক্লারিথে ্রামাইসিন, মেট্রোনিডাজল অথবা এমোক্সিসিলিন ব্যবহারের সময় প্যানটোপ্রাজল এর সেবন মাত্রা পূর্ননির্ধারণের কোন প্রয়োজন নেই। যে সকল ওষুধের বায়োএভয়লিবিলাটির জন্য পাকস্থলীর pH গুরুত্বপূর্ণ (যেমন- কিতোকোনাজল, এমপিসিলিন এসটারস,

আয়রণ), সে সকল ওষুধের বিশেষণে প্যানটোথ্রাজল সমস্যা করতে পারে।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: গর্ভকালীন সময়ে প্যানটোথ্রাজল এর ব্যবহার নিয়ে তেমন কোন গ্রহণযোগ্য পরীক্ষা করা হয়নি। তবে খুব বেশি দরকার হলে গর্ভাবস্থায় প্যানটোথ্রাজল নেয়া যেতে পারে। প্যানটোথ্রাজল মায়ের দুধে নিঃসৃত হয়। তবে প্যানটোথ্রাজল ব্যবহারের সময় স্তন্যদানে বিরত থাকতে হবে কিনা তা মায়ের প্যানটোথ্রাজল এর প্রয়োজনীয়তার উপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত।

সরবরাহ: ট্রিপ্যান® ২০ ট্যাবলেট: প্রতিটি বাক্সে আছে ৬০টি ট্যাবলেট। ট্রিপ্যান® ৪০ ট্যাবলেট: প্রতিটি বাক্সে আছে ৬০টি ট্যাবলেট। ট্রিপ্যান® ৪০ আইভি ইঞ্জেকশন: প্রতিটি বাক্সে আছে প্যানটোথ্রাজল ৪০ মি.গ্রা. এর একটি ভায়াল, ১০ মি.লি. ০.৯% সোডিয়াম ক্লোরাইড ইঞ্জেকশনের একটি এম্পুল এবং একটি ১০ মি.লি. স্টেরাইল ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ।

ট্রিপটিন®

Tryptin®

উপাদান : এ্যামিট্রিপটাইলিন ১০ ও ২৫ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : বিষণ্ণতাজনিত অসুস্থতা, বিশেষত মানসিক দুশ্চিন্তা এবং মূত্রের বেগ ধারণে অক্ষমতা বিশেষত শিশুদের রাত্রিকালীন শয্যা মূত্রত্যাগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : বিষণ্ণতায় : ২৫-৫০ মি.গ্রা. প্রতিদিন বিভক্তমাত্রায় ও একক মাত্রায় ঘুমানোর পূর্বে। রাত্রিকালীন শয্যা মূত্রত্যাগ: ৬-১০ বছর: ১০-২০ মি.গ্রা. ঘুমানোর পূর্বে। ১১-১৬ বছর: ২৫-৫০ মি.গ্রা. ঘুমানোর পূর্বে ৩ মাস পর্যন্ত।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : মৃগীরোগীদের ক্ষেত্রে, গ্লুকোমা, মূত্র প্রতিবন্ধকতা, প্রোস্ট্যাটিক হাইপারট্রফি, বহুমূত্র, গর্ভাবস্থায় সাবধানতার সাথে ব্যবহার করা উচিত।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : রক্ত চাপ কমে যাওয়া, সিনকোপ, বুক ধড়ফড় করা, হেলুসিনেশন, আলোক সংবেদনশীলতা, মাথা ঝিম ঝিম করা, দুর্বলতা, অবসাদ এবং ওজন কমে যাওয়া।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : মনোএমাইন অক্সিডেজ ইনহিবিটর, এড্রিনালিন, কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র নিস্তেজকারক, একলোহল এবং সিমেন্টেডিন।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভাবস্থায় অনুমোদিত নয়। নবজাতকের মারাত্মক রকমের ক্ষতিকর প্রভাবের জন্য সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে স্তন্যদান থেকে বিরত থাকবে অথবা ওষুধ সেবন বন্ধ করতে হবে।

সরবরাহ :

ট্রিপটিন® ১০ ট্যাবলেট : ২০ X ১০ টি। ট্রিপটিন® ২৫ ট্যাবলেট : ২০ X ১০ টি।

তুস্কা®

Tusca®

উপাদান : (গুয়াইফেনেসিন ১০০ মি.গ্রা., স্যুডোএফিড্রিন হাইড্রোক্লোরাইড ৩০ মি.গ্রা. এবং ট্রাইপ্রোলিডিন হাইড্রোক্লোরাইড ১.২৫ মি.গ্রা.)/৫ মি.লি. সিরাপ।

নির্দেশনা : পুঞ্জীভূত কফ সহ শ্বাসতন্ত্রের উপরের অংশের ব্যাধির, লক্ষণসমূহের উপশমে নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : প্রাপ্তবয়স্ক : দুই চা চামচ দিনে ৩ বার।

১২ বছরের উর্ধে শিশুদের জন্য : দুই চা চামচ দিনে ৩ বার। ৬-১২ বছর: ১ চা চামচ দিনে ৩ বার। ২-৬ বছর : ১/২ চা চামচ দিনে ৩ বার।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : গুয়াইফেনেসিন, স্যুডোএফিড্রিন অথবা ট্রাইপ্রোলিডিন এর প্রতি অতিসংবেদনশীলতা। তীব্র করোনারী ধমনীর রোগ অথবা মারাত্মক উচ্চ রক্তচাপ সম্পন্ন রোগীদের ক্ষেত্রে দেয়া যাবে না। নিজেদের অবস্থা বিবেচনা সাপেক্ষে রোগীদের গাড়ী ও যন্ত্রপাতি চালানো উচিত নয়।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের অবনমন অথবা উত্তেজনা, ঘনঘন তন্দ্রাচ্ছন্নতা হতে পারে। ঘুমের ব্যাঘাত এবং কদাচিৎ দৃষ্টিভ্রম দেখা দিতে পারে। চামড়ার ফুসকুড়ি, ট্যাকিকার্ডিয়া, কখনো কখনো মুখ, নাক ও গলার শুষ্কতা দেখা দিতে পারে। পুরুষ রোগীরা স্যুডোএফিড্রিন সেবনে মূত্রত্যাগে অক্ষমতা হতে পারে, এক্ষেত্রে প্রোস্টেট এর বৃদ্ধি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ কারণ হতে পারে।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : ডিকনজেস্টেন্ট,

ট্রাইসাইক্লিক বিষণ্ণতারোগী ওষুধ, রক্তচিদমনকারক এবং এ্যামফেটামিন জাতীয় দেহ উত্তেজক অথবা মনোঅ্যামাইন অক্সিডেজ ইনহিবিটর-এর সাথে একত্রে ব্যবহার করার ফলে কখনো কখনো রক্তচাপ বৃদ্ধি পেতে পারে।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভবতী মহিলাদের ঙ্গনের বৃদ্ধির ক্ষতির তুলনায় লাভের পরিমাণ যাচাই করে এ ওষুধ ব্যবহার করা উচিত।

সরবরাহ :

তুস্কা® সিরাপ : ১০০ মি.লি.।

U

ইউকল® ২

Ucol® 2

উপাদান: টলটেরোডিন টারট্রেট ২ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।
নির্দেশনা : নিম্নলিখিত উপসর্গ সহ মূত্র খলির অতি কার্যকারিতায় নির্দেশিত, যেমন - মূত্রত্যাগের জরুরীভাব, ঘন ঘন মূত্রত্যাগ এবং মূত্র ধারণের ক্ষমতা হ্রাস।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : ২ মি.গ্রা. দিনে দুবার।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : মূত্র ধারণের ক্ষমতা হ্রাসপ্রাপ্ত, নিয়ন্ত্রণহীন ন্যারো এঙ্গেল গ্লুকোমায় আক্রান্ত এবং টলটেরোডিন বা এর যে কোন উপাদানের প্রতি অতি সংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করা যাবে না। নিম্নে উল্লেখিত রোগীদের ক্ষেত্রে টলটেরোডিন সতর্কতার সাথে ব্যবহার করতে হবে: যাদের মূত্র জমে থাকার ঝুঁকি রয়েছে, যাদের পরিপাকতন্ত্রের সংকোচন-প্রসারণ কমে যাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে, বৃক্কের অকার্যকারিতা এবং যকৃৎের অকার্যকারিতা।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : মুখ গহ্বরের শুষ্কতা, অজীর্ণতা এবং ল্যাক্রিমাল গ্রন্থির নিঃসরণ হ্রাস করে।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : কিতোকোনাজল, ওয়ারফেরিন এবং মুখে সেব্য সমন্বিত জন্মানিয়ন্ত্রণকারী।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভস্থ শিশুর ঝুঁকির মাত্রা বিবেচনা করে গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে অধিক জরুরী বিবেচিত হলে, ব্যবহার করা উচিত।

স্তন্যদানকালে এড়িয়ে চলা উচিত।

সরবরাহ :

ইউকল® ২ ট্যাবলেট : ৬ X ১০ টি।

ইউরিটেন®

Uriten®

উপাদান : আলফুজোসিন হাইড্রোক্লোরাইড ১০ মি.গ্রা. এন্সটেন্ডেড রিলিজ ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : ইউরিটেন® বিনাইন প্রোস্টেটিক হাইপারপ্লাসিয়া (বি.পি.এইচ)র কার্যকর লক্ষণসমূহের জন্য নির্দেশিত। এটা বি, পি, এইচ জনিত রোগীর মূত্র ধারণজনিত তীব্র সমস্যার স্বল্প মেয়াদী চিকিৎসায়ও ক্যাথেটারাইজেশন সহকারে ব্যবহৃত হয়।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : বি পি এইচ : ইউরিটেন ১০ মি.গ্রা. এর একটি ট্যাবলেট প্রতিদিন একই বেলায় খাবারের পরপর। মূত্র ধারণজনিত তীব্র সমস্যা : ইউরিটেন ১০ মি.গ্রা. এর একটি ট্যাবলেট প্রতিদিন একই বেলায় খাবারের পরপর। ক্যাথেটারাইজেশনের প্রথম দিন থেকে ব্যবহার শুরু করতে হবে। চিকিৎসা ৩-৪ দিন চলবে (২-৩ দিন ক্যাথেটারাইজেশনের সময় এবং ১ দিন ক্যাথেটারাইজেশনের পর)।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : আলফুজোসিন গ্রহনকারী রোগীকে সাধারণত চেতনানাশক দেয়া হলে তা অতি মাত্রায় নিম্ন রক্তচাপ তৈরী করতে পারে। সুতরাং শল্য চিকিৎসায় ২৪ ঘন্টা পূর্বেই আলফুজোসিন ট্যাবলেট বন্ধ করা উচিত। এনজিনা পেক্টোরিসের লক্ষণ শুরু হলে অথবা অবস্থার অবনতি হলে আলফুজোসিন গ্রহন বন্ধ করা উচিত। অতিসংবেদনশীলতা, অবস্থান পরিবর্তনজনিত নিম্নরক্তচাপ, মধ্যম থেকে তীব্র যকৃৎের সমস্যা থাকলে এবং অন্যান্য আলফা প্রতিবন্ধকের সাথে আলফুজোসিন প্রতিনির্দেশিত। এই ওষুধ নারী এবং শিশুদের (১৮ বছরের নিচে) ক্ষেত্রে নির্দেশিত নয়।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : আলফুজোসিন সাধারণত সুসহনীয়, খুব কম ক্ষেত্রে যেসব পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা যায় সেগুলো হল : মাথাঘোরা, মাথাব্যথা, বিষণ্ণতা, দুর্বলতা, অস্থিরতা, অনুভূতি, হৃদস্পন্দন বেড়ে যাওয়া, বুক ধরফড় করা, বমিবমি ভাব, পেট ব্যথা, ডায়রিয়া, শুষ্ক মুখ ইত্যাদি।

মাত্রাধিক্য : আলফুজোসিনের মাত্রাধিক্যের ফলে নিম্ন রক্তচাপ হতে পারে। এ ক্ষেত্রে রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে; সোজা করে শুষিয়ে দিতে হবে এবং নিম্ন রক্তচাপের প্রচলিত চিকিৎসা শুরু করতে হবে।

অন্য গুণধ্বের সাথে প্রতিক্রিয়া : আলফুজোসিন অন্যান্য আলফা-প্রতিবন্ধক, এটেনোলোল, সিমিটিডিন, ডিলটিয়াজেম, কিটোকোনাভোল এবং রিটোনাভিরের সাথে প্রতিক্রিয়া করতে পারে।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকাল ব্যাবহার : আলফুজোসিন মহিলাদের ব্যবহারের জন্য নির্দেশিত নয়।

সরবরাহ :

ইউরিটেন® এক্সটেনডেড রিলিজ ট্যাবলেট: ৩ X ১০টি।

V

ভ্যালোয়েট™

Valoate™

উপাদান: প্রতি ৫ মি.লি. সিরাপে আছে সোডিয়াম ভ্যালপ্রোয়েট বিপি ২০০ মি.গ্রা. হিসেবে। প্রতিটি কন্ট্রোল রিলিজ ট্যাবলেটে আছে সোডিয়াম ভ্যালপ্রোয়েট বিপি+ভ্যালপ্রোয়িক এসিড বিপি যা ২০০ মি.গ্রা. সোডিয়াম ভ্যালপ্রোয়েট এর সমতুল্য। প্রতিটি কন্ট্রোল রিলিজ ট্যাবলেটে আছে সোডিয়াম ভ্যালপ্রোয়েট বিপি+ভ্যালপ্রোয়িক এসিড বিপি যা ৩০০ মি.গ্রা. সোডিয়াম ভ্যালপ্রোয়েট এর সমতুল্য। প্রতিটি কন্ট্রোল রিলিজ ট্যাবলেটে আছে সোডিয়াম ভ্যালপ্রোয়েট বিপি+ভ্যালপ্রোয়িক এসিড বিপি যা ৫০০ মি.গ্রা. সোডিয়াম ভ্যালপ্রোয়েট এর সমতুল্য।
নির্দেশনা: নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ভ্যালোয়েট নির্দেশিত মৃগী: সকল প্রকার মৃগী রোগ যেমন- Absence seizures, myoclonic seizures, Tonic-Clonic seizures, Atonic, Mixed, Simple or generalized, secondary generalized seizures etc.

ম্যানিয়া (Mania): বাইপোলার ডিসঅর্ডার এর চিকিৎসায় নির্দেশিত।

অন্যান্য: জ্বরজনিত খিঁচুনি এবং মাইগ্রেন প্রতিরোধে বিকল্প চিকিৎসা হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

মাত্রা ও প্রয়োগ বিধি:

প্রাণ্ড বয়স্ক:

প্রারম্ভিক মাত্রা: ৬০০ মি.গ্রা. করে প্রতিদিন খাবার পর,

দুইটি বিভক্ত মাত্রায় ব্যবহার করতে হবে। চিকিৎসা শুরু করার তিন দিন পর থেকে প্রতিদিন ২০০ মি.গ্রা. করে বৃদ্ধি করা যেতে পারে। সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা দৈনিক ২.৫ গ্রাম।

অব্যাহত মাত্রা: সাধারণত দৈনিক ১-২ মি.গ্রা. (২০-৩০ মি.গ্রা./কেজি)

শিশু (২০ কেজির নিচে): প্রারম্ভিক প্রতি কেজিতে ২০ মি.গ্রা. করে বিভক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করা যেতে পারে। প্রচণ্ড অসুস্থতার ক্ষেত্রে প্লাজমা মাত্রা লক্ষ্য রেখে প্রয়োগ মাত্রা বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

শিশু (২০ কেজির উপরে): প্রারম্ভিক মাত্রা: প্রত্যহ ৪০০ মি.গ্রা.। পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের জন্য মাত্রা প্রতিদিন ২০-৩০ মি.গ্রা./কেজি করে বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

প্রতিনির্দেশনা: সোডিয়াম ভ্যালপ্রোয়েট এর প্রতি অতি প্রতিক্রিয়াশীল রোগীদের ক্ষেত্রে প্রতিনির্দেশিত। যকৃতের অকার্যকারিতা, পরফাইরিয়া এবং ইউরিয়া সাইকেল এর গভাগোলে সোডিয়াম ভ্যালপ্রোয়েট প্রতি নির্দেশিত।

সতর্কতা: প্রয়োগের পর প্রথম ছয় মাস যকৃতের কার্যকারিতা পরীক্ষা করা উচিত। অস্ত্রোপচারের পূর্বে রক্ত পরীক্ষা করে নেয়া আবশ্যিক। অকার্যকরী বৃদ্ধ, গর্ভবতী এবং স্তন্যদানকারী মায়েরদের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা আবশ্যিক।

ভ্যালপ্রোয়েট প্রধানত বৃদ্ধ দিয়ে নির্গত হয়। কিয়দংশ নির্গত হয় কিটোন বডি হিসেবে যা কিটোন বডি পরীক্ষায় ভুল বিবরণ দিতে পারে।

সোডিয়াম ভ্যালপ্রোয়েট এর সেবন হঠাৎ বন্ধ করে দেয়া উচিত নয়।

পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া: পাকস্থলীর প্রদাহ, বমিবমিভাব, এটাক্সিয়া ও খিঁচুনি, হাইপারএ্যামোনেমিয়া, ক্ষুধাবৃদ্ধি, ওজন বৃদ্ধি, চুল পড়ে যাওয়া, ফেলা, প্রমোসাইটোপেনিয়া এবং অনুচক্রিকার জমাট বাধতে বাধা, যকৃতের সমস্যা, র্যাশ, ঘুম বৃদ্ধি ও আলস্যতা, বিভ্রান্তি ও বেশি সতর্ক, মাঝে মাঝে অগ্নাশয়ে সমস্যা, লিউকোপেনিয়া, প্যানসাইটোপেনিয়া, লাল রক্ত কণিকার সমস্যা, ফিব্রিনোজেন কমে যাওয়া, অনিয়মিত ঋতুস্রাব, এ্যামেনোরিয়া, গাইনিকোমাস্টিয়া, নেফ্রোলাইসিস, শ্রবণ শক্তি হ্রাস, ফ্যানকোলিস সিনড্রোম, স্মৃতিশক্তি হ্রাস, স্টিভেনস-জনসন সিনড্রোম ও ভাসকুলাইটিস।

অন্য গুণধ্বের সাথে প্রতিক্রিয়া: ফেনাবারবিটাল, ফিনাইটয়েন, ওয়ারফারিন, এসপিরিন ইত্যাদি এর

বিপাক সোডিয়াম ভ্যালথ্রোয়েট দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে: সোডিয়াম ভ্যালথ্রোয়েট আমরা অতিক্রম করে, এ কারণে গর্ভাবস্থার প্রথম তিন মাস সোডিয়াম ভ্যালথ্রোয়েট প্রদান করলে তা এনেনেসফালি এবং স্পাইনা বাইফিডিয়া এর মত নিউরাল টিউব সমস্যা তৈরী করতে পারে।

সোডিয়াম ভ্যালথ্রোয়েট মাতৃদুগ্ধে নিঃসৃত হতে পারে। তাই স্তন্যদানকারী মায়ের ক্ষেত্রে সোডিয়াম ভ্যালথ্রোয়েট শিশুর ক্ষতির কারণ হতে পারে।

সরবরাহ:
ভ্যালোয়েট® সিরাপ : প্রতি বোতলে আছে ১০০ মি.লি. সিরাপ। ভ্যালোয়েট® সিআর ২০০ ট্যাবলেট : প্রতি বাক্সে আছে ৫০ ট্যাবলেট। ভ্যালোয়েট® সিআর ৩০০ ট্যাবলেট : প্রতি বাক্সে আছে ৫০ ট্যাবলেট। ভ্যালোয়েট® সিআর ৫০০ ট্যাবলেট : প্রতি বাক্সে আছে ৩০ ট্যাবলেট।

ভিগোরেক্স™

Vigorex™

উপাদান:

ভিগোরেক্স ২৫ ট্যাবলেট: প্রতিটি ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেটে আছে সিলডেনাফিল ২৫ মি.গ্রা. সিলডেনাফিল সাইট্রেট আইএনএন হিসেবে।

ভিগোরেক্স ৫০ ট্যাবলেট: প্রতিটি ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেটে আছে সিলডেনাফিল ৫০ মি.গ্রা. সিলডেনাফিল সাইট্রেট আইএনএন হিসেবে।

ভিগোরেক্স ১০০ ট্যাবলেট: প্রতিটি ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেটে আছে সিলডেনাফিল ১০০ মি.গ্রা. সিলডেনাফিল সাইট্রেট আইএনএন হিসেবে।

নির্দেশনা: ভিগোরেক্স লিঙ্গস্থানজনিত অক্ষমতার চিকিৎসায় সেব্য।

সেবনবিধি ও মাত্রা: ভিগোরেক্স ৫০ মি.গ্রা. দিনে একবারের যৌন মিলনের ৩০-৪০ মিনিট আগে সেবন করতে হবে। কার্যকারিতা

ও সহনীয়তার উপর ভিত্তি করে মাত্রা সর্বোচ্চ ১০০ মি.গ্রা. পর্যন্ত বাড়ানো অথবা ২৫ মি.গ্রা. পর্যন্ত কমানো যেতে পারে। সব সময় ডাক্তারের নির্দেশনা অনুযায়ী সেবন করুন। দিনে সর্বোচ্চ একবারই সেবন করা উচিত।

প্রতিনির্দেশনা: সিলডেনাফিল রক্তচাপ কমিয়ে দিতে

পারে কাজেই যারা নিয়মিত নাইট্রেট জাতীয় ওষুধ সেবন করছেন অথবা যুগপৎ সেবন করছেন তাদের ক্ষেত্রে এটা প্রতিনির্দেশিত।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া: অন্য ওষুধের মতোই সিলডেনাফিলেরও কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া রয়েছে, যদিও সবার ক্ষেত্রে এটা ঘটেনা। সিলডেনাফিলসহ অন্য সকল ওষুধই এলার্জির কারণ হতে পারে। সিলডেনাফিল সেবনের পর কোন ধরনের এলার্জির লক্ষণ যেমন- তাত্ক্ষনিক হুইজিং, শ্বাসকষ্ট অথবা মাথাঘোরা চোখের পাতা, মুখ মণ্ডল, ঠোঁট ও গলা ফুলে যাওয়া ইত্যাদি দেখা দিলে দ্রুত ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। সাধারণ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার মধ্যে আছে (প্রতি ১০০ জনে ১-১০জন)। মুখমণ্ডল জ্বালাপোড়া করা, বদহজম, ঝাপসা দৃষ্টি, আলোক সংবেদনশীলতা, স্টাফিনোজ এবং মাথা ঘোরা।

খুব কম ঘটে এমন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার মধ্যে অছে- বমি, ত্বকের ফুঁসকুড়ি, চোখের পিছনে রক্তক্ষরণ, রক্তমাল চোখ, চোখে ব্যথা, চোখে দুটো দেখা, চোখে অস্বাভাবিক অনুভূতি অসম অথবা দ্রুত হৃদস্পন্দন, মাংশপেশীতে ব্যথা, ঘুমঘুমভাব, স্পর্শানুভূতি কমে যাওয়া, মাথা ঘোরা, কানে শব্দ হওয়া, বমিবমি ভাব, মুখে শুকানুভূতি, বুকে ব্যথা, ক্লান্তি অনুভূতি।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: ভিগোরেক্স মহিলাদের জন্য নির্দেশিত নয়।

সতর্কতা: অ্যালকোহল পানে লিঙ্গস্থানে অপরাগতা দিখা দিতে পারে। ওষুধ থেকে উপকারিতা পেতে হলে ভিগোরেক্স সেবনের পূর্বে অতিরিক্ত অ্যালকোহল পান করা যাবে না।

সরবরাহ:
ভিগোরেক্স ২৫ ট্যাবলেট: প্রতিটি বাক্সে আছে ৪ টি ট্যাবলেট।

ভিগোরেক্স ৫০ ট্যাবলেট: প্রতিটি বাক্সে আছে ৪ টি ট্যাবলেট।

ভিগোরেক্স ১০০ ট্যাবলেট: প্রতিটি বাক্সে আছে ৪ টি ট্যাবলেট।

ভ্যানপ্রক্স®

Vanprox®

উপাদান : সেফপোডল্লিম ১০০ ও ২০০ মি.গ্রা. ক্যাপসুল, ২০ মি.গ্রা./মি.লি. পেডিয়াট্রিক ড্রপস্ , ৪০

মি.গ্রা./৫ মি.লি. সাসপেনশন তৈরীর পাউডার ও ৮০ মি.গ্রা./৫ মি.লি. ফোর্ট সাসপেনশন তৈরীর পাউডার।
নির্দেশনা : নিম্ন ও উর্ধ্ব শ্বাসনালীর সংক্রমণ, মূত্রনালীর সংক্রমণ যেমন গনোরিয়া, মূত্রথলীর প্রদাহ, ডুক ও নরম কলার সংক্রমণ, গাইনোকোলজিক্যাল সংক্রমণ, তীব্র মধ্যকর্ণের প্রদাহ, শিশুদের সংক্রমণ।
মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : প্রাপ্ত বয়স্ক (১৩ বছর এবং তদুর্ধ্ব)-

ইনফেকশনের ধরণ	মাত্রা	চিকিৎসাকাল
তীব্র কমুনিটি একোয়ার্ড নিউমোনিয়া	২০০ মি.গ্রা., ১২ ঘন্টা পর পর	১৪ দিন
একিউট ব্যাকটেরিয়াল এক্সাজারেশন অব ক্রনিক ব্রংকাইটিস	২০০ মি.গ্রা., ১২ ঘন্টা পর পর	১০ দিন
সাধারণ গণোরিয়া (পুরুষ বা নারীদের ক্ষেত্রে)	২০০ মি.গ্রা.	একক মাত্রা
রেকটাল গনোকক্কাল ইনফেকশন (নারীদের ক্ষেত্রে)	২০০ মি.গ্রা.	একক মাত্রা
ডুক ও কোমল টি স্যুর সংক্রমণ	২০০ মি.গ্রা., ১২ ঘন্টা পর পর ৭ থেকে ১৪ দিন	৭ থেকে ১৪ দিন
ফ্যারিনজাইটিস / টনসিলাইটিস	১০০ মি.গ্রা., ১২ ঘন্টা পর পর ৫ থেকে ১০ দিন	৫ থেকে ১০ দিন
মূত্র নালীর সাধারণ সংক্রমণ	১০০ মি.গ্রা., ১২ ঘন্টা পর পর	৭ দিন
একিউট ম্যাক্সিলারি সাইনুসাইটিস	২০০ মি.গ্রা., ১২ ঘন্টা পর পর	১০ দিন

প্রতিনির্দেশনা

যারা সেফপোডক্সিম অথবা সেফালোস্পোরিন গ্রুপের এন্টিবায়োটিক এর প্রতি সংবেদনশীল তাদের ক্ষেত্রে সেফপোডক্সিম প্রতিনির্দেশিত।
বৃক্কের অকার্যকারীতায় মাত্রা:
যেসব রোগীদের তীব্র বৃক্কীয় অকার্যকারীতা রয়েছে (ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স <৩০ মি.লি/মিনিট) তাদের ক্ষেত্রে মাত্রা প্রতি ২৪ ঘন্টা অন্তর।
যকৃতের অকার্যকারীতায় মাত্রা:

যকৃতের অকার্যকারীতার ক্ষেত্রে মাত্রা পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া

সেফপোডক্সিম একটি সুসহনীয় ওষুধ। সাধারণ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে পরিপাকতন্ত্রীয় গোলযোগ (ডায়রিয়া, বমি বমি ভাব, বমি এবং পেট ব্যথা), র্যাশ, আর্টিকারীয়া এবং চুলকানী।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হলেই গর্ভাবস্থায় ব্যবহার করা উচিত। যেহেতু মাতৃদুগ্ধে সেফপোডক্সিম এর নিঃসরণ হয়, সুতরাং স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে দুগ্ধদান বন্ধ করতে হবে বা ওষুধ গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে হবে।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : এন্টাঙ্গিভ, প্রোবেনেসিড, নেফ্রেটিক্সিক ওষুধসমূহ।

সরবরাহ

ভ্যানপ্রক্স[®] ১০০ মি.গ্রা. ক্যাপসুল: প্রতিটি বাক্সে আছে ১২ টি ক্যাপসুল বিস্টার প্যাকে।

ভ্যানপ্রক্স[®] ২০০ মি.গ্রা. ক্যাপসুল: প্রতিটি বাক্সে আছে ৬ টি ক্যাপসুল বিস্টার প্যাকে।

ভ্যানপ্রক্স[®] সাসপেনশন তৈরীর পাউডার: প্রতিটি বোতলে আছে ৫০ মি.লি. সাসপেনশন তৈরীর পাউডার, সাথে আছে একটি মাত্রা পরিমাপক কাপ।

ভ্যানপ্রক্স[®] ফোর্ট সাসপেনশন তৈরীর পাউডার: প্রতিটি বোতলে আছে ৫০ মি.লি. সাসপেনশন তৈরীর পাউডার, সাথে আছে একটি মাত্রা পরিমাপক কাপ।

ভ্যানপ্রক্স[®] পেডিয়াট্রিক ড্রপস: প্রতিটি বোতলে আছে ১৫ মি.লি. সাসপেনশন তৈরীর পাউডার, সাথে আছে একটি ৫ মি.লি. চামচ এবং একটি ড্রপার।

ভ্যাসোপ্রিল[®]

Vasopril[®]

উপাদান : এনালপ্রিল ম্যালায়েট ৫ এবং ১০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : উচ্চ রক্তচাপ এবং রেনোভাসকুলার উচ্চ রক্তচাপে বিশেষ করে থারাজাইড মুক্ত বর্ধক এর সাথে ব্যবহার করা যায়। কনজেসটিভ হার্টফেইলিওর এর চিকিৎসায়, করোনারি ইসকেমিক ইন্ডেন্টস এর বাধাদানে।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : ২.৫-৫ মি.গ্রা. দিনে একবার এবং যদি মুক্ত বর্ধক এর সাথে ব্যবহার করা হয় তবে সর্বোচ্চ ২০ মি.গ্রা. প্রতিদিন। হার্টফেইলিওর এবং

বাম নিলয়ের অকার্যকারিতায়: শুরুতে ২.৫ মি.গ্রা. দিনে ২০ মি.গ্রা. ১-২ বিভক্ত মাত্রায়।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : বৃক্কের অকার্যকারিতায় ওষুধের মাত্রা এবং দুটি মাত্রা প্রয়োগের মধ্যবর্তী সময় পুনর্নির্ধারণ করতে হবে। যেসব রোগীর হার্টফেইলিওর বা যেসব রোগীর মূত্র বর্ধক ব্যবহারের ফলে শরীরে পানির ঘাটতি আছে, খাদ্যে লবণ গ্রহণে বাধা রয়েছে, ডায়ালাইসিস, ডায়রিয়া বা যেসব রোগীর বমি হয়েছে সেসব রোগীর ব্যবহার শুরু করার পরে নিম্নরূপ দেখা দিতে পারে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : মাথা বিম বিম, মাথা ব্যথা, অবসাদ এবং এসথেনিয়া, নিম্ন রক্তচাপ, অরথোস্ট্যাটিক নিম্ন রক্তচাপ, সিনকোপ, বমি বমি ভাব, ডায়রিয়া, মাংসপেশীর খিঁচুনি, ফুসকুড়ি এবং কাশি। বৃক্কের অকার্যকারিতা, বৃক্কের কার্যবদ্ধ এবং কার্যবদ্ধতা খুব অল্প পরিমাণে দেখা যায়।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভাবস্থায় ব্যবহার করা যাবে না। স্তন্যদানকারী মায়েরদের ক্ষেত্রে সাবধানে ব্যবহার করতে হবে।

সরবরাহ :

ভ্যাসোপ্রিল® ৫ ট্যাবলেট : ১০ X ১০ টি। ভ্যাসোপ্রিল® ১০ ট্যাবলেট : ৫ X ১০ টি।

ভার্টিনা® প্লাস Vertina® Plus

উপাদান: মেক্লিজিন হাইড্রোক্লোরাইড ইউএসপি ২৫ মি.গ্রা. এবং পাইরিডক্সিন হাইড্রোক্লোরাইড বিপি ৫০ মি.গ্রা. ট্যাবলেটে

নির্দেশনা: বমিবমি ভাব কিংবা বমি, মাথাঘোরা, বিকিরণজনিত বা ভ্রমণজনিত অসুস্থতা, মাথা বিমবিম এবং ভেস্টিবুলার তন্ত্র আক্রান্তের অসুখে (যেমন- মেনিয়ারস্ সিনড্রম, ল্যাবিরিনথাইটিস এবং অন্যান্য ভেস্টিবুলার অসুবিধায়) যে মাথা ঘোরা ভাব হয় তার প্রতিরোধ এবং চিকিৎসার জন্য।

মাত্রা ও সেবনবিধি: সমন্বয়কৃত নির্ধারিত মাত্রা মুখে সেবনযোগ্য।

বমি ও বমিবমি ভাব (মর্নিং সিকনেস): ১টি করে ট্যাবলেট দিনে ১-২ বার অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।

ভ্রমণজনিত অসুস্থতা: প্রাথমিকভাবে দৈনিক ১-২টি

ট্যাবলেট। ভ্রমণের এক ঘণ্টা পূর্বে এবং ভ্রমণ সময়কালের জন্য প্রতি ২৪ ঘণ্টায় পুনরায় ১টি করে গ্রহণ করা যেতে পারে।

মাথা ঘোরা: ১টি করে ট্যাবলেট দিনে ২ বার; অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।

ল্যাবিরিন্থিন ও ভেস্টিবুলার রোগ: ক্লিনিক্যাল রেসপন্স অনুযায়ী দৈনিক মেক্লিজিন হাইড্রোক্লোরাইড ২৫-১০০ মি.গ্রা. বিভক্ত মাত্রায় সেবন করতে হবে।

রেডিয়েশনজনিত অসুস্থতা: রেডিয়েশন চিকিৎসার ২-১২ ঘণ্টা পূর্বে ৫০ মি.গ্রা. মেক্লিজিন হাইড্রোক্লোরাইড এবং দিনে ৫০-২০০ মি.গ্রা. পাইরিডক্সিন হাইড্রোক্লোরাইড (ভিটামিন বি৬) সেবন নিরাপদ ও কার্যকরী।

সতর্কতা: লক্ষণীয় এন্টিকোলিনার্জিক ক্রিয়া থাকার কারণে যে সকল রোগীর এ্যাজমা, ব্রংকাইটিস, এমফাইসিমা, প্রোস্টেট বড় হয়ে যাওয়া, গ্লুকোমা অথ বা মূত্র নালীতে ব্লকেজ আছে তাদের ক্ষেত্রে অন্যান্য বমি রোধকের মত মেক্লিজিন হাইড্রোক্লোরাইড সতর্কতার সাথে গ্রহণ করা উচিত।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: বিমুনিভাব, গুরু মুখ, কদাচিৎ প্রস্রাব আটকে থাকা, ঝাপসা দৃষ্টি দেখা যেতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে অতিরিক্ত মাত্রায় পাইরিডক্সিন সেবনে সেনসরি নিউরোপ্যাথি হতে পারে।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: বেনজোডায়াজেপিন, বারবিটুরেট, ট্রাইসাইক্লিক এন্টিডিপ্রেসেন্ট, ওপিওয়েড এগোনিস্ট, স্কেলিটাল পেশী শিথিল করার জন্য ব্যবহৃত ওষুধ, এন্টিহিস্টামিন, অ্যালকোহল, ট্রাংকুইলাইজার ইত্যাদির সাথে যদি মেক্লিজিন হাইড্রোক্লোরাইড ও পাইরিডক্সিন হাইড্রোক্লোরাইড এক সাথে সেবন করা হয় তাহলে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের অবদমনের ঝুঁকি বেড়ে যায়। মেক্লিজিন হাইড্রোক্লোরাইড পরিপাকতন্ত্রের মোটিলিটি কমিয়ে ডিজঞ্জনের পরিশেষে বাড়িয়ে দেয়। মেক্লিজিন হাইড্রোক্লোরাইডের এন্টিকোলিনার্জিক কার্যকারিতা মনো এ্যামাইনো অক্সিডেজ বাধাদানকারী দ্বারা দীর্ঘায়িত কিংবা বৃদ্ধি পেতে পারে।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: মেক্লিজিন হাইড্রোক্লোরাইড: গর্ভকালীন ক্যাটাগরি-‘বি’। মানুষের ক্ষেত্রে বৃহৎ আকারের গবেষণায় ভ্রমণের উপর এর কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। প্রাণু তথ্যাদি অনুযায়ী এটা বলা হয় যে মেকিজিনের টেরাটোজেনিক ঝুঁকি সবচেয়ে কম এবং গর্ভাবস্থায় বমি বমি ভাব ও বমির চিকিৎসার জন্য এটা প্রথম পছন্দের ওষুধ।

পাইরিডক্সিন হাইড্রোক্লোরাইড: গর্ভকালীন ক্যাটাগরী-
'এ'। গর্ভবস্থায় পাইরিডক্সিন হাইড্রোক্লোরাইড নিজেই
নিরাপদ হিসেবে বিবেচিত এবং গর্ভবতী মহিলাদের
ক্ষেত্রে ঞ্ণের ক্ষতির কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি, তাই
নিরাপদে ব্যবহৃত হচ্ছে।

স্তন্যদানকালে: যদিও মেক্সিজিন হাইড্রোক্লোরাইড
মাতৃদুগ্ধের সাথে নিঃসৃত হয় তবুও ছোট বাচ্চাদের
জন্য এটা ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়নি।

সরবরাহ:

৫০ টি ট্যাবলেট।

ভার্সিয়া™

Versia™

উপাদান: ভার্সিয়া™ আইএম/আইভি ইঞ্জেকশন: প্রতি
মি.লি. তে আছে নিওস্টিগমিন মিথাইল সালফেট
ইউএসপি ৫০ মি.গ্রা.।

নির্দেশনা: অস্ত্রোপচারের অবচেতন প্রক্রিয়ার জন্য
ননডিপোলারাইজিং নিউরোমাসকুলার ব্লকেডকে
বিপরীতার্থক করতে।

পোস্ট-অপারেটিভ অ্যাবডোমিনাল ডিসটেনশন
এবং মেকানিক্যাল অবস্ট্রাকশন দূর করার পর সৃষ্ট
ইউরিনারি রিটেনশন প্রতিরোধে ও চিকিৎসায়।

মাত্রা ও সেবনবিধি

প্রাপ্ত বয়স্ক: ননডিপোলারাইজিং ব্লকিং এজেন্টের
প্রতিক্রিয়াকে বিপরীতার্থক করতে: সাধারণ মাত্রায়
০.৫-২ মি.গ্রা. ৬০ সেকেন্ডের অধিক সময় ধরে
আস্তে আস্তে ইন্ট্রাভেনাস ইঞ্জেকশনের দ্বারা দেখা যায়;
প্রয়োজন অনুযায়ী বারবার দিতে হয়। সর্বমোট মাত্রা
৫ মি.গ্রা. এর অধিক হওয়া উচিত নয় (ব্যতিক্রম ঘটনা
ছাড়া)। যখন নিওস্টিগমিন শিরার মধ্যে প্রয়োগ করা
হয়, এটি অনুমোদিত যে অ্যাপ্রিপ্রিস সালফেটও (০.৬-
১.২ মি.গ্রা.) ভিন্ন সিরিঞ্জ ব্যবহার করে শিরার মধ্যে
দেয়া হয়।

পোস্ট-অপারেটিভ অ্যাবডোমিনাল ডিসটেনশন
এবং ইউনারি রিটেনশন এবং ইউরিনারি রিটেনশন
প্রতিরোধে: অস্ত্রোপচারের পর যত দ্রুত সম্ভব ০.২৫
মি.গ্রা. ইন্ট্রামাসকুলারলি অথবা সাবকিউটেনিয়াসলি
দিতে হবে; ৪-৬ ঘন্টা অন্তর অন্তর ২-৩ দিনের
জন্য।

পোস্ট-অপারেটিভ অ্যাবডোমিনাল ডিসটেনশন

চিকিৎসায়: ০.৫ মি.গ্রা. ইন্ট্রামাসকুলারলি অথবা

সাবকিউটেনিয়াসলি অথবা প্রয়োজন অনুযায়ী।

ইউরিনারি রিটেনশন চিকিৎসায়: ০.৫ মি.গ্রা.
ইন্ট্রামাসকুলারলি অথবা সাবকিউটেনিয়াসলি। যদি
১ ঘন্টার মধ্যে মূত্র নির্গত না হয় তবে রোগীকে
ক্যাথেটারাইজড করতে হবে। রোগীর মূত্র ত্যাগের
পর অথবা মূত্রথলি খালি হওয়ার পর, প্রতি ৩ ঘন্টায়
০.৫ মি.গ্রা. ইঞ্জেকশন চালিয়ে যেতে হবে। কমপক্ষে
৫টি ইঞ্জেকশন দিতে হবে।

গ্রাভিডের উপসর্গজনিত নিয়ন্ত্রণে: ০.৫ মি.গ্রা.
ইন্ট্রামাসকুলারলি অথবা সাবকিউটেনিয়াসলি। পরবর্তী
মাত্রা প্রত্যেক রোগীর প্রতিক্রিয়ার উপর নির্ভর করে।

নবজাতক: ৫০-২৫০ মাইক্রোগ্রাম (০.১-০.৫ মি.লি.)
প্রতি ৪ ঘন্টায়।

শিশু: ২০০-৫০০ মাইক্রোগ্রাম (০.৪-১ মি.লি.)
অনুমোদন অনুসারে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: বমি বমি ভাব, বমি, লালা নিঃসরণ
বৃদ্ধি, ডায়রিয়া এবং অ্যাবডোমিনাল ক্রাম্প (উচ্চ মাত্রায়
বেশি পরিলক্ষিত হয়)। উচ্চ মাত্রার নিদর্শনগুলোর
মধ্যে পরিপাকতন্ত্রের অস্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি, ব্রংকিয়াল
নিঃসরণ ও ঘাম হওয়া, ইনভলান্টারি ডেফিকেশন ও
মিকচুয়েশন, মাইওসিস, নিস্ট্যাগমাস, ব্রাডিকার্ডিয়া,
নিম্নরক্তচাপ, উদ্ভিগ্নতা, অতিরিক্ত স্বপ্নদেখা ও দুর্বলতা
যা পরবর্তীতে ফ্যাসিকুলেশন এবং প্যারালাইসিস
ঘটায়।

অন্য গুণধের সাথে প্রতিক্রিয়া: অ্যান্টি-অ্যারিদমিক
প্রোকেইন্যামাইড, কুইনিডিন এবং সম্ভবত
প্রোপোপেনন নিওস্টিগমিনের প্রতিক্রিয়াকে বাধা
দেয়। অ্যান্টিব্যাণ্টেরিয়াল, অ্যামাইনোগ্লুকোসাইড,
ক্লিনডামাইসিন, লিনকোমাইসিন এবং পলিমিক্সিন
নিওস্টিগমিনের প্রতিক্রিয়ায় বাধা দান করে।

গর্ভবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: প্রেগন্যান্সি
ক্যাটাগরি সি। কিন্তু স্তন্যদানকালে ব্যবহার নির্ধারিত
হয়নি।

সরবরাহ: ভার্সিয়া™ আইএম/আইভি ইঞ্জেকশন: প্রতি
বাক্সে আছে ১০টি অ্যাম্পুল রিস্টার প্যাকে।

ভায়োডিন®

Viodin®

উপাদান : পভিডোন-আয়োডিন ১% (৫০ মি.গ্রা./৫ মি.লি.) মাউথ ওয়াশ/গার্গল, ১০% (৫০০ মি.গ্রা./৫ মি.লি.) সলিউশন এবং ৫% (৫০ মি.গ্রা./গ্রাম) অয়েন্টমেন্ট।

নির্দেশনা : প্রাইমারি বা সেকেন্ডারি সংক্রমণ, অস্ত্রোপচার জনিত ক্ষতের সংক্রমণ, সংক্রমিত স্ট্যাসিস আলসার বা সংক্রমিত ডিকিউব্রিটাস, পায়োডার্মাস, ত্বকে ছত্রাকের সংক্রমণ এবং আঘাতজনিত ক্ষত সংক্রমণ। প্রতিরোধক হিসেবে পোড়া, ঘা বা যে কোন ধরনের ক্ষতের সংক্রমণে ব্যবহার করা হয়। মুখ, মাড়ি ও মুখ-গহবরের মিউকাস ত্বকের সংক্রমণের চিকিৎসা করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : দিনে একবার বা দুইবার অথবা ড্রেসিং/ব্যান্ডেজ পরিবর্তনের সময় ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করতে হবে।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : যাদের আয়োডিনে অতিসংবেদনশীলতা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করা যাবে না। যাদের থাইরয়েড গ্রন্থির জটিলতা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে এটি নিয়মিত ব্যবহার করা যাবে না। ২ বছরের কম বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করা যাবে না। যাদের মূত্র সংক্রান্ত জটিলতা পূর্বেই বিদ্যমান তাদের ক্ষেত্রে ক্ষতস্থানে নিয়মিত ব্যবহারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। যে সমস্ত রোগী লিথিয়াম চিকিৎসা নিচ্ছেন তাদের ক্ষেত্রে এটির নিয়মিত ব্যবহার পরিহার করতে হবে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : স্থানীয়ভাবে ত্বকে জ্বলাপোড়া সৃষ্টি করতে পারে, বিপাকজনিত এসিডোসিস, রক্তে সোডিয়ামের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং মূত্র সংক্রান্ত জটিলতা দেখা দিতে পারে।

সরবরাহ :

ভায়োডিন® ৫% অয়েন্টমেন্ট : ২০ গ্রাম। ভায়োডিন® ১% মাউথ ওয়াশ/গার্গল : ১০০ মি.লি। ভায়োডিন® ১০% সলিউশন : ১০০ মি.লি। ভায়োডিন® ১০% সলিউশন : ১৫ মি.লি।

ভাইরাক্স®

Virux®

উপাদান : এ্যাসাইক্লোভির বিপি ২০০ মি.গ্রা. ও ৪০০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট, ৫% ক্রীম ও ২০০ মি.গ্রা./৫ মি.লি. সাস্পেনশন।

নির্দেশনা : ভাইরাক্স® হারপিস সিমপেপ্স ভাইরাস (টাইপ ১ এবং টাইপ ২) এবং ভেরিসেলা জোস্টার ভাইরাস (হারপিস জোস্টার এবং চিকেনপপ্স) চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়।

ভাইরাক্স® ত্বক ও মিউকাস মেমব্রেনের হারপিস সিমপেপ্স ভাইরাসের সংক্রমণ যেমন প্রারম্ভিক ও রিকারেন্ট জেনিটাল হারপিস এবং হারপিস ল্যাবিয়ালিস চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়।

ভাইরাক্স® ইমিউনোকমপ্রোমাইজড রোগীদের হারপিস সিমপেপ্স ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধ করে।

ব্যবহার বিধি ও মাত্রা : হারপিস সিমপেপ্স চিকিৎসা : ২০০ মি.গ্রা. করে দিনে ৫ বার সাধারণত ৫ দিন।

ইমিউনোকমপ্রোমাইজড রোগীদের ক্ষেত্রে ৪০০ মি.গ্রা. ৫ বার করে সাধারণত ৫ দিন, (চিকিৎসা দীর্ঘায়িত করতে হবে যদি চিকিৎসাকালীন সময়ে নতুন গোটা দেখা যায় বা রোগ সম্পূর্ণ ভালো না হয় : ইমিউনোকমপ্রোমাইজড রোগীদের জেনিটাল হারপিসের ক্ষেত্রে মাত্রা ৮০০ মি.গ্রা. দিনে ৫ বার) অথবা রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী। ২ বছরের কম বয়সের শিশুদের জন্য পূর্ণবয়স্কদের অর্ধেক মাত্রা এবং ২ বছরের বেশি বয়সের শিশুদের জন্য পূর্ণবয়স্কদের মাত্রা প্রযোজ্য হবে।

গর্ভাবস্থা এবং স্তন্যদানের সময়ে ব্যবহার : গর্ভাবস্থার জন্য ক্যাটাগরি 'বি' ওষুধ। যখন স্তন্যের ক্ষতির তুলনায় সুস্থতার অধিক নিশ্চয়তা যুক্তিসঙ্গত প্রমাণিত হবে তখনই এ্যাসাইক্লোভির দেয়া যেতে পারে। স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

প্রতি নির্দেশনা : যে সব রোগীদের এ্যাসাইক্লোভির এর প্রতি সংবেদনশীলতা থাকে তাদের জন্য এটি ব্যবহার করা যাবে না।

সতর্কতা : বৃক্কের কার্যমতর সমস্যা জনিত রোগীদের এ্যাসাইক্লোভির সেবনে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত এবং ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্সের উপর ভিত্তি করে তাদের মাত্রা সমন্বয় করা উচিত। শিশুদের ক্ষেত্রে সপ্তাহে কমপক্ষে দুই দিন রক্তে নিউট্রোফিল এর সংখ্যা দেখতে হবে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : চুলকানি, অন্ত্রালী র অসুবিধা, বিলিরুবিন ও লিভার সংক্রান্ত এনজাইম বৃদ্ধি পাওয়া, রক্তে ইউরিয়া ও ক্রিয়েটিনিন এর পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া, রক্তে বিভিন্ন উপকরণ কমে যাওয়া, মাথাব্যথা, স্নায়বিক বিক্রিয়া, ক্রান্তি।

সরবরাহ :

ভাইরাক্স® ২০০ ট্যাবলেট: ৩ X ১০ টি। ভাইরাক্স®
৪০০ ট্যাবলেট: ২ X ১০ টি। ভাইরাক্স® সাসপেনশন
: ৭০ মি.লি। ভাইরাক্স® ৫% ক্রীম : ৫ গ্রাম।

ভিগ্লিটা™

Viglita™

উপাদান: ভিগ্লিটা™ ৫০ ট্যাবলেট: প্রতিটি ট্যাবলেটে
আছে ভিন্ডাগ্লিপটিন আইএনএন ৫০ মি.গ্রা.।

নির্দেশনা: ভিগ্লিটা™ টাইপ-২ ডায়াবেটিস রোগীর গ্লুকোজ
নিয়ন্ত্রণের জন্য খাদ্য ও ব্যায়ামের সাথে এককভাবে
নির্দেশিত। অথবা সমন্বিতভাবে মেটফরমিন,
সালফোনাইলইউরিয়া, থায়াজোলিডিনডায়োনস এবং
ইনসুলিনের সাথে নির্দেশিত যখন একক ভাবে এসকল
ওষুধ পর্যাণ্ড গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি : ভিগ্লিটা™ এর নির্দেশিত মাত্রা
হচ্ছে-একক চিকিৎসার ক্ষেত্রে: দৈনিক ৫০ মি.গ্রা. অথ
বা ১০০ মি.গ্রা. ভিগ্লিটা™ খাবারের সাথে অথবা খাবার
ছাড়াও নেয়া যায়। বয়স্ক রোগী অথবা যেসব রোগীর
মৃদু রেনাল সমস্যা আছে তাদের ক্ষেত্রে ভিগ্লিটা™ এর
মাত্রা পরিবর্তন করতে হয় না।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া: প্রায় সকল পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াই মৃদু এবং
ক্ষনস্থায়ী এবং চিকিৎসা বন্ধ করার প্রয়োজন হয় না।
কিছু কিছু ক্ষেত্রে লিভার সমস্যা দেখা দিতে পারে।
ভিন্ডাগ্লিপটিন দ্বারা ২ বছর বা তার অধিক সময়
চিকিৎসায় অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন
নেই।

অন্যান্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া

ফার্মাকোকাইনেটিক পরীক্ষায় পায়োগ্লিটাজোন,
মেটফরমিন, গ্লিবেনক্লামাইড, ডিপোগ্লিন, ওয়ারফারিন,
এ্যামলোডিপিন, র্যামিপ্রিল, ড্যালসারটান বাসিমভাসট্যাটিন
দ্বারা চিকিৎসায় কোন প্রকার মিথক্রিয়া দেখা যায় নি।
গর্ভাবস্থায় এবং স্তন্যদানকালে: গর্ভাবস্থায় এটি ব্যবহার
করা উচিত নয়।

স্তন্যদানকালে: স্তন্যদানকালে ব্যবহার করা উচিত
নয়।

সরবরাহ: ভিগ্লিটা™ ৫০ ট্যাবলেট: প্রতিটি বাক্সে আছে
২০ টি ট্যাবলেট ব্লিস্টার প্যাকে।

ভিগ্লিমেট™

Viglimet™

উপাদান

ভিগ্লিমেট™ ৫০/৫০০ : প্রতিটি ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেটে
আছে ভিন্ডাগ্লিপটিন আইএনএন ৫০ মি.গ্রা., এবং
মেটফরমিন হাইড্রোক্লোরাইড বিপি ৫০০ মি.গ্রা.।

ভিগ্লিমেট™ ৫০/৮৫০ : প্রতিটি ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেটে
আছে ভিন্ডাগ্লিপটিন আইএনএন ৫০ মি.গ্রা., এবং
মেটফরমিন হাইড্রোক্লোরাইড বিপি ৮৫০ মি.গ্রা.।

নির্দেশনা

ভিগ্লিমেট™ টাইপ-২ ডায়াবেটিস রোগী যাদের সর্বোচ্চ
মাত্রায় মেটফরমিন ব্যবহার করেও গ্লুকোজের মাত্রা
সহনশীল পর্যায়ে রাখা যায়নি অথবা যেসকল রোগী
ভিন্ডাগ্লিপটিন এবং মেটফরমিন দ্বারা পৃথকভাবে
চিকিৎসারত তাদের ক্ষেত্রে নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি

পূর্ণবয়স্কদের ক্ষেত্রে: রোগীর বর্তমান ব্যবহৃত
মেটফরমিনের মাত্রা বিবেচনা করে ভিগ্লিমেট™
৫০/৫০০ অথবা ৫০/৮৫০ দিনে দুইবার সকাল
এবং রাতে ব্যবহার করতে হবে। যেখানে মাত্রা হচ্ছে
দৈনিক ভিন্ডাগ্লিপটিন ১০০ মি. গ্রা. এবং মেটফরমিন
২,০০০ মি.গ্রা.।

যে সব রোগী ইতিমধ্যে মেটফরমিন এবং ভিন্ডাগ্লিপটিন
দ্বারা পৃথকভাবে চিকিৎসারত তাদেরকে ভিগ্লিমেট™
দ্বারা চিকিৎসা দেয়া যাবে এবং এক্ষেত্রে নির্দেশিত
মাত্রা ব্যবহৃত ভিন্ডাগ্লিপটিন ও মেটফরমিনের মাত্রা।
দৈনিক ১০০ মি. গ্রা. বেশী ভিন্ডাগ্লিপটিন নির্দেশিত
নয়।

ভিন্ডাগ্লিপটিন এবং মেটফরমিনের সাথে তৃতীয় কোন
এন্টিগ্লাইসিটিক দ্বারা চিকিৎসা পরিষ্কৃত নয়।

ভিন্ডাগ্লিপটিন এবং মেটফরমিন খাবারের সাথে
অথবা খাওয়ার ঠিক পরে নিতে হবে যাতে করে
মেটফরমিনজনিত অস্ত্রে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া কম হয়।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া: প্রায় সকল পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াই মৃদু এবং
ক্ষনস্থায়ী এবং চিকিৎসা বন্ধ করার প্রয়োজন হয় না।
ভিন্ডাগ্লিপটিন এবং মেটফরমিন ব্যবহারে সেসব
সমস্যা দেখা যায়, তার মধ্যে অন্যতম হল ল্যাকটিক
এসিডোসিস। কিছু কিছু ক্ষেত্রে লিভার সমস্যা দেখা
দিতে পারে। এয়াড়া ডায়রিয়া, বমিবমিভাব, বমি,
বদ হজম, মাথাব্যথা, হাইপোগ্লাইসেমিয়া, অবসন্নতা
প্রভৃতি পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ভিন্ডাগ্লিপটিন
এবং মেটফরমিন দ্বারা ২ বছর বা তার অধিক সময়

চিকিৎসায় অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন নেই।

অন্যান্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: ফার্মাকোকোইনেটিক পরীক্ষায় প্যাগ্লিটাজোন, মেটফরমিন, গ্লিবেনক্লোমাইড, ডিগোক্সিন, ওয়ারফারিন, এ্যামলোডিপিন, র্যামিপ্রিল, ভ্যালসারটান বা সিমভাসটাটিন দ্বারা চিকিৎসায় কোন প্রকার মিথস্ক্রিয়া দেখা যায় নি। একই সাথে ভিন্ডাগ্লি পটিন এবং থায়াজাইডস, করটিকোস্টেরয়েডস, থাইরয়েড, সিমপ্যাথোমাইমেটিকস ব্যবহারে ভিন্ডাগ্লি পটিন এর গ্লুকোজবিরোধী কমে যেতে পারে। ভিন্ডাগ্লি পটিন এবং মেটফরমিনের সাথে ক্যাটায়ানিক ওষুধ ব্যবহার করলে গ্লুকোজের মাত্রা পরবেক্ষনে রাখা জরুরী। গ্লুকোকর্টিকয়েডস, বিটা ২ এগোনিস্টস, মূত্রবর্ধক এবং এসিই ইনহিবিটর গ্লুকোজের মাত্রা পরিবর্তন করতে পারে। এক্ষেত্রে রোগীকে তথ্য দিতে হবে এবং গ্লুকোজের মাত্রা পর্যবেক্ষনে রাখতে হবে। যদি প্রয়োজন হয় তবে, ভিন্ডাগ্লি পটিন এবং মেটফরমিনের সমন্বিত চিকিৎসার মাত্রা কমিয়ে নিয়ে আসা যেতে পারে যেতে পারে।

গর্ভাবস্থায় এবং স্তন্যদানকালে: গর্ভাবস্থায়: গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে ভিন্ডাগ্লি পটিন এবং মেটফরমিনের সমন্বিত বা একক ব্যবহার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। যেহেতু পর্যাপ্ত তথ্য নেই, হয় তাই গর্ভাবস্থায় এটি ব্যবহার করা উচিত নয়।

স্তন্যদানকালে: ভিন্ডাগ্লি পটিন মাতৃদুগ্ধে নিঃসৃত হয় কিনা তা জানা যায়নি। যেহেতু পর্যাপ্ত তথ্য নেই, হয় তাই এটি স্তন্যদানকালে ব্যবহার করা উচিত নয়।

সরবরাহ

ভিগ্লিমেট™ ৫০/৫০০: প্রতিটি বাক্সে আছে ২০ টি ট্যাবলেট ব্লিস্টার প্যাকে।

ভিগ্লিমেট™ ৫০/৮৫০: প্রতিটি বাক্সে আছে ২০ টি ট্যাবলেট ব্লিস্টার প্যাকে।

X

এক্সিড®

Xcid®

উপাদান : প্রতিটি চুষে খাওয়ার এ্যান্টাসিড ট্যাবলেটে

আছে ক্যালসিয়াম কার্বনেট বিপি ১০০০ মি.গ্রা.।

নির্দেশনা : এটি হাইপারএসিডিটি সংক্রান্ত বিভিন্ন লক্ষণ উপশম করে। তাছাড়া বদহজম, বুক জ্বালাপোড়া, টক ঢেংকুর এবং পাকস্থলীর অস্বস্তিতেও এটি ব্যবহার করা যায়।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : লক্ষণ দেখা দেবার পর তীব্রতা অনুসারে ২-৩টি ট্যাবলেট খেতে হবে। প্রয়োজন হলে প্রতি ঘন্টায় অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী খাওয়া যেতে পারে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : এক্সিড® সুসহনীয়। তবে মাঝে মাঝে বমি বা কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দিলে ওষুধের পরিমাণ বা মাত্রা কমিয়ে দিলে অবস্থার উন্নতি ঘটে।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভাবস্থায় এবং স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে ক্যালসিয়াম কার্বনেটকে সবচেয়ে নিরাপদ এ্যান্টাসিড হিসাবে গণ্য করা হয়। কারণ হিসাবে বলা হয় এটি হাইপারএসিডিটি চিকিৎসার সাথে শরীরে প্রয়োজনীয় ক্যালসিয়াম সরবরাহ নিশ্চিত করে।

অন্যান্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : লৌহ জাতীয় ওষুধ এবং টেট্রাসাইক্লিন জাতীয় এন্টিবায়োটিক দিনের একই সময় খাওয়া উচিত নয়।

সরবরাহ :

এক্সিড® ট্যাবলেট : প্রতিটি বাক্সে আছে ৫০ টি। চুষে খাওয়ার ট্যাবলেট।

জেনল™

Xenole™

উপাদান: জেনল™ ৩৭৫ ট্যাবলেট: প্রতিটি ট্যাবলেটে আছে ডিলেইড রিলিজ ন্যাথ্রোক্সেন ইউএসপি ৩৭৫ মি.গ্রা. এবং ইমেডিয়েট রিলিজ ইসোমিপ্রাজল ম্যাগনেশিয়াম ট্রাইহাইড্রেট ইউএসপি যা ইসোমিপ্রাজল ২০ মি.গ্রা. এর সমতুল্য।

জেনল™ ৫০০ ট্যাবলেট: প্রতিটি ট্যাবলেটে আছে ডিলেইড রিলিজ ন্যাথ্রোক্সেন ইউএসপি ৫০০ মি.গ্রা. এবং ইমেডিয়েট রিলিজ ইসোমিপ্রাজল ম্যাগনেশিয়াম ট্রাইহাইড্রেট ইউএসপি যা ইসোমিপ্রাজল ২০ মি.গ্রা. এর সমতুল্য।

নির্দেশনা: অস্টিওআর্থ্রাইটিস, রিউম্যাটয়েড আর্থ্রাইটিস এবং অ্যানকাইলোজিং স্পন্ডিলাইটিস এর লক্ষণ ও উপসর্গ নিরসনে, ডিজমেনোরিয়া এবং যে সকল

রোগীর এন,এস,এ,আই,ডি, সেবন সংশ্লিষ্ট গ্যাস্ট্রিক আলসার হবার সম্ভাবনা রয়েছে তাদের গ্যাস্ট্রিক আলসার কমানোর ক্ষেত্রে এটি নির্দেশিত।

মাত্রা ও সেবনবিধি: অস্টিওঅর্থ্রাইটিস, রিউম্যাটয়েড অর্থ্রাইটিস, অ্যানকাইলোজিং স্পন্ডিলাইটিস এবং ডিজমেনোরিয়া: জেনল™ ৩৭৫ বা জেনল™ ৫০০, ১টি ট্যাবলেট দিনে ২ বার। ট্যাবলেটটি ভাঙ্গা, চোষা, চিবানো অথবা দ্রবীভূত করা যাবে না। ট্যাবলেটটি খাবারের অন্তত ৩০ মিনিট পূর্বে সেবন করতে হবে।

বয়স্ক রোগীদের জন্য: পরীক্ষার মাধ্যমে জানা যায় যে, যদিও সম্পূর্ণ প্লাজমা মাত্রা অপরিবর্তিত থাকে কিন্তু মুক্ত অংশের ন্যাথ্রোক্সেন বয়স্ক রোগীদের ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পায়। যখন উচ্চমাত্রার সেবন প্রয়োজন তখন সাবধানতার সাথে ব্যবহার করা উচিত এবং বয়স্ক রোগীদের ক্ষেত্রে সেবনমাত্রা পরিবর্তনের প্রয়োজন হতে পারে। যেহেতু বয়স্ক রোগীদের ক্ষেত্রে অন্যান্য ওষুধ ব্যবহার করা হয় সেহেতু সম্ভাব্য নিম্নতম মাত্রা ব্যবহার করা উচিত।

কিডনি সমস্যার রোগীদের ক্ষেত্রে: ন্যাথ্রোক্সেন সম্বলিত ওষুধগুলো মধ্যবর্তী থেকে উচ্চ পর্যায়ের কিডনি সমস্যার রোগীদের ক্ষেত্রে (ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স <৩০ মি.লি./মিনিট) নির্দেশিত নয়।

হেপাটিক সমস্যার রোগীর ক্ষেত্রে: অল্প হতে মধ্যবর্তী হেপাটিক সমস্যার রোগীদের ক্ষেত্রে নিবিড় পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং জেনল™ এর ভেতর ন্যাথ্রোক্সেন এর পরিমাণ হিসেব করে মাত্রা পুনঃনির্ধারণ করতে হবে। তীব্র হেপাটিক সমস্যায় রোগীদের ক্ষেত্রে জেনল™ নির্দেশিত নয় কারণ এ সকল রোগীর ক্ষেত্রে ইসোমিপ্রাজলের মাত্রা দৈনিক ২০ মি.গ্রা. এর বেশি প্রয়োগ করা যাবে না।

শিশুদের ক্ষেত্রে: ১৮ বছরের কম বয়স্ক শিশুদের ক্ষেত্রে এর ব্যবহার এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: গর্ভাবস্থায়: প্রেগনেসি ক্যাটাগরি সি। গর্ভাবস্থার শেষের দিকে এর ব্যবহার বর্জন করা উচিত কারণ এটি ডাঙ্কাস আর্টেরিওসাসের অপরিণত বন্ধের কারণ হতে পারে।

স্তন্যদানকালে: ন্যাথ্রোক্সেন থাকার কারণে স্তন্যদানকালে এটি ব্যবহার করা উচিত নয়।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: সাধারণত জেনল™ সুসহনীয়। ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে যে সকল পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা যায় তা হল, ইরোসিভ গ্যাস্ট্রাইটিস, ডিসপেপসিয়া,

গ্যাস্ট্রাইটিস, পাতলা পায়খানা, গ্যাস্ট্রিক আলসার, পেটের উপরের অংশে ব্যথা, বমি বমি ভাব ইত্যাদি।

প্রতিনির্দেশনা: জেনল™ এর যে কোন উপাদান অথবা প্রতিস্থাপিত বেনজিমিডাজল এর সাথে প্রতিনির্দেশিত হলে।

অ্যাজমা, চুলকানি থাকলে অথবা অ্যাসপিরিন বা অন্যান্য এন.এস.এ.আই.ডি এর সাথে, পূর্বে চুলকানি জাতীয় ক্রিয়া হয়ে থাকলে। করোনারী আর্টারী বাইপাস গ্রাফট সার্জারী চলাকালীন অবস্থায়। গর্ভাবস্থার শেষের দিকে।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: এন,এস,এ,আই,ডি, এর সাথে ব্যবহারের ফলে এ.সি.ই ইনহিবিটরের এন্টিহাইপারটেনসিভ ইফেক্ট, ডাই ইউরেটিক এবং বিটা-ব্লকারের কার্যক্ষমতা হ্রাস পেতে পারে। ওয়ারফেরিনের সাথে ব্যবহার করলে জেনল™ রক্তক্ষরণ জনিত সমস্যা বৃদ্ধি করতে পারে। ইসোমিপ্রাজল গ্যাস্ট্রিক এসিডের উৎপাদন কমিয়ে দেয় যার ফলে যে সকল ওষুধের বায়োঅ্যাভেইলিবিটি নির্ধারণের জন্য গ্যাস্ট্রিক pH একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাদের শোষণ ব্যাহত হতে পারে (যেমন- কিটোকোনাজল, আয়রণ সল্ট, ডিগক্সিন)।

সরবরাহ:

জেনল™ ৩৭৫ ট্যাবলেট: প্রতিটি বাক্সে আছে ৩০ টি ট্যাবলেট অ্যালু-অ্যালু ব্লিস্টার প্যাকে।

জেনল™ ৫০০ ট্যাবলেট: প্রতিটি বাক্সে আছে ৩০ টি ট্যাবলেট অ্যালু-অ্যালু ব্লিস্টার প্যাকে।

এক্সফিন®

Xfin®

উপাদান: টারবিনাফিন হাইড্রোক্লোরাইড ১% ক্রীম।

নির্দেশনা: ত্বকের ও নখের ছত্রাক সংক্রমণ (যেগুলো ডার্মাটোফাইটিস এর দ্বারা হয়ে থাকে), ক্যান্ডিডা সংক্রমণ, পিটাইরিয়াসিস ভারসিকালার।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি: দিনে একবার বা দুইবার ব্যবহার করা যেতে পারে।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: টারবিনাফিন এর প্রতি অতিসংবেদনশীলতা। চোখের সংস্পর্শ থেকে এড়িয়ে চলতে হবে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: ত্বক লাল হয়ে যাওয়া, চুলকানি বা মৃদু জালা হতে পারে। এসব পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া এলাজিঁর

কারণে হয়ে থাকে।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : টারবিনাফিন ক্রীমের অন্য কোন ওষুধের সাথে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার তথ্য পাওয়া যায়নি।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষতির চেয়ে ভালোর সম্ভাবনা বেশী না হলে ব্যবহার করা উচিত নয়। স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত নয়।

সরবরাহ :

এক্সফিন[®] ক্রীম : ৫ গ্রাম।

এক্সফ্লাম[®]

Xflam[®]

উপাদান : ডেক্সআইবুপ্রোফেন ৩০০, ও ৪০০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : অস্টিওআর্থ্রাইটিস এবং অন্যান্য পেশী ও অস্থি সংশ্লিষ্ট ব্যথা এবং প্রদাহ নিয়ন্ত্রণে ব্যবহার্য।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : এক্সফ্লাম[®] এর নির্দেশিত মাত্রা হলো দিনে ৬০০-৯০০ মি.গ্রা., যা ২-৩ টি বিভক্ত মাত্রায় দেওয়া যায়। সর্বোচ্চ একক মাত্রা ৪০০ মি.গ্রা.। যে সকল রোগীদের তীব্র ব্যথা থাকে তাদের ক্ষেত্রে মাত্রা অস্থায়ীভাবে ১২০০ মি.গ্রা. পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে। শিশুদের ক্ষেত্রে: যেহেতু এই উপাদানটির কার্যকারিতা ১৮ বছরের নীচের রোগীদের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত নয় সেহেতু এই বয়সের রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার্য নয়।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : ডেক্সআইবুপ্রোফেন এর প্রতি সংবেদনশীলতা থাকলে ব্যবহার্য নয়। যাদের হাঁপানী বা শ্বাসতন্ত্রে দীর্ঘমেয়াদী সমস্যা রয়েছে অথবা যাদের এলার্জিক ক্রিয়া দেখা দেয় তাদের ক্ষেত্রে সতর্কতার সাথে ব্যবহার করতে হবে। যেসব রোগীর আলসারের সমস্যা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : ডেক্সআইবুপ্রোফেন এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আইবুপ্রোফেন এর মতোই। সাধারণতঃ যেসব পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াগুলো দেখা যায় সেগুলো হল বদহজম, ডায়রিয়া, মাথা ব্যথা, বমি বমি ভাব, বমি হওয়া এবং পেটে ব্যথা।

অন্যান্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট, সালফোনামাইড, লিথিয়াম, অন্যান্য ননস্টেরয়ডাল প্রদাহনাশক ওষুধ, এসিই ইনহিবিটর, বিটা ব্লকার,

সাইক্লোস্ট্যাপারিন, ডিগক্সিন, মিথোত্রিভেন্ট।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভাবস্থায় ব্যবহার না করাই উচিত। স্তন্যদানরত মায়েদের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

সরবরাহ : এক্সফ্লাম[®] ৩০০ ট্যাবলেট : ১২ X ৪ টি।
এক্সফ্লাম[®] ৪০০ ট্যাবলেট : ১২ X ৪ টি।

XtenTM

এক্সটেনTM

উপাদান

এক্সটেনTM ট্যাবলেট : প্রতিটি ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেটে আছে টেনোসিক্লিকাম বিপি ২০ মি.গ্রা.।

নির্দেশনা

এক্সটেনTM নিম্নোক্ত ব্যথা, প্রদাহ ও হাড়ের ক্ষয়প্রাপ্ত অবস্থায় কার্যকরী:

রিউমাটয়েড আরথ্রাইটিস, অস্টিওআর্থ্রাইটিস, অ্যানকা ইলোজিং, স্পন্ডিলাইটিস, এক্সট্রা, আর্টিকুলার, ডিজঅর্ডার, অস্ত্রোপচার পরবর্তী ব্যথা, তীব্র গেটে বাত, প্রাইমারী ডিজমেনোরিয়া

মাত্রা ও সেবনবিধি: প্রাইমারী ডিজমেনোরিয়া, অস্ত্রোপচার পরবর্তী ব্যথা ও তীব্র গেটে বাত ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রতিদিন ২০ মি.গ্রা. করে একটি নির্দিষ্ট সময়ে সেবন করা শ্রেয়।

প্রাইমারী ডিজমেনোরিয়া: প্রতিদিন ২০-৪০ মি.গ্রা.
অস্ত্রোপচার পরবর্তী ব্যথা: প্রতিদিন ৪০ মি.গ্রা করে পাঁচ দিন।

তীব্র গেটে বাত: ৪০ মি.গ্রা. দিনে একবার করে ২ দিন।
অতঃপর ২০ মি.গ্রা. করে পরবর্তী পাঁচ দিন।

দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রতিদিন ১০ মি.গ্রা. করে দেয়া যেতে পারে।

ট্যাবলেটটি এক গ্লাস পানি সহযোগে সেবন করা উত্তম। খাবারের সাথে বা খাবার গ্রহণের পরপর ট্যাবলেটটি সেবন করা শ্রেয়।

শিশুদের ক্ষেত্রে: শিশুদের ক্ষেত্রে এর ব্যবহার ও মাত্রা এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

প্রতিনির্দেশনা

টেনোসিক্লিকাম অথবা অন্য কোন ব্যথা ও প্রদাহরোধী ওষুধের প্রতি সংবেদনশীলদের ক্ষেত্রে দেয়া যাবে না। যে সমস্ত রোগীর এসপিটিন অথবা অন্য ব্যথা ও প্রদাহরোধী ওষুধের প্রতি সংবেদনশীলতার কারণে হাঁপানি, আর্টিকারিয়া অথবা রাইনাইটিস এর তীব্রতা

বাড়ে, যাদের পরিপাকতন্ত্রের প্রদাহজনিত রোগ যেমন গ্যাস্ট্রাইটিস, গ্যাস্ট্রিক ও ডিওডেনাল আলসার রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে দেয়া যাবে না।

পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া:টেনোসিক্কাম প্রয়োজনীয় মাত্রায় সুসহনীয়। পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সাধারণত মৃদু ও কম দেখা যায়। বিভিন্ন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে (>১% রোগীর ক্ষেত্রে) পাকস্থলী ও পরিপাক নালীর অস্বস্তি, বমি বমি ভাব, ক্ষুধামন্দা, হৃৎপিণ্ডে জ্বালাপোড়া, ঘুম ঘুম ভাব, মাথাব্যথা। তাছাড়াও কিছু কিছু রোগীর (<১%) কোষ্ঠকাঠিন্য, ডাইরিয়া, পাকস্থলীর প্রদাহ, বমি, আলসার, পরিপাক তন্ত্রের রক্তক্ষরণ, অবসাদ, মুখ শুকিয়ে যাওয়া, মাথা ঘোরা, চুলকানি, আর্টিকারিয়া, ক্রিয়াটিনিন বেড়ে যাওয়া, যকৃতে এনজাইমের কার্যকারিতা বেড়ে যাওয়া ইত্যাদি পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হতে পারে।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া:টেনোসিক্কামের অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া নিম্নরূপ:

অ্যাসিটাইল স্যালিসাইলেট ও স্যালিসাইলেটস: স্যালিসাইলেটের সাথে গ্রহণে টেনোসিক্কামের ক্লিয়ারেন্স ও ভলিউম অব ডিস্ট্রিবিউশন বেড়ে যায়। রক্ত জমাট বাধাদানকারী ওষুধ ও এসএসআরআই: এ জাতীয় ওষুধের সাথে ব্যবহারে পরিপাকতন্ত্রে রক্তক্ষরণের প্রবণতা বেড়ে যায়।

মিথোট্রিকজেট: ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মিথোট্রিকজেট ও প্রদাহবিরোধী ওষুধের যৌথ ব্যবহারে কিছু মারাত্মক বিষক্রিয়ার তথ্য পাওয়া গেছে।

মূত্রবর্ধক ও রক্তচাপবিরোধী ওষুধ: টেনোসিক্কামের সাথে ফ্লুসেমাইডের যৌথ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন প্রতিক্রিয়ার রিপোর্ট পাওয়া যায়নি। কিন্তু টেনোসিক্কাম হাইড্রোক্লোরথায়াজাইডের রক্তচাপ কমানোর কার্যকারিতা কমিয়ে দেয়। টেনোসিক্কাম ধ-অ্যাড্রেনার্জিক ব্লকার ও এসিই ইনহিবিটর-এর কার্যক্ষমতা কমিয়ে দিতে পারে।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার:প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন উৎপাদনে বাধা প্রদাকারী ওষুধ সমূহ ব্যবহারের ফলে প্রসবে জটিলতা তৈরী হতে পারে। থার্ড ট্রাইমেস্টারে ইহার ব্যবহার পরিহার করা প্রয়োজন। টেনোসিক্কাম খুব সামান্য পরিমাণে (০.২%) মাতৃদুগ্ধে প্রবেশ করে। স্তন্যদানকারী কোন মায়ের টেনোসিক্কাম সেবনের ফলে শিশুর ক্ষেত্রে কোন প্রতিক্রিয়ার রিপোর্ট পাওয়া যায়নি। তথাপি নবজাতকের ক্ষেত্রে মায়ের টেনোসিক্কাম ব্যবহার থেকে বিরত থাকা উচিত অথবা

ওষুধ সেবনকালে শিশুকে দুগ্ধদান করা থেকে বিরত থাকা উচিত।

সরবরাহ:এক্সটেন™ ট্যাবলেট: প্রতি বাক্সে আছে ৩০টি ট্যাবলেট অ্যালু-অ্যালু ব্লিস্টার প্যাকে।

Z

জিসাপ®

Zesup®

উপাদান : জিংক ১০ মি.গ্রা./৫ মি.লি. এবং জিংক ২০ মি.গ্রা./৫ মি.লি সিরাপ।

নির্দেশনা : পুনঃঘটনশীল শ্বাসনালীর সংক্রমন, ডায়রিয়া, ক্ষুধামন্দা, তীব্র বৃদ্ধি হ্রাস, বিকৃত হাড় তৈরী, দুর্বল ইমিউনোলো-জিক্যাল সাড়া, এ্যাকরোডার্মাটাইটিস এ্যাস্টেরোপ্যাথিকা প্রতিক্রিয়া, অপূর্ণ এবং বিলম্বিত আরোগ্য, রক্ত স্বল্পতা, রাত কানা এবং মানসিক অশান্তি।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :

বয়স	জিসাপ®	জিসাপ® ফোর্ট
১০ কেজি নিম্নের শিশুদের ক্ষেত্রে	৫ মি.লি. (১ চা চামচ) দৈনিক ২ বার	৫ মি.লি (১ চা চামচ) দৈনিক ১ বার
১০-৩০ কেজি পর্যন্ত শিশুদের ক্ষেত্রে	১০ মি.লি. (২ চা চামচ) দৈনিক ১-৩ বার	৫ মি.লি. (১ চা চামচ) দৈনিক ১-৩ বার
প্রাপ্ত বয়স্ক এবং ৩০ কেজি এর উপরে	২০ মি.লি. (৪ চা চামচ) দৈনিক ১-৩ বার	১০ মি.লি (২ চা চামচ) দৈনিক ১-৩ বার

সতর্কতা ও মেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : জিংক-এর প্রতি অতিসংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: ট্রেট্রাসাইক্লিন ও পেনিসিলিন।

সরবরাহ :

জিসাপ® সিরাপ : ১০০ মি.লি.।

জিসাপ® ফোর্ট সিরাপ : ১০০ মি.লি.।

জিফ®

Zif®

উপাদান : ফেরাস সালফেট ১৫০ মি.গ্রা., জিংক সালফেট ৬১.৮ মি.গ্রা. এবং ফলিক এসিড ৫০০ মাইক্রোগ্রাম/ক্যাপসুল।

নির্দেশনা : গর্ভাবস্থায় এবং স্তন্যদানকালীন অবস্থায় আয়রণ, ফলিক এসিড এবং জিংকের ঘাটতি পূরণে অথবা আয়রণ, ফলিক এসিড এবং জিংকের প্রতিরোধমূলক চিকিৎসায় নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : দৈনিক ১টি ক্যাপসুল।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : যাদের এই জাতীয় ওষুধে অতিসংবেদনশীলতা আছে তাদের ক্ষেত্রে এই ওষুধ ব্যবহার করা যাবে না। যে সমস্ত রোগীদের হিমোক্রোম্যাটোসিস, হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া অথবা রেড সেল অ্যাপাসিয়া হয় তাদের ক্ষেত্রে ব্যবহারে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : গাঢ় রংযুক্ত মল, বমি ভাব এবং কখনও কখনও পরিপাকতন্ত্রীয় জ্বালাপোড়া যেমন-ক্ষুধামন্দা, বমি, অস্বাচ্ছন্দ্য, কোষ্ঠকাঠিন্য এবং ডায়রিয়া দেখা দিতে পারে।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভাবস্থার প্রথম তিন মাস ব্যবহার থেকে বিরত থাকা উচিত। পরবর্তী পর্যায়ে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী আয়রণ ব্যবহার করতে হবে।

সরবরাহ :

জিফ® ক্যাপসুল : ১০ X ১০ টি।

জিফ-সি আই®

Zif-CI®

উপাদান : মৌলিক আয়রণ (কার্বোনিল আয়রণ হিসাবে) ৫০ মি.গ্রা., ফলিক এসিড ০.৫ মি.গ্রা. এবং জিংক সালফেট মনোহাইড্রেট ৬১.৮০ মি.গ্রা./ক্যাপসুল।

নির্দেশনা : গর্ভাবস্থায় এবং স্তন্যদানকালীন অবস্থায় আয়রণ, ফলিক এসিড এবং জিংকের ঘাটতি পূরণে ও

প্রতিরোধমূলক চিকিৎসায় নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : দিনে ১ টি ক্যাপসুল।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : এর যে কোন উপাদানের প্রতি অতি সংবেদনশীল অথবা যারা আয়রণের মাত্রাতিরিক্ততায় ভুগছেন তাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : বমি ভাব, অরুচি, বমি, অস্বস্তি, কোষ্ঠকাঠিন্য, ডায়রিয়া, পায়খানা কালচে বর্ণ ধারণ, এলার্জিক প্রতিক্রিয়া।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : যদি সম্ভব হয় গর্ভাবস্থার প্রথম তিন মাস যে কোন প্রকার ওষুধ ব্যবহার থেকে বিরত থাকা উচিত।

সঠিক ভাবে আয়রণের ঘাটতি নিশ্চিত হলেই কেবলমাত্র প্রথম তিন মাসে আয়রণ গ্রহণ করা যেতে পারে।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : টেট্রাসাইক্লিন, কুইনোলোনস্, লেভোডোপা, লেভোথাইরক্সিন, মিথাইলডোপা, পেনিসিলামিন, ফেনোবারবিটাল, ফেনাইটোইন এবং প্রাইমিডোন।

সরবরাহ :

জিফ-সি আই® ক্যাপসুল : ৬ X ১০টি।

জিফ® ফোর্ট

Zif Forte

উপাদান : মৌলিক আয়রণ (কার্বোনিল আয়রণ আইএনএন হিসাবে) ৫০ মি.গ্রা., ফলিক এসিড বিপি ০.৫০ মি.গ্রা., থায়ামিন মনোহাইড্রেট ইউএসপি ২ মি.গ্রা. রিবোফাভিন ইউএসপি ২ মি.গ্রা., পাইরিডক্সিন হাইড্রোক্লোরাইড বিপি ১ মি.গ্রা., নিকোটিনামাইড ইউএসপি ১০ মি.গ্রা., ভিটামিন সি (এসকরবিক এসিড হিসাবে) ইউএসপি ৫০ মি.গ্রা. এবং জিংক সালফেট মনোহাইড্রেট ইউএসপি ৬১.৮০ মি.গ্রা./ক্যাপসুল।

নির্দেশনা : গর্ভাবস্থায় এবং স্তন্যদানকালীন অবস্থায় আয়রণ, ফলিক এসিড, ভিটামিন বি-কমপেক্স, ভিটামিন সি এবং জিংকের ঘাটতি পূরণে জিফ® ফোর্ট ক্যাপসুল নির্দেশিত। জিফ® ফোর্ট ক্যাপসুল প্রাণ্ড বয়স্কদের ভিটামিন ও মিনারেল এর ঘাটতি জনিত সমস্যায়ও নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : প্রাণ্ডবয়স্কদের দৈনিক ১ (এক) টি ক্যাপসুল খাবারের আগে অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেবা।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :

যাদের এই জাতীয় ওষুধে সংবেদনশীলতা আছে অথবা যারা আয়রণের মাত্রাতিরিক্ততায় ভুগছেন তাদের ক্ষেত্রে এই ওষুধ ব্যবহার করা যাবে না।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : আয়রণের চিকিৎসায় গাঢ় রং যুক্ত মল স্বাভাবিক, এছাড়া বমি বমি ভাব এবং কখনও কখনও পরিপাকতন্ত্রীয় জ্বালাপোড়া যেমন-ক্ষুদ্রতা, বমি, অস্বাচ্ছন্দ্য, কোষ্ঠকাঠিন্য এবং ডায়রিয়া দেখা দিতে পারে। এধরণের টাইমড রিলিজ ক্যাপসুল বিশেষভাবে তৈরী করা, যাতে করে পরিপাকতন্ত্রে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ হবার সম্ভাবনা কমে যায়।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : টেট্রাসাইক্লিন, কুইনোলোন, লেভোডোপা, লেভোথাইরক্সিন, মিথাইলডোপা, পেনিসিলামিন, ফেনোবারবিটাল, ফিনাইটোইন এবং প্রাইমিডন।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : যদি সম্ভব হয় গর্ভাবস্থার প্রথম তিন মাস যে কোন প্রকার ওষুধ ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকা উচিত। সঠিকভাবে আয়রণের ঘাটতি নিশ্চিত হলেই কেবল মাত্র প্রথম তিন মাসে আয়রণ গ্রহণ করা যেতে পারে। গর্ভাবস্থার শেষ দিনগুলিতে আয়রণের ঘাটতি প্রতিরোধে এবং খাদ্যের অপর্യാপ্ততায় জিংক এবং ফলিক এসিডের ব্যবহার যুক্তিযুক্ত।

সরবরাহ :

জিফ[®] ফোর্ট ক্যাপসুল : ৬ X ১০ টি।

জিফোলেট[®]

Zifolet[®]

উপাদান : ফলিক এসিড ৫ মি.গ্রা. এবং জিংক ২০ মি.গ্রা./ ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : জিংক এবং ফলিক এসিডের অভাবজনিত রোগে এবং প্রতিরোধে নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : দিনে ১ টি ট্যাবলেট অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : জিংক-এর প্রতি অতিসংবেদনশীল রোগীর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না। কোবালামিন-এর অভাবজনিত রোগে ফলিক এসিড প্রতিনির্দেশিত।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : সু-সহনীয়। মাঝে মাঝে পেটে ব্যথা, অর্জির্ন, বমি বমি ভাব, বমি, জ্বর এবং শ্বাসকষ্ট হতে পারে।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : নির্দেশিত।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : ক্যালসিয়াম।

সরবরাহ :

জিফোলেট[®] ট্যাবলেট : ১০ X ১০ টি।

জিলিরন[®]

Ziliron[®]

উপাদান : আয়রণ (III) হাইড্রোক্সাইড পলিমলটোজ কমপেক্স ১৮৮ মি.গ্রা., ফলিক এসিড ০.৫ মি.গ্রা. এবং জিংক সালফেট মনোহাইড্রেড ৬১.৮০ মি.গ্রা./ ট্যাবলেট

নির্দেশনা : আয়রণ, ফলিক এসিড ও জিংকের অভাবজনিত রোগের চিকিৎসায় ও প্রতিরোধে।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : দিনে ১টি ট্যাবলেট।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : এর যে কোন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : সু-সহনীয়। মাঝে মাঝে পরিপাকতন্ত্রের অস্বস্তি যেমন বিরক্তিকর অনুভূতি, পেটের উপরিভাগে চাপবোধ, বমি বমি ভাব, কোষ্ঠকাঠিন্য ও ডায়রিয়া হতে পারে।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : যদি সম্ভব হয় গর্ভাবস্থার প্রথম তিন মাস যে কোন প্রকার ওষুধ ব্যবহার থেকে বিরত থাকা উচিত। সঠিক ভাবে আয়রণের ঘাটতি নিশ্চিত হলেই কেবলমাত্র প্রথম তিন মাসে আয়রণ গ্রহণ করা যেতে পারে।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না।

সরবরাহ :

জিলিরন[®] ট্যাবলেট : ৬ X ১০ টি।

জিলিরন-বি[®]

Ziliron B[®]

উপাদান : প্রতিটি জিলিরন-বি ক্যাপসুলে রয়েছে আয়রণ (III) হাইড্রোক্সাইড পলিমলটোজ কমপেক্স আইএনএন ১৮৮ মি.গ্রা. যা ৪৭ মি.গ্রা. মৌলিক আয়রণের সমতুল্য, ফলিক এসিড বিপি ০.৫ মি.গ্রা. থায়মিন হাইড্রোক্সোরাইড বিপি ৫ মি.গ্রা. রিবোফাভিন বিপি ২ মি.গ্রা. পাইরিডক্সিন হাইড্রোক্সোরাইড বিপি ২ মি.গ্রা. নিকোটিনামাইড বিপি ২০ মি.গ্রা. এবং জিংক

সালফেট মনোহাইড্রেট ইউএসপি ৬১.৮০ মি.গ্রা.।

নির্দেশনা : জিলিরন-বি ক্যাপসুল আয়রণ, ফলিক এসিড, ভিটামিন বি-কমপেক্স এবং জিংক এর অভাব জনিত রোগের চিকিৎসায় ও প্রতিরোধে নির্দেশিত।

সেবনমাত্রা : প্রতিদিন ১টি ক্যাপসুল। জটিল অবস্থায় দুইটি ক্যাপসুল প্রয়োজন হতে পারে অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া : সাধারণত সুসহনীয়। খুব কম এ্যালার্জি ক্রিয়া দেখা দিতে পারে।

সতর্কতা বা সাবধানতা : সকল আয়রণ প্রস্তুতির মত মলের রং কালো হতে পারে যার কোন ক্লিনিক্যাল গুরুত্ব নেই।

যে সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : যাদের এই ওষুধের কোন উপাদানে প্রতি অতি সংবেদনশীলতা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না।

অন্য অষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : যেহেতু জিলিরন-বি ক্যাপসুলে আয়রণ কমপেক্স রূপে যুক্ত থাকে, তাই খাদ্য উপাদান (ফাইটেটস, অক্সালেটস, টেনিন ইত্যাদি) বা অন্য কোন ওষুধ (টেট্রাসাইক্লিন, এন্টাসিড) এর সাথে কোন বিক্রিয়ার সম্ভাবনা নেই।

গর্ভাবস্থায় ব্যবহার : যদি সম্ভব হয় গর্ভাবস্থায় প্রথম তিন মাস যে কোন প্রকার ওষুধ ব্যবহার থেকে বিরত থাকা উচিত সঠিকভাবে আয়রণের ঘাটতি নিশ্চিত হলেই কেবল মাত্র প্রথম তিন মাসে আয়রণ গ্রহণ করা যেতে পারে। গর্ভাবস্থার শেষ দিনগুলিতে আয়রণে ঘাটতি প্রতিরোধে এবং খাদ্যের অপর্খাণ্ডায় জিংক এবং ফলিক এসিডের ব্যবহার যুক্তিযুক্ত।

সরবরাহ :

জিলিরন-বি ক্যাপসুল : ৩ X ১০টি।

জিম্যাক্স®

Zimax®

উপাদান: এজিথ্রোমাইসিন ডাইহাইড্রেট ইউএসপি। ২৫০ মি.গ্রা., ৫০০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট, ২০০ মি.গ্রা./৫ মি.লি. সাসপেনশন (১৫ মি.লি., ৩০ মি.লি. এবং ৫০ মি.লি.)।

নির্দেশনা: জিম্যাক্স® সংবেদনশীল জীবাণুঘটিত সংক্রমণে নির্দেশিত হয়ে থাকে। জিম্যাক্স® শ্বাসতন্ত্রের নিম্নাংশের সংক্রমণ, যেমন- ব্রংকাইটিস এবং নিউমোনিয়া, শ্বাসতন্ত্রের উর্ধ্বাংশের সংক্রমণ, যেমন- সাইনুসাইটিস, ফেরিনজাইটিস / টনসিলাইটিস,

অটাইটিস মিডিয়া, ত্বক ও অন্যান্য নরম কলাসমূহের সংক্রমণ, পুরুষ ও মহিলার যৌনরোগ যেমন নন-গনোকক্কাল ইউরেথ্রাইটিস, ক্ল্যামাইডিয়া ট্র্যাকোম্যাটিস ঘটিত সারভিসাইটিস চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি: জিম্যাক্স® ক্যাপসুল এবং সাসপেনশন খাবার গ্রহণের অন্ততঃ এক ঘন্টা পূর্বে অথবা দুই ঘন্টা পরে গ্রহণ করতে হবে। তবে জিম্যাক্স® ৫০০ ট্যাবলেট খাবার গ্রহণের পূর্বে অথবা পরে কিংবা খাবারের সাথে গ্রহণ করা যেতে পারে।

জিম্যাক্স® ১৫ মি.লি. সাসপেনশন তৈরীর জন্য ১০ মি.লি. বা ২ চা চামচ পরিমাণ সদ্য ফুটানো ঠাণ্ডা পানি সবটুকু গুঁজ পাউডারের সাথে ভালভাবে মিশিয়ে নিতে হবে।

জিম্যাক্স® ৩০ মি.লি. সাসপেনশন তৈরীর জন্য ২০ মি.লি. বা ৪ চা চামচ পরিমাণ সদ্য ফুটানো ঠাণ্ডা পানি সবটুকু গুঁজ পাউডারের সাথে ভালভাবে মিশিয়ে নিতে হবে।

জিম্যাক্স® ৫০ মি.লি. সাসপেনশন তৈরীর জন্য ৩৫ মি.লি. বা ৭ চা চামচ পরিমাণ সদ্য ফুটানো ঠাণ্ডা পানি সবটুকু গুঁজ পাউডারের সাথে ভালভাবে মিশিয়ে নিতে হবে।

বয়স্কদের জন্য মাত্রা: শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণের জন্য সর্বমোট ১.৫ গ্রাম জিম্যাক্স® তিনদিনে সেবন করতে হয়। অর্থাৎ প্রতিদিন ৫০০ মি.গ্রা. জিম্যাক্স® পর পর তিন দিন খেতে হয়। বিকল্প মাত্রা হিসাবে প্রথম দিন ৫০০ মি.গ্রা. এবং পরবর্তী ৪ দিন প্রতিদিন ২৫০ মি.গ্রা. করেও জিম্যাক্স® সেবন করা যেতে পারে।

ক্ল্যামাইডিয়া ট্র্যাকোম্যাটিস ঘটিত যৌনরোগের ক্ষেত্রে জিম্যাক্স® এর ১ গ্রাম একক মাত্রায় গ্রহণ করতে হয়। বিকল্প মাত্রা হিসাবে প্রথম দিন ৫০০ মি.গ্রা. এবং পরবর্তী দুইদিন ২৫০ মি. গ্রা. করে জিম্যাক্স® গ্রহণ করা যেতে পারে।

ভিব্রিও কলেরি জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত কলেরার চিকিৎসায় জিম্যাক্স® ১ গ্রাম একক মাত্রায় গ্রহণ করতে হয়। নাইজেরিয়া গনোরিয়া জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত জটিল নয় এমন গনোরিয়ার (ইউরেথ্রা) ইটিস অথবা সারভিসাইটিস) চিকিৎসায় জিম্যাক্স® এর ২ গ্রাম একক মাত্রায় গ্রহণ করতে হয়। খাবার গ্রহণের পর সেবন করলে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া কম দেখা যায়। নন-গনোকক্কাল ইউরেথ্রাইটিস, সিঙ্গেলা সংক্রমণ, ভ্রমণকালীন ডায়রিয়ার ক্ষেত্রে জিম্যাক্স® এর ১ গ্রাম একক মাত্রায় গ্রহণ করতে হয়। সালমোনোলা জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত জটিল নয় এমন টাইফয়েডের চিকিৎসায়

জিম্যাক্স® এর ১ গ্রাম একক মাত্রায় ৫ দিন গ্রহণ করতে হয়। বয়সবৃদ্ধ রোগীদের জন্য জিম্যাক্স® বয়স্ক মাত্রার সমপরিমাণ নির্দেশিত। শিশুদের জন্য মাত্রা: ৬ মাস বা তার বেশি বয়সের শিশুদের জন্য জিম্যাক্স® প্রতিদিন ১০ মি.গ্রা. প্রতি কেজি ওজন হিসাবে দিতে হবে পর পর তিন দিন। বিকল্প মাত্রা হিসেবে প্রথম দিনে ১০ মি.গ্রা. প্রতি কেজি ওজন হিসেবে এবং পরবর্তী চারদিন ৫ মি.গ্রা. প্রতি কেজি ওজন হিসেবেও জিম্যাক্স® দেয়া যেতে পারে। ৬ মাসের কম বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে এজিথ্রোমাইসিন ব্যবহারে নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ওজন ও বয়স অনুপাতে জিম্যাক্স® সাসপেনশন নিম্নলিখিত মাত্রায় দেয়া যেতে পারে:

ওজন (বয়স)	মাত্রা	সেবনবিধি	মোট পরিমাণ
১৫-২৫ কেজি (৩-৭ বছর)	২০০ মি.গ্রা.	প্রতিদিন ৫ মি.লি. করে পর পর তিন দিন	১৫ মি.লি.
২৬-৩৫ কেজি (৮-১১ বছর)	৩০০ মি.গ্রা.	প্রতিদিন ৭.৫ মি.লি. করে পর পর তিন দিন	২২.৫ মি.লি.
৩৬-৪৫ কেজি (১২ - ১৪ বছর)	৪০০ মি.গ্রা.	প্রতিদিন ১০ মি.লি. করে পর পর তিন দিন	৩০ মি.লি.
৪৫ কেজি-এর বেশী ওজনের শিশুদের ক্ষেত্রে বয়স্কদের মাত্রা প্রযোজ্য।	চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী নির্দেশিত		৫০ মি.লি.

সতর্কতা এবং যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: যে সমস্ত রোগীর এজিথ্রোমাইসিন বা অন্য কোন ম্যাক্রোলাইড এন্টিবায়োটিকের প্রতি অতিসংবেদনশীলতা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে এজিথে **্রোমাইসিন** ব্যবহার করা যাবে না। তাত্ত্বিকগতভাবে আরগটিজম দেখা দেয়ার সম্ভাবনার কারণে এজিথে **্রোমাইসিন** এবং আরগট জাতীয় ওষুধ একত্রে ব্যবহার করা উচিত নয়। যেহেতু লিভারের মাধ্যমে মূলতঃ

এজিথ্রোমাইসিন নিঃসরিত হয়, যকৃতে জটিলতা আছে এমন রোগীদের ক্ষেত্রে এজিথ্রোমাইসিন ব্যবহার করা উচিত নয়। টারফেনাডিন অথবা এস্টেমাইজল এর সাথে একত্রে এজিথ্রোমাইসিন এর ব্যবহার পরিহার করা উচিত। বৃক্কীয় কার্যকারিতা অতিমাত্রায় ব্যহত হলে অবশ্যই সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া: এজিথ্রোমাইসিন এর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার মাত্রা ও পরিধি কম এবং এটি রোগীদের দ্বারা সুসহনীয়। পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে বমি বমি ভাব, বমি, আন্ত্রিক ব্যথা, অশস্তি, বায়ু উদ্গিরণ, ডায়রিয়া, মাথা ব্যথা, ঘুম ঘুম ভাব এবং তুকে লাল দাগ উঠা। এসব পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ওষুধ গ্রহণ বন্ধ করলে বন্ধ হয়ে যায়।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: এন্টাসিড: এ্যালুমিনিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম সমৃদ্ধ এন্টাসিড এজিথ্রোমাইসিনের সিরাম-মাত্রা কমিয়ে দেয় তবে শোষণের পরিমাণ কমায় না। সেজন্য এজিথ্রোমাইসিন এন্টাসিড গ্রহণের কমপক্ষে ১ ঘণ্টা পূর্বে অথবা ২ ঘণ্টা পরে সেবন করা উচিত। আরগট জাতীয় ওষুধ: একই সঙ্গে এজিথ্রোমাইসিন ও আরগট জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করলে আরগটিজম দেখা দেয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। ডিগক্সিন ও সাইক্লোস্পোরিন: ম্যাক্রোলাইড জাতীয় ওষুধ (যেমন: এজিথ্রোমাইসিন) ডিগক্সিন ও সাইক্লোস্পোরিনের প্লাজমা মাত্রা বাড়িয়ে দিয়ে থাকে। সেজন্য এ সকল ওষুধ একত্রে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

গর্ভধারণকাল ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: সাম্প্রতিক গবেষণার ফলাফল অনুযায়ী এজিথ্রোমাইসিন ক্ল্যামাইডিয়া জনিত সংক্রমণের জন্য গর্ভকালীন সময়ে ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে অন্যান্য সংক্রমণে এজিথ্রোমাইসিন এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়ার পরেই কেবলমাত্র গর্ভকালীন সময়ে ব্যবহার করা উচিত। এজিথ্রোমাইসিন মাতৃদুগ্ধে নিঃসৃত হয় কিনা জানা যায়নি। সেজন্য স্তন্যদানকারী মায়ের ক্ষেত্রে এজিথ্রোমাইসিন ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

সরবরাহ:

জিম্যাক্স® ২৫০ ক্যাপসুল: প্রতি বাঞ্জে রয়েছে ১২ টি জিম্যাক্স® ২৫০ মি.গ্রা. ক্যাপসুল। জিম্যাক্স® ৫০০ ট্যাবলেট: প্রতি বাঞ্জে রয়েছে ১২ টি জিম্যাক্স® ৫০০ মি.গ্রা. ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেট। জিম্যাক্স® ১৫ মি.লি. সাসপেনশন তৈরীর উপযোগী শুষ্ক পাউডার: প্রতি

বোতলে রয়েছে ১৫ মি.লি. জিম্যাক্স® সাসপেনশন তৈরীর উপযোগী শুষ্ক পাউডার এবং পরিমাপের জন্য একটি কাপ ও ড্রপার। জিম্যাক্স® ৩০ মি.লি. সাসপেনশন তৈরীর উপযোগী শুষ্ক পাউডার: প্রতি বোতলে রয়েছে ৩০ মি.লি. জিম্যাক্স® সাসপেনশন তৈরীর উপযোগী শুষ্ক পাউডার এবং পরিমাপের জন্য একটি কাপ ও ড্রপার। জিম্যাক্স® ৫০ মি.লি. সাসপেনশন তৈরীর উপযোগী শুষ্ক পাউডার: প্রতি বোতলে রয়েছে ৫০ মি.লি. জিম্যাক্স® সাসপেনশন তৈরীর উপযোগী শুষ্ক পাউডার এবং পরিমাপের জন্য একটি কাপ ও ড্রপার।

জক্স®

Zox®

উপাদান : নাইটাজক্সানাইড ৫০০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট এবং ১০০ মি.গ্রা./৫ মি.লি. সাসপেনশন।

নির্দেশনা : ক্রিপ্টোস্পোরিডিয়াম পারভাম এবং জিয়ারডিয়া লাম্ব্রিয়া দ্বারা সৃষ্ট ডায়রিয়া, অ্যামিবিয়াসিস এবং কৃমির সংক্রমণ।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : ১-৩ বছর : ৫ মি.লি. দিনে ২ বার ৩ দিন। ৪-১১ বছর : ১০ মি.লি. দিনে ২ বার ৩ দিন। >১২ বছর : ২৫ মি.লি. অথবা ১ টি ট্যাবলেট দিনে ২ বার করে ৩ দিন।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : নাইটাজক্সানাইড অথবা এর যে কোন উপাদানের প্রতি অতি সংবেদনশীলতা।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : সাধারণতঃ সু-সহনীয়।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : প্রেগন্যান্সি ক্যাটাগরি 'বি'। স্পষ্টভাবে প্রয়োজনীয় বিবেচিত হলেই গর্ভাবস্থায় ব্যবহার করা উচিত। স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

সরবরাহ :

জক্স® ট্যাবলেট : ৫ X ৬ টি। জক্স® সাসপেনশন : ৩০ মি.লি.। জক্স® সাসপেনশন : ৬০ মি.লি.।

এডোভাস®

Adivos®

এমসিভিট®

AmCivit®

উপাদান: অ্যাডাটোডা ভ্যাসিকা ০.৬৮ গ্রাম, পাইপার লংগাম ০.১৪ গ্রাম, গ্লাইসারহিজা গাবরা ৬.৭৮ মি.গ্রা., টারমিনালিয়া চেবুলা ৭৩.২৪ মি.গ্রা., সসুয়রিয়া লাঙ্গা ৬.৭৮ মি.গ্রা., জিঞ্জিবার অফিসিনালি ৬.৭৮ মি.গ্রা., পাইপার নাইগ্রাম ৬.৭৮ মি.গ্রা., সিজাইজিয়াম এরোম্যাটিকাম ৬.৭৮ মি.গ্রা., সিনামোমাম জিলানিকাম ৬.৭৮ মি.গ্রা., সিনামোমাম টামালা ৬.৭৮ মি.গ্রা., মাইরিকা ন্যাগি ৬.৭৮ মি.গ্রা., পিস্টাসিয়া ইন্টেজেরিমা ৬.৭৮ মি.গ্রা., ইলেটারিয়া কার্ডামোমাম ৬.৭৮ মি.গ্রা.।

নির্দেশনা: বৃকের জমাট বাঁধা ঘন কফ তরল করে বের করে। শুষ্ক কাশি উপশম করে। এছাড়া শ্বাসযন্ত্রের দুর্বলতা, ধূমপানজনিত কাশি এবং স্বরভঙ্গ রোগে অত্যন্ত কার্যকর।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি: ১২ বছরের কম বয়সী শিশু: ১ - ২ চামচ (৫ - ১০ মি.লি.) দিনে ৩ বার।

প্রাপ্ত বয়স্ক: ৩ চামচ (১৫ মি.লি.) দিনে ২ - ৩ বার কুসুম গরম (কাশির তীব্রতায়) পানিসহ অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

যে ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: এর কোন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীলতা দেখা দিলে ব্যবহার করা উচিত হবে না।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: এটি নিরাপদ এবং সুসহনীয়। নির্দেশিত মাত্রায় সেবন করলে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় না।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: অন্য ওষুধের সাথে কোন প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়নি।

গর্ভকালীন ও স্তন্যদানকালীন সময়ে ব্যবহার: গর্ভাবস্থায় এডোভাস® সেবন সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট তথ্য নেই। তাই গর্ভাবস্থায় সতর্কতার সাথে ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। মায়ের ভ্রূণের ক্ষতির তুলনায় লাভের পরিমাণ যাচাই করে ব্যবহার করা উচিত।

সরবরাহ:

প্রতি পি ই টি (PET) বোতলে রয়েছে ১০০ মি.লি. এডোভাস® সিরাপ ও ২০০ মি.লি. এডোভাস® সিরাপ।

উপাদান: প্রতি ৫ মি.লি. এমসিভিট® সিরাপে আছে এমরিকা অফিসিনালিস ৩.০৩ মি.লি. এবং পাইপার লংগাম ০.১২ গ্রাম এর নির্যাস।

নির্দেশনা এবং ব্যবহার: এমসিভিট® ভিটামিন সি স্বল্পতা, স্কার্ভি ও রক্তাল্পতা রোগে নির্দেশিত। এছাড়া এটি এন্টিঅক্সিডেন্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়, বার্বিক্য রোধ করে, চুল পাকা বন্ধ করে এবং হৃদযন্ত্র ও রক্তনালীর স্বাভাবিক ক্রিয়ার জন্য খুবই উপযোগী।

এছাড়া ইনফেকশন, পৌড়া ও ক্ষতপূরণ, ট্রমা ও ফ্র্যাকচার চিকিৎসায় উপকারী। এটি ফুসফুসের স্বাভাবিক ক্রিয়া বজায় রাখে বিধায় ঠান্ডাকাশি, শ্বাসকষ্ট ও ব্রংকাইটিসে বিশেষভাবে নির্দেশিত। এছাড়া এমসিভিট® গাউটের আক্রমণ কমায়।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি: ১২ বছরের কম বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে: ১ চা চামচ (৫ মি.লি.) দিনে ২ বার।

প্রাপ্ত বয়স্কদের ক্ষেত্রে: ১ - ২ চা চামচ (৫ - ১০ মি.লি.) দিনে ২ - ৩ বার অথবা চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া: এটি একটি আয়ুর্বেদিক ওষুধ যা নিরাপদ ও সুসহনীয়। নির্দেশিত মাত্রায় সেবন করলে কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় না।

যে ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: এখন পর্যন্ত কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। কিন্তু এর কোন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীলতা দেখা দিলে ব্যবহার করা যাবে না।

গর্ভকালীন ও স্তন্যদানকালীন সময়ে ব্যবহার: গর্ভাবস্থায় এমসিভিট® সেবনে কোন ক্ষতিকর তথ্য জানা নেই।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: অন্য কোন ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া হওয়ার তথ্য জানা নাই।

সতর্কতা: কিডনি রোগের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

সরবরাহ:

প্রতিটি পি ই টি বোতলে আছে ১০০ মি.লি. সুস্বাদু ও সুগন্ধযুক্ত এমসিভিট® সিরাপ।

এমোসিড®

Amocid®

উপাদান: হলারেণা এন্টিডিসেনটেরিকা, ভাইটিস

ভিনিফেরা, মধুকা ইন্ডিকা এবং উডফরটিয়া ফুটিকোসা সহ অন্যান্য ভেষজ উপাদানের নির্যাস।

নির্দেশনা:

এমোসিড সিরাপ-

- ডিসেনটেরি (এমোবিক ও ব্যাসিলারী)
- জিয়ারডিয়াসিস
- হেলমিস্টিয়াসিস
- ইনফ্লুমেটরি বাওয়েল ডিজিজ (কোলাইটিস, ক্রোনস ডিজিজ) এ নির্দেশিত।

এছাড়া এমোসিড সিরাপ হেপাটিক এমোয়েবিয়াসিস, হেপাটোস্প্লিনোমেগালি ও ইনটেস্টাইনাল পরজীবীর বিরুদ্ধে কার্যকারী।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি

৬ বছরের কম বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে: ১/২ - ১ চা চামচ (২.৫ - ৫ মি.লি.) দিনে ২ - ৩ বার খাওয়ার পর ৭-১৪ দিন ধরে কিংবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

৬ - ১২ বছর বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে: ১ চা চামচ (৫ মি.লি.) দিনে ৩ বার খাওয়ার পর ৭-১৪ দিন ধরে কিংবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

১২ বছরের উপরে এবং প্রাপ্ত বয়স্কদের ক্ষেত্রে: ২ চা চামচ (১০ মি.লি.) দিনে ৩ বার খাওয়ার পর ৭-১৪ দিন ধরে কিংবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

কোলাইটিসের ক্ষেত্রে এমোসিড সিরাপ ৩ মাস ধরে সেবন করা উচিত।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: এটি নিরাপদ ও সুসহনীয়। প্রাকৃতিক উপায়ে কাজ করে বিধায় অন্যান্য পরজীবী বিরোধী ওষুধের ন্যায় পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া যেমন বমি বমি ভাব, উদারাময়, মাথা ব্যথা হয় না।

গর্ভকালীন ও স্তন্যদানকালীন সময়ে ব্যবহার: চিকিৎসা গবেষণা তথ্যানুযায়ী গর্ভকালীন ও স্তন্যদানকালীন সময়ে এর ব্যবহার কোন সমস্যা সৃষ্টি করে বলে জানা যায়নি তথাপি গর্ভাবস্থায় ব্যবহার না করা উচিত বা ব্যবহারের পূর্বে চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া উচিত।

সরবরাহ: ১০০ মি.লি. সুস্বাদু ও সুগন্ধযুক্ত সিরাপ।

অরুবিন®

Arubin®

উপাদান: প্রতিটি অরুবিন® ক্যাপসুলে আছে জিন্জিবার অফিসিনালি ২৭.৭৮ মি. গ্রা., পাইপার

নাইথাম ২৭.৭৮ মি. গ্রা., টারমিনালিয়া চেবুলা ২৭.৭৮ মি. গ্রা., এমরিকা অফিসিনালিস ২৭.৭৮ মি. গ্রা., টারমিনালিয়া বেলেরিকা ২৭.৭৮ মি. গ্রা., সাইপেরাস রোটনডাস ২৭.৭৮ মি. গ্রা., এম্বিকা রিব্‌স ২৭.৭৮ মি. গ্রা., পাশাপো জিলেনিকা ২৭.৭৮ মি. গ্রা. ও আয়রন সল্ট ২৫০ মি.গ্রা।

নির্দেশনা:

লৌহের অভাব জনিত রক্ত স্বল্পতা

অপুষ্টিজনিত রক্ত স্বল্পতা

ক্ষুধামন্দা ও সাধারণ দুর্বলতা

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি: প্রাপ্ত বয়স্কদের মাত্রা: ১টি - ২টি অরুবিন® ক্যাপসুল দিনে ২ বার সেবন করা উচিত।

১২ বছরের কম বয়সের শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

সতর্কতা ও অনুপযোগীতা: এর কোন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীলতা দেখা দিলে ব্যবহার করা যাবে না।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: অরুবিন® ক্যাপসুল নির্দেশিত মাত্রায় ব্যবহারে কোন ধরণের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়নি।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালীন ব্যবহার: গর্ভকালীন সময়ে অরুবিন® ক্যাপসুল ব্যবহারে ক্ষতিকর তথ্য পাওয়া যায় না। মায়ের দুধের সাথে অরুবিন® ক্যাপসুলের উপাদান নিঃসরণের কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়নি।

সরবরাহ:

অরুবিন® ক্যাপসুল : প্রতিটি বাক্সে আছে ৩০টি করে ক্যাপসুল ব্লিষ্টার প্যাকে।

কোলমিন্ট®

Colmint®

উপাদান: কোলমিন্ট® লিক্যাপ: প্রতিটি এন্টেরিক কোটেড লিকুইড ফিল্ড হার্ড জিলাটিন ক্যাপসুলে আছে ১৮৭ মিলিগ্রাম (০.২ মি.লি.) পিপারমিন্ট অয়েল।

ব্যবহার:

ইরিটেবল্ বাওয়েল্ সিন্ড্রোম

ফাংশনাল ডিসপেপ্টিয়া

অ্যাবডোমিনাল পেইন

অ্যাব্‌ডোমিনাল ডিস্টেনশন/ব্লোটিং

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি: প্রাপ্ত বয়স্ক: এক গ্লাস পানিসহ ১টি করে ক্যাপসুল দিনে ৩ বার। খাওয়ার আধা ঘন্টা আগে সেব্য। এই মাত্রা সর্বোচ্চ দিনে ২টি ক্যাপসুল ৩ বার কিংবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী বাড়ানো যেতে পারে।

শিশু: ১৫ বছরের কম বয়সী রোগীদের ক্ষেত্রে কোলমিন্ট® লিক্যাপ শুধুমাত্র আবশ্যিকতার ভিত্তিতে, চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহার করতে হবে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: 'জার্মান কমিশন ই' মতে এর তেমন কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি।

নিষেধাজ্ঞা: অ্যাক্লোরহাইড্রিয়া আক্রান্ত রোগীদের ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করা নিষেধ। এমনকি শিশু এবং ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এর ব্যবহার জিহ্বা এবং শ্বসনতন্ত্রের জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে। তাই এসব ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার থেকে বিরত থাকারই সমীচীন।

সাবধানতা: খাবারের সাথে কিংবা খাওয়ার ঠিক পর পরই এটি খাওয়া যাবে না। খাওয়ার আধঘন্টা থেকে এক ঘন্টা আগে খেতে হবে। অল্প পানির সাথে পুরোটাই খেতে হবে। কোন মতেই ক্যাপসুল চিবানো কিংবা ভাঙ্গা যাবে না।

গর্ভকালীন এবং স্তন্যদানকালীন ব্যবহার: কোলমিন্ট® লিক্যাপ গর্ভাবস্থায় কিংবা স্তন্যদানকালে ব্যবহারের ক্ষেত্রে তেমন কোন বাঁধা আছে বলে জানা যায় না।

সরবরাহ:

কোলমিন্ট® লিক্যাপ: প্রতিটি বাক্সে আছে ৩০টি এন্টেরিক কোটেড লিকুইড ফিল্ড হার্ড জিলাটিন ক্যাপসুল ব্লিষ্টার প্যাকে।

ডুবাবেল®

Dubarel®

উপাদান: প্রতি ৫ মি.লি. সিরাপে আছে সারাকা ইন্ডিকা ১.৫২ গ্রাম, নাইজেলা সেটিভা ১৫.১৫ মি. গ্রা., সাইপেরাস রটনডাস ১৫.১৫ মি. গ্রা., জিনজিবার অফিসিনালি ১৫.১৫ মি. গ্রা., বার্বেরিস এরিস্টাটা ১৫.১৫ মি. গ্রা., নেলামবিয়াম নুসিফেরা ১৫.১৫ মি. গ্রা., ম্যাথগিফেরা ইন্ডিকা ১৫.১৫ মি. গ্রা., এবং অ্যাডোহটৌডা ভ্যাসিকা ১৫.১৫ মি. গ্রা. সহ অন্যান্য ভেষজ উপাদানের নির্যাস।

বর্ণনা

অস্বাভাবিক ইউটেরাইন ব্লিডিং এক বিশেষ ধরনের

উপসর্গ যা সাধারণত মহিলাদের প্রজননকালীন সময়ে দেখা দেয় এবং প্রায় শতকরা ২০ ভাগ মহিলা এ ধরনের সমস্যা নিয়ে স্ত্রী-রোগ বিশেষজ্ঞদের কাছে হাজির হয়। আয়ুর্বেদ, ইন্ডিয়ান চিকিৎসা ব্যবস্থার এক প্রাচীনতম শাখা, যেখানে অস্বাভাবিক ইউটেরাইন ব্লিডিং এ উপকারী বহু ভেষজের কথা উল্লেখ রয়েছে। অশোকারিষ্ট (সারাকা ইন্ডিকা, ম্যাথগিফেরা ইন্ডিকা এবং অ্যাডোহটৌডা ভ্যাসিকা) জরায়ুর নানাবিধ সমস্যা জনিত চিকিৎসায় বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত ও কার্যকরী।

ফার্মাকোলজি: মহিলাদের মাসিক সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের অসুবিধা এবং স্ত্রী-হরমোনের অসমতায় সারাকা ইন্ডিকা সবচেয়ে জনপ্রিয় নিরাময়ক। এ বৃক্ষের প্রধান উপাদান হলো স্টেরয়েডাল অংশ ও ক্যালমিয়াম লবণ। সারাকা ইন্ডিকার থাকলে ইস্ট্রোজেন জাতিয় উপাদান আরগোস্টেরল থাকে। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক উপাদান হলো অ্যালকেন এস্টার, ট্যানিন, ক্যাটাচিন, ক্যাটিকোল ও এপিক্যাটিচিন। ভেষজটি ওভারিয়ান টিস্যুকে উত্তেজিত করার মাধ্যমে এস্ট্রোজেনের কার্যকরীতা বৃদ্ধি করে ওভুলেশন ঘটায় ও এন্ডোমেট্রিয়ামকে মেরামত করে। এটি জরায়ু মাংসপেশীকে সক্রিয় করে যা শক্তিশালী জরায়ু রক্তক্ষরণরোধক হিসেবে কাজ করে। এটি মহিলাদের প্রজনন অঙ্গ ও রক্তের পুষ্টি বৃদ্ধি করে এবং হাইপোথে লামিক পিটুইটারী ওভারিয়ান এজিকি নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে স্ত্রী-হরমোনের সঠিক উৎপাদন ও মাসিক চক্রের নিয়মিতকরণে সহায়তা করে। সারাকা ইন্ডিকা প্রোস্টাগান্ডিন এইচ ২ সিনথেটোসকে বাঁধা প্রদানের মাধ্যমে জরায়ু থেকে রক্তক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে। ব্যথা নাশকের ন্যায় সারাকা ইন্ডিকা জরায়ু ব্যথায় নির্দেশিত। এছাড়াও এ ভেষজের উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যাকটেরিয়া বিরোধী কার্যকারিতা রয়েছে। ম্যাথগিফেরা ইন্ডিকা সংকোচক ও বমি প্রতিরোধক এবং জরায়ু প্রদাহ ও রক্ত জমাট সংক্রান্ত জটিলতায় উপকারী। এটি মহিলাদের যৌন ও মূত্রনালীকে দৃঢ় করে এবং বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ করে। এটি মাসিকের ব্যথা সারায় ও জরায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করে। এর ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস বিরোধী কার্যকরীতা রয়েছে। সাইপেরাস রটনডাস রক্ত স্ফলতা ও সাধারণ দুর্বলতায় কার্যকর। অ্যাডোহটৌডা ভ্যাসিকা অতিরিক্ত রক্তপাত বন্ধ করে এবং ডিসফাংশনাল ইউটেরাইন ব্লিডিং এ উপকারী।

নির্দেশনা ও ব্যবহার: ডিস্ফাংশনাল ইউটেরাইন ব্লিডিং (ডি ইউ বি)

সেকেন্ডারী অ্যামেনোরিয়া

মেনোরিজিয়া

পলি সিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম (পি সি ও এস)

বন্ধ্যাত্ব

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি: ১২ বছরের উপরে এবং প্রাপ্ত বয়স্কদের ক্ষেত্রে: ২ - ৩ চা চামচ (১০ - ১৫ মি.লি.) দিনে ২ - ৩ বার খাওয়ার পর ৩ - ৬ মাস ধরে কিংবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া

নির্দেশিত মাত্রায় সেবন করলে কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় না।

নিষেধাজ্ঞা

জানা যায়নি।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া:

জানা যায়নি।

গর্ভকালীন ও স্তন্যদানকালীন সময়ে ব্যবহার: গর্ভকালীন ও স্তন্যদানকালীন সময়ে ব্যবহার উচিত নয়।

সরবরাহ: প্রতিটি পি ই টি বোতলে আছে ১০০ মি.লি. সুস্বাদু ও সুগন্ধযুক্ত সিরাপ।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি: প্রাপ্ত বয়স্কদের ক্ষেত্রে (১২ বছরের উপরে): ২-৩ চা চামচ (১০-১৫ মি.লি.) দিনে ৩ বার অথবা চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য। **পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** এটি একটি আয়ুর্বেদিক ওষুধ যা নিরাপদ ও সুসহনীয়। নির্দেশিত মাত্রায় সেবন করলে কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় না।

যে ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: এখনো পর্যন্ত কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। তবে উচ্চরক্তচাপ, ডায়াবেটিস ও হৃদরোগের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

গর্ভাবস্থায় ব্যবহার: গর্ভাবস্থায় এনারটন® সিরাপ ব্যবহারের কোন টেরাটোজেনিক কার্যকারিতা যাচাই করা হয়নি। তাই গর্ভাবস্থায় সতর্কতার সাথে ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: স্নায়ু উদ্দীপক ওষুধের সাথে ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

সরবরাহ: প্রতিটি পি ই টি বোতলে আছে ২০০ মি.লি. সুস্বাদু ও সুগন্ধযুক্ত এনারটন® সিরাপ।

ইপ্রিম®

Eprim®

এনারটন®

Enerton®

উপাদান: প্রতি ৫ মি.লি. এনারটন® সিরাপে আছে সিডা কর্ডিফলিয়া ১.৩৫ গ্রাম, উইথানিয়া সমনিফেরা ১.৩৫ গ্রাম, রিসিনাস কামিনিস ২৮.১৫ মি.গ্রা., ভেভা রস্কার্জ ১৪.০৮ মি.গ্রা., ইলেটেরিয়া কর্ডামোমাম ১৪.০৮ মি.গ্রা., সাইজিজিয়াম অ্যারোমেটিকাম ১৪.০৮ মি.গ্রা., ডেটভেরিয়া জিজনায়েড ১৪.০৮ মি.গ্রা., ট্রাইবিউলাস টেরেসট্রিস ১৪.০৮ মি.গ্রা., সহ অন্যান্য ভেষজ উপাদানের নির্যাস।

ব্যবহার:

পুষ্টি ও শক্তি বর্ধক বিশেষ করে খেলোয়াড়দের জন্য উৎকৃষ্ট টনিক

শারিরিক দুর্বলতা ও অবসন্নতায় কার্যকরী

মাংসপেশীকে সবল করে

জ্বর ও প্রসব পরবর্তী দুর্বলতায় এবং শ্বাস কষ্টের

রোগীর জন্য উপকারী

বয়স্ক ও খেলোয়াড়দের সাধারণ ব্যথায় উপকারী।

উপাদান: ইপ্রিম® লিক্যাপ: প্রতিটি লিকুইড ফিল্ড হার্ডজিলাটিন ক্যাপসুলে আছে ৫০০ মি.গ্রা. ইভিনিং প্রিমরোজ অয়েল।

ব্যবহার:

মাসিক সংক্রান্ত জটিলতায়

স্তন বেদনা (মাসিক সংক্রান্ত) এবং মাতৃদুগ্ধের পরিমাণ ও গুণগতমান বৃদ্ধিতে

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি: ইপ্রিম® ৫০০ মি.গ্রা. ১টি বা ২টি ক্যাপসুল দৈনিক ২ থেকে ৩ বার কিংবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: নির্দেশিত মাত্রায় এটি সাধারণত কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেয় না। তবে অতিমাত্রায় ব্যবহার পেটের সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

নিষেধাজ্ঞা: পূর্বে যদিও মানসিক রোগীর (বিশেষ করে সিজোফ্রেনিক) ক্ষেত্রে এর ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিলো কিন্তু বর্তমানে এর কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ কিংবা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি।

গর্ভকালীন এবং স্তন্যদানকালীন ব্যবহার: যেহেতু এল.এ., জি.এল.এ এবং ডি.জি.এল.এ মাতৃদুগ্ধেরই

কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপাদান তাই ইভিনিং প্রিমরোজ অয়েলের স্তন্যদানকালীন সময়ের ব্যবহার উত্তম বলে বিবেচিত। তাছাড়া ওয়ার্ল্ড হেল্থ অর্গানাইজেশনের মতে, গর্ভবতী এবং স্তন্যদানকারী মায়েদের প্রতিদিনকার ক্যালরির অন্তত ৫ ভাগ ক্যালরি এসেনশিয়াল ফ্যাটি এসিড থেকে নেয়া উচিত।

সরবরাহ: ইপ্রিম® লিক্যাপ: প্রতি কৌটায় রয়েছে ৩০টি করে ইপ্রিম® লিকুইড ফিল্ড হার্ডজিলাটিন ক্যাপসুল।

ইরেডেক্স™

Eredex™

উপাদান: ইরেডেক্স™ ট্যাবলেট: প্রতি ট্যাবলেটে আছে ৫.৪ মি.গ্রা. ইওহিমে স্ট্যাভাইজিড নির্ঘাস।

বিবরণ: ঔষধি গুণ সম্বলিত হওয়ায় ইওহিমের বাকল বহুল ব্যবহৃত। এই চিরসবুজ গাছটির উচ্চতা ৩০ মিটার পর্যন্ত হতে পারে এবং এর ভিতরকার অংশ লালচে খয়েরী ও বাঁকানো। এর স্বাদ তিক্ত এবং গন্ধহীন। এ গাছটি পশ্চিম আফ্রিকা, ক্যামেরুন, কঙ্গো এবং গাবন এর বনে জন্মায়। এই বাকলের প্রধান অ্যালকালয়েড হল ইওহিমিন।

ফার্মাকোলজি: ইওহিমে কিছু অ্যান্টিডোপামিনার্জিক বৈশিষ্ট্য সম্বলিত একটি তীব্র আলফা - ২ অ্যাড্রেনোসেপ্টর ব্লকার এবং দুর্বল আলফা - ১ অ্যাড্রেনার্জিক অ্যান্টাগোনিস্ট। ইওহিমে সেসব অ্যাড্রেনোসেপ্টরের সাথে কাজ করে যারা নির্দিষ্টভাবে ক্লোনিডাইন, আলফা-মিথাইল নরএপিনেফ্রিন, ট্রামাজোলিন, গুয়ানাবেঞ্জ, গুয়ানফ্যাসিন দ্বারা উদ্দীপনা লাভ করে। এটি সেই সব যৌগের সাথেও কাজ করে যারা অবাছাইকৃতভাবে নরএপিনেফ্রিন এবং এপিনেফ্রিন দ্বারা উদ্দীপনা লাভ করে। ইওহিমের ইরেকটাইল ডিসফাংশন ব্যবস্থাপনায় একটি নিরাপদ এবং উপকারী ভূমিকা রয়েছে। আলফা-২ অ্যাড্রেনার্জিক ব্লকিং অ্যাকশনের মাধ্যমে এই ওষুধ সিলেক্টিভ সেরোটোনিন রি-আপটেক ইনহিবিটর ব্যবহারের ফলে হ্রাসপ্রাপ্ত যৌন আকাঙ্ক্ষা এবং হ্রাসপ্রাপ্ত যৌন অনুভূতি জাতীয় যৌন সমস্যার কার্যকরী সমাধান দিতে সক্ষম।

নির্দেশনা এবং ব্যবহার: ইরেকটাইল ডিসফাংশন, হ্রাসপ্রাপ্ত যৌনাকাঙ্ক্ষা, পরিশ্রান্তি।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি: প্রাপ্ত বয়স্কদের ক্ষেত্রে : ১ টি ট্যাবলেট দিনে ৩ বার অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: দুর্গ্ধসিতা, উচ্চ রক্তচাপ, নিদ্রাহীনতা, ট্যাকিকার্ডিয়া, খিচুনি, ম্যানিয়া এবং বমিভাব হতে পারে।

যে ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: এই ওষুধ যকৃত এবং কিডনি রোগে আক্রান্ত, যৌনাঙ্গ অথবা প্রস্টেট গ্যাণ্ড এর তীব্র প্রদাহ অথবা গ্যাস্ট্রিক এবং ডিওডেনাল আলসার এ আক্রান্ত রোগীদের ব্যবহার করা উচিত নয়।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: ইওহিমে অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ ওষুধের হাইপোটেনসিভ প্রভাবকে বাঁধা দিয়ে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যাহত করে। এটি ফার্মাসিউটিক্যাল এমএও ইনহিবিটরদের প্রভাব বৃদ্ধি করতে পারে।

সতর্কতা: ইরেডেক্স™ সেবনকারীদের অ্যালকোহল সেবন বর্জন করা উচিত।

সরবরাহ: ইরেডেক্স™ ট্যাবলেট: প্রতিটি বাক্সে আছে ২০ টি ট্যাবলেট অ্যালু-অ্যালু ব্লিস্টার প্যাকে।

আইবিল™

Eyebil™

উপাদান: আইবিল™ ১৬০ ক্যাপসুল: প্রতিটি ক্যাপসুলে আছে ১৬০ মি.গ্রা. বিলবেরী (ভ্যাক্সিনিয়াম মাইরটিলাস) ফলের স্ট্যাভাইজিড নির্ঘাস।

বিবরণ

ইউরোপীয়ান ছোট নীল বেরীই বিলবেরী নামে পরিচিত। গত দশক ধরে বিলবেরীর স্ট্যাভাইজিড নির্ঘাস আমেরিকায় সম্পূর্ণরূপে খাদ্য হিসেবে জনপ্রিয়। বিলবেরী প্রিপারেশনে ভ্যাক্সিনিয়াম মাইরটিলাসের পুরোপুরি শুকনো, পাকা, কালো অথবা নীলচে কালো ফল ব্যবহৃত হয়। কিছু ঘনীভূত নির্ঘাসকে অ্যান্থোসায়ানোসাইড এ এমনভাবে স্ট্যাভাইজিড করা হয় যেন ২৫% অ্যান্থে সায়ানিডাইন থাকে। কিন্তু ওজন নির্ভর গণনা করলে অ্যান্থোসায়ানিডাইনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৭%।

ফার্মাকোলজি: বিলবেরী নির্ঘাস রেটিনোপ্যাথি, চোখে ছানি, ম্যাকুলার ডিজেনারেশন, রেটিনাইটিস পিগ্মেন্টোসা, হেমোরজিক রেটিনোপ্যাথি এসব রোগে ব্যবহৃত হয়। বিলবেরীতে অবস্থিত অ্যান্থে

াসায়ানিন্স রোডোপসিন রিজেনারেশনের হার বাড়ায় বিধায় এটি রাতকানা এবং চোখে ছানি দূর করতেও সক্ষম। বিলবেরী বিভিন্নরকম মাইক্রোসারকুলেটরী ডিজঅর্ডার যেমন: শিরা ফোলা, অ্যাথেরোস্কেলোসিস, জেনাস ইন্সারফিসিয়েলি ইত্যাদি চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

কিভাবে কাজ করে

এটি লিউকোসাইট কর্তৃক নিঃসৃত এনজাইম দ্বারা কোলাজেনের এনজাইমেটিক ভাঙনকে প্রতিরোধ করে। এটি রেটিনাল ফসফোগ্লুকোমিউটেজ এবং গ্লুকোজ - ৬ - ফসফেটকে প্রতিরোধ করে রেটিনাকে সুরক্ষিত রাখে। ইশকেমিক রিপারফিউশন ইন্জুরি জনিত কারণে মাইক্রোভাসকুলার ইমপেয়ারমেন্ট কমিয়ে এটি এডোখেলিয়াম সুরক্ষাসহ ক্যাপিলারি পারফিউশন বৃদ্ধি করে থাকে। এটি প্রাটিলেট অ্যাগ্রেশন এবং ক্লট রিট্রাকশনের পরিমাণ নির্ভর প্রতিরোধ সৃষ্টি করে। ব্লাড-ব্রেইন বেরিয়ার অতিক্রম করার ক্ষমতাকে কমিয়ে বেসমেন্ট মেমব্রেন কোলাজেন হাইড্রোলাইসিস কমায় এবং পারমিয়েবিলিটি ক্ষমতা বৃদ্ধি করে ব্লাড-ব্রেইন বেরিয়ারের পুনর্গঠন বাড়ায়।

নির্দেশনা এবং ব্যবহার: রেটিনোপ্যাথি (উচ্চ রক্তচাপ এবং ডায়াবেটিস জনিত), চোখে ছানি, ম্যাকুলার ডিজেনারেশন, রেটিনাইটিস পিগ্‌মেন্টোসা, হেমোরাজিক রেটিনোপ্যাথি এসব রোগে ব্যবহৃত হয়।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি: ১ টি করে আইবিল™ ১৬০ মি.গ্রা. ক্যাপসুল দিনে ২ - ৩ বার কিংবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: জানা যায়নি। যে সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না

প্রযোজ্য নয়।

গর্ভকালীন ও স্তন্যদানকালীন সময়ে ব্যবহার:

গর্ভকালীন ও স্তন্যদানকালীন সময়ে ব্যবহারে কোন বাঁধা নাই।

অন্য গুরুত্বপূর্ণ সাথে প্রতিক্রিয়া: প্রযোজ্য নয়।

সরবরাহ: আইবিল™ ১৬০ ক্যাপসুল : প্রতিটি বাক্সে আছে ৩০ ক্যাপসুল অ্যালু-পিভিডি সিস্টার প্যাকে।

গার্লিন™

Garlin™

উপাদান: গার্লিন™ লিক্যাপ: প্রতিটি এস্টেরিক কোটেড লিকুইড ফিল্ড হার্ড জিলাটিন ক্যাপসুলে আছে ১০ মি.গ্রা. রসুনের তেল (স্ট্যান্ডার্ডাইজড)।

বর্ণনা

টাটকা রসুন, রসুনের শুকনো কোষ এবং রসুনের তেল গুণ্ড হিসেবে ব্যবহৃত হয়। রসুনে অ্যালিন এবং এর রূপান্তরিত উপাদানসহ সালফার যুক্ত তেল থাকে। রসুনের তেল টাটকা কিংবা শুকনো রসুন থেকে পাওয়া যায় না বরং স্টীম ডিস্টিলেশনের মাধ্যমে পানিতে দ্রবনীয় থায়োসালফিনেটসকে তেলে দ্রবনীয় সালফাইডে রূপান্তরের মাধ্যমে এই তেল পাওয়া যায়। রসুনের উৎপত্তি এশিয়ার মধ্যভাগ থেকে দক্ষিণ ভাগের মধ্যে। সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর মাসে যখন রসুনের পাতা এবং কোয়া শুকিয়ে আসে তখন এটি সংগ্রহ করা হয়। নানারকম হৃদরোগ এড়াতে রসুন যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিম ইউরোপের অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি পথ্য। রসুনের প্রিয়ারেশন বহু বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে একটি অন্যতম বহুল বিক্রিত ভেষজ।

ফার্মাকোলজি: গার্লিক কোলেস্টেরলের সেরাম ট্রাইগ্লিসারাইড (টি জি) কমায় এবং হাই ডেনসিটি লিপোপ্রোটিন (এইচ ডি এল) বাড়ায়। এটি অনুচক্রিকার জমাট বাঁধা এবং থ্রম্বাস গঠন রোধ করে এবং ফিব্রিনোলাইসিস বাড়িয়ে রক্তের ক্লটিং টাইমকে দীর্ঘায়িত করে। এটি স্বল্প ঘনত্বের লিপোপ্রোটিনকে (এল ডি এল) জারিত হতে দেয় না এবং দেহের অতিরিক্ত রক্তচাপ কমায়। রক্তচাপ সংক্রান্ত এওর্টিক স্টিফনেস রোধ করে রক্তে গ্লুকোজের লেভেল নিয়ন্ত্রণ করে।

কিভাবে কাজ করে

•স্টেরয়েড স্যাপোনিন, ইন্টেস্টাইনাল লুমেনে কোলেস্টেরল এবং এল ডি এল কোলেস্টেরল এর পরিশোধনে পরিবর্তন করে এবং এর ফলে এইচ ডি এল এর উপর কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া ছাড়াই প্রাজমা কোলেস্টেরল লেভেল হ্রাস পায়।

•ফ্যাটি এসিড সমৃদ্ধ লিপিড, বিশেষ করে ট্রাইগ্লিসারাইডের ক্যাটাবলিজমকে বৃদ্ধি করে।

•পালমিটেট জ্বনিত কোলেস্টেরল এর বায়োসিন্থেসিস এ বাঁধা প্রদানকে ত্বরান্বিত করে।

•বিটা-হাইড্রক্সি-বিটা মিথাইলগুটারাইল কোএনজাইম রিডাকটেস এনজাইমকে বাঁধা প্রদান করে

কোলোস্টেরলের বায়োসিন্থেসিস কমায়।

• রসুনের তেলে উপস্থিত গামা-গ্লুটামিলসিসটেইনস এর এনজিওটেনসিন কনভারটিং এনজাইমকে বাঁধা প্রদানের কারণে এটি রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে। গার্লিক এন্ডোথেলিয়াম থেকে প্রাপ্ত শিথিলীকরণ এবং সংকোচন উভয় ফ্যাক্টরসমূহের উৎপাদন এবং কার্যপ্রনালীকে নিয়ন্ত্রণ করে হাইপলিক পালমোনারি ডায়োসকনস্ট্রিকশন এর বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষামূলক ভূমিকা রাখে।

• গার্লিক বা রসুন পালমোনারি আর্টারিতে নাইট্রিক অক্সাইড সিন্থেসকে সক্রিয় করে নাইট্রিক অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি করে এবং নাইট্রিক অক্সাইড শিথিলীকরণ ঘটায়।

• গার্লিকে উপস্থিত ফুক্ট্যানসমূহ বিচ্ছিন্ন কোষের এডেনোসিন ডিঅ্যামাইনেস এর নিঃসরণ বন্ধ করতে পারে। এভাবে গার্লিক এডেনোসিন বৃদ্ধি করে এবং এর সাথে সংযুক্ত রক্তনালীর প্রসারণে সাহায্য করে।

ব্যবহার: হাইপারলিপিডেমিয়া, অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস, হাইপারটেনশান।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি: ১ - ২ টি করে ক্যাপসুল ৮ - ১৮ সপ্তাহ কিংবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: কোন কোন ক্ষেত্রে সামান্য পেটের সমস্যা এবং ক্ষেত্র বিশেষে এলার্জিক রিঅ্যাকশন দেখা যায়।

নিষেধাজ্ঞা: জার্মান কমিশন ই এর মতে, কোন প্রতিক্রিয়া জানা যায় না। “ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন” এর মতে রসুনে যাদের অ্যালার্জি আছে এবং যারা ওয়ারফারিন ব্যবহার করেন তাদের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে।

গর্ভকালীন এবং স্তন্যদানকালীন ব্যবহার: রসুনে অবস্থিত সালফার বুকের দুধে মিশ্রিত হয়ে এটিকে শিশুর জন্য আরও উপাদেয় করে তোলে।

অন্য গুণের সাথে প্রতিক্রিয়া: রসুন, অ্যান্টি পাটিলেট এবং অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট একসাথে ব্যবহার করলে দীর্ঘ সময় ধরে রক্তপাতের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। ওয়ারফারিন এবং গার্লিক সাপ্লিমেন্ট একসাথে ব্যবহার করলে রোগীর রক্ত জমাট বাঁধার সময় দ্বিগুণ হতে দেখা যায়।

সরবরাহ: গার্লিন™ লিক্যাপ: প্রতিটি বাস্ত্রে আছে ৩০ টি এস্টেরিক কোটেড ক্যাপসুল ব্লিস্টার প্যাকে।

জিলোবা®

Giloba®

উপাদান: জিলোবা® ৬০ মি.গ্রা. ক্যাপসুল: প্রতিটি ক্যাপসুলে আছে জিংকগো বিলোবা ৬০ মি.গ্রা. স্ট্যাডাভার্ভাইজড নির্যাস।

ব্যবহার:

প্রাথমিক ব্যবহার-

• মস্তিষ্কে রক্তস্রাবতা, স্মৃতিশক্তি কমে যাওয়া, হতাশা, অ্যালজাইমার’স রোগের কারণে সৃষ্ট মনোযোগহীনতা ও স্মৃতিহীনতা।

• মাথাঘোরা ও কানে ঘন্টা ধ্বনির মত শব্দানুভূতি।

• পেরিফেরাল ভাস্কুলার রোগ: পেরিফেরাল আর্টেরিয়াল ওক্লুসিভ রোগের দ্বিতীয় ধাপে (স্টেজ-২) হাঁটাজনিত পা ব্যথার উন্নয়ন ঘটায়।

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ব্যবহার

» দেহে ও রক্তে অক্সিজেনের ঘাটতি।

» তীব্র মধ্যকর্ণ বধিরতা।

» এস এস আর আই ব্যবহারজনিত যৌন অক্ষমতা।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি: জিলোবা® ৬০ মি.গ্রা. ১টি বা ২টি ক্যাপসুল দৈনিক ২ থেকে ৩ বার সেব্য।

পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া: গুণুধটি সঠিক মাত্রায় প্রয়োগে কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় না।

১০,০০০ রোগীর মধ্যে পরিচালিত একটি ক্লিনিক্যাল গবেষণায় দেখা গেছে জিংকগোর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া খুবই কম। সহসা মাথা ব্যথা, ঝাপসা দৃষ্টি, অস্থিরতা, পাকস্থলীর সমস্যা, চামড়ায় এলার্জি এ ধরনের অল্প কয়েকটি ঘটনার কথা জানা যায়।

প্রযোজ্য মাত্রার অতিরিক্ত ঔষধ গ্রহণে ডায়রিয়া, বমিভাব, বমি, অস্থিরতা অথবা দুর্বলতা দেখা দিতে পারে।

যে ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: যে সকল রোগীরা রক্ত জমাট বিরোধী, এন্টিপ্লাটিলেট ঔষধ যেমন- ওয়ারফেরিন, হেপারিন এবং এসপিরিন গ্রহণ করছেন, তাদের ক্ষেত্রে জিংকগো সতর্কতার সাথে ব্যবহার করতে হবে। যাদের রক্তক্ষরণজনিত সমস্যা আছে তাদের ক্ষেত্রে এটির দীর্ঘ ব্যবহার (৬-১২ সপ্তাহ) অনুচিত। এটি সার্জারীর পূর্বেও ব্যবহার করা অনুচিত। যে সব রোগীদের ইন্ট্রাক্রানিয়াল রক্ত ক্ষরণের সম্ভাবনা আছে তাদেরও এটি ব্যবহার অনুচিত।

গর্ভকালীন ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: জিলোবা® গর্ভাবস্থায় অথবা স্তন্যদানকালে ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন বাঁধা আছে বলে জানা যায় না।

সরবরাহ: জিলোবা® ৬০ মি.গ্রা. ক্যাপসুল : প্রতিটি বাস্কে রয়েছে ৩০টি ক্যাপসুল অ্যালু-অ্যালু রিস্টার প্যাকে।

জিনটেস্ক®

Gintex®

উপাদান: জিনটেস্ক® (জিনসেং) ক্যাপসুল : প্রতিটি ক্যাপসুলে আছে প্যানাক্স জিনসেং এর স্ট্যান্ডার্ডাইজড নির্যাস যা ৫০০ মি.গ্রা. শুকনো মূলের সমতুল্য।

ব্যবহার ও নির্দেশনা: জিনটেস্ক® (জিনসেং) অবসন্নতা ও স্নায়বিক চাপ কমাতে, এটি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে জীবনীশক্তি বাড়ায়। এটি দীর্ঘকালীন জ্বরজনিত দুর্বলতায় নির্দেশিত। এটি যৌনাকাংখা বৃদ্ধি করে, শারীরিক সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি করে, সন্তান উৎপাদনে অক্ষমতা প্রতিরোধ করে। এটি ডায়াবেটিস রোগে সহায়ক ঔষধ হিসেবে নির্দেশিত।

প্রাথমিক ব্যবহার

- এডাপ্টোজেন (অবসন্নতা, অস্থিরতা ইত্যাদি প্রতিহতকারী) ও সাধারণ শক্তি বর্ধক
- সহিষ্ণুতা ও ক্রীড়া ক্ষমতা বৃদ্ধিকারী রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা উন্নয়নকারী

অন্যান্য বিশেষ ব্যবহার

- কামোদ্দীপক, লিঙ্গোথানজনিত অপরাগতা ও অক্ষমতায়
- মেনোপজ এর লক্ষণ সমূহে
- ইনসুলিন অনির্ভর ডায়াবেটিস মেলাইটাস এ ক্রনিক ও তীব্র শ্বাসযান্ত্রিক রোগে শ্বাসপ্রশ্বাস উন্নয়নকারী হিসেবে এবং শ্বাস যন্ত্রের সংক্রমণে এন্টিবায়োটিক এর সহযোগী ঔষধ হিসেবে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: বহু বছর ব্যবহারে জিনসেং এর কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া বা অন্য ঔষধের সাথে মিশ্র প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় না।

যে ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: জিনসেং যে কোন ভিটামিন, মিনারেল অথবা হারবাল ঔষধের সাথে গ্রহণ করা যায়। তথাপি, অন্য কোন ঔষধ গ্রহণ কালীন সময়ে জিনসেং গ্রহণের ব্যাপারে চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া ভাল। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও জার্মান কমিশন ই এর সূত্র মতে জিনসেং এর বিরুদ্ধ ব্যবহার সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: জার্মান কমিশন ই ও আমেরিকান হারবাল প্রডাক্ট এসোসিয়েশনের

সূত্র মতে গর্ভাবস্থায় বা স্তন্যদানকালে জিনটেস্ক® (জিনসেং) ব্যবহারে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। তবে, দীর্ঘদিন ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিরাপত্তাজনিত বিষয়ে তথ্য অপ্রতুল। চাইনিজ ট্রেডিশনাল মেডিসিনে জিনটেস্ক® (জিনসেং) মূল গর্ভাবস্থায়, সন্তান জন্মদান কালে ও জন্ম পরবর্তী কালের নির্দেশনায় কোন প্রকার বিরুদ্ধ নির্দেশনা পাওয়া যায় না।

সতর্কতা: জিনসেং গ্রহণে অনেক সময় অতিরিক্ত উত্তেজনা বা ইনসমনিয়া (নির্ঘুম) সৃষ্টি হতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে রক্তচাপ বৃদ্ধি বা অতিরিক্ত যৌন উত্তেজনা পরিলক্ষিত হতে পারে। শিশুদের ক্ষেত্রে অথবা যকৃৎ বা কিডনী রোগাক্রান্ত অবস্থায় জিনসেং নিরাপদ কিনা সে বিষয়ে কিছু বিজ্ঞান ভিত্তিক নির্দেশনা পাওয়া যায় না।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি: একটি করে জিনটেস্ক® (জিনসেং) ক্যাপসুল দৈনিক এক বা দুইবার অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

সরবরাহ: জিনটেস্ক® ক্যাপসুল : প্রতিটি বাস্কে রয়েছে ৩০ টি ক্যাপসুল অ্যালু-অ্যালু রিস্টার প্যাকে।

ইসপারগুল®

Ispargul®

উপাদান: ইসপারগুল® স্যাশে : প্রতিটি স্যাশেতে আছে ৩.৫ গ্রাম পান্টাগো ওভাটা (সিলিয়াম) হাঙ্ক। ইসপারগুল® কন্টেইনার : প্রতিটি কন্টেইনারে আছে ১০০ গ্রাম পান্টাগো ওভাটা (সিলিয়াম) হাঙ্ক।

নির্দেশনা ও ব্যবহার: ইসপারগুল® কোষ্ঠকাঠিন্য, অর্শ ও আলসারেটিভ কোলাইটিসে নির্দেশিত। এছাড়া এটি হাইপারলিপিডেমিয়া, ডোজেনান্তর ডায়াবেটিস ও পেটের পীড়ায় উপকারী।

মাত্রা ও সেবনবিধি: প্রাণু বয়স্কদের ক্ষেত্রে: ৩.৫ গ্রাম (১টি স্যাশে) দিনে ২ থেকে ৩ বার ১ গাস পানিসহ সেব্য।

৬ - ১২ বছরের শিশুদের ক্ষেত্রে: ২ থেকে ৩.৫ গ্রাম (১/২ - ১টি স্যাশে) দিনে ২ থেকে ৩ বার ১ গাস পানিতে নিয়ে ৩ থেকে ৫ সেকেন্ড নেড়ে খেতে হবে। ইসপারগুল® অন্য ওষুধ গ্রহণের ৩০ থেকে ৬০ মিনিট আগে অথবা পর খেতে হবে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ও সতর্কতা: ইসপারগুল সুসহনীয় ও নিরাপদ। সঠিক পদ্ধতিতে গ্রহণ না করলে (অল্প পানি দিয়ে খেলে) এটি ফুলে বিশেষ করে বয়স্ক মানুষের

খাদ্যনালী এবং অস্ত্রে বাঁধা সৃষ্টি করতে পারে। প্যানক্রিয়েটিক ইনসার্কসিয়েন্সির ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

যে ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত নয়: যাদের পরিপাকনালী অস্বাভাবিকভাবে সংকীর্ণ, অস্ত্রনালীর অবস্ট্রাকশন, গলধারকরণে জটিলতা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত নয়।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: যষ্টিমধু, বিরেচক ও অ্যান্টিডায়বেটিক ওষুধের সাথে সমসাময়িক ব্যবহার করলে শরীরে পটাশিয়াম এবং গ্লুকোজের ঘাটতি দেখা দিতে পারে। কার্বামেজেপাইন এর সাথে সমসাময়িক ব্যবহারের ক্ষেত্রে কার্বামেজেপাইনের বায়োঅ্যাভেইলেবিলিটি কমে যেতে পারে।

গর্ভকালীন এবং স্তন্যদানকালীন ব্যবহার: গর্ভকালীন এবং স্তন্যদানকালীন ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় না।

সরবরাহ:

ইসপারগুল®: প্রতিটি বাক্সে আছে ১৫টি ৩.৫ গ্রাম স্যাশে এবং প্রতিটি এইচ ডি পি ই কন্টেইনারে আছে ১০০ গ্রাম পাউডার।

ইনাসি®

Inacea®

উপাদান: ইনাসি® ৪০০ মি.গ্রা. ক্যাপসুল: প্রতিটি ক্যাপসুলে আছে ৪০০ মি.গ্রা. স্ট্যান্ডার্ডাইজড একিনাসি নির্যাস।

বর্ণনা: যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে একিনাসি অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি ভেষজ পথ্য যার বিভিন্ন প্রজাতির মূল ওষুধ হিসাবে বহুল ব্যবহৃত। একিনাসি ১৯৯৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে সর্বোচ্চ বিক্রীত ওষুধ পথ্য হিসাবে বিবেচিত হয় যা ২০০০ সালে মূল ওষুধ বাজারের ৪র্থ স্থান দখল করে নেয়। একিনাসি মূলত এ উদ্ভিদের কাঁচা কিংবা শুকনো মূল থেকে প্রস্তুত করা হয় যা নির্দিষ্ট মাত্রায় প্রয়োগ করে কার্যকরী ফলাফল পাওয়া যায়।

ফার্মাকোলজি: একিনাসি মূলত শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে গতিশীল করে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। এছাড়া এটি ফ্যাগোসাইটোসিস বাড়িয়ে ন্যাচারাল কিলার সেল অ্যাকশন ত্বরান্বিত করে। একই সাথে টিউমার সেলের বিরুদ্ধে গড়ে

তোলে প্রবল প্রতিরোধ। এছাড়াও এটি এন্টিবডি এবং সাইটোকাইনের উৎপাদন বৃদ্ধিতে কার্যকর।

ব্যবহার: শ্বসনতন্ত্রের সংক্রমণ চিকিৎসা এবং প্রতিরোধ

মুখ ও মুখগহ্বরের প্রদাহ

মূত্রতন্ত্রের সংক্রমণ চিকিৎসা

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি

কিভাবে কাজ করে

• টি-সেল লিফোসাইট এবং ম্যাক্রোফেজের কোষপৃষ্ঠে অবস্থিত কার্বেহাইড্রেট রিসেপ্টরে পলিস্যাকারাইডকে আবদ্ধ করে।

• নতুন কলা পুনরুৎপাদন করে এবং হায়ালুরনিডেস এর উৎপাদন রোধ করে ক্ষরণ প্রতিরোধ করে।

• ম্যাক্রোফেজে সিলেক্টিভ সাইটোকাইন উৎপাদন এবং অক্সিডেটিভ বাস্ট বৃদ্ধি করে টিউমার সেল ধ্বংসে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

• শ্বেত রক্তকণিকার ফ্যাগোসাইটোসিস (ধ্বংস) প্রক্রিয়া বৃদ্ধি করে প্রতিরোধ নিশ্চিত করে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: এর আভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক ব্যবহারে তেমন কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় না। তবে কারও কারও ক্ষেত্রে অ্যানাফাইলেক্সিস দেখা দিতে পারে।

সতর্কতা: যাদের অ্যাস্টেরেসি গোত্রের উদ্ভিদে অ্যালার্জি জনিত সমস্যা আছে তাদের ক্ষেত্রে ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: কমিশন ই এর মতে তেমন কোন প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় না।

গর্ভকালীন এবং স্তন্যদানকালীন ব্যবহার: জার্মান কমিশন ই কর্তৃক কোন ধরনের নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য নয়।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি: ১টি বা ২টি করে ইনাসি® ৪০০ মি.গ্রা. ক্যাপসুল দৈনিক ২ থেকে ৩ বার কিংবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

সরবরাহ: ইনাসি® ৪০০ মি.গ্রা. ক্যাপসুল: প্রতিটি বাক্সে রয়েছে ৩০ টি ক্যাপসুল অ্যালু-পিভিসি রিস্টার প্যাকে।

ক্যামোমিল®

Kamomil®

উপাদান: ক্যামোমিল[®] ওরাল স্প্রে: প্রতি মি.লি.-তে আছে ৩৭০.৫০ মি.গ্রা. ক্যামোমাইল (মেটরিকারিয়া রিকুটিটা) এর নির্ধারিত (স্ট্যান্ডার্ডাইজড), পিপারমিন্ট অয়েল ১৮.৫ মি.গ্রা., সেইজ অয়েল ৬ মি.গ্রা., এনিজ অয়েল ৭ মি.গ্রা., পাইন নিডল অয়েল ১ মি.গ্রা., বার্গামট অয়েল ০.৫ মি.গ্রা., ইউক্যালিপটল ৫ মি.গ্রা. এবং মিথাইল স্যালিসাইলেট ১ মি.গ্রা.।

বিবরণ

জার্মান ক্যামোমাইল: ক্যামোমাইলের সক্রিয় রাসায়নিক উপাদান মূলত উদ্বায়ী তেল যার মধ্যে বিসাবলল, বিসাবলল অক্সাইড এ এবং বি, ক্যামাজোলিন অন্যান্য। ক্যামোমাইলের সক্রিয় উপাদান প্রদাহরোধী, সংকোচনরোধী এবং নরম মাংসপেশী আরামদায়ক কার্যকারিতা সম্পন্ন। ক্যামাজোলিনের সক্রিয় প্রদাহরোধী গুণ রয়েছে। এটি সাইক্লোজেনেজ এনজাইমকে ব্লক করে প্রোস্টাগলিন নিঃসরণে বাধা দেয়।

পিপারমিন্ট অয়েল: এটি ইউনাইটেড স্টেটস ফার্মাকোপিয়া অন্তর্ভুক্ত। পিপারমিন্ট অয়েল সংকোচক, জীবাণু নাশক এবং প্রদাহ রোধক ক্ষমতা প্রদর্শন করে। এতে যে এসেনশিয়াল অয়েল বিদ্যমান তা একটি শক্তিশালী জীবাণু নাশক এবং এটি মুখের দুর্গন্ধ ও সোর থ্রোট চিকিৎসায় কার্যকর। এটি দস্তক্ষয় এবং মাড়ি রোগ প্রতিরোধেও বেশ উপকারী। এটি মুখ এবং মুখগহ্বরের ক্ষরণ উপশমে সহায়ক। এর সংকোচক ক্ষমতা মাড়ির ক্ষীত টিস্যুগুলোকে সংকুচিত করে মাড়িফোলা রোগের বেদনা নিবারণ করে।

সেইজ অয়েল: এটি ইউনাইটেড স্টেটস ফার্মাকোপিয়ার অন্তর্ভুক্ত। এর নির্ধারিত গলার প্রদাহ ও মুখের ক্ষতে গার্গল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। গলা, টনসিল ও মুখের ক্ষত চিকিৎসায়ও এটি কাজ করে। এটির সংকোচনশীল গুণ মাড়ি থেকে রক্ত পড়া কমাতে এবং লালা নিঃসরণ বাড়ায়।

এনিজ অয়েল: এটি দাঁতের ব্যথা কমাতে সহায়তা করে।

পাইন নিডল অয়েল: পাইন নিডল অয়েলের ব্যাকটেরিয়া বিনাশী ও প্রদাহরোধী ক্ষমতা নাক, কান, গলা বা দেহের নানা অঙ্গের ইনফেকশন দূর করে।

বার্গামট অয়েল: বার্গামট অয়েল সুগন্ধি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বার্গামট এসেনশিয়াল অয়েলের কিছু উপাদানের প্রাকৃতিকভাবে এন্টিবায়োটিক ও সংক্রমক রোগজীবাণুনাশক ক্ষমতা রয়েছে।

ইউক্যালিপটল: এটি সাইটোকাইনকে প্রতিহত করে

শ্বাসতন্ত্রের অতিরিক্ত মিউকাস নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং শ্বাসকষ্ট কমায়। এটি ফ্লেভারিং এজেন্ট হিসাবে ওষুধে এবং সুগন্ধি হিসেবে অন্যান্য দ্রব্যে অল্প পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

মিথাইল স্যালিসাইলেট: বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদে প্রাকৃতিকভাবে মিথাইল স্যালিসাইলেট (উইন্টারগ্রীন অয়েল) থাকে। উইন্টারগ্রীন অয়েল মাথাব্যথা, জ্বর, সোর থ্রোট এবং অস্বস্থিকর বেদনা নিরাময় করে।

নির্দেশনা

* মুখ ও গলার প্রদাহ * পেরিওডন্টাইটিস * মাড়ির প্রদাহ * দাঁত উত্তোলন পরবর্তী বেদনায় * মিউকোসাল ইরিটেশন * টনসিলের ব্যথা * ক্যান্সার সোরস * মুখে দুর্গন্ধ

প্রতিনির্দেশনা

অ্যাস্টেরাসিগোত্রের সদস্যদের প্রতি অতিসংবেদনশীল রোগীদের ক্যামোমিল ওরাল স্প্রে ব্যবহার করা উচিত নয়।

পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া

এনিথালের প্রতি অতি সংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে অসহিষ্ণু প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে।

পূর্ব সতর্কতা

সরাসরি নাকে স্প্রে করা যাবে না। শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত নয়।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালীন সময়ে ব্যবহার: গর্ভাবস্থায় এবং স্তন্যদানকালে ক্যামোমিল ওরাল স্প্রে অতিমাত্রায় ব্যবহার থেকে বিরত থাকা উচিত।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া

অ্যাস্পিরিন, ওয়ারফারিন অথবা যে কোন এন্টিকোঅ্যাগুলান্ট এর সাথে ব্যবহার করা উচিত নয়।

মাত্রা এবং ব্যবহার বিধি: প্রাপ্তবয়স্ক: মুখ ও গলার ভিতরে আক্রান্ত স্থানে দিনে ৩ বার স্প্রে ব্যবহার করতে হবে। প্রতিবার ২ পাক স্প্রে করতে হবে। ক্যামোমিল[®] ওরাল স্প্রে খাবার পর ব্যবহার করা উত্তম।

শিশু: ১২ বছরের কম বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে ক্যামোমিল[®] ওরাল স্প্রে ব্যবহার উচিত নয়।

সরবরাহ: ক্যামোমিল[®] স্প্রে: প্রতি বাস্কে আছে একটি করে ক্যামোমিল[®] ওরাল স্প্রে কাচের বোতলে।

ব্যবহারের নির্দেশাবলী

প্রথমবার ব্যবহারের পূর্বে অথবা কয়েক সপ্তাহ স্প্রে টি ব্যবহার না করে থাকলে ১ থেকে ২ বার বাতাসে স্প্রে

করণ এবং তারপর ব্যবহার করুন।

১. ব্যবহারের পূর্বে উপরের ক্যাপটি খুলুন।
২. কনটেইনারের শীর্ষে অবস্থিত সাদা বাটনটিতে আঙ্গুল রেখে এটি উর্ধ্বমুখী করে ধরুন।
৩. মুখ খুলুন এবং বোতলের শীর্ষটি যথা সম্ভব মুখের কাছে এনে আক্রান্ত স্থানে তাক করুন।
৪. এবার আন্তে করে বোতলের শীর্ষে অবস্থিত বাটনটিতে চাপ দিয়ে আক্রান্ত স্থানে ওষুধ স্প্রে করুন।
৫. বাটনটি ছেড়ে দিন এবং মুখ বন্ধ করুন। শ্বাসতন্ত্রের মাধ্যমে ওষুধ গ্রহণ করবেন না। ওষুধ গ্রহণের পর ৫ থেকে ১০ মিনিট পর্যন্ত মুখ ধুবেন না।
৬. পুনরায় ওষুধ প্রয়োজন হলে উপরের ৩, ৪ ও ৫ নং প্রক্রিয়াগুলো আবার করুন।
৭. ক্যাপটি যথাস্থানে আটকিয়ে রাখুন।

জর্ট®

Jort®

উপাদান: জর্ট® ক্যাপসুল: প্রতি ক্যাপসুলে আছে ৩০০ মি.গ্রা. সেইন্ট জন'স ওর্ট এর স্ট্যাভার্ডাইজড নির্যাস।

নির্দেশনা: ডিপ্রেশন বা বিষাদ, অনিদ্রা, সিজ্ঞাল অ্যাফেক্টিভ ডিজঅর্ডার, অবসেসিভ কম্পাল্‌সিভ ডিজঅর্ডার ইত্যাদি।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি: ১ টি করে জর্ট® (সেইন্ট জন'স ওর্ট ৩০০ মি.গ্রা.) ক্যাপসুল দিনে ৩ বার সেব্য।

সতর্কতা ও অনুপযোগিতা: ব্যবহারের পূর্বে চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া উচিত।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া: কিছু কিছু ক্ষেত্রে এলার্জিক স্কিন রিঅ্যাকশন, পেটের সমস্যা, ফটোসেন্‌সিটাইজেশন হতে পারে।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: অন্যান্য এন্টিডিপ্রেস্যান্টের সাথে ব্যবহার করা উচিত নয়।

গর্ভকালীন ও স্তন্যদানকালীন সময়ে ব্যবহার: চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া এটি গর্ভকালীন ও স্তন্যদানকালীন সময়ে ব্যবহার করা সমীচিন নয়।

সরবরাহ:

জর্ট® ক্যাপসুল: প্রতি বাক্সে আছে ৩০টি করে জর্ট® ক্যাপসুল অ্যালু-অ্যালু ব্লিস্টার প্যাকে।

লিভোলাইট®

Livolite®

উপাদান: প্রতিটি ক্যাপসুলে আছে ২০০ মি.গ্রা. এন্ড্রোথ্রাফিস (এন্ড্রোথ্রাফিস প্যানিকিউলাটা) স্ট্যাভার্ডাইজড নির্যাস।

নির্দেশনা:

ভাইরাল জ্বর, সর্দিজ্বরে

ঠান্ডাকাশি

সাইনোসাইটিস

উর্ধ্বশ্বাসনালীর প্রদাহ

ভাইরাস জনিত যকৃত প্রদাহ

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি: প্রাপ্ত বয়স্কদের ক্ষেত্রে (১৮ বছর বা তদূর্ধ্ব): ১টি করে ক্যাপসুল দৈনিক ৩ বার ৫ থেকে ১০ দিন কিংবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

১২ থেকে ১৭ বছর বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে: ১টি করে ক্যাপসুল দৈনিক ২ বার ৫ থেকে ১০ দিন কিংবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

৪ থেকে ১১ বছর বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে: ১টি করে ক্যাপসুল দৈনিক ১ বার ৫ থেকে ১০ দিন কিংবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার পেটের সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে, এমনকি বমি এবং ক্ষুধামন্দাও দেখা দিতে পারে। এন্ড্রোথ্রাফোলাইডের তিক্ত স্বাদকে এ ধরনের উপসর্গের মূল কারণ বলা যেতে পারে।

নিষেধাজ্ঞা: যাদের অ্যাকাহেসিস গোত্রের উদ্ভিদের প্রতি এলার্জি রয়েছে তাদের এটি ব্যবহার করা সমীচিন নয়।

সতর্কতা: আইসোনিয়াজিডের সাথে ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

গর্ভকালীন এবং স্তন্যদানকালীন ব্যবহার: এন্ড্রোথ্রাফিস গর্ভবস্থায় এবং স্তন্যদানকালে ব্যবহার থেকে বিরত থাকা উচিত।

সরবরাহ: লিভোলাইট® ২০০ মি.গ্রা. ক্যাপসুল : প্রতি বাক্সে রয়েছে ৩০ টি ক্যাপসুল ব্লিস্টার প্যাকে।

ন্যাভিট®

Navit®

উপাদান: ন্যাভিট® ক্যাপসুল: প্রতি ক্যাপসুলে আছে ৫০০ মি.গ্রা. স্পিরুলিনা ড্রাই পাউডার।

নির্দেশনা: পুষ্টিহীনতা, এলার্জিক রিঅ্যাকশন, এন্টিবায়োটিক ব্যবহারজনিত দুর্বলতা, চুল পড়া,

চর্মরোগ, রক্তশূন্যতা, অতিরিক্ত কোলেস্টেরল, মুখের ক্যান্সার ইত্যাদি।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি: দৈনিক ৪ - ৬ টি ক্যাপসুল (৫০০ মি.গ্রা.) অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

সতর্কতা ও অনুপযোগিতা: প্রযোজ্য নয়।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: স্পিরুলিনার প্রতি সংবেদনশীল ব্যক্তির পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা যেতে পারে।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে এখনও তেমন কোন তথ্য জানা যায়নি।

গর্ভকালীন ও স্তন্যদানকালীন সময়ে ব্যবহার: গর্ভকালীন ও স্তন্যদানকালীন সময়ে ব্যবহারে উপকারীতা পাওয়া যায়।

সরবরাহ:

ন্যাভিট® ক্যাপসুল: প্রতি কৌটায় রয়েছে ৩০ টি করে ন্যাভিট® ক্যাপসুল।

পেপনর®

Pepnor®

উপাদান: প্রতি ৫ মি.লি. পেপনর® সিরাপে আছে *কিউমিনাম সায়ামিনাম* ২.৬৪ গ্রাম, *সিনামোমাম জিলানিকাম* ১৩.২৪ মি.গ্রা., *ইলেটারিয়া কর্ডামোমাম* ১৩.২৪ মি.গ্রা., *সিনামোমাম টামেলা* ১৩.২৪ মি.গ্রা., *মেসুয়া ফেরা* ১৩.২৪ মি.গ্রা., *জিনজিবার অফিসিনালি* ২৬.৪৮ মি.গ্রা., *মিরিস্টিকা ফ্রাগ্রেপ* ১৩.২৪ মি.গ্রা., *সাইপেরাস রোটনডাস* ১৩.২৪ মি.গ্রা., *ট্রাকিসপারমাম এ্যামি* ১৩.২৪ মি.গ্রা., *সাইজেজিয়াম এ্যারোমেটিকাম* ১৩.২৪ মি.গ্রা সহ অন্যান্য ভেষজ উপাদানের নির্ধারিত।

নির্দেশনা ও ব্যবহার: ডিসপেপসিয়া বা বদহজম, পেটব্যথা, পেটফাঁপা, বমিবমি ভাব ও অরুচিতে নির্দেশিত। এছাড়া প্রসব পরবর্তী হজম জনিত সমস্যায় বিশেষভাবে ফলপ্রদ ও স্তন্যদানকারী মায়েদের জন্য পুষ্টিকারক ও দুগ্ধবর্ধক।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি:

১২ বছরের কম বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে: ১-২ চা চামচ (৫-১০ মি.লি.) দিনে ২-৩ বার।

প্রাপ্ত বয়স্কদের ক্ষেত্রে: ২-৩ চা চামচ (১০-১৫মি.লি.) দিনে ৩ বার সেব্য।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:

এটি একটি আয়ুর্বেদিক ওষুধ যা নিরাপদ ও সুসহনীয়। নির্দেশিত মাত্রায় সেবন করলে কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় না।

যে ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: এখনো পর্যন্ত কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। কিন্তু এর কোন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীলতা দেখা দিলে ব্যবহার করা যাবে না।

গর্ভকালীন ও স্তন্যদানকালীন ব্যবহার: গর্ভকালীন ও স্তন্যদানকালীন সময়ে এর ব্যবহার কোন সমস্যা সৃষ্টি করে বলে জানা যায়নি।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: রক্ত জমাট বাঁধতে বাঁধাদানকারী ওষুধের সাথে এটি ব্যবহার করা উচিত নয়।

সরবরাহ:

প্রতিটি পি ই টি অ্যান্ডার বোতলে আছে ১০০ মি.লি. সুস্বাদু ও সুগন্ধযুক্ত পেপনর® সিরাপ।

প্রোবায়ো®

Probio®

উপাদান: প্রোবায়ো® ক্যাপসুল: প্রতিটি ক্যাপসুলে আছে ল্যাকটোব্যাসিলাস্ এ্যাসিডোফিলাস্ (২ বিলিয়ন), বিফিডোব্যাক্টেরিয়াম্ বিফিডাম্ (১ বিলিয়ন), ল্যাকটোব্যাসিলাস্ বুলগারিকাস্ (১ বিলিয়ন) এবং ফ্রুক্টো-ওলিগোস্যাকারাইডস্ (১০০ মি.গ্রা.)।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি: একটি করে প্রোবায়ো® ক্যাপসুল দৈনিক তিন বার অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

ব্যবহার:

• ডায়রিয়া প্রতিরোধ এবং প্রতিকারে ল্যাক্টোস্ ইন্টলার্যান্স উপশমে

• ভ্যাজাইনাল ইনফেকশন প্রতিরোধ এবং প্রতিকারে

• রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: এর কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি।

নিষেধাজ্ঞা: প্রযোজ্য নয়।

গর্ভকালীন এবং স্তন্যদানকালীন ব্যবহার: গর্ভকালীন এবং স্তন্যদানকালীন সময়ে এর ব্যবহার কোন সমস্যা সৃষ্টি করে বলে জানা যায়নি।

সরবরাহ:

প্রোবায়ো® ক্যাপসুল: প্রতি বাক্সে রয়েছে ৩০টি করে

ক্যাপসুল ।

সিলিবিন®

Silybin®

উপাদান: সিলিবিন® ৭০ মি.গ্রা. ক্যাপসুল: প্রতিটি ক্যাপসুলে আছে সিলিমারিন ৭০ মি.গ্রা. যা মিল্কথিস্‌ল ফলের নির্যাস হতে প্রস্তুত ।

সিলিবিন® ১৪০ মি.গ্রা. ক্যাপসুল: প্রতিটি ক্যাপসুলে আছে সিলিমারিন ১৪০ মি.গ্রা. যা মিল্ক থিস্‌ল ফলের নির্যাস হতে প্রস্তুত ।

নির্দেশনা:

- জন্ডিস
- এলকোহলজনিত যকৃৎ রোগ
- দীর্ঘস্থায়ী যকৃৎ প্রদাহ
- লিভার সিরোসিস

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি:

একটি করে সিলিমারিন ক্যাপসুল দৈনিক ২-৩ বার কিংবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য ।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: গর্ভবতী মায়াদের ক্ষেত্রে সিলিমারিন ১৪০ মি.গ্রা. বা ৭০ মি.গ্রা. ব্যবহারের তেমন কোন তথ্য নেই, তবে প্রয়োজনে চিকিৎসকের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ব্যবহার করা যেতে পারে ।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া: প্রাপ্ত বয়স্কদের ক্ষেত্রে সিলিমারিন সুসহনীয় । এর তেমন কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই । কদাচিৎ মৃদু বিরচন দেখা দিতে পারে ।

অন্য ঔষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: অন্য ঔষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে এখনও তেমন কোন তথ্য জানা যায়নি ।

সরবরাহ:

সিলিবিন® ৭০ মি.গ্রা. ক্যাপসুল: প্রতি বাক্সে আছে ৩০টি ক্যাপসুল ব্লিস্টার প্যাক-এ ।

সিলিবিন® ১৪০ মি.গ্রা. ক্যাপসুল: প্রতি বাক্সে আছে ৩০টি ক্যাপসুল ব্লিস্টার প্যাক-এ ।

টোরেল™

Torel™

উপাদান: টোরেল™ মাস্‌ল রাব: প্রতি গ্রাম মাস্‌ল রাবে আছে এল - মেন্থল ২৫.৪০ মি.গ্রা., ডি - ক্যামফর ১৪.৩০ মি.গ্রা., মিথাইল স্যালিসাইলেট ৪.২০ মি.গ্রা

ও অলিওরেসিন ক্যাপসিকাম ০.০৫ মি.গ্রা. ।

বিবরণ: বিভিন্ন প্রজাতির কাঁচা এবং শুকনো ক্যাপসিকাম (লংকা) ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয় । উদ্বায়ী জলীয় দ্রাবকের মধ্যে ক্যাপসিকাম পাউডার চালনা করে ক্যাপসিকাম অলিওরেসিন তৈরী করা হয় । ক্যাপসিকাম থেকে প্রস্তুতকৃত অলিওরেসিন ও ক্যাপসিসিন ব্যথা নাশক হিসেবে বাহ্যিক ব্যবহারের জন্য প্রেসক্রিপশনের বাইরেও বিক্রয় হয়ে থাকে । এটি মেক্সিকো এবং কেন্দ্রীয় আমেরিকার স্বদেশজাত ভেষজ । মিথাইল স্যালিসাইলেট, মেন্থল এবং ক্যাম্‌ফর সবই নানা রকম গাছ থেকে সংগ্রহ করা হয় । মিথাইল স্যালিসাইলেট সংগ্রহ করা হয় উইন্টারগ্রিন এর তেল থেকে, মেন্থল সংগ্রহ করা হয় মিন্ট থেকে এবং ক্যাম্‌ফর সংগ্রহ করা হয় পিপারমিন্ট, ইউক্যালিপ্টাস এবং সিডার জাতীয় গাছ থেকে ।

ফার্মাকোলজি:

ক্যাপসিকাম প্রজাতির উদ্ভিদ স্থানীয় শক্তিশালী উদ্ভেজক হিসেবে পরিচিত । এটি প্রোথোম্ব্রন বিও২ তৈরী ও লোহিত রক্ত কনিকা ভাঙ্গার হার কমায়ে দেয় যা কোষাবরণী র দৃঢ়তা রক্ষা করে এবং ফসফোলিপেস বিও২ কে সক্রিয় হতে বাধা দেয় । ক্যাপসিকাম নসিসেপ্টর তত্ত্ব সমূহকে কার্যকর করে এক ধরণের উদ্ভেজনা সৃষ্টি করে । যা এটিকে তার নির্দিষ্ট ভ্যানিলয়েড রিসেপ্টরে আবদ্ধ হয়ে এর কার্যকারিতা প্রদর্শনে সাহায্য করে থাকে । ক্যাপসিকাম সি টাইপ নার্ড ফাইবার থেকে সাবস্টেন্স পি উৎপন্ন করে নিউরনের মধ্যে এর চলাচলে বাঁধার সৃষ্টি করে । পরিণামস্বরূপ সাবস্টেন্স পি এর পরিমাণ হ্রাস পেতে থাকে যা বেদনার অনুভূতিকেও ধীরে ধীরে শূন্য করে দেয় । মিথাইল স্যালিসাইলিক এসিড এস্‌পিরিনের ন্যায় কাজ করে । মেছল পেইন রিসেপ্টর নিউরনের ভোল্টেজ অপারেটেড সোডিয়াম চ্যানেলগুলোকে বন্ধ করে দিয়ে ব্যথা নিবারণ করে থাকে । মেছল অনু এঞ্জিচগ-৮ রিসেপ্টর প্রোটিনের সাথে আবদ্ধ হয়ে ক্ষতস্থানে একটি শীতল আরামদায়ক অনুভূতির সৃষ্টি করে । ক্যাম্‌ফর ঋউঅ অনুমোদিত একটি স্থানীয় বেদনা নাশক । এটি প্রাক্তীয় নার্ডকে শীথিল করে বেদনার অনুভূতি প্রেরনে বাধা দেয় ।

নির্দেশনা এবং ব্যবহার:

মাংস পেশীর ব্যথা, মাথা ব্যথা, ফারোসাইটিস, স্প্রেন, স্ট্রেপ, নিউরালজিয়া, অস্টিও আর্থ্রাইটিস, খেলাধুলা ও হারপিস যসটার জনিত ব্যথায় নির্দেশিত ।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি:

প্রাপ্ত বয়স্কদের ক্ষেত্রে:

ক্ষত স্থান পরিষ্কার করে নিতে হবে

হাতের আঙ্গুলের অগ্রভাগে অল্প পরিমাণ ক্রীম নিয়ে দৈনিক ৩ - ৪ বার ব্যথায়ুক্ত স্থানে প্রয়োগ করতে হবে ৬ বছরের কম বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে: প্রয়োজ্য নয়।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া: কিছু কিছু ক্ষেত্রে অতিসংবেদনশীলতা লক্ষ্য করা যায়। নিশ্বাসের মাধ্যমে গ্রহণ করলে শ্বাস নালীর সংকোচন দেখা দিতে পারে।

যে ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: এসপিরিনের প্রতি এলার্জি, এলার্জি জনিত ত্বক প্রদাহ, একজিমা ও চোখের কাছাকাছি ব্যবহার করা যাবে না।

গর্ভকালীন ও স্তন্যদানকালীন সময়ে ব্যবহার: গর্ভকালীন ও স্তন্যদানকালীন সময়ে ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন নিষেধাজ্ঞার তথ্য জানা নেই।

অন্য ঔষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: জানা যায়নি।

সাবধানতা: আহত ত্বক ও কোষ বিলিঙ্গতে ব্যবহার করা যাবে না। ব্যবহার করার পর সাথে সাথে হাত ধুয়ে নিতে হবে। শক্ত ব্যান্ডেজের নিচে ব্যবহার করা উচিত নয়। ব্যবহারের পর চুলকানি বা জ্বালাপোড়া দেখা দিলে ব্যবহার বন্ধ করে দিতে হবে।

সরবরাহ:টোরেল™ : মাস্‌ল রাব: প্রতিটি টিউবে আছে ২০ গ্রাম মাস্‌ল রাব।

স্কয়ার : অগ্রযাত্রা ও মাইল ফলক

১৯৫৮

স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালসের যাত্রা শুরু ।

১৯৭৪

জেনেসিন ফার্মাসিউটিক্যালস, বেলজিয়াম (জনসন এন্ড জনসন ইন্টারন্যাশনাল, ইউএসএ এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান) এর সাথে প্রযুক্তিগত সহযোগিতাস্বরূপ পথচলা শুরু হয় ।

১৯৮৫

বাংলাদেশের ওষুধ শিল্পের শীর্ষে আরোহণ করে ।

১৯৮৭

ওষুধ রপ্তানী শুরু করে ।

১৯৯৫

কেমিক্যাল ডিভিশন এ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল কাঁচামাল প্রস্তুত করা শুরু করে ।

১৯৯৭

জাতীয় রপ্তানী ট্রফী জয় করে ।

২০০১

US FDA/UK MHRA এমসিএ মানসম্পন্ন নতুন ফ্যাক্টরী তার যাত্রা শুরু করে ।

২০০২

ইউনিসেফ এর আর্ন্তজাতিক সরবরাহকারী হিসেবে তালিকাভুক্ত হয় ।

২০০৫

স্কয়ার সেফালোস্পেরিন তার যাত্রা শুরু করে ।

২০০৭

স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিমিটেডের কালিয়াকের, ঢাকা ইউনিট UK MHRA এর অনুমোদন পায় ।

২০০৯

US FDA এবং UK MHRA মানসম্পন্ন ইনসুলিন প্রস্তুত করা শুরু করে । শুধুমাত্র হরমোন এবং স্টেরয়েড প্রস্তুত করার জন্য একটি আলাদা ফ্যাক্টরী ইউনিট তার যাত্রা শুরু করে ।

২০১২

স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিমিটেড, ঢাকা এবং স্কয়ার সেফালোস্পেরিন লিমিটেড, ঢাকা UK TGA, Australia এর অনুমোদন লাভ করে ।

২০১৩

আর্ন্তজাতিক মানসম্পন্ন রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (স্যামসন এইচ চৌধুরী সেন্টার অফ এন্সিলেপ্স, কালিয়াকের, গাজীপুর) এর উদ্বোধনের মাধ্যমে যাত্রা শুরু হয় ।

এবং

জাতীয় রপ্তানী ট্রফী (গোল্ড) জয় করে ।